কৃষ্ণভাবিনী বসু মল্লিক

পারিতোষিকের নিয়মাবলী।

আর্য্য হিন্দু-জাতির সমাজ বন্ধন বিষয়ে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিবেন তাঁহাকে উক্ত পারিতোষিক দেওয়া হইবে। পারিতোষিক ৫০০ পাঁচ শত টাকা; নিম্নোক্ত নিয়মে প্রদত্ত হইবে।

১। অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আর্য্য হিন্দুদিগের সমাজ বন্ধনের প্রণালী ঐতিহাসিক ক্রমানুসারে প্রমাণ সহ আলোচনা করিতে হইবে।

২। দেশকালপাত্রানুসারে সমাজ বন্ধনের নিয়ম যেরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত করিতে হইবে।

৩। সামাজিক নিয়ম সমূহের মধ্যে কোন গুলি সার্ব্বজনীন ও কোনগুলি বিশেষ বিশেষ অবস্থাসাপেক্ষ, তাহা প্রদর্শিত করিতে হইবে। এবং ঐ সকল নিয়মের কতদূর পর্য্যন্ত একদেশ হইতে অন্যদেশে গ্রহণীয় তাহাও দেখাইতে হইবে।

৪। নানা কারণে বর্ত্তমান আর্য্য হিন্দু সমাজের নিয়ামকের অভাব হইয়াছে। সেই অভাব কিরূপে পূরণ হইতে পারে তাহারও বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

৫। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থকারই পারিতোষিক পাইবেন। তবে যদি কেহ ইংরাজিতে গ্রন্থরচনা করেন এবং সেই গ্রন্থ উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে ইংরাজি গ্রন্থকারও উক্ত পরিতোষিকের তুল্য অন্য পারিতোষিক পাইবেন।

৬। পারিতোষিক প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে গ্রন্থকারকে নিজব্যয়ে পরিষদের অভিমতানুসারে গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে হইবে। তবে যদি নিম্নোল্লিখিত পরীক্ষকগণ গ্রন্থের উৎকর্ষ বিবেচনায় অনুরোধ করেন, তবে গ্রন্থের মুদ্রণের ব্যয় হিসাবে পারিতোষিকদাতা গ্রন্থকারকে আর একশত পঞ্চাশ টাকা দিবেন।

গ্রন্থের সত্বাধিকার ও গ্রন্থ বিক্রয়ের লাভ গ্রন্থকারই পাইবেন। কেবল পারিতোষিক দাতাকে ১২ খানি পুস্তক এবং পরিষদকে ৫ খানি পুস্তক উপহার দিতে হইবে।

৭। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রুলটানা ফুলস্ক্যাপ কাগজের অন্যূন ২০০ পৃষ্ঠা হওয়া আবশ্যক।

৮। গ্রন্থ সম্পূর্ণ মনোনীত না হইলে কোন লেখককে পারিতোষিক দেওয়া যাইবে না। তবে কোন গ্রন্থ মুদ্রণের উপযোগী বিবেচিত হইলে গ্রন্থকারকে পারিতোষিক না দিয়া মুদ্রণের ব্যয় মাত্র দেওয়া হইবে।

৯। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও তাহার একখানা নকল পরিষদের সম্পাদকের নিকট ১৩০৪ সালের মাঘ মাসের মধ্যে প্রেরণ করা আবশ্যক, পাণ্ডুলিপি প্রেত্যর্পিত হইবে, কিন্তু নকল প্রত্যর্পিত হইবে না।

অন্যান্য বিবরণ পরিষদের সম্পাদক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট ১০৬।১নং গ্রে-ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। গ্রন্থের বিচার সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পারিতোষিক দাতার প্রতিনিধি স্বরূপ নিম্নলিখিত মহাশয়গণকে পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন।

১। মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল।
২। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল,
৩। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই,
৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৫। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
৬। " রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ।
৭। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
সাহিত্য পরিষদের
অবৈতনিক সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দে, এম, এ, বি, এল, কলেক্টর বালেশ্বর।

" বি, এল, গুপ্ত, সি, এস, জজ, বরিশাল।

। ,, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ নং ডাক্তার্স লেন তালতলা।

। " হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বি, এ, মৌহাটা, বর্দ্ধমান।

:০। " কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, ওয়াজাদিয়া কাছারী। কিশোরগঞ্জ।

৫১। " শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জমীদার উত্তরপাড়া।

২৫২। " হেমাঙ্গচন্দ্র বসু, সবজজ, বাঁকীপুর।

২৫৩। " মতিলাল মল্লিক এম্, এ, ডেপুটী ইন্স্পেক্টর স্কুল মেদিনীপুর।

৫৪। " মহেন্দ্রনাথ মজুমদার, ডেপুটী কালেক্টর রঙ্গপুর।

৫৫। " অঘোরনাথ ঘোষ, সবজজ, বাঁকুড়া।

২৫৬। " তারাচরণ সেন, মুন্সেফ, চাঁদপুর, ত্রিপুরা।

৫৭। " নয়নরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাঁকুড়া।

:৫৮। " কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উকীল বাঁকুড়া।

৫৯। " উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সিভিল সার্জ্জন বাঁকুড়া।

৬০। " কুমার রামেশ্বর মালিয়া, জমীদার ৬ নং কলেনপ্লেস্, হাবড়া।

৬১। " মাখনলাল সিংহ, ১ নং গোপাল বাঁড়ুয্যের ষ্ট্রীট, রামকৃষ্ণপুর, হাবড়া।

৬২। " অবিনাশচন্দ্র মিত্র, মুন্সেফ সিউড়ী, বীরভূম।

৩। " রায় রোহিনীকুমার রায় চৌধুরী, জমীদার, কৃত্তিবাসা, বরিশাল।

৪। " সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, এস, জজ, সাতারা বোম্বাই।

৫। " মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, আনুলিয়া রাণাঘাট।

৬। " গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, মুন্সেফ, বোলিপুর।

৭। " রাসবিহারীদাস, লোনসিংহ ফরিদপুর।

৮। " বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বি, এ, হেডমাষ্টার হিন্দুস্কুল নদীয়া।

৯। " কৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক বিদ্যারঞ্জন রঙ্গপুর বড়বাড়ী।

৷০। " যজ্ঞেশ্বর ঘোষাল, কামারহাটি আঁড়িয়াদহ।

১১। " রাধানাথ রায়, স্কুল ইন্সপেক্টর, উড়িষ্যা।

২। " সুদামচন্দ্র নায়েক, এসিসটান্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ট্রিবিউটারি মহল, কটক।

। " বনমালি সিংহ, গার্জেন, রাজষ্টেট কটক্।

। " হারাধন দত্ত ভক্তনিধি, বদনগঞ্জ হুগলি।

" তারকনাথ বিশ্বাস, সব-রেজিষ্ট্রার, জাহানাবাদ হুগলি।

" হরিপদ ভট্টাচার্য্য, এম, এ, এনালিষ্ট, কাশিপুর গন্ফাউণ্ডারি।

২১৬। শ্রীযুক্ত ডাক্তার গোপালচন্দ্র মিত্র, এল, এম, এস্ পঞ্চাননতলা লেন, ক্ষীরোদারগ হাব
১১৭। „ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, ডি, এল, উকীল ১৭ নং রসারোড, ভবানীপুর
২১৮। „ প্রিয়নাথ ঘোষ এম, এ, কুচবেহার রাজবাটী।
২১৯। „ যোগেশচন্দ্র রায়, এম, এ, প্রফেসার, কটক কলেজ।
২২০। „ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়ার, হুগলী
২২১। „ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ৫২ নং বকুলবাগান রোড ভবানীপুর।
২২২। „ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, উকীল ভগলপুর, পাঞ্চুয়াকুলি।
২২৩। „ কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, জমীদার, সিয়ারশোল রাণীগঞ্জ।
২২৪। „ সুরেন্দ্রনাথ রায়, জমীদার, কাশীপুর।
২২৫। „ অম্বিকাচরণ গুপ্ত, ভাঙ্গামোড়া, হুগলি।
২২৬। „ কিশোরীমোহন সেন গুপ্ত, প্রফেসার হুগলি কলেজ।
২২৭। „ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এ, এম ডেপুটী ইন্স্পেক্টর সিলেট।
২২৮। „ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট উলুবেড়িয়া।
২২৯। „ নন্দলাল গোস্বামী, জমীদার শ্রীরামপুর।
২৩০। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, কুমিল্লা।
২৩১। „ কালীপদ বসু, উকীল মিরাট।
২৩২। „ বলেন্দ্রনাথ সিংহ, ইন্দার, বাকুড়া।
২৩৩। „ মধুসূদন রাও, হেড্‌মাষ্টার ট্রেনিং স্কুল কটক।
২৩৪। „ উপেন্দ্রগোপাল মিত্র, বি, এল, উকীল ৩০ নং তেলিপাড়া লেন, ভবানীপুর
২৩৫। „ শরচ্চন্দ্র মিত্র, নিমতা, বেলঘরিয়া, ই, বি, এস রেলওয়ে।
২৩৬। „ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল, উকীল বর্দ্ধমান।
২৩৭। „ রমেশচন্দ্র দাস, ডেপুটী কালেক্টর ভদ্রক।
২৩৮। „ কুমুদবন্ধু দাস গুপ্ত, ডেপুটী কলেক্টর মৈমনসিং।
২৩৯। „ বিপিন বিহারী দাস গুপ্ত, মুন্সেফ বরিশাল।
২৪০। „ গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সিন্সি, সিউড়ি।
২৪১। „ লোকেন্দ্রনাথ পালিত সি, এস, কলেক্টর, দিনাজপুর।
২৪২। „ মিঃ, চিত্তরঞ্জন দাস, ব্যারিষ্টার; ২৫৫ নং রসারোড ভবানীপুর।
২৪৩। „ শ্যামকুমুদ মুখোপাধ্যার, ডেপুটী কালেক্টর রামপুর বোয়ালিয়া।
২৪৪। শশধর রায়, বি, এল, উকীল, রাজসাহী।

২৭৮। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু (বিশিষ্ট), দেওঘর, বৈদ্যনাথ।
২৭৯। " হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল, (বিশিষ্ট) উকীল হাইকোর্ট।
২৮০। Sir William W. Hunter, K. C. S. I. (বিশিষ্ট)
২৮১। Sir Monier Williams, K. C. I. E. (ঐ)
২৮২। Sir George Bardwood, K. C. I. E. (ঐ)
২৮৩। John Beames, Esqr,
২৮৪। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, (বিশিষ্ট) ঢাকা।
২৮৫। " ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বসু, ৬ নং হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট্।
২৮৬। " পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, এম, এ, তারক চাটুর্য্যের লেন।
২৮৭। " পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
২৮৮। " দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (বিশিষ্ট) ৫২ নং পার্কষ্ট্রীট্।
২৮৯। " রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, ১৬৭ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট।
২৯০। " শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৫২।১ নং চাসাধোপাপাড়া (জোড়াসাঁকো
২৯১। " রাধানাথ মিত্র, ১ নং বেচারাম চাটুয্যের ষ্ট্রীট।
২৯২। " ঈশানচন্দ্র বসু, এম এ, ২৬ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, ঝামাপুর
২৯৩। " চুনীলাল সেন ৬ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট চোরবাগান।
২৯৪। " বিপিনবিহারী রায়, ২১০। ১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
২৯৫। " ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন, ৩৪।১নং কলুটোলা ষ্ট্রীট (বঙ্গব
২৯৬। " তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ২১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
২৯৭। " বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, ১৫ নং মারহাট্টা ডিচ লেন (বাগবাজার)
২৯৮। " উমাপদ রায় (ব্যারিষ্টার), ৭ নং অক্রুর দত্তের লেন (বহুবাজার
২৯৯। " শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি, এ, বি, এল,
৪২।২ নং মদন বড়ালের লেন (বহুবা
৩০০। " দ্বিজেন্দ্রলাল সিংহ, এম, এন্ পি, এস্, (লণ্ডন) ১১৯।২.নং মস্জিদব
৩০১। " ভূপেন্দ্রকুমার বসু, ৪২ নং বৃন্দাবন বসাকের লেন, (আহিরীটোলা
৩০২। " অমৃতলাল বসু, ১২ নং শিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
৩০৩। " হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, নৈহাটী।
৩০৪। ডাক্তার অতুলকৃষ্ণ দত্ত, এফ, এইচ, সি, এস্,
৮৯ নং বারানসীঘোষের ষ্ট্রীট।
৩০৫। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মিত্র, ১৫৯ নং আহিরিটোলা ষ্ট্রীট।
৩০৬। " গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, বি, এল, ৪ নং কলেজ স্কয়ার কলিকা
৩০৭। " অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চুঁচড়া হুগলী।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

শব্দসমালোচনা।

শাদী (পার্সী)=আনন্দ। সাংসারিক কার্য্যের মধ্যে বিবাহের স্থায় আন্দজনক কাজ আর কিছুই নাই, এই জন্য শাদী অর্থে বিবাহ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বিবাহবাচক প্রকৃত পার্সী শব্দ নিকাহ্। বাঙ্গালীরা যে মুসলমান বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহকে নিকা বলেন, আর প্রথম বিবাহকে নিকা বলেন না, তাহা অন্যায়।

সাবাস (পার্সী)=শাবাশ=শাদ+বাশ=খুস রহো=সুখে থাক। বাশ অর্থে থাকা। শাদ+বাশ পুনঃপুনঃ ব্যবহারের জন্য শাবাশ হইয়াছে। অতএব শাবাশ প্রশংসাবাচক বা আশীর্ব্বাদবাচক সম্বোধন।

তুলকালাম। তুল (আরবী)=লম্বা, কালাম (আরবী)=বাক্য। "তোমরা যে ভারী তুলকালাম লাগিয়েছ"=তোমরা ভারী দীর্ঘ বাক্য কহিতেছ অর্থাৎ ঝগড়া করিতেছ। কারণ কথা বাড়ার নামই ঝগড়া, শাস্ত্রে লেখে।

কলম (আরবী)=লেখনী।

দোত (আরবী)=দোয়াত=দাওয়াত=মস্যাধার।

দাওয়া (আরবী)=দাবী=claim=অধিকারখ্যাপন।

শর্ত্ত (পার্সী)=condition=নিয়ম।

সাবেক=সাবেকা (পার্সী)=পূর্ব্বতন।

বাকী, বকেয়া (আরবী)=অবশিষ্ট।

বেবাক (আরবী)=বাকী না রাখা=নিঃশেষ করিয়া দেনা পরিশোধ।

চশম্ (পার্সী)=চক্ষু।

চশম্‌খোর (পার্সী)=চোখখেকো অর্থাৎ যাহার চক্ষুলজ্জা নাই; কৃপণ বা নিষ্ঠুর।

চুগল (আরবী)=একের কথা অন্যকে লাগান=চুগলী (বাঙ্গালা)।

হারাম (আরবী)। যাহা ধর্ম্মানুসারে নিষিদ্ধ তাহাকে হারাম কহে, আর যাহা ধর্ম্মানুমোদিত তাহাকে হালাল বলে। এই জন্য মুসলমানের নিকট জবায়ের মাংস হালাল এবং বলিদানের মাংস হারাম। পুরুষ বা স্ত্রীর পক্ষে আপন পত্নী বা পতিভিন্ন অন্য

...সারে নিষিদ্ধ, সুতরাং উহাও হারাম ... উৎপন্ন পুত্রকে
বলে। অতএব হারামজাদা = বেজন্মা।

দা (পার্শী) = জাত = পুত্র।

শাহজাদা = রাজপুত্র। শাহ = রাজা। শা বা শাহ রাজার উপাধি হইতে পারে। রাও এই উপাধি গ্রহণ করেন; কারণ ফকীর রাজার ন্যায় প্রশান্তহৃদয়। তাঁহার ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য আছে। উদাহরণ, অমানি শা = অমানি নামক ফকীর। কেহ যেন রস্তার রাত্রি বলিয়া মনে না করেন।

আয়না = কাচ = আরশি।

নজর (আরবী) = দৃষ্টি। 'নজর দিওনা বাপু'।

নাজীর (আরবী) = যে ব্যক্তি দৃষ্টি রাখে = তত্ত্বাবধায়ক।

মঞ্জুর (আরবী) = নজর প্রাপ্ত অর্থাৎ যাহা মানিয়া লওয়া গিয়াছে। 'আমি তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম'।

মানে = অর্থ। "তোমার কথার মানে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

মানা = নিষেধ। "মন যে আমার মানে না মানা"।

নিমকহারাম—নিমক্ = লবণ। আরব দেশে লবণ অতি দুষ্প্রাপ্য; অতএব যাহাকে লবণ দ্বারা সৎকার করা যায়, সে ব্যক্তির বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। 'নুন খাইলেই গুণ গাহিতে হইবে'। নুন খাইয়া যে ব্যক্তি গুণ না মানে, সে ব্যক্তি নিমকহারাম। সাধারণতঃ সমস্ত অকৃতজ্ঞ লোককেই নিমকহারাম বলা চলে।

শামিল—আরবী শুমুল শব্দ হইতে উৎপন্ন, ইহার অর্থ মিলিত হওয়া।

দখল (আরবী) = অধিকার।

দাদ (পার্শী) = বিচার। "আহা তুমি দাদ তুলতে পারলে না" ইহার অর্থ এই যে ও ব্যক্তি তোমার যে অনিষ্ট করিয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লইতে পারিলে না, তাহা হইলেই ঠিক বিচার হইত।

আমাদের দেশে দাদরসী শব্দ প্রচলিত আছে; ইহার অর্থ কোন বিবাদ বিচারকের সাহায্যে মীমাংসা করিয়া ক্ষতিপূরণাদি গ্রহণ।

বাগদাদ—বাগ (আরবী) = বাগান, দাদ (পার্শী) = বিচার। পারস্যের বাদশাহ নৌসেরোঁয়া তাঁহার রাজধানী মদাএন্ নগর হইতে পনর মাইল উত্তরে টাইগ্রীস্ নদী তীরে একটী উদ্যানে বসিয়া সচরাচর মোকর্দ্দমার বিচার করিতেন; এইজন্য ঐ স্থানের নাম বাগদাদ হয়। যে বংশে নৌসেরোঁয়ার অভ্যুদয় হয়, সে বংশকে সাসানীয় বংশ কহে। নৌসেরোঁয়ার পরে কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পর্য্যন্ত এই অগ্ন্যুপাসক সাসানীয় বংশ পারস্যে প্রবলপ্রতাপে বর্ত্তমান ছিল। সেই সময়ে বাগদাদ একটী পল্লীগ্রাম মাত্র ছিল। পরে মহম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পারস্য মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়। মুসলমান খলিফাদিগের রাজধানী

যে মদিনা, কুফা এবং দামস্কস্। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আব্বাস দাফার বাগদাদে রাজধানী স্থাপন করেন। আলমনসুরের দুই পুরুষ পরেই হারুণ অল রসিদের আবির্ভাব হয়। ইঁহার সময়ে বাগদাদের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী সহর পৃথিবীর কোথাও ছিল না।

ন্যায়=নল। হুঁকার নলকে হিন্দুস্থানীরা ন্যয় বলে। সাসানীয় বংশের রাজত্বের পূর্ব্বে শাপুর নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি খোরাসানে বন কাটিয়া একটী সহর বসান, সেটীর নাম 'নৈশাপুর'। সেটি ক্রমে নিশাপুর দাঁড়াইয়াছে।

হিন্দু অর্থে পারস্য ভাষায় সিন্ধুনদীর পরপারবর্ত্তী দেশ। তদ্দেশবাসীকে হিন্দু কহিত। আরবীয়েরা সিন্ধ্ ও হিন্দ্ দুইটী দেশের উল্লেখ করেন। "তারিখি সিন্ধ ও হিন্দ্"=সিন্ধু ও হিন্দু দেশের ইতিহাস। বাগদাদের খলিফাদিগের সময়ের একখানি ম্যাপ পাওয়া যায়, তাহাতেও সিন্ধ্ ও হিন্দ্ ভিন্ন।

পঞ্জাবকে পারস্য এবং আরবের লোকেরা একটী স্বতন্ত্র দেশ মনে করিত। উহাদের মতে পঞ্জাবের পূর্ব্বদিকে হিন্দুস্থান, এইজন্য শতদ্রুর তীরে একটী নগরকে উহারা সরহিন্দ বলিত। সর্=মস্তক=শ্রেষ্ঠ।

সরাব (পার্সী)। সর্=শ্রেষ্ঠ, আব=জল=পানীয়। পারস্যের পেসদাদ বংশের রাজা জমসেদ্ খৃষ্টের কত পূর্ব্বে যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। প্রজা সকলের কেন মৃত্যু হয়, কেন তাহারা চিরকাল বাঁচে না, এই চিন্তায় তিনি নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়া এক পর্ব্বতের উপর তপশ্চরণার্থ গমন করেন এবং কেবল দুগ্ধ পান করিয়া বহুদিন অতিবাহিত করেন। অবশেষে ঈশ্বর তাঁহার নিকট আবির্ভূত হন। তিনি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করেন, যেন তাঁহার রাজ্যে মৃত্যু না থাকে। ঈশ্বর তাহাই স্বীকার করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কালক্রমে মৃত্যু না হওয়াতে রাজ্যে এত প্রজা বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে আর লোক ধরে না এবং আহার্য্য বস্তুর অভাবে ভয়ানক ক্লেশ হইতে লাগিল। তখন জমসেদ পর্ব্বতোপরি পুনরারোহণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট এই নিবেদন করিলেন "প্রভো তোমার যাহা ব্যবস্থা, তাহাই ঠিক। মনুষ্যের তাহা ব্যতিক্রম করিতে যাওয়া ভ্রান্তি। অতএব যাহা ছিল তাহাই হউক অর্থাৎ মৃত্যু হউক।" তাহাই হইল।

তপস্যা প্রভাবে জমসেদ্ অনেকগুলি বিভূতি লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার মনে অহঙ্কার হইতে লাগিল। তিনি আপনাকেই ঈশ্বর মনে করিতে লাগিলেন। এই অহঙ্কারের ফলেই তিনি জোহাকের নিকট পরাজিত হন। তিনি এক অন্ধের চক্ষু আরোগ্য করিবার জন্য হস্ত বুলাইয়া দেখিলেন চক্ষু খুলিল না। পুনরায় হস্ত বুলাইলেন; তথাপি খুলিল না। তৃতীয় বার বুলাইলেন; তাহাতেও খুলিল না। তখন জমসেদ বুঝিলেন যে বিভূতি সকল গত হইয়াছে এবং তিনি পরম নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন। জমসেদ

.য়া অনুতাপের দ্বারা নষ্ট বিভূতির অনেকটা পুনরুদ্ধার করিয়াছি
পুত্র ফরিদুঁ কর্তৃক জোহাক-কবলিত রাজ্য পুনর্লব্ধ হইয়াছিল।

মসেদের অন্তঃপুরচারিণী কোন পরিচারিকা এক সময়ে শিরোরোগে অত্যন্ত কাত এবং কোনরূপেই আরোগ্য হইতেছে না দেখিয়া আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়া ন্বেষণ করিতেছিল। পারস্য দেশে আঙ্গুর প্রচুর পরিমাণে জন্মে; ইহা অতি স্বাদু ও জমসেদের গৃহে সে সময় অনেক আঙ্গুর আসিয়া জমে এবং বহুসংখ্যক অব্যবহৃত ক্ত আঙ্গুর এক পাত্রের মধ্যে পচিতে থাকে। পরিচারিকা ঐ পাত্র হইতে নির্গত দুর্গন্ধ রিয়া ভাবিল যে এ পাপ বস্তু নিশ্চয়ই বিষাক্ত হইয়া থাকিবে; অতএব ইহা পান রিতে পারি। এই ভাবিয়া প্রচুর পরিমাণে উক্ত পর্য্যুষিত দ্রাক্ষারস পান করিল। ণ না হইয়া ইহাতে এক অপূর্ব্ব ফল ফলিল। উক্ত দাসী বিগতক্লেশ হইয়া মহাহর্ষযুক্ত বং উৎসাহে তাহার মুখে ফুল্লকমলবৎ শ্রী আবির্ভূত হইল। অল্পদিনের মধ্যে সকলেই এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্য যুক্ত হইল। তৎকালে জমসেদের রাজ্যে যুদ্ধ চলিতে- উক্ত নারী যুদ্ধে মিলিত হইবার জন্য প্রমত্ত হইয়া উঠিল। জমসেদ্ এই সকল বৃত্তান্ত .ত হইয়া দাসীকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। দাসী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহিয়া পর্য্যু- ত দ্রাক্ষারসভাণ্ড দেখাইয়া দিল। জমসেদ্ ঐ রসের গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য আর এক- নকে উহা খানিকটা পান করাইলেন। তাহারও মুখ ফুল্লারবিন্দশ্রী ধারণ করিল। পরে জা আপনার সভাসদবর্গকে উহা পান করাইলেন। তাঁহারাও উহা পান করিয়া আনন্দোৎ- ন হইলেন। সেই অবধি জমসেদ মধ্যে মধ্যে সভা আহ্বান করিয়া দ্রাক্ষারসের জশন খুসির মজলিস্) করিতেন। ইহাই জশনে জমসেদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নিরক্ষবৃত্তের সহিত যেখানে পৃথিবীর কক্ষার সম্পাত হইয়াছে, সে স্থানটীকে বিষুববিন্দু বা ক্রান্তিপাত বলে। দক্ষিণায়ন সময়ে সূর্য্য এই বিষুববিন্দুতে অবস্থিত হন; সেই সময় হইতেই নূতন বৎসর ধরা হয়। বোম্বাইয়ের পার্সীরা ইহাকে পপেতি কহে এবং পারস্যভাষায় ইহাকে নরোজ কহে। এখনও বোম্বাইয়ের পার্সীরা নরোজের সময় হইতে পাঁচ সাত দিন ধরিয়া পূর্ব্বকথিত 'জমসেদী জশন' করিয়া থাকেন। এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান চলে। অগ্নিমন্দিরে উপাসনা করাও এ সময়ে নিতান্ত আবশ্যক। পারস্যের মুসলমান পারসীকেরাও এই "নরোজে জমসেদ" অর্থাৎ জমসেদের নরোজ খুব আনন্দের সহিত অতি- বাহিত করেন। দিল্লীর বাদসাহেরাও এই উপলক্ষে জশন্ করিতেন।

জমসেদের সময় পর্য্যুষিত দ্রাক্ষারসের যে আশ্চর্য্য গুণ আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে মুগ্ধ ইয়া উহার নাম রাখা হইয়াছিল 'সরাব' = শ্রেষ্ঠ পানীয়। কালক্রমে সেই শ্রেষ্ঠ পানীয় পব্যবহারে একটী অনিষ্টকর পানীয় পদার্থের মধ্যে গণনীয় হইয়াছে। যে সরাব পূর্ব্বে ভাবে সকলে পান করিত, তাহা এক্ষণে গোপনে পেয় হইয়াছে। সরাব শব্দের লজ্জা- প্রকটীকৃত হওয়াতে পারস্য দেশের অনেক ভদ্র পারসীক 'সরাব' ব্যবহার না করিয়া

'আরক' শব্দ ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক। কালক্রমে ঐ আরক শব্দেও লজ্জাকরত্ব আসিয়া জুটিবে। কারণ যে পদার্থের অস্থিতে মজ্জাতে লজ্জাকরত্ব, শুধু নাম বদলাইয়া কত দিন তাহাকে সাধু আবরণে প্রযুক্ত করা যাইতে পারে!

জমসেদের বাঁদী হইতেই সরাবের প্রচলন; পারস্যের পারসীক ও পারস্যশিক্ষিত ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণও এ গল্প বলিয়া থাকেন।

পঞ্জাব। পঞ্জ=পাঁচ, আব (পারসী)=জল। পাঁচটা নদীবিশিষ্ট দেশ পঞ্জাব নামে খ্যাত।

হিন্দুকুশ। যে পর্ব্বতে যবনদিগের সহিত যুদ্ধে অনেক হিন্দু মারা গিয়াছিল, তাহাকে হিন্দুকুশ বলে; কারণ কুশ্‌তন (পারসী) ধাতুর অর্থ বধ করা।

কোহিনুর। কোহ্‌=পর্ব্বত, নুর=জ্যোতি। কোহিনুর নামে বিখ্যাত হীরক খণ্ডের বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন।

সুরত (পার্সী)=দৃশ্য=মুখ। খুব=ভাল। খুবসুরত=সুমুখ।

হাল=অবস্থা।

সুরতহাল। অবস্থার আকার। আমাদেব দেশে পুলিশে চুরি প্রভৃতি ঘটনায় গৃহস্থের বাটীতে সুরতহাল করিতে আইসে। আমরা বলিয়া থাকি সুরথাল আসিয়াছে। বাস্তবিক ইহাতে থাল, বাটী বা গেলাস কিছুই নাই।

খানা (পার্সী)=ঘর, যথা—বৈঠকখানা, তয়খানা, মুসাফীরখানা।

তলাস (পার্সী)=অনুসন্ধান।

খানাতল্লাসী=ঘরের অনুসন্ধান।

উষ্‌ত্রে—জেন্দ এবং পল্লবী ভাষায় উষ্ট্রের নাম। আরবী ভাষায় উষ্ট্রের নাম সুতর।

জরথুষ্‌ত্রে=বর্ষীয়ান্‌ উষ্ট্র; কাবণ জরথ্‌ অর্থে বৃদ্ধ। এই জরথুষ্‌ত্রই ইউরোপীয়গণকর্ত্তৃক জোরায়াষ্টর বলিয়া অভিহিত। ইনি অগ্ন্যুপাসক প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। প্রাচীন পারসীদিগের নামের সহিত উষ্ট্র এবং অশ্ব প্রায়ই সংযুক্ত থাকিত; যথা—জমাস্প, গুস্তাস্প ইত্যাদি। সংস্কৃতেও দেখি যুবনাশ্ব, কৃশাশ্ব ইত্যাদি।

দস্তানা (পার্সী)=হস্তাবরক বস্ত্র; দস্ত=হস্ত।

বেওয়া (পার্সী)=বিধবা।

বেগম (তুর্কী)=বড় লোকের স্ত্রী=বিবি।

বানু (পার্সী)=বিবি। পারস্যের সাসানীয় বংশের শেষ রাজা ইজ্‌দিগার্দ্দের এক কন্যার নাম শহরবানু। মুসলমান কর্ত্তৃক পারস্যবিজয়ের সময়ে এই কন্যা বিজেতাদিগের হস্তগত হয়। পরে মহম্মদের দৌহিত্র হুসেনের সহিত ইহার পরিণয় হয়। হুসেনের বংশধরগণ সৈয়দ নামে বিখ্যাত। অতএব দেখিতে হইবে যে সৈয়দের শরীরে পয়গম্বরের রক্তও আছে

এবং প্রাচীন পারস্য রাজবংশেরও রক্ত আছে। মুসলমানেরা স্ত্রীলোকের নামের সহিত বানু শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, যথা দুনিয়াবানু, মাহ্‌বানু, খাতুনবানু প্রভৃতি। জাদী (=পুত্রী) শব্দেরও ব্যবহার হয় যথা—শহরজাদী, দুনিয়াজাদী প্রভৃতি। দুখ্‌তর (=দুহিতৃ) শব্দও বসান হয়, যথা তুরান-দোখ্‌ত, আজিম-দোখ্‌ত ইত্যাদি।

জানু (পার্সী)=জানু। মামুদ গজনবী কবি ফির্দৌসীকে শাহনামা গ্রন্থ প্রণয়নের পুরস্কার স্বরূপ ষাটি হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিব অঙ্গীকার করিয়া মন্ত্রীদিগের কুবুদ্ধিতে চালিত হইয়া ষাটি হাজার রৌপ্যমুদ্রা পাঠাইয়া দিলে কবি মামুদের তিরস্কার স্বরূপ যে কবিতা লিখেন, তাহার প্রথমেই এই কথাটী আছে :—"আগর মাদর শাহবানু বুবে ; মরা সীম ও জর তা বজানু বুদে" অর্থাৎ যদি তোমার মা বাদশাহের বিবি হইতেন, তাহা হইলে রৌপ্য এবং স্বর্ণ আমার জানু পর্য্যন্ত হইত। ইহার মর্ম্ম এই যে তাহা হইলে তুমি দাতা হইতে পারিতে। সবক্তগীন বাদশাহের পুত্র ছিলেন না।

জর=সোণা। অতএব জরী মানে সোণালী কাজ করা বস্ত্র।

সবুর=সবর্ (আরবী)=ধৈর্য্য। "সবর্ তল্‌খস্ত্‌ ও লেকিন বরে শীরী দারদ" অর্থাৎ ধৈর্য্য প্রথমে কটু বটে, কিন্তু ইহার ফল মিষ্ট। শীরী=মিষ্ট, ও=এবং। বাঙ্গালায় এই 'ও' বহুলভাবে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

রোজ (পার্সী)=দিন। দো=দুই। সে=তিন ; যথা সেতার=তিনতারবিশিষ্ট যন্ত্র।

"আঙ্গুর নও আয়োর্দা তুর্শ্‌ তাম বুয়দ
রোজে দো সে সবর্ কুন্ শীরী গর্দদ"

ইহার অর্থ এই নূতন আনীত আঙুর অম্লাস্বাদযুক্ত হয়। দু তিন দিন ধৈর্য্যধারণ কর, পরম মিষ্ট হইবে। প্রণয়ের প্রথম ব্যাপারে সচরাচর এই কবিতাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কামান (পার্সী)=ধনুক। এখন আমরা কামান তোপের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করি। বোধ হয় cannon শব্দ হইতেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। 'কটাক্ষে কামান হানে' আমাদের কবিরা সচরাচর এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। ভ্রূকে ধনুক এবং অপাঙ্গদৃষ্টিকে তীরের সহিত উপমিত করা হইয়া থাকে।

চারা (পার্সী)=উপায়। "কি করিব, কোন চারা নাই"।

বেচারা=নিরুপায়, সুতরাং গরীব ভালমানুষ।

মর্জ্জী (আরবী)=যাহা পছন্দ করা হইয়াছে। বাঙ্গালাতে ইচ্ছা। "তোমার মর্জ্জী"= তোমার ইচ্ছা।

মজা (পার্সী)=আস্বাদন। সুস্বাদু জিনিষ আহার করিবার সময় আনন্দ উৎপন্ন হয় ; অতএব মজা=আনন্দ।

মজেদার=যাহাতে মজা পাওয়া যায়। দার শব্দ দাস্তন ধাতু হইতে উৎপন্ন। ঐ ধাতুর অর্থ রাখা বা ধারণ করা ; যথা জমীদার, জমাদার, খরিদদার ইত্যাদি।

খরিদ (যাবনিক)=ক্রয়।

দেমাগ (আরবী)=মস্তিষ্ক। বড় দেমাগের লোক=বড় মস্তিষ্কের লোক। বাড়াবাড়ি লইলে দেমাগে অহঙ্কার অর্থ আসিয়া পড়ে।

মাফ—আরবী ওফু (=ক্ষমা) হইতে উৎপন্ন।

আক্কেল=আক্‌ল্ (আরবী)=বুদ্ধি, বিবেচনা।

মাল (আরবী)=দৌলত, ধনসম্পত্তি।

সাল (পার্সী)=বৎসর।

মসনদ্ (আরবী)—সনদ্=আশ্রয়। যাহা দ্বারা support বা ঠেস্ হয়, তাহা মস্‌নদ=তাকিয়া বা বালিশ। কিন্তু গদী অর্থেও ইহার ব্যবহার পার্সীতে ও উর্দ্দুতে আছে। রাজপুতেরা মস্‌নদকে মসুন্দ কহে। উহার অর্থ কেবল তাকিয়া।

সনদ=support=প্রমাণস্বরূপ বস্তু। "তোমার কি সনদ আছে"=(testimonial) বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্রাদি সম্বন্ধীয় নিদর্শন আছে।

গালিচা (আরবী)। কালী=বিছানা বিশেষ। কালীচা=গালীচা। কাফ অক্ষরের পরিবর্ত্তে গায়েন অক্ষর ব্যবহার হয়, ইহাতে অর্থ পরিবর্ত্তন হয় না। 'চা' ক্ষুদ্রত্ববাচক (diminutive)

বাগীচা=ছোট বাগ=ছোট বাগান।

চাদর (পার্সী)। জামা (পার্সী)। উভয়েরই অর্থ বস্ত্র।

দানা (পার্সী)=বীজ বা গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু। বাঙ্গালায় পোস্ত দানা, সোণার দানা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। অপিচ পার্সীতে দানা অর্থে পণ্ডিত, "লোকটার দানাই আছে অনেক" অর্থাৎ উহার জানা অনেক।

দোপাট্টা (হিন্দী)। পূর্ব্বে এ দেশে পরিধান বস্ত্র অপ্রসর হওয়াতে গায়ে দেওয়ার কাপড় দুই পাট্টা লইয়া তৈয়ার হইত। এখন একপাট্টাকেও কেবল গাত্রবস্ত্র বলিয়া দোপাট্টা বলা চলিয়া গিয়াছে।

পাগড়ি। (হিন্দী) পাগ=শিরস্ত্রাণ; ড়ি=diminutive (ক্ষুদ্রত্ববাচক)। "মাথায় পাগ্ বেঁধে কোথায় যাওয়া হচ্চে"।

জুন্নার। (আরবী)=সুতা। খৃষ্টানদের গলায় ক্রস্ ঝুলান যে সুতা থাকে এবং প্রাচীন পার্সীদের কোমরে যে যুন্সী থাকে, তাহাকে আরবীয়েরা জুন্নার বলে। বোধ হয় উহা হইতেই পার্সী ও উর্দ্দু ভাষায় ব্রাহ্মণের পৈতার নামও জুন্নার বা জেনেউ। কিন্তু অগ্ন্যুপাসক পার্সীরা আপনাদের কোমরের সুতাকে জুন্নার বলেন না, কস্তী বলেন। শুধু যে পার্সীর পুরোহিতদিগেরই ঐ চিহ্ন আছে, তাহা নহে; সমস্ত প্রাচীনধর্ম্মা পার্সীদিগেরই ঐ চিহ্ন। পুরোহিতদিগকে শ্বেতবস্ত্রধারণ ও টুপির প্রভেদে চেনা যায়।

মুকাবিলা—আরবী কবল্ হইতে। কবল=সম্মুখীন হওয়া, সমকক্ষ হওয়া,

তদন্দা হওয়া ইত্যাদি। বাঙ্গালাতে "মোকাবেলা করাইয়া দিল"=সম্মুখীন হইয়া খাইয়া দিল।

কবুল (আরবী)=মানিয়া লওয়া।

সবুজ (পার্সী) =হরিৎবর্ণ। এই জন্য শাক পাতাড়িকেও সব্‌জী বলে। বঙ্গদেশে শাক সব্‌জী চলন।

বুজরুগী =(পার্সী) বুজরুগ (=পূর্ব্ব পুরুষ) শব্দ হইতে। অর্থ বদলাইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধ, বিদ্বান্, গুণবান্ প্রভৃতি দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির অতীত বিষয়কে বাঙ্গালীরা বুজরুগী বলে।

আজগবী বোধ হয় আরবী আজব্ (=আশ্চর্য্য) শব্দ হইতে উৎপন্ন। আজনব শব্দ হিন্দুস্থানে চলিত, ইহারও অর্থ কোন অপূর্ব্ব বস্তু। কি হইতে কি হইল, বলিতে পারি না।

কবজা (আরবী)=দখল। কব্‌জা করা=দখল করা।

খরচ আবরী খরজ শব্দ হইতেউৎপন্ন। ইহা হইতেই খারিজ। অর্থাৎ যাহা পরিত্যক্ত।

কর্জ্জ=(আরবী) কর্‌জ্=ধার লওয়া হইতে উৎপন্ন।

খোদা=(পার্সী) খুদা=ঈশ্বর।

জুদা (পার্সী)=ভিন্ন।

মরদানে খুদা ন খুদা বাসন্দ।
লেকিন জে খুদা ন জুদা বাসন্দ।

ঈশ্বর সমাহিত মানুষ ঈশ্বর নহেন বটে, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ভিন্নও নহেন।

কদর (আরবী)=সম্মান, আদর।

শামিয়ানা। পার্সী শাম অর্থে সায়ং। যাহা ছাইয়া দিলে সায়ংকালীন ভাবের উদয় হয়, তাহাকে শামিয়ানা বলে। এই জন্য চাঁদোয়া অর্থ দাঁড়াইয়াছে।

রোখ বাঙ্গালাতে রাগ অর্থে ব্যবহৃত হয়। হিন্দুস্থানে রুক্‌না অর্থে বাধা দেওয়া। যদি কোন দুষ্ট লোক দৌরাত্ম্য করে তাহার সম্বন্ধে উসে রুকো অর্থাৎ উহাকে বাধা দিয়া আইস বলা হয়। এই বাধা দেওয়া, ভাব হইতে ক্রমে রাগের ভাব দাঁড়াইয়াছে।

তামাসা, ইসারা প্রভৃতি আরবী শব্দ।

হরবোলা। হর্ (পার্সী)=প্রত্যেক। বোলনা (হিন্দী)=বুলী। অর্থাৎ প্রত্যেক বুলি বলিতে পারে যে, সে হরবোলা।

বুলী=(হিন্দী) বোলী=ভাষা। মনুষ্যের ভাষা ও পশুপক্ষীর ভাষা উভয়ই বুঝায়।

বদমায়েস। (পার্সী) বদ=মন্দ ও (আরবী) মাশ=অন্নসংস্থান বা রোজগার। মন্দ উপায়ে যে রোজগার করে সেই বদমাশ। অর্থাৎ চোর, জালিয়াৎ, বেশ্যা প্রভৃতি।

বদজাত=পার্সী বদ্ ও আরবী জাত=প্রকৃতি। মন্দস্বভাব।

শুরু (আরবী)=আরম্ভ।

শহর (পার্সী) = দেশ, নগর।

বিলায়ৎ (আরবী) = রাজ্য, দেশ। সুতরাং সকল রাজ্য, সকল দেশই বিলায়ৎ। কিন্তু ভালবাসা বশতঃ মুসলমানেরা কাবুল, পারস্য ও আরব এই সকল স্থানের লোককে বিলায়তী বলে। এখন আমরা পরম বিদেশ যে ইংলণ্ড, ইহাকেই বিলায়ৎ বলি। শব্দমাহাত্ম্যকে ধন্য।

কাহিল = (আরবী) কায়েল = হারিয়া যাওয়া।

শকর (পার্সী) = চিনি = (সংস্কৃত) শর্করা = (আরবী) সুক্কর = (ইংরাজী) সুগার।

কন্দ (আরবী) = মিষ্ট = (পঞ্জাবী) খণ্ড = খাঁড়।

দর্ (পার্সী) = দুয়ার = (সংস্কৃত) দ্বার = (ইংরাজী) door.

অস্প্ (পার্সী) = ঘোড়া = (সংস্কৃত) অশ্ব।

সতরঞ্জ—(পার্সী এবং আরবী) স্বনামপ্রসিদ্ধ খেলা = (সংস্কৃত) চতুরঙ্গ।

সুপেদ• (পার্সী) = সাদা = (সংস্কৃত) শ্বেত।

বাদশাহ (পার্সী) = রাজা।

দূর (পার্সী) = কাছে নহে = (সংস্কৃত) দূর।

মুষ (পার্সী) = ইন্দুর = (সংস্কৃত) মুষ বা মূষিক।

অঙ্গুশ্ত্ = আঙ্গুল = (সংস্কৃত) অঙ্গুষ্ঠ।

করদন, চরিদন, খুরদন প্রভৃতি পার্সী ধাতুর অর্থ করা, চরা, খাওয়া প্রভৃতি। সহস্র ক্রিয়াবাচক ও নামবাচক শব্দ পার্সীতে ও সংস্কৃতে এক। সংস্কৃতের 'ব' পার্সীর 'প' হইয়া যায়; যথা অশ্ব = অস্প্, শ্বেত = সুপেদ। সংস্কৃতের 'গ' আরবীতে 'জ' হইয়া যায়; যথা ভঙ্গ্ = বঞ্জ্, চতুরঙ্গ = সতরঞ্জ। আরবীরা 'চ' বলিতে পারে না 'স' বলে; যথা চীন = সীন।

মুর্দ্দাফরোশ—মুর্দ্দ (পার্সী) = মড়া, মুর্দন (মরা) ধাতু হইতে উৎপন্ন। ফরোশ্ (পার্সী) ফরোখ্তন = বেচা ধাতু হইতে উৎপন্ন। যে মড়া বেচে, এস্থলে যে মড়ার বস্ত্রাদি বেচে, সে মুর্দ্দাফরোশ। বাঙ্গালায় মুর্দ্দোফরাশ।

মস্করা (আরবী) = রঙ্গ করা (buffoonery); মস্করা ঐ অর্থে ব্যবহৃত।

আশ্কারা (পার্সী) = জাহির বা প্রকাশ করা। বাঙ্গালায় আদালত পুলিষ বা জমীদারীর লোকেরা একটা মোকর্দ্দমা আশকারা করেন অর্থাৎ তদারক করিয়া যথার্থ ঘটনা প্রকাশ করেন।

পীলসুজ—ফতীল (আরবী) = বাতী। সোজ (পার্সী) সোখ্তন = জ্বালান হইতে উৎপন্ন। অর্থ, যাহাতে বাতী জ্বলে। হিন্দীতে পিলসোৎ, বাঙ্গালায় পীলসুজ।

পন (হিন্দী) ভাববাচক বিশেষ্যপদের চিহ্ন যথা, সুখাপন্। বাঙ্গালায় ঐ 'পন্' পানা হইয়াছে—রূপপানা, রাঙ্গাপানা। এই 'পানা' আবার জিহ্বাবিশেষে 'পারা' হইয়াছে; যথা রাঙ্গাপারা।

দোহাই (হিন্দী)=(বাঙ্গালা) দোহাই।

জরীমানা—(আরবী) জুরম্=অপরাধ, কসুর; (পার্সী) আনা=সম্বন্ধ রাখা। অপরাধের সহিত যাহা সম্বন্ধ রাখে, তাহাই জুরমানা। এটী আরবী ও পার্সীমিশ্রিত সঙ্কর (hybrid) শব্দ। এরূপ উদাহরণ পূর্ব্বে অনেক দেওয়া হইয়াছে। এই জুরমানা বঙ্গে জরীমানা। কেহ কেহ জরীপানা বলে; সুতরাং বলিতে হয় যে কেহ যেন ইহাকে 'জরীর মতন' মনে না করেন।

তাগাদা (আরবী) তাকাজা=চাহা। তাকাজা শব্দের মূল ধাতু 'কজীয়া'র আর একটী অর্থ আছে—ঝগড়া বা বিতর্ক করা। যে বিতর্কযুক্ত কথার মীমাংসা করে, সে কাজী। বাঙ্গালার ছোট লোকে, মশায় কেজিয়ে করেন কেন, কেন বলে, তাহা পাঠক বুঝিলেন।

আরাম (পার্সী)=সুস্থতা। না থাকিলে বেয়ারানা বলা যায়। 'খাটে অনেক ছারপোকা থাকিলে শুইবার বড় বেয়ারামী'। বেয়ারাম=ব্যাধি এই বঙ্গপ্রচলিত অর্থ হিন্দুস্থানে অল্প দেখা যায়।

নকদ (আরবী)=নগদ (বাঙ্গালা)=cash.

বেমারী (পার্সী)=রোগ=ব্যামো (বাঙ্গালা)

শিকার (পার্সী)=যাহা মৃগয়া দ্বারা পাওয়া যায়; ইহার অর্থ হিন্দুস্থানে মাংস, বাঙ্গালায় মৃগয়া।

লাশ (পার্সী)=শব।

গাছ (হিন্দী)=বাগীচা, ছোট বাগান। আমকা গাছ=আমের বাগান। বাঙ্গালা হইতে মিথিলা পর্য্যন্ত গাছ =বৃক্ষ।

নেহায়ৎ—(আরবী) নিহিঃ=নহী হোনা (অর্থাৎ যারপর আর নাই) হইতে উৎপন্ন। বাঙ্গালায়, নেহাৎ ভাল মানুষ=যার পর নাই ভাল মানুষ।

জিয়াদৎ (আরবী)=অনেক হওয়া। ইহার ভাব জিয়াদতী। এই জিয়াদত হিন্দী ও বাঙ্গালায় জাস্তি হইয়াছে। কিন্তু সুবোধ জিয়াদা শব্দ ব্যবহার করেন।

তচ্ নচ্ (বাঙ্গালা)=তহস্ নহস্ (উর্দ্দু)।

বাগান, বাগীচা, বাগ (পার্সী) বাজ্ শব্দ হইতে উৎপন্ন। বাজ=খোলা। বাগানের দৃশ্য ও খোলা। বাজ্+জার=খোলা+জায়গা=বাজার (পার্সী, উর্দ্দু ও বাঙ্গালা)।

দরকার (পার্সী) দর্=মাঝখান, কার=কাজ অর্থাৎ কাজের মাঝখান অর্থাৎ 'আবশ্যক'।

কারখানা (পার্সী) কার=কাজ, খানা=গৃহ অর্থাৎ কাজের স্থান=ware-house.

হামাহাল (পার্সী) হামা=সব, (আরবী) হাল=অবস্থা। অর্থাৎ সব অবস্থাতে। বাঙ্গালায় হামেহাল প্রচলিত।

জরুরী (আরবী) জরুর শব্দে পার্সী ঈকার সংযুক্ত হইয়াছে, অর্থ—অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কেরামৎ=আরবী কারামৎ=বুজরুগী। করম শব্দের অর্থ আত্মত্যাগের সহিত দান। এই জন্য ঈশ্বর করীম; তাহার ন্যায় দাতা আর কে? দিল্লীতে বাদশাহের সম্বোধন কারামৎ ছিল, কারণ বাদশাহও ঈশ্বরবৎ ও পরমদাতা। অত্যন্ত মহত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ মন্ত্র, তন্ত্র ও ইন্দ্রজাল প্রভৃতি অর্থ ইহাতে এখন সূচিত হইতেছে। 'বেটার কেরামৎ দেখ'।

বখীল (আরবী)=যে আপনি ভোগ করে, পরকে দেয় না। এজন্য হিন্দুস্থানে ও বঙ্গে বখীল=কৃপণ।

সাদা (পার্সী) যে বস্তুতে রঙের নক্‌সা নাই, তাহা সাদা, এইজন্য ইহার হিন্দুস্থানে ও বঙ্গে প্রচলিত এক অর্থ সরল।

ডাবর (হিন্দী)=যাহাতে জল থাকে এরূপ বড় পাত্র। ডাবর নৈনী=বড়চক্ষু-ওয়ালী। বাঙ্গালায় যাহাতে পান ও তাহা ভিজাইবার উপযুক্ত জল থাকে, সেই ধাতু পাত্রকে ডাবর বলে।

দেরকো—যখন অঙ্গরক্ষক হইতে আঙরাখা হ-য়াছে, দীপাবলী হইতে দেওয়ালী হইয়াছে, তখন দীপরক্ষক হইতে দের্‌কো হওয়া বিচিত্র নহে। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে যাবনিক চিরাগ=প্রদীপ শব্দ প্রচলিত আছে।

ডাঙ্গর (হিন্দী)=হৃষ্টপুষ্ট, সুতরাং মূর্খ। বঙ্গে ডাগর=বড়। দুইই এক সঙ্গে লিখিলাম বলিয়া একটা হইতে আর একটা হইয়াছে, এ চিন্তা অনেকের হইতে পারে।

যাবনিক নজা শব্দের অর্থ কষ্ট, যন্ত্রণা। বাঙ্গালার 'হ্যাঙ্গার' কি ইহা হইতে?

জায়গা (পার্সী) জায়=স্থান, গা=স্থান। অতএব জায়গা=থাকিবার স্থান; বাঙ্গালাতেও তাহাই।

দরওয়াজা (পার্সী) দর্=দ্বার; আওয়েজ=ঝোলান=কজাযুক্ত=লটকান। যাহা দ্বারে কজাযুক্তভাবে লটকান থাকে, অতএব কবাট। বাঙ্গালায় দরজা।

দরবেশ—আওয়েখতন্ ধাতু হইতে আওয়েজ=আওয়েশ। পার্সীতে 'জে' নামক অক্ষর 'শিন' নামক অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হয়। বড় বড় সহরে দরজার উপর হইতে ভিক্ষুকদের জন্য কিছু ঝুলান থাকিত। ভিক্ষুকেরা গৃহস্থকে বিরক্ত না করিয়া ঐ ঝুলান পদার্থ লইয়া যাইত। যাহার জন্য দ্বার হইতে কিছু ঝুলিত, সেই দরবেশ। এইরূপে বহুব্রীহি সমাস করিয়া দরবেশ শব্দের ব্যুৎপত্তি করা যায়। দরবেশ অর্থে হিন্দুস্থানে ও বঙ্গে ফকীর, ভিক্ষু।

দেওয়ার (পার্সী) দাও=রক্ষা+আর=তুল্য। দাওয়ার অর্থে রক্ষকস্বরূপ; চারিটী দেওয়ারও গৃহাভ্যন্তর্গত মনুষ্যগণকে রক্ষা করে। পার্সী 'আলিফ' অক্ষর কখন কখন 'ইয়ে' অক্ষরে রূপান্তরিত হয়। তাই, দাওয়ার হইতে দেওয়ার=বঙ্গে দেওয়াল।

বঙ্গে যাবনিক শব্দের প্রচলন মুসলমানদিগের কেন্দ্রস্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমশঃ

দূরবর্ত্তী স্থান সকলে ঐ সকল শব্দ ব্যাপ্ত হইয়াছে। এজন্য অনুমান করা যায়, যে ইদানীং মুরশিদাবাদে যত যাবনিক শব্দের প্রচলন আছে, অন্যত্র তত নাই।

জলদী—পার্সী জলদ্=শীঘ্রগামী ঘোড়া; জলদী=শীঘ্র।

রটান—হিন্দী রটনা অর্থ মুখস্থ করা ও রটান অর্থে মুখস্থ করান। পড়া মুখস্থ করা ও করান অর্থে হিন্দুস্থানে ঐ দুই শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালায় বোধ হয় কাহারও 'বদনাম রটান'=বদ্‌নাম প্রচার, এই কারণেই হইয়াছে, অর্থাৎ কথাটা একমুখ হইতে অন্য মুখে যাইতে যাইতেই প্রচারিত হয়।

প্যাট বাঙ্গালায় কাজকে বলে। সকাল বেলার 'পাটঝাট' করা সকলেই জানেন। কোল ভাষাতে পাইটী শব্দ প্রচলিত; ইহার অর্থ কাজ।

ধুচুনী প্রকৃতই কি দেশজ শব্দ? যাহাতে ধোয়া হয় তাহাই যদি ধুচুনী হয়, তবে ধাব ধাতুর সহিত ইহার সম্বন্ধ লোপ কেন করি?

একজাতীয় লোকের নিকট অন্যজাতীয়ের স্থান ও মনুষ্যের নাম সম্বন্ধে আশ্চর্য্য রূপান্তর ঘটিয়াছে। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও ঐরূপ ঘটে। কিন্তু যেখানে স্বদেশীয় শব্দই ব্যবহৃত হয়, সেখানে ঐরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। স্থান ও মনুষ্য সম্বন্ধে ইংরাজ ও মুসলমান কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় শব্দ সকলের যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার কয়েকটা উদাহরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

যে মেদিনীকে ভারতচন্দ্র বিদ্যার রূপ বর্ণনায় মাটী করিয়াছেন, ইংরাজের কাছে তাহা মিডনা। যথা, মেদিনীপুর=মিড্‌নাপুর। মধুতে আর মধু নাই—উহা মড্, কেননা, মধুপুর=মডাপুর। হায় যে মথুরাবাসিনী চিরদিন শ্যামসোহাগিনী, সেই মথুরা এখন ম্যাট্রা।

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা=গ্যাঞ্জেস্; নর্ম্মদা=নর্ব্বডা। যে যমুনাপুলিনে রাধাবিনোদিনী শ্যাম অন্বেষণে পাগলিনী হইতেন, 'জমনা' নামে ইংরাজ তাহার শ্রাদ্ধ করিয়াছেন।

মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুনামের যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহারও একটু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। বারাণসী=ব্যানারস; অযোধ্যা=অযধ্; পৃথ্বীরাজ=পিথৌরা; রায়-সিংহ=রৈসি; সংগ্রাম=সঙ্গা; চরক=স্রক্, ইহা আরবীদিগের কর্ত্তৃক হইয়াছে।

ইংরাজ ও মুসলমানেরা গ্রীক ও হিব্রু নামগুলির ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ করিয়া থাকেন, কোন্‌টা যে ঠিক তাহা গ্রীক ও হিব্রু না পড়িলে জানিবার যো নাই। অ্যালেকজণ্ডার=সেকন্দর; সক্রেটিস্=সুক্রাত; ইউক্লিড=ইউক্লেদস্; প্লেটো=আফ্লাতু; পিথাগোরস্=ফিসাগোরস্; রোম=রুম; কন্‌ষ্টান্টিনোপল=কুস্তনতুলিয়া, ইহাকে তুর্কেরা ইস্তাম্বুল বলিয়া থাকে; আড্রিয়ানোপল্—এড্রেনে ইত্যাদি। জেকব=ইয়াকুব; জোসেফ=ইউসুফ; ডেভিড=দাউদ; সলোমন=সুলেমান; মোজেস=মুসা; জিসস্=ঈশা ইত্যাদি।

প্রাচীন পারস্য নামসকলকে ইউরোপীয়গণ বিগড়াইয়াছেন, যথা কুরুস্=কৈথ

সৃরু=সাইরস,　দরয়াবুস্=দরায়ুস=ডেরায়স ;　ক্ষয়ার্ষ=জরক্সীস্ ;　বেহুাম=বারানস্ ইত্যাদি ।

ভারতবর্ষীয়েরাও যাবনিক ম্লেচ্ছ শব্দসকলের নানারূপ রূপান্তর করিয়াছেন । খাঁ খনান=খান্না খাঁ ; টমাস=টামস ; প্রিডো=পিদ্রু ; ইত্যাদি । বস্তুবাচক ও অন্যান্য শব্দও রূপান্তরিত হইয়াছে । ইংরাজী শব্দ সকলেরও নানারূপ রূপান্তর ঘটিয়াছে । যথা—লর্ড=লাট ; ম্যাজিষ্ট্রেট=মেজেষ্টার , হলাণ্ডার=ওলন্দাজ ; সেক্রেটরী=সেকেত্তর (হিন্দুস্থানী) ; কমাণ্ডার=কুমেদান (হিন্দুস্থানী), হস্পিটাল=হাঁসপাতাল । ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা ষ্টেসনকে ইষ্টাসন মনে করেন ; পদ্মাসন সিদ্ধাসনাদির পরে ইহা অপেক্ষা ইষ্ট আসন আর কি হইতে পারে ?

মুন্সী—(আরবী) নস্উন=উৎপন্ন হওয়া । উহা হইতে ইন্সা=উৎপন্ন করা । সাহিত্য বিষয়ে যে নুতন সৃষ্টি করে সেই মুন্সী । সাধারণতঃ চিঠি লিখিতে ও গদ্যরচনাতে যে দক্ষ, তাহাকেই লোকে মুন্সী বলে । বাঙ্গালা দেশে ইহার ব্যবহার হিন্দুস্থানের ব্যবহার হইতে ভিন্ন নহে ।

মহল—(আরবী) হলুল=উত্তরণ করা । যে স্থানে উত্তরণ করা যায়, তাহাই মহল=বাটী । এইরূপ মহল্লা=পাড়া শব্দও উৎপন্ন হইয়াছে ।

হাল—যে ঘটনাবলী আমার উত্তরণ করিয়াছে বা আমার উপর পড়িয়াছে, তাহাই আমার হাল=বর্ত্তমান অবস্থা । "লোকটা বড় বেহাল=মন্দ অবস্থাপন্ন" । হাল=বর্ত্তমান কাল । হাল সাল=বর্ত্তমান বৎসর ।

মোহর্রীর (আরবী) তহরীর=লিখা । যে লেখক সেই মোহর্রীর=মুহুরী ।

মজুদ (আরবী) ওজুদ=existence, সুতরাং মজুদ=বর্ত্তমান=in existence.

মিসল (আরবী)=তুল্য হওয়া । যে সকল কাগজপত্রে মোকর্দ্দমা লিখিত, উহা প্রকৃত ঘটনাবলীর একটী প্রতিকৃতি স্বরূপ অর্থাৎ তাহাদেরই তুল্য ; তাই ঐ সকলের নাম মিসল্=মিছিল (বাঙ্গালা) । হিন্দুস্থানী মিসল্ উপমার্থে ব্যবহৃত হয় যথা "চেহরা মিসল্ চাঁদকে" । মিসাল=উদাহরণ ।

মতলব—(আরবী) তলব=চাহা । অতএব যে বস্তু চাহা যায় অথবা মনে যে ইচ্ছা থাকে, তাহাকে মতলব কহে । বাঙ্গালায় ও হিন্দুস্থানে একই অর্থে ঐ শব্দ প্রচলিত । তলব করা=চাহা, ডাকা ইত্যাদি ;

মালুম (আরবী) ইলম্=জানা । যে বস্তু জানা গিয়াছে, তাহা মালুম হইয়াছে । "বেমালুম ঠকালে" অর্থাৎ এরূপ ভাবে ঠকাইল যে কিছুই অনুভব করিতে পারা যায় নাই ।

মুলতবী (আরবী) ইলতবা=কোন কাজ অন্য সময় করিবার জন্য রাখিয়া দেওয়া=postpone । মুলতবী—অর্থে যাহা postpone করা গিয়াছে ।

মুৎসদ্দী (আরবী) সদ্দউন=ভার লওয়া । কোন কাজের ভার (responsi-

bility) যে লয়, সে মুৎসদ্দী। বাদশাহদের সময়ে official staff এই অর্থে এই শব্দ ব্যবহার হইত। বাঙ্গালায় ম্যানেজার বা হেডক্লার্ক ভাবে মুৎসদ্দীরা মুচ্ছুদ্দী নাম ধারণ করিয়া হাউসে কার্য্য করেন।

সরফরাজী—পার্সী সের্=মস্তক, ফরাম্‌তন=উচ্চ করা অর্থাৎ কাহাকে সন্মানিত করা। কিন্তু ইহার আর একটী অর্থ সাধারণে প্রচলিত আছে, যথা—অহঙ্কার করা। "তেরী সরফরাজী তয় করো" কিনা "তোর অহঙ্কার গুটিয়ে নে" ঝগড়ার সময় এরূপ কথা ব্যবহার হয়। বাঙ্গালায় ফফড়দালালী বা মোড়লী অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয়।

তয় করা আরবী তয্=শেষ করা; মোকর্দ্দমা তয্ হইয়া গিয়াছে কিনা শেষ হইয়া গিয়াছে।

তহ (পার্সী)=থাক=fold; ইহার আর একটী অর্থ 'নীচে' এবং এই অর্থে তহখানা=মাটীর নীচের ঘর।

তা (বাঙ্গালা)=(হিন্দী) তাও=তহ্? (পার্সী); উদাহরণ এক "তা" কাগজ। কিন্তু উর্দ্দুতে এক 'তখ্‌তা কাগজ' বলে, এক 'তহ্ কাগজ' বলে না।

ফর্দ্দ=পার্সী ফর্দ্=এক। এক জোড়া কাপড়ের একখানির নাম এক ফর্দ্দ কাপড়।

তাক আরবী তৌক হইতে উৎপন্ন। তৌক অর্থাৎ গোলাকার বা খিলানাকার আছে যাহাতে, তাহাই তাক বা কুলুঙ্গী।

ফরাশ—ফরশ্ (আরবী)=বিছানা।

ফরমাইশ (পার্সী)=সম্মানের সহিত আজ্ঞা।

ফরমান্=বাদশাহী হুকুম।

হুকম্ (আরবী)=আজ্ঞা।

হাকিম=যে আজ্ঞা করে, সচরাচর বিচারক।

মহকুমা=যে থানে হাকিমরা বসে অর্থাৎ বিচার হয়।

ফরিয়াদ (পার্সী)=দোহাই দেওয়া, সাহায্য ভিক্ষা।

ফরিয়াদী (পার্সী)=দোহাই দেনেওয়ালা।

দাদফরেদ্=বিচারপ্রার্থনা। 'এবিষয়ে আর দাদফরেদ নাই।' দাদ অর্থে বিচার।

দজ্জাল—হজরতের বিরোধী, ঈশ্বরোপাসনার বিরোধী। তালমুদ গ্রন্থে ইহার বর্ণনা আছে। এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, দজ্‌লা (আরবী) অর্থাৎ টাইগ্রীসের নিকটে দজ্জাজেলা (দজ্জাল) উৎপন্ন হইবে, বড় প্রকাণ্ড হইবে, বড় উচ্চ আওয়াজ হইবে, চল্লিশ দিনে পৃথিবী ফিরিবে ও ঈশ্বর উপাসনা বন্ধ করিয়া দিবে। সুতরাং দজ্জাল=বড় দুর্দ্দান্ত লোক। বাঙ্গালাতেও তাহাই।

আওয়াজ (পার্সী)=মুখের শব্দ।

মজাল—(আরবী) জোলান=দৌড়ান। সুতরাং মজাল নহী=দৌড়িবার আর জায়গা নাই অর্থাৎ শক্তি নাই। এই হিসাবে মজালের মানে শক্তি। বাঙ্গালায় বলে 'কি মজাল যে কথাটা শুন্‌লে' অর্থাৎ আমার শক্তিতে তাহাকে কথাটা শুনাইতে পারিলাম না।

সোম (আরবী) সুম=অশুভ; ইহা হইতেই 'বেটা যেন সোম' অর্থাৎ অতি কৃপণ, বাঙ্গালায় প্রচলিত।

মূজী—(আরবী) ইজা=কষ্ট। যে কষ্ট দেয়, আত্মীয় বন্ধুকে বঞ্চিত করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে, সেই মূজী। এই কথাটা বাঙ্গালায় রূপান্তরিত ভাবে প্রচলিত আছে কিনা মনে পড়িতেছে না। তবে 'বেটা মুচী' একথাটা মনে পড়িতেছে।

ভাঙ্গ (হিন্দী)=ভঙ্গ (সংস্কৃত)=বংগ্ (পার্সী)=বঞ্জ (আরবী)। যে সিদ্ধি গুলিয়া নেশা করা হয়, তাহারই এই চারিটী আকার। অনেক হিন্দুস্থানী শব্দ পারস্য ভাষায় সামিল হইয়া গিয়াছে; যথা (হিন্দী) পানি=পানীয়=জল; (হিন্দী) জঙ্গল=বন বা জনশূন্য স্থান।

কোন কোন ভারতীয় শব্দ ভারতে মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বেই পারস্য ভাষায় মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। সে কোন্‌গুলি, তাহা নির্ব্বাচন করিবার স্থান ইহা নহে। তবে বংগ্ তাহা বটে এবং কাহারও কাহারও মতে জঙ্গল। এই কথা কহিতে গিয়া মনে পড়িল, যে সংস্কৃত অভিধানে অসংস্কৃত শব্দ ও লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে যথা 'মড়মড়ায়িত'।

কিন্তু মড়মায়িত শব্দে একটু আপত্তি হইতে পারে, কারণ ইহা অনুকরণ শব্দ মাত্র। অনুকরণ শব্দ কোন দেশ বিশেষে আবদ্ধ ছিল এরূপ মনে করিতে পারা যায় না। দীনার, বাতাম, তমাকু, হুক্কা প্রভৃতি দ্রব্যবাচক শব্দ এবং দ্রেক্কাণ, এক্কাল প্রভৃতি জ্যোতিষিক শব্দও প্রকৃষ্ট উদাহরণ মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। ক্রিয়া ও ভাববাচক শব্দই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কিন্তু তাহার নির্ণয় মাদৃশ অসংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক হইতে পারে না; কোন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা। পাতঞ্জল মহাভাষ্যে ঐরূপ ক্রিয়া ও শব্দের তালিকা দেওয়া আছে। কাম্বোজ দেশীয় শব্ ধাতুর অর্থ চলা। শবতি=চলতি, সংস্কৃতে শব=মড়া।

বাতাম (পার্সী) বাদাম চিকিৎসা গ্রন্থে প্রচরদ্রূপ চলিতেছে। "বাতামো বাত-নাশকঃ" (ভাবপ্রকাশ)।

সংস্কৃত ভাষায় যেমন অন্যদেশীয় বা ভারতবর্ষের প্রাদেশিক শব্দ মিশিয়া গিয়াছে, ভারতীয় শব্দও সেইরূপ পার্সী মধ্যে গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি শব্দ কে কাহা হইতে লইয়াছে, স্থির করা যায় না। প্রাচীন পারসীক ও ভারতীয় আর্য্য এক কালে একভাষী একজাতি ছিলেন, ইহা বর্ত্তমান ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। উভয় জাতির আচার ব্যবহার ও বেদ ও জেন্দাবস্থার ধর্ম্মপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে এই অনুমান দৃঢ়তর হয়।

দুশ্‌মন্‌ (পার্সী)=শত্রু (সংস্কৃত) দুষ্টমন।

দুশ নাম (পার্সী)=গালি=(সংস্কৃত) দুষ্টনাম।

নীম (পার্সী)=অর্দ্ধ=(সংস্কৃত) নেম=অর্দ্ধ।

বেদেই দুই শব্দ আছে, আধুনিক সংস্কৃত প্রচলন বন্ধ হইয়াছে।

হলাহলা। এটী বাঙ্গালীরা ব্যবহার করেন। যেখানে ভারী বন্ধুত্ব দৃষ্ট হয়, সেখানে বলা হয়, এদের দুজনে একেবারে হলাহলা গলাগলা। অনুমান করি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় 'হলা' একটী প্রিয় সম্বোধন। অত্যন্ত ভালবাসাবাসি থাকিলে পরস্পর হলাহলা সম্বোধনটা বাড়ে। তাই বোধ হয় ইহার বর্ত্তমান অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। আমরা ইহাও ত বলি, যে উহাদের মধ্যে এত মাখামাখি যে 'তুইতোকারী'ও চলে।

বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত ও সাধারণে ব্যবহৃত ভিন্ন ভাষার শব্দসকলের নির্ব্বাচন এরূপ ভাবে চলে না। আদ্যবর্ণ লইয়া তালিকা প্রস্তুত করিতে হয় ও প্রত্যেকের ইতিবৃত্ত ও ব্যুৎপত্তি স্থির করিতে হয়।

বদল্‌, বাদল, কমবখ্‌ত্‌, বেলেল্লা, তুস্কো, জুলুম, হুজুর, ছেনাল, চুগল, চীজ, বক্‌শীশ, ইয়ারকী, সরকার, রোজকার, নরম, গরম, মারফত, কাঁহাতক, মালুম, মামলা, মাতব্বর, মামুলী, পহ্‌লা, পিয়ারী, দুলাল, লাল, মেরামত, রফা, রাদ, ওরফে, খাস, কাগজ, নমুনা, তামাম, তালিম, গোলাম, জনানা, রেয়ত, রেয়াত, মর্দ্দানা, জলদী, কসুর, চাদর, তল্লাস, তৈয়ার, পাইখানা, বিছানা, খানাতল্লাসী, দস্তুর, দোকান, দফা, দবদ, দাম, তক্‌রার, বস্‌, সাবাস্‌, বাহাবা, রমজানী, বেগার, নিশান, রোসনী, রোসনচৌকী, ফেরেব, খারাপ, খুমার, খোঁয়াড়ী, নিমকহারাম, কারীগর, এলোধাবাড়ী, ছোঁড়া, ছোকরা, ছেলে, নচ্ছার, ডানপিটে, ফরসা, জুজু, সিন্দুক, মিরিঞ্চেক, জকসকে, আদাড়ে, ব্যাদড়া, সুরতহাল।

বলা বাহুল্য উপরিউক্ত শব্দ সকলের মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃতমূলকও থাকিতে পারে।

অনেকে মনে করেন যে হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষা এক মাত্র সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ও উহারই অপভ্রংশ মাত্র। সংস্কৃতের পূর্ব্বে কোন অনার্য্য ভাষা ছিল ও সেই ভাষা ও সংস্কৃত মিলিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষা প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, যে সকল কথার সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি হয় না ও যে গুলি পার্সী ও আরবী শব্দও নহে, সেগুলি বাঙ্গালী ও হিন্দীভাষী ব্যক্তিরা মধ্যে মধ্যে তৈয়ার করিয়া লইয়াছে। এমন কি স্ত্রীলোকেরাও এরূপ নূতন শব্দ তৈয়ার করে। এই মতের অধ্যাপক মহাশয়দের নিকট কয়েকটী প্রশ্নের সমাধান ইচ্ছা করি।

অন্য ভাষার সহিত না মিশিলে অপভ্রংশ সম্ভাবনা কেন হইবে? দম্বল না দিলে যেমন দুগ্ধ দধি হয় না, সেইরূপ পূর্ব্বতন কোন ভাষার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে অপভ্রংশ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? ইংরাজেরা কয়েক শতাব্দী নানা দেশ বেড়াইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের ভাষা বদলাইতেছে না, কারণ তাঁহারা নিজ ভাষাতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুই একটী অপর

ভাষার শব্দ ভিন্ন অধিক লইতেছেন না, লইবার আবশ্যকতাও বুঝিতেছেন না। মুসলমানেরা এদেশে আসিয়া এদেশীয়ের সহিত অধিক পরিমাণে মিশিলেন; সুতরাং তাঁহাদের ভাষা ও ভারতবর্ষের ভাষা মিলিত হইয়া উর্দ্দু সৃষ্ট হইল। যেখানে ঐরূপ মিশ্রণ, সেইখানেই নূতন ভাষার গঠন।

কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ বাঙ্গালা দেশে বহুল পরিমাণে সংস্কৃত ও হিন্দী শব্দ লইয়া আসেন। তাঁহাদের পূর্ব্বেও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ ও বৌদ্ধগণ সংস্কৃত, মাগধী ও হিন্দী লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহারও পূর্ব্বে কেহ সংস্কৃত ও হিন্দী কোন সময়ে লইয়া গিয়াছিলেন কি না স্থির নাই। কিন্তু ডাগর, ডানপিটে, পোড়া, থাম্‌চান প্রভৃতি বহুল শব্দ সংস্কৃত দূরে থাকুক, হিন্দীতেও নাই। ঢেঁকী শব্দটা হিন্দী হইতে লওয়া বোধ করিলে হানি নাই। কারণ কনোজ ও তৎসন্নিহিত স্থানের লোকের নিকট আমাদের ঢেঁকীও যাহা, তাহাদের 'ঢেকী'ও তাহা। পাঠক মনে রাখিবেন যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঐ সকল স্থান হইতেই বাঙ্গালায় আইসেন। তদ্ব্যতীত হিন্দুস্থানী ঢেঁকলী বলিয়া একটা জিনিষ আছে, উহা নিম্ন-স্থান হইতে জল উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত হয়। একটা বাঁশ বা লম্বা কাঠ কপিকলের মত লাগান থাকে। তাহার একদিকে একটা ভারী পাথর বা মাটীর বোঝা অথবা একটা মানুষ থাকে; অপরদিকে দড়ীসংলগ্ন জলপাত্র থাকে। একজন দড়ীযুক্ত ভাগটা ঝুঁকাইয়া ধরে। পাত্র জলপূর্ণ হইলে সে হাত ছাড়িয়া দেয়। বিপরীত দিকে বোঝা থাকায় জলপাত্রটা উচু হইয়া উঠে। আমাদের দেশের ঢেঁকী শঙ্কুমধ্য কপিযন্ত্র; এ ঢেকলীও তাহাই। কিন্তু ফুলা, গিবা (আচল), ঝুড়ী, কড়ি, টাকনা, কাট্‌না, ভাজাল, চাকা (আস্বাদ লওয়া) পিঁড়ে, উনুন, ইহারা না সংস্কৃত, না মাগধী, না পার্সী, না হিন্দী, না আরবী, কিছুই নহে। যদি বল প্রয়োজনবশতঃ সেগুলি সৃষ্ট হইয়াছে। প্রতিশব্দ থাকিতে সৃষ্টি আবশ্যক কি? তোমার দখলে যখন প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত ও হিন্দী রহিয়াছে, তখন মাথা ঘামাইয়া নূতন শব্দ সৃষ্টি করিতে যাইবে কেন? তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, সমাচার শব্দ জানা থাকিলেও খবর শব্দ ব্যবহার কেন হইল? উত্তর—পেয়াদায়; বিজেতা মুসলমান ক্রমাগত খবর বলে, কাজেই 'সমাচার' চুপ হইল, 'খবর' চেঁচাইতে লাগিল। প্রতিবাদ করিয়া বলিবে, মুসলমানেরা চাঁদ বলে কেন, 'মাহ্' ছাড়ে কেন? ইহাও প্রয়োজন বশতঃ। অধীন হিন্দুস্থানীগণ ক্রমাগত চাঁদ বলে, কাজেই মাহ্ চুপ হইল। প্রচুররূপে পার্সী ও হিন্দীর মিশ্রণ আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু নূতন কথার সৃষ্টি আবশ্যক হয় নাই। যদি কদাচিৎ নূতন কথার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও গ্রাম্য শব্দের মধ্যে নহে, বিদ্বানের ব্যবহার্য্য ভাষায় তাহা হইয়াছে। তাহাও উভয় ভাষার শব্দ সকলের অংশ লইয়া; একেবারে ভুঁইফোড় নূতন শব্দ সৃষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে প্রতি লক্ষ্য রাখ, ইহাই দেখিবে।

আমাদের কনোজিয়া পূর্ব্বপুরুষগণ বলিতেন "হাম মন্দরকো গয়েরহন্"; আমরা এখন

বলি, আমি মন্দিরে গিয়াছিলাম। গয়েরহনের সহিত গিয়াছিলাম মিলে না। বেশ বুঝিতে হইবে যে এই ছি, ছে, ছ প্রভৃতি প্রত্যয় পূর্ব্বে ছিল না। রাজপুতানায় ও গুজরাটে ক্রিয়াপদসমূহে ছ অক্ষরের বড়ই প্রাবল্য। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হ ও ভ বড় ভাল বাসিতেন; যথা হুয়া, ভয়া। যাঁহারা বলেন, সংস্কৃত ও হিন্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কোন ভাষা ছিল না, তাঁহারা 'দ' বা 'ও' পছন্দ না করিয়া আমাদের কনোজিয়াগণের 'ছ' প্রবৃত্তির কি কারণ নির্দ্দেশ করিবেন? আমরা যদি বলি যে পূর্ব্বে একটী জাতি ছিল, তাহাদের ক্রিয়া পদের প্রত্যয় অনেকটা রাজপুতানা ও গুজরাটের প্রত্যয়ের সহিত সাদৃশ্য রাখিত, তাহা হইলে কি দোষ হয়? কনোজিয়াদের প্রত্যয় বাঙ্গালায় আছে; তাঁহারাও যেইব, লেব, দেব, করিব, বলেন; আমরাও যাইব, দেব ইত্যাদি বলি। মিশ্রণের নিয়মই এই,—কতক নূতন, কতক পুরাতন।

বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণীরা সকলেই প্রায় কাঠ বা ঘুঁটে পুড়িতেছে বলেন; 'দহন' 'জ্বলন' বলেন না। হিন্দী থাকিতে কনোজিয়াবংশধরেরা কেন যে একটী নূতন কথা তাড়াতাড়ি সৃষ্টি করিলেন, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এরূপ নূতন কথা সৃষ্টির প্রবৃত্তি ত বড় দেখিতে পাই না। বিদ্বানদিগের মধ্যে কতকটা এ প্রবৃত্তি আছে বটে, কিন্তু তাঁহারাও পূর্ব্বপ্রচলিত ভাষার শব্দ হইতে উহা সৃষ্টি করেন। আমরা ময়দা মশ্‌টাই, মাখি বা চট্‌কাই। কনোজিয়ারা ময়দা মাড়ত হন্‌ ও উর্দ্দুওয়ালারা ময়দা গুন্‌তা হু বলে। মশটাই মৃষ্‌ হইতে, মাখি ম্রক্ষ্‌ হইতে। এই দুই সংস্কৃত ও একটী উর্দ্দুর সঙ্গে চট্‌কাই কেন জুটিল? স্ত্রীমস্তিস্ক এই অভিনব শব্দটির সৃষ্টি করিয়া বুঝি অধিকন্তু ন দোষায় মন্ত্রের সাধন করিয়াছে। যাহা হউক, প্রকৃত কথা এই যে বাঙ্গালায় আদিম অধিবাসীদের মধ্যে চট্‌কাই কথা ছিল।

সালিসী।—(আরবী) সুলস্‌=তিন, ইহা হইতে সালিস=তৃতীয়। সালিসী অর্থে তৃতীয় ব্যক্তির কার্য্য, মধ্যস্থতা।

বাজে আপ্ত।—(পার্সী) বাজ্‌=ফের। ইয়াফ্‌তন হইতে ইয়াফ্‌ত=মিলিত, প্রাপ্ত। যাহার ছিল, পুনরায় তাহার হওয়ার নাম বাজেয়াপ্ত হওয়া। চুরির মাল বাজেয়াপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ যাহার মাল সে পাইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এই অর্থের একটু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়; যথা, গবর্ণমেণ্ট সেই জমীটা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছেন, কি না নিজ দখল করিয়া লইয়াছেন। সেই জমীটা পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের ছিল, এরূপ স্থলে প্রয়োগটী ঠিক; অন্যত্র নহে।

হুবহু—(আরবী) হু=উহা, ব=সহিত, হু=উহা। উহার সহিত উহা। অর্থাৎ যে কে সেই, অবিকল (the very same)

মৌজ—(আরবী) তরঙ্গ। গঙ্গায় আজ বড় মৌজো হইতেছে।

ফকীর—(আরবী) ফক্‌র্‌=অভাবযুক্ত হওয়া (to be in want); সুতরাং ফকীর=

অভাবযুক্ত ব্যক্তি, গরীব। মহম্মদের উক্তি 'আল ফক্‌রো ফকুরী' অর্থাৎ আমার কিছুই নাই, আমি এই গর্ব্ব রাখি।

ফিকর্—(আরবী) চিন্তা,খেয়াল, সুতরাং উপায় ; কারণ উপায় চিন্তা ভিন্ন হয় না। বাঙ্গালায় ফিকির=কৌশল এইরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

খেয়াল—(আরবী) মনোযোগ, মন, ভাব এই সকল অর্থে হিন্দুস্থানে ও বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়। খেয়াল ছিল না=মনোযোগ ছিল না। 'ক্যা উঁচা খেয়াল'=কি উচ্চ ভাব ইত্যাদি।

নাজেহাল পেশেমান—পেশেমান (পার্সী)=লজ্জাযুক্ত। নাজেহাল বোঝা গেল না। নাজুক হালের অর্থ হয় delicate situation বা সঙ্কট অবস্থা।

পতা—(হিন্দী)=নিশানী, চিহ্ন। বাঙ্গলায় 'পাতা পেলুম না'=চিহ্ন পাইলাম না, অনুসন্ধান পাইলাম না।

ঢাকস্‌মুর=ধার্ষ্ট্য=(সংস্কৃত) ধৃষ্টতা।

সুত্‌রমুকুল=সুশৃঙ্খল (সংস্কৃত)।

বিচ্‌রমকুল=বিশৃঙ্খল (ঐ)।

অলপ্লেয়ে=অল্পায়ু (ঐ)।

বন্দ ও বস্ত উভয়ই পার্সী বস্তন্ (বাঁধা) ধাতু হইতে লওয়া হইয়াছে, কোন কাজ আপনার হাতে লওয়াকে বন্দোবস্ত করা বলে।

বন্দ্‌গী—প্রচলিত অর্থ সেবা। বস্তন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। আমি বন্দগী করিতেছি অর্থাৎ বন্দিত্ব করিতেছি।

সরঞ্জাম—(পার্সী) সর্=শেষ, অঞ্জাম=শেষ। দুই শব্দের এক অর্থ হইলে উভয়ের মিলনে যে শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহাতে উহাদের অর্থের তীব্রতা সূচিত হয়। কোন কার্য্যকে ভাল করিয়া শেষ করাকে সরঞ্জাম কহে। বাঙ্গলায় ইহার অর্থ আয়োজন দাঁড়াইয়াছে।

খালাস ও খোলসা—(আরবী) খল্স্ হইতে। খল্স্ অর্থে ছেড়ে যাওয়া, অব্যাহতি পাওয়া।

বোকা—(সংস্কৃত) বুক্ক=ছাগ। আমরা যখন কাহাকে বোকা বলি, তখন তাহাকে ছাগলই বলি। কদাচিৎ পাঁঠাও বলি।

বালাই—যাবনিক "বলা" শব্দের অপভ্রংশ। বলা=বিপদ। কি বালাই=কি বিপদ। 'বালাই লইয়া মরি' কোন প্রিয়তম সম্বন্ধে যদি বলা হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে ইহার সমস্ত বিপদ লইয়া আমি যেন মরি,—এ ব্যক্তি ভাল থাকুক। "আয়ে রোশনিয়ে তবা তো বর্‌মন্ বলা সুদী"=হায়, আমার হৃদয়ের গুণ তুই আমার বিপদ স্বরূপ হইলি।

পিয়ারী—(হিন্দী) পিয়ার=ভালবাসা। যাহাকে ভালবাসা যায়, সেই পিয়ার ; স্ত্রী হইলে পিয়ারী। আমাদের রাধা এই জন্য পিয়ারী বা প্যারী, কেননা কৃষ্ণ তাঁহাকে ভাল

বাসেন। 'পিয়ারা' ফল কেন এত ভালবাসার পাত্র হইল বলা যায় না। পিয়ার শব্দ আবার বোধ হয় সংস্কৃত প্রিয় শব্দ হইতে হইয়া থাকিবে। অথবা প্রিয় শব্দ পিয়ার হইতে কোন কালে হইয়াছিল। কোন্‌টা ঠিক্ কে বলিতে পারে ?

গোঁয়ার—(হিন্দী) গাঁও+আর (কিম্বা আল)=গ্রাম সম্বন্ধীয়=গ্রাম্লীণ, সুতরাং মূর্খ, জিদী, অমার্জ্জিত ইত্যাদি।

ধুচুনী—বাঙ্গালা ন ও নী প্রত্যয়টা করণবাচ্যে হয়, কদাচিৎ কর্ত্তৃবাচ্যেও হয়। চালনী=যাহা দ্বারা চালা যায়। কুরুনী=যাহা দ্বারা কোরা যায়। বেলুন=যাহা দ্বারা বেলা যায়। বঁটিনী=যাহার কাছে বঁটি আছে। কুটুনী=যে কোটে। ছেঁকনী=যাহা দ্বারা ছেঁকা যায়। ঝাড়ন বা ঝাড়নী=যাহা দ্বারা ঝাড়া যায়। সেইরূপ ধুচুনী=যাহা দ্বারা ধোয়া যায়। ধুউনী না হইয়া ধুচুনী কেন হইল ? এই 'চ' আদেশের কি কোন নিয়ম আছে ? উত্তর, তাহা জানি না। তবে ধুউনী=যে ধোয়—এই কর্ত্তৃবাচ্যদ্যোতক অর্থ রাখিলে করণ-বাচ্যদ্যোতক আর একটী শব্দ না তৈয়ার করিলে চলে না। সেই শব্দ 'ধুচুনী' হইয়াছে, এইরূপ যদি ভাবি, তাহাতে দোষ কি ?

বাঙ্গালা ভাষায় অনেক শব্দের এমন প্রতিশব্দ আছে, যাহা সংস্কৃত বা যাবনিক ভাষা হইতে নিষ্কাশন করা যায় না। কদাচিৎ কোনটী হিন্দীর সহিত মিলান যায় ; বাকীর কিছুই ঠিক করা যায় না।

ঠ্যাকার, গ্যাদা=অহঙ্কার, অহঙ্কারে মট্‌মটে।
ডোল, ঢপ=আকার।
রক, পিঁড়ে=দাওয়া।
শোঁকা=ঘ্রাণ লওয়া (সুগ্‌না, চাটনা প্রভৃতি হিন্দীতে আছে)।
উকুড়ো=মুড়কী (জেমোকাঁদির দিকে ব্যবহৃত)।
নিকুন=পরিষ্কার করা।
কামান=ক্ষৌর করা।
জল থই থই=জল পূর্ণ।
স্যাঙাৎ=মিত্র।
খুঁটী=প্রোথিত দণ্ড।
উমুন=চুল্লী, আকা।
চেটো, থাবা=হস্ততল।
নুড়কুৎ=ছেলে।
পোঁচ=করতলের দৈর্ঘ্য।
ডাঁইস্=তিরস্কার।
ল্যাংট উলঙ্গ=(নগ্ন হইতে কি ?)

পাঁদাড়＝আবর্জ্জনা স্থান; আঁস্তাকুড়।

আস্ত＝সম্পূর্ণ।

ত্যাঁদড়, ব্যাদড়া＝দুষ্ট।

পগার＝সঙ্কীর্ণ খাদ বা খাই। (হিন্দী পগ＝পা)।

উঠান＝চত্বর, পোলা＝ছেলে; পুলে＝ছেলে।

উজান＝স্রোতের বিপরীত।

আবার＝পুনর্ব্বার (রাজপুতানায় আবার শব্দ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ এখনি)।

জাঙ্গাল＝মাটির বাঁধ।

ভ্যাজাল＝গণ্ডগোল। পূর্ব্বদেশে নদীর জল কমিয়া গেলে নৌকাগুলি এক জায়গায় মিলিত হওয়াকে ভ্যাজাল কহে।

তুঁনি＝জোয়ার; (সুন্দর বনের দিকে ব্যবহৃত)।

টাকনা＝ব্যঞ্জন।

হাই＝জৃম্ভন।

বাটনা＝শিলে পেষণ।

হাঁচি＝ক্ষবথু।

ভাগাড়＝গরুর শ্মশান।

নোড়া, নুড়ী＝ঢেলা, ঢিল।

খাবরা＝কলসী ভাঙ্গা।

দৌড়ান＝ধাবন।

সুরকি＝ইটের গুড়া।

কচলান＝ধোওয়া।

ড্যাকরা, ডান্‌পিটে＝দুষ্ট বালক।

এয়িস্ত্রী, এয়ো＝সধবা স্ত্রীলোক; সংস্কৃত আয়তি শব্দ হইতে কি?

টনকো＝শক্ত।

রগড়ান＝ঘষা।

ঠুন্‌কো＝ভঙ্গপ্রবণ; স্ত্রীলোকের স্তনে ব্যথা হইলে তাহাকেও ঠুন্‌কো বলে।

রগড়＝তামাসা।

নিপট＝নির্দ্দয় (কেবল কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়)।

আলাৎ পালাত, আবল তাবল, গোল্লায় যাও প্রভৃতি বহুসংখ্যক শব্দ আলোচনা করিলে বোধ হয় যে সংস্কৃতভাষীদিগের বঙ্গে আগমনের অনেক পূর্ব্বে হইতে একটী বা কতকগুলি প্রাচীন ভাষা বঙ্গে প্রচলিত ছিল। সংস্কৃতভাষীদিগের আগমনের পরে নূতন করিয়া আবার শব্দ তৈয়ার হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস হয় না। প্রয়োজন ব্যতিরেকে নূতন শব্দ সৃষ্ট কেন

হইবে? সংস্কৃতের পূর্ব্বে বঙ্গে যে একই ভাষা ছিল, এ বিষয়েও সন্দেহ হয়। কারণ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল দেশজ শব্দ প্রচলিত আছে, তাহার কতকগুলি এক জেলায়, কতকগুলি বা অন্য জেলায় কথিত হয়। পিঁড়ে=রক, আকা=উনুন উত্তর দেশে প্রচলিত, কলিকাতা অঞ্চলে নহে। এই সকল ব্যাপারে সহজে এই অনুমান হয়, যে যে জেলার প্রাচীন বাঙ্গালীরা যে যে শব্দ ব্যবহার করিত, সেই সেই শব্দ এখনও ব্যবহৃত আছে ও বহুল সংস্কৃত শব্দের মধ্যে থাকিয়া সেই সেই শব্দগুলি তত্তৎস্থানের দেশজ শব্দ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। একটী উদাহরণ দিতেছি। মণিপুরে এখন বিশেষরূপে সংস্কৃতের ও বাঙ্গালাভাষার আমদানী হইতেছে। তাহাদের অনেক দেশজ শব্দের বিনিময়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু বহুসংখ্যক দেশজ শব্দ আজিও বদলায় নাই। কতকগুলি কখনও বদলাইবে, এরূপ বোধ হয় না। তথায় চাঁদ=যথা, সূর্য্য=নুমি, জল=ইশিং, দুধ=সঙ্গম, অহঙ্কার=থোই, পগার=খুব্বন, এখনও প্রচলিত আছে। কোলদেশে সংস্কৃতজ্ঞের প্রভূত পরিমাণে গতিবিধি নাই। যদি কখনও হয়, তথাপি খাওয়া=জুমকেটা, আপনি=গম্‌কে, দুধ=তোয়া, জল=দা, চলিয়া গিয়াছে=সেনেতোনা, এ সকল বহুশতাব্দীতেও পরিবর্ত্তিত হইবে না। আবার দেখুন, হিন্দুস্থানে পাঠানদিগের সময়ে পারস্যভাষার প্রচুর ব্যবহার হইত, কিন্তু হিন্দী মরিল না। পরে আকবর শাহ পারস্য ও হিন্দী মিশাইয়া উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে বহু হিন্দী শব্দ পারস্য প্রতিশব্দ সত্ত্বেও প্রচলিত হইল। বড় বড় সহর হইতে যত দূরে যাইবে, পারস্যের মিশ্রণ ততই কম ও বিশুদ্ধ হিন্দীর ততই আধিক্য। লক্ষ্য রাখিলে বুঝা যাইবে, যে মথুরার হিন্দী হইতে মৈণপুরীর হিন্দী কিছু ভিন্ন; তাহা হইতে কাশীর ভিন্ন; তাহা হইতে ত্রিহুতের ভিন্ন। সেইরূপ সংস্কৃতজ্ঞগণের পদার্পণের পূর্ব্বে বঙ্গেও ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্নরূপ প্রাচীন বাঙ্গালা কথিত হইত। কেহ কেহ বলিবেন যে, সে সময় ত সমুদ্র হিমালয়ের নীচে পর্য্যন্ত ছিল, তোমার প্রাচীন বাঙ্গালা কহিত কে? ইহার উত্তরে এমত বলা যাইতে পারে যে, হিমালয়ের নীচে সমুদ্র থাকার কাল লক্ষবর্ষের সংখ্যায় গণিত হওয়া উচিত। আর ভাষা বিষয়ে প্রাচীনার্ব্বাচীনত্ব সহস্রবর্ষের সংখ্যায় গণিত হওয়া উচিত! কেহ এ কথা বলিতে পারেন যে, তোমার প্রাচীন বাঙ্গালীরাও ত অন্য স্থান হইতে আসিয়াছে; অতএব তাহারাও অন্য স্থান হইতে ঠ্যাকার, গ্যাদা, নুড়কুৎ প্রভৃতি প্রস্তাবিত শব্দ সকল আনিয়া থাকিতে পারে। বাঙ্গালা দেশের জমি ফুড়িয়া ত ঐ সকল শব্দ নির্গত হয় নাই। প্রাচীন বাঙ্গালীরা অন্য স্থান হইতে শব্দ সকল আনিয়া থাকিবে, বিচিত্র কি? মনুষ্য জাতির ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকারের পৌর্ব্বাপর্য্যে ইয়ত্তা হয় না। আমরা কেবল সংস্কৃতভাষিগণের আগমনের পূর্ব্বভাব বিচার করিতেছি।

আমরা এ কথাও অস্বীকার করি না, যে নূতন শব্দও সৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া হয়, তাহা একবার লেখা হইয়াছে। উর্দ্দু, বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে কি প্রকারে নূতন শব্দ সৃষ্ট

হইতেছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করুন ; দেখিবেন, পূর্ব্বপ্রাপ্ত শব্দসকলের সংযোগ বা রূপান্তর করণেই তাহা সাধিত হইতেছে।

বাদা = সুরা।

কমর (পার্সী) = কটিদেশ।

শিন্নি = শীরণী = যাহা দুধের স্থায় স্বাদযুক্ত অর্থাৎ মিষ্ট। শীর (যাবনিক) = ক্ষীর (সংস্কৃত)। আরবেরা কোন কথার আদ্যক্ষরকে হসন্ত রাখে না। ক্ষীর উহারা উচ্চারণ করিবে না ; 'ক্'টাকে উড়াইয়া দিবে। এজন্য এদেশে আরবী পাঠীরা ও পারসীপাঠীরা স্কুলকে ইস্কুল বা সিকুল করিয়া উচ্চারণ করে। ত্রিফলকে ইত্রিফল কহে। শীরনী মিষ্ট মাত্রকেই বুঝায়। কিন্তু বাঙ্গালীরা সত্যনারায়ণের পূজার বাতাসা ও কাঁচা শিন্নিকেই বুঝেন। কদাচিৎ সইসূচাঁদের শিন্নিও চলিত আছে।

জায়গীর—জা কিম্বা জায় = ভূমি। গিরিফতন ধাতু হইতে গীর শব্দ। উক্ত ধাতুর অর্থ ধরা। গীর শব্দের অর্থ যে ধরে। অতএব জায়গী = জাগীর = estate = ভূমিসম্পত্তি। জাগীরদার অর্থে যাহার ভূমিসম্পত্তি আছে, কারণ দার শব্দের অর্থ যে রাখে বা ধারণ করে।

গোলাপ = গুলে আব। পারসীতে 'গুল' শব্দের অর্থ সাধারণতঃ ফুল ; কিন্তু ইহার এক বিশেষ অর্থ গোলাপ ফুল ; এবং 'আব' শব্দে জল ; অতএব 'গুলে আব' অর্থে গোলাপ ফুলের জল। কিন্তু গোলাপ বা গুলাবের প্রচলিত অর্থ গোলাপ ফুলই রহিয়া গেল। বাস্তবিক গোলাপ = গোলাপ জল হইলেও আমাদিগকে গোলাপের উপর জল ব্যবহার করিয়া গোলাপ জল করিতে হয়। যুনানী চিকিৎসকেরা গোলাপের জন্য 'গুলে সুর্খ' শব্দ ব্যবহার করেন। কারণ সুধু জল লিখিলে হয় ত পাঠক পুষ্প সাধারণকে বুঝিতে পারেন। সুর্খ = লাল। সুধু গুল শব্দ যে গোলাপ অর্থব্যঞ্জক, তাহা গুলকন্দ শব্দে বুঝিয়া লও। কন্দ = চিনি। বাঙ্গালা ভাষায় কোন কোন শব্দে 'গুল' কেবল পুষ্প অর্থেও ব্যবহৃত আছে, যথা—গুল বাহার = ফুলের নক্সা ; গুলজার = বাগান। পশ্চিমাঞ্চলে গুলে বাস = কৃষ্ণকেলি ; গুলমেহেদী = দোপাটী ; গুলেযমুন = চামেলী। পারস্য, আরব ও তুরুষ্ক প্রভৃতি দেশে যে ব্যক্তি যে পুষ্পকে জঙ্গল বা বিদেশ হইতে আনিয়া আপনার বাগানে প্রথম রোপণ করিত, ঐ পুষ্প তাহারই নামে অভিহিত হইত, যথা—গুলে বাস = গুলে আব্বাস, অর্থাৎ যে পুষ্প আব্বাস কর্তৃক জনপদমধ্যে প্রথম আনীত হয়। এইরূপ গুলমেহেদী = মেহেদী কর্তৃক আবিষ্কৃত বা তাঁহার দেশে প্রথম প্রকাশিত পুষ্প।

গোলাপ আর জোলাপ একই কথা। আরবের লোক 'গাফ্' অক্ষর উচ্চারণ করিতে পারে না। গ এর স্থানে জ ব্যবহার করে। গুলাবকে জুলাব বলে। গুলাব = গোলাপ ফুলের জল। জুলাব = গোলাপ ফুলের জল। কিন্তু ঐ সকল দেশে গোলাপ ফুলের জল বিরেচক (সারক)। গোলাপ পাপড়ীতে প্রস্তুত গুলকন্দ যে বিরেচক, তাহা

অনেক বাঙ্গালী জানেন। যবন দেশে জুলাব শব্দে গোলাপের জল এই অর্থ ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া বিরেচক বস্তু মাত্রই বুঝাইতে লাগিল। [আরবেরা চ উচ্চারণ করিতে পারে না, চএর স্থানে স উচ্চারণ করে; যথা চীন=সীন; প উচ্চারণ করিতে পারে না; প এর স্থানে ব উচ্চারণ করে, যথা, রূপি=রূবি]।

জুল্ ফ—আমরা কাণের নিকটের চুলগুলাকেই জুল্পী বুঝি, কিন্তু পারস্য কবি কখন উহাকেও বুঝেন, কখনও সমগ্র কেশদামকেও বুঝেন।

নিমকী—নমকীন। নমক শব্দের অর্থ লবণ। অতএব নমকীন শব্দে লবণসংযুক্ত বুঝিতে হইবে। ময়রার দোকানে আমরা দুই আস্বাদের খাবার দেখিতে পাই, নমকীন ও মিঠা;—যথা কচুরী ও জিলিপী। পারস্যকবিদিগের নিকট হুসন্ অর্থাৎ সৌন্দর্য্য দুই প্রকার। হুসনে নমকীন ও হুসনে সবীঃ। সবীঃ উষাকালীন পূর্ব্বাকাশের বর্ণকে বলে। অতএব হুসনে সবীঃ বলিলে লাল টক্‌টকে, তাহাতে ঈষৎ হরিদ্রাভা মিলিত আছে, এরূপ রঙ বুঝায়। হুসনে নমকীন বলিলে চাঁদপানা ঠাণ্ডা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গোছের রঙ বুঝায়। মুখের চেহারা সম্বন্ধেও হুসনে সবীর সহিত টিকোলো, ঝাড়ালো ভাব মিশ্র আছে। হুসনে নমকীনের সহিত ঢল ঢলে মোলায়েম ভাব মিশ্রিত আছে। অনেক পারস্য কবির চক্ষে হুসনে নমকীন অধিক প্রিয়; এই সৌন্দর্য্যকে তাঁহারা 'সব্‌জ'ও বলিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত কবিতাটীতে পারস্য কবিদিগের পছন্দ বুঝিতে পারা যাইবে।

নেস্ত তুর্কানে খতারা খুবী এ সব্‌জানে হিন্দ্।
চোবচিনি খুর্দ্‌গাঁরা কয় বর্‌খোয়াঁ নমক্॥

খতাবাসী তুর্কীদিগের মুখে হিন্দুস্থানের সবুজের সৌন্দর্য্য নাই; যাহারা নিরন্তর চোবচিনি খায়, তাহাদের খোয়ানের উপর নমক কোথায়?

চীনের পশ্চিমভাগে খতাদেশ। চীন ও খতা প্রভৃতি স্থানে চোবচিনির বড়ই প্রচলন। ঐ সকল স্থান হইতে আমাদের দেশে চোবচিনি আসিয়া থাকে; যে সকল ব্যারামী চোবচিনি বাঁধা নিয়মে খায়, তাহাদিগকে নুন খাইতে নাই। তাই কবি বলিতেছেন, ক্রমাগত যাহারা চোবচিনি (বাঙ্গালীর টোপ্‌চিনি) খায়, তাহাদের নিকট লবণের আস্বাদ কোথায়? হিন্দুস্থানের মুখশ্রী পারস্য কবিদিগের চক্ষে কত প্রিয়, তাহা ইহাতেই বুঝা যায়। আমাদের সংস্কৃত লাবণ্য শব্দও লবণ শব্দ হইতে উৎপন্ন। অতএব নমক বা লবণে কিছু আছে। নহিলে মাঝে মাঝে নুন ও লঙ্কা দিয়া মুড়ি খাইতে ইচ্ছা হইবে কেন?

হাফেজ একস্থানে কহিয়াছেন, "তোমার প্রণয়ের দ্বারা আমার ক্ষত হৃদয়ে তুমি তোমার রূপস্বরূপ নমকদান ভরিয়া নমক দিতেছ"।

ফফড় দালাল। দালাল আরবী দলিল শব্দ হইতে উৎপন্ন। দলিল শব্দে বাদানুবাদ বা প্রমাণ বিচার বুঝায়। যে ব্যক্তি ক্রয় বিক্রয় স্থলে মধ্যস্থ হইয়া বিচার বিতর্ক করে, সেই দালাল। ফফড়, পপড় বা পড়্‌পড়্ হিন্দী গ্রাম্য শব্দ। ইহার অভিপ্রায় এই যে বিনা

আহ্বানে আপনি উপরপড়া হইয়া যে দালালী করে, সেই ফফড় দালাল। হিন্দুস্থানে এই শব্দ বঙ্গীয় অর্থে প্রচলিত। সুতরাং বলিতে হইবে যে, হিন্দুস্থান হইতে উহা বাঙ্গালায় গিয়াছে। এই শব্দটির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া আমার সন্তোষ হয় নাই। কারণ ফাঁপা, ফোঁপরা প্রভৃতি শব্দ শূন্যমধ্যতা বা অসারতা ব্যঞ্জক। উহাদের হিন্দী প্রতিশব্দ পোলা ও পোল। ফফড় কথার জনয়িতা ফোঁপরা হইতেও পারে। কিন্তু এক কথা এই যে হিন্দুস্থানে ফাঁপা বা ফোঁপরা শব্দ নাই, অথচ ফফড় আছে। ফফড়কে পোল হইতে কেমন করিয়া উৎপন্ন করিতে বসি? আমি এখন যাহা লিখিতেছি, অনুসন্ধানে যদি বুঝি যে আরও সন্তোষকর ব্যাখ্যা মিলিতে পারে, তাহা পশ্চাৎ জানাইব। সমস্ত শব্দ সম্বন্ধেই পাঠক আমার এইরূপ প্রবৃত্তি জানিবেন।

উকীল। আরবী ওকালৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ সমর্পণ। মোকর্দ্দমা যাহাকে সমর্পণ করা যায়, সেই উকীল। আরবী ভাষায় ঈশ্বরও উকীল, কারণ তাঁহাকেও আমরা সমস্ত সমর্পণ করিয়া থাকি।

গর্‌রা। হাসির গর্‌রা উঠিয়াছে। সম্ভবতঃ এই শব্দটী আরবী গরূর=অহঙ্কার এবং গের্‌রা=অহঙ্কারী শব্দদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখে। মত্তভাবে হাসা অহঙ্কারের কাছাকাছি জিনিষ; কিন্তু ইহার সম্বন্ধে আমি এখনও সন্দিহান। তাহার বিশেষ কারণ এই যে গর্‌রা শব্দ হিন্দুস্থানে অপ্রচলিত। আরও কারণ এই যে অতিহাস্য বহু সময়ে সরলতার পরিচায়ক।

গরীব। আরবী গুরবৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন। গুরবৎ অর্থে জন্মস্থান হইতে দূরে যাওয়া বা প্রবাস। এরূপ অবস্থায় প্রায়ই লোকে ভাল মানুষ বা ধনহীন হইয়া পড়ে, তাই এই দুই অর্থে হিন্দুস্থানে গরীব শব্দ ব্যবহারে আইসে। কিন্তু বাঙ্গালীরা ভালমানুষ অর্থে ইহা কম ব্যবহার করে, ধনহীন অর্থে অধিক ব্যবহার করে। ইহার আসল অর্থ প্রবাসী; কিন্তু হিন্দুস্থানে প্রচলিত উর্দ্দু ভাষায় এই আরবীয় অর্থ লোপ পাইয়াছে। যদি কদাপি ব্যবহৃত হয় ত 'গরীব উল বতন' অর্থাৎ বতন (জন্মস্থান) হইতে দূরবর্ত্তী। এই বতনটির অধিকন্তু প্রয়োগ আবশ্যক হইয়াছে; নহিলে সুধু 'গরীবে' ওভাব আসে না।

বেওতন=বে বতন। ভদ্রাসন হইতে কোন গৃহস্থকে তাড়াইয়া দিলে বেবতন করা হয়। বাঙ্গালা ভাষায় ইহার প্রকৃত অর্থই প্রচলিত। বতন আরবী শব্দ। পাঠক এই 'ব'টী ইংরাজী 'w'র ন্যায় উচ্চারণ করিবেন। ইহা অন্তঃস্থ 'ব', ইহার উচ্চারণ 'ওঅ'। আমি অনেকগুলি আরবী শব্দের উল্লেখ করিলাম। বাঙ্গালা ভাষায় এত আরবী শব্দ কি প্রকারে আসিল?

৬৩৫ খৃষ্টাব্দে পারস্যের শেষ রাজা ইজ্‌দীগার্দ আরবীয় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। এই ভাগ্যহীন রাজা একুশ বৎসর বয়সে ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে পারস্যের রাজা হইয়াছিলেন। পরবৎসরে খলিফা ওমারের সময়ে আরবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। তিনি আর ষোল বৎসর

জীবিত ছিলেন ও ছোটতে বড়তে আরবীদিগের সহিত ষাটটী যুদ্ধ করেন ও প্রায় সকল যুদ্ধেই হারেন; কিন্তু কিছুতেই বশতাপন্ন হন নাই বা মুসলমান হন নাই। যাহা হউক সত্বরই পারস্য সম্পূর্ণরূপে আরবীগণের ভোগভূমির স্বরূপ হইয়া পড়িল। সেই সময়ে প্রচুর আরবীয় শব্দ পারস্য ভাষার সামিল হইয়া গেল। আবার ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজত্বকালে ঐ নবীন পারস্য ভাষা হিন্দীর সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রাচুর্য্যযুক্ত উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হইল। এইজন্য হিন্দুস্থানী উর্দ্দু ভাষায় যেমন বিস্তর পার্সী শব্দ, সেইরূপ বিস্তর আরবী শব্দও জুটিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালাতে ঐ হিন্দী, পার্সী, আরবী জড়িত উর্দ্দু বহুলভাবে প্রবেশ করিয়াছে।

দাখিল—দখল শব্দ হইতে। দখল অর্থে অধিকার করা। দাখিল=অধিকৃত হওয়া। বাঙ্গালায় ক্রমে ইহার অর্থ সন্নিবিষ্ট বা সামিল হইয়া গিয়াছে।

তাজ্জব—আরবী উজুব (আশ্চর্য্য) হইতে।

আচম্বিত। হিন্দী 'আচম্বা' হইতে উৎপন্ন। আচম্বা শব্দের অর্থ অকস্মাৎ বা আশ্চর্য্য।

নেশায় চুর।—নশ্‌শা আরবী। চুর=(চূর্ণ) হিন্দী। অর্থাৎ নেশাতে চূর্ণ বা কর্ম্মে অপারগ। এই ভাবে উর্দ্দুতে 'নশ্‌শেমে চুর' শব্দ প্রচলিত আছে।

কছুম=(পার্সী) কিস্‌ম্‌=প্রকার।

রস্‌সা=(পার্সী) রসন=দড়ী।

পস্তানা=হিন্দী পছ্‌তাওনা বা পছ্‌তানা। পস্‌=পশ্চাৎ; তাও বা তাব=তাপ। অতএব পশ্চাৎ তাপ করাকে পস্তানা বলে।

কম—পার্সী শব্দ; ঐ ভাষাতেই ইহার অর্থ 'অল্প'।

চম্পট। হিন্দী ও উর্দ্দুতে চম্পৎ শব্দ আছে, কিন্তু আরবী ও পার্সীতে তাহা নাই। সুতরাং হিন্দী হইতে উহা উর্দ্দুতে মিশিয়াছে বলিতে হইবে। চম্পৎ শব্দ পলায়ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। দিল্লীর শেষ বাদশাহ বাহাদুর সাহের ওস্তাদ কবিবর জৌক লিখিয়াছেন—

চম্পই রঙ্গ ওহ্ আপ্‌নী দেখা কর্ আলম। এক আলমকা হো দিল্ লেকে বগলমে চম্পৎ। সে আপনার চম্পকবর্ণের মুখশ্রী দেখাইয়া বহুজনের হৃদয়কে আপনার কক্ষে লইয়া চম্পৎ দিল।

ওস্তাদ (পার্সী)=শিক্ষক।

বগল—(পার্সী) ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ কক্ষ, হিন্দীতে কাঁখ। বাঙ্গালাতেও ঐ কাঁখ শব্দ প্রচলিত।

কিনারা (পার্সী)=সীমা। বাঙ্গালাতে সীমা অর্থে কিনারা প্রচলিত। কিন্তু উপায় অর্থেও কিনারা বাঙ্গালায় আছে। ইহাও সীমা বা শেষ অর্থ হইতে প্রণোদিত; কার্য্যের কিনারা করার নাম তাহার শেষ করা, অথবা যে উপায়ের দ্বারা তাহা শেষ হয়, তাহা

করা। 'এ বিপদে সে কিনারা পাইল।' তরঙ্গায়িত নদী হইতে কিনারা পাওয়ার নায় যেমন উদ্ধার পাওয়া, সেইরূপ এখানে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইল।

ফাঁসী। হিন্দী ফঁস্না ধাতুর ণিজন্ত ফাঁস্না। ঐ ফাঁসনা হইতে ফাঁসী। ফস্না =কোন জালে জড়িত হওয়া। ফাসনা=কোন জালে জড়িত করা।

চেহারা (পার্সী)=মুখমণ্ডল।

তদবীর (পার্সী)=উপায়।

রকম (আরবী)=প্রকার।

গুলজার। গুল (পার্সী)=ফুল; জার (পার্সী)=কেয়ারী। গুলজার অর্থে ফুলের কেয়ারী; ইহা হইতেই ইহার প্রচলিত অর্থ শোভাময়।

পোষ। (পার্সী) পোষিদন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন, ইহার অর্থ আবরণ ও পরিধান। সেই জন্য পালঙপোষ মানে যে কাপড় খানাতে পালঙ ঢাকা যায়। পালঙ সংস্কৃত পালঙ্কের অপভ্রংশ।

তখ্‌তাপোষ=যে জিনিষটা তখতাদ্বারা ঢাকা থাকে। তখ্‌ৎ পার্সী শব্দ। বাঙ্গালা দেশে তখ্‌তাপোষ বলিতে কাষ্ঠশয্যা বুঝায়, কিন্তু হিন্দুস্থানে ইহার অর্থ যাহার দ্বারা তখ্‌তা ঢাকা যায়।

বালাপোষ=উপরের পরিধান (বালা=উপর)।

বোলবোলা=বোলবালা। বোল্ হিন্দী শব্দ, ইহার অর্থ বোলি বা বাক্য—এখানে ইহার অর্থ হুকুম। বালা অর্থে উৎকৃষ্ট বা উচ্চ। এজন্য হিন্দুস্থানে আশীর্ব্বাদ করে "তোমার বোলবালা হউক" অর্থাৎ তোমার হুকুম উচ্চ হউক; ভাব এই যে, তুমি একটা বড়লোক হও। বাঙ্গালায় বোলবালা" বদ্‌লাইয়া গিয়া বোলবোলা শব্দ চলিয়াছে এবং প্রতাপ অর্থ দ্যোতন করিতেছে। কেহ যেন 'বহুল ভাল' হইতে বোলবোলাকে না টানেন।

হাড়পাক। হাড়পাকের বোঝা সম্বন্ধে অনেকগুলি ব্যাখ্যা বাহির হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলাতে কোন কোন স্থানে উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের হা'র হইলে তাহাকে পাক খাইতে হয় ও তৎকালে তাহার মস্তকে বোঝা চাপান হয়, এই প্রথা আছে। সেই প্রথা হইতেই কষ্টকরত্ব ব্যঞ্জক হাড়পেকের বোঝা বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে, এই ব্যাখ্যাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

মজ্জাভঙ্গ=মজ্জিভঙ্গ=মঝিভঙ্গ বা মাঝাভঙ্গ, ইহারই একটা রূপান্তর ভাবিতে প্রবৃত্তি হইতেছে। মধ্যভঙ্গ হইলে জীবমাত্রেরই যেরূপ ক্লেশপূর্ণভাবে চলন হইয়া পড়ে, সেই-রূপ অপমান, অর্থনাশ বা প্রিয়বিয়োগাদিতে মনুষ্য ক্লেশপূর্ণ ভাবে কালযাপন করে। সেই জন্য অপমানাদি মজ্জাভঙ্গের কারণ।

শামাদান। পার্সীতে শামা শব্দে প্রদীপ বুঝায় ও দান অর্থে যাহার উপর রাখা যায়। ইহার অন্যান্য উদাহরণও বাঙ্গালায় প্রচলিত পার্সী শব্দে পাওয়া যায়; যথা আতরদান,

বাতিদান প্রভৃতি। অতএব শামাদান অর্থে পিলসুজ বা তদ্বৎ দীপধারক বস্তু বুঝায় জানা গেল। শ্যামা ঠাকুরাণীর নিকট যাহা দান করা যায়, তাহা শ্যামাদান, এরূপ ভাবিবার প্রয়োজন নাই।

দার ও দারী। যে রাখে সে দার ও তাহার ভাব দারী। যথা খবরদার, খবর-দারী। যখন বলি খবরদার হও, তখন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করি যে খবর রাখিও, অসতর্ক হইও না। সংক্ষেপে আমরা খবরদার মাত্র বলিয়া থাকি। খবরদারী অর্থে সতর্কতা। ঐ রূপ জমীদার জমীদারী, জমাদার জমাদারী, হাওয়ালদার হাওয়ালদারী, তলবদার তলবদারী। এই হাওয়ালদার আমাদের দেশে হালদার রূপ প্রাপ্ত হইয়া কতকটা জাতিবাচক হইয়া গিয়াছে।

খবর = সংবাদ।

জমা = সমূহ।

জমা শব্দের সমূহ ব্যঞ্জক ভাব বাঙ্গালা ভাষায় আছে। মানুষ জমা হইয়াছে দেখ। কত টাকা জমা করিলে। এই সমূহ অর্থ হইতে জমা অর্থে অনেক টাকা বুঝাইয়া গিয়াছে। অমুকের জমাজমী আছে, একথায় অমুকের টাকাও আছে, ভূসম্পত্তিও আছে, এইরূপ বুঝায়।

গিরি। গিরিফতন ধাতু হইতে গির্, গিরি ও গিরিফতার শব্দের উৎপত্তি। উক্ত ধাতুর অর্থ ধরা। কেরাণীগিরি অর্থাৎ কেরাণীর কার্য্য ধরা বা অবলম্বন করা। গেরেপতার কর অর্থাৎ গিরিফ্‌তার কর; তাৎপর্য্য—ধর। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে, তোমার দয়াতে আমি গিরিফ্‌তার হইলাম ও অমুক নারীর প্রেমে সে গিরিফতার হইল, এইরূপ চলন আছে। এই সকল স্থলে ধরা পড়া, বাঁধা পড়া এই অর্থ সূচিত হইতেছে। গিরি শব্দের প্রচলন বাবুগিরি, মুন্সীগিরি প্রভৃতি শব্দেও দেখ।

বাবু। পার্সীতে মাম্ শব্দে মাতা ও বাব শব্দে পিতা বুঝায়। ঐ দুই শব্দ বার বার ব্যবহার বশতঃ মা, বাপ আকার ধারণ করিয়া উর্দ্দু ভাষায় চলিয়া গিয়াছে। 'উ' এই প্রত্যয়টী অত্যন্ত স্নেহবাচক ও অনেক স্থলে নিকৃষ্টত্ববাচক। বাবু শব্দের 'উ' প্রত্যয়টী স্নেহবাচক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাবু শব্দের দ্বারা স্নেহপূর্ব্বক পিতাকে ডাকা হয়। হিন্দুস্থানে এইরূপ অভিপ্রায়ে কথাটী উৎপন্ন হইয়া ক্রমে প্রতিপালক, ধনী, পদস্থ ব্যক্তি এই সকলের জ্ঞাপক হইয়া উঠিল। বাবু শব্দ ক্রমে পূর্ব্ব অর্থ ত্যাগ করিয়া বড়লোক অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। আবার আর এক আশ্চর্য্য এই যে, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে শব্দটী অপ্রচলিত হইয়া বাঙ্গালা দেশে প্রখর ভাবে প্রচলিত হইতে লাগিল। এরূপ ঘটনার কারণ স্থির করা কঠিন নহে। মনে কর কোন দেশের ভাষায় কোন একটী বিশেষ ভাব ব্যক্ত করিতে অনেকগুলি শব্দ আছে; কিন্তু সেই ভাবটী অপর ভাষায় প্রবেশ করিলে তদঙ্গজ্ঞাপক সকল শব্দগুলি প্রবেশ করে না; একটি বা বড় জোর দুইটি মাত্র শব্দ

চলিয়া যায় ও মিশিয়া পড়ে। স্কুল শব্দটি যত প্রচলিত, আকাডেমী সেমিনারী প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় তত প্রচলিত নহে।

দুনিয়া শব্দ বাঙ্গালায় যেমন চলিয়াছে, পৃথিবী অর্থ প্রকাশক খলকৃৎ প্রভৃতি শব্দ তেমন চলে নাই। জীব বুঝাইতে বাঙ্গালীরা জানোয়ার শব্দ মাত্র লইয়াছে, হেওয়ান শব্দ লয় নাই। কারণ ভিন্নভাষীরা অনেকগুলা বিদেশীয় শব্দ লইয়া কি করিবে? আর একটী কথা পাঠকের মনে রাখা উচিত। একবিষয়সম্পৃক্ত কতকগুলি কথা এক ভাষায় যে যে বস্তু বা ভাব প্রকাশ করে, সন্নিহিত দেশের ভাষায় কথাগুলি প্রচলিত থাকিলে ও এক বিষয় সম্পৃক্ত হইলেও, ঠিক তত্তৎ বস্তু বা তত্তক ভাবের দ্যোতক হয় না। যেমন ছিলাম ও হুকা একবিষয়সম্বন্ধীয় বস্তু, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে ছিলাম অর্থে এক ডেলা তামাক, যাহা কলকের মধ্যে সাজা হয়, তাহাই বুঝায়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ছিলাম্ অর্থে কলকে, তামাক নহে। হুকা আমাদের দেশে কাহাকে বলে সকলেই জানেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ওটাকে 'নারিয়েল' বলে। হুক্কা বলিলে ধাতু প্রস্তুত সট্‌কা বা গড়গড়াকে বুঝায়।

হদ্দ কথাটা পার্সী হদ্। হদ্ অর্থে সীমা। ইহা বাঙ্গালায় প্রচলিত চৌহদ্দী শব্দেই বুঝিতে পারা যায়। উর্দ্দু ভাষী ব্যক্তি চূড়ান্ত এই অর্থে হদ শব্দের ব্যবহার করেন। যেমন শেখীকা হদ, গুস্তাখীকা হদ, বেইমানিকা হদ্ অর্থাৎ দম্ভের চূড়ান্ত, অবিনয়ের শেষ সীমা, অধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা ইত্যাদি। বেহদ্ শব্দের অর্থ অসীম। বাঙ্গালায় যে হদ্দ মজা, হদ্দ তামাসা, হদ্দ বিচার, হদ্দ অবিচার, হদ্দ হাবাতে, ইত্যাদি কথা আছে, তাহাতে হদ্দ হদ্ শব্দের পার্সী অর্থই জ্ঞাপিত হইতেছে।

হাড় ।—ইংরাজি হার্ড হইতে হাড়, এরূপ মনে করিতে নাই। কারণ কোন অনুভবের আতিশয্য জ্ঞাপনার্থ সকল দেশেই হাড় কথার সংযোগ দেখা যায়। হাড় হাড়ছাড়া কিছুই নহে। বাঙ্গালায় দেখ, "গালিটা হাড়ে হাড়ে ফলিল" অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে ফলিল। এমন বাতাস কর, যে হাড় ঠাণ্ডা হয়। তিনি এই মীমাংসাটা হাড়ে হাড়ে বুঝিলেন। তুমি এই অপমানটা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছ। এই সকল স্থলে হাড় গভীরার্থ প্রণোদক হইতেছে। উর্দ্দুতে উস্কে বাৎসে মেরা হড্ডী হড্ডা জল গয়া অর্থাৎ উহার কথায় আমার অস্থি অস্থি (প্রত্যেক অস্থি) জ্বলে গেছে; এখানেও হাড় অত্যর্থবোধক।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে হাড়হাবাতে অর্থে অত্যন্ত হাবাতে। হাবাতে যে 'হাভাত' কি না 'হা অন্ন' 'দরিদ্র', তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সকল কথা উপলক্ষে পার্সীর বহুসংখ্যক শব্দ যে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা বলিতে হইল। পারস্য দেশে আরবী ও পারসীতে মিশ্রিত অনেক সঙ্কর শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার হিন্দুস্থানে পার্সী ও হিন্দীতে অনেক সঙ্কর শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব উর্দ্দু ও বাঙ্গালা ভাষাতে উভয়বিধ মিশ্র শব্দই দৃষ্ট হয়।

কোতোয়াল (হিন্দী)=কোট + ওয়াল=দুর্গ রক্ষক; এক্ষণে এই কোতোয়াল নগরের প্রধান শান্তিরক্ষককে বুঝায়।

সাহেব (আরবী)=অধিকারী। যথা সাহেবদৌলত=ধনবান্; সাহেব হুসন=সৌন্দর্যের অধিকারী=সুন্দর; সাহেব আকল=বুদ্ধিমান্। কিন্তু ক্রমশঃ এই সাহেব অর্থে মনুষ্য, ভদ্রলোক, সভার সভ্য ইত্যাদি হইয়াছে। পরে সাহেব অর্থে ইংরাজ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সাহেবের অর্থ—'ঈশ্বর' পর্য্যন্ত। মহাত্মা কবীর কহিয়াছেন "ভলীবুরী সব্ বী সুন্ লিজো কর্ গুজরান্ গরীবীমে সাহেব মিলে স্তবরীবে।" অর্থাৎ লোক ভাল মন্দ যাহা বলে সব শুনিয়া লও এবং নিরীহ ভাবে কালযাপন কর; ঈশ্বরকে ধৈর্য্যের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাব (আরবী)=পুস্তকের অধ্যায়। বাঙ্গালাতে কোন বিষয়ের বিশেষ হিসাবকে বাব বলে।

বাবৎ (পার্সী)=জন্য। যথা মোকর্দ্দমা বাবতে আমার ৫০০৲ টাকা খরচ হইল।

বাবা (পার্সী)=পিতামহ। বাঙ্গালায় পিতা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বারকশ (পার্সী)=যে বোঝা লইয়া যায়। ইহাই কি বাঙ্গালা বারকোশ?

বারগীর (পার্সী)=যে নিজে ঘোড়া রাখে না, কিন্তু পরের ঘোড়ায় চড়ে। ইহাই কি মহারাষ্ট্রীয় লুটেরা সওয়ার?

বার (পার্সী)=সময়। এক বার=এক সময়=এক দফা।

বাজ (আরবী)=শিকারী পক্ষিবিশেষ।

বাজু (পার্সী)=বাহু।

বাজুবন্দ (পার্সী)=বাহুতে বদ্ধ অলঙ্কারবিশেষ। ইহাই বাঙ্গালীর বাজু.

বারবরদার (পার্সী)=যে ব্যক্তি বোঝা উঠাইয়া লইয়া যায়।

বারবরদারী (পার্সী)=বোঝা লইয়া যাওয়ার বেতনাদি। একথা বাঙ্গালাতেও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বাতল (আরবী)=মিথ্যা=বাতিল (বাঙ্গালা)।

বালিগ (আরবী)=বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া; ইহা হইতেই আমাদের সাবালগ, নাবালগ। বাঙ্গালীরা নাবালক বলেন; বলুন, আমরা নাবালককে বালকই বুঝিব অর্থাৎ যে বয়ঃপ্রাপ্ত নহে।

বাজী (পার্সী)=খেলা। আমাদের দেশে সচরাচর দ্যূতক্রীড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। ভেল্কী, বাঁশবাজী প্রভৃতিও বুঝায়। বাঙ্গালীরা হার জিতের সর্ত্তকেও বাজী কহেন। যথা, কি বাজী ফেলবে।

বাবর্চ্চী (পার্সী)=পাচক।

বরখাস্ত (পার্সী)=উঠাইয়া লওয়া।

বরবাদ (পার্সী)=উচ্ছন্ন যাওয়া।

বখ্ত্ (পার্সী) ভাগ। কম বখত্, বদ্‌বখ্ত্=মন্দ ভাগ্য।

বখশীশ (ঐ)=দান।

বখ্শী (ঐ)=বেতনবিভাগকারী রাজকর্ম্মচারী।

বখিল (আরবী)=কৃপণ। "দাতার চেয়ে বখিল ভাল স্পষ্ট জবাব দেয়।"

বদলা (পার্সী)=পরিবর্ত্তে যাহা দেওয়া হয়=বিনিময়।

বদনাম (ঐ)=দুর্নাম।

বরাত (ঐ)=অংশ। "কি বলিব আমার বরাতে নাই।" বাঙ্গালায় বরাত=অদৃষ্ট।

বরদাস্ত (পার্সী বরদাস্তন=উঠান ধাতু হইতে)=যাহা উঠাইতে পারা যায় বা সহ্য করা যায়।

বরতরফ (পার্সী)=কর্ম্মচ্যুত করা।

বখ্রা (পার্সী)=অংশ।

বস্ (পার্সী)=বহুত। "বস্, বোকোনা"=ঢের হয়েছে, আর বকিও না।

বগল (পার্সী)=বাহুসন্ধি, ক্রোড়। লড়কা বগল্‌মে ঢুঁঢোরা সহরমে=ছেলে কোলে রহিয়াছে, কিন্তু সহরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

বাঃ (পার্সী)=আচ্ছা। বঃ ও বাঃ=বাহবা=আচ্ছা এবং আচ্ছা।

বখার (আরবী)=বাষ্প। হিন্দুস্থানে ইহা জর রূপে বিখ্যাত, কারণ জ্বর পেটের বাষ্প অথবা বাহিরের বাষ্প হইতে উৎপন্ন।

বাহর (ঐ)=খোলা। বাঙ্গালা বাহির।

বকর (ঐ)=গাভী। ইহা হইতেই বক্‌রা=ছাগল, গরু ইত্যাদি।

বাহার (পার্সী)=বসন্ত=শোভা।

বায়না=কোন বস্তু ক্রয়ের জন্য পূর্ব্বাহ্ণে যে কিছু দেওয়া হয়।

বয়নামা=বিক্রয়ের দস্তাবেজ।

বাহানা (পার্সী)=কারণ। "তিনি সেই বাহানায় বাটী চলিয়া গেলেন" অর্থাৎ সেই কারণ দেখাইয়া গেলেন।

বেশী (পার্সী)=অধিক।

বেদ (ঐ)=বেত, (সংস্কৃত) বেত্র।

পাজী (ঐ)=নীচ, অযোগ্য।

পা (ঐ)=পদ।

সানি (আরবী)=দ্বিতীয়। ছানি তদারক=দ্বিতীয়বার তদারক।

লা (ঐ)=না; যথা, লাসানি=অদ্বিতীয়।

নাচার=লাচার=নিরুপায় (চারা=উপায়)।

গিরা (হিন্দী) = আঁচল।

তন্নতন্ন (সংস্কৃত) = পুঙ্খানুপুঙ্খ = তৎ ন তৎ ন। নৈয়ায়িকেরা বলেন "এতদ্ বৈদান্তিকা উচুঃ, তন্ন তন্ন।"

মস্ত (পার্সী) = মাতাল, "ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা।" বাঙ্গালায় কি জানি কেন, মস্ত = বৃহৎ।

অক্‌সার (আরবী) = সর্ব্বদা।

একসা (পার্সী) = একই প্রকার।

জন্ = স্ত্রী; বহুবচনে 'জনানা'।

হাজি (আরবী)।

মোরগ (পার্সী) = পক্ষী। মুরগী = পক্ষিণী। কালেতে কুক্কুট এবং কুক্কুটী বুঝাইয়া যাইতেছে।

কুল (পার্সী) = সমুদায়।

বিলকুল = এমন কি সমুদায়। কারণ বিল্ (আরবী) = এমন কি। এজন্য বিলকুল একটী মিশ্র শব্দ অথবা hybrid word.

দফ্তর (আরবী) = কাছারির কাগজ পত্র।

দফে (ঐ) = একবার।

দস্তুর (ঐ) = নিয়ম, কায়দা। পারস্যের অগ্ন্যুপাসকদিগের প্রধান পুরোহিত।

চারা (হিন্দী) = গো মহিষাদির খাদ্য গুল্মাদি। আমাদের দেশে চারা = ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

খত্ (আরবী) = লেখা; ক্রমশঃ চিঠি অর্থ দাঁড়াইয়াছে।

খেতাব (ঐ) = নাম, উপাধি।

খতম্ (ঐ) = শেষ।

নামা (পার্সী) = চিঠি। "নবিসন্দা দানদ্ দরনামা চীস্ত" অর্থাৎ লেখকই কেবল জানেন যে চিঠিতে কি আছে। এই নামা শব্দের ব্যবহার ওকালতনামা, বয়নামা, জাহাজীর নামা, রাজিনামা প্রভৃতি কথার মধ্যে পাঠক দেখিবেন।

দরবার (পার্সী) = বাদশাহী কাছারি = রাজসভা।

দর্জ্জী (ঐ) = যে সেলাই করে। দরজ্ = সেলাই।

দোহাই—আরবী দুআ = ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা।

শীশা (পার্সী) = কাচ; শীশমহল = কাচমহল।

শিশি (ঐ) = কাচের বোতল।

জজিয়া (আরবী)। ইহার পার্সী গজিয়া। নৌসেরোঁয়ার রাজত্ব সময়ে পারস্যে অগ্ন্যুপাসক সম্প্রদায় ব্যতীত খৃষ্টান, ইহুদী প্রভৃতি বিবিধধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করিতেন। ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা আপনাদের ধর্ম্ম যাহাতে সচ্ছন্দে প্রতিপালন করিতে পারেন, এই

জন্য তাহাদের নিকট হইতে একটী কর লওয়া হইত। তাহাকে জজিয়া বলিত। উহা প্রত্যেক ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী প্রজার উপরে নির্দ্ধারিত ছিল। পরিমাণ যৎসামান্যই ছিল। এখনকার দিনে মুসলমানেরা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর নিকট হইতে ঐ কর গ্রহণ করেন। কিন্তু অনেক সময় পরিমাণ দুঃসহ হইয়া উঠে। পারস্যের বর্ত্তমান বাদশাহের পিতার নাম নসরুদ্দিন শাহ। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। যে সময় ইনি বিলাত গমন করেন, তখন অধ্যয়নাদি কার্য্য উপলক্ষে লণ্ডনবাসী বোম্বাইয়ের পার্সীগণ পারস্যের বাদশাহকে একটী সভায় আমন্ত্রিত করিয়া অভিনন্দন করেন এবং এই প্রার্থনা করেন যে যদিও আমরা প্রায় ১৩০০ বৎসর পারস্য হইতে বিচ্ছিন্ন, তথাপি আমরা আপনাকে আমাদের পিতৃভূমির রাজা বলিয়া আপন রাজা মনে করি। আমাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী পারস্যবাসী পার্সীগণ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক যারপরনাই উৎপীড়িত হইয়া থাকে। আপনার ন্যায় সদাশয় বাদশাহের নিকট যে, এই অত্যাচারের প্রতিকার হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই আমরা আপনার শরণাগত হইয়াছি।” নসরুদ্দিন শাহ প্রথমতঃ পরিহাস করিয়া বলিলেন, যে তোমাদেরই স্বধর্ম্মাবলম্বী বিশ্ববিশ্রুত বাদশাহ নৌসেরোঁয়া কর্ত্তৃক বিধর্ম্মীদিগের উপর জজিয়া কর স্থাপিত হইয়াছিল, অতএব তোমরা কেন ঐ করের বিরুদ্ধে এখন কথা কহিতেছ? যাহা হউক তিনি লণ্ডনবাসী পার্সীদিগের সমাদরে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যে পারস্যে প্রত্যাগত হইয়াই অগ্ন্যুপাসক পার্সীদিগের নিকট হইতে জজিয়া কর উঠাইয়া লন এবং এই ঘোষণা করিয়া দেন, যে কি মুসলমান কি অমুসলমান সর্ব্ববিধ প্রজাই আমাদের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া সুখানুভব করুক। এই অমেয়াত্মা বাদশাহ অগ্ন্যুপাসক পার্সীদিগের উপর আরও কয়েকটী বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজিও তাঁহার নাম প্রত্যেক প্রজার জিহ্বায় রটিত হইতেছে।

আরবীয়েরা ‘গ’ উচ্চারণ করিতে পারে না, ‘জ’ বলে। যথা গজিয়া=জজিয়া; ভঙ্গ=বঙ্গ; চতুরঙ্গ=সতরঞ্জ।

শোহরত (আরবী)=প্রচার। শোহরত হইতে মশহুর কথার সৃষ্টি। ইহার অর্থ বিখ্যাত, নামজাদা। বাঙ্গালায় মাশুলচোর=মশহুরচোর=বিখ্যাত চোর; সে যে বাস্তবিক মাশুল চুরি করে তাহা নহে।

ইস্তাহার শব্দও এই শোহরত শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ যাহা দ্বারা প্রচার করা যায়=বিজ্ঞাপন।

পায়া (পার্সী)=পদ। “ব্যাটার বড় পায়া হইয়াছে”।

পায় (পার্সী)=পা; যেমন পায়দান, পাদান=যাহাতে পা রাখা যায়।

পয়মাল (পার্সী)=পামাল=দুর্ভাগাবান হইয়া যাওয়া।

পায়জার (পার্সী)=জুতা। বাঙ্গালায় পয়জার।

পায়খানা (পার্সী)=স্বেদখানা।

হাসিল (আরবী)=কর আদায় করা বা ফল গ্রহণ করা।

মহ্‌সূল (আরবী)=যে কর আদায় করা হইয়াছে। ইহাই বাঙ্গালার 'মাশুল'।

হিসাব (আরবী)=গণনা।

রফ্‌ত্‌ (আরবী)=অভ্যাস।

মিসমার (আরবী)=পেরেক, খোঁটা। যে স্থানে তাঁবু গাড়া হয়, সে স্থান খুব পরিষ্কার না করিলে তাঁবু গাড়া হয় না। এইজন্য মেছমার করা=কেটেকুটে সাফ করা।

গোলাব পাশ=যে পাত্র দ্বারা গোলাব জল ছিড়কাও করা হয়। পার্সী 'পাশীদন্‌' ক্রিয়ার অর্থ ছিড়কাও করা।

কামরা (আরবী)=ঘর।

ইশারা (আরবী)=ইঙ্গিত।

ফাজিল (আরবী) খুব, উত্তম। "ব্যাটা বড় ফাজিল" অর্থাৎ যত জানে তাহা অপেক্ষা কিছু বাড়াবাড়ি বা জেয়াদা দেখায়।

ফাল্‌তো (যাবনিক ফালতু শব্দ হইতে উৎপন্ন)—বাজে জিনিষ=অদরকারী জিনিষ।

ফানূস (আরবী)—আমাদের দেশের ফানস।

ফলানা (আরবী ফলাঁ হইতে উৎপন্ন)=ব্যক্তি।

তার (পার্সী)=সূতা।

সদর (আরবী)—প্রত্যেক জিনিষের অগ্রভাগ, মুখ, প্রধান অংশ; যথা সদর দরওয়াজা, সদর নায়েব ইত্যাদি।

অন্দর (পার্সী)=মধ্য; যথা অন্দরমহল।

আফ্‌সোস্‌ (পার্সী)=দুঃখ।

বাঙ্গালা ভাষার গঠন কার্য্যের মধ্যেও আরবী, পার্সীর দুই একটী নিয়ম প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত 'চ' এবং বাঙ্গালা 'এবং' অর্থে পারসী 'ও' ব্যবহৃত হয়; যথা—রাম ও যদু ও বিনোদ ও কেশব পাস হইয়াছে। এই অনেকবার 'ও' বসান ইংরাজীর দেখাদেখি আজকালকার বাঙ্গালায় উঠিয়া গিয়াছে; পূর্ব্বে ছিল। এখন কেবল শেষে একটী 'ও' থাকে। কয়েকটী উপসর্গ বা অব্যয় আরবী পার্সী হইতে গৃহীত হইয়াছে; যথা—অভাব-বাচক 'বে'; উদাহরণ বে-আরাম, বেহায়া, বেদাগ, বেমালুম, বেচারা। আমরা আবার উহাতে সঙ্কর শব্দ প্রস্তুত করিয়াছি; যথা বেরঙ। বেপড়া=যে পুস্তক পড়া হয় নাই।

দর=মধ্য; যথা, দরকার=কাজের মধ্য।

দরমাহা=মাস সম্বন্ধীয় অর্থাৎ বেতন।

বদ=মন্দ। যে শব্দের পূর্ব্বে ইহা বসিবে তাহাকেই মন্দ করিয়া দিবে; যথা—বদনাম, বদহাওয়া, বদগন্ধ (hybrid), বদ আহার, বদ হজম ইত্যাদি।

না (অভাববাচক এবং বিপরীতার্থ বোধক)। যথা = নামরদ, নাচার।

কয়েকটী প্রত্যয়েরও বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার হইতেছে। বিশেষণ হইতে বিশেষ্য করিবার জন্য ভাববাচক 'ঈ' প্রত্যয়; যথা, বদমেজাজ হইতে বদমেজাজী, বদনাম হইতে বদনামী, এইরূপ বদমাইসী, পণ্ডিতী, মাষ্টারী ইত্যাদি। আবার বিশেষ্য হইতে বিশেষণকারী 'ঈ' হিন্দী হইতে লওয়া হইয়াছে। যথা—দরকার হইতে দরকারী, সরকার হইতে সরকারী। দার, কার, গিরি, দান প্রভৃতি শব্দোৎপন্ন প্রত্যয় বাঙ্গালায় বহু পরিমাণে মিশিয়া গিয়াছে; যথা—মজাদার, মীনেকার, নক্সকার, দাতাগিরি, কলমদান। হিন্দী পন্ = পানা বিস্তর ভাবে চলিতেছে, যথা—রাঙাপানা, তেতোপানা ইত্যাদি।

দিল্ =(পার্সী)= মন, হৃদয়।

"তৌ অঙ্গরী বদিলস্ত ন বমাল।
বুজুরগী ব অকলস্ত ন বসাল॥"

অর্থাৎ বড়মানুষী হৃদয়ের সহিত, সম্পত্তির সহিত নহে; গুরুত্ব বিবেচনার সহিত, বয়সের সহিত নহে।

ব = সহিত। আমাদের দেশে বলিয়া থাকে যে "চোর বামাল ধরা পড়িয়াছে কি না" অর্থাৎ মালের সহিত ধরা পড়িয়াছে কিনা।

হোশ (পার্সী)= চেতনা, জীবন, বুদ্ধি ইত্যাদি। ইহাই বাঙ্গালার হুঁশ্।

হোশীয়ারী হুশিয়ারী = খবরদারী, হুশিয়ার = খবরদার।

দস্তাবেজ (পার্সী)= কাগজপত্র।

তোপ (তুর্কী)—লস্কর এবং তোপ দুইই বুঝায়।

জহাজ (আরবী)= জাহাজ = বৃহৎ পোত।

জহান (পার্সী)= পৃথিবী। শাহ্‌জহাঁ = পৃথিবীর রাজা। জাহাঙ্গীর = জঁহাগীর = পৃথিবীর অধিকারী। নূরজাহান = নূরজহাঁ = পৃথিবীর জ্যোতিঃ। জহানাফ্রী = পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা = ঈশ্বর। "দিলন্দর জাহানাফ্রী বন্দ্ ও বস্।" অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বস্রষ্টাকে বাঁধ্, তাহা হইলেই বাস্, আর চাই কি?

শ্রীমেঘনাদ ভট্টাচার্য্য।
জয়পুর।

বাঙ্গালা কর্ম্মকারক।

বাল্যকালে বাঙ্গালা ব্যাকরণে পড়িয়াছিলাম, কর্ম্মকারকে 'কে' বিভক্তি হয়। উদাহরণ! যথা :—

ঢেঁকিকে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে।
অবোধকে বুঝাব কত বোধ নাহি মানে॥

এই 'কে' বিভক্তি গ্রাম্য কথাবার্ত্তার ভাষায় 'রে' আকার ধারণ করে। কখন কখন 'কে' বা 'রে'র পরিবর্ত্তে 'য়' বসে। সর্ব্বনাম শব্দগুলির প্রয়োগে এই ত্রিবিধ বিভক্তিরই ব্যবহার দেখা যায়। যথা—তাহাকে, তাকে বা তারে দেখ্‌তে পেলাম না; কাহাকেও, কা'কেও বা কারেও না বলে, সে পালিয়েছে। কলিকাতার ভাষায় কাকে, আমাদের নদীয়া অঞ্চলে কাউকে এইরূপ পদও ব্যবহার হয়। যা'কে দেখ্‌ছে তাকেই ধর্‌ছে; যারে তারে তো আর ডাকা যায় না; তোমাকে আমাকে কি আর একথা বলিতে পারে; তোমায় আর সালিসী করিতে হ'বে না; আমায় একবার ডেকেছেন; তোমারে হেরিলে অঙ্গ জ্বলে; "তোমারে না পেলে আমি ছাড়িব না, ছাড়িব না।" এই 'কে' 'রে' 'য়' র উৎপত্তি কিরূপে হইল, তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই।

কিন্তু সচরাচর কর্ম্মকারকে এই সকল বিভক্তি না হইয়া পদটী যেমন তেমনই (uninflected) থাকে, এরূপ উদাহরণের সংখ্যাই বেশী। আমার বিবেচনা হয়, কর্ম্মকারকে বিভক্তি না দেওয়াই বাঙ্গলা ভাষার সাধারণ নিয়ম। বিভক্তির প্রয়োগ বিশেষ বিধি। যে উদাহরণ স্বরূপ ছড়াটি উদ্ধৃত করিয়াছি, সেটিতেও দেখি 'ধান' ও বোধ' এ দুইটী পদে বিভক্তির প্রয়োগ নাই। এক্ষণে ইহার ভিতর একটি সহজ নিয়ম আবিষ্কার করা যায় কি না ভাবিয়া দেখা যাক।

প্রথমতঃ সর্ব্বনাম শব্দে inflection (বিভক্তিযোগ) হয়। কিন্তু ক্লীবলিঙ্গ সর্ব্বনাম শব্দে বিভক্তিযোগ হয় না। এই নিয়মটী ঠিক ইংরাজী ভাষার নিয়মের অনুরূপ। ইংরাজীতে me, thee, him, her; বাঙ্গালার আমাকে, আমারে, আমায়; তোমাকে, তোমারে, তোমায়; তাহাকে, তাহারে ইংরাজীতে it, that, this ক্লীবলিঙ্গ সর্ব্বনাম; ইহারা কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়স্থলেই সমান থাকে; রূপান্তরিত হয় না। বাঙ্গালাতেও ঠিক তাহাই। যথা—এ (ইহা) না কর্‌লে চলবে কেন? তা (তাহা) বল্লেতো আর বাঁচি না। ইংরাজীতে relative ও interrogative pronoun ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইলে কর্ম্মকারকে রূপান্তরিত হয় না; which, that, what; যথা, পক্ষান্তরে পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত who র রূপান্তরে whom হয়। বাঙ্গালায়ও ঠিক তাহাই। যথা—'যারে দেখ্‌তে নারি, তার হাঁটন বাঁকা' এস্থলে সর্ব্বনাম পুংলিঙ্গ। যা বারণ কর্‌ব তাই কর্‌বে, যা তা লিখ্‌লে

কোনও ফল হয় না, যা দেবে দাও, তা ভেবে কি হবে ? কি বল ? কি কর ? এস্থলগুলিতে সর্ব্বনাম ক্লীবলিঙ্গ ।

দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ্য পদের মধ্যে সংজ্ঞাবাচক শব্দের (proper noun) উত্তর বিভক্তি হয়। যথা—রামকে বল, হরিরে ডাক, কৃষ্ণকে মার, যদুকে ধর, অভয়কে সাধ, প্রসন্নকে আন। 'রাম বল, বাঁচা গেল' 'হরি হরি বল' এ সব স্থলে অর্থের একটু বিশেষত্ব আছে। সাধারণ বিশেষ্য পদের উত্তর কিন্তু প্রায়ই বিভক্তি হয় না। মনুষ্যবাচী বিশেষ্য যথা—লোক ডাক, বেহারা ডাক, বামুন বল, চোর ধর, ধোপা আন। ইতরজীববাচী ও অচেতন পদার্থ-বাচী বিশেষ্য যথা—কি কথা বল্‌ছিলে বল, কথা কও, কথা কব, 'গরু মেরে জুতা দান', পাঁটা ধর, বাঘ মার, সাধ পুরাও, গা মোছ, পা ধোও, শাক বাছ, কুটনো কোট, বাটনা বাট, থালা আন, পয়সা দাও, জিনিস লও, 'ফেল কড়ি মাখ তেল'।

বলা বাহুল্য যে ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে 'I see the sun' = আমি ঐ সূর্য্যকে দেখিতেছি, Bring the goat = ঐ ছাগলকে আন ইত্যাদি রূপ যাহা শেখান হয়, তাহা বাঙ্গালা ভাষার নিয়ম নহে, ইংরাজী ভাষারও নহে, কেন না উভয় ভাষারই কর্ম্মকারক বিভক্তিশূন্য। ওটা ইংরাজী শিক্ষক মহাশয়দিগের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি বা মৌলিক আবি-ষ্কার। তাহার জন্য বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালীজাতি এই শ্রেণীর শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট ঋণী।

তৃতীয়তঃ, 'ধোপা ডাক' 'ধোপাকে ডাক' দুইরূপ প্রয়োগই আছে ; কিন্তু উভয় অর্থের প্রভেদ আছে। 'ধোপাকে ডাক' বলিলে কোনও নির্দ্দিষ্ট (definite) ধোপা বুঝায়। ধোপা ডাক বলিলে একজন যে সে ধোপা হইলেই চলিবে এইরূপ একটা ভাব আসে। ছোঁড়াকে ফিরাইয়া দেওয়া ভাল হয় নাই' এস্থলে একজন জ্ঞাতপূর্ব্ব বালককে বুঝাইতেছে। এইরূপ বিশেষ ব্যক্তির নির্দ্ধারণ অর্থে চোরকে ধর, বামুনকে ফিরাও, ইত্যাদি প্রয়োগ হয়। তাহা হইলে একটা নিয়ম এই পাওয়া গেল যে, কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝাইতে বিভক্তির প্রয়োগ হয়, অন্যত্র নহে। বস্তুর সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না।

[বাঙ্গালায় 'টা' ও 'টি' অনেক সময়ে definite articleএর কাজ করে ; লোকটা = the man ; বালকটি = the boy ; এখানে কোন নির্দ্দিষ্ট লোক বা নির্দ্দিষ্ট বালক বুঝাই-তেছে। এস্থলে কর্ম্মকারকে বিভক্তিযোগ হওয়াই নিয়ম। যথা লোকটাকে বল, বালকটিকে ডাকিয়া আন। ইতর জীবের পক্ষে বিকল্পে যোগ হয় ; ঘোড়াটা ধর, ঘোড়াটাকে ধর ; কুকুরটা মার, কুকুরটাকে মার। জন্তুর পক্ষে বিভক্তিযোগ হয় না, কলমটা দাও ; বইটা পড় ; লাঠিটা ঘুরাও।—পঃ সঃ।]

চতুর্থতঃ, মানুষকে অমন কথা বলা যায় না, ঘটককে ক'নে দেখতে পাঠাও, স্বামীকে ভক্তি কর, ইত্যাদি স্থলে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি না বুঝাইলেও বিভক্তির প্রয়োগ হইতেছে। কেন ? এ সকল স্থলে দ্বিকর্ম্মক ধাতুর যোগে বিভক্তির প্রয়োগ হইতেছে। এ সব স্থলে গৌণকর্ম্ম

(indirect object) বুঝাইতে বিভক্তির প্রয়োগ হইতেছে। ইহা অধিকাংশ স্থলেই ইংরাজী 'to' প্রয়োগের অনুরূপ।

অতএব, এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া গেল। ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন সর্ব্বনামে, সংজ্ঞাবাচক শব্দে, নির্দ্দেশার্থে এবং দ্বিকর্ম্মক ধাতুর গৌণকর্ম্মে বিভক্তির প্রয়োগ হয়। এতদ্ভিন্ন অপরাপর স্থলে বিভক্তির লোপ হয়। এই সিদ্ধান্তে কোনও ভ্রম প্রমাদ আছে কি না, পাঠকবর্গকে বিচারের ভার দিলাম।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিবল্লভের রসকদম্ব।

(১৩০৯ সালের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত)

দুই খানি রসকদম্ব গ্রন্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। একখানি যদুনন্দন ঠাকুরের ও অপর খানি কবিবল্লভের রচিত। দ্বিতীয় খানি অদ্য আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। কবিবল্লভ কৃত রসকদম্বের দুই খানি অনুলিপি আমরা পাইয়াছি। ইহাদের এক খানি ১১৬৪ সাল বা ১৬৭৯ শকাব্দের ও অপর খানি ১৬৫০ শকাব্দের হস্তলিপি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দুই খানিরই ব্যবহার করিয়াছি।

গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। ইহা এক সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রতি শ্লোকে চারি পংক্তি বা চরণ। কবির কথা অনুসারে গ্রন্থে ৬০২০০ অক্ষর আছে;—

রচিল সহস্রপদী পুস্তক সুন্দর।
দুই শতাধিক ছয় অযুত অক্ষর॥

১৩০৮ সালের শ্রাবণ মাসের 'প্রদীপে' পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই গ্রন্থ একবার অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। তথায় তিনি 'দুই শতাধিক ছয় অযুত অক্ষর' কথার অর্থ ২০,৬০,০০০ করিয়াছেন। তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়, কারণ গ্রন্থ সম্পূর্ণ পয়ার হইলেও গ্রন্থান্তর্গত চারি সহস্র পংক্তিতে ৫৬০০০ অক্ষর সংখ্যা হইত। গ্রন্থ মধ্যে দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদী অনেক আছে; সুতরাং অক্ষর সংখ্যা ৬০২০০ হওয়া অসম্ভব নয়; বরং সঙ্গতই।

রসকদম্ব ২২ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম ও শেষ অধ্যায়ের কিয়দংশ গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে বর্ণনীয় বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, কবির পরিচয়, গ্রন্থ রচনার সময়, ছন্দের অবলম্বন ও অন্যান্য দুই একটি বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে মূল গ্রন্থের আরম্ভ। প্রতি অধ্যায়ে এক একটি রস লইয়া আলোচনা করা

হইয়াছে। যে অধ্যায়ে যে রসের আলোচনা আছে, তাহার শীর্ষদেশে সেই রসের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে ; যথা :—

২ অধ্যায়	...	...	সূত্র রস	১৩ অধ্যায়	...	...	ভাব রস
৩ "	...	...	বৈভব রস	১৪ "	...	...	ভজন "
৪ "	...	...	হাস্য "	১৫ "	...	...	বীভৎস "
৫ "	...	...	প্রেম "	১৬ "	..	...	আস্থা "
৬ "	...	...	অদ্ভুত "	১৭ "	...	...	ভক্তি "
৭ "	...	...	শিক্ষা "	১৮ "	...	...	ভীত "
৮ "	...	...	স্তুতি "	১৯ "	...	...	বিস্ময় "
৯ "	...	...	ভেদ "	২০ "	...	...	করুণ "
১০ "	...	...	শৃঙ্গার "	২১ "	...	...	বীর "
১১ "	...	...	প্রেম "	২২ "	...	...	দীক্ষারস*
১২ "	...	...	শান্তি "				

গ্রন্থ রচনায় কবির অবলম্বন :—

"কলিযুগে চৈতন্য সরল অবতার।
নিজগণ সঙ্গে কৈল প্রেমের প্রচার॥
বৃন্দাবনে রূপসনাতন মহাশয়।
বনমালী দাস স্থানে কহিল নিশ্চয়॥
তাহাতে শুনিল নিত্যলীলার আরম্ভ।
পয়ারে লিখিল তত্ত্ব সরস কদম্ব॥"

অন্যত্র :—

"শ্রীকৃষ্ণসংহিতা তত্ত্ব করিয়া প্রধান।
পুরাণ সংগ্রহ আর করিয়া প্রমাণ॥
মুক্তি মূর্খ হীন তাহে বুদ্ধি নাহি ঘটে।
দ্বাবিংশতি রস কহি অনেক সংকটে॥"

অন্যত্র :—

"শ্রীকৃষ্ণসংহিতা দেখি করিল আরম্ভ।
পয়ারে লিখিল তত্ত্ব সরস কদম্ব॥"

উপরোদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, কবির অবলম্বন বনমালী দাস, শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা এবং পুরাণ। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা কাহার রচিত জানি না ; ইহার নাম এই প্রথম শুনিলাম ; কখন দেখি নাই। বনমালী দাস বৃন্দাবনে রূপসনাতনের নিকট রসতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া কবিকে সমস্ত অবগত করান। গ্রন্থের মূল অবলম্বন ইহাই।

কবির গুরুর নাম উদ্ধব ; পিতার নাম রাজবল্লভ এবং মাতার নাম বৈষ্ণবী। বগুড়া জেলার অন্তঃপাতী করতোয়ানদী তীরস্থ মহাস্থানের সন্নিকট অরোঢ়া গ্রামে কবির নিবাস ছিল যথা :—

"নিজ গুরু ঠাকুর উদ্ধবদাস নাম।
তাঁহার প্রসাদে হৈল সংসার শুভনা॥*
পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা।
জন্মাঞা গোচর কৈল সংসারের বাখ্যা॥
আর যত বন্ধুগণ দিল উপদেশ।
তা সভাকে কৃষ্ণপ্রেম লভুক বিশেষ॥
করতোয়া তির † মহাস্থানের সমীপে।
অরোঢ়া গ্রামেতে জন্ম বসতি স্বরূপে॥

---

* পাঠান্তর স্বভাব।

† শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় এস্থলে 'করোত জাতির" পাঠ করিয়াছেন। উহা যে ভ্রম তাহা তিনি এখন স্বীকার করিবেন।

* *গ্রন্থের শেষে যে গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে তাহাতে দীক্ষারস লিখিত হইয়াছে। লেখক।*

মুকুটরায় নামক কোন ব্রাহ্মণ বন্ধুর অনুরোধে কবিবল্লভ নিজ গ্রন্থ রচনা করেন :—

"কৃপায় ঠাকুর নরহরি দাস নামে। দ্বিজকুলে জন্ম সেই বন্ধু মহাশয়।
তাহাতে মুকুট রায় ভজিল সজ্ঞানে॥ অনুরোধে করাইল প্রবন্ধ নির্ণয়॥

গ্রন্থরচনার সময় :—১৫২০ শকাব্দের ২০শে ফাল্গুন কবির গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয় :—

"ফাল্গুন ফাল্গুনী ফাগু পৌর্ণমাসী দিনে। বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত শক।
বিংশতি অংশক গুরুবার শুভবারে শুভক্ষণে। তখনে রচিল রস কদম্ব পুস্তক॥"

রসকদম্ব পাঠ করিয়া বোধ হয় কবি সুপণ্ডিত ও রসিক ভক্ত ছিলেন। প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁহার পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, রচনানৈপুণ্য এবং ভাবুকতা পূর্ণ মাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে।

কবি সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা জানা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে আমরা কিছু খোজ পাই নাই।

(১) কবিবল্লভ কবির উপাধি, না তাঁহার নাম ? যদি ইহা তাঁহার উপাধি হয়, তবে তাঁহার নাম কি ছিল ?

(২) কবির জাতি কি, তাহা জানিতে পারি নাই। গ্রন্থ পাঠে তাহার কিছুই বোঝা যায় না। গ্রন্থে তাঁহার যেরূপ শাস্ত্র জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই বোধ হয়।

(৩) কবির বসতি স্থলের নাম লইয়া একটু গোলযোগ আছে। দুই খানি হস্ত লিখিত পুথিতে দুই প্রকার দেখিলাম (১) অমবাড়া (২) অরোড়া। এ দুই নামের কোন একটি ঠিক হইতে পারে অথবা দুইটিই অপর কোন নামের অপভ্রংশ। যাহা হউক, কবির বাসগ্রামের প্রকৃত নাম কি ?

(৪) কবির বাটীর চিহ্ন কিছু আছে কি না ? এবং তাঁহার বংশের কেহ এখন জীবিত আছেন কি না ? পরিষদের সভ্যগণ উদ্যোগী হইলে শীঘ্রই ইহার মীমাংসা হইতে পারে।

গ্রন্থের আরম্ভ ভাগ এইরূপ :—

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জং রম্যং ভক্তমধুব্রতং।
নত্বা রস কদম্বাখ্যং করোতি শ্রীকবিবল্লভঃ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ।
আহির রাগ। পয়ার।

জয় জয় নাগর শেখর রসগুরু।
অযাচক যাচক পুরুষ কল্পতরু।
প্রেমরস ভক্তিদানে মুক্ত মহাশয়।
দোস লেস নাহি ধরে গুণের আশ্রয়॥ ১॥
নিজ নাম অসীম নসর (?) বিস্তারিল।
নিজ গুণ কুসুম কীর্ত্তন প্রকাশিল॥
প্রেমনাম ফল দিয়া অখিল তুশিঞা।
জিব নিস্তারিল প্রভু অতি সান্ত হঞা॥
হেন প্রভু রূপ করি নয়ন পুতলি।
হৃদয়ে রাখিব গুণ প্রেমের গুডলি॥
রশনা নর্ত্তক করি সে নামা রাবেশে।
শ্রবণ পুর্ণিত করি সেহি গুণ রসে॥ ৩॥

সে তনু প্রসাদ ঘ্রাণে নাসিকা তুষিব।
প্রণাম কারণে নিজ শির নিয়োজিব॥
সে পদকমলে বিমল মধুকর।
ভুজযুগ করি দিব কর্ম্মের কিঙ্কর॥ ৪॥

চরণ করিয়া অশ্ব দেখি তার লোক।
নিজ দেহ নিয়োজিব খণ্ডিব ভব শোক॥

কবি নিজ গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

চতুর্দ্দশ অক্ষরে লেখিল খর্ব্ব ছন্দ।
ছাব্বিশ বিংশতি দীর্ঘ মধ্যমে নির্ব্বন্ধ॥
লেখক পাঠক শ্রোতা গাহক সকলে॥
ভাব বিচারিবে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে॥
শুনিলে প্রবন্ধ যদি বিচার না করি।
অন্তরে প্রবেশ তবে না হয় মাধুরী॥

অল্প অক্ষরে অর্থ অনেক সন্ধান।
পূর্ব্বপক্ষ বিচারিতে নহে সমাধান॥
তে কারণে দাঁঢ়াঞা কহিল নিজ মনে।
পূর্ব্ব পক্ষ সন্ধান যে করে সেই জানে॥
গ্রাম্য কথা হেন মতে ছাড় সর্ব্ব জনে॥
নিরবধি কর প্রেম অমৃত ভোজনে॥

কবি পয়ার দীর্ঘ ত্রিপদী ও লঘু ত্রিপদীকে যথাক্রমে খর্ব্ব, দীর্ঘ ও মধ্যম ছন্দ বলিয়াছেন। পয়ার শব্দও স্থানে স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন। এই তিন ছন্দ ব্যতীত অন্য কোন ছন্দের ব্যবহার নাই।

২ অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয় সূত্ররস। সূত্ররস শব্দের তাৎপর্য্য কি, ভাল বুঝিলাম না। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের একটি সংক্ষিপ্ত চরিত এবং দ্বারকার নাগরিকগণ কিরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে, তাহার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

৩ অধ্যায়ের বর্ণনীয় দ্বারকার বিভব। দ্বারকানগরী, তথাকার, স্ত্রী, পুরুষ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি অনেক বিষয়ের বর্ণনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বর্ণনা অতিশয় দীর্ঘ; ইহাতে কবির কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নগরের বর্ণনায় একটু বিশেষত্ব আছে। বর্ণনায় কোথাও ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকার উল্লেখ নাই; নগরের প্রধান প্রধান সমস্ত গৃহই 'চালের ছাওনি'। সঙ্গে সঙ্গে গগনস্পর্শী গড়ের কথাও বলিয়াছেন।

নগর বর্ণনা :—

জয় জয় দ্বারাবতী,　　অদ্ভুত চরিত্র অতি,
　　সিন্ধুগর্ভে পুরীর নির্ম্মাণ।
পূর্ব্বে কুশাস্থলী নাম,　　ত্রিভুবনে অনুপম,
　　কেবা জানে তাহার প্রমাণ॥
শুনিঞা গরুড় মুখে　　কৃষ্ণ তথা গেল সুখে
　　জাতে বিশ্বকর্ম্মা কর্ম্মশেষ।
রজতে রচিত মহি,　　কাঞ্চনে খচিত তহি
　　নানা ধাতু চরিত্র বিশেষ॥ ৫৬
কত কত অদ্ভুত,　　মকরত মণিযুত,
　　গড়গণ পরশে গগন॥

মুকুতা প্রবাল ভাড়া,　　ঝড়েসিত রক্ত ধারা,
　　বিরাজিত চঞ্চল চামরে॥ ৫৭
মধ্যে মধ্যে কত শত,　　রজত রচিত পথ
　　অগৌর চন্দন বাহে ধরে।
ফটিকে রচিত বেদি,　　অমূল্য রতন নিধি,
　　মণিগণ প্রদীপ বিহরে॥
অমূল্য স্তম্ভের জ্যোতি,　　প্রতিবিম্ব নানা রীতি,
　　শ্বেতরক্ত নীল পীত দেখি।
বিচিত্র সোপান ছটা,　　অলক্ষিত রূপ ঘটা,
　　চাহিতে চমকি চলে আঁখি॥ ৫৮

দ্বাদশ যোজন জুড়ি, প্রমাণ প্রসর পুরী
ঝলঝলি ঝলকে কিরণ ॥
পুরবিন্দু আর জত, প্রবাল রতন যুত,
সুন্দর সিন্দুর বর শিরে।
পটবাসে ইন্দ্রজাল, চামরে ছাওনি চাল,
তাতে শুক ময়ূর বিহরে।
হেমঘটে ঝলে পুরী, প্রতি ঘরে সারি সারি,
ধবল পতাকাধ্বজ উড়ে ॥

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদেও পুরের সর্ব্বপ্রধান গৃহ বর্ণনার সময় লিখিত হইয়াছে ঃ—

সেই পুরে কেবল প্রধান এক ঘর।
বিচিত্র নির্ম্মাণ বিধিবুদ্ধি অগোচর ॥
প্রধান কনক বেদি শোভয় সুচ্ছন্দ।
স্ফটিকের স্তম্ভ তাহে শতধারা বন্ধ ॥
রত্নমণি ধাতুগণ চালের ছাওন।
প্রবাল মুকুতা ঝারা সোপান গঠন।
নির্ম্মল চামরে শোভে চালের ছাওনি।
কনক সলিল ঘটে পল্লব দোলনি ॥

মহাস্থানের সুবৃহৎ গড় দেখিয়া বোধ হয় কবি দ্বারকার গড়ের কল্পনা করিয়াছেন।

৪ অধ্যায়ে হাস্যরস। শ্রীকৃষ্ণ নিজ গৃহে বসিয়া আছেন; অনুচরীগণ শুশ্রূষা করিতেছে; এমন সময় রুক্মিণী তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহার রূপ বর্ণনায় কবি নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। সুদীর্ঘ বলিয়া তাহা উদ্ধৃত হইল না।

এই অধ্যায়ে কৃষ্ণরুক্মিণীর হাস্য পরিহাস বর্ণিত হইয়াছে।

২৬ হইতে ৫৫ শ্লোক পর্য্যন্ত দ্বিতীয় অধ্যায়। ৫৬ হইতে ৭৫ শ্লোক পর্য্যন্ত তৃতীয় অধ্যায়। ৭৬ হইতে ১৮৫ শ্লোক পর্য্যন্ত চতুর্থ অধ্যায়।

৫ অধ্যায়ের বিষয় প্রেমরস। রয়বত (রৈবতক?) পর্ব্বতে দেবদেবীগণের বিহার ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ১৮৬ হইতে ১৯৫ শ্লোক পর্য্যন্ত পঞ্চম অধ্যায়।

৬ অধ্যায়ে অদ্ভুতরস, ব্রহ্মাণ্ড বর্ণন ইহার বিষয়। রুক্মিণীর অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট ব্রহ্মাণ্ডের বিবরণ বর্ণনা করিতেছেন। ইহাতে, সৃষ্টিতত্ত্ব, সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল, পৃথিবী সপ্তসমুদ্র, সপ্তদ্বীপ, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, বৈকুণ্ঠ, শিবলোক, গোলোক প্রভৃতির বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। ১৯৬ হইতে ৩১৫ পর্য্যন্ত ষষ্ঠ অধ্যায়।

৭ অধ্যায়ে শিক্ষারস। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ঃ—

কহ কহ প্রাণনাথ ই বড় বিস্ময়।
এমত ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড কাহা হৈতে হয় ॥
কোন জনে সৃষ্টি করে কে করে পালন।
পুনরপি সৃষ্টি নাশ হয় কি কারণ ॥
প্রথমে জনমে জীব আদি সৃষ্টিকালে।
তখনি জন্মিয়া কর্ম্ম করে কার বলে ॥
পাপ পুণ্য দুঃখ সুখ ঘটে কি কারণ।
কৃপা করি কহ নাথ সব বিবরণ ॥
পূর্ব্বে নাহি পাপ পুণ্য অদৃষ্ট না ধরে।
তবে কোন দুঃখ সুখ জীব কেথা ধরে ॥

ইহার উত্তরে কবি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা যাহা বলাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ৩১৬ হইতে ৩৫০ পর্য্যন্ত ৭ম অধ্যায়।

৮ম অধ্যায়ে স্তুতিরস। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়োৎপাদক বর্ণনা ও সপ্তম অধ্যায়ের প্রশ্নের পাণ্ডিত্য পূর্ণ উত্তর শ্রবণ করিয়া রুক্মিণী দেবী মোহপ্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ, কালীয় দমন, ব্রহ্মাকে ছলনা প্রভৃতি ব্যাপার তাঁহার স্মৃতিপথে

সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইল। তাহাতে তিনি অধিকতর ভীত হইলেন ; এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে পাইয়া তাঁহার সহিত যে ক্রীড়াকৌতুক করিয়াছেন, তজ্জন্য অতি বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, যে তিনি (রুক্মিণী) লক্ষ্মী, তিনি নিজেকে এখন আর চিনিতে না পারিয়া অনর্থক অতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইয়াছেন। নিজেদের পরিচয় আরও বিশদরূপে দিয়া শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে শান্ত করিলেন।

৩৫১ হইতে ৩৬৫ পর্য্যন্ত অষ্টম অধ্যায়। নবম অধ্যায়ে ভেদরস।

রুক্মিণীর প্রশ্ন—

তোমার সৃজন প্রজা পালহ আপনে।
তবে অনুগ্রহ ছাড়ি দুঃখ দেহ কেনে॥
আপনে করহ ধর্ম্ম জীবে দুঃখ ভোগে।
এ সকল কুৎসিত সৃজিলে কোন যোগে॥

শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তর দিতে গিয়া প্রথমে মানুষের জন্ম বিবরণ বর্ণনা করিলেন ; বর্ণনার মধ্যে অনেক যোগের কথা আনিয়া ফেলিয়াছেন। জন্মের পর

মহামায়া জীবের চিত্ত মারোপিঞা।
ঊনবিংশ অংশ দেয় অঙ্গ বিবর্জিঞা॥

সঙ্গে সঙ্গে জীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের অনুভব শক্তি আসিয়া জুটে এবং সেই কারণ বশতঃ পার্থিব পদার্থে আসক্তি জন্মায়। বাত পিত্ত কফ জীব শরীর আশ্রয় করিয়া জীবের স্বকৃত আচরণ ভেদে জীবের কষ্টদায়ক হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহঙ্কার ও হিংসা জীবের স্বাভাবিক সহচর, জীব নিজ ইচ্ছা দোষে ইহাদের কোন না কোনটির অধীন হইয়া কষ্ট পায়। কবি এই প্রসঙ্গে জীব শরীরকে একটি রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :—

মন নামে রাজা তাতে চঞ্চল প্রচণ্ড॥
রাজ্য থাকি করে নানা দেশেত সঞ্চার।
কোন কার্য্য সাধিতে অসাধ্য নাহি তার॥
সর্ব্বস্থানে গতি করে চরিত্র অদ্ভুত।
অহঙ্কার বিনয় তাহার দুই সুত॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র অহঙ্কার সকল তরঙ্গ।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ তার সঙ্গ॥
কনিষ্ঠ তনয় নাম অবল কুমার।
শান্তি দয়া ক্ষমা ধর্ম্মসঙ্গতি তাহার॥
পিতৃভূমি লইতে দুহার অভিলাস।
নিত্য নিত্য করে দুহে বিবাদ প্রকাশ॥
কেহো কারো বশ নহে অন্যোন্য কন্দলে।
পিতার দুর্ল্লভ দেহে কাকো না নিবারে॥
দুই সহোদরে যুদ্ধ দেখে দুই খণে।
সেনাপতি সেনাপতি যুঝে জনে জনে॥

অহঙ্কারের সৈন্য লোভ পরম সবল।
তাহার সঙ্গতি নিত্য ত্যাগের কন্দল॥
মোহ সঙ্গে বৈরাগ্যের সঘন বিবাদ।
কামে ধর্ম্মে হিংসা রস নাহি অবসাদ॥
শান্তিগণে সতত আঘাতে মহাক্রোধ।
সমতা হিংসার করে পরম বিরোধ॥
মদ সঙ্গে ধৈর্য্যগণে নিত্য করে রণ॥
দম্ভ সঙ্গে মহাযুদ্ধ করে স্নেহগণ॥
এই মত অন্যোন্য বাড়ায় যুদ্ধ কার্য্য।
যে জন প্রবল হয় সেই লয় রাজ্য॥
যদ্যপি বিনয় জিনে চণ্ড অহংকারে।
আপন সমান তবে না দেখে সংসারে॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ আপ্ত পাত্রগণ।
তা সভার চিত্ত রক্ষা করে সর্ব্বক্ষণ॥
পরচিত্ত দায় ভূমি হিংসে অতিশয়।

অশেষ অবিধি করে মনে নাহি ভয়।
অন্তের নির্ম্মল কর্ম্ম নিরবধি হিংসে।
আপনে অবিধি কৈলে আপনে প্রশংসে॥
অহংকারের বশ হয় যেই যেই জন।
অবশ্য তাহাকে ঘটে প্রমাদ লক্ষণ॥
অহঙ্কার নির্জ্জিঞা বিনয় যদি বসে।
তবে দেহ পূর্ণ করে নানা ধর্ম্ম রসে॥
সর্ব্বত্রে আলগ হঞা বসয়ে সংসারে।
লীলায়ে সকল কর্ম্ম সাধিবারে পারে॥
দেহ রাজা, মন রাজা, বুদ্ধ কলেবরে।
যে পুত্র সবল হয় তার সঙ্গে চলে॥
না করে নিষেধ আজ্ঞা করে সমাদর।
আপনি হি করে কার্য্য পুত্র আজ্ঞা লঞা॥
আপন উদ্যোগে জীব মন বশ করে।
মন বশ কৈলে সব ইন্দ্রিয় নিবারে॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন—এইরূপে জীব নিজ ইচ্ছায় ইন্দ্রিয় যোগে সুখ দুঃখ ভোগ করে। আরও বলিতেছেন :—

যদি আমি সর্ব্ব কর্ম্মে সভাকে নিবারি।
তবে আর সৃষ্টি আমি করিতে না পারি॥
কৃষ্ণ কর্ম্ম সাধিতে না দেখি আদি অন্ত।
শক্তি অনুমানে সাধে কার্য্যবুদ্ধিমন্ত॥
আকাশে উড়ায়ে পক্ষ অনন্ত প্রচুর।
আর যত শক্তি তারা উঠে ততদূর॥

৩৬৬ হইতে ৪১০ পর্য্যন্ত ৯ম অধ্যায়॥

১০ অধ্যায়—শৃঙ্গাররস। ইহার বর্ণনীয় নিত্যলীলা।

রুক্মিণী কৃষ্ণকে কহিতেছেন :—

তুমি যে ঈশ্বর সর্ব্বজীবের আধার।
তোমার সমান কিছু সাধ্য নাহি আর॥ ৪১২
তাতে মনে মোর বিস্ময় এক বড়।
দেব চর্য্যা কালে তুমি কাকে ধ্যান কর॥
দেব দেবেশ্বর নিত্য ভাবয়ে তোমারে।
হেন তুমি ভাবহ অর্হ্বহ কার তরে॥ ৪১৩

কৃষ্ণ এইবার উত্তরে বলিলেন, তিনি নিত্য বৃন্দাবন ভাবনা করেন। এই অধ্যায়ে নিত্য বৃন্দাবনের সুদীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বৃন্দাবনে ষট্‌কোণ পদ্মের মধ্যস্থলে কিশোর কিশোরী বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

বৈকুণ্ঠাদি যত যত স্থানের প্রধান।
আবির্ভাব তিরোভাব সভাতে বাখান॥
কিন্তু নিত্য স্থান আছে মনের অগম্য।
সাধারণে কি কাজ আমাতে বড় রম্য॥
হ্রাস বৃদ্ধি নাহি তাতে জরামৃত্যু ভয়।
সাধন ক্রীড়ার হেতু নিত্য রূপে রয়॥
এ সব নিগূঢ় কথা গুণ কর্ম্ম ভেদ।
সর্ব্বকাল সেবা করি না বুঝিল বেদ॥

* * *

কিশোর কিশোরী তথা সর্ব্ব কাল ধরে।
শৃঙ্গার বিগ্রহ বিনে অন্য নাহি করে॥
কুটিল কুণ্ডল আধ ললাটে বন্ধন।
কদম্ব কুসুম মালে চূড়ার শোভন॥
সঘন হাসিত মুখ চমকে দশন।
সুরঙ্গ অধর ওষ্ঠ নাসিকা মোহন॥
কর্ণে নব মঞ্জরী বিচিত্র ঘন দোলে।
উচ্চ বক্ষে শোভা করে মালতীর মালে॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত যোগে অষ্ট বর্ণ।
বৈজয়ন্তী নামে মালা শোভে জানুসম॥
দীর্ঘ গ্রীবে কেতকী পরাগ সুরঞ্জিত।
সুরঙ্গ লবঙ্গ খোপা পৃষ্ঠে সুদোলিত॥
আজানুলম্বিত ভুজ পুষ্প অলঙ্কার।
নাগেশ্বর কেশরে বলয় যুগসার॥
কটিতটে পীতবাস চম্পক বসনা।
ধটির অঞ্চল পদ উপরে দোলনা॥

তাহাতে ময়ূর পুচ্ছ করে ঝলমলি। চৌদিকে চঞ্চল দোলে লবঙ্গের ঝুরি॥
ঝলকে তিলক দীর্ঘ অলকা কপালে। ভুরুতলে সজল নয়ান নৃত্য করে॥
বাতুল চরণোপরি সুরঞ্জিত দোলে। করতলে মুরলী সঙ্গীত সার বোলে॥
সুগন্ধি চন্দনে অঙ্গ বিরাজিত চারু। নটবর নাগর শেখর রস গুরু॥

কবি কোথাও ধাতব অলঙ্কারের উল্লেখ করেন নাই। পুষ্পঅলঙ্কারের তিনি বড়ই পক্ষপাতী। কিশোরীর রূপও তদ্রূপ :—

শুদ্ধ হেম তনু কিবা কনক কেতকী। নাগেশ্বর কেশরে অধিক শোভা দেখি॥
পরশে নবনী কিবা শিরিশ মালতী। অলক্ষিত রূপ নহে নয়নের গতি॥
কুঞ্চিত সুবেশ কেশ কপালে টালনি। তাহার উপরে সিখী শিখণ্ড সাজনি॥
গুলাল মালতীমালা বেড়ি বেড়ি সাজে। অরুণ তিলক ভাল চন্দনের মাঝে॥
ভুরুপরে অপরে কেশর ভুরু ভাল। অঞ্জনে রঞ্জন কঞ্জ খঞ্জন নয়ান॥
কপোলে সুপত্রাবলী বিচিত্র লেখন। নিরুপম নাসা গণ্ড বলিত গঠন॥
দাড়িম্ব কুসুম কিবা অধর প্রবাল। দশন মুকুতা কিবা তড়িতের মাল॥
শ্রুতি যুগে কুসুম স্তবক লবাঙ্কুরে। কণ্ঠে মালতীর দাম বনমালা দোলে॥
কেয়ূর কঙ্কন করে কুসুমে রচিত। পুষ্প মালা জাদ খোপা সঘন দোলিত॥
নিতম্ব রঞ্জিত নীল পট্ট পরিধান। মুকুর নূপুর বর চরণে প্রধান॥
স্বরাগ পরাগ তনু ধূসর কেশরে। অঙ্গে অঙ্গে অলঙ্কৃত রঙ্গ ভঙ্গ ধরে॥
করে ধরি মুরলী অধর তলে রাখি। সরস পঞ্চম ধ্বনি বোলায় সুমুখী॥
বেশ রস বয়স শোসর দুই অঙ্গ। গতি মতি রীতি আরতি সম অঙ্গ॥

কিশোর কিশোরীর চতুর্দ্দিকে ষট্‌কোণে ছয়জন প্রধানা নায়িকা বর্ত্তমান। ইঁহাদের চতুর্দ্দিকে যোড়শ-দল পদ্মে ষোল জন সখী বর্ত্তমান।

পদ্ম একটি সুবর্ণ নির্ম্মিত চতুষ্কোণ দ্বারা বেষ্টিত ; চতুষ্কোণের প্রতি পার্শ্বের মধ্যস্থলে একখানি করিয়া রত্নবেদী এবং প্রতি বেদীতে একজন করিয়া সানুচরী দেবী উপবিষ্ট। ইঁহাদিগের প্রত্যেকের সৌন্দর্য্য ও সজ্জা অতি অপূর্ব্ব। নিত্য বৃন্দাবনে :—

গীত বিনে বচন না করে কোন জনে। নৃত্য গীত বিহনে চলিতে না জানে॥
পরশ বিহনে বাড়ে রভস আনন্দ। ভক্ষাবিনে স্বাদ জন্মে দ্রব্য বিনে গন্ধ॥
কুসুম নিস্তেজ নহে, অমল বসন। অদেয় বৃদ্ধ এ নহে, অখণ্ড যৌবন॥
ইন্দ্রিয় বিষয় মন বুদ্ধি সুচেতন। কৃষ্ণ প্রিয় শরীরে সভার সমর্পণ॥
অহেতুকী ভক্তি তারা নিরবধি করে। গুণযোগে নির্গুণ ভজয়ে নিরন্তরে॥

নিত্য বৃন্দাবনের চারি দ্বারে চারি সরোবর আছে, "অমৃত সমান তার বারি মনোহর : -

পূর্ব্ব দ্বারে সিদ্ধিরস প্রদায়ক নামে। রত্নমণি হেমময় তাহার সোপানে॥
অশোক কাননে লতাকুঞ্জ ক্রমে শোভা। ভ্রমর ঝঙ্কারে তাতে মধুপানে লোভা॥
দক্ষিণে আনন্দরসপ্রদ সরোবর। রতন সোপান বন নিকুঞ্জ সুন্দর।
নলিনী দোলনী শোভে ললিত লহরি। উড়ে পড়ে মধু পিয়ে মাতাল ভ্রমরি॥

কেবর (?) কানন জলে যোগে ইন্দিবর। কাল পাকা সে জল পরশে সাধুগণ।
সুগন্ধি পবনগতি শীতল মন্থর॥ তবে তার হয় কৃষ্ণ আনন্দ ভাজন॥
যত্নযোগে সাধিলে জতেক ভক্ত জায়। মন্দ মন্দ বায়ু বহে সুগন্ধ শীতল।
জেরূপ পরশ বিনে কৃষ্ণ নাহি পায়॥ অবিরত কুসুমে ঝরয়ে মকরন্দ॥

নিত্য বৃন্দাবনের প্রতি দ্বারে দুইটি করিয়া বৃক্ষ অবস্থিত। শ্রীদাম সুবল প্রভৃতি কৃষ্ণের সখাগণ তথায় বর্ত্তমান। নিত্য বৃন্দাবনের দক্ষিণে কালিন্দী দেবী রত্ন আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার আসনের নিম্নদেশ হইতে মকরন্দ প্রবাহিত হইতেছে, তাহা হৈতে শুদ্ধরসে পূর্ণ নদী বহে। তাহার

দুই কূলে রত্নতটি অমৃত বাহিনী।
কৃষ্ণ প্রেম পূর্ণ ভক্তি আনন্দ দাইনি॥

তথায় অষ্টদল ও অষ্টাদশদল সমন্বিত দুই পথ আছে, প্রতি দলে শ্রীকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন বিলাস দৃশ্য বিদ্যমান। সমস্ত বৃন্দাবন চারি স্বর্ণ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রতি প্রাচীরে একজন করিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছে; তাঁহাদের নাম ত্রিপুরা, ভুবনেশ্বরী ও মহামায়া; গণপতি, পশুপতি, সূর্য্য ও প্রজাপতি প্রাচীরের চারি কোণে অবস্থিত। ইহার পরে প্রতি প্রাচীরের একটি করিয়া সুমধুর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই অধ্যায়টি অতিশয় দীর্ঘ। দীর্ঘ হইলেও, বর্ণনার লালিত্য ও কবিত্বে, নিত্য বৃন্দাবনের অদ্ভুত দৃশ্যে ও কবির ভক্তিরসে হৃদয় এতই অভিভূত হইয়া পড়ে, এক সঙ্গে সমস্ত নিঃশেষ না করিয়া পাঠ হইতে বিরত হওয়া যায় না। উপরে লিখিত বিষয়গুলি ব্যতীত এই অধ্যায়ে আরও অনেক উল্লেখযোগ্য বস্তু রহিয়াছে। প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া পড়িবার ভয়ে তাহার আলোচনা হইতে বিরত হইলাম। ৪১১ হইতে ৫৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত দশম অধ্যায়।

পরবর্ত্তী অধ্যায় কয়টিতে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে; অতি সংক্ষেপে তাহা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

গ্রন্থের অধিকাংশ রুক্মিণী ও কৃষ্ণের কথোপকথন। রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করিতেছেন কৃষ্ণ উত্তর করিতেছেন। প্রতি অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয় কোন কোন স্থানে নিজ কথায় না দিয়া রুক্মিণীর কথা প্রকাশ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করি।

১১ অধ্যায়—প্রেমরস। রুক্মিণী কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন; ১৬০০০ বিশিষ্ট রাজবংশজাতা, সুলক্ষণসম্পন্না স্ত্রী থাকিতে তিনি কেন ধাতবঅলঙ্কারপরিশূন্যা, পুষ্পালঙ্কার পরিহিতা একজন সামান্য রমণীকে দেবার্চ্চনা ছলে চিন্তা করিয়া থাকেন। ১০ অধ্যায় কেবল এই প্রশ্নেরই উত্তরে পূর্ণ। ৫৩১ হইতে ৫০০ শ্লোক পর্য্যন্ত দশম অধ্যায়—

১২ অধ্যায়—শান্তিরস। রুক্মিণীর প্রশ্নঃ—

"কহ কহ প্রাণনাথ নির্ম্মল স্বভাব। কেমন্ত ভজনে হয় কৃষ্ণ প্রেম লাভ॥

নাগর কিশোরী ভাব সরস প্রস্তাবে। বিনে কায়ক্লেশে লোক ভজে কোন ভাবে॥
কোন কর্ম্মে কর্ম্মনাশ সুসাধকে করে। কৃপা করি এ সব নাথ কহিবে আমারে॥

বৈষ্ণবদিগের বক্তব্য অনেক বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ৫৪০ হইতে ৬০০ পর্য্যন্ত একাদশ অধ্যায়।

১৩ অধ্যায়—ভাবরস। রুক্মিণীর প্রশ্ন:—

শুন শুন প্রাণনাথ মোর নিবেদন। কতেক প্রকার হয় ভক্তির লক্ষণ॥
কেমনে আসক্তি জন্মে, প্রেমের উদয়। সকল কহিয়া নাথ ঘুচাহ সংশয়।

কৃষ্ণের উত্তর সুদীর্ঘ। ৬০১ হইতে ৬৫৫ পর্য্যন্ত দ্বাদশ অধ্যায়।

১৪ অধ্যায়—ভজনরস। রুক্মিণীর প্রশ্ন:—

*অদ্বৈত অচ্যুত, তেজ ধনি ধৃত
ব্রহ্ম হেন তাকে জানি।
রূপ নৈরাকার, কর্ম্ম নাহি তার
নিগুর্ণ হেন বাখানি॥
সে কেনে আপনে, বদ্ধ হঞা গুণে
থাকে দুখে গর্ভ বাসে।
মানুষ শরীর, সমান অস্থির
অশেষ ভোগ বিলাসে॥
কভু হয় মীন, কভু কূর্ম্ম চিহ্ন,
বরাহ কেশরী হঞা।
নানা কর্ম্ম যোগে, দুষ্ট উপভোগে
অশেষ শরীর পাঞা।
পত্নী পুত্র ধরি, রাজ্য ভোগ করি,
নানা অবতার ছলে।
শত্রু মিত্র ভাব, সুখ দুঃখ লাভ
জন্ম মৃত্যু হয় কালে॥
এমোর বিস্ময়, ঈশ্বর জে হয়,
সে কেনে এমত করে।
মানসে সকল, জন্মে কর্ম্মফল
কিহেতু জন্মিঞা মরে॥
ক্রোধ ভয় ভ্রম, তার কেনে শ্রম,
একথা বুঝিতে নারি।
আর এক চিত্তে, সংশয় ভাবিতে
সেহো কহ সত্য করি॥
যত সাধুগণ, বুঝিয়া কারণ
মৃত্তিকা পাষাণ কাঠে।
করি অস্ত্রাঘাত, মূর্ত্তি করি তাত,
অশেষ সন্ধানে গঠে॥
মূর্ত্তি প্রকাশিঞা, যতনে পুজিঞা
জলে সমর্পণ করে।
তাকে কোন শক্তি, কেনে করে ভক্তি
বুঝিঞা কহিবে মোরে॥
কোথা থাকে ব্রহ্মা, নাহি জন্ম কর্ম্ম
তাতে মূর্ত্তি করি পুজা।
না জানি নিশ্চয়, ঘুচাহ সংশয়
মানসে কেনে না ভজে॥

উত্তরে কবির পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে। ৬৫৬ হইতে ৬৮০ পর্য্যন্ত ১৪ অধ্যায়।

১৫ অধ্যায়—বীভৎসরস। রুক্মিণীর প্রশ্ন:—

জে সব চরিত্র ভাব কহিলে আপনে। সংসারী সকলে তাহা না আদরে কেনে॥
পরম সুগম পথ জানিঞা স্বরূপ। তবে কেনে সাধনা করে নিত্যরূপ॥

উত্তর সুন্দর। ৬৮১ হইতে ৭৪৫ শ্লোকপর্য্যন্ত—১৫ অধ্যায়।

১৬ অধ্যায়—আস্বারস। রুক্মিণীর প্রশ্ন:—

বেদ হৈতে সর্ব্ব ধর্ম্ম সভাতে গোচর। নিত্য স্থানে মহাপ্রভু কোন বর্ণ ধরে।
তবে কেনে কহ কৃষ্ণ দেব অগোচর॥ কোন ভাবে ভাব করে প্রকৃতি সকলে॥

উত্তর যথোপযুক্ত। ৭৪৬—৮০৫ শ্লোক পর্য্যন্ত ১৬শ অধ্যায়।

১৭শ অধ্যায়—ভক্তিরস।

রুকিণীর সহিত কৃষ্ণ রয়বত (!) পর্ব্বতে গেলেন। তত্রত্য অধিবাসিগণ তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাদিগকে নানারূপ স্তবস্তুতি দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া রত্নবেদীতে উপবেশন করাইল ও নানা উপচারে তাঁহাদিগের সেবা করিল। এমন সময় বীণা হস্তে নারদমুনি তথায় কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন। নারদমুনির রূপ বর্ণনা অতিশয় সুন্দর। অধ্যায়টি ভক্তিরসপূর্ণ, হৃদয় সরস করিবার উপযোগী। ৮০৫ হইতে ৮১৯ শ্লোক পর্য্যন্ত—১৭শ অধ্যায়।

১৮শ অধ্যায়—ভীতিরস।

নারদ কর্ত্তৃক সংসারী জীবগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পাপের বর্ণনাও নরকের বৃত্তান্ত কথন এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। গমন কালে মুনিবর ইন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত একটি পারিজাত পুষ্প শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পণ করেন; শ্রীকৃষ্ণ তাহা রুক্মিণীর মস্তকে প্রদান করিলেন। রুক্মিণীও সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিলেন। ৮২০ হইতে ৮৬৪ শ্লোক পর্য্যন্ত ১৮শ অধ্যায়।

১৯শ অধ্যায় বিস্ময়রস।

রয়বত গিরি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে দ্বারাবতী নগরী দর্শন করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের ১৬০০০ স্ত্রী তাঁহার বিরহে কিরূপে কাল কাটাইতেছেন ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন। এই অধ্যায়ে ইহাই বর্ণনীয়। ৮৬৪ হইতে ৮৭৪ শ্লোক পর্য্যন্ত—১৯ অধ্যায়।

২০ অধ্যায়—করুণরস।

নারদমুনি একটু রহস্য দেখিবার জন্য সত্যভামার গৃহে গিয়া পারিজাত পুষ্পের প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার প্রদত্ত একটি পারিজাত পুষ্প শ্রীকৃষ্ণ নিজ হস্তে রুক্মিণীর কবরীতে বান্ধিয়া দিয়াছেন। সপত্নীর প্রতি স্বামীর এতাদৃশ ভালবাসা দেখিয়া সাধারণ রমণীর ন্যায় সত্যভামা বিকল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দন কবিতে করিতে ভয়ানক অস্থির হইয়া পড়িলেন। নারদ ব্যাপার দেখিয়া রয়বত গিরি হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিয়া আনিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে ১০০ পারিজাত পুষ্প দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ২০শ অধ্যায়ে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। ৮৭৫—৯২৯ শ্লোক পর্য্যন্ত ২০ অধ্যায়।

২১শ অধ্যায় বীররস। এই অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয় পারিজাত পুষ্পের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নারদকে ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ; কৃষ্ণের প্রতি ইন্দ্রের তাচ্ছীল্য প্রকাশ, কৃষ্ণের সহিত

ইন্দ্রের যুদ্ধ ও ইন্দ্রের পরাভব এবং পারিজাত বৃক্ষ সহ কৃষ্ণের দ্বারকায় প্রস্থান। ৯৩৩ হইতে ৯৬৪ পর্য্যন্ত ২১ অধ্যায়।

২২শ অধ্যায় দীক্ষারস।

ইন্দ্রপুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ, সত্যভামা ও রুক্মিণীকে চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র দিয়া কিশোর মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন।

গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার থাকিল। ইহাতেই প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব।

ছন্দঃ সম্বন্ধে কবি বড়ই সাবধানতা প্রকাশ করিয়াছেন। ছন্দঃ পতন কচিৎ দেখা যায়। 'র' ও 'ল' কে অভেদ ভাবে অনেক স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন যথা—

লেখক পাঠক শ্রোতা গাহক সকলে।
ভাব বিচারিবে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে॥

উপান্তদ্বয়ের ক্ষমতার দিকে তিনি লক্ষ্য করেন নাই যথা :—

গোলকের রীতি অতি অসীম উপমা।
কোটি কোটি অনন্তে দিতে নারে সীমা॥

অনেক স্থলে শব্দের পূর্ব্বে 'অ' অনর্থক ব্যবহার করা হইয়াছে; অনাস্তিক অর্থ এস্থানে নাস্তিক।

অনাস্তিক জনের সুদৃঢ় নহে ভাব।
একান্তিক জনে সত্য জন্মে প্রেমলাভ॥

রসকদম্ব ব্যতীত কবি অন্য কোন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কিনা, জানা যায় নাই। যদি তিনি অন্য কিছু না লিখিয়া থাকেন তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এক রসকদম্বই তাঁহার কীর্ত্তি। কবিবল্লভ ও তাঁহার কাব্য 'রসকদম্বের' স্থান, সাহিত্য জগতে কোন স্তরে, তাহা সুবিবেচকগণ স্থির করিবেন। রসকদম্ব এত দিন পর্য্যন্ত যে অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে ইহাই আশ্চর্য্য। বটতলা হইতে পূর্ব্বে কখনও মুদ্রিত হইয়াছে কিনা জানিনা। শীঘ্রই ইহার এক অতি সুন্দর সংস্করণ হওয়া আবশ্যক।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য।
রাজসাহী।

তমলুক।

তমলুক মেদিনীপুর জেলার মহকুমা বা উপবিভাগ। বর্ত্তমান তমলুক সহর রূপনারায়ণ নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। বহু শত বৎসর পূর্ব্বে এই সহর সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত ছিল। চর পড়িয়া সমুদ্র এখন প্রায় সত্তর মাইল দূরবর্ত্তী হইয়াছে। এখনও এইরূপ চর পড়িতেছে। সমুদ্র আরও দূরে সরিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে যে স্থানে রূপনারায়ণ ও ভারগীথী সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই সঙ্গম স্থলে এই সহর অবস্থিত ছিল। যদি ইহার ইতিহাস না থাকিত, কেহ একথা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। আমি গত শীতকালে দেখিয়াছি, ভাগীরথীর মুখে এক প্রকাণ্ড চর উদ্ভূত হইতেছে, কালক্রমে আর একটী থানা বসাইবার আবশ্যক হইবে। এই চর জোয়ারের সময় জলে ডুবিয়া যায়, কেবল ভাটার সময় দেখা যায়। থানা সুতাহাটা নন্দীগ্রামের সমস্ত ভূমিই যে এইরূপে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা এই সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিলে এখনও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যদি দুই কি তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের একটী মানচিত্র পাওয়া যাইত, তাহা হইলে দেখা যাইত যে এই দুইটি থানার বিন্দুমাত্র ভূমি তাহাতে নাই। এখন এই দুই থানায় প্রায় দুই লক্ষ লোক বাস করে। এখনও এত স্থান পড়িয়া আছে যে আরও দুই লক্ষ লোকের বসতি হইতে পারে।

বহু পুরাকালে তমলুক একটী পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। উক্ত আছে, সেই সময় এক পরাক্রান্ত রাজবংশ এখানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের পতাকায় ময়ূর অঙ্কিত থাকিত বলিয়া তাঁহাদিগকে ময়ূরধ্বজবংশীয় রাজা বলিত। যখন অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া এই দেশে আসিয়াছিলেন তখন ময়ূরধ্বজ রাজার পুত্র সেই অশ্ব ধরিয়াছিলেন। রাজকুমারের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুন প্রায় পরাস্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার সৈন্য প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণের পরামর্শে যুদ্ধে বিরত হইয়া উভয়ে ব্রাহ্মণের বেশে রাজসভায় যাইয়া অশ্বমোচন প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাঁহাদের চিনিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়া প্রার্থনা করিলেন যেন এই যুগল মূর্ত্তি তিনি চিরদিন দেখিতে পান, এবং কৃষ্ণের অনুমতি পাইয়া জিষ্ণু (অর্জ্জুন) ও হরির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সমুদ্রের উপকূলে এক মন্দিরে স্থাপিত করিলেন। কথিত আছে, রূপনারায়ণ নদ পাঁচ ছয় শত বৎসর হইল এই প্রাচীন কীর্ত্তি গ্রাস করিয়াছে। মূর্ত্তি দুইটী বহু কষ্টে রক্ষা করিয়া আর একটী মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে।

তমলুক হিন্দুর তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। এখানে বর্গভীমা নামে মহাকালীর মন্দির স্থাপিত আছে। কে কবে এই মন্দির স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় জানিবার উপায় নাই। জনশ্রুতি এই যে ময়ূরধ্বজবংশীয় মহারাজ গরুড়ধ্বজ এক ধীবরের প্রতি

আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাহাকে প্রত্যহ একটী জীবিত সউল মৎস্য দিতে হইবে। সে তাঁহার এই আদেশ প্রতিপালন করিতে না পারায় তিনি তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। ধীবর প্রাণভয়ে পলাইয়া এক জঙ্গলে আশ্রয় লইলে মহাদেবী ভীমা তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রত্যাদেশ করেন যে, তিনি ধীবরের বাড়ীতে থাকিয়া প্রত্যহ মৃত মৎস্য জীবিত করিয়া দিবেন। ধীবর যে সময়ে ঐ মৎস্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই সময় অনেক মৎস্য ধরিয়া শুকাইয়া রাখিত। পরে মহাদেবী ভীমা, একটী কূপের জল ছিটাইয়া দিয়া প্রত্যহ একটি একটি করিয়া মৃত মৎস্য জীবিত করিয়া দিতেন। ধীবরের আর কখনও মৎস্য দিতে ক্রটী হয় না দেখিয়া, রাজার মনে সন্দেহ হয়; তিনি তাহার নিকট হইতে কৌশলে সমস্ত জানিয়া লইলেন। মহাদেবী ভীমা ধীবরকে এইরূপ বিশ্বাসহন্তা দেখিয়া তাহার আবাস ছাড়িয়া প্রস্থান করেন। যাইবার সময় আপনার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি সেই কূপের মুখে স্থাপন করিয়া কূপ বন্ধ করিয়া দেন। রাজা বহু চেষ্টা করিয়াও সেই মূর্ত্তি স্থানান্তর করিয়া কূপের জল বাহির করিতে পারিলেন না। তখন তিনি সেই মূর্ত্তির উপর একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সেই মন্দিরই বর্ত্তমান ভীমার মন্দির। কেহ কেহ বলেন, এই কূপের জলে যে কেবল মৃতসঞ্জীবন গুণ ছিল তাহা নহে, ইহার জলে ডুবাইলে অন্য ধাতু স্বর্ণ হইয়া যাইত। জনশ্রুতি এইরূপ যে ধনপতি সদাগর একদা বাণিজ্যে যাইবার সময় তাঁহার পোত হইতে দেখিতে পান যে একজন লোক স্বর্ণ পাত্রে জল লইতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে এই কূপের জলে ডুবাইয়া তাহার পিতলের পাত্র স্বর্ণময় হইয়াছে। ধনপতি সহরস্থিত সমস্ত পিতলের বাসন ক্রয় করিয়া এই কূপে ডুবাইয়া দেখিলেন সমস্তই স্বর্ণ হইয়া গেল। তিনি সিংহলে এই সমস্ত স্বর্ণপাত্র বিক্রয় করিয়া প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে এই ভীমার মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

এই মন্দিরসংলগ্ন একটি কূপে স্নান করিলে বন্ধ্যাদোষ নিবারণ হয়, এইরূপ সাধারণ লোকের বিশ্বাস। বহুদূর হইতে অপুত্রক বন্ধ্যানারীগণ দলে দলে আসিয়া এই কূপে স্নান করিয়া থাকেন। ডুব দিয়া যিনি যাহা পান তিনি তাহা আপন মস্তকের কেশে রজ্জু প্রস্তুত করিয়া তীরস্থিত একটী বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়া যান। পুত্র হইলে আসিয়া ভীমার পূজা দেন। লোকে আশ্চর্য্য হয় যে এত জিনিষ এই কূপে কোথা হইতে আসে। বোধ হয় মন্দিরের অধিকারী ব্রাহ্মণ মধ্যে মধ্যে ইটের ঢিল ও অন্যান্য দ্রব্য উহাতে নিক্ষেপ করেন। তাহাতেই কূপের তলে কখনও ঐ সকল দ্রব্যের অভাব হয় না।

এই মন্দিরের অদূরে "কপালমোচন" তীর্থ। মহাদেব সতীর মৃত্যুতে অধীর ও ক্রোধান্ধ হইয়া দক্ষকে হত্যা করেন। গুরুজন হত্যা পাতকে দক্ষের মস্তক শিবের হাতে লাগিয়া রহিল, কিছুতেই তাহা ফেলিয়া দিতে পারিলেন না। ব্রহ্মার উপদেশে তিনি এই পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিলেন, তথাপি দক্ষকপাল তাঁহার হস্তচ্যুত হইল না। তিনি

পুনরায় ব্রহ্মার দ্বারস্থ হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে তাম্রলিপ্তের ভীমামন্দিরের কূপে স্নান করিবার উপদেশ দিলেন। মহাদেব তাহাই করিলেন। এই কূপে স্নান করিলে সেই নরকপাল তাঁহার হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল। এই জন্য এই কূপকে লোকে কপালমোচন তীর্থ বলিত। ইহাতে স্নান করিলে নরহত্যা জনিত পাপও বিদূরিত হইত। রূপনারায়ণ এই কূপ ভাঙ্গিয়া আপনার গর্ভে লইয়াছেন। এখন আবার সেই স্থানে সামান্য একটী স্রুতীখাল রাখিয়া বিস্তীর্ণ চর পড়িয়া নদী বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। পৌষ মাসের সংক্রান্তি দিনে এখানে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। সমাগত নর নারী এই স্রুতীখালের কর্দ্দমাক্ত জলে স্নান করিয়া আপনাদিগকে পাপমুক্ত মনে করেন।

উপরোক্ত দেব মন্দির ছাড়া এখানে আর একটি ঠাকুর বাড়ী আছে, তাহাকে মহাপ্রভুর বাটী বলে। এখানেও অনেক লোকের খাইবার বন্দোবস্ত আছে। মহাপ্রভুর অনেক ভূসম্পত্তি ছিল। এখনও অনেক আছে, তবে কেহ দেখিবার লোক নাই। মন্দির সেবকগণ অনেক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন এখনও করিতেছেন।

বর্গভীমার মন্দির অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহা এক সময়ে বৌদ্ধ মন্দির ছিল তাহাই পরিবর্ত্তন করিয়া ইহাকে হিন্দু মন্দির করা হইয়াছে। মন্দিরের গঠন দেখিলে বোধ হয় যেন একটি ছোট মন্দিরের উপর আর একটি মন্দির গাঁথা হইয়াছে। নদীর ভাঙ্গনিতে অনেক প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত প্রাচীন মুদ্রা বৌদ্ধ সময়ের, ইহাতে হস্তী ও বৌদ্ধ মন্দিরের চূড়া অঙ্কিত আছে। তাহাতে বিলক্ষণ জানা যাইতেছে যে, এক সময়ে বৌদ্ধ রাজগণ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন। এই সকল মুদ্রা এখন পর্য্যন্ত ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, যে বৌদ্ধ রাজা ফুনন্দের নাম পালিভাষায় "ফোনোকেনি" মুদ্রায় অঙ্কিত আছে। আবার কতকগুলি মুদ্রায় হরিণ সিংহ ও হস্তী চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এই শেষোক্ত মুদ্রাগুলি যে হিন্দু রাজত্ব সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ বৌদ্ধ মুদ্রায় হিন্দুর স্বস্তিক চিহ্ন কখনই অঙ্কিত হওয়া সম্ভব হয় না। এই সমস্ত মুদ্রা তমলুক স্কুল লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

পঞ্চমশতাব্দীর প্রথম ভাগে ফাহিয়ান এই স্থান দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, আর এই স্থান হইতেই তিনি পোতারোহণ করিয়া সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন। আবার ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে হিউএনসাং নামক আর এক জন চীন দেশীয় পরিব্রাজক তমলুকে আসিয়া ইহার তাৎকালীন ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ইহাকে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী নগর দেখিয়াছিলেন। আর তখনও বৌদ্ধধর্ম্ম অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজিত ছিল। তিনি দশটি বৌদ্ধ মন্দির, এক সহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং দেড় শত হস্ত উচ্চ অশোক রাজার স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন।

এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, বোধ হয় যাঁহারা অনুমান করেন, বর্গভীমার

মন্দির বৌদ্ধ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহাদের অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন নহে। হিন্দুরা বলেন, যে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা মহারাজ গরুড়ধ্বজের জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যথার্থই ইহার নির্ম্মাণ কৌশল দেখিলে এখনও আশ্চর্য্য বোধ হয়। এই জন্যই লোকে দেবশিল্পীর কথা বলিয়া থাকে। এই দেবস্থানের চতুর্দ্দিক তিন প্রস্থ প্রাচীরে বেষ্টিত। ভিত্তির নিম্নে প্রস্তর সদৃশ কঠিন বহুতর কাঁড় কাঠ শ্রেণীবদ্ধ সাজান আছে। তাহার উপর প্রস্তর ও ইষ্টক রাশি দিয়া প্রায় বিশ হাত উচ্চ করিয়া প্রাচীর নির্ম্মিত। বাহিরে দেখিলে একটিমাত্র প্রাচীর বোধ হয়, কিন্তু তিনটি প্রাচীর গাঁথিয়া একটি করা হইয়াছে। দুইধারে ইটের ও মধ্যে মধ্যে প্রস্তরের প্রাচীর। এই প্রাচীর প্রায় চল্লিশ হাত উচ্চ। এই প্রাচীরের বিস্তার প্রায় ছয় হাত। কি করিয়া যে এত বড় প্রস্তর এই রূপ উর্দ্ধে উত্তোলিত হইয়াছিল তাহা এখন বুঝিবার উপায় নাই। ভীমার মন্দিরের উপরিভাগে বিষ্ণুচক্রোপরি আসীন একটী ময়ূরের প্রতিকৃতি স্থাপিত আছে। দেবী মূর্ত্তি এক খণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত। দেবী শিবের বক্ষঃস্থলে দণ্ডায়মানা। তিন হস্তে প্রহরণ, চতুর্থ হস্তে অসুরের ছিন্নমস্তক। দেবীর চারিদিকে বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি। মন্দির চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথম বড় দেউল, ইহার মধ্যে মূর্ত্তি সকল রক্ষিত আছে। ইহাই প্রকৃত মন্দির। দ্বিতীয় জগমোহন বা সভামণ্ডপ, তৃতীয় যজ্ঞমণ্ডপ, চতুর্থ নাটমন্দির। এই নাটমন্দিরের বাহিরে রাজপথ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ সোপান শ্রেণী।

লোকে বলে দেবী মহামহিমময়ী। সকলেই তাঁহাকে ভয় ভক্তি করে। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে বঙ্গদেশ মারাঠার অত্যাচারে একান্ত পীড়িত হইয়াছিল। কিন্তু সেই দুর্দ্দান্ত বর্গীরাও দেবীর ভয়ে তমলুকের কিছুমাত্র অনিষ্ট করে নাই। তাহারা দেবীকে মহামূল্য উপচারে পূজা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিল। কথিত আছে, রূপনারায়ণ নদও দেবীর সম্মানার্থে মন্দিরের অদূরে আসিয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে যখন মেঘগম্ভীর স্বরে বান ডাকিয়া আসে, তখনও মন্দিরের অদূরে সেই হুঙ্কার একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া যায়। ইহার কোন নৈসর্গিক কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ সে বিষয় কোন অনুসন্ধান করেন নাই। রূপনারায়ণ নদ অনেকবার মন্দিরের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া আবার সরিয়া গিয়াছে। ইহারও কোনও নৈসর্গিক কারণ আছে? বিক্রমপুরের রাজবাড়ীর নিকটে ঠাকুরাণী বাড়ী নামক একটী দেবীমন্দির আছে, সর্ব্বগ্রাসিনী পদ্মা অনেক বার তাহার নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া আবার সরিয়া গিয়াছে। সেখানেও লোকে দেবীমাহাত্ম্যের কথা বলিয়া থাকে।

এই স্থানে ধোপাগণ একখণ্ড প্রস্তর পূজা করে। ইহারা বলে বেহুলাসতী লখিন্দরের মৃত দেহ লইয়া ভাসিতে ভাসিতে এই স্থানে আসিয়া নেত্য ধোপানীর এই পাটে স্বহস্তে কাপড় কাচিয়া লইয়াছিলেন। সেই অবধি এই পাট এই খানেই আছে।

এই স্থানের প্রাচীন রাজগণ ময়ূরধ্বজবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। শশাঙ্কনারায়ণ রায় এই

বংশের শেষ রাজা। তিনি অপুত্রক। লোকান্তর হইলে কালুরায় নামক একজন কৈবর্ত্ত শূন্য সিংহাসন অধিকার করিয়া এই দেশে রাজত্ব বিস্তার করেন। বর্ত্তমান তমলুকের কৈবর্ত্ত রাজা কালু রায়ের বংশে উদ্ভূত ষড়্‌বিংশতিতম পুরুষ। সামান্য দেবোত্তর সম্পত্তি ভিন্ন ইঁহার আর কিছুই নাই। ইহার রাজপ্রাসাদ গড় সবই গিয়াছে। কেবল স্মৃতিমাত্র আছে। রাজবাড়ী খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে ; চারিদিকে জঙ্গলে সমাকীর্ণ ; দেখিলে মনে হয় না যে ইহার মধ্যে মনুষ্য বাস করে। ইঁহারা ময়ূরধ্বজবংশীয় রাজা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহাদের বংশাবলীর পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ,
তমলুক ।

বৃন্দাবন দাসের গোলোক-সংহিতা ।

(অবিকল প্রতিলিপি)

শ্রীহরি ।

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং জেন চরাচরং ।
তৎপদং দর্শিতং জেন তস্মাৎ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥
সৃষ্টি স্থিতি ব্রহ্মাণ্ডনিরূপণং ।
আদৌ পাতাল বর্ণনং ॥

সর্ব্বাদৌ মহাশূন্য ঃ তদুপরি অন্ধকার ঃ তদুপরি ধুন্দুকার ঃ তদুপরি স্থির পবন ঃ তদুপরি কুর্ম্মরাজ ঃ তদুপরি ঐরাবত ঃ অনন্তের সহস্র ফণা ঃ

আর মহা ফণা ঃ তার পরে সপ্ত পাতাল ঃ কি কী ঃ অতল ঃ ১ ঃ বিতল ঃ ২ ঃ সুতল ঃ ৩ ঃ তলাতল ঃ ৪ ঃ রসাতল ঃ ৫ ঃ মাহাতল ঃ ৬ঃ পাতাল ঃ ৭ ঃ এই সপ্ত পাতাল ॥ তদুপরি পৃথিবি ॥ পৃথিবিবেষ্টিত সপ্ত সাগর ॥ কি কী ॥ লবণ ১ ইক্ষু ২ সুরা ৩ সর্পিস ৪ দধি ৫ দুগ্ধ ৬ জলান্তকা ৭ঃ সপ্ত দ্বিপ বেষ্টিত সপ্ত সাগর। সপ্ত দ্বিপের নাম কি। জম্বুদ্বিপ পক্ষদ্বীপ কুসদ্বিপ কাঞ্চনদ্বিপ সাকরদ্বিপ পুস্করদ্বিপ অনন্তদ্বিপ।৭ জম্বুদ্বিপবেষ্টিত লবণ সমুদ্র ১ পক্ষ দ্বিপবেষ্টিত ইক্ষুসমুদ্র ২ কুসদ্বিপবেষ্টিত সুরাসমুদ্র ৩ কাঞ্চনদ্বিপবেষ্টিত সর্পিসসমুদ্র ৪ সাকরোদ্বিপবেষ্টিত দধিসমুদ্র ৫ অনন্তদ্বিপবেষ্টিত দুগ্ধসমুদ্র ৬ পুস্করদ্বিপবেষ্টিত জলান্তকা ৭। জলান্তকার জল গগন পর্সিত পৃথিবির মধ্যে স্তম্ভ সুমেরু পর্ব্বত। পকার কি মেরু মন্দার ঃ ভারতবর্ষ সুপারু ৪।

পৃথিবি পর আকাশ। তদুপরি মহা আকাশ তদুপরি দুই লক্ষ প্রহরের পথ সূর্য্য।

সপ্তবার নিরূপণং।

রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুক্র সনি ॥ তদুপরি দুই লক্ষ প্রহরের পথ চন্দ্র। তদুপরি দুই লক্ষ জোজন তারামণ্ডল। তদুপরি পঞ্চাশ লক্ষ জোজন সপ্ত সর্গ। সপ্তদশ লক্ষ জোজন তদুপরি ভুবলোক। ত্রিয়োবিংশতি লক্ষ যোজন তদুপরি ভূলোক। ইন্দ্র সচী সহিত। পঞ্চবিংশতি লক্ষ জোজন তদুপরি ব্রহ্মলোক। সপ্তবিংশতি লক্ষ জোজন তদুপরি সুরলোক। নবলক্ষ জোজন তদুপরি মহোলোক। ত্রিলক্ষ জোজন তদপরি সিবলোক। দুর্গা সহিত। ব্রহ্মলোক সাবিত্রি সহিত তদুপরি পঞ্চাশ লক্ষ জোজন বৈকুণ্ঠে স্থান। তাহাতে লক্ষ্মী নারায়ণের স্থিতি। তদুপরি বিরজা সমুদ্র। তদুপরি ব্রহ্মসাযুজ্য। তদুপরি কারণ সমুদ্র। তাহাতে মহা বিষ্ণুর স্থিতি। তদুপরি মহাশূন্য। তদুপরি পরব্যোম ধাম। মহা বৈকুণ্ঠ প্রসীদ্ধ। তন্মধ্যে সর্ণবেদিকোপরি ঃ সর্ণমন্দির বেষ্টিত কল্পতরু। তন্মধ্যে চতুর্ভুজ নারায়ণ পীতবাস। তন্মধ্যে চারি দ্বার। চারি দ্বারে রহু। কে কে। বাসুদেব ১ সঙ্কর্ষণ ২ অনিরুদ্ধ ৩ প্রদ্যুম্ন ৪। তন্মধ্যে নারায়ণ সর্ণ মন্দিরে। বামে লক্ষ্মী দক্ষিণে সরেস্বতি। তদুপরি গোলক

তথাহি।

সহস্র পত্রকমলং গোলোকাক্ষ মহৎপদং।
তৎ কর্ণিকারং তদ্ধামং তদনন্তরং সম্ভবং ॥ ইতি

তন্মধ্যে ষট্‌কোণে অষ্টদল পর্ণ। তার মধ্যে ছয় পদ্ম নিসৌড়সা নানা জন্ত্র পরায়নি। সেই অষ্ট দলে চৌসট্টি নায়িকা। নানারসপরায়ণা। ষট্‌কোণে ছয় পদ্মিনী। রস গান নৃত্যগীত রাসস্থলীতে শ্রীহরি বিহরতি।

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নারদ ইহারা গমনাগমন করেন। তদুপরি শেত দ্বিপ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মা। আব্রহ্ম স্তম্ভ। স্থির বাউ। অখণ্ড শীখর।

তদুপরি ব্রজলোক কৃষ্ণতনু সম।
উর্দ্ধ অব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম॥
সেই নিত্য বৃন্দাবন চিন্তমনি ভোম।
চন্দ্র সুর্য্য উদ অস্ত নাহিক নিয়ম॥

তথাহি

চিন্তামণি ভুমিস্তোয়ং মমৃতং রস পুরিতং।
বৃক্ষ কল্পদ্রুমং তত্র সুরভি বৃন্দা সেবিতং॥ ইতি

নানা পুষ্প ফল সব অবিরত ফলে।
ঝরিয়া পড়য়ে পুষ্প কৃষ্ণপদতলে॥
পাকীয়া হয়েন ফল অম্রৃতসমান।
বৃক্ষসব কচিফল কৃষ্ণে করে দান॥
বৃক্ষসব কথা কহে মনিষ্যের রীতি।
পতি সুত ছাড়ি তারা কৃষ্ণে রতি॥
ছয় রিতু মূর্ত্তিমন্ত নিকটে বিহরে।
আজ্ঞা অনুসারে তারা সদা সেবা করে॥
তন্মধ্যে মন্দির অষ্ট কাঞ্চনে নির্ম্মাণ।
মনি মুক্তা মাণিক্য শোভয়ে স্থানে স্থান॥
ফটি কাঁচ কাঞ্চন আর রতন পাথর।
মন্দির বেষ্টিত সভ শোভে থরেথর॥
কালিন্দী জমুনা তিরে কল্পতরু বন।
সেই খানে জলকেলি করে দুইজন॥
তার মধ্যে আছে—এক দির্ব্য সরোবর।
হংস সারি শুক কপোত চরে নিরন্তর॥
পদ্ম কুমুদ আর প্রাণি ফল জত।
ফলফুল হিংসন না করে কদাচিত॥
তার মধ্যে রাধা কৃষ্ণ সতত বিরাজে
বিনা বাদ্যে তাল জন্ত্র চরণেতে বাজে॥
এষব লীলার কহিতে নাহি অন্ত।
ব্রহ্মা বিষ্ণু নাহি পায় দেবাধি পর্য্যন্ত॥

জাহার প্রকাশ হয় গোলক শিখর।
গোলকের প্রকাশ হয়ত্ত চরাচর ॥
চিচ্ছক্তি বিলাস হয় সুদ্ধসত্ত নাম।
তাহার প্রকাস হয় পরব্যোম ধাম ॥
তার চারি দ্বারে হয় চারি নারায়ণ।
তা সভার যত নাহিক গনন ॥
পশ্চিমদ্বারে অনিরুদ্ধ হয় রক্তবর্ণ।
উত্তরদ্বারে পদ্মনাভ ধরে কৃষ্ণবর্ণ ॥
পূর্ব্বে লক্ষ্মী সরেস্বতী সহীতে বাসুদেব।
দক্ষিণে রেবতী বারুণী সহিতে সঙ্কর্ষণ দেব ॥
মহানিধি জল সেই পরম কারণ।
পদ্মাসনে মহাবিষ্ণু করেন সয়ন ॥
তাহার প্রকাস হয় বৈকুণ্ঠ মহাধাম।
লক্ষ্মীর সহিতে তাহা সতত বিশ্রাম ॥

তথাহি।

বৈকুণ্ঠ তৎশক্তি মিশ্রিতং তদুর্দ্ধঞ্চ মহাশূন্যং।
গোলক পঞ্চাশকোটি জোজনং ॥ ইতি ॥
গোলকের প্রকাশ হয় গোকুল মহাধাম।
পরব্যোমের প্রকাস মথুরা জার নাম ॥
বৈকুণ্ঠের প্রকাশ হয় দ্বারকা নগরী।
লক্ষ্মী সরেস্বতী সত্যভামা জার নারি ॥

তথাহি।

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরিধামশ্চ সর্ব্বমুক্ষবিনির্ণয়ং।
তৎকলা কোটি কোট্যাংস ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ॥১
আদ্যাশক্তিময়ী রাধা মুকুন্দাদ্যাসনাতনী।
সঃ কলা কোটি কোট্যাংস সা দুর্গাত্রিগুণাত্তিকা ॥২॥
ভাগবৎ ভারত দুই সাস্ত্রের প্রধান।
ব্যাসরূপে আপনে লিখিলা ভগবান ॥
আর জত বহুসাস্ত্র সিদ্ধান্ত অপার।
জার জেই অনুভাব * *
গোলক সংহীতা কহে বৃন্দাবন দাস ॥ ইতি
গোলক সংহিতা সমাপ্ত। ইতি ॥

সমস্ত পুঁথির মধ্যে কোথাও হস্তলিপির তারিখ পাওয়া গেল না। কাগজ ও বর্ণের গঠন দেখিয়া বোধ হয় পুঁথিখানি শতাধিক বৎসরের হাতের লেখা।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনেকগুলি মেয়েলি ব্রত ও ছড়া সংগ্রহ করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট সাহিত্য জগৎ কৃতজ্ঞ।

মেয়েলি ব্রত নামক পুস্তকে ও প্রবাসী পত্রিকায় অঘোর বাবু মঙ্গলচণ্ডীর অনেকগুলি ছড়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তন্মধ্যে আমাদের সংগৃহীত ছড়া দুটি পাইলাম না। সাধারণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ছড়া দুইটির প্রথমটি শ্রীমান রমেশচন্দ্র বাগচীর যত্নে সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়টি আমার স্বসৃকন্যা শ্রীমতী প্রমোদিনী দেবীর নিকট হইতে পাইয়াছি। ছড়া দুইটির জন্য আমরা উভয়ের নিকটেই কৃতজ্ঞ রহিলাম।

(১)

পূজিয়ে মঙ্গলচণ্ডী ত্রিজগতের মাতা
শ্রীধরে করয়ে মঙ্গলচণ্ডীর কথা॥
মঙ্গল কারণে দেবী সর্ব্বমঙ্গলা।
সেবায় * * দেবী ভকত বৎসলা॥
আপদ কালে দেবী করিও স্মরণ।
দুঃখ দারিদ্র্য ঘুচে বহুত বন্ধন॥
ধনে সুখে আরোগ্য ত্রিশ কাল সুখে রয়।
* * দেবীর কৃপায়॥
উজানীতে বসে রাজা বিক্রমকেশরী॥
কুটি আট দশ পশু তাদের প্রাণ বধিল॥
প্রাণের ভয়েতে তারা ভ্রান্তি মেলিল।
মা সর্ব্বমঙ্গলার পায় নিবেদন করিল॥
নারিও চারিও মা প্রাণে না মারিও।
সর্ব্ব ধন লয়ে মা সিন্দুর রক্ষা করিও॥
কালকেতু যমদূত হয়ে এক ব্যাধ।
খেদিয়ে সে মারে মা বিনে অপরাধ॥
সুসঙ্গে চলিয়ে যাও না কর বিচার॥
কাঁলহেনে কালকেতুর ব্যাধ॥
ডানে আড়িমু বাণ বামে নিহারে।
হাতের ধনুক বাণ খসে খসে পড়ে॥

হেন কালে পেল বেদে সুবর্ণ গুটিকা ॥
গুটিকা পেয়ে বেদে যায়ত বাসায় ॥
ডাক দিয়া বলি তোরে শুন নিজ ঘরে।
আর কিছু না পাইলাম গুটিকার তরে ॥
বেদিয়া গেল তবে স্নান করিবারে।
ব্যাধিনী গেল তবে দা মাগিবারে ॥
গুটিকা মূর্ত্তি ছেড়ে মা নিজমূর্ত্তি ধরে।
কার ঝি বৌ কালু ধরে আনলি ঘরে ॥
কার তো ঝি বৌ আমি ধরে আনিনি ঘরে ॥
সতী নামে ধরেছি আমি দেবীর চরণ।
আমার ঘরে মা তুমি এলে কি কারণ ॥
তোর ঘরে এলেম আমি হেতু করিবারে।
হাতের অঙ্গুরি আমার হারাল নগরে ॥
একপল থনি খোঁড় পঞ্চ আভরণ।

*　　　*　　　*

ধন কালু উঘারিয়া তোল ॥
ধন পাইয়া কালু ভাবে মনে মন।
ধন থাকতে এত দুখ পেলাম কি কারণ ॥
মাংস কাটিয়া আমি বিকাব ভাগে ভাগে।
এইতে অধিক দুঃখ আমাকে সেইত ভাল লাগে ॥
উজানীতে বসে রাজা বিক্রমকেশরী।
তাহার রাজ্যেতে বসে সাধু ধনপতি।
লহনা খুলনা তার দুই সে যুবতী ॥
প্রথমে লহনা নারী লক্ষ্মী বড় সীতা।
শেষে খুলনা নারী স্বামীর দুর্ভাগা।
নারীর কর্ম্মের ফল　　*　　*
স্বামী থাকিতে নারী রাখেন ছাগল।
বিধির ঘটনে তার হারাল ছাগল ॥
চাহিতে চাহিতে খুলনা অতি উর্দ্ধস্বরে।
কান্দিতে কান্দিতে খুলনা ফেরে বনে বনে ॥
কিমতে হেরিব আমি পতির চরণ ॥
দুঃখ অপার মোর তাপ ও বিনাশ ॥
ইহা হতে বিধি মোর করুক নিস্তার ॥
অরণ্যে বোলা বোলি শুনে খুলনার নিল মন।
মঙ্গল চণ্ডীর পূজা যুবতীর সম্মান।
আমরা যতেক নারী তোমাকে দিলাম ॥
সাধুর সুদৃষ্টে পড় লৌটুক ঘর ॥
বর পেয়ে খুলনা নারী যায় নিজ ঘরে ॥
হারায়ে ছিল ছাগল কটি পেল মধ্য পথে ॥
বসিবারে দিল খুলইক উত্তম চকুরি।

পরিবারে দিল খুলইক কাঁচা পাটের সাড়ী ॥
সুবর্ণের ঘট বারা সাধুর করে যাত্রা ॥
পিছন দিকে চেয়ে দেখে খুলনা নারী আইসে ॥
যত যত কামনারী তত তত বারা।
বর বিধানে নারী পূজে ঘর বারা ॥
সাধুর কুপিত মন * *
বাঁ পায়ে টানিল দেবীর ঘট বারা ॥
অস্থি অস্থি বলে ঘট শিরে বন্দিল।
দুগ্ধে * ঘট আহ্বান করিল ॥
নারিও চারিও মা প্রাণে না মারিও।
সর্ব্ব ধন লয়ে সিন্দুর রক্ষা করিও ॥
ঘট ঘুরে খুলই নারী যায় স্বামী পাশ ॥
ডাক দিয়ে বলে তোরে শুন নিজ পতি ॥
উপজিল খুলনার জানে সর্ব্বজন।
হেন কালে হল সাধুর বনিজ মিলন ॥
আপন হস্তে পত্র লেখে দেয়ত আপনি ॥
কন্যা ছাওয়াল হয় যদি নামে শ্রীমতী।
পুত্র ছাওয়াল হয় যদি নামে শ্রীপতি ॥
মহামহা নিন্দা তবে সাধুর পববাস।
পথে ত হইবে সাধুর বহুত বিনাশ।
এক খানি নৌকা যায় সিংহল পাটনে।
পদ্ম হস্তে হস্তী নারী গিলে আর উগলে ॥
এক শত কথা হল রাজার সে কাণে।
সুশিল্পা রাজা এসে দেখে কিছু নাহি আছে ॥
ধন জন লয়ে থুল আপন ভাণ্ডারে।
সাধুরা বঞ্চিত হল নিকাশ বন্ধনে ॥
নিকাশ বন্ধনে সাধু আছেন ত্রিশ কাল ॥
হেন কালে হল খুলই পুত্র ছাওয়াল ॥
নামকরণ চূড়াকরণ দিল কত দিনে।
লিখিবারে দিল শ্রীমন্তকে রাজপাঠশালে।
চাট বওয়া উঠেরে কুমার শ্রীপতি ॥
হাতের খড়িখানি প'লত খসিয়া ॥
তোমাকে বলি আমি পড়ুয়া ভাই।
হাতের খড়ি খানি দাওত তুলিয়া ॥
এতক দিবসে বেটা পিতা নাহি চিনে।
জারুয়া যতেক বলে খড়ি তুলিবারে ॥
আপনার খড়ি শ্রীমন্ত আপনি তুলিল।
মাথায় হাত দিয়ে শ্রীমন্ত ভূমিতে বসিল ॥
মা সৎমা তারা ব্যাকুলিত হয়ে।
কেন পুত্র ভাব তুমি ভূমেতে বসিয়ে ॥

আমার পিতা গেছে মা বল কোন ঠাঁই ॥
পিতার উদ্দেশে আমি যাব একবার।
না যদি পাঠাও মা যাবত সত্বর ॥
নারায়ণ বিষ্ণুতেলে স্নান করিল।
ছুতার ডাকিয়া শ্রীমন্ত নৌকা বানিল ॥
দৈবককে ডাকিয়ে শ্রীমন্ত যাত্রা করিল।
মায়ের আট চাল দুর্ব্বা শিরেতে বন্দিল ॥
সৎমায়ের আট চাল দুর্ব্বা কোঁচায় করে নিল।
চণ্ডিকায় স্মরি শ্রীমন্ত নৌকায় উঠিল ॥
এক খানি নৌকা যায় সিংহ দিষলে।
পদ্ম হস্তে হস্তী নারী গিলে আর উগলে ॥
এত শত কথা হল রাজার সে কাণে।
সুশিল্লা রাজা এসে দেখে কিছুই না আছে ॥
ধন জন লয়ে থুল আপন ভাণ্ডারে।
শ্রীমন্তে কাটিতে গেল দক্ষিণ মশানে ॥
যে না খাঁড়া তুলে সে না কাটা যায়।
রক্ত পুঁযে শ্রীমন্তের পঞ্চ ধারা বয় ॥
তা দেখি এক জন এল দৌড় পারা।
কি কর সুশিল্লা রাজা নিশ্চিন্ত বসিয়া ॥
তোমার রাজ্যে হল রাঁড়ীর মুণ্ডমালা ॥
তা শুনে সুশিল্লা রাজা হস্তীর স্কন্ধে যায়।
কত ঘাঁটা খেতে হস্তিনাং খেল।
কতক ঘাঁটা যেতে রাজা দুই চোক খেল ॥
হাস্তিয়া ধরে গিয়ে দেবীর চরণ।
আমি ত মা জানি না তুমি কোন জন ॥
গলায় বসন দিয়া ধরিলাম চরণ।
নারিও চারিও মা প্রাণে না মারিও।
সর্ব্ব ধন লয়ে মা সিন্দুর রক্ষা করিও ॥
ভালই করলি রাজা ওরে ভালই নিল মনে।
আমার সেবকের নাগাল পেল কোন খানে ॥
অর্দ্ধেক রাজ্য অর্দ্ধেক ধন ধন বিস্তর দিবি।
প্রথম মহাদেবীর কন্যার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে দিবি
আগবাড়ী নিয়ে দিবি উজানী নগর।
অষ্ট অঙ্গে প্রসাদ দিয়ে পাঠাইবি ঘর ॥
স্বপন দেখায়ে সর্ব্বমঙ্গলা অন্তর্দ্ধান হল।
কটক সহিতে রাজার জয়ধ্বনি পল ॥
সে রাত্রি থাকে রাজা কটক সহিতে ॥
নিশি অবশেষ হল প্রাতেক বিয়ান।
পঞ্চ পত্রে লেখে দিল সবার প্রধান ॥
অর্দ্ধেক রাজ্য অর্দ্ধেক ধন ধন বিস্তর দিল।

প্রথম মহাদেবীর কন্যার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে দিল ॥
আগা বাড়ী নিয়ে দিল উজানী নগর।
অষ্ট অঙ্গে প্রসাদ দিয়ে পাঠাইল ঘর ॥
উত্তম মধ্যম গন্ধ চন্দন।
পিতাতে পুত্রেতে দেখা হল ততক্ষণ ॥
লায়ের হুড়াহুলি শুনে বিক্রমকেশরী।
কাহার নাও যায় বুঝিতে না পারি।
গর্ভের পুত্র যায় পিতা উদ্ধারিয়া।
*　　*　　আন তাক ধরিয়া ॥
আমার কুমারীর সঙ্গে দিব তার বিয়া।
সে রাত্রি থাকে সাধু কটক সমাজিয়া ॥
নিশি অবশেষ হল প্রাতে বিহান।
পঞ্চপত্রে লিখে দিল সবার প্রধান ॥
অর্দ্ধেক রাজ্য অর্দ্ধেক ধন ধন বিস্তর দিল।
মহাদেবীর কন্যার সহিত শ্রীমন্তের বিয়ে দিল ॥
আগবাড়ী নিয়ে দিল উজানী নগর।
অষ্ট অঙ্গে প্রসাদ দিয়ে পাঠাইল ঘর ॥
মা সৎমা তাহারা স্মরে সর্ব্বক্ষণ।
খুলনার পতি পুত্র আসিবে কতক্ষণ ॥
হেন কালে ডিঙ্গা যেয়ে ঘাটেতে লাগিল।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে তার জয়ধ্বনি পল ॥
আগ দুয়ারে নিয়ে যেয়ে ডিঙ্গা পরিচ করে।
পাছ দুয়ারে নিয়ে যেয়ে বৌ পরিচ করে।
মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করে বাসর ঘরে ॥

---

(২)

পূজিব কালিকাদেবী সর্ব্বমঙ্গলা।
করুণা ধাম,　　কৃপাময়ী নাম,
তুমি দেবী ভকতবৎসলা ॥
তোমার চরণ,　　যে করে স্মরণ,
সিদ্ধি হয় মনস্কাম।
কলিযুগে তুমি,　　আদ্যা সনাতনী,
মঙ্গলচণ্ডিকা তোমার নাম ॥
বাড়াও সুপদ,　　ঘটাও বিপদ,
সকলি তোমারি শক্তি।

কৈলাসে বসিয়া, পদ্মায়ে লইয়া,
আপনি করিছ যুক্তি ॥
আপন নন্দন, করিয়া ছলন,
মানবী লোকে পূজা প্রকাশে।
খুলনা সুন্দরী, আপনার ঘট ভরি,
পূজেন মঙ্গল বারে।
সেই ঘট ঠেলি পায়, সাধু সিংহলে যায়,
বন্দী হলেন কারাগারে ॥
খোল বাজে, করতাল বাজে,
বাজে শঙ্খের ধ্বনি।
কামরূপী পূজা করে
নমো নারায়ণী।
তোমার পূজার ফলে শ্রীমন্তসুত হইল কোলে।
অষ্ট চাল দূর্ব্বা শিরে চলিল সহরে ॥
কালীদহে মায়া কত দেখে।
বাঁচিয়া মশানে, পাইয়া নানা জনে,
সুশীলারে করিলেন বিয়ে ॥
বন্দীঘর মেঙ্গে নিলেন দান।
বিধি বিষ্ণু হরে, মানবী কি বলতে পারে,
জন্মে জন্মে পাই যেন ঐ রাঙা চরণ ॥

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
রাজসাহী।

নবম ভাগ] [দ্বিতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ।

(১৩০৯ সালের চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত)

এই গ্রন্থখানি কৌষীতকারণ্যকের ১, ৭, ৮, ৯ বা ৬, ৭, ৮, ৯ অথবা প্রথম চারি অধ্যায়ে গঠিত। গ্রন্থকার জানা নাই। গ্রন্থের নাম ও সমাবেশ কিছু বিচিত্র ধরণের। মুক্তিকোপনিষদ গ্রন্থে ব্রাহ্মণোপনিষদভিহিত আরও দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে— ত্রিশিখী ব্রাহ্মণোপনিষৎ ও মণ্ডল ব্রাহ্মণোপনিষৎ। কিন্তু এই দুই খানি গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকায় এই নাম সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকিলেও বর্ত্তমানে নিবৃত্ত হইতে হইল। তবে অনুমান করা যায় যে এই গ্রন্থখানি বিনায়ক ভট্টের উল্লিখিত মহাকৌষীতক ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থের অংশ হইতে পারে, এবং উক্ত গ্রন্থখানি বিলুপ্ত হওয়ায় আরণ্যক গ্রন্থের সহিত এখানি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কুষীতক কোন ক্ষত্রিয়ের নাম বলিয়া বোধ হয় এবং তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশ সম্বলিত এই গ্রন্থ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার নিমিত্ত বোধ হয় তাঁহার কোন বংশধরের অভিলাষে রচিত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় রাজার অভিলাষেই যে এই গ্রন্থ খানি রচিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার আরও দুইটী বিশেষ কারণ আছে। প্রথম, গ্রন্থে ব্রাহ্মণাপেক্ষা ক্ষত্রিয় জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ও দ্বিতীয় পরব্রহ্মের পর্য্যঙ্কের ক্ষত্রিয়াসনের সহিত তুলনা। এই দুই কারণে একটী সূক্ষ্মতর অনুমান করা স্বাভাবিক বোধ হইতেছে। অনুমানটি এই যে এই গ্রন্থখানির রচনাকর্ত্তাও ক্ষত্রিয়; ব্রাহ্মণ যে এমন সরল ভাবে ক্ষত্রিয়ের বৈঠকখানা হইতে অন্দর মহল পর্য্যন্ত পরব্রহ্ম বর্ণনে প্রয়োজিত করিবেন, সেটা সম্ভবপর নহে। সুতরাং আমাদের এই সিদ্ধান্তটি ন্যায্য বলিয়া বোধ হয়, যে কুষীতক রাজার কোন বংশধর এই গ্রন্থখানি রচিত করেন। এই সিদ্ধান্ত হইতে গ্রন্থের রচনা কাল নির্ণয় করিবার একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। কুষীতক রাজার স্মৃতি সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইবার কালে এই গ্রন্থখানির রচনা হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইহা অপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত অনু- মান এই যে, কুষীতক রাজার পুত্র কৌষীতক রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পিতৃগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার ও তাঁহার উপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিবার মানসে এই গ্রন্থ রচনা করেন।

কিন্তু এ সিদ্ধান্তটিও অনুমানসাপেক্ষ এবং প্রমাণান্তর বিনা এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা [illegible] উচিত নহে। কতকগুলি প্রমাণ গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেইগুলির সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। পুরাণশাস্ত্রের প্রমাণ স্বীকার না করিলে বৈদিক কালের কোনও ঘটনার কালনির্ণয় হইতে পারে না; সুতরাং এই গ্রন্থসম্বন্ধেও বিষ্ণুপুরাণের সাহায্য লওয়া হইল। পুরাণ শাস্ত্রের সাহায্যে গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের কালনির্ণয় নিতান্ত দুরূহ নহে এবং এইরূপ নিদর্শন সাহায্যে এই গ্রন্থের কালনির্ণয় সম্ভব হইতে পারে। দুঃখের বিষয় এই যে কৌষীতক রাজার নাম পুরাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। এক্ষণে উল্লিখিত নামগুলির বিষয় কিছু বক্তব্য আছে।

ত্রিশীর্ষা ত্বাষ্ট্র—ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরা একজন বিখ্যাত বৈদিক ঋষি। ইঁহার ভগিনী ত্বাষ্ট্রীও বৈদিক সমাজে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ত্বষ্টা ধর্ম্ম হইতে চতুর্থ পুরুষ নিম্নে এবং বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। ত্বষ্টার সুখ্যাতিতে বেদমন্ত্র সকল পরিপূর্ণ। তিনি সুপাণি, সুগভস্তি, সুকৃৎ, তক্ষক, অগ্রজ, গোপা ইত্যাদি। ইঁহার পুত্র ত্রিশিরা, ও কন্যা সরণ্যু। সরণ্যু অশ্বিদ্বয়ের মাতা; এবং ত্রিশিরাকে ইন্দ্র বধ করেন। কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদ্ গ্রন্থে ইন্দ্র বলিতেছেন, অহং ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনম্, আমি ত্রিশিরা নামক ত্বষ্টার পুত্রকে বধ করিয়াছি। ত্বষ্টা সম্বন্ধে বৈদিক সমাজে মতদ্বৈধ ছিল। একদল সুখ্যাতি করিতেন, অপরদল তাঁহাকে অসুরপদবাচ্য করিতেন। একদলে তাঁহার শিল্প বিদ্যায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে দেবতুল্য বোধে সম্বোধন করিতেন ও তাঁহাকে আরাধনা করিতেন; অপর দলে তাঁহাকে সামান্য সূত্রধর বলিয়া অবমানিত করিবার চেষ্টা করিতেন। এক দলে তাঁহার কন্যাকে সম্মানিত করিলেন, তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞা রমণী বলিয়া অর্চ্চনা করিলেন এবং বিবাহ সভার বর্ণনে একটি ছন্দোবদ্ধ ঋক্ রচনা করিলেন; (১)

---

(১) ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতি
ইতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি।
যমস্য মাতা পরি উহ্যমানা
মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ ॥
অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্ত্যেভ্যঃ
কৃত্বী সবর্ণামদদুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্ যৎতদাসীৎ
অজহাদ্ উ দ্বা মিথুনা সরণ্যূঃ ॥ (ঋগ্বেদ—১০ মণ্ডল ১৭ সূক্ত)

অর্থ। ত্বষ্টা দুহিতার বিবাহের উদ্যোগ করিলেন, সেই যজ্ঞে ত্রিভুবন উপস্থিত হইলেন, যমপ্রসূতি (ত্বাষ্ট্রী) বিবস্বতের জায়ারূপে (জায়ারূপ ধারণ করিয়া) আপনাকে (আপনার প্রকৃত রূপ বা আত্মরূপ) লুকাইলেন। মর্ত্ত্যগণ হইতে অমৃতাকে (অমৃতাংশ) লুকাইয়া রাখিলেন এবং সবর্ণাতে (মরণধর্ম্মী দেহে) অশ্বিদ্বয়কে ধারণ করিলেন ও পরে গর্ভত্যাগ করিলেন।

এই অর্থ সায়ণের অনুমত নহে, কিন্তু এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সায়ণ ভাষ্যের বিচার এস্থলে অনাবশ্যক।

অপরদলে তাঁহাকে অশুদ্ধা ও চঞ্চলা বলিয়া কুৎসিত গল্প রটনায় প্রবৃত্ত হইলেন (১)। ত্বষ্টার বিপক্ষদলের নেতা ইন্দ্র। ইন্দ্র ও ত্বষ্টার মধ্যে প্রায়ই বিবাদ চলিত, কিন্তু ত্বষ্টা ও ইন্দ্র সম্বন্ধীয় বৈদিক মন্ত্র ও ইতিহাস বিচার করিয়া দেখা যায় যে যদিও ইন্দ্র প্রায়ই যুদ্ধে জয়ী হইতেন, কিন্তু ত্বষ্টা ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ ও সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ছিলেন। যে ইন্দ্র ত্বষ্টার গৃহে প্রায়ই সোমপানে আহূত হইয়া চরিতার্থ হইতেন,—ত্বষ্টুর্গৃহে অপিবৎ সোমমিন্দ্রঃ—যে ইন্দ্র ত্বষ্টৃনির্ম্মিত বজ্র ব্যতিরেকে কখনও যুদ্ধে জয়ী হইতেন না, তিনিই হিংসাপ্রেরিত হইয়া সেই ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরাকে বধ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। "স ইন্দ্রোঽমন্যত অয়ং বাব ইদং ভবিষ্যতি" (কঠক)—ইন্দ্র মনে করিলেন যে ত্বষ্টা সকলই হইবে (সবই ইহার হইবে)। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি ত্বষ্টার দলভুক্ত কোনও লোককে ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরার বধের নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন। "স তক্ষকং তিষ্ঠন্তমব্রবীৎ আধব অস্য ইমানি শীর্ষাণি ছিন্ধি তস্য তক্ষণ উপক্রুত্য পরশুনা শীর্ষাণি অচ্ছিনৎ।" এই সূত্রধরের নাম ত্রিত (আপ্ত্যপুত্র)।

স পিত্র্যাণি আয়ুধানি বিদ্বান্
ইন্দ্রেষিতঃ আপ্ত্যো অভিঅযুধ্যৎ।
ত্রিশীর্ষাণং সপ্তরশ্মিং জঘন্বান্
ত্বাষ্ট্রস্য চিৎ নিঃসসৃজে ত্রিতো গাঃ॥
ভূরি ইৎ ইন্দ্রঃ উদিনক্ষন্তম্
ওজো অবাভিনৎ সৎপতির্মন্যমানম্।
ত্বাষ্ট্রস্য চিদ্ বিশ্বরূপস্য গোনাম্
আচক্রাণস্ত্রীণি শীর্ষা পরা বর্ক॥ (ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ৮ সূক্ত)

এ মন্ত্র দুইটী কোনও ইন্দ্রপক্ষীয় ঋষির রচিত। এতৎপক্ষীয় বিবরণটি তৈত্তিরীয় সংহিতা (২) ও শতপথ ব্রাহ্মণেও (৩) আছে। উভয় গ্রন্থের বিবরণেই ত্বাষ্ট্রের তিনটি

---

(১) নিরুক্ত ১২।১০

"তত্র ইতিহাসমাচক্ষতে। ত্বাষ্ট্রী সরণ্যূর্বিবস্বতঃ আদিত্যাদ্ যমৌ মিথুনৌ জনয়াঞ্চকার। সা সবর্ণাং অন্যাং প্রতিনিধায় অশ্বং রূপং কৃত্বা প্রদদ্রাব। স বিবস্বানাদিত্যঃ আশ্বমেব রূপং কৃত্বা তামনুসৃত্য সম্বভূব। ততোঽশ্বিনৌ জজ্ঞাতে সবর্ণায়াং মনুঃ। •

(২) বিশ্বরূপো বৈ ত্বাষ্ট্রঃ পুরোহিতো দেবানামাসীৎ স্বস্রিয়োঽসুরাণাম্। তস্য ত্রীণি শীর্ষাণি আসন্ সোমপানং সুরাপানং অন্নাদনম্। স প্রত্যক্ষং দেবেভ্যো ভাগং অবদৎ পরোক্ষং অসুরেভ্যঃ। সর্ব্বস্মৈ প্রত্যক্ষং ভাগং বদন্তি। যস্মৈ এব পরোক্ষং বদন্তি তস্য ভাগ উদিতঃ। তস্মাদিন্দ্রোঽবিভেদীদৃন্ বৈ রাষ্ট্রং পর্য্যাবর্ত্তয়তি ইতি তস্য বজ্রমাদায় শীর্ষাণি অচ্ছিনৎ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।৫।১)।

(৩) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে যে বিবরণটী দেখা গেল, তাহা শতপথ ব্রাহ্মণে আছে ; বরং শক্রপক্ষোচিত আরও বিবরণ বাহুল্য আছে :—স ত্বষ্টা চুক্রোধ কুবিন্মে পুত্রমবধীৎ ইতি সোপেন্দ্রমেব সোমমাজহ্রে স যথাঽয়ং সোমঃ প্রসুতঃ এবং অপেন্দ্র এব আস। ইন্দ্রো হ বৈ ঈক্ষাঞ্চক্রে ইদং বৈ মা সোমাদন্তর্যন্তি ইতি। স যথা বলীয়ানবলীয়স এবমনুপহূত এব যো দ্রোণকলসে শুক্র আস তং ভক্ষয়াঞ্চকার স হ এনং জিহিংস সোঽস্য বিষ্বঙ্ঙেব প্রাণেভ্যো দুদ্রাব। মুখাদ্ হ এবাস্যাথ সর্বেভ্যোঽন্যেভ্যঃ প্রাণেভ্যঃ। সহত্বষ্টা চুক্রোধ কুবিদ্ মেঽনুপহূতঃ সোমমভক্ষদিতি। * * * সঃ যো দ্রোণকলসে শুক্রঃ পরিশিষ্ট আস তং প্রবর্ত্তয়াঞ্চকার ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব ইতি * * *।

মস্তক কল্পিত হইয়াছে এবং তিন মস্তকের দ্বারা তিনি তিন প্রকার উপদেশ করিতেন বলিয়া তাঁহার নিন্দাবাদ করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে এই সকল নিন্দার রচনাকর্ত্তারাই ধরা পড়িয়াছেন।

ত্রিশীর্ষা বিশ্বরূপকে বধ করিয়া ইন্দ্র ঋষিমণ্ডলীর নিকট অবমানিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সোমভাগ হইতে তিনি কিছুকালের জন্য বঞ্চিত হয়েন * এবং বহু চেষ্টার পর সোমভাগ পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন। (১)

মন্ত্র ও ইতিহাস অনুসারে ইন্দ্র ও ত্রিশিরা সমকালিক ব্যক্তি। পুরাণ শাস্ত্রে দেখা যায়, যে ত্রিশিরা প্রজাপতি হইতে অষ্টম পুরুষ নিম্নে।
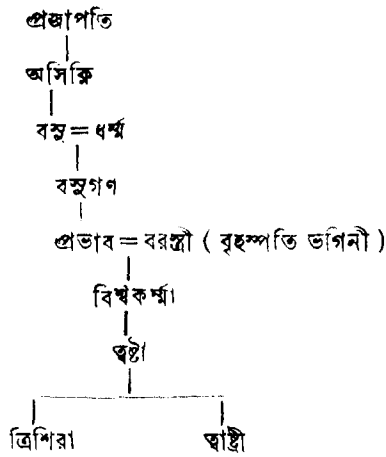
সুতরাং ইন্দ্রও প্রজাপতি হইতে অষ্টম পুরুষ নিম্নে বলা যাইতে পারে। এবং পুরাণোক্ত কাশ্যধন্বন্তরির সময়েই এই যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সমালোচিত গ্রন্থ অনুসারে ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দন সমকালিক ব্যক্তি। কিন্তু পুরাণ শাস্ত্র অনুসারে প্রতর্দ্দন প্রজাপতি হইতে একাদশ পুরুষ নিম্নে।

---

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।২৮
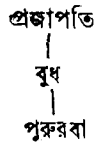
(১) এই উপনিষদ্ খানির রচনাকর্ত্তা ইন্দ্রপক্ষীয় ব্যক্তি। পুরোহিত ত্বষ্টাকে বধ করায় ইন্দ্রের প্রতি দোষারোপ না করিয়া, তিনি ইন্দ্রকে সত্যস্বরূপ ও সত্যের আধার বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন (সত্যং হীন্দ্রঃ)। আর একটি প্রমাণ ইন্দ্র বলিতেছেন, "তস্য মে তত্র ন লোম চ নামীয়ত।" ইন্দ্র স্বয়ং গর্ব্বিতভাবে একথা বলিলেও আমরা প্রমাণান্তরে অবগত হই যে ত্বষ্টৃবধের জন্ত ইন্দ্রকে বহুতর নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। যে ইন্দ্র বহুসন্ধি অতিক্রম করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছেন, তাঁহাকে সত্যস্বরূপ বলিতে চেষ্টা করা নিতান্ত পক্ষপাতিতার কার্য্য, এবং এরূপ ব্যক্তির পক্ষে পরমাত্মা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া ধৃষ্টতামাত্র। গ্রন্থকর্ত্তা ইন্দ্রপক্ষীয় হইলেও সত্যবাদী; সুতরাং ইন্দ্রের দোষ লুকাইবার চেষ্টা করেন নাই।

সুতরাং বেদ ও পুরাণ একত্র করিলে প্রতীয়মান হয় যে, ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দনের মধ্যে দুই পুরুষ মাত্র ব্যবধান এবং প্রতি পুরুষে ২০ বৎসর গণনা করিলে উভয়ের বয়সের প্রভেদ প্রায় ৪০ বৎসর। ইন্দ্র যখন বৃদ্ধ, প্রতর্দ্দন তখন যুবা পুরুষ। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইন্দ্র যে বয়সে প্রতর্দ্দনের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন, তাহার অন্ততঃ ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

প্রহ্লাদ—ইন্দ্রের সহিত প্রহ্লাদবংশীয়দিগের যুদ্ধেরও উল্লেখ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন, "বহ্বীঃ সন্ধা অতিক্রম্য প্রহ্লাদীয়ানহনম্", অনেক সন্ধি অতিক্রম করিয়া প্রহ্লাদীয়দিগকে বধ করিয়াছি। প্রহ্লাদীয়দিগের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের একটি বিবরণ বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়। ইন্দ্রের উক্তিতে বোধ হয়, এই যুদ্ধটি উদ্দিষ্ট হইয়াছে। "অথ দৈত্যৈরুপেত্য রজিরাত্মসাহায্যদানায়াভ্যর্থিতঃ প্রাহ যোৎস্যেহহং ভবতা-মর্থে, যদ্যহমমরজয়াদ্ ভবতামিন্দ্রো ভবিষ্যামি। ইত্যাকর্ণ্যৈতৎ তৈরভিহিতো ন বয়মন্যথা বদিষ্যামোঽন্যথা করিষ্যামঃ। অস্মাকমিন্দ্রঃ প্রহ্লাদস্তদর্থময়মুদ্যোগঃ তেনাপি চ তথৈবোক্তে দেবৈরিন্দ্রস্ত্বং ভবিষ্যসীতি সমন্বীপ্সিতম্। রজিনাপি অসুরবলং নিসূদিতম্। ইন্দ্রশ্চ রজিচরণযুগলমাত্মশিরসা নিপীড্যাহভয়ত্রাণদানাদস্মৎপিতা ভবান্ যস্যাহং পুত্রস্ত্রিলোকেন্দ্রঃ। স চাপি রাজা প্রহস্যাহ এবমেবাস্তু।" দেবদৈত্যসংগ্রামে দৈত্যগণ রজির সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি বলিলেন, আমাকে আপনারা ইন্দ্রত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে স্বীকৃত হইলে আমি আপনাদের সহায় হইব। তাহাতে তাঁহারা সম্মত না হইয়া বলিলেন, আমাদের ইন্দ্র প্রহ্লাদ, তাঁহারই জন্য আমাদের চেষ্টা, সুতরাং এ প্রকার অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতে পারিব না। কিন্তু দেবতারা সম্মত হওয়াতে রজি তাঁহাদের জয়ী করিলেন। তৎপরে ইন্দ্র রজির চরণযুগল মস্তকে নিপীড়ন করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমাদের রক্ষাকর্ত্তা রূপে আপনি পিতৃবৎ হইয়াছেন, সুতরাং আপনার পুত্ররূপেই আমি ইন্দ্রত্ব ভোগ করি।

রজি সহাস্যে বলিলেন, তাহাই হউক। সুতরাং রজির পুত্ররূপে ইন্দ্র রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু রজি পরলোকগত হইলে তাঁহার পুত্রগণ আচারানুসারে রাজ্য প্রার্থনা করিল, কিন্তু ইন্দ্র তাহাদিগকে রাজত্ব প্রত্যর্পণ না করায়, রজিপুত্রগণ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন। (১) "ততশ্চ বহুতিথে কালে ব্যতীতে বৃহস্পতিমেকান্তে দৃষ্ট্বাপহৃতত্রৈলোক্যযজ্ঞভাগঃ শতক্রতুরাহ।" কিছুকাল গত হইলে স্বপদভ্রষ্ট ইন্দ্র বৃহস্পতির সকাশে স্বকীয় দুরবস্থার বিষয় নিবেদন করিলেন। বৃহস্পতি যে কারণেই হউক বলিলেন, তোমাকে শীঘ্রই আমি পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। "ইত্যভিধায় তেষামনুদিনাভিচারিকং বুদ্ধিমোহায় শক্রস্য চ তেজোবৃদ্ধয়ে জুহাব। তে চাপি তেন বুদ্ধিমোহেনাভিভূয়মানা ব্রহ্মদ্বিষো ধর্ম্মত্যাগিনো বেদবাদপরাঙ্মুখা বভূবুঃ। ততস্তানপেতধর্ম্মচারান্ ইন্দ্রো জঘান।" এই বলিয়া বৃহস্পতি রজিপুত্রগণের বুদ্ধিমোহের নিমিত্ত অভিচারাদি ক্রিয়া করিতে লাগিলেন ও ইন্দ্রের প্রতিষ্ঠালাভের নিমিত্ত হোম করিলেন। এই প্রকারে রজিপুত্রগণ অভিভূত হইয়া ধর্ম্মত্যাগী ও বেদবাদপরাঙ্মুখ হইল। তখন ইন্দ্র তাঁহাদিগকে অনায়াসে হনন করিলেন।

এই ইতিহাসের প্রথমাংশ হইতে জানা যায়, প্রহ্লাদীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ইন্দ্র রজির সাহায্যে জয়লাভ করিয়াছিলেন। রজির সাহায্য বিনা তিনি কখনই এ যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিতেন না এবং রজির অনুগ্রহ বশতই তিনি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

প্রহ্লাদ প্রজাপতি হইতে পঞ্চম পুরুষ নিম্নে। সুতরাং ষষ্ঠ পুরুষ হইতে অধস্তন কাহার সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা স্থির করা দুরূহ। কিন্তু একটি যুক্তিসঙ্গত অনুমান করা যাইতে পারে। বিষ্ণু পুরাণ বলিতেছেন :—

বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদিঃ বলির্জজ্ঞে বিরোচনাৎ।
বলেঃ পুত্রশতন্ত্বাসীদ্ বাণজ্যেষ্ঠং মহামুনে॥

শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে বিরোচনপুত্র বলি ইন্দ্রকে পরাজিত করেন, অবশেষে স্বয়ং পরাজিত হয়েন ; এবং ত্বষ্টার ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে প্রজাপতি হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ ধন্বন্তরির

(১) রজিসুতাঃ শতক্রতুমাত্মপিতৃপুত্রমাচারাদ্রাজ্যং যাচিতবন্তঃ।
অপ্রদানে চাবজিত্যেন্দ্রমতিবলিনঃ স্বয়মিন্দ্রত্বং চক্রুঃ।

সময়েই ত্রিশিরার সহিত যুদ্ধ ঘটে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে ইন্দ্র ধন্বন্তরির সময়ে যুদ্ধে ও কলহে ব্যাপৃত থাকিতেন ও প্রহ্লাদীয় যুদ্ধও প্রায় ঐ সময়েই ঘটে। প্রহ্লাদীয় যুদ্ধের সময় রজি বৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠাবান্ এবং যুদ্ধের অনতিকাল পরেই তিনি কাল-গ্রাসে পতিত ও তাঁহার পুত্রগণ রাজত্বে সংস্থাপিত হয়েন। এ সময় তাঁহার পুত্রগণও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েন নাই, কারণ তাঁহারা নারদের পরামর্শেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। এ হিসাবে রজি প্রহ্লাদীয় শতপুত্রগণের দুই পুরুষ ঊর্দ্ধে; এবং প্রকৃত ঘটনাও তাহাই।

যতি ঃ—ইন্দ্র বলিতেছেন, "অরুন্মুখান্ যতীন্ শালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছন্"। অরুন্মুখ যতিগণকে ব্যাঘ্রমুখে দিয়াছি। অরুন্মুখ শব্দটির পুরাণশাস্ত্রের কোথাও ব্যবহার হইয়াছে কিনা জানি না; বিষ্ণুপুরাণে বা শ্রীমদ্‌ভাগবতে এ শব্দটি নাই। ভাষ্যকার শঙ্করানন্দ শব্দটির এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"অরুন্মুখান্ যতীন্, রুচ্ছব্দঃ বেদাধ্যয়নং তেন উপনিষদর্থবিচারো ব্রহ্মমীমাংসাপর-পর্য্যায়ো লক্ষ্যতে, তদেযাং মুখে নাস্তি তে অরুন্মুখাঃ, তান্ যতীন্ প্রযত্নবতশ্চতুর্থাশ্রমিণঃ।"

সুতরাং শঙ্করানন্দমতে অরুন্মুখ যতি অর্থে ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গরহিত চতুর্থাশ্রমী ব্যক্তি-গণ। "অরুন্মুখ" স্থলে "অরুর্ম্মঘ" সায়ণের অনুমত পাঠ তাঁহার মতানুসারে অরুর্ম্মঘান্ যতীন্ অর্থে "ব্রাহ্মণবেশধারিণোঽসুরান্"। সায়ণের ব্যাখ্যা অনুমোদিত হইতে পারে না। কারণ অসুরমাত্রেই ব্রাহ্মণ এবং সকল অসুরই যজ্ঞোপবীতধারী। শঙ্করানন্দের ব্যাখ্যা অপেক্ষা প্রশস্ত একটি পৌরাণিক ব্যাখ্যা আছে। ইন্দ্রপ্রহ্লাদীয় যুদ্ধের বিবরণের শেষাংশ হইতে প্রমাণ হয় যে রজিপুত্রগণকে বৃহস্পতি বিমোহিত করায় তাঁহারা বেদবাদপরাঙ্মুখ হয়েন, সুতরাং তাঁহাদিগকে যতি বলা সম্ভব হইতে পারে। এবং রজিপুত্রগণ এতদ্‌ভাবাপন্ন হইবার পরই ইন্দ্র উঁহাদিগকে বধ করিতে সক্ষম হয়েন। সুতরাং অরুন্মুখ যতি অর্থে রজিপুত্রগণই বুঝিতে হইবে। কিম্বা আর একটি অর্থও সঙ্গত হইতে পারে। যতি নাম-ধারী রজির কতকগুলি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। ইহারা অনাশ্রমী ও অবৈদিক এবং ইহারাও ইন্দ্রের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সুতরাং অরুন্মুখ যতি বলিতে ইহারা উদ্দিষ্ট হওয়া সম্ভব।

অরুমঘ বা অরুন্মুখ শব্দ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুসন্ধান করিয়া বৈদিক ও প্রাচীন পারসীক (Zend) ভাষার মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য অবলম্বনে কতক-গুলি নিয়ম সূত্রবদ্ধ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই শব্দ হইতে সেই নিয়মের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। প্রাচীন বৈদিক ভাষায় একটি 'খ' প্রত্যয় ছিল, এবং আমরা অনুমান করিতে পারি যে উক্ত জেন্দ ভাষায় ঐ 'খ' স্থলে মন্ প্রত্যয় ব্যবহার হইত। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে 'খ' ও 'মন্' প্রত্যয়ের অর্থ একই। দ্বিবিন্দু (ঃ) যে ধ্বনি-সূচক চিহ্ন, 'খ' ও সেই ধ্বনির রূপান্তর এবং আমরা পশু ও অস্পষ্টবাক্ জীবমাত্রে দেখিতে পাই যে ঐ ধ্বনি কোন উদ্দিষ্ট বস্তুবাচক। উক্ত ধ্বনির দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তু, গুণ, বা ব্যক্তির

প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। এ ধ্বনিটি সর্ব্ব দেশেই প্রচলিত আছে। কারণ ইহা জীবমাত্রের সাধারণ সম্পত্তি। 'থ' ও দ্বিবিন্দুর (অর্থাৎ বিসর্গের) উচ্চারণমাত্র বিভিন্ন ; অর্থ উভয়ের একই (১)। স্বাভাবিক ভাবে এবং কোন বর্ণের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারণ করিতে হইলে বিসর্গ উচ্চারণ স্থানে 'থ'ই উপস্থিত হয়। জীবমাত্রের সরল ভাষায় দ্বিবিন্দুধ্বনির বা 'থ'এর যে অর্থ, বৈয়াকরণিক ভাষায় 'মন্' প্রত্যয়েরও সেই অর্থ। বৈদিক ভাষার 'থ' প্রত্যয় স্থানে জেন্দ ভাষায় 'মন্' প্রত্যয় হয়। সংস্কৃত চক্ষুঃ (চষ+থ)=জেন্দ চষমন্ (চষ্+মন্); এই নিয়মের সহিত মিলাইলে সংস্কৃত অরুন্মুখ ও জেন্দ আরিম্মান্ একই শব্দের রূপান্তর বলিয়া প্রতীত হইবে। অরুন্মুখ=অ+রু (ম্ন)+থ। 'মু' এই বর্ণের 'উ' কার উচ্চারণ সাহায্যের জন্য ব্যবহৃত। এই 'থ' স্থানে মন্ ব্যবহার করিলে অরুন্মান্ হয়। আরও কৌতূহলের বিষয় এই যে দুইটি শব্দের এই ব্যুৎপত্তি যদি স্থির করা যায়, তাহা হইলে দুইটির একই অর্থ হয় এবং ব্যবহারেও দেখা যায় যে দুইটি ভাষায় দুইটি শব্দ একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। 'অ' নাস্তি ভাবব্যঞ্জক। রু (ম্) =প্রকাশ, আলোক, বা অগ্নি * ; অরু (ম্)=অপ্রকাশ অনালোকিত বা তমোময়। অরু (ম্) থ বা অরু (ম্) মান্=তমোময় ব্যক্তি বা যাহারা নিরগ্নি ব্যক্তি।

পৌলোমাঃ ও কালকাঞ্জা ঃ—বৈশ্বানরের দুই কন্যা পুলোমা ও কালকাকে কশ্যপ বিবাহ করেন। ইঁহাদের পুত্রগণ পৌলোমাঃ ও কালকেয়াঃ।

> বৈশ্বানরসুতে চোভে পুলোমা কালকা তথা।
> উভে সুতে মহাভাগে মরীচেস্তু পরিগ্রহঃ ॥
> তাভ্যাং পুত্রসহস্রানি ষষ্টির্দানবসত্তমাঃ।
> পৌলোমাঃ কালকেয়াশ্চ মারীচতনয়াঃ স্মৃতাঃ ॥

কশ্যপতনয় বিপ্রচিত্তির পুরোগম দৈত্যগণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের একটি বর্ণনা পুরাণগ্রন্থে আছে। সেই যুদ্ধে দৈত্যগণ জয়ী হওয়ায় ইন্দ্র ও বিষ্ণু চিরাভ্যস্ত হীন উপায়ে দৈত্যাদিগকে পরাস্ত করেন। এ যুদ্ধের বিবরণ এই ;—দুর্ব্বাসা ইন্দ্র কর্ত্তৃক অবমানিত বোধ করায়, তাহাকে অভিসম্পাত করেন এবং ইন্দ্র রাগান্বিত হইয়া যাগযজ্ঞ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় অমরাবতী নিঃশ্রীক হইয়া যায়। এই সময় সুবিধা বিবেচনা করিয়া বিপ্রচিত্তি পুরোগম দৈত্যেরা দেবগণকে আক্রমণ ও পরাজিত করিল।

---

(১) এই অর্থবাচক 'হ' পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণে শুনিতে পাওয়া যায়। 'হ' পূর্ব্ববঙ্গীয় আশ্চর্য্যবাচক শব্দ। এই 'হ' হইতেই পশ্চিমবাসীর হাঁ, অ্যা ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। পশ্চিম ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলীও বিসর্গ স্থানে হ উচ্চারণ করিয়া ফেলেন। কিন্তু 'হ' অপেক্ষা 'থ' ই বিসর্গের বিশুদ্ধতর উচ্চারণ।

* অগ্নির বীজমন্ত্র রং।

(১) পরে তাঁহারা দেবদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া অসুরদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া সমুদ্রমন্থন (২) করিতে লাগিলেন। এই সমুদ্রমন্থন কালে অমৃতভাণ্ডের অধিকার সম্বন্ধে দেব ও দৈত্যদিগের মধ্যে বিবাদ হয় ও অবশেষে ধন্বন্তরির হস্তে সেই ভাণ্ড রক্ষিত হয়। দেবগণ বিষ্ণুকে স্ত্রীবেশে ধন্বন্তরির নিকট প্রেরণ করেন ও বিষ্ণু ধন্বন্তরিকে প্রতারিত করিয়া অমৃতভাণ্ড লইয়া পলায়ন করেন। এই ইতিহাস হইতে প্রতীয়মান হয় যে ধন্বন্তরি নিরপেক্ষ ছিলেন ও কোন দলভুক্ত ছিলেন না। পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটি ইতিহাসেও দেখা গিয়াছে যে সে যুদ্ধ দুটিও ধন্বন্তরির সময়েই ঘটিয়া'ছল। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে সেই ধন্বন্তরিই সমুদ্রমন্থনের ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছেন এবং ইঁহারই রাজত্বকালে ইন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন।

দৈবোদাসি প্রতর্দ্দন—দিবোদাসপুত্র প্রতর্দ্দনের অনেক নাম ছিল, যথা সত্রাজিৎ, অজাতশত্রু, কুবলয়াশ্ব, বৎস ইত্যাদি। দিবোদাস বংশই কাশ্য বংশ (৩), উপরের বংশাবলী দেখিলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। সুতরাং আমরা অনুমান করি যে কাশ্য অজাতশত্রু ও দৈবোদাস প্রতর্দ্দন একই ব্যক্তির বিভিন্ন নাম মাত্র (৪)। কাশ্য অজাতশত্রু অর্থে শঙ্করানন্দ বলেন 'কাশ্যং কাশীদেশাধিপতিম্'। এ অর্থ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; কারণ প্রথমতঃ পুরাণমতে অজাতশত্রুর পূর্ব্বপুরুষ কাশ্যের নামেই তাঁহার বংশ পরিচিত; দ্বিতীয়তঃ কাশী নামে জনপদ এ সময়ে ছিল কি না, আমাদের জানা নাই; তৃতীয়তঃ এই গ্রন্থে যতগুলি জাতীয় নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, সেগুলি দেশবাচক নহে, বরং ইহাই প্রতীত হয়, যে কতকগুলি দেশের নাম উপনিবিষ্ট জাতির প্রধান ব্যক্তিদিগের নাম ধরিয়াই স্থির হইয়াছিল; যথা উশীনর, মৎস্য, কাশী, বিদেহ, কোশল, কুরু, ইত্যাদি।

তাৎকালিক সমাজ।

চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা—এই গ্রন্থে বর্ণবিভাগের কোন নির্দ্দেশ নাই, থাকিবার বিশেষ কারণও নাই। তবে পুরোহিত ও সম্রাটগণের পরস্পর আচরণ সম্বন্ধে কিছু নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। চিত্ররাজ শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন কোন লোক আছে যেখানে আমি সংবৃত হইতে পারি, অথবা দুইটি পথের কোন্ পথ অনুসরণ করিলে সংবৃত স্থান প্রাপ্ত হওয়া

---

(১) এবমত্যন্তনিঃশ্রীকে ত্রৈলোক্যে সত্ববর্জ্জিতে।
দেবান্ প্রতি বলোদ্যোগং চক্রুর্দ্দৈতেয়দানবাঃ॥

(২) সমুদ্রমন্থন সম্বন্ধে এস্থলে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। আমাদের অনুমান হয়, যে উভয় পক্ষীয় রত্নাদি একত্র করিয়া সমান ভাগ করিয়া লইবার জন্যই সমুদ্রমন্থন নামে যজ্ঞ হইয়াছিল।

(৩) ইত্যেতে কাশ্যা ভূপতয়ঃ কথিতাঃ (বিষ্ণুপুরাণ)।

(৪) এই অনুমান প্রমাণসাপেক্ষ। যদি গার্গ্য বালাকি প্রতর্দ্দনের সমসাময়িক না হয়েন, তাহা হইলে এ অনুমান সঙ্গত নহে। দুঃখের বিষয় এই যে গ্রন্থ বা পুরাণ শাস্ত্র হইতে গার্গ্য বালাকির সময়নির্ণায়ক প্রমাণ নাই।

যায় ? (তং হাভ্যাগতং পপ্রচ্ছ গৌতমস্য পুত্রোঽসি সংবৃতং লোকে যস্মিন্ মা ধাস্যস্যন্যতমো বাধ্বা তস্য মা লোকে ধাস্যসীতি)। চিত্ররাজের প্রশ্নের উদ্দেশ্য মুক্তিবিষয়ে জ্ঞানলাভ। তিনি জানিতে উৎসুক হয়েন, যে মুক্তিলাভ বাস্তবিক সম্ভব কি না অর্থাৎ এমন কোন অবস্থা সম্ভব কি না, যে তাহা হইতে সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে না। আরও জানিতে ইচ্ছা করেন যে যদি বাস্তবিক এ প্রকার অবস্থা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম (যজ্ঞাদি) ক্রিয়া ও অন্য পন্থা অনুসরণ, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ উপায়ে সেই অবস্থা লাভ করা যাইবে ? এই প্রশ্নের অর্থ তিনি জানিতেন না, সুতরাং বলিলেন, "নাহমেতদ্বেদ হন্তাচার্য্যং পৃচ্ছানীতি" হায়, আমি এ বিষয় অবগত নহি, আমি আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করি। এই কথা বলিয়া, তিনি পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার প্রশ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা বলিলেন, "অহমপ্যেতন্ন বেদ সদস্যেব বয়ং স্বাধ্যায়মধীত্য হরামহে যন্নঃ পরে দদত্যেহ্যুভৌ গমিষ্যাব"। (আমিও এ বিষয় অবগত নহি, এস আমরা রাজসকাশে যাইয়া বেদ অধ্যয়ন করিব; আমরা উভয়েই যাইব। উভয়েই কুশহস্তে রাজসকাশে উপনীত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানে দীক্ষিত হইলেন। এই আখ্যায়িকা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে পুরোহিতগণ কর্ম্মকাণ্ডে ব্যাপৃত থাকিতেন। কিন্তু বহুসংখ্যক সম্রাট্ ব্রহ্মবিদ্যাপারদর্শী ছিলেন এবং উপযুক্ত শিষ্যমাত্রেরই অধ্যাপনা করিতেন। গ্রন্থরচনাকালে পুরোহিতগণ মধ্যে বোধ হয় আধুনিক কালের ন্যায় দুই প্রকৃতির লোক ছিলেন—বিনীত ও উদ্ধত। গ্রন্থরচনার পূর্ব্বকালের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়, এবং তৎসম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে রাজা ধম্বন্তরির সময় উভয় প্রকৃতির পুরোহিত আমাদিগের নয়নগোচর হয়েন। তাৎকালিক বিনীত ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত ত্বষ্টা, উদ্ধতের দৃষ্টান্ত দুর্ব্বাসা। আরুণি ও শ্বেতকেতু (চিত্ররাজের রাজত্বকালে) যেমন বিনীত ছিলেন, গার্গ্য বালাকি (অজাতশত্রুর রাজত্বকালে) তেমন উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। আরুণি শ্বেতকেতু ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত রাজসকাশে উপনীত হয়েন; কিন্তু গার্গ্য বালাকি ব্রহ্ম উপদেশ দিবার নিমিত্তই রাজসকাশে উপস্থিত হয়েন। (১) শ্বেতকেতু সম্মানিত হইলেন, বালাকি অবমানিত হইলেন এবং জ্ঞানী অজাতশত্রুর উপদেশে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। বহু তর্কের পর বালাকি বুঝিলেন; যে তিনি অজাতশত্রুর সমকক্ষ হইবার উপযুক্ত নহেন। "তং হোবাচাজাতশত্রুরেতাবন্নু বালাকা ইত্যেতাবদিতি হোবাচ বালাকিস্তং হোবাচ-অজাতশত্রুর্মৃষা বৈ খলু মা সংবাদয়িষ্ঠা ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি যো বৈ বালাক এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বৈ তৎ কর্ম্ম স বৈ বেদিতব্য ইতি। তত উহ বালাকিঃ সমিৎপাণি প্রতিচক্রম উপায়ানীতি হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমরূপমেব তন্মন্যে যৎ ক্ষত্রিয়োব্রাহ্মণমুপনয়েতৈতি

---

(১) অথ হ বৈ গার্গ্যো বালাকিরনূচানঃ সম্পষ্ট আস। * * * স হাজাতশত্রুং কাশ্যমাব্রজ্যোবাচ ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি।

ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি"। অজাতশত্রু বালাকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই আপনার জ্ঞান? বালাকি উত্তর করিলেন, 'এতদপেক্ষা অধিক আমি অবগত নহি'। তখন রাজা বলিলেন, সুতরাং বিনা কারণে গর্ব্বিত হওয়া বিধেয় নহে; আমি আপনাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিব। হে বালাকি, যিনি এই বিশ্বের কর্ত্তা, তিনিই জ্ঞাতব্য। তখন বলাকপুত্র সমিৎ হস্তে বলিলেন, 'আমি আপনার নিকট উপস্থিত' আমি আপনার শিষ্য হইতে ইচ্ছা করি। অজাতশত্রু বলিলেন—ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ের নিকট উপদেশ গ্রহণ করা সামাজিক নিয়মবিরুদ্ধ; যাহাই হউক আমি যতদূর অবগত আছি সবই জ্ঞাপন করিব। আরুণি ও বালাকি সম্বন্ধীয় উপাখ্যান দুইটি তুলনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে চিত্রের সময় এই নিয়মটি ছিল না, কিন্তু অজাতশত্রুর সময় এই নিয়ম সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই তাহা অতিক্রম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

ব্রহ্মজ্ঞান—এই উপনিষৎখানিতে প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত রহিয়াছে, আমরা তদপেক্ষা কিছু অধিক জ্ঞানলাভ করিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। বরং ইহা স্বতই মনে হয় যে প্রাচীনগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই মানব জ্ঞানের সীমান্ত প্রদেশ। গ্রন্থকর্ত্তার মতে বা চিত্ররাজের মতে বা বেদান্তমতানুসারে চন্দ্র স্বর্গের দ্বার স্বরূপে কল্পিত হয়েন। যাঁহারা স্বর্গ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন এবং যাঁহারা স্বর্গ কামনায় যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাঁহারা স্বর্গ হইতে পুনরায় বর্ষিত হয়েন। (১) গ্রন্থ কর্ত্তার বিশ্বাস যে ইহলোক হইতে যে কেহই অপসৃত হউন, তাঁহাকে চন্দ্রলোকে যাইতে হইবে (যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি)। যে কে ইত্যাদি পদের অর্থ কি? শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন:—যে বৈ কে চ যে কে চ ত্রৈবর্ণিকাঃ প্রসিদ্ধাঃ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ অস্মাৎ প্রত্যক্ষাৎ লোকাদবলোকনযোগ্যাৎ ত্রৈবর্ণিকদেহাৎ প্রযন্তি অপসর্পন্তি ম্রিয়ন্ত ইত্যর্থঃ। শঙ্করানন্দ মতে যে কে ইত্যাদি পদে ত্রৈবর্ণিকদিগকে উদ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু স্বকপোলকল্পিত অর্থ প্রতিপাদন পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। এই বচনের সরল অর্থটি গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। গ্রন্থকারের মর্ম্ম এই যে, যে কেহ (যে কোন বস্তু বা ব্যক্তি) এই পৃথিবী হইতে মৃত হয়, সেই বস্তু বা ব্যক্তি চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় যথা জল এই পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া চন্দ্রলোকে গমন করে এবং তথা হইতে পুনরায় বৃষ্টিরূপে প্রত্যাগত হয়। মনুষ্যের আত্মা জলের ন্যায় এই পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া চন্দ্রলোকে গমন করে, সেই চন্দ্রলোকে বাস করিয়া পুনরায় বৃষ্টির ন্যায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। যাঁহারা চন্দ্রলোক অতিক্রম করিতে সমর্থ, তাঁহারা ক্রমান্বয়ে অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি লোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন।

---

(১) এতদ্বৈ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারং যচ্চন্দ্রমাস্তং যঃ প্রত্যাহ তমতিসৃজতেঽথ যো ন প্রত্যাহ তমিহ বৃষ্টির্ভূত্বা বর্ষতি।

ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পথে নানা বিঘ্ন বসতি করে এবং সেইগুলি অতিক্রম করিতে না পারিলে ব্রহ্মলাভ হয় না। এই সকল লোক ও বিঘ্ন ব্যাপারাদিমানসিক অবস্থার পরিচায়ক নাম বলিয়া বোধ হয়। কারণ চিত্র বলিতেছেন, "স আগচ্ছতি বিজরাং নদীং তাং মনসৈবাত্যেতি" তিনি বিজরা নদী মনের দ্বারা অতিক্রম করেন; "স আগচ্ছত্যারং হ্রদং তং মনসাত্যেতি", তিনি 'আর' হ্রদে উপস্থিত হইয়া মনের দ্বারা তাহা অতিক্রম করেন। ব্রহ্ম যজ্ঞময় ভাবে কল্পিত হইয়াছেন অর্থাৎ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য তাঁহাকে সর্ব্বময় ভাবে বর্ণিত করা। তিনি যজ্ঞ ও অযজ্ঞ মন্ত্র ও অমন্ত্রক ইত্যাদি রূপে যাঁহারা তাঁহাকে জানিতে পারেন, গ্রন্থকারের মতে তাঁহারাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ। পরম ব্রহ্মের পর্য্যঙ্ক হইতে যদি তাৎকালিক পর্য্যঙ্ক সম্বন্ধে অনুমান করা ন্যায্য ও সঙ্গত হয়, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস হয় যে গ্রন্থকর্ত্তার পূর্ব্বকাল অবধি আধুনিক 'খাটিয়া" ব্যবহৃত হইতেছে। প্রথম অধ্যায়ে চিত্ররাজ উপদেশ দিলেন, মন্ত্র ব্রহ্ম; দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৌষীতকী উপদেশ দিতেছেন, প্রাণ ব্রহ্ম; তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে উপদেশ দিতেছেন,* সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি পাপ ও পুণ্য উভয়ই সমান যত্নে পরিত্যাগ করেন, বরং ইহাই বলা উপযুক্ত যে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পাপ বা পুণ্য প্রভৃতির সংস্কার থাকে না, কারণ তিনি বাসনা রহিত ও শান্তিরূপ এবং আনন্দময়।

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়।

চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া।

মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আহ্বানে † চট্টগ্রাম আনোয়ারা অঞ্চল হইতে নিম্ন-প্রকাশিত ছড়াগুলি সংগৃহীত হইল। চেষ্টা করিলে এরূপ আরও অনেক ছড়া সংগৃহীত হইতে পারে। সত্য সত্যই আমাদের এই নিজস্ব সম্পত্তিগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ইহাদের রক্ষণের জন্য আমাদের যে একান্ত যত্নপর হওয়া আবশ্যক, তাহাতে আর কথা কি?

ছড়াগুলি সম্বন্ধে এখানে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। সকলেই জানেন, চট্টগ্রামের কথিত ভাষা বাঙ্গালা হইলেও ইহা একটা স্বতন্ত্র উপভাষায় পরিণত হইয়াছে। লিখিত ভাষার সহিত ইহার এতই বৈষম্য যে, চেষ্টা করিলে ইহা হইতে আমরা একটা নূতন পৃথক ভাষার সৃষ্টি করিতে পারিতাম। আমাদের ঘরের কথা বিদেশীয়ের পক্ষে খুবই দুর্ব্বোধ্য

---

* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বলিতেছেন—"ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন নাস্ত পাপং চকৃমো মুখান্নীলং বেতীতি"। নীল শব্দের অর্থ কি? সংবর্ত্ত সংহিতায় এতদনুরূপ একটি বচন আছে—যথা—বিবাগ্নিস্তামশবলাত্তেষামেব।বিনির্দ্দিশেৎ" (১৭০) এই দুইটী বচনের মধ্যে কোন সংস্পর্শ আছে কি না?

† সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১ম ভাগ ৩য় সংখ্যায় "ছেলেভুলান ছড়া" দ্রষ্টব্য।

হইবে, সন্দেহ নাই। ছড়াগুলিতে চট্টগ্রামের কথিত ভাষার কতকটা নিদর্শন অনেক স্থানেই পরিদৃষ্ট হইবে। কোন কোন শব্দ আমরা যেরূপ উচ্চারণ করি, লেখায় তাহার স্বর (intonation) ঠিক বজায় রাখা এক প্রকার অসম্ভব। আর এমন অনেক শব্দও আছে, যাহা বজায় রাখিতে গেলে কেবল টীকাটিপ্পনীর বাহুল্য ভিন্ন অন্য কোন ইষ্টসিদ্ধি হয় না। এই দুই কারণে ছড়াগুলিতে মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ রূপান্তর করিতে হইল। অপভ্রষ্ট হইলেও চট্টগ্রামী ভাষা একবারে নিয়মপরিশূন্য নহে। ইহার সূত্রসঙ্কলন নিতান্ত কঠিন হইলেও বিদেশীয়দের বোধ-সৌকর্য্যার্থে আমরা নিম্নে কয়েকটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম।

১। ব্যাকরণ-ঘটিত নিয়ম।

১। সপ্তমী বিভক্তির 'তে' এবং তুমর্থক 'তে' প্রায়ই 'ত্' ও 'ত' হয়। যথা—বাড়ীতে=বাড়ীত্; ঘরেতে=ঘরত্; করিতে=করিত।

২। ষষ্ঠী বা সপ্তমীর বহুবচনে শব্দের উত্তর 'অত্' (অৎ) হয়। যথা—মামারত্=মামাদিগের বা মামা দিগেতে; সেনরত্=সেন দিগের বা সেন দিগেতে।

৩। ষষ্ঠী বিভক্তিতে অকারান্ত শব্দে 'এর' না হইয়া 'অর' হয়। যথা—বাঁশর্=বাঁশের; ঘরর্=ঘরের।

৪। ইকারান্ত বা উকারান্ত শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'অর্' বা 'এর্' হয়। যথা—বউঅর, বউএর; ঝিঅর, ঝিএর।

৫। পঞ্চমী বিভক্তিতে শব্দের উত্তর 'তুন্' বা 'থুন্' হয়। যথা—উত্তরতুন্ বা উত্তর-থুন্=উত্তর হইতে।

৬। অনদ্যতনী ক্রিয়ার 'ইয়াছে' বা 'ইয়েছে' স্থলে 'ইয়ে' বা 'ইএ' হয়। যথা—দিয়াছে (দিয়েছে)=দিয়ে বা দিএ; গিয়াছে (গিয়েছে)=গিয়ে (গেইয়ে) বা গিএ (গেইএ); আইসেছে=আইস+ইএ=আইস্‌সে বা আইস্যে; করেছে=কৈর্+ইএ=কৈর্যো=কৈর্‌গে; ধরেছে=ধৈর্+ইএ=ধৈর্যো=ধৈর্‌গে। সমস্ত রকারান্ত ক্রিয়ারই এইরূপ।

৭। উক্ত ক্রিয়ার 'ইয়াছি' বা 'ইয়েছি' স্থলে 'ইই' ও 'ইয়াছ' বা 'ইয়েছ' স্থলে 'ইয়' বা 'ইঅ' হয়। যথা,—করিয়াছি বা করেছি=কর্+ইই=করিাই=কর্‌গিই। দিয়াছি=দিই বা দিয়ি। লইয়াছি=লয়ি। করিয়াছ (করেছ)=কৈর্+ইঅ=কৈর্য্য=কৈর্‌গ্য। দিয়াছ=দিয়। লইয়াছ=লইয়। সমস্ত রকারান্ত ক্রিয়ার এইরূপ।

৮। নিত্যপ্রবৃত্তা ক্রিয়া উত্তম পুরুষে 'ম'কারান্ত হয়। যথা,—করি=করম্, দিই=দেম্, যাই=যাম।

৯। ভবিষ্যন্তী ক্রিয়ার উত্তম পুরুষের উত্তর 'মু,' 'ম্' বা 'অম্' হয়। যথা—দিব=দিমু=দিম্=দিঅম। যাইব=যাইমু=যাইম্=যাইঅম্। করিব=করিমু=করিম্=(করি+অম্)=কর্যাম্ (উচ্চারণে কিন্তু 'কর্গ্যাম্' হয়। সমস্ত 'র' যুক্ত ক্রিয়ার এইরূপ।

১০। উক্ত ক্রিয়ার প্রথম ও মধ্যম পুরুষের 'ইবে' স্থলে 'ইব' ও 'ইবা' হয়। যথা—(সে) দিব, (তুমি) দিবা।

১১। অনুজ্ঞায় প্রথম পুরুষের ক্রিয়াগুলি 'তক্' ভাগান্ত হয়। যথা—(আপনি) করুন = কর্ত্তক্, যাউন = যাতক্, আসুন = আস্তক্। তিনি করুন = তাঁই কর্ত্তক ইত্যাদি।

১২। বর্ত্তমানা ক্রিয়ার 'ইতেছে,' 'ইতেছ' ও 'ইতেছি' স্থলে যথাক্রমে 'এর্' (অ র্), 'অর্' ও 'ইর্' হয়। যথা,—করিতেছে = কর্ + এর্ = করের্; যাইতেছে = যা + এর্ বা অ র্ = যাএর = যার্; করিতেছ = কর্ + অর = কর্অর = করর্; লইতেছ = লঅর্; করিতেছি = কর্ + ইর্ = করির্; লইতেছি = লইর্।

১৩। বর্ত্তমানা ক্রিয়ার 'ইতেছেন' স্থলে 'তন্' হয়। যথা—করিতেছেন = কর্তন্ (কর্ত্তন্); যাইতেছেন = যাতন্; আসিতেছেন = আস্তন্ (আস্তন)।

১৪। 'নিকট' বুঝাইলে শব্দের উত্তর 'তে' হয়। যথা—আমার নিকট = আমার্তে (আমার্ত্তে); তোমার্তে; গরুর্ত্তে; মুনির্তে ইত্যাদি।

১৫। তুচ্ছার্থে তুমর্থক ধাতুর উত্তর 'তি' হয়। যথা—তোরে দিতি ন কহির্? = তোমাকে দিতে কহিতেছি না? কাম কর্তি যা = কাজ করিতে যাও।

১৬। সপ্তমীতে বা 'জন্য' অর্থে শব্দের উত্তর 'রে' হয়। যথা—'ঝড়রে নেহালি দিয়ম্'। ঝড়রে = ঝড়ে বা ঝড়ের জন্য।

১৭। 'রি' ভাগান্ত শব্দের 'রি' 'ইর' হয়। যথা—সারি = সাইর, চারি = চাইর, দাঁড়ি = দাঁইড় ইত্যাদি।

১৮। 'উ'কারান্ত শব্দের উত্তর 'টা' দিলে 'আ' হয়। যথা—দুটা = দুআ (দুয়া), গরুটা = গরুআ (গরুয়া)।

১৯। নিশ্চয়ার্থে 'এক' শব্দের পর 'ই' দিলে অন্তস্থিত 'ক'র দ্বিত্ব হয়। যথা—একই = এক্কই (এক্কৈ)।

২০। প্রথম পুরুষে সম্ভ্রমবোধক 'ইবেন' স্থলে 'বাক্' হয়। যথা—(তিনি) যাইবেন = যাইবাক্; লইবেন = লইবাক্। (আপনি) যাইবেন = যাইবাক্; করিবেন = করিবাক্ ইত্যাদি।

২১। প্রথম পুরুষে অদ্যতনী ক্রিয়াগুলি বিকল্পে হসন্ত হয়। যথা—উঠিল = উঠিল্, করিল বা কর্‌ল = করিল্ বা কৈর্ল্ল।

২২। পরোক্ষা ক্রিয়াগুলির এইরূপ; যথা—(সে) গিয়াছিল = গেইল, কহিয়াছিল = কহিল্। (তুমি) গেইলা, কহিলা। (আমি) গেইলাম্, কহিলাম। ইত্যাদি।

২। উচ্চারণ-ঘটিত নিয়ম।

১। ষষ্ঠ্যন্ত শব্দগুলির উচ্চারণে অন্তে 'ও' উচ্চারিত হয়। যথা—মামার = মামারো; আমার = আমারো।

২। 'উআ' প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির উচ্চারণ বড়ই অদ্ভুত; লেখনীমুখে ঠিক ব্যক্ত করা কঠিন। যথা—হাতুয়া=হাৎউআ; পড়ুয়া=পড়্গ্উআ।

৩। 'ইআ' প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির উচ্চারণও প্রায় এইরূপ। যথা,—ছুয়ারিআ=ছুয়ার্য্যা=ছুয়ার্গ্যা; বাড়িআ=বাড়্গ্যা; বিদেশীয়া=বিদেশ্যা।

৪। 'আ' প্রায়ই 'এ' হয়। যথা—টাকা=টেকা; কাঁটা=কেঁটা; কাঁচা=কেঁচা।

৫। স=ফ, অ, হ; শ=ছ; ট বা ঠ=ড; গ=অ; ক=অ; ন=ল; ই=উ; ম=ঙ। যথা;—

সূতা=ফুতা, আইস=আইঅ, কিসের=কিঅর (বা কিএর), সাপ=হাপ, সাড়ে=হাড়ে, সুঁচ=হুঁচ, সরা বা শরা=হরা; শিক্কা ও শণ=ছিক্কা ও ছন; লাঠি=লাডি; ঘাঁটা=ঘাঁডা, কাঁটা=কেঁটা=কেডা; লাগি=লা+অ্+ই=লাই, শৃগাল=শিআল=হিয়াল, বিকাল=বিয়াল, তোকাইয়া=তোয়াইয়া; নাড়ি=লাড়ি, নামাই=লামাই; ইন্দুর=উন্দুর; তোমার=তোঙার, আমার=আঙার।

৬। কোন কোন স্থলে 'অ' স্থানে 'আই' হয়। যথা—কাল (কালি)=কাইল, গাল (গালি)=গাইল, মার (মারি)=মাইর। ইকারান্ত বা লুপ্ত 'ই'কার যুক্ত শব্দেই উহা বেশী ঘটে।

৭। 'কোন' শব্দ 'কন' হয়।

৮। 'ন'কারান্ত শব্দের পর 'খান' থাকিলে তাহা 'নান' হয়। যথা—পরাণ খান=পরাণ্নান, বিছান খান=বিছান্ নান। ছড়াগুলিতে কিন্তু এ নিয়ম রক্ষা করি নাই।

৯। 'গোটা' শব্দ 'গুআ' হয়। যথা—একগোটা=এক্গু্আ। বাঁশগোটা=বাঁশ্গু্আ।

১০॥ 'গাছি' শব্দ 'গাচ' হয়। যথা—দশগাছি=দশগাছ।

১১। জিজ্ঞাসাবোধক 'কি' এখানে 'নি'রূপে ব্যবহৃত।

ছড়াগুলিতে অনেকগুলি প্রাদেশিক শব্দ আছে। পাদটীকা দ্বারা ছড়াগুলিকে কণ্টকিত না করিয়া আমরা এইখানেই তাহাদের ব্যাখ্যা দিলাম। বলা আবশ্যক যে, অনেক শব্দের অর্থবোধে বা অর্থপ্রকাশে আমরা অক্ষম। এই রকম কতকগুলি প্রাদেশিক শব্দ আমার পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিতব্য "পুঁথির বিবরণের" পাদটীকায় সন্নিবেশিত করা গিয়াছে।

অক্ত=সময়, বেলা।

আইয়ম=আইসম্, আসি। অপরার্থ—কাল বা আমল। আজিয়া=আজ; আম্বল=অম্বল=অম্ল।

উপাসী=উপবাসী।

কণ্ডে বা কোডে=কোন্ ঠাঁই, কোথায়। "কোণ্ডে'ও হয়। সেইরূপ,—এণ্ডে, এডে=এই ঠাঁই, এখানে। করই=চাউলভাজা; কর্‌করা=জল না দিয়া ভাত রাঁধিলে

সেই ভাতকে 'কর্‌করা' বলা যায়। কহল=পাখীবিশেষ; কুচিয়া=এক প্রকার জল-জীব। কুঁইলা=কোকিল; কুরগাল=পক্ষী বিশেষ; কুড়া=মোরগ। কেমেন=কেমন; কেঁয়াইল=কাকালি; কেরাক্=এক প্রকার বেত বিশেষ; কেয়া=কেন।

খেড়=খড়; খারু=অলঙ্কার।

গই=গিয়া; গভীন=গভীর; গরকী=বন্যা (cyclone); গুরা—ছোট; গুষ্ঠি=গোষ্ঠী; গোঞাই=গোঁসাঞি; গোরখ=গোরক্ষক।

চইল বা চৈল=চাউল; চক্কর=চক্র; চূড়া=চিরা, চিপিটক; চোমরী=চামরী।

ছাতা=ময়লা।

জায়ত্=বেত বিশেষ; জোন=জ্যোৎস্না।

ঝলি=বাড়ীর চতুর্দ্দিকে বাঁশের যে 'বেড়া' দেওয়া হয় তাহা।

ঠেল্যা=জলের কলসী।

ডুলি=যান বিশেষ; ডেকা বা ডেয়া=গোবৎস।

ঢাই=ঢাকী, ঢাকবাদ্যকর। ঢুলন=দোলা।

তই=তবে

থিয়া=স্থির হও বা দাঁড়াও।

ধাফাই=ধাবাই, দৌড়াইয়া দেওয়া।

নদ্য=না দিও; নানা=মাতামহ; নাকুআ=আবাতি বা কড়া;

নিদ্রালী;—এই শব্দকে কেহ কেহ 'নিদ্রাণী' বলে। সম্ভবতঃ 'নিদ্রার রাণী' হইতে 'নিদ্রাণী' হইয়া থাকিবে।

নুনাইয়া=আদুরে; নেহালি=রেজাই, লেপ।

পরেয়ার=পরের; পসরি=প্রহরী; পুতানি=পুত্রবতী * ইহা গালি দেওয়ার সময় ব্যবহৃত হয়। পেরুআ=মাটীয়ালেরা যাহাতে করিয়া মাটী উঠায়। পোআ বা পোলা=ছেলে; পোউআ=পোআটা।

বড়্কি=বর্‌শী; বড়ই=কুল (plums); বাড়া=ধান ভানা; বাড়িআ=বাঁশ বিশেষ; বান্থে=বান্ধিতে; বিলাই=বিড়াল; বেঞ্জন=ব্যঞ্জন; বেল=বেলা।

ভইন বা ভৈন=ভগিনী; ভইজ=ভ্রাতৃজায়া; ভায়ারি ঝি=ভাশুরের ঝি বা কন্যা; ভোঁমর=ভোমর=ভ্রমর।

মলা বা মোলা=ভাজা চাউল নির্ম্মিত এক প্রকার মিঠাই। মাউ=মামু=মামা। মুড়া=পাহাড়; মেজা=আবর্জ্জনা।

লগে=সঙ্গে; লড়া=সম্ভবতঃ 'লহর'। লাতুরি=ছোট কন্যা। লাই=লাগি; (অপ-রার্থ) বংশনির্ম্মিত পাত্র বিশেষ। লাদ—পশুর মলত্যাগ।

---

* 'পুত খাওনি' অর্থও হয়।

সদায়=সদাগিরিতে ; স্থান=স্নান।

হাতিনা=গৃহের অংশ বিশেষের নাম। হাতুয়া—দুগ্ধদোহনপাত্র ; হাজিলে=হারাইলে ; হাম্বা—গোবৎসের ডাক বা গাভী। হাড়া—সাড়া ; হাঁড়গে=সারিয়াছে,উকারিয়াছে ; হিঁয়া=সীবন করা, সিলা।

প্রাচীনসাহিত্য-সুলভ বলিয়া আর কতকগুলি শব্দের টীকা দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলাম না।

একই ছড়ার নানারূপ পাঠ শুনা যায়। আমি কোনটাই পরিত্যাগ করি নাই। ছড়াগুলিতে এক ভূমি (বা ভূম) রাজার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে "ভোমং রাজ্য" আছে ; কিন্তু সকলে তথাকার রাজাকে "পোহাং রাজা" বলিয়া থাকে। কয়েকটি ছড়া বেশ মিষ্ট। ছড়াগুলি এই :—

(১)

তাই তাই তাই।
মামার বাড়ীত্ যাই॥
মামারত্ আছে টুন্যা ভাই।
সঙ্গে খেলা খাই॥
ও দুধে ভাতে খাই।
চল মামার বাড়ীত্ যাই॥

(২)

তাই তাই তাই।
মামার বাড়ীত্ যাই॥
মামার বাড়ী বড় ভালা।
কিল চুড়া নাই॥

(৩)

তাই তাই তাই।
নানার বাড়ীত্ যাই॥
হাম্বার দুধু খাই।
হাম্বার দুধু ন দিলে,
হাতুয়া ভাঙি ধাই॥

(৪)

অলি আয়্রে আয়্।
বার্গ্যা বাঁশর ঢুলন মোর
কেরাক্ বেতর বান।
অলি আয়রে আয়॥

মাএ দিএ কাচ খারু,
বাপে দিএ সাড়ী।
সেই সাড়ী উড়াই নিয়ে
ভুমি রাজার বাড়ী।
অলি আয়্রে আয়্॥

(৫)

অলি অলি অলি।
বাঁশ পাতার ঝলি॥
দাইর্গ্যা পুঁটি ধৈর্‌গে উজান,
মণি ঘুম যাইত বুলি॥

(৬)

আয়্ চান্দ আয়্ আয়্।
আইলা দেম্, বাইলা দেম্,
মাছ কুটি মেজা দেম্,
চুড়া ঝাড়ি কুরা দেম্,
কলা ছুলি বাকল দেম্,
চান্দ্ কপালে পুডুস্॥

(৭)

আয়্ চান্দ্ আয়্ চান্দ্।
কলা দিম্, মোলা দিম্,
ধেয়ন গাইয়র্ দুধু দিম্।
গাইয়র্ নাম চুঙুরী,
ডেকার নাম ভুঙুরী॥ পুডুস্॥

(৮)

ধর্ ধর্ ধর্ পোলা ল।
ফুলমালারে কোলে ল।
দৌড়াই দেম্ সতীনর বিলাইরে॥
কালা বিলাই ধলা বিলাই,
কন্ সতীনে পালে।
রাত্ হৈলে সতীনর বিলাই,
দুয়ার ধরি ঠেলে॥
বিলাই মারিবার আশে,
মুই গেলাম্ দুয়ারর কাছে,
থাপ্ দি থাকি, ঝাপ দি ধৈর্লাম্
ও সতীনর বিলাইরে॥

(৯)

বড়্ বউ বড়ুয়ার ঝি।
তান্ কথা কৈয়ম্ কি॥
মধ্যম বউঅর হাতত্ হরা,
সকল গুষ্টি ভাতে মরা।
ছোট বউঅর্ হাতত্ পান,
সকল গুষ্টির পরান খান॥

(১০)

ও হলদ্যা গুয়া খা।
ছিরিপুর বেড়াই যা॥
ছিরিপুরর কন্ ঘাঁটা।
পুব দুয়ার্গ্যা মাদার কৈঁটা॥
মাদার কৈঁটা হেট করি।
আস্তন্ লক্ষ্মী বল করি॥
আস্তন্ লক্ষ্মী যাইবাক্ কই।
খাট বিছাই দে বস্তক্ গই॥
খাটর তলে বাঘর ছা।
হাড়ুম হুড়ুম করে রা।
যে ন মাতে তারে খা॥

(১১)

আলুর ছাড়া কচুর ছাড়া।
মামার্ বিয়া দুপুরধারা॥
মামীরে নিত আইস্যে হাড়ে তিনটা মরদ্।
ভারুআ ছিড়ি পৈড়্গে মামী জোট্ পুকুর্-
গ্যার্ পারত্॥
মামারে পার করাতে লাগে আনা আনা।
মামীরে পার করাতে লাগে কাণের সোণা॥
মামা কাটে চিকণ সুতা,
মামী কাটে পাট।
অ মামী ন কান্দিয়,
মামা তোমার বাপ॥

(১২)

ও বাছা ন কান্দিও ন ভাঙিও গলা।
কাইল বেহানে আনি দিয়ম্ চক বাজারর
লোলা॥
চক বাজারর দক্ষিণ দিগে,
তোমার মাতা কান্দের্ যে চিকণ চিকণ গলা।
হাটুআ লোকে কয় যে
ই * তার বাড়ীত্ কি।
ই তার বাড়ীত্ এক জনরে বান্ধি এড়্গে
মৈষর লড়াই দি॥

(১৩)

ও বুড়ী বুড়ী কুটনী।
গরু চরাতি যাবিনি॥
যাইম্ যাইম্ বিয়ালে;
কুড়া নিল হিয়ালে॥
জামাই আইলে কি বুলিম্।
ধুতি পিন্ধি নিকলিম্॥
খাস্তা পাতা ভরি দিম্।
এক্কৈ টানে উড়াই দিম্॥

---

* ই তার—এই তার।

(১৪)

মণি কান্দে কিঅর্ লাই।
চিকণ চৈলর ভাতর লাই॥
আঁউট্যা দুধর সরর্ লাই।
সুন্দর একগুআ জামাইর লাই॥
(অথবা,—সুন্দর এক্গুআ বউঅর্ লাই॥)

(১৫)

এক ছিয়লি রান্ধে বাড়ে দুই ছিয়লি খায়।
ঠাকুর বেটা জগন্নাথ ঘোড়াত্ চড়ি যায়॥
ঘোড়ায় বলে পাটকাপড় গ্যা বন্ধে বলে সাড়ী।
সেই সাড়ী উড়াই দিলাম ভুম্‌রাজার বাড়ী॥
ভুম্ রাজা ভুম্ রাজা কি কর বসিয়া।
তোমার পুতে মারণ্ খাইয়ে দরবারে বসিয়া॥

(১৬)

ধনী ধনী ধনী, ধনীই বলা।
সাত্ ভাইএর বৈন্ চন্দ্রকলা॥
গাছর আগার উপর ঢুলের্‌য়ে
কুর্‌গাইল্যার বলা॥

(১৭)

নিদ্রালি মাউরে আমার বাড়ীত্ আইস।
খাট্ নাই পালঙ নাই,
পিড়ি দিতাম্ জাগা নাই,
আমার মণির চখের উপর বৈস॥

(১৮)

ও নিদ্রালির মা, আমার বাড়ীত্ আইও।
গাল ভরি সুপারি দিয়ম্,
বাটা ভরি পান দিয়ম্,
বাছার চক্ষুর উপর বৈও।
ডাইল ও দিয়ম্,
চইল ও দিয়ম্,
রন্ধাই করি খাইও॥

(১৯)

মণি পান্তা ভাতর শনি।
অম্বল বড় ঝাল।
মাছ পাতরি দেখো মণি,
তিনটি দিয়ে ফাল॥

(২০)

আমার মণির মামার বাড়ীর্ পিছে
দুসরিয়া আতা।
আতা কাটি পেলাইল কুঁইলা
নিয়ে মাথা॥
শাম পুকুর্‌গ্যার্ তের দিন,
বাঘ গেইয়ে পানী খাইত,
হরিণ গেইয়ে চাইত।
ঘুঙ্গ্যা উন্দুর খাপ্ দি বৈসে
বাঘর চোখ খাইত॥

(২১)

মণি কোডে মণি কোডে,
হাঁওলা পাতার তলে।
হাঁওলা পাতা উল্‌টাই চাইলে,
বিজলী চটক মারে॥

(২২)

বড় মামী বড় মামী,
বড় ডালম্ তলে।
ছোট মামী তেতই তলে।
তেতই পাতা তুলসী,
আমার মামী উর্ব্বশী।
উর্ব্বশী ঝিএর লাম্বা চুল,
বাম্বে বাম্বে চাম্পা ফুল।
চাম্পা ফুলর উপরে
হুআ বিরিক্ষি জলে।
বিরিক্ষি চাইতুম্ গেলুম্‌রে
সাপে চক্কর ধরে।

সাপ পেলাইলাম্ পাকাইয়া,
লাঠি আন্‌লাম্ ঢাকাইয়া।
খাটর তলে বাঘর ছা,
হাড়ুম হুড়ুম করে রা।
যে ন মাতে তারে খা॥

(২৩)

ও করশী করই ভাং।
পেটর ভিতর নার্‌কল ভাং॥
সাধু গেইয়ে কৈলকাতা।
ন আইএর্ যে কি কথা॥
বটতল্ দি পালকী যায়।
সাধু বউএ তামসা চায়॥
লাহানা হাটর পূব দি,
মোকরালির ঘর।
মোকরালি বিহা করে,
করুণা সুন্দর॥

(২৪)

ও বুড়ী ও বুড়ী ফুতা কাট্।
কাইল্ বেহানে গজর হাট॥
গজর হাটত্ যাতুম্ চাম্,
চড়্‌কা চড়্‌কী আন্‌তুম চাম্।
মামা আইএর্ ঘামিয়া,
ছাতি ধরি লামাইয়া।
ছাতির উপর কদম্ ফুল,
ভেরুআ নাচন নাদান ফুল।
হাত কাটিলুম্ ডোঁয়া ডোঁয়া,
চাপত্ ফেলাইলুম্ দা।
বড়্ বৈভনরে বিয়া দিয়ে,
ছ পুতের মা॥
সুন্দরী গেইয়ে পানীর লাই,
বাহু লাড়া লাড়া।
হাতত্ দিয়ে বাজু বন,
মাড়লী ছাড়া ছাড়া॥

(২৫)

এক আড়ি বান্ধম্ দুই আড়ি বান্ধম্,
ভডাইর বাপে খায়।
রাত পোহাইলে ভডাইর বাপ
গাছ কাটাত্ যায়॥
গাছ নিল চোরে,
মোরে মার্‌ল ভোঁয়রে।
কোডে পেলাইম্ কোডে লেলাইম্,
সিন্দুর গাছর তলে।
সিন্দুর ভায়া দোহাই দিল।
উন্দুরে বোলে ঝাপুর্ ঝুপুর্,
কুচ্যায় বোলে থিয়া।
বাঁদীর পুতে বিয়া করে,
এক শত টেকা দিয়া।
রাজার পুতে বিয়া করে,
চোমরী ঢুলাইয়া॥

(২৬)

ঝিঁয়া ফুল ফুট্টে বেল্ নাই।
জামাই আস্তে তেল নাই॥
জামাইয়ে দিয়ে ভাতর্ হাড়া।
শাশুড়ী দিয়ে ঢেঁকীত্ বাড়া॥

(২৭)

মণির বাড়ী দূরথুন্ দুর,
সম্বাদে আনাইয়ম্ কেতকী ফুল।
কেতকী ফুলর শতেক পাথর,
মণির জামাই রসিক নাগর।
নাগর চান্দে সাগর বান্ধে,
বট বৃক্ষর তলে।

(২৮)

মণি যাইব দূর দেশে খাইব দাইব কি।
গামছা বান্ধা চিকণ চুড়া ভাণ্ড ভরা ঘি॥

(২৯)

উত্তরথুন্ আইএর্ ময়না,
পাথ লাড়ি লাড়ি।
বড়ই গাছত্ বৈস্তে ময়না,
করের্ চাতুরালী ॥

(৩০)

ও নিদ্রালি মারে তুই আমারো
বাড়ীত্ আয়্।
আমারত্ আছে গুরা বাছা,
লগে ঘুম যা ॥
ডাইলও দিয়ম্ চইলও দিয়ম্,
রন্দাই করি থাইও।
ঝড়রে নেহালি দিয়ম্,
শুইয়া নিদ্রা যাইও ॥

(৩১)

অলি ফুলের কলিরে,
বৈল ফুলের গাঁথনি।
চাম্পা ফুলের সাইর নাচে,
অলি ঘুম যাইতো ॥

(৩২)

দোলাত্ উঠম্ দোলাত্ উঠম,
দোলা কেয়া লড়ে।*
চান্দ্ কপাল্যা মা বাপ্ রে
কান্দি কেয়া মরে ॥
ন কান্দিও ন কাটিও,
সঙ্গে যাইবো ভাই।
পরেয়ার্ পুতে বান্ধি নিবো,
কোন দাবী নাই ॥
থাট দিয়ম্ পালঙ দিয়ম্
দিয়ম্ ধেয়ন গাই।
সেই গাভী চরাইতাম্ দিয়ম্
কন্যার ছোট ভাই ॥

(৩৩)

নাচন চড়ইয়া,
বৈল বাঁচি বড়ইয়া।
সুন্দর কামিনী নাচে লট্কন
পেলাইয়া ॥

(৩৪)

অলি ফুলের কলি,
বৈল ফুলের গাঁথনি।
চাম্পা ফুলের সাইর
মোর নাচে ঠাণ্ডা মণি ॥
কার নুনাইয়া কার সোনাইয়া,
কনে থুইয়ে চুল।
চুলর ভিতর বৈলর মালা,
লাথ টেকার মুল ॥

(৩৫)

টুকু নাচে আইলাম্ কাছে,
নাক থাইছে ছুছুম মাছে।

(৩৬)

মণি ঘুমাইল্ পারা।
ঝড় হৈল গর্কী আইল দেশে।
গুল্গুলিয়ে ধান থাইয়াছে,
থাজ্না দিব কিসে ॥

(৩৭)

কনাইর মাথাত্ লাল পাগড়ী,
পাকাইয়াছে ছিক্কা দড়ী।
সকলে বেচে দধি দুগ্ধ,
কানাইএ গণে কড়ি ॥
কানাই, ন যাইও গোপাল পাড়া।
ভাঙিব তোমার হাতের বাঁশী,
ছিড়িব তোমার গলার মালা ॥

---

* দোলাত্ চড়ুম দোলাত্ চড়ুম দোলার খুটি লড়ে। পাঠান্তর।

(৩৮)

সাইর নাচে শালিক নাচে,
মাদার পুষ্প খাইয়া।
দুধর ছাবাল নাচে,
মায়ের কোল পাইয়া॥

(৩৯)

উলু বনে থাকে রামা,
খুলুৎ খুলুৎ কাশে।
উলু বান্ধে ঝাড়া বিরা,
সুনন্দারে ডাকে।
সুনন্দা উঠিয়া বলে রামা কই,
সুখে নিদ্রা যাইব রামা সুনন্দারে লই॥

(৪০)

উতরথুন্ আইএর্ তোতা
পাখ লাড়ি লাড়ি।
বার্গ্যা বাঁশত্ বসি তোতা,
করে চাতুরালী॥
বার্গ্যা বাঁশর আগা নয়,
জায়ত বেতর বান।
সেই চ্যুলইনে চ্যুলায়,
যেন পূর্ণমাসীর চান॥

(৪১)

কন্ কন্ কন্?
চালে দুই গাছ ছন্।
লট্‌কি লট্‌কি বাতাস করে,
উড়াই নিত মন॥

(৪২)

ঘুম যা ঘুম যা ঘুমের বাছা মণি।
ঘুমরথুন্ উঠিলে বাছা, তই খাইও লনী॥

(৪৩)

চ্যুলো চ্যুলো ডোমনার পোলা,
সাত ভাইএর বৈন চন্দ্রকলা।
বাপ মরিল তারা পাড়িতে,
মা মরিল জোন পাড়িতে।
সাত ভাই সদায় গেছে,
সাত ভইজে বেচি খাইছে॥

(৪৪)

মণি আইএর্ জাঙ্গালে,
ছাতি ধৈর্‌গে বাঙ্গালে।
ও বাঙ্গাল্যা ও বাঙ্গাল্যা তুলি ধর্ ছাতি।
ছোট নয় মোট নয় সেন মোহাশর নাতি॥†

(৪৫)

সাইর মণি পাগল মণি,
সাইর মোম করে।
এক মন ঠেল্যার জল দি
মোর সাইরগ্যা স্নান করে॥

(৪৬)

পুকুরর চারি পারে লাগাইছে খাজুর।
খাজুর খাইয়া ছোচা পেলা বিদেশ্যা বাদুর॥
পুকুরর চারি পারে লাগাইয়াছে বুট।
বিয়া করি এড়ি গেইএ মাথার মুকুট॥

---

* ৪০ সংখ্যক ছড়ার ৪র্থ পংক্তির পর নিম্নলিখিত পাঠও শুনা যায়:—
মায়ে দিয়ে কাচ খারু বাপে দিল সাড়ী।
সেই সাড়ী উড়াই নিলো ডোম রাজার বাড়ী।
ডোম রাজা ডোম রাজা কি কর বসিয়া।
তোত্তার বাপে মারন খাইয়ে দরবারত বসিয়া।

† 'মোহাশর — মহাশয়ের।

পুকুরর চারি পারে লাগাইয়াছে ধন্যা।
বিয়া করি এড়ি গেইএ জগতের কন্যা॥
পুকুরর চারি পারে লাগাইয়াছে কলা।
পত্র কাটি ভাত দিয়ম্ ডাক্যা ভাজিম্ গলা॥

(৪৭)

সাধ করি পালিলুম পাখী নামে হীরামন।
পিঞ্জরাত থাকি রে পাখী ডাকে ঘনে ঘন॥

(৪৮)

মোর পাগলা মোছন গাজী,
ভাত কন্ অক্তে খাবে।
ছ কুড়ি বউএর ন কুড়ি খাটাল (?)
ঘুম কন্ অক্তে যাবে॥

(৪৯)

নাচ তো নাচ মণি
নাচ একবার।
নাচিলে করাইয়া দিয়ম্
গজমস্ত হার॥
হাজিলে তোয়াইয়া দিয়ম্
বাঁশী ত তোমার॥

(৫০)

বাছা গিয়ে উত্তর পাড়া,
ভাত হইয়ে যে কর্‌করা,
বেঞ্জন হইয়ে বাসি।
বাছারে ডাকিয়া আন দিনান্তের
উপাসী॥

(৫১)

বাছা গীত গাইয়ে নাট গাইয়ে,
আর গাইয়ে পুঁথি।
সিন্দুকর কোণতুন নিকলাই দিয়ে
সাত হাত্যা ধুতি॥
নাচিতে কাচিতে বাছার বাইয়া পড়ে ঘাম।
বিদেশর তুন্ আস্তে বাছার না পুড়ে পরাণ॥

(৫২)

আমার বাছা ন খায় খই ন খায় দই
ন খায় দুধর পুলি।
বিদেশত সংবাদ দিই আমার বাছা
বাড়ীত আসৃত বুলি॥

(৫৩)

বাছা নাচের আইলর কাছে,
আইল রে খাইয়ে ছুছুম মাছে।
ছুছুম মাছটি মারতুম্,
বাছা ভোজন করাইতুম্।
চন্দন গাছর ছাকু দি,
বাছা নাচের পাক দি।
চন্দন গাছ ভাঙ্গ্যাম্ বাঁশে,
বাছা আমার নাচিতে চায়
সভার মাঝে॥

(৫৪)

ঝি ঝি লো মুঞ্জি লো,
আমার বাড়ীত্ আয়।
তোর মা তোরে এড়ি,
কড়ই ভাজা খায়॥
চাল্‌তা তলে হাঁটু পানি,
ঝিঝি মার কান-ছেদানি।
ঝি ঝি লো মুঞ্জি লো,
আমার বাড়ীত্ আয়॥

(৫৫)

এক হাতা দুই হাতা তিন হাতা পাতা,
রাজার দিনর বৈল্যা গোটা।
রাজার দিনর হাট ঘাট,
গর্ভ নাতির হাতর খার।
বাঁশ কাটিবার খোবে যাম্।
আগা পেলাম্ চেগাইয়া,
গুড়ি পেলাম্ ভোগাইয়া।

বাঁশ কাটিবার খোবে যার।
খাব খাব শীতলীর খাব,
তার মধ্যে ধোড়া সাপ।
সাপ পেলাম পাকাইয়া,
লড়ি আন্‌লাম্ ঢাকাইয়া।
লড়ি মোর বড় ভাই,
আই বিলর টাই মাছ।

*   *

মামার কপিলি গাই,
দিনে রাতে দুধ খাই।
সাত বউএতে সাত ছিবা,
আমার্ত্তে এক ছিবা।
এক ছিবা কাটিলুম্,
যমের ঝাঁক বান্ধিলুম্।
কালা গরু ধলা দুধ,
বেচে যে পুতানির পুত।
হাটে ঘাটে দোষ নাই,
গোরখ পোয়ার দোষ নাই।
বাড়ীর পিছে কোড়ি,
গরুর পেট ভর্ত্তি॥

(৫৬)

সাইর শুয়া দুয়া পক্ষী গভীন বিলে চরে।
সাইরটা বুলি ডাক দিলে বুক জুড়িয়া পড়ে॥

(৫৭)

মনা রে কনে মারগে যে, কনে ধৈরগে যে,
কনে হাঁড়গে যে চুল।
এক লড়া চুলর মাঝে লক্ষ টাকার মূল॥

(৫৮)

অলি আয়্ রে আয়।
দক্ষিণ দি ন আইস্ত অলি,
মধ্যে এক গাছ খাল।
উত্তর দি আইস্ত রে অলি,
বান্ধাই দিম্ জাঙ্গাল॥
কলা দিয়ম্ মোলা দিয়ম,
দুয়ারে বসি খাইও।
সোণার ঢুলন পাড়ি দিয়ম,
পড়ি ঘুম যাইও॥
অলি আয়রে আয়।

(৫৯)

ঘুম যারে দুধর বাছা ঘুম যারে তুই।
নাকুয়া কলাত্ পড়্গে বাদুর ধ'ফাই আই
য়ম্ মুই॥
ন কান্দিও দুধর বাছা ন ভাঙ্গিও গলা।
গলা ভাঙ্গার দাবাই আছে কাঁচ গুলার
আগা॥
সোণার দিয়ম্ ঢুলন বানাই রূপার দিয়ম্
কাছি।
চাইর কিনারে চাইর দাসী দিয়ম্ ঢুলনর
পসরি॥

(৬০)

ধহ ধহ লালার মা,
কি ভাত রান্ধে চইলও না।
হাল্যা মজুরে খাইলো না।
বাঁদীএ দাসীএ পাইলো না॥
একুলেও লাই ঐকুলেও লাই,
গুরা বাছা ঢুলের্ যে মনত্ও নাই॥

(৬১)

ও পোউআ তোর মৈষ কণ্ডে চরে?
মুড়ার উপর।
কি খেড় খায়?
কানাইয়ার আগা।
তোর মৈষে লাদে কেমেন?
পেরুয়া ভরা।
দুধ দে কেমেন?
হাতয়া ভরা।

ও পোউআ * * * ক্যা মরা ?
ভাতে মরা।
ভাত কনে নদে ?
বউএ ন দে।
বউঅরে ধরি মারিত্ ন পারস্ ?
পোআএ কান্দে।
পোআর নাম কি নাম ?
আকই বাকই।
বউঅর নাম কি নাম ?
নাটুয়া চড়ই।
কেমেন নাচিবি নাচ্‌তে চাই ॥

(৬২)

বন্ধের বাড়ী বন কাছারি,
নয়লি পিন্ধে সাড়ী।
আস্‌তে যাইতে মাতাই যাইও,
তেতৈ তল্যা বাড়ী ॥
আম পাতা কাঁঠাল পাতা তারা সোদর ভাই।
লেরর পুতর কথা শুনি মাথাত্ উঠিল বাই ॥

(৬৩)

ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের জাদুমণি।
ঘুমনুতুন উঠিলে জাদু কত খাইবা ননী ॥
ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের বাছামণি।
ঘুম গেলে করাইয়া দিমু সোণার বাজুমণি ॥
ঘুম যারে চাতকীর বাছা ঘুম যারে তুই।
ঘমুনুতুন উঠিলে বাছা ননী দিমু মুই॥

(৬৪)

কান্দেরে কালাবির পোয়া,
জালা মিঠার লাগিয়া।
অপূর্ব্ব সন্দেশ বান্ধে
কানাইর লাগিয়া ॥

(৬৫)

ঘুমাইল ঘুমাইল পরাণ।
ঝড় হৈল গর্‌কী আইল দেশে।
টিয়া পাখীয়ে ধান খাইছে,
খাজ্‌না দিব কিসে।
কিসের মাসী কিসের পিসী, কিসের বিন্দাবন।
মরা গাছে ফুল ফুট্যাছে মা বড় ধন ॥

(৬৬)

অলি অলি অলিরে মোর ধুম্ কহলের ছা।
তোর মা গেইয়ে পানীর লাই, পড়ি ঘুম যা ॥

(৬৭)

এচ্চি মেচ্চি ধান চৈল,
ধানর ভিতর বিলাই পৈল।
পক্ষীরাজে মাছ মারে,
ধোড়া সাপে লেজ লাড়ে।
এল ভাত বেল ভাত,
রাজা কহে যে চুরির হাত কাট।

(৬৮)

কালা রসি মলা বাঁধে ঢাল মিঠা দিয়া।
অপূর্ব্ব সন্দেশ বান্ধে পিতার লাগিয়া ॥

(৬৯)

সানাই বাজে জোড়া জোড়া,
কর্ত্তাল বাজে রৈয়া
মা বাপর কি ধন খাইলাম
দূরে ন দ্য বিয়া ॥
দূরে ন দ্য দূরে ন দ্য
গাইলর ভাগী হৈবা।
কাছে ন দ্য কাছে ন দ্য,
চুলাচুলি হৈবা ॥
মধ্যে দিও মধ্যে দিও দিনর সম্বাদ লৈবা।
চিক্কা ভরি লৈতে টাকা গায়ে কৈল্ল বল।
ডুলি ভরি দিতে কন্যার চক্ষের পড়ে জল ॥
খুড়ী জেঠী কান্দন করে পাক ঘরেতে বসি।
এ ভায়ারি ঝিঅরে নিল পাক ঘর শূন্য করি ॥
মায়েত কান্দন করে হাতিনাতে বসি।
এ ঝিঅরে নিল মোর হাতিনা শূন্য করি ॥

খুড়া জেঠা কান্দন করে গোঞাইর ঘরে বসি।
এভাই ঝিয়রে নিল মোর গোঞাইর ঘর শূন্য
করি ॥
বাপেত কান্দন করে উঠানেত বসি।
এঝিয়রে নিল মোর উঠান শূন্য করি ॥
ভইনেত কান্দন করে খেলার ঘরে বসি।
এ ভইনরে নিল মোর খেলা ভঙ্গ করি ॥
ভাইএত কান্দন করে দোলার খুঁটা ধরি।
এ ভইনরে নিল মোর দোলা শূন্য করি ॥
ন কান্দিও মা বাপরে সঙ্গে যাইবো ভাই।
পরর পুতরে বান্ধি দিয় কোন দাবি নাই ॥
থাল দিয় লোটা দিয় আরো দিয় গাই।
সেই গাভীর চরানি দিয় কন্যার ছোট ভাই ॥

(৭০)

ঝড় করে লোচা লোচা বাহিরে ভিজে কি।
পুরাণ কালর দোস্ত আইস্তে ডুয়ার খুলি দি ॥
ঝড় করে লোচা লোচা বাহিরে ভিজে কি।
বাড়ীর পিছে মানকচুপাত কাট্যা মাথাত্ দি ॥
ঝড় করে লোচা লোচা চালত্ নাইরে ছন।
এমন বিপত্তি কালে নাইয়র্ যাইবার মন ॥

(৭১)

ধেছুয়া * ধেছুকত্ লাতুরির বিয়া।
ছুঁইচ দি হিঁয়া বড়্কি দি টান!
ঢাইরে ন দিল এক খিলি পান ॥

(৭২)

লড়িয়া রে লড়িয়া,
হাতীর কান্ধত্ চড়িয়া।
হাতীর কান্ধত্ দমা বাজে,
পাটেশ্বরী নাটত্ নাচে।
পাডরে জোয়ান ভাই,
বৈলছিরিদে খেলা খাই।
বৈলে ধরে খোব খোব,
চিলে মারে একৈ ছোপ।
বান্ধা বাড়ীর কন্ ঘাঁটা,
পূব্ ডুয়ারি মাদার কেঁটা।
মাদার কেঁটা হেট্ করি,
বাবু আইয়ের পাল্কীত্ চড়ি।
ছিরিপুর্গ্যা ভাঙ্গা ঘর
থাপ্ দি থাপ্ দি বকা ধর।
বকা খাইল রোষে,
ছিরিপুর্গ্যার্ দোষে ॥

(৭৩)

ঠেন ঠেমকী কেঁয়াইল বেঁকা,
মাউর পিছে যা।
গোর সুন্দর জিজ্ঞাস্ করে,
শীতল শীতল গা ॥
আনা চাইতুম্ মালা মালা,
ঝাপ দি পড়ে শুয়া।
ফুল ফুল মাদারি ফুল,
মামা চাতন শুয়া ॥
মামা নয় মামা নয় মার সোদর ভাই।
আজিয়া মররে মামা ঘরর বিষ খাই ॥
হলৈদর গাঁডা গাঁডা শিশুরির পাঁডা।
কোন্ সতীনে দেখাই দিয়ে মুই সতীনর ঘাঁডা॥

(৭৪)

অলি অলি বাঁশ পাতার ঝলি।
উত্তর দক্ষিণর অলি বাছা ঘুম যা।
কলা দিয়ম্ মোলা দিয়ম্ ডুয়ারে বসি খাইও।
সোণার ঢুলইন টাঁকি দিয়ম্ সুখে নিদ্রা
যাইও ॥
আয়্রে পুতানির অলি বাছা ঘুম যা।

* পাখী বিশেষ।

(৭৫)

খাল কুলে কুলে লাগাইলুম্ কচু,

কুর্গালে কৈল্ল বাসা।

অজাতির সঙ্গে সম্বন্ধ করি

গায়ে ন সহিল কথা॥

(৭৬)

উদোর মামা উদোর মামা

আমার বাড়ীত্ আইও।

ডালা ভরি চূড়া দিয়ম্

গাল ভরাইয়া খাইও॥

একটি চূড়া উনা হৈলে

মালীর বাড়ীত্ যাইও॥

মালীর বউএর দাঁতত্ ছাতা।

ধোপার বউএর হাতালি মাথা॥

(৭৭)

বড় মামার বাড়ীর পিছে বড় করালির ঝুঁয়া।

ছোট মামার বাড়ীর পিছে জাত্ মরিচর আগা॥

নন্দ ভইজে কান্দন করে সহর কেন গেলা।

শ্রীচরণে বাঁশী বাজাতন্ রসের কমলা॥

ঢুলো ঢুলো চন্দ্রকলা।

কৈলকাতার্ তুন্ গঙ্গা আইস্তে কন্ধী হাতত লই।

পেছুয়া বোলে তুরুৎ তারুৎ ডেয়াএ বোলে হাম্বা।

মুসলমানর সত্য কথা সাড়ে তিন হাত লম্বা॥

(৭৮)

অলি অলি অলি রে ছাবনি পাতার ঘর।

ছ মাসর কালে নাম থুইয়ম্ যে কমলা লক্ষীন্দর

শ্রীআবদুল করিম।

জ্ঞানদাসের 'নিকুঞ্জ সাজান'।

জ্ঞানদাসের পদাবলী ব্যতীত অন্য লেখা কিছু বর্ত্তমান আছে কিনা, তাহার সন্ধান আমরা ইহার পূর্ব্বে পাই নাই। সম্প্রতি নিকুঞ্জ সাজান নামক একটি কবিতা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহার শেষ শ্লোকটিতে দেখিলাম, জ্ঞানদাসের ভণিতা রহিয়াছে। বঙ্গভাষায় অন্য জ্ঞানদাসের আবির্ভাব হইয়াছে কিনা, জানি না। যদি হইয়া থাকে, তবে 'নিকুঞ্জ সাজান'—লেখক স্বনামপ্রসিদ্ধ জ্ঞানদাস কিনা তৎসম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ জন্মিয়া যায়। আমাদের জ্ঞানদাস যিনিই হউন, কবিত্ব ও রচনা-চাতুর্য্যে ইনি প্রসিদ্ধ জ্ঞানদাস অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নন।

বর্ত্তমান কবিতা আমরা কোন প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে পাই নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাকে নিতান্ত আধুনিকও বলিতে পারি না। অশীতিপর কোন বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের নিকট শুনিয়া ইহা লিখিত। বৃদ্ধাও নাকি ইহা তাঁহার শৈশবাবস্থায় অপর কোন বৃদ্ধার নিকট হইতে শুনিয়া শিখিয়াছিলেন। সুতরাং বর্ত্তমান কবিতার বয়স নিতান্ত কম

করিয়া ধরিলেও ১০০ বৎসরের অনেক অধিক হয়। কবিত্ব ও রচনা-চাতুর্য্যে কবিতাটি রক্ষণযোগ্য বিবেচনায় ইহা প্রকাশিত হইল।

স্নেহাস্পদ শ্রীমতী প্রমোদিনী দেবীর যত্নে ও পরিশ্রমে বর্ত্তমান কবিতাটি সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য,
রাজসাহী।

নিকুঞ্জ সাজান।

নিকুঞ্জেতে যান রাই নিয়ে সহচরী,
নিকুঞ্জের কত শোভা বলিতে না পারি।
চারিদিকে আছে কেলি কদম্ব মাধুরী,
নিবিরল কুঠুরিতে যান নিয়ে সহচরী।
সোনার কুঠুরি খানি মুক্তার গাঁথনি,
মণিময় মাণিক দিয়ে খেঁচিত খেঁচনি।
চারিদিকে তরুলতা হ'য়ে কুতুহল,
রজনীগন্ধা গোলদাজ বিকশিত কমল।
কত পলাশ করবী ফুটে মধ্যে মধ্যে জবা,
মুচকুন্দ কোটরাজ পুষ্প কনকচাঁপা।
মল্লিকা মালতা যুই জাতি উপহাস কথা,
তাহার মাঝে মাঝে আছে মধুমালতীর লতা।
চাঁপাফুল রঙ্গনল ফুটে চারিভিত,
শ্বেত কাঞ্চন দোলন চাঁপা গন্ধে আমোদিত।
কত ভ্রমর খাইয়া মধু হইয়া বিভোর,
তাহার মাঝে মাঝে আছে মধু লবঙ্গের ফুল।
বৃক্ষডালে শুক সারি করিতেছে কেলি,
অতি সুখে বনে আছে ময়ুর ময়ুরী।
আর যত বনবাসী তারা সুখীমান,
মধু খেয়ে মাতিয়া অলি করে গান।
কত বা কহিব কথা কিঞ্চিত আভা,
পুরে কি কহিতে পারি নিকুঞ্জের শোভা।
ললিতা বলেন রাই হেরলো এস কাছে,
আজ করিব তোমার বেশ যত মনে আছে।

বিচিত্র বেণী গাঁথি বাঁধিয়া দিলেন খোঁপা,
খোঁপায় তুলিয়া দেন গন্ধরাজ চাঁপা।
অলকা তিলকা মুখে সিন্দূর চন্দন,
অঙ্গে অঙ্গে পরান রাইয়ের নানা অভরণ।
চরণে পরান বাঁক আটবেঁকি পাতা,
তেসারি ঘুঙুর শোভে পঞ্চমেতে গাঁথা।
গলে শোভে পঞ্চরত্ন তক্তি কণ্ঠমালা,
কর্ণে শোভে কর্ণফুল গজমতি ছড়া।
উপর কাণে চন্দ্রচাকি পিলচুনী তার মাঝে,
কোমরেতে চন্দ্রহার অপরূপ সাজে।
নীল উড়নির মাঝে মুক্তার ছড়া,
গলে মণিময় হার বনফুলের মালা।
দোনরি তেনরি চাঁপকলি মনোহর,
মেথি দানা ধুক্‌ধুকি পরম সুন্দর।
কপালেতে সেঁতিপাটি মণি-গাঁথা ঝোপা,
তাহার মাঝে মাঝে সাজাইছেন গন্ধরাজ চাঁপা।
বেসর দুলিছে রাইয়ের নাসিকার মূলে,
মুচন্দ্র বদন খানি ঝলমল করে।
রতন কঙ্কণ মাঝে নীলমণি চুড়ি,
বাহু তার বাজুবন্দ বিনোদ কাঁচুলি।
হীরা পারা ছাব হাতে সুবর্ণ অঙ্গুরী,
আজ এ বেশে ভুলাবে কালা ভুবনমোহিনী।
বিচিত্র কেশের খোপা তাতে চাঁপার ফুল,
সাজিল বিনোদ রাধে কিসে দিব তুল।
তপ্ত কাঞ্চন যিনি রাইয়ের বদনের আভা,
লক্ষ লক্ষ চন্দ্র তার বদনের শোভা।
অগুরু চন্দনে প্যারীর অঙ্গটি মাজিল,
আতোর গোলাপ কত ছিটায়ে ফেলিল।
চারিদিকে জ্বেলে দিছে চারি রত্ন বাতি,
সোনার ফনাস কত জ্বেলেছে দুয়াটী।
কত লণ্ঠনেতে মোমবাতিতে জ্বেলে দিছে ঘর,
তার সম্মুখেতে জ্বালাইছেন বেলয়ারি ঝাড়।

ছাপর পালঙ্কে প্যারী শয়ন করিল,
তার চারিদিকে সহচরী ঘেরিয়া বসিল।
মিষ্টান্ন পক্কান্ন কত রাখে থালে থাল,
ক্ষীর সর ছানা ননী সুবাসিত জল।
নানা জাতি পুষ্প রাখে তুলসী চন্দন,
রাধিকা বলেন সখী এ আর কেমন।
আমাদেক বলেছে যাও আসিব এখনি
এতক্ষণ দেখিনা যে বঁধু গুণমণি।

একেত বনিতা, তাহে রাজসুতা, কুলবতী কুলবালা,
আসিবার কালে, না পড়িল বাধা, কিসে বা ভুলিল কালা।
আমি ত রাজনন্দিনী, রাধাবিনোদিনী, কে পায় আমারে দেখা,
রাখালের সঙ্গে, এত ভাব করে, চরমে ছিল এই লেখা।
পশু পক্ষ সব, ডাকিতে লাগিল, শৃগাল ডাকিল সই,
মুনিগণ সব, ধ্যানে বসিল, কৃষ্ণ কুঞ্জে এল কই ?
ভাবে বুঝিলাম, আজ আমাদেক, বঞ্চিত করিল বিধি,
কোন কুঞ্জে গেল, নিকুঞ্জে না এল, শ্যামগুণমণি নিধি।
কিরূপ নেহারি, ও রসবিহারী, মনের আহ্লাদে হাসি,
আজ, কাহার বদনে, বদন রাখি, সুখে পোহাইব নিশি।
সখী, তোদের কথায়, নিকুঞ্জে আসিয়ে, বিচিত্র করে করিলাম বেশ,
কুঙ্কুম্ কস্তুরী, যতন ক'রে, বিনোদে বাঁধিলাম কেশ।
কর্পূর তাম্বুল, যতন করে, কার লেগে থুয়েছ ঘরে,
তুলসী চন্দন, রাখিয়া কি ফল, ভাসিয়ে দাওগা জলে।
কোকিল ডাকিল, অই শুন সই, ভ্রমর ঝঙ্কার দিল,
অই সুখের রজনী, প্রভাত হইল, কৃষ্ণ কুঞ্জে কই এল ?
এলনা নিকুঞ্জে, কোথা সুখ বঞ্চে, কি ভাবে বঁধুয়া র'ল
আগে তো না জানি, এসেছি স্বজনী, কি হবে উপায় বল।
আমি, যতন করি, চাঁদ মুখ হেরি, রয়েছি চাতকী জনা,
আসিতে পথে, ব্রজাঙ্গনা সাথে, করিছে বুঝি মন রঞ্জনা।
তখন, কহিছে স্বজনী, যায় হে রজনী, চক্রপাণি ত এল না,
আমি অই মত হ'য়ে, আছি পথ চেয়ে, সদা বঁধুরূপ করি ভাবনা।
সখি, নিকুঞ্জের শোভা, দেখি মনোলোভা, বজ্রাঘাত, হেন বাধিছে,
কহিছ তোমরা, হিত বচন, এ তনু আমার দহিছে।

প্রাণ বিচলিত, পত্র চমকিত, চিত্তে কভু নিষেধ মানে না,
না এল হরি, না হেরিলে মরি, তাহে না হেরি, মুরলী কেন বাজে না।
তোরা, গিয়েছিলি বনে, শ্যাম অন্বেষণে, কৃষ্ণ সঙ্গে ক'রে কেন এলে না,
সখি আজ আমাদের, বিপিনবিহারী, বিনোদ কেন এল না।
তখন কহিছে স্বজনী, তাহাত না জানি, কত বা রজনী হ'ল,
এখন কেহ থাক কাছে, কেহ চল পথে, আসি ব'লে কোথা রইল।

পথ মাঝে দেখ্‌তে পেলেন বাঁকা বংশীবদন,
সখী বলেন আজ আমাদের যাত্রায় সফল।
ঝুমু ঝুমু করে এলেন রসের নাগর,
গমন মাধুরী শ্যামের অতি নিস্তুতম।
নিকুঞ্জেতে আসি রাধা রাধা বলি বাঁশিটি বাজায়,
সব সখী বলে অই এল শ্যাম রায়।
ও প্রাণকিশোরী বলে ডাকিতে লাগিল,
সোহাগের ডাক শুনে রাই অভিমানী হ'ল।
ও প্রাণ প্রিয়সী প্রিয়ে ব'লে ডাকে বারে বারে,
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদনকমলে।
এ সব সোহাগে রাই তবু নাহি চায়,
মদন বিভোরে শ্যাম ঘুরিয়ে বেড়ায়।
ক্ষণে ধরে শ্রীচরণে ক্ষণে ধরে হাতে,
চরণ তুলিয়া নিলেন আপনার মাথে।
যদি আমি কোন বিষয় হই অপরাধী,
অভিমান দূর কর চরণ ধ'রে সাধি।
অভিমানে নয়ন মুদিত করে প্যারী,
চরণ ধরিয়া পদতলে বংশীধারী।
শ্যামরায় বলে সখী শুন কুঞ্জলতা,
আজ, কি জন্য শুয়েছে প্যারী জান কোন কথা?
ললিতা বিশাখা চিত্রে তোমাদেক সুধাই,
আজ, কি কারণে অভিমানী হ'য়ে আছে রাই।
আর যত গোপিকা তোমরা মোর মাথা খাও,
আজ, কি লেগে রাই এমন হ'ল যদি নাহি কও।
জোড় কর ক'রে বলি তোমাদের কাছে,
আজ নাকি চরণতলে কোন ঘা'ট আছে?

সব সখী বলে বঁধু কি কহিব কথা,
তোমার বিনয় শুনে মনে পাই ব্যথা।
আসি বলে আশা দিয়ে এত রা'ত হ'ল,
তাই বুঝি আদরিণী আদর বাড়িল।
যাহার যেমন স্বভাব সকলেরি হয়,
বিধুবদন চেয়ে কথা না কহিলে নয়।
আমরা ত বাজে এলাম দেখে হেন রীত,
আর কভু তোমায় না ডাকিব কদাচিৎ।
আমরাও মান করে থাকি আপনার ঘরে,
মেয়ের এত মান দেখিনি কভু কারে।
কি ভাবে থাকিলে শ্যাম ধরিয়ে চরণ,
আর কি ফিরাতে পার রাধিকার মন।
এই সকল বাক্য যখন বল্‌ল সহচরী,
কুঞ্জ হ'তে মান ক'রে উঠে গেলেন হরি।
ধীরে ধীরে যায় আর ফিরে ফিরে চায়,
ডাকিয়ে ফিরাবে বুঝি বিধুমুখী রাই।
ধীরে ধীরে যায় আর ফিরে ফিরে চায়,
এখনও বুঝি বিধুমুখী ডাকিয়া ফিরায়।
কুঞ্জপানে চেয়ে দেখেন না হ'ল চেতন,
মান ক'রে ফিরে গেলেন বাঁকা বংশীবদন।
সব সখী বলে রাই প্রমাদ ঘটিল,
আজ, বাঁকা মদনমোহন এসে মান করে গেল।
চঞ্চল নয়নে রাই চতুর্দ্দিকে চায়,
পালঙ্গের উপরে কৃষ্ণ দেখিতে না পায়,
কৃষ্ণ না দেখিয়া রাই হ'ল অচেতন,
উপায় বল কৃষ্ণ বিনে বাঁচে না জীবন।
সব সখী বলে শুন রাধিকা সুন্দরী,
তোমার চরিত্র কিছু বুঝিতে না পারি।
যখন চরণ ধরে সাধিলেন শ্যাম,
তখন তুমি হইলে বাম,
এখন বল কৃষ্ণ বিনে প্রাণেতে মরি,
এত রঙ্গ জান ওহে ব্রজকিশোরী।

রাধিকা বলেন আমি বুঝিয়াছি মনে,
আমার নাগর এমন নয় তোদের মন্ত্রণা।
কুঞ্জ বেড়ে আছ যত সহচরী,
সকলে থাকিতে মান করে গেলেন হরি।
অভিমান ক'রে শ্যাম যখন উঠে যায়,
দুটো আলাপ প্রলাপ ছলে রাখিতে তো হয়।
আমি তো ভরসা করি দিবস রজনী,
আজ গো তোদের মন বুঝিলাম আমি।
আমি ভাবি আপন আপন তোরা ভাবিস্ ভিন,
তোদের কি দোষ দিব আমার কুদিন।
আমি ভাবি আপন আপন তোরা ভাবিস্ পর,
তোদের দোষ দিব আমার কপাল বিফল।
আর　কাকো দিয়ে কার্য্য নাই সব যাও ঘরে,
এসে কৃষ্ণ ফিরে গেলেন তোমাদের স্থলে।
তোমরা সকলে থাক সঙ্গে নাহি নিব,
যে কুঞ্জে গেছেন কৃষ্ণ সেই কুঞ্জে যাব।
প্রেমে জরা জরা রাই কাঁপে থর থরা,
নয়ন বহে জল পড়ে মুক্তার ধারা।
সোণার পুতুলী রাই কাঁদিতে লাগিল,
হেন সময়ে বৃন্দা সখী কুঞ্জে দেখা দিল।
দূতী বলে রাই তুমি কাঁদ কি কারণ
সহচরী দেখি কেন বিরস বদন?
নীরব হইয়ে কেন আছ সহচরী,
আকুল হইয়া কেন কাঁদ প্রাণ প্যারী?
মণিময় মাণিক হার পড়িয়াছে জলে,
কত শত হার আছে বৃকভানুর ঘরে।
কমল নয়ন তোমার ঝরে কি কারণ,
দেখিয়া বিদরে বুক কহ বিবরণ?
রাই বলে প্রিয় সখী শুনসিও বসি,
নীল কমল হার গলে দিতে পড়িয়াছে খসি।
এসে ছিল রসরাজ স্বপন হইল,
প্রতিপদের চাঁদ যেন দেখা দিয়ে গেল।

ঝুমু ঝুমু করে এলেন রসের বয়ান,
আমি দেখি কৌতুকে মুদিলাম নয়ান।
আজ আমি আছি কও দেখি মুদিয়ে নয়ান,
আজ উহারা থাকিতে মান করে গেলেন শ্যাম।
আজ উহাদের চরিত্র দেখে লাগিয়াছে ভয়,
সে শ্যাম এমন নয় বড় দয়াময়।
আমি নারী কুলবতী বসেছিলাম ঘরে,
ফাঁকি দিয়ে নিয়ে এল অকূল পাথারে।
কুলের বাহির করে আপন হইয়ে,
লাগিয়ে টটক্ বাজি রঙ্গ দেখে রয়ে।
উপরেতে জল ঢালে নীচে কাটে মূল,
বুক মাঝে ক্ষুর হানে মুখে দেয় গুড়।
হাতের নিধি পায়ে ঠেলে করে আপশোষ,
আমার কপালে করে ওদের কি দোষ।
শীতল পালঙ্গে শুয়ে বিদরিছে হিয়ে,
অনল জ্বলিছে সখী প্রিয় না দেখিয়ে।
উপরে অনল নয় জল দিব তায়,
মনের ভিতরে অনল কি দিলে নিবায়?
প্রেম অনলে আমার বিদরিছে হিয়ে,
কাহারে কহিব সই কে দিবে মিলায়ে?
দূতী বলে আর কেবা আছে তোর নিজ দাসী,
চরণেতে রেখো রাই ঐ কার্য্যেই আছি।
দূতী বলে রসবতী কেঁদনা গো তুমি,
মান করেছে ভয় কি আছে এনে দিচ্ছি আমি।
রাজা হ'য়ে সিংহাসনে বসেছে কিশোরী,
চরণে ধরিতে আবার আসিবেন হরি।
গোবিন্দের জীবন তুমি নবীন কিশোরী,
যত দেখ সহচরী তোর আজ্ঞাকারী।
বৃকভানু রাজসুতা গোপিকার প্রাণ,
আকুল হইয়া কাঁদ রাখালের কারণ।
আদরিণী সহচরী আদরে বেড়াই,
আমরা তোমার গুমানে সদা আদরে বেড়াই।

নির্লাজ হইয়া রাই কহিছে সাদরে,
খোঁটা যেন থাকেনা সই তোমার আদরে।
দূতী বলে ও সকল কথা না ব'ল বদনে,
আমরা থাকিতে সই তুমি যাবে কেনে।
আমি যাচ্ছি এনে দিচ্ছি শীঘ্র বংশীধারী,
ফিরে এলে মান করে ব'সহে কিশোরী।
শিখাইয়া যাই সই তোমা বরাবর,
শ্যাম সোহাগিনী রাই বাড়িবে আদর।
মনে ভাব শ্যামকে পেলাম প্রাণ বিনোদিনী,
যাবা মাত্র এনে দিব নীল রত্নমণি।
সারা পথ কি দুখে যাব কমলিনী রাই ?
একবার চাঁদমুখে হাস প্যারী আনন্দেতে যাই।
একবার,　হাস গো প্যারী দেখে যাই তোর সুচাঁদ বদনে,
তোর,　মলিন বদন দেখে হাঁটিব কেমনে।
খোস খবরের ঝুটাও ভাল কর অবধান,
আসুক অবলা আসুক ব'লে জুড়াইল প্রাণ।
আকুল আছিল প্রাণ শীতল হইল,
আন বা না আন বলে রাই হাসিতে লাগিল।
দূতী রাইকে প্রণাম ক'রে করিল গমন,
শ্যাম কুঞ্জে গিয়ে দূতী দিলেন দরশন।
মদন কুঞ্জে ব'সে আছে কৃষ্ণ অভিমানে,
সারী শুক দুই পাখী আছে সেই বনে।
সারী ব'লে শুক শুন মধু রস বাণী,
আজ　মদন কুঞ্জে দেখতে পেলেম রসিক মুরারি।
হাসিয়া বলেন শুক কি বলিলে সারী,
আজ কোথায় দেখতে পেলে রসিক মুরারি।
ওতো একলা মুরারি বটে রসিক কোথায়,
ওহাদেক কি বলে সারী মধুরস রায়।
বামেতে রসিক থাকে ডানেতে মুরারি,
তাহাদেক গা বলে সারী রসিক মুরারি।
হেন সময়ে দূতী গিয়ে সম্মুখে দাঁড়াল,
দূতীকে দেখিয়া বঁধু বদন ফিরাল।

বিমুখ দেখিয়া দূতী ঈষৎ হাসিল।
কপালেতে ঘা দিয়ে দূতী কচ্ছে বাণী,
আজ যাচনেতে মান্য নাই দূতী কচ্ছে বাণী।
আপনার জন্মেতে আমার তুচ্ছ হ'ল জ্ঞান,
এছার জীবনে আমার কিবা প্রয়োজন।
দুরে হ'তে ডাক দিয়ে করেছ যতন,
আজ সেই বৃন্দে দেখে শ্যাম ফিরালে বদন।
রসিকশেখর রায় না কহিলে কথা,
সুচাঁদ বদনে হরি তোল একবার মাথা।
আমি দূতী এসেছি বংশীবদন লইতে,
মনের আগুন উঠে আমার প্যারীর পানে চাইতে।
শ্রীরাধারে পিরীত ক'রে ফেলে এলে গাছ তলায়,
কমলিনীর সহচরী সেই খেদে প্রাণ ফেটে যায়,
কে বলে শ্যাম তুমি দয়াময়?
দয়াময় নামটি তোমার নিদয়ার শেষ,
কুচক্রের হদ্দ তুমি কুটিলার দ্বেষ।
হেসে হেসে কও কথা আলোক চিত্ত মনে,
তোমার মত বাঁকা নাই এ তিন ভুবনে।
তোমার হস্ত বাঁকা পদ বাঁকা বাঁকা আধখানি,
বাঁকা করে চূড়ো বাঁধ বাঁকা বংশীধারী।
বাঁকা হ'য়ে দাড়াইয়ে বাঁকা বাজাও বাঁশী,
চাঁদ মুখের কথা বাঁকা বাঁকা মধুর হাসি।
নয়নের চাহনি বাঁকা বাঁকা মাথার কেশ,
কপালের তিলক বাঁকা বাঁকা তোমার বেশ।
ও রাঙা চরণ বাঁকা বাঁকা তুমি হরি,
তাতে তোমার মন বাঁকা ক'রলো সহচরী।
পরের বুদ্ধে নাচ তুমি থাক পর সুখে,
পরের চরণে হাঁট খাও পর মুখে।
পরের শ্রবণে শুন পর মুখের বাণী,
তুমি তো পরের বশ পর শিরোমণি।
একবার কুঞ্জে যেতে হ'বে শ্রীনন্দের নন্দন
মোহিনী হইলে মদন সাজিবে মোহন

একবার কুঞ্জে যেতে হ'বে শ্রীনন্দের কুমার,
আমি যদি আসিয়াছি না রাখিব আর।
কৃষ্ণ বলেন দেখে এলাম সে সব নাগরী,
আর মোরে বাক্য বাণ হান না গো তুমি।
তোমার রাইয়ের সোহাগ নিয়ে তুলে রেখো তুমি,
শ্রবণে রাধার নাম না শুনিব আমি।
অন্য কথা কও রাধা না শুনিব কাণে,
আর আমি রাধা রূপ হের্‌বো না নয়নে।
কঠিন বচন শুনে সুচাঁদ বদনে,
জোড় করে দূতী ধরলেন দুটি করে।
নিবেদন বৃন্দাসখী কয়,
নাম ধর নাগর কৃষ্ণ দয়াময়।
বিচ্ছেদ বিবাকে হ'ল চঞ্চল রাধে,
উপায় বল বংশীধারী কি হ'বে তবে।
তোমার মানের বিরহেতে প্যারী যদি মরে,
বিনয় করি বংশীধারী ধরি তব চরণে
দয়া করি প্রাণনাথ চাহ বিধু বদনে!
দয়াময় বলে বিধুবদনে
বিনয় করি বংশীধারী ধরি তব চরণে,
দয়া করি প্রাণনাথ চাহ বাঁকা নয়নে!
একাকিনী কমলিনী এসেছে বনে,
মদন হুতাশে রহিত অজ্ঞানে।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ক্ষণে বলে শ্যাম
বিরহেতে যায় প্রাণ ঝোরে দুনয়ন।
এহি কানু বলে রাই. দয়া ধর্ম্ম তোমার নাই,
বিনয় করি বংশীধারী ধরি তব চরণে,
দয়া করি প্রাণনাথ চাহ বাঁকা নয়নে।
অই দেখ দুখিনীর দুর্গতি,
অতি　বংশী বটের তটে বসে কাঁদেন শ্রীমতী।
একাকিনী কমলিনী এসেছে বনে,
লাজ ভয় গৃহ ধর্ম্ম তোমার ঐ চরণে।
কুলবতী নারী, হাতে তুলি মাথে নিল কলঙ্কের ডালি,

কুটিলা ননদি ঘরে কাল ফণি প্রায়,
সর্ব্বক্ষণ কুবচনে মোরে সে জ্বালায়।
জটিলা শাশুড়ী ঘরে সেও বিষম দায়,
আয়ান শুনিলে বঁধু কি হবে উপায়।
কুটিলার মুখে যদি শুনে আয়ান,
তোমার জন্যে যাবে সে শ্রীমতীর প্রাণ।
গোপিকার প্রাণ ধন যদি রাই মরে
আমরা সকলে হইব বধ তোমার চরণে।
দূতীর বিনয় শুনি দয়াময় হরি
বলেন কহ সখী কেমন আছে সাধের কিশোরী।
সব জানতো প্রাণ সখী জিজ্ঞাসি তোমায়
রাইয়ের নিকটে আমার কোন ঘা'ট নাই।
সব জান তো প্রিয় বলি তোমার ঠাঁই,
আমাকে লইতে কি পাঠিয়েছে রাই?
গোধেনু চরায়ে এলেম আপনার ঘরে,
সোণার গোপাল বলি মায়ে নিল কোলে।
মায়ের নিকটে শুয়ে রইলাম কেবল মিছে ধাঁদা,
রাইএর নিকটে রইল মন প্রাণ বাঁধা।
লাগিয়াছে প্রেম ডুরি বাঁধিয়াছে প্রাণ,
তিল আধ না দেখিলে করি আন্‌চান্‌।
কতক্ষণে নিদ্রা এল আমার জননী,
সে কারণে যেতে হল অধিক রজনী।
ছাপড় পালঙ্কে প্যারী শয়ন করেছে,
তার চারিদিকে সহচরী ঘেরিয়া ব'সেছে।
অভিমানে নয়ন মুদিয়া আছে রাই,
মদন বিভোরে আমি ঘুরিয়া বেড়াই।
ক্ষণে ধরি শ্রীচরণে ক্ষণে ধরি হাতে,
চরণ তুলিয়া নিলাম আপনার মাথে।
কতক্ষণে কুঞ্জ থেকে উঠে এলাম আমি,
মাথা তুলি মুখে কথা না কহিল কিশোরী।
সেই সময়ে আমার হ'ল অভিমান,
গরল খাইয়া আমি ত্যজি এ প্রাণ।

পুরুষ ভ্রমরা জাতি শত বনে যাই,
যেই পুষ্প বিকশিত সেই মধু খাই।
যেখানেতে মধু পাই প্রাণ করি দান,
অবলা সরলা হ'য়ে এত কেন মান।
দূতী বলে সত্য কথা ঝাকাইয়া মাথা,
আহা মরি মরি বংশীধারীর গায়ে হ'ল ব্যাথা।
নারীর নিকটে ইহা কহ কিবা লাজে,
মান পরম ধন পুরুষে সে বুঝে ?
পুরুষ হইয়া নারীর মানে হ'লে ভার
ধিক্ ধিক্ বংশীধারী জীবনে তোমার।
পুরুষ গণিনা তোরে নাহি গণি মোরা,
আজ যে বুঝেছে সেই ভাল কঠিন কিশোরা।
আমাদের রাই বলেছেন এনে দাও হরি,
আমি কুঞ্জে এসেছি রে আপনা আপনি।
রাধা কুঞ্জে যাই নাই রে পতিতপাবন
কথা দিয়ে কথা নেই বুঝি তোর মন।
সে রমণীর শিরোমণি বসে আছে ঘাটে,
তোমাদের কি সাধ্য আছে যাবে তার কাছে।
সে রসে ভরা মান রাধার নাই স্থল কূল,
শত শত নাগর হ'লে না হয় তার মূল।
সে রস নাগরী তোরে তার কি আছে মান,
সে সদা বিভোর রাই আপনার আদরে,
সে আদরে ফিরে, আদরে রইতে নারে।
রাই আমাদের আদরের মাধুরী,
আদরের শিরোমণি, আদরমাখা তনু খানি,
তুমি এসে এসে অনাদর করি।
আদরিণী রাজকন্যা আদরে বিভোর,
আদর সাগরে ভাসে কমলের ফুল।
এক দিন মান করেছিল প্যারী।
তার জন্যে যোগী সেজে বসেছিলে হরি।
আদর করিয়ে কত যতনে সাধিলে,
শ্রীঅঙ্গেতে ভস্ম মেখে ভিক্ষা ক'রে খেলে।

রাজপথের দানী হ'য়ে মেগে খেলি ঘি,
আমরা রাইয়ের দৌলতে না দেখিলাম কি।
যমুনাতে নেয়ে হ'য়ে করেছিলে পার,
আমরাও বা কিবা কথা না জানি তোমার।
চুটি করে উদুখলে বেঁধেছিল রাণী,
শ্রীরাধিকার দান মোরা কিবা নাহি জানি।
তিল আধ না দেখিলে মর বংশীধারী,
আজ এত অহঙ্কার কিসে হ'ল শুনি?
গোপিকার ঘরে ঘরে কর ননী চুরী,
আজ আমার সাক্ষাতে তোমার এত ঠাকুরালি।
যাও বা না যাও শ্যাম দিন দুই চারি,
গেলে পরে বুঝতে পাবে রসিক মুরারী।
কি আদরে আছ শ্যাম কিশোরী তোমার বাম
তাও বল মোরে কুবচন,
আজ, রাখালের হুকুম নিয়া সহচরী আনি গিয়া
তোমার করায় বিড়ম্বন।
আজ, তুমি আছ মান করে কে তোমায় ডাকে ঠাকুর বলে
তোমায় নাহি মানি।
রাই রমণীর রাজা সহচরী তার প্রজা
দ্বারে গেলে খাবে গর্দ্দানি।
আমরা ব্রজের ব্রজাঙ্গনা ব্রজ মন্ত্রের উপাসনা
রাধা ভাবে ব্রজে মজেছি।
রাই কানু সমতুল সুধাই কি আছে মূল
বিনে রাধায় সুধু কৃষ্ণ বলে কি।
সুধামাখা রাধানামে মধু ঢেলেছে বিনে
বিনে রাধায় সুধু কৃষ্ণে মূল আছে কি?
রাধা নামে জোর ডঙ্কা কাকো নাহি করি শঙ্কা
তুমি কি ভেবেছ মনে শুনি।
রাই রমণীর রাজা, সহচরী তার প্রজা,
রাজা হ'তে নবীন কিশোরী।
খতেত লেখা আছে শ্যাম রাধা দাস মোর নাম
আপনি লিখেছ বংশীধারী।

দাস খত ফেলে দিব জোর করে বেঁধে নেবো
নন্দ রাজাকে ভয় নাহি করি।
তখনি প্রেমে গদ গদ হরি কহে জোড় কর করি
আলিঙ্গন দেহি বৃন্দা সই,
যে আমার ভক্ত হবে আগে রাধা নাম লবে
রাধা বিনে আর কারো নই।
রাধা নাম মধুর ধ্বনি তোমরা বল আমি শুনি
আমার রাধা মন্ত্রে উপাসনা,
আমার হৃদপদ্মে রাধা নাম বদনে করিছে নাম
রাধার আমি দাস খতে কেনা।
আমার চূড়ায় ময়ুরের পাখা তাহাতে রাধা নাম লেখা
রাধা বলে মুরলী বাজাই,
তোমরা কর আশীর্ব্বাদ পুরুক মনের সাধ
মোরে যেন দয়া করে রাই।
নাগর বলেন যাই নিকুঞ্জেতে চল,
শ্রীরাধার দোহাই যদি আর কিছু বল।
ঈষদ্ হাসিয়া দূতী ধর্‌লেন ছুটি করে
আঁচল ফেলিয়ে দিলেন গোবিন্দের গলে।
গোবিন্দের হাতে গলে বেঁধে নিয়ে করিলেন প্রয়াণ,
আনন্দে চলিয়া গেলেন রসের বয়ান।
নিকুঞ্জের দ্বারে গিয়া কহিছে বচন
তোমার যাওয়ার হুকুম নাই দাঁড়াও হে নাগর।
রাইয়ের বিনা আজ্ঞায় গেলে হবে অনাদর।
এই খানে দাঁড়াও শ্যাম রসিক মুরারি,
রাই ঘুমিয়েছে কি জেগে আছে দেখে আসি আমি।
দূতি বলেন কোন কুঞ্জে আছ হে কিশোরী,
হাতে গলে বাঁধিয়া এনেছি বংশীধারী।
তোমার দ্বারে বাঁধা আছে তোমার বংশীধারী,
হুকুম হইলে পরে এনে দিতে পারি।
দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখ দ্বারে আছে শ্যাম
ভয় পেয়ে ধীরে ধীরে জপে রাধা নাম।
একবার বলে রাধা আর একবার বলে প্যারী,

হ'বে কি না হ'বে দয়া শ্রীরসমঞ্জরী।
ঈষদ্ হাসিয়া বলেন নবীন কিশোরী,
সখী বঁধুরে এনেছ এত অনাদর করি।
সেত, অনাদরের দ্রব্য নয় কৃষ্ণ দয়াময়
স্বভাবের গুণে তার অনাদর হয়।
সে যেমন কঠিন প্রিয় তেমনি সখী তুমি,
উচিত হইবে ফল কি করিব আমি।
রাই বলেন প্রিয় সখী কর অবধান,
অমূল্য রতনে তোমাক বাঁটিব পরাণ।
দূতী বলে রাই আমার এই সাধ মনে
অন্তিমেতে স্থান দিও ও রাঙা চরণে।
দূতী বলে সহচরী জ্ঞাত বচন না লয়,
আনিয়া দাও ধোয়ায়ে চরণ।
করেতে কনক ঝারি নিয়া সহচরী
মনের হরিষে ধোয়ায় চরণ দুখানি।
আয় প্রাণনাথ বলে ডাকিতে লাগিল,
জোড় কর করে গিয়া সম্মুখে দাঁড়াল।
বাহু পসারিয়া রাই ডাকিল যখন,
পালঙ্কের উপরে বসিল তখন।
পালঙ্কের উপরে রাই নাগর নিল কোলে,
সহচরী আনন্দিত নিকুঞ্জের বনে।
কোকিল আসিয়া ডাকে ঘন ঘন স্বরে,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচে ময়ূরী ময়ূরে।
রাই বলেন আমায় ছাড়া কোথায় ছিলে হরি,
এখন তো মান আমি করিতে তো পারি।
ভয় নাই মান আর না করিব হরি,
করি বা না করি মান সে কথাটা তো বলি।
নাগর বলেন প্রিয়ে মান করা কেন,
পুষ্প তুলিতেছিলাম কমলের বনে।
বিনা সুতার হার গেঁথে দিব তোমার গলে,
জনম সফল হবে এই সাধ মনে।
তুচ্ছ ভেবে হার যদি নাহি পর গলে,

মনে ভেবে আছি দিব চরণ কমলে।
পীত ধড়া হার দিলেন রাইয়ের গলে
রাধা কৃষ্ণের মিলন হ'ল নিকুঞ্জের বনে।
ও রাধা চন্দ্রমুখী না করিও মান
রাধা কৃষ্ণ ভেদ নাই একই পরাণ।
আগে রাধা পরে কৃষ্ণ শুনিতে বিলাস,
নিশ্চয় জানিও রাধা আমি তোমার দাস।
আনন্দের সীমা নাই কর অবধান
মধু খেয়ে ভ্রমরা ভ্রমরী করে গান।
আনন্দে কাষ্ঠ বিড়াল বাজাইছে গাল,
মর্কট বানরে নাচে তারা ধরে তাল।
নব নব লতা যত হ'য়ে কুতূহলী
আনন্দে পত্রে পত্রে দিচ্ছে করতালি।
আনন্দে তরুলতা হেলাইলেন পত্র,
ললিতা বিশাখা মাথায় ধরে ছত্র।
অল্প অল্প রস বিভূষিত আঁখি,
দোঁহ চন্দ্রমুখ দেখে দোঁহে হ'ল সুখী।
দোঁহে দোঁহে আলিঙ্গন দেন বারে বারে,
রাধাকৃষ্ণের মিলন হ'ল নিকুঞ্জের বনে।
রাই বলেন আর তুমি না পোহাইও নিশি,
রসের নাগর নিয়ে আনন্দেতে ভাসি।
জ্ঞানদাস বলে নিশি নিকুঞ্জেতে থাকিও।
রাধাকৃষ্ণের একাসনে আঁকিয়া রাখিও॥

ব্রত বিবরণ।

জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত মহকুমা টাঙ্গাইলের ও জেলা ঢাকার অন্তর্গত মহকুমা মাণিকগঞ্জের লৌকিক ব্রত বিবরণগুলি উপস্থিত করিতেছি।

হরিষ মঙ্গলচণ্ডী।

বৈশাখ মাসে পুরনারীগণ আত্মীয় স্বজনের মঙ্গলকামনায় হরিষ মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বৈশাখ মাসে নূতন বৎসরের আরম্ভ। পুরনারীগণ নব-বর্ষের

সূচনায় মঙ্গল দেবীর আরাধনা করিয়া পরিবার মণ্ডলীর নিমিত্ত সংবৎসরব্যাপী আনন্দ যাচ্ঞা করেন। ব্রতচারিণী অষ্ট সংখ্যক দূর্ব্বা ও অষ্ট সংখ্যক আতপ তণ্ডুল (ঢেঁকীতে ভানা আতপ চাউলের ব্যবহার নিষিদ্ধ, ব্রতকারিণীকে নিজ হাতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া চাউল বাহির করিয়া লইতে হয়) সহ কদলীপত্র ত্রিভুজাকারে ভাঁজ করিয়া সিঙ্গাইর প্রস্তুত করিয়া দেবালয়ে প্রদান করেন। নিকটে কোন দেবালয় না থাকিলে গৃহেই পুরোহিতকে আহ্বান করা হয়। সিঙ্গাইর সিন্দূর লিপ্ত করিয়া টাটের উপর স্থাপন পূর্ব্বক মঙ্গলচণ্ডীর উদ্দেশ্যে পূজা করা হয়। পুরনারীগণ এই সকল সিঙ্গাইর যত্নপূর্ব্বক গৃহে রক্ষা করেন। পূজা শেষ হইলে ব্রতচারিণী সিঙ্গাইর হস্তে ধারণ করিয়া ব্রত কথা শ্রবণ করেন। বৈশাখ মাসে প্রতি মঙ্গলবার হরিষ মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করিতে হয়। ব্রতের দিন ধান চাউলে প্রস্তুত আহার্য্য ভোজন করিতে নাই।

আম ষষ্ঠী।

আমষষ্ঠী হিন্দু নারীর একটি প্রধান ব্রত। ষষ্ঠী দেবী শিশুসন্তানের রক্ষাকর্ত্রী। সুতরাং ষষ্ঠী পূজা স্বভাবতই আমাদের ব্রতাধিকারে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে পুরনারীগণ এ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্রতের দিন প্রাতঃকালে নারীগণ এক এক গুচ্ছ দুর্ব্বা, (দুর্ব্বার সংখ্যা ১২৬ হওয়া আবশ্যক) এক এক খানি বিচন ও এক একটি পাকা আম সঙ্গে লইয়া নদীতে অথবা অন্য কোন জলাশয়ে স্নানার্থ গমন করেন। স্নানান্তে তাঁহারা দুর্ব্বা গুচ্ছ দ্বারা এক শত ছয় বার চোখে জল সেচন করেন, তাহার পর এক এক বার এক এক ষষ্ঠীর নাম লইয়া দুর্ব্বাগুচ্ছ দ্বারা আমের উপর "ষাইট" "ষাইট" বলিয়া জল সেচন করেন। স্নানান্তে গৃহে আগমন করিয়া বিচন ও আম্র সহযোগে দুর্ব্বা গুচ্ছ দ্বারা স্নেহভাজন আত্মীয় স্বজনের গাত্রে "ষাইট" "ষাইট" বলিয়া জল সেচন করেন। বাড়ীতে দেবালয় থাকিলে দেবতার গাত্রেও পূর্ব্বোক্তরূপে জল সেচন করিতে হয়। পূজার অঙ্গন বিচিত্র আলিপনায় সুশোভিত করিয়া উহার মধ্যস্থলে একটি বৃক্ষ চিত্রিত হয়। এই বৃক্ষের নাম ষষ্ঠীর গাছ। ব্রতচারিণী-গণ বৃক্ষমূলে একটি পুতা (শিল নোড়া) সংস্থাপন করিয়া তদুপরি ষষ্ঠী দেবীর আবির্ভাব কল্পনা করেন। তাঁহারা স্নান কালে ব্যবহৃত সমস্ত দুর্ব্বাগুচ্ছ বিচন ও আম দেবীর তিন পার্শ্বে সজ্জিত করিয়া রাখেন। ব্রতচারিণীগণ প্রতি জনে পূজার স্থানে ছয়টি আম, ছয়টি কদলী ও ছয়টি পান এক এক খানি পাত্রে প্রদান করেন। ইহার নাম ষষ্ঠী ব্রতের বায়না। প্রাগুক্ত দ্রব্য সকল যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে পূজা আরম্ভ হয়। পূজা সাঙ্গ হইলে ব্রত কথা শ্রবণ করেন। ব্রত কথা শেষ হইলে ১২২ দুর্ব্বাগুচ্ছ হইতে এক এক গাছি করিয়া দুর্ব্বা পুতার মাথায় অর্পণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেব দেবী ও আত্মীয় স্বজনের নামোচ্চারণ সহকারে "ষাইট" "ষাইট" বলেন। "ষাইট" দেওয়া শেষ হইলে ব্রত-

চারিণীগণ বায়না বদল করেন। প্রত্যেকে চার চারটি করিয়া আম ও কলা কোচে লইয়া দণ্ডায়মান হন। এক জন অপর এক জনের কোচে দুইটি আম ও দুইটি কলা প্রদান করেন। যাঁহার কোচে আম ও কলা দেওয়া হয় তিনি আবার কোচ হইতে দুইটি করিয়া নিজের আম ও কলা তাঁহার কোচে দেন। ইহার নাম বায়না বদল। বয়না বদল শেষ হইলেই পূজার শেষ। ব্রতের দিন ধান চাউলে প্রস্তুত আহার্য্য গ্রহণ নিষিদ্ধ।

মনসা।

সর্পভীতি নিবারণের জন্যই এই ব্রতের অনুষ্ঠান। পুরোহিত ঠাকুর আষাঢ় মাসের সংক্রান্তির দিন ঘট বসাইয়া দশোপচারে দেবীর পূজার সূচনা করেন। তার পর সম্পূর্ণ এক মাস ঘটের উপর দেবীর পূজা করিতে হয়। মাসিক পূজার জন্য দশোপচারের আবশ্যকতা নাই; ফুল বেলপাতাই যথেষ্ট। দেবীর ভোগের জন্য ফল মূল কিছু দিতে হয়। পূর্ণ এক মাস গত হইলে পুরোহিত ঠাকুর শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন ব্রত উদ্‌যাপন করেন। এ দিন অষ্টনাগের উপর দেবীর দশোপচারে পূজা হইয়া থাকে। একটি ঘটের গাত্রে তিনটি সাপ ও ঘটের মুখে পাঞ্জার মত একটা ঢাকুনি, ঢাকুনির গাত্রেও পাঁচটি সাপ, ইহার নাম অষ্টনাগ। পুরোহিত ব্যতীত অন্যের পূজাধিকার নাই। বৈষ্ণব গৃহে মনসা দেবীর পূজা যে ভাবে হইয়া থাকে, এস্থানে তাহাই বিবৃত হইল। অধিকাংশ শাক্ত গৃহে দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া যোড়শোপচারে পূজা হইয়া থাকে।

পূজান্তে নারীগণ ব্রত কথা শ্রবণ করেন। ব্রতের দিন অন্নাহার নিষিদ্ধ। ব্রতের পরের দিন অষ্টনাগ বিসর্জ্জন দিতে হয়। তদুপলক্ষে অনেকে নৌকা বাইচ দিয়া থাকে।

চাপড় ষষ্ঠী।

ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে চাপড় ষষ্ঠী ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। চাপড় অর্থ চাপটি, পূজার সময় চাপটি দিতে হয় বলিয়া এই ব্রতের নাম চাপড় ষষ্ঠী। সন্তানের মঙ্গল কামনায়ই আমাদের পুরনারীগণ চাপড় ষষ্ঠী ব্রত করিয়া থাকেন। ঝিঙ্গার চাকের উপর পিঠালীর চাক্তি এবং চাক্তির উপর সিন্দূরের ফোটা দিয়া চাপটি প্রস্তুত করিতে হয়। প্রত্যেক ব্রতচারিণীর নিমিত্ত ছয় খানি করিয়া চাপটির আবশ্যক। এক এক জন ব্রত-চারিণীর নিমিত্ত বিচনে ছয় ছয় খানি চাপটি পূজার স্থানে রাখিয়া দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত ব্রতচারিণীগণ তিল, কলা, গুড় ও পিঠালী দ্বারা চাপটি প্রস্তুত করিয়া একখানি পাত্রে পূজার স্থানে প্রদান করেন। এ চাপটিও প্রত্যেকের নিমিত্ত ছয় খানি করিয়া দিতে হয়; কিন্তু প্রতি জনের জন্য পৃথক পাত্রের আবশ্যক নাই। টাট সংস্থাপন করিয়া তদুপরি দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

পূজান্তে নারীগণ ব্রতকথা শ্রবণ করেন। ব্রত কথা সাঙ্গ হইলে ঝিঙ্গার চাপটিগুলি জলে ভাসাইয়া দিতে হয়। তাহার পর তিলের চাপটি দ্বারা জলযোগ করেন। ব্রতের দিন আমিষ ভক্ষণ করিতে নাই।

লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী ব্রতই আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত। ধন কামনায় পুরনারীগণ লক্ষ্মী দেবীর অর্চ্চনা করেন। হিন্দু মাত্রেরই এ ব্রত অনুষ্ঠেয়। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিই দেবীর অর্চ্চনার দিন। হেমন্ত ঋতুর সমাগমে আমাদের গৃহ শস্য পূর্ণ হইতে থাকে। বঙ্গদেশে শস্যই প্রধান সম্পদ। তাই হেমন্ত ঋতুর প্রারম্ভেই বঙ্গনারী লক্ষ্মী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া সংবৎসরব্যাপী ধন ধান্য কামনা করেন। সন্ধ্যাকালেই দেবীর পূজার সময়। পূজার দিন প্রাতঃকাল হইতেই নারীগণ বিচিত্র আলিপনায় গৃহগুলি সুশোভিত করিতে আরম্ভ করেন। লক্ষ্মীর পারা, পেচক ও ধান ছড়াই এ আলিপনার প্রধান অংশ। বড় ঘরে মধুম থামের নিকট পূজার আয়োজন করা হয় (১)। এই থামের গায় লক্ষ্মী নারায়ণ ও পেচকের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। মধুম থামের গোড়ে চৌকি পাতিয়া তদুপরি দেবীর পূজা করা হয়। চৌকির উপর ছয়টি খোলের ডোল এবং ডোলগুলির মধ্যস্থলে একটি খোলের বেড় স্থাপন করিতে হয়। বেড়ের ভিতরে শূকর দন্ত ও সিন্দুরের কৌটা এবং উপরে রচনার পাতিল রাখা হয়। পাতিলের গায় লক্ষ্মীর পারা ও ধান ছড়া আঁকিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। লক্ষ্মীর সরা দিয়া রচনার পাতিল ঢাকিয়া দিতে হয়। সরার উপরিভাগে লক্ষ্মী নারায়ণ ও পেচকের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। লক্ষ্মীর সরার উপর আধখানা নারিকেলের মালই দিতে হয়। পুরনারীগণ বলেন, এই নারিকেলের মালই কুবেরের মাথা। পূজার চৌকির উপর ধান, যব, তিল, সরিষা, মাসকলাই, এই পঞ্চ শস্য ও সাতকড়া কড়ি ছিটাইয়া দেওয়া হয়। নারিকেলের জল ও নারিকেলের নাড়ু লক্ষ্মী পূজার প্রধান ভোগ সামগ্রী। পুরনারীগণ লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে প্রচুর পরিমাণে এই সব জিনিষের আয়োজন করিয়া থাকেন, ইহা ছাড়া অন্যান্য নানাবিধ ফল মূল, মুড়ি মুড়কি ও লাড়ু বড়ি প্রস্তুত করেন। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিয়া যান এবং বাড়ীর গৃহিণী বসিয়া পূজা করেন। পূজান্তে গৃহিণী ব্রত কথা বলেন। ব্রত কথা শেষ হইলে সকলে মিলিয়া কোজাগর করেন। কোজাগর আর কিছুই নহে, কেবল একটু নারিকেলের জল পান করা। বালকবালিকাগণ নিজ বাড়ীতে কোজাগর করিয়া আত্মীয় স্বজনের গৃহে গমন করিয়া নারিকেলের জল পান করিয়া কোজাগর করিয়া থাকে; সঙ্গে সঙ্গে রসনার তৃপ্তিকর নানাবিধ সামগ্রীর ভোজনও ঘটে। লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন রাত্রিতে কেহই অন্ন আহার করে না। গৃহিণীকে সমস্ত দিন অনাহারে থাকিতে হয়।

(১) যে গৃহে ধান চাউল জিনিষ পত্র রাখা হয় তাহার নাম বড় ঘর। এই সব জিনিষ রাখিবার জন্য মাচা পাতা থাকে। মাচার সম্মুখেই একটি খুটী থাকে এই খুটীর নাম মধুম থাম।

সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী।

সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যই আমাদের পুরনারীগণ সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের অনু-
করিয়া থাকেন। সঙ্কট ব্রত প্রকৃতই সঙ্কট পূর্ণ। মঙ্গলবারে সঙ্কট ব্রত অনুষ্ঠিত
থাকে। বৎসরের মধ্যে দুইবার এই ব্রত করিতে হয়। প্রথম অগ্রহায়ণ মাসে
য়, তাহার পর যে কোন মাসে আর একবার ব্রত করিতে হয়। অষ্ট সংখ্যক দূর্ব্বা
পে সংখ্যক আতপ তণ্ডুল (ঢেঁকীতে কোটা আতপ চাউলের ব্যবহার নিষেধ, ব্রত-
দিকে নিজ হাতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া চাউল বাহির করিয়া লইতে হয়) সহ কদলীপত্র ত্রিভুজা-
ভাঁজ করিয়া সিঙ্গাইর প্রস্তুত করিয়া উহাতে সিন্দূরের কোটা দিয়া লইতে হয়। এরূপ
সিঙ্গাইরের আবশ্যক। সিঙ্গাইর প্রস্তুত করিবার সময় ডান হাত পায়ের ভাঁজে আবদ্ধ
রা রাখিতে হয়। সিঙ্গাইর দুইটি প্রস্তুত হইলে নিকটবর্ত্তী দেব মন্দিরে পূজার জন্য
ন করা হয়। নিকটে কোন দেবালয় না থাকিলে গৃহেই পুরোহিতকে আহ্বান
া হয়।

পূজান্তে ব্রতচারিণী রন্ধনে প্রবৃত্ত হন। রন্ধন আরম্ভ করিবার পুর্ব্বেই তাঁহাকে রন্ধনের
স্ত সামগ্রী একত্র সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। কারণ একবার রন্ধনে বসিলে আর সেস্থান
রিত্যাগ করিতে পারা যায় না এবং অন্যের সাহায্য গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। রন্ধনের সময়েও
তচারিণীকে ডান হাত পায়ের ভাজে আবদ্ধ রাখিতে হয়। এই ভাবে রন্ধন কার্য্য
নির্ব্বাহ করা বড় কঠিন। রন্ধন শেষ হইলেও তিনি রন্ধন স্থান পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে
পারেন না। সেই স্থানে বসিয়া ডান হাত আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহাকে আহার করিতে হয়।
একজনের উপযোগী অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্রতচারিণীকে সমস্তই নিঃশেষ
পূর্ব্বক আহার করিতে হয়; কণিকামাত্রও ভোজনাবশিষ্ট রাখা নিষিদ্ধ। এই ব্রতে দুইটি
সিঙ্গাইয়ের আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রতচারিণী একটি সিঙ্গাইর
সযত্নে গৃহে রাখিয়া দেন; কিন্তু অপরটির চাউল দ্বারা আহারে বসিবার পূর্ব্বে জলযোগ
করেন। আহারান্তে ব্রতচারিণী হাত খুলিয়া নিয়া থাকেন। সধবা ব্রতচারিণীর পক্ষে
আমিষ আহারই প্রশস্ত। রন্ধনকালে ব্রতচারিণী সিঙ্গাইর হস্তে ব্রত কথা শ্রবণ করেন।

উদ্ধার চণ্ডী।

অগ্রহায়ণ মাসে শনি অথবা মঙ্গলবারে উদ্ধার চণ্ডী ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। পুরো-
হিত টাটের উপর চণ্ডী দেবীর পূজা করেন। দেবীর কৃপায় লোকে বিপদ হইতে উদ্ধার
লাভ করে বলিয়াই তাঁহার নাম হইয়াছে উদ্ধার চণ্ডী। ব্রতচারিণীগণ পূজার দিন প্রাতঃ-
কালে প্রত্যেক ব্রতচারিণীর জন্য এক সের এক মুঠা করিয়া আমন ধান মাপিয়া নেন;
এতদ্ব্যতীত যত বাটির মহিলাগণ একসঙ্গে মিলিত হইয়া ব্রত করিবেন, তত সের তত মুঠা
ধান মাপিয়া লইতে হয়। এই শেষোক্ত ধান গৃহ দেবতার জন্য। ধান মাপিয়া লইবার

পর সেগুলি ভানিয়া চাউল করিতে হয়। তাহার পর এই চাউলের গুড়া প্রস্তুত করি চিতই পিঠা তৈয়ার করা হইয়া থাকে। চাউলের গুড়া করিয়া ঝাড়িবার সময় চাউলের কণা বাহির হইয়া থাকে তাহা দ্বারা পরমান্ন তৈয়ার করেন। উদ্ধার চণ্ডীর ব্রতে কোটা চাউলের কুড়াও ফেলিবার নহে। তাহা দ্বারা চাপটী প্রস্তুত করা হইয়া গুড়া প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে চাউল ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ব্রতচারিণীগণ এই ভিজানি জলও ফেলিয়া দেন না; পূজান্তে ব্রত কথা শুনিবার পর এই জল করিয়া থাকেন। ফলতঃ চাউল ভিজানি জল, চিতই পিঠা, পরমান্ন ও চাপটি এ দিন ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। প্রাগুক্ত আহার সামগ্রী সকল প্রস্তুত হইলে তিন করিয়া এক ভাগ গৃহ দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া গৃহস্থ বালকবালিকা দাসদা দেওয়া হয়। বাকী দুই ভাগ দ্বারা ব্রতচারিণীগণ ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন।

কুলাই।

অগ্রহায়ণ মাসে রবি অথবা বৃহস্পতিবারে কুলাই ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। প... বারিক মঙ্গল কামনায় আমাদের পুরনারীগণ এই ব্রতে নিরত হয়েন। পূজার অঙ্গ প্রত্যেক ব্রতচারিণীর জন্য একখানি করিয়া কুলা আঁকিতে হয়। পিঠালীর গোলাই ইহ উপকরণ। কুলার ভিতর সতরটি করিয়া টঙ্কার উপর একটি করিয়া কুলপাতা এবং তদুপ তুলসী ও দুর্ব্বা দিতে হয়। প্রাগুক্ত ভাবে কুলাগুলি সজ্জিত করিয়া তাহাদের উপ খই ও ছাতু ছড়াইয়া দেন। তাহার পর প্রত্যেকে একখানি করিয়া বাঁশের কুলা পূজার অঙ্গনে আনয়ন করেন। এই সকল কুলার ভিতর একটি করিয়া পুত্তলিকা অঙ্কিত থাকে। ছাতু দ্বারা এই সকল পুত্তলিকা অঙ্কিত করা হয়। পূজার স্থান সজ্জিত হইলে পুরোহিত ঘট স্থাপন করিয়া কুলাই দেবীর পূজা করেন। পূজা সাঙ্গ হইলে ব্রতচারিণীগণ ব্রত কথা শ্রবণ করেন। এদিন অন্নাহার নিষিদ্ধ।

ক্ষেত্র।

পুরনারীগণ সন্তানের মঙ্গল কামনায় অগ্রহায়ণ মাসের কোন এক মঙ্গলবারে ক্ষেত্র-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পূজার অঙ্গনের মধ্যস্থলে একটি বিন্নার ছোবা গাড়িয়া তন্নিকট টাট সংস্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি পূজা করিতে হয়। প্রত্যেক ব্রতচারিণী বিন্নার ছোবার তিন পার্শ্বে সাতটি করিয়া বেগুন পাতা পাতিয়া ছাতু ও খৈ দেন। এই ছাতু, চাউল ও তিল ভাজা একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূজান্তে ছাতুসহ বেগুন পাতা বড় ঘরের চালের উপর ফেলিয়া দিতে হয়। বিন্নার ছোবার পার্শ্বে যতজন ব্রত-চারিণী ততখানি কুলা রাখিয়া দিতে হয়; এই সকল কুলার উপর ছাতুর দ্বারা একটি করিয়া পুত্তলিকা অঙ্কিত করা হইয়া থাকে। পুত্তলিকার উপর খৈ ছিটাইয়া দিতে হয়।

প্রাগুক্তরূপে পূজার অঙ্গন সজ্জিত হইলে পুরোহিত ক্ষেত্রদেবের পূজা করেন। পূজা সাঙ্গ হইলে ব্রতকথা শ্রবণ করিতে হয়। ব্রতের দিন অন্নাহার নিষিদ্ধ।

বুড়া ঠাকুরাণী।

অগ্রহায়ণ মাসে মঙ্গলবারে বুড়া ঠাকুরাণীর ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বুড়া ঠাকুরাণীর পোষাকী নাম বনদুর্গা। বনে জন্ম বলিয়া এই নাম হইয়াছে। বনদুর্গা দুর্গার সন্তান। দুর্গার বরে বুড়া ঠাকুরাণী ছেলে মেয়ের পিছনে পিছনে ফিরিবার অধিকার পাইয়াছেন। আমাদের দেশের পুরনারীগণের বিশ্বাস যে বুড়া ঠাকুরাণী কোন ছেলের পিছনে লাগিলে তাহার নানা-প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। এজন্য পুরনারীগণ বুড়া ঠাকুরাণীর প্রীতিলাভ করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রহায়ণ মাসের কোন এক মঙ্গলবারে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অঙ্গনের মধ্যস্থলে শ্যাওড়া গাছের একখানা ডাল গাড়িয়া লইতে হয়। হলুদ চুণে ছোপান এক খণ্ড ন্যাকড়া উহার উপরে দিতে হয়। এই ন্যাকড়া খণ্ডের নাম ধক্‌ধকে। পুরনারীগণ কলার ডাইগা খণ্ড খণ্ড ভাবে কাটিয়া লইয়া তদুপরি পিঠালীর দ্বারা সলিতার মত করিয়া তিন পেঁচ দিয়া থাকেন। প্রথম পেঁচ সাদা, দ্বিতীয় পেঁচ লাল ও তৃতীয় পেঁচ হলদে হওয়া আবশ্যক। ইহার নাম শাঁখা। শাঁখাই ব্রতের প্রধান উপকরণ। যতজন ব্রতচারিণী তত যোড়া শাঁখা দিতে হয়। ব্রতচারিণীগণ পূজার স্থানে কলার মাইজে করিয়া নানাবিধ জলপান প্রদান করেন। এই সকল জলপান ভূমালীর প্রাপ্য। পূজার স্থানে প্রাগুক্ত সামগ্রী সকল সন্নিবিষ্ট হইলে পুরোহিত পূজা আরম্ভ করেন। পূজা সাঙ্গ হইলে ব্রতকথা শ্রবণ করিতে হয়। ব্রতের দিন ব্রতচারিণীর পক্ষে অন্নাহার নিষিদ্ধ। বুড়া ঠাকুরাণী ও ক্ষেত্র উভয় ব্রত সাধারণতঃ একদিনেই সম্পন্ন করা হইয়া থাকে।

নাটাই।

অগ্রহায়ণ মাসে তিন বার নাটাই দেবীর পূজা করিতে হয়। রবিবার নাটাই ব্রতের দিন। সময় সন্ধ্যাকাল। নাটাই বিবাহ কর্ত্রী। এজন্য পুরনারীগণ পুত্র কন্যার বিবাহ কামনায় নাটাই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। বিবাহ কি পদার্থ তাহা বুঝিবার বয়স যে সব বালকবালিকার হয় নাই নাটাই ব্রতে তাহাদের আনন্দের পরিসীমা থাকে না। সাতটি তুলসীর পাতা, সাতটি কচুর পাতা, সাত গাছ দুর্ব্বা ও সাতখান চাউলের চাপটি, এইগুলি নাটাই পূজার উপকরণ। সাতখানা চাপটির চারি খানা লুইনা ও তিন খানা আলুইনা করিয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। যত জন বালকবালিকা তত সাতটা তুলসীর পাতা, কচুর পাতা, দুর্ব্বা ও চাপটির আবশ্যক। তুলসী ও কচুর পাতা এবং দুর্ব্বাগুলি চালুনের উপর কলার মাইজে সজ্জিত করিয়া পূজার স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়। গৃহপ্রাঙ্গণই দেবীর পূজার স্থান। পূজার স্থান বিচিত্র আলিপনায় সুশোভিত করা হয়। আলিপনার মধ্যস্থলে একটি পুষ্কর কাটিয়া তাহার পার্শ্বে ঘট স্থাপন পূর্ব্বক দেবীর পূজা করা হয়। বাড়ীর গৃহিণীই দেবীর

পূজা করেন। পুরোহিতের আবশ্যকতা নাই। আহারাদি সম্বন্ধেও কোন নিয়ম নাই। গৃহিণীকেও পূজার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে হয় না। পূজান্তে বালকবালিকাগণ ব্রত কথা শ্রবণ করিয়া চাপটি ভোজন করে। তুলসী ও কচুর পাতা এবং দুর্ব্বাগুলি পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই জলে ভাসাইয়া দিতে হয়।

মূলাষষ্ঠী।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে পুরনারীগণ মূলাষষ্ঠী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই ব্রতে মূলার প্রাধান্য বলিয়াই মূলাষষ্ঠী নাম হইয়াছে। প্রত্যেক ব্রতচারিণীর জন্য ছয়টি মূলা, ছয়টি পান ও ছয়টি কলার আবশ্যক। পান লম্বালম্বি দুভাঁজ করিয়া তন্মধ্যে সুপারি পুরিয়া খড়িকা দ্বারা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। এইগুলি ষষ্ঠী পূজার বায়না। পূজা স্থলে ধৌত আতপ চাউল ও ছয় প্রকার আনাজ প্রদত্ত হইয়া থাকে। পুরনারীগণ পূজার অঙ্গন বিচিত্র আলিপনায় সুশোভিত করেন। আলিপনার মধ্যস্থলে একটি বৃক্ষ চিত্রিত হইয়া থাকে। ব্রতচারিণীগণ বৃক্ষমূলে একটি পুতা শিল নোড়া সংস্থাপন করিয়া তদুপরি ষষ্ঠীর আবির্ভাব কল্পনা করিয়া থাকেন। পূজান্তে ব্রতকথা আরম্ভ হয়। ষষ্ঠী-পূজার দিন ব্রতচারিণীর পক্ষে আমিষ ভক্ষণ নিষিদ্ধ। পূজায় প্রদত্ত আতপ চাউল ও আনাজ দ্বারা অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাহাই আহার করিতে হয়। ব্রত কথা সাঙ্গ হইলে প্রত্যেক ব্রতচারিণী চার চারি করিয়া মূলা, কলা ও পান কোচে লইয়া দণ্ডায়মান হন। একজন ব্রতচারিণী অপর একজন ব্রতচারিণীর কোচে দুইটি মূলা, দুইটি কলা ও দুইটি পান প্রদান করেন। যাঁহার কোচে দেওয়া হয় তিনি আবার নিজের কোচ হইতে দুই দুইটি করিয়া নিজের মূলা, কলা ও পান তাহার কোচে দেন। ইহার নাম ষষ্ঠী ব্রতের বায়না বদল।

পাটাই।

পাটাই ব্রতোপলক্ষে নানারূপ পিষ্টক ও পরমান্নের আয়োজন করা হয়। পাটাই ব্রতের দিন সমাগত হইলে মিষ্টান্ন লোলুপ বালকবালিকার আনন্দের পরিসীমা থাকে না। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশী তিথিতে পাটাই দেবীর পূজা হইয়া থাকে। কেহ কেহ দ্বিপ্রহরে ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে সন্ধ্যাকালেই ব্রত করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। পাটাই দেবীর পোষাকী নাম বন দুর্গা। বিন্নার পাতা ও কলার কাতরা পাটাই দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণের উপকরণ। দুই হাত পরিমাণ লম্বা করিয়া জটা পাকাইতে হয়। তাহার পর এই জটা গৃহ প্রাঙ্গনে মাটিতে গাড়িয়া নানারূপ ফুলে সজ্জিত করা হইয়া থাকে। এই জটাই বন দুর্গার মূর্ত্তি। এক এক জন ব্রতচারিণীর নিমিত্ত এক একটি জটার আবশ্যক। জটা গুলি গৃহ প্রাঙ্গণে শ্রেণিবদ্ধ ভাবে সন্নিবিষ্ট করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক পাটাইর চতুর্দ্দিকে মাটিতে চালের গুড়া ছিটাইয়া দিতে হয়। দেবীর ভোগের নিমিত্ত

নিরামিষ অন্নব্যঞ্জন নানারূপ পিষ্টক ও পরমান্ন প্রস্তুত করা হইয়া থাকে অন্ন এবং আড়াই ব্যঞ্জন দ্বারা ভোগ দিতে হয়; তদতিরিক্ত ব্যঞ্জন ও পিষ্টকাদির আয়োজন ব্রতচারিণীগণ সাধ্যমত করিয়া থাকেন। কলার মাইজ ভিন্ন অন্য কোন পাত্রে ভোগের অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি দেবীর পার্শ্বে আনয়ন করা নিষিদ্ধ। ভোগের সমস্ত সামগ্রীই ভূমালীর প্রাপ্য। প্রাগুক্তরূপে পূজার স্থল সজ্জিত হইলে পুরোহিত ঠাকুর পূজা করিতে আরম্ভ করেন। পূজা সাঙ্গ হইলে ব্রত কথা শ্রবণ করিতে হয়। ব্রতচারিণীগণ এ দিন ষষ্ঠী দেবীর ভোগের জন্যও পৃথক আয়োজন করিয়া থাকেন। পাটাই ব্রত নির্ব্বাহিত হইবার পর পুরোহিত ঠাকুর ষষ্ঠীর উদ্দেশ্যে নিরামিষ অন্নব্যঞ্জন পিষ্টক পরমান্ন নিবেদন করিয়া দেন। এই সকল অন্নব্যঞ্জন রন্ধনশালাতেই সজ্জিত করিয়া রাখা হয়। পুরোহিত ঠাকুর তথায় গমন করিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে তৎসমুদয় উৎসর্গ করেন। পরদিন অতি প্রত্যুষে ভূমালী পাঠাই-গুলি নদী বা অন্য কোন জলাশয়ের ধারে গাড়িয়া রাখিয়া আসে। রাত্রি প্রভাত হইবার পর গৃহ প্রাঙ্গনে পাটাই দেখা অশুদ্ধ। এজন্য কাহারও নিদ্রা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই ভূমালী পাটাইগুলি অপসৃত করে। ব্রতকারিণিগণ ব্রত অন্তে ব্রত কথা শ্রবণ করিয়া ষষ্ঠী দেবীর ভোগের প্রসাদ গ্রহণ করেন। তাহার পূর্ব্বে অনাহারে থাকিতে হয়। পূজার দিন ব্রতচারিণীর পক্ষে তৈলসেক নিষিদ্ধ।

লক্ষ্মীনারায়ণ।

অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিনই লক্ষ্মী নারায়ণ ব্রতের সময়। কিন্তু যদি কেহ কোন কারণে এ দিন ব্রত করিতে না পারেন তাহা হইলে তিনি মাঘ অথবা বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষে যে কোন এক রবিবারে উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এ ব্রতের অনেক সাজ সারঞ্জাম। পিঠালী দিয়া জামরুলের আকারে দুইটি পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেকটির মস্তকে সতর গাছ দুর্ব্বার দ্বারা চূড়া দেওয়া হয়। চূড়ার পার্শ্বে হাতে খোঁটা একটি চাউল গাড়িয়া দিবার নিয়ম আছে। এই পুত্তলিকা দুইটির নাম দেবরাজ ও শুভরাজ। যত জন ব্রতচারিণী ততটি দেবরাজ শুভরাজের আবশ্যক। পুরোহিত এই সব দেবরাজ ও শুভরাজ টাটের উপর সংস্থাপন করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশ্যে পূজা করেন। পূজার সময় টাটের এক পার্শ্বে সাতটি মেটে গাছার উপর সাতটি মেটে মল্লিকা ও অপর পার্শ্বে সাতটি মেটে খুটি মুছি সজ্জিত করিয়া মল্লিকা গুলিতে তেল সলিতা প্রদান পূর্ব্বক প্রদীপ জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। ব্রতচারিণীগণ খুটি মুছিগুলি দুগ্ধ পূর্ণ করিয়া দেন। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করিলে ব্রতচারিণীগণ সাদাদৈলা দুগ্ধপক্ক দৈলা দ্বারাই উদর পূর্ত্তি করেন; অন্য কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করেন না। (১) দৈলা দুধে জ্বাল করিবার সময় যত-জন ব্রতচারিণী ততটি মুলিগুলিও জ্বাল দেওয়া হয়। পিঠালী দিয়া পিঠা কুমরের গোটার

(১) চাউলের গুঁড়া দিয়া ছোট বিচাকলার আকারে প্রস্তুত পিঠার নাম দৈলা।

মত করিয়া সুলিগুলি প্রস্তুত করা হয়; উহার ভিতর হাতে খোঁটা কুড়িটি করিয়া চাউল ভরিয়া দিতে হয়। ব্রতচারিণীগণ আহারের পূর্ব্বে সুলিগুলি দিয়া জলযোগ করেন। কিন্তু মাঘ অথবা বৈশাখ মাসে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করিলে আহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত রূপ হাঙ্গামা করিতে হয় না; তাঁহারা ব্রতের দিন কেবল মাত্র সিদ্ধ পোড়া ভাত দিয়াই উদর পূর্ত্তি করেন। পূজা শেষ হইলে ব্রত কথা শ্রবণ করেন; ব্রত কথা অন্তে আহার করিতে বসেন।

নিরাকুলি।

অগ্রহায়ণ, মাঘ, বৈশাখ,—এই তিন মাসের একমাসে নিরাকুলি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। গৃহ প্রাঙ্গনে পুতা সংস্থাপন করিয়া তদুপরি নিরাকুলি দেবের পূজা করা হয়। ব্রতচারিণী সোয়াশত পান দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ কলার মাইজে এবং অন্য ভাগ চালুনে করিয়া পূজার স্থানে সজ্জিত করিয়া রাখেন আর একটি পৃথক পাত্রে একটি পান ও একটি সুপারী প্রদান করেন। এই পান সুপারী বাড়ীর রাখালের প্রাপ্য। বাড়ীতে রাখাল না থাকিলে অন্য কোন বালকে উহা নিয়া থাকে। এই ব্রতের সময় সন্ধ্যাকাল। এ ব্রতে পুরোহিতের আবশ্যক নাই। ব্রতচারিণীকে ব্রতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে হয় না। ব্রত শেষ হইলে চালুনের পানগুলি সমবেত দর্শকগণ মধ্যে বিতরণ করা হয়। নিরাকুলি ঠাকুরের ভোগের জন্য ব্রতচারিণী নানারূপ ফলমূল দধি দুগ্ধের আয়োজন করেন। সাধারণতঃ অন্নপ্রাশন, চূড়া, বিবাহ প্রভৃতি বৃহদ্ব্যাপারের শেষে গৃহিণীগণ নিরাকুলি ব্রত করিয়া থাকেন। এই সকল শুভ ব্যাপারের মূল পুত্র কন্যার মঙ্গলকামনাই উহার উদ্দেশ্য। ব্রত সাঙ্গ হইলে ব্রত কথা শ্রবণ করেন।

লোটন ষষ্ঠী।

পুরনারীগণ সন্তানের মঙ্গলকামনায় পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে লোটন ষষ্ঠী ব্রত করিয়া থাকেন। তাঁহারা পিঠালি দিয়া পানের পুরার মত প্রস্তুত করেন; এইগুলির নাম লোটন। লোটনের মাথায় সিন্দুর দিতে হয়। কোন কোন সম্পন্ন গৃহস্থ সোণা বা রূপার লোটন প্রস্তুত করিয়া রাখেন। লোটনের উপর পূজা করিতে হয়। প্রত্যেক ব্রতচারিণীর জন্য ছয়টি করিয়া লোটনের আবশ্যক। পিঠালী, কলা ও চিনি দ্বারা আর এক প্রকার লোটন প্রস্তুত করিয়া পূজার স্থানে দিতে হয়। প্রত্যেক ব্রতচারিণী এইরূপ ছয়টি করিয়া লোটন প্রদান করেন। পূজা ও কথা সাঙ্গ হইলে ব্রতচারিণীগণ শেষোক্ত লোটন দিয়া জলযোগ করেন। তাহার পর নিরামিষ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আহার করেন। এ দিন আমিষ আহার করিতে নাই।

জ্বরাসুর।

জ্বরের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাদের পুরনারীগণ জ্বরাসুরের পূজা করিয়া

থাকেন। পৌষ মাসেই জরাসুরের পূজা করার নিয়ম। কিন্তু কেহ যদি কোন কারণে পৌষ মাসে করিতে না পারেন তবে ফাল্গুন মাসেও করা যাইতে পারে। শনি বা মঙ্গল-বারেই জরাসুরের পূজার দিন। পুরোহিত টাটের উপর দুইটি দৈলা (চাউলের গুড়া দিয়া ছোট বিচাকলার আকারে প্রস্তুত পিঠার নাম দৈলা) সংস্থাপন করিয়া তাহার উপর পূজা করেন। ব্রতচারিণীগণ এ দিন কতগুলি দৈলা সিদ্ধ ও পরমান্ন পাক করেন। এই দৈলা ও পরমান্নের কিয়দংশ বিন্নার ছোপার গোড়ে নিয়া দিতে হয়। ব্রতচারিণীদের মধ্যে একজন এই সব তথায় লইয়া যান এবং তথায় স্থাপনান্তর বিন্নার ছোপার গায় সিন্দুরের ফোঁটা দেন। অবশিষ্ট দৈলা ও পরমান্ন ব্রতচারিণীগণ আহার করেন। এ দিন অন্নাহার নিষিদ্ধ। কেবল দৈলা ও পরমান্নই ব্রতচারিণীগণের আহার্য্য হইয়া থাকে। পূজার টাটের দৈলা ও ফুল বেলপাতা জলে ফেলিয়া দিতে হয়। এ ব্রতের কথা নাই।

মস্কিল আসান।

কেহ বিপদে পড়িলে মস্কিল আসানের পূজা মানস করে। মস্কিল আসানের পূজা বিষ্ণুর পূজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মাঘ অথবা ফাল্গুন মাসে রবি বা বৃহস্পতিবারে মস্কিল আসানের পূজা করিতে হয়। ইহাতে পুরোহিতের আবশ্যক নাই। পুরোহিত ঠাকুরাণীই টাট বসাইয়া বিষ্ণুর পূজা করেন। ব্রতচারিণী ব্রাহ্মণেতর জাতীয়া হইলে তাঁহার পূজায় কোন অধিকার থাকে না। পুরোহিত ঠাকুরাণীই মন্ত্রপাঠ ও পূজা উভয়ই করেন। ব্রতের দিন শাক ভাত আহারই প্রশস্ত। ভাজা পোড়া ও ব্যঞ্জন আহার নিষিদ্ধ। দধি দুগ্ধ সম্বন্ধে কোনরূপ নিষেধ বিধি নাই। ব্রতচারিণীকে নিজ হাতে আট মুটা, আট চিমটি চাউল মাপিয়া নিয়া রন্ধন পূর্ব্বক সমস্তই নিঃশেষ করিয়া আহার করিতে হয়, এক কণিকাও ফেলিয়া দিতে পারা যায় না। পূজান্তে ব্রতচারিণী ব্রত কথা শ্রবণ করেন।

লক্ষ্মী।

আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দেশব্যাপী লক্ষ্মী ব্রতোৎসব হইয়া থাকে। এ ব্রতের বিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ফাল্গুন মাসে পুরনারীগণ আর একবার লক্ষ্মী দেবীর পূজা করেন। কিন্তু প্রধানতঃ কৃষিজীবীর গৃহেই এ পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ক্ষেত্র কর্ষণের সূচনায় বঙ্গনারী লক্ষ্মী দেবীর আরাধনা করিয়া সংবৎসরব্যাপী সুফসলের প্রার্থনা করেন। ফাল্গুন মাসে বীজ বপনের পূর্ব্বেই লক্ষ্মীব্রত সমাধা করিতে হয়। গৃহিণী-গণ লক্ষ্মী পূজা না করিয়া গৃহ হইতে বপন জন্য বীজ বাহির করিয়া দেন না। রবি অথবা বৃহস্পতিবারে এ ব্রত করিতে হয়। বাড়ীর গৃহিণী অনাহারে থাকিয়া এক কালীন কত-গুলি আতপ চাউল আবশ্যক মত লইয়া তাহার কিয়দংশ ঢেঁকিতে গুড়া করিয়া আলুইনা দৈলা প্রস্তুত করেন। অবশিষ্ট চাউল দ্বারা পরমান্ন- এবং দুগ্ধ সিদ্ধ অন্ন প্রস্তুত করা হয়।

এই সব খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইলে ব্রতচারিণী বড় ঘরে মধুমখামের নিকট ঘট সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহার নিকট তিনখানা কলার মাইজ পাতিয়া তাহাতে দুগ্ধসিদ্ধ অন্ন প্রদান করেন এবং উহার পার্শ্বে কিছু কিছু দৈলা রাখিয়া দেন। পরমান্ন পৃথক একটি পাত্রে রাখিয়া দিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত ভাবে ব্রতস্থল সজ্জিত হইলে ব্রতচারিণী পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করেন। এ ব্রতে পুরোহিতের আবশ্যক নাই। পূজান্তে ব্রতচারিণী প্রাগুক্ত সামগ্রীগুলি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকেন। ব্রতচারিণীর ভোজনের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা বালকবালিকা, আত্মীয়স্বজন ও দাসদাসীকে আহার করিতে দেওয়া হয়। কিন্তু সকলকেই বড় ঘরে বসিয়াই ভোজন কার্য্য শেষ করিতে হয়; কারণ লক্ষ্মীর প্রসাদ বাহিরে আনিতে পারা যায় না। সন্ধ্যাকালেই ব্রতের সময়। বড় ঘরেই পরমান্ন প্রভৃতি সামগ্রী প্রস্তুত করিতে হয়। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকে বীজ বপনের পূর্ব্বে ব্রত করিতে না পারিলে বৈশাখ মাসে সমস্ত বীজ বপন শেষ হইয়া গেলে রবি অথবা বৃহস্পতি বারে ব্রত করা যাইতে পারে। এ ব্রতের কথা নাই।

সুবচনী।

পুত্রের বিবাহ অন্তে নব বধূর সুবচন অর্থাৎ প্রিয়বাদিত্ব প্রার্থনা করিয়া মাতা সুবচনী দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। গৃহ প্রাঙ্গণে একটি পুকুর কাটা হয়। পুকুরের সম্মুখে দুই সারিতে সতরটি ছোট ছোট গর্ত্ত খুঁদিতে হয়। ব্রতচারিণী এই সকল গর্ত্ত কাঁচা দুধ দ্বারা পূর্ণ করেন। গর্ত্তের পর তৈল দ্বারা সিন্দুর মাড়িয়া নিয়া দুইটি পুত্তলিকা আঁকিতে হয়। এই পুত্তলিকাদ্বয়ের পশ্চাতে মৃণ্ময় ঘটসংস্থাপন করিয়া পুরোহিত সুবচনী দেবীর পূজা করেন। ব্রতের সময় নানারূপ ফলমূল ও দধি দুগ্ধ দেওয়া হইয়া থাকে। ব্রতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর কন্যাকে অনাহারে থাকিতে হয়। আহার সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার নিয়ম পালন করিতে হয় না। ব্রত কালে পান সুপারী দিতে হয়। এই পান সুপারী সকলকে বিতরণ করিয়া দিতে হয়। সুবচনী ব্রতের কথা নাই।

সুমতি।

কাহারও কুমতি হইলে তাহার সুমতির কামনা করিয়া সুমতি দেবীর পূজা করা হয়। সুমতি পূজার প্রণালী অতি সহজ। তিনটি পথের সম্মিলন স্থানে সিন্দুরের দুইটি পুত্তলিকা আঁকিয়া ফুল বেলপাতা দিলেই সুমিতির পূজা হইল। এ ব্রতে পুরোহিতের আবশ্যক নাই। শনি বা মঙ্গলবারই সুমতি পূজার দিন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সুমতি ব্রত করিতে হয়। এ ব্রতে আহার সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রতিপাল্য নিয়ম নাই। পান সুপারী ও খয়ের এ ব্রতের প্রধান আয়োজন। ব্রত অন্তে এ গুলি সকলকে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। পূজান্তে ব্রতচারিণী গৃহে আসিয়া ব্রত কথা শ্রবণ করেন।

জয় মঙ্গলচণ্ডী।

আত্মীয় স্বজনের মঙ্গল কামনায় পুরনারীগণ জয় মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করিয়া থাকেন। প্রতি মঙ্গলবারেই এ ব্রত করা যাইতে পারে। এ জন্য পুরনারীগণ বৎসর মধ্যে বহুবার জয় মঙ্গলচণ্ডীর আরাধনা করিয়া থাকেন। ব্রতের দিন জলপান ভিন্ন অন্য কোন প্রকার খাদ্য নিষিদ্ধ। ব্রতচারিণী অষ্ট সংখ্যক দূর্ব্বা ও অষ্ট সংখ্যক আতপ তণ্ডুল (ঢেঁকিতে ভানা আতপ চাউলের ব্যবহার নিষিদ্ধ। ব্রতচারিণীকে নিজ হাতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া চাউল বাহির করিয়া লইতে হয়।) সহ কদলীপত্র ত্রিভুজাকারে ভাজ করিয়া সিঙ্গাইর প্রস্তুত করিয়া দেবালয়ে প্রদান করেন। নিকটে কোন দেবালয় না থাকিলে গৃহেই পুরোহিতকে আহ্বান করা হয়। সিঙ্গাইর সিন্দুর লিপ্ত করিয়া টাটের উপর সংস্থাপন পূর্ব্বক মঙ্গল চণ্ডীর উদ্দেশ্যে পূজা করা হয়। পুরনারীগণ পূজান্তে সিঙ্গাইর যত্নপূর্ব্বক গৃহে রাখিয়া দেন। অনেকে বিদেশ যাত্রাকালে সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে জয় মঙ্গল চণ্ডীর সিঙ্গাইর সঙ্গে নিয়া থাকেন। পূজা শেষ হইলে ব্রতচারিণী সিঙ্গাইর হস্তে ধারণ করিয়া ব্রত কথা শ্রবণ করেন।

জয় মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের সংক্ষিপ্ত কথা সমবেত সভ্য মহোদয়গণকে উপহার দিয়া এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবগণ আদি।
স্বর্গের দেবতা বন্দি পাতালে বাসুকি॥
পূজহ মঙ্গলচণ্ডী জগতের মাতা।
দুর্গতি নাশিনী সকল মঙ্গল দাতা॥
সর্ব্ব সুখদায়িনী ভক্ত বৎসলা।
সময়ে পাষাণ দেবী হওগো কোমলা॥
করিত নানা কর্ম্ম সাধু ধনপতি।
লহনা খুল্লনা ছিল তাঁহার যুবতী॥
সতীনের বাক্যে সাধু হইয়া পাথর।
স্বামী হয়ে নিজে দিল রাখিতে ছাগল॥
ছাগল লইয়া রামা ফিরে বনে বনে।
দৈবযোগে দৈব স্থানে হারাল ছাগলে॥
হেন কালে শুনিল মঙ্গল হুলাহুলি।
কি ব্রত ইহার নাম কিবা ফল ইথি॥
নির্ধনের ধন হয় নিত্য বাড়ে সুখ।
অপুত্রক পুত্র পায় যায় সর্ব্ব দুখ॥

ইহা বলি সর্ব্ব সুখী ব্রত আরম্ভিল।
ব্রতের প্রত্যক্ষ ফল খুলনারে দিল॥
হারান ছাগল তবে আসিয়া মিলিল।
ঘরে বসি সুখে রামা ব্রত আরম্ভিল॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমস্তু তে॥

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

গ্রাম্য-শব্দ-সংগ্রহ।

(বরিশাল জেলায় প্রচলিত)

আইখ্‌খা=বাঁশের আইখ্‌খা, বাঁশের গাঁইট বোধ হয় 'অক্ষি' শব্দ হইতে।
অচি=মালা, নারিকেলের মালা
আগৈল=ঝুড়ি, জিনিস বহিবার জন্য
আনাজ=তরকারী
আনাজী কলা=কাঁচকলা
আনাষ্টন=অভাব, অনাটন
আড়ি=বীচি, বীজ
আহাল=উনান
আবডাল=আড়াল
আহেজা=আকাঙ্ক্ষা
ইছা=চিংড়ী মৎস্য
উলি=উঁই
উহাল=বমি
উদ্‌লা=আঢাকা, অনাবৃত
উষ্ট=উচ্ছিষ্ট
এউক্‌কা=একটি
একালে } একেবারে, এক কালীন
একারে }
ওসার=ওয়াড়, ঢাক্‌নী
ওস্=হিম
ওহানে=ও স্থানে
ওবসা কিম্বা ওস্‌সা=শয়ন গৃহ সংলগ্ন রন্ধন গৃহ।
কোলা=মাঠ, ধান্যক্ষেত্র
কাউয়া=কাক
কার=গৃহের আড়ার উপর দ্রব্যাদি রাখিবার মাচান।
কড়ুয়া=আক্‌শী
কোহান=কোন্ স্থান
ক্যাম্বায়=কি প্রকারে
কয়া=এক প্রকার হরিদ্বর্ণ, কড়িঙ্

কাকই = চিরুণী, সংস্কৃত কঙ্কতিকা

কাবারী = সুপারীগাছের এক প্রকার খণ্ড (ব্যাকারীর মত) যাহা 'কার' বা মাচাং প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

কোচ = মৎস্য মারিবার (বিদ্ধ করিবার) অস্ত্রবিশেষ

কাঠুয়া বা কাঠা = এক প্রকার কচ্ছপ।

কেডা = কে।

খাড়াল = মেঝে (ঘরের)

খুঁডা = খোঁটা

খারান = দাঁড়ান

খারই = মৎস্য রাখিবার বিশেষতঃ আনিবার পাত্র বিশেষ।

খাউজান = কণ্ডূয়ন, চুলকান

খান্দার = ঝগড়া

খোল = যেমন 'গুয়া'র 'খোল'। সুপারী গাছের পাতার যে প্রশস্ত অংশ বৃক্ষের সহিত সম্বদ্ধ থাকে।

খোট্ = ধুতির এক প্রান্ত

খারাক্থারি = শীঘ্র

গা = সুপারী গণিবার জন্য প্রত্যেক দশটিতে এক 'গা' হয়

গুটি = কোঁচা (কাপড়ের)

গোন = নদীর টান অনুকূল হওয়া

গোনে = হইতে 'এমনে গোনে' এস্থান হইতে

গুরমুরিয়া = গোঁড়ালী (পায়ের)

গরা = মাছ ধরিবার নিমিত্ত খালের এপার ওপার যে বেড়া দেওয়া হয়।

গিট্ = গেরো, গাঁট।

গাঙ্ = নদী

গুরা = নৌকার মধ্যে তলদেশে তক্তা আট্‌কাইবার জন্য যে আড় ভাবে কাষ্ঠখণ্ড সংযুক্ত করা হয়।

গলই = নৌকার অগ্রভাগ।

গোবরাট্ = চৌকাঠ

গারিয়া = গর্ত্ত

গ্যারা = নারিকেলের পাতার দৃঢ় অংশ

গল্লা = পোনা মাছ

চৈর = লগি। নৌকা চালাইবার বংশ খণ্ড।

চাদৈর = চাদর

চিব্ড়ী = পানের পিক্

চাচ্ = দর্ম্মা

চাচ্ = গালা

চুকা = টক্

চার্ = সাঁকো। খাল প্রভৃতি পার হইবার নিমিত্ত বংশনির্ম্মিত সেতু।

চাউল = চা'ল

চিঙৈর = চিঙ্ড়ী

চুরী = নারিকেল ফল কিম্বা ফুল জন্মাবস্থায় যে কোষ কিম্বা ঢাক্নীর মধ্যে থাকে।

ছোডা = কলা গাছের গা হইতে রজ্জুর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে অংশ গৃহীত হয়।

ছাপ্রা = সময়োচিত, অযত্ন প্রস্তুত গৃহ

ছোলা = ছোব্ড়া। যেমন নারিকেলের 'ছোল'। কিম্বা আখের 'ছোল' (খোসা)।

ছ্যাম্রা = ছোক্রা, বালক

ছাইচ্ = ঘরের পশ্চাৎভাগ, চালের প্রান্ত ভাগ দ্বারা রক্ষিত ঘরের চতুঃপার্শ্ব

ছোরানী = চাবি

জম্বুরা = বাতাবিলেবু। জম্বীর কথার অপভ্রংশ।

জোতা = জুতা

জোবা = সুবিধা। বিশেষতঃ নদীর স্রোতের সুবিধা। অনুকূল স্রোত।

জাম্বির = গোঁড়ালেবু
ঝাকা = কুমড়া, লাউ প্রভৃতি গাছের জন্য যে মাচান্ প্রস্তুত হয়
ঝিনই = ঝিনুক
টোঙ্ = ধান্য রক্ষার্থ ধান্যক্ষেত্রে কৃষকেরা যে মাচান্ গৃহ তৈয়ার করে।
টোঙ্ = বঁড়শীর ফত্‌না
টোফা = ক্ষুদ্র হাঁড়ি
টনি = বাঁশের কঞ্চি
টুরা = চালের মধ্য ও উর্দ্ধ স্থান উচ্চ অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যথা "গাছের টুরায় উঠিয়াছে?"
টর্কী = নারিকেলের প্রথমাবস্থা
টোকান = কুড়ান
ঠাডা = বজ্র
ঠাৈরেন্ = ঠাকুরাণী। দুর্গাঠাৈরেন্, মা ঠাৈরেন্।
ডোয়া = যে মৃত্তিকা স্তূপের উপর গৃহ নির্ম্মিত হয় তাহার বহির্ভাগ
ডাঙ্গা = পশ্বাদি চলিয়া যে গর্ত্ত হয় এবং বর্ষা-কালে যাহা খালের মত হয় ও তাহাতে নৌকা চলে।
ডেউগ্‌গা = কলার কিম্বা তালের মধ্যস্থ দৃঢ় অংশযুক্ত পাতা
ড্যাব্‌রা = উল্‌টা
ডর = ভয়
ডরা = নৌকার তলদেশ
ডাব = বাঁশ দুই ভাগে চিরিয়া গৃহের চাল নির্ম্মাণের যে সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়
ড্যাম্ = কলার প্রথম উত্থিত পত্র শূন্য চারা গাছ
ডাঢ় = দৃঢ়
ডালি = নৌকার এক পার্শ্ব
ঢেউক = ঢেকুর, উদ্গার
তিন্‌গা = তিনটা
তাক = এদেশে যাহাকে 'কুলুঙ্গী' বলে। বাটীর দেয়ালের গায়ে জিনিস রাখিবার স্থান।
তাওয়া = আগুন রাখিবার মালসা বা হাঁড়ী
ত্যানা = ন্যাকড়া, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড
থালী = স্থালী, যেমন 'ত্যালের থালী' তৈল রাখিবার এক প্রকার পাত্র
দশী = প্রদীপের শলিতা, সংস্কৃত দশা বর্ত্তৌ অবস্থায়াম্"
দ্যাখ্‌কা = দেখিবে
দোন = নদীর প্রখর ঘূর্ণায়মান স্রোত বিশিষ্ট স্থান।
দাওয়া = কাটা; যেমন 'ধান দাওয়া
দাউর = জালাইবার কাষ্ঠ, দারু
দুগ্‌গা = দুটি
দিয়াবাতি = দিয়াশলাই
দাও = কাটারি, দা
ধাপ্ = পুকুরের জলের উপর জলজ বৃক্ষাদি জন্মিয়া যে আবরণ পড়ে
ধলা = শুভ্র, ধবল
নসু, নসীয়া = (স্ত্রীলিঙ্গে নসী)। খোকা, খুকী
নাও = নৌকা
নারা = খড়
নর = নট্। বাদ্যকর জাতি
পুষ্কর = পুকুর
পিরদুপ্ = প্রদীপ
পাস্তা } পান্তা
পশুতি }
পাৎ = পাতা
পিছা = ঝাঁটা

পাতিশিয়াল = শৃগাল
পেরোম্ = পিরান
পোলা = পুত্র, ছেলে
পোলাপান = ছেলে পিলে
পাছার্ = আছাড়
পারান = মাড়ান
পাটা = শিলা
পুতা = নোড়া
পৈঠা = হাঁড়ি বসাইবার জন্য মৃত্তিকা খণ্ড
পাতিল = হাঁড়ি
পেরী = কর্দ্দম, পঙ্ক
পোম্বা = পেঁপে
ফ্যানা = পানা (পুষ্করিণী জাত)
ফুটা = ছিদ্র।
ফাট্কি = চালাকী, ফাঁকি
বাকল = ছাল, বল্কল
বওয়া = বসা
বোলে = নাকি। যথা "হে বোলে যাইবে না" (হে = সে)
বদ্লা লওয়া = রোজ হিসাবে লোক খাটান
বর্গা দেওয়া = প্রজা শস্যের অংশ দিবে এ ক্করারে জমি দেওয়া
বাক্তরকারী = ওল
বন্দো = বন্ধ, বন্ধ
বুরান্ = ডুবান্। 'জলে বুরান্' জলে ডুবান
ব্যাতের আক্রা = বেতের পাতার পার্শ্ব হইতে যে দীর্ঘ কণ্টক শাখা বহির্গত হয়।
ব্যাত্যাইক্ = বেতাগ্র। বেতের কোমল অগ্রভাগ খাবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে
বরই = কুল ফল। সংস্কৃতে 'বদরী'
বুট্ = ছোলার ডাল
বোখোল = বোতোল

বিলই = বিড়াল
বরা বাঁশ = এক প্রকার বাঁশ
ব্যানন = ব্যঞ্জন
বাহুয়াল = মৌলিক
বোহোর = বঁচ ফল
বাউগ্গা = নারিকেলের পাতা
বাইল = নারিকেল কিম্বা সুপারী গাছের পাতা
বাজু = দালানের দেয়াল, এক প্রকার অলঙ্কার
বহর = একত্রে বহুসংখ্যক নৌকা যাওয়াকে বহর কহে
বাইগুন = বেগুন
ব্যার = গড়, ঝিলের ন্যায় অপ্রশস্ত কিন্তু সুদীর্ঘ জলাশয় যাহার দ্বারা বাড়ী বেষ্টিত থাকে
বাদাম = পাল
মালসী ফুল = বেলফুল
মশৈর = মশারী
মোচ = গোঁফ
মাথারী = স্ত্রীলোক (ঘৃণাসূচক)
মৈষ = মহিষ
মোহা = ঘোড়ের মুখ
মেস্তুরী = মিস্ত্রী
মাইয়া = মেয়ে
মাইঠ = জালা
মাকর = মাকড়সা
রাইগগা = সজোরে
র‍্যাং = সূত্রধরের অস্ত্র বিশেষ। 'উকো।'
লাঠী = লাঠী
লইগ্গা = লাগি, জন্য = তোমার লইগগা, তোমার জন্য লবণ
লগে = সঙ্গে

শলা = কাঠী 'পিছার শলা' ঝাঁটার কাঠী
শ্যাজা = শজারু
শিয়াল = ব্যাঘ্র
সিয়ান্ = সীবন, সেলাই করা
সুবরী = সুপারী
সংতা = সুপারী কাটিবার অস্ত্র। জাঁতি
হদিশ = খোঁজ খবর
হগল = সকল
হগলথা = সকলই
হাজান = জ্বালান
হোগল = এক প্রকার গাছ, ইহা দ্বারা মাদুর ও দরমার ন্যায় বসিবার ও পাতিবার দ্রব্য প্রস্তুত হয়
হোগল গুবি = হোগল গাছের পুষ্পের রেণু ইহা দ্বারা অতি উত্তম সুগন্ধি নারিকেল সন্দেশ প্রস্তুত হয়।
হোটোল = হোটেল
হুরুম = মুড়ি
হাউস্ = ইচ্ছা
বাও = উত্তর
লাগ্যা = কারণ, জন্য, যেমন কিসের লাগ্যা = কিসের জন্য
সুমইর = উত্তর
ভুইয়া = ভূস্বামী, বোধহয় ভূঁয়া কথার অপভ্রংশ
ভুমালি = মেথর
কাহার = পাল্‌কিবাহক
নয়া = নূতন
কেরায়া = ভাড়া
আফ্‌খোড়া = চুমকী ঘটী
সুইচ, ছুই = ছুঁচ সূচী
আদার = আস্তাকুঁড়
ল্যাঠা = আপদ, মুস্কিল
নিতা = নিমন্ত্রণ
বর্ত্ত = ব্রত
তরাতরি = শীঘ্র
জোমরা = টোকা, বর্ষার সময় ছাতার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করার জন্য এক প্রকার দ্রব্য। মাথা হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দেওয়া যায়
বাগিচা = বাগান
কোরাল = এক প্রকার মৎস্য, এ দেশে ভেট্‌কী বলে
রসই = রান্না রন্ধন
হাতিনা = দাওয়া বারেণ্ডা
যুয়ান্ = বলশালী

উচ্চারণের সাধারণ নিয়ম।

১। ঁ চন্দ্রবিন্দু, প্রায়ই উচ্চারিত হয় না।

২। ড় স্থানে র উচ্চারণ হয়।

৩। একারের স্থলে সাধারণতঃ য্যা (যেমন বেড় স্থলে ব্যার) উচ্চারিত হয়।

৪। বর্গের প্রত্যেক চতুর্থ বর্ণ স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না যেমন ভাত, ব ও ভ এর মাঝামাঝি উচ্চারিত হয়।

৫। স এর উচ্চারণ প্রায়ই হ এর ন্যায় হয়।

৬। হ এর উচ্চারণ প্রায়ই ও য় এর মাঝামাঝি হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

পুঁথির বিবরণ।

১। কালিকা মঙ্গল।—গোবিন্দ দাস।

প্রতিপাদ্য বিষয়—কালিকা দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থখানি অতি প্রকাণ্ড—ঘটনা হিসাবে ৪ খণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১ম খণ্ডে দেবগণ সমাজে কালী মাহাত্ম্য, ২য় খণ্ডে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের উপাখ্যান, ৩য় খণ্ডে বিক্রমাদিত্য উপাখ্যান এবং ৪র্থ খণ্ডে বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যান বর্ণিত আছে। বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা ভারতচন্দ্রেরই অনুরূপ। এই গ্রন্থে তাহা কেবল সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রারম্ভ ঃ— অভিনব হিমবর মৌলি রচিতধর
মোহন নয়ন তিল আভা।
দশনে কুদিভারণ (?) রুধিরে রঞ্জিততনু
সিন্দুরে সুন্দর বর শোভা।
সর্ব্বদেবগণ গেলা তোমা দেখিবারে॥
রবিসুত দৃষ্টে মুণ্ড হইল বিঘটিত।
আনিয়া কুঞ্জর মুণ্ড কৈলা নিয়োজিত॥
তথির কারণে দেব কুঞ্জর বদন।
সিন্দুর মণ্ডিত কায় এ তিন লোচন॥ ইত্যাদি।

ভণিতা ঃ— (১) রচিল গোবিন্দ দাস চিন্তিয়া ভারতী।
সুপ্রসন্ন হয় মোরে দেবগণ-পতি॥
(২) কালিকাচরণ যার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দ দাসে কালিকা মঙ্গল॥

কবির বাসস্থান ঃ—অত্রি গোত্র দাস কুল জন্ম মোর আদিমুল
চিরকাল নিবাস দি আঙ্গে॥
জয় করি সভাসদ প্রনমহ তান পদ
পুনি পুনি মাগো এই দান।
শুনি হৈবা পরিতোষ না লইবা কোন দোষ
মঙ্গল চণ্ডিকা অধিষ্ঠান॥

মালসী।

শোভিত ভুজঙ্গ হার নিলকণ্ঠ দেবং।
চন্দ্রভাগ শেখর বিরিঞ্চি কোটী সেবং॥
মৃগারি চথরং নম পিনাক পানি নং।
কাকপুঞ্জ দুগন্ধ ভুজত ত্রিপুপান্ত কারিনং॥

স অ সঅ নিলকং হিম হিম সেল বাসিনং।
জনামুণ্ড সরাচণ্ড কালকুট বাসিং॥
জয় জয় নম্ভো ভোলানাথ ঘোর ভয়ধ্বনিনং।
ভনতি গঙ্গা ভারতি প্রনম্য স্থলপানিনং॥
"ভগ্ন পৃষ্ঠ কটি গ্রীব স্তব্ধ দৃষ্টি রধো মুখঃ।
দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরিপালএৎ॥
ভিমস্যাপি রণেৎ ভঙ্গ মুনিরোপি মতি ভ্রমং।
জথা পৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো নাস্তি দোসকং॥
জয় কালিকা নম। জয় কালিকা নম। সন মাঘ ১১১৬
তারিখ ৯ ফালগুণ। শ্রীকৃষ্ণরাম নন্দির স্বাক্ষর মিদং।
এই পুস্তক শ্রীসান্তিরাম দর্ত্তে লেখাইছন। শ্রীরামমোহন দর্ত্ত দাস॥ শ্রীদুর্গা॥

মন্তব্য :—*পত্র সংখ্যা ৩৫, দুই পৃষ্ঠায় লেখা।* সম্পূর্ণ আছে। আত্রেয় গোত্র দাস বংশ কায়স্থগণ বর্ত্তমান সময়ে দিয়াঙ্গ বা আনোয়ারা হইতে চট্টগ্রাম আমিলাইস ও ধর্ম্মপুর মৌজায় গিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহারা কবির অধস্তন পুরুষ কিনা পরে অনুসন্ধান করিয়া লিখিব। চট্টগ্রাম প্রচলিত ২২ কবি মনসাতেও গোবিন্দ দাসের ভণিতা দেখা যায়।

২। রাধিকামঙ্গল। কৃষ্ণরাম দত্ত।

প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ মধুপুরী গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনস্থ সখা ও সখীগণের অবস্থাদি বর্ণন। গ্রন্থ শেষে নন্দ যশোদা প্রভৃতির মধুপুরী আনয়ন বৃত্তান্ত আছে।

আরম্ভ :— রাধিকা জীবন ধন্যা নিত্যা বসন্তি কান্তি মাধবঃ।
ত্রেলক্ষ পতি কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপন্তি মাধবঃ॥
প্রণমোহ গিরিসুতা সুত মোহাশএ।
জাহার স্মরণে মাত্র বিঘ্ন বিনাশএ॥
* * *
পিত্তা মাতা চরণে বন্দম লোটাইয়া ক্ষিতি।
তপস্বি সন্ন্যাসি রিসি বন্দম জথ ইতি॥ ইত্যাদি।

শেষ :— পরাসর সুত ব্যাস মুনি তপোধন।
জন্মজয় স্থানে সেই কহিল কথন॥
রাম কৃষ্ণ গোবিন্দ হরিয় নাম লএ॥
ইহ কালে সুখ অন্তে গোবিন্দ লভএ।
ভক্তি ভাবে নরপতি বন্দিলা চরণ।
বিদায় হইয়া মুনি করিলা গমন॥

ভণিতা :— কৃষ্ণ রাম দত্তে করে রাধিকা মঙ্গল।
শুনিলে পাতক খণ্ডে শরীর নির্ম্মল ॥

ইতি রাধিকামঙ্গল পুস্তক সমাপ্তঃ। দুঃখেন লিখিতঃ গ্রহন্তং ত্রচ্চোরে নিয়তে যদি। শুকরী তস্ত মাতা চ পিতা তস্ত গন্ধর্ব্বঃ স্বাক্ষর শ্রীলক্ষ্মিকান্ত ভট্টাচার্য্য পীছরে রামদাস ভট্টাচার্য্য সাকিন আমিরাবাদ স্থানে সাতকানিয়া এই পুস্তকের মালিক শ্রীরামকান্ত দে পীছরে রামমোহন দে সাকিন সবিনখর স্থানে বাস থালী। হরিনাদিয়তে তানি ভাদ্রমাসে সিতাসিত চতুর্থা। সমুদিত শচন্দ্র লক্ষতে খঃ কদাচন। ইতি সন ১২৩৫ মঘি তারিখ ২৩ সেইস জৈষ্ট রোজ বুদবার বৈকাল বেলা লিখা সাঙ্গ হইল ইতি।"

মন্তব্য :—পত্র সংখ্যা ১৪৭ দুই পৃষ্ঠে লেখা সম্পূর্ণ আছে। এই পুঁথির মালিক শ্রীনবীনচন্দ্র দে সাং সাধনপুর। পুঁথিখানি তিনি আমাকে দিয়াছেন। একখানা এতদপেক্ষা প্রাচীন রাধিকামঙ্গল পুঁথি শ্রীযুক্ত বাবু রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয় দ্বারা আমি পরিষদে পাঠাইয়া দিয়াছি।

৩। জগন্নাথমাহাত্ম্য। দ্বিজ মুকুন্দ।

প্রতিপাদ্য বিষয় :—নামেই সুস্পষ্ট।

মন্তব্য:—এই পুঁথি খানা ৩ পাতা হইতে ২২ পাতা তক আছে।

১৮০৬ ইংরাজীর চট্টগ্রামের সাইক্লোনে স্থানে স্থানে অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা। শ্রীশ্যামরায় দেয়স্ত লিখিতং বলিয়া দেখা যায়। সন তারিখ নাই

৩য় পাতের আরম্ভ—জগন্নাথ দেখার ফল কহিল পুরাণে।

* * *

কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কথা শুনিলে পাপক্ষয়।
পুরাণ দেখিয়াছেন সুবুদ্ধি জনে কয় ॥
আর জত তীর্থ আছে কি বলিব কথা।
এক এক তীর্থ সব সুক্ষ সুক্ষ দাতা ॥ ইত্যাদি

ভণিতা:—দ্বিজ মুকুন্দে কহে করুণাবচন।
দেবির ক্রন্দন শুনি হাসে নারায়ণ ॥

৪। সার গীতা। রতিরাম দাস।

প্রতিপাদ্য বিষয়—বৈষ্ণবদিগকে উপদেশ দানার্থ এই গ্রন্থরচিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণ হইতে মূল শ্লোক ও তাহার সুললিত অনুবাদপ্রদত্ত হইয়াছে। ভক্তি তত্ত্ব ও যোগতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভঃ—নমো গনেসায়। নমো চণ্ডিকায় নমঃ।

নারাধিতং কলিযুগে তব পাদপদ্ম।
নলোকিতং কলিযুগে তব গোর দেহং ॥
না কক্তি কলিগেত্যঞ্চ ইত্যথা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পরি বাঞ্ছিতোয়ং।
অসার্থকঃ।

শুন শুন হারে ভাই হৈয়া এক মন।
পুরাণ প্রমাণ কিছু শুন দিয়া মন ॥

চারি বেদ চৌদ্দ সাস্ত্র না ছিল আছএ বিদিত্য।
তথাপি পাপিষ্ট লোকে করে অনুচিত্য॥ ইত্যাদি।

ভণিতাঃ—রতিরাম দাসে কহে ভজ এইবার।
মণিস্ত দুর্লভ জর্ম্ম না হইব আর॥

শেষঃ—শ্রীগুরুর জুগল পদে মন রউক সর্ব্বদাএ।

* * *

তুমি দেব খণ্ডাকার পাপে মগ্ন আমি ছার
অধম তাপিত দেখি হও করুণা আক্ষি।
পতিত পাবন নাম ধর, ঘুচাও মনে ভয়
হও মোরে কৃপাময় এই সে মনের বাঞ্ছাদেব।

"ইতি সারগীতা পুস্তিকা সমাপ্তঃ শ্রীকালিচরণ দেয়স্তঃ ইতি সন ১১৫৫ সাল তারিখ মাহে ৫ কার্ত্তিক রোজ শনিবার দিবা ৪ দণ্ড থাকিতে পুস্তিকা সমাপ্তঃ। ভিমস্তাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতি ভ্রমঃ যথা দৃষ্টঃ তথা লিখিতং লিখকো দোষ নাস্তিকং

মন্তব্যঃ—পত্র সংখ্যা ২৭, দুই পৃষ্ঠায় লেখা। সম্পূর্ণ আছে।

৫। কালিকাপুরাণ। বলরাম দাস, জয়দেব, নারায়ণ দেব।

প্রতিপাদ্য বিষয়—বোধ হয় এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও কালীমাহাত্ম্য প্রচার। তারকাসুরের ভয়ে ইন্দ্রের পলায়ন, মদন ভস্ম, বিশ্বকর্ম্মার কৈলাসপুরী নির্ম্মাণ কার্ত্তিক ও গণেশের জন্ম ইত্যাদি বিষয় আছে।

মন্তব্য ঃ—কালিকা পুরাণ খুব বৃহৎ গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি খণ্ডিত,—৩৬ হইতে ৭৬ পাতা মাত্র আছে। সন তারিথ নাই। মধ্যে শ্রীমধুরাম সিংহ দাস নাম আছে, বোধ হয় তাঁহার হাতের লেখা।

৪২ পত্রের আরম্ভ ঃ—

স্তম্ভে ছিল মান মণি দিপ্তি অন্ধকার জিনি
ঝিকি মিকি দেখি চারি পাশে।

* * * *

দেখি পুরি বিলোক্ষণ হরষিত ত্রিলোচন
বিসাইয়ে হইলা পরিতোষ।

ভণিতা ঃ—(১) বলরাম দাসে কহে বিসাইএ প্রসাদ পাত্র
ভাঙ্গ গুটি এক মুষ্টি ভস॥

(২) শিব সঙ্গে চলে যত, সকল সসানের ভূত
অস্থিমালা শোভএ গলে।
নাচিতে নাচিতে পথে চলি জাএ ভূত প্রেতে
সুকবি নারায়ণ দেবে গাহে॥

(৩) লজ্জা পাইয়া দেবী কৈল পুরিতে প্রবেশ।
জয়দেবে রচিল কাব্য অনেক বিশেষ॥

মন্তব্য ঃ—নারায়ণ দেব, বলরাম দাস, জয় দেবের বহু ভণিতা চট্টগ্রামে প্রচলিত বাইশ কবি মনসাতে দেখা যায়, উপরে আলোচিত সমস্ত পুঁথিই আমার অধিকারে আছে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র চৌধুরী।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

অতিরিক্ত সংখ্যা।

চট্টগ্রাম আনোয়ারা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত আবদুল করিম বি. এ. মহাশয়ের প্রদত্ত ৩৪ খানি বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সপ্তম ভাগ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তদবধি তিনি বহুসংখ্যক পুস্তকের বিবরণ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন। পত্রিকার ক্ষুদ্র কলেবরে সেই সমস্ত পুস্তকের বিবরণের স্থানপ্রদান সম্ভবপর নহে; এইজন্য পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যায় স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক দিয়া সেই বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে। সঙ্কলনকর্ত্তার অধ্যবসায় পরিশ্রম, বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুরাগ, ও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে উদারতা প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার সংগৃহীত পুস্তকরাশির মধ্যে অনেকগুলি প্রকাশযোগ্য। তন্মধ্যে একখানি "রাধিকার মানভঙ্গ" পরিষদের মুদ্রিত গ্রন্থাবলী মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণের মধ্যে আলোচনার যোগ্য অনেক নূতন কথা আছে। চট্টগ্রাম প্রদেশে মুসলমান লেখকের প্রাধান্যও আলোচনার যোগ্য। হিন্দু মুসলমানের সম্মিলনের এতটা পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না। বাঙ্গালীর ধর্ম্মেতিহাসের আলোচনায় এই পুঁথির বিবরণ প্রচুর সাহায্য করিবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বাঙ্গালা সাহিত্যসমাজের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমরা এই মুসলমান লেখকের অসামান্য অধ্যবসায়ের ফল প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পত্রিকা-সম্পাদক।

পুঁথির বিবরণ।

১। তত্ত্বসার (সারপ্রদীপ)

আরম্ভ :—

প্রণমহো নারায়ণ কমললোচন।
শুক্তি আদি প্রণমহো সরস্বতীর চরণ।
মহা গোপ্ত ভেদ তন যোগের কথন।
শুনিলে খণ্ডিব পাপ ভাবিলে চরণ।

যখনে অর্জ্জুন তবে গেলা বনবাসে।
নানা দেশে নানা তীর্থ নানা যজ্ঞ করিলা দেশে দেশে।
দৈবযোগে একদিন মজেতে পড়িল।
নারায়ণ স্থানে কথা অর্জ্জুনে জিজ্ঞাসিল।

শেষ :—

গর্ভেতে থাকিয়া জীব যতেক ভাবিল।
ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহা সব পাসরিল॥
কেহ কেহ অঙ্গহীন কর্ম্মবশে হয়।
কার নাক কর্ণ চক্ষু কর্ম্ম নাক হয়॥
কার হস্ত পদহীন ভুজ কার পৃষ্ঠে।
কার ওষ্ঠহীন হয়ে নানারূপ গঠে॥
ভাবিয়া দেখহ এই তত্ত্বসারে কহে।

*　　*　　*

ভণিতা—

শ্রীজয়গোপাল প্রভুর চরণ ভরসা।
জয়কৃষ্ণ দাসের আর নাহি কোন আশা॥

ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্রসংখ্যা ১৫; কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। হস্তলিপির তারিখ বা লেখকের নাম নাই।

২। রাগনামা।

আরম্ভ :—

প্রথমে প্রণাম করি জগত ঈশ্বর।
দ্বিতীয়ে প্রণামি মহম্মদ পয়গম্বর॥
যেখনে না আছিল ত্রিভব সংসার।
আছিল আপনে একেশ্বর করতার॥
মহা অন্ধকার শূন্য আছিল গোপতে।
আকার না ছিল কেহ দোসর সাক্ষাতে॥
ভাবের সমুদ্রে ডুবি হইলা অচেতন।
শ্রদ্ধা হৈল করিবারে এ তিন ভুবন॥

এইখানি প্রাচীন সঙ্গীতের ইতিহাস গ্রন্থ। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি মিলিয়া ইহা প্রণয়ন বা সঙ্কলন করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সঙ্কলিত ভিন্ন ভিন্ন রাগনামা আছে। ইহাতে প্রাচীন রাগ, তালের জন্ম, গৎ, রাগের ধ্যান এবং প্রত্যেক রাগানুযায়ী এক একটি সঙ্গীত বিন্যস্ত আছে। ধ্যানগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং বাঙ্গালায় অনুবাদিত। সঙ্গীতগুলির রচয়িতা এক ব্যক্তি নহেন; পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে যেমন তৎকালপ্রসিদ্ধ তাবৎ বৈষ্ণব পদাবলীই সংগৃহীত হইয়াছে, রাগনামাতেও তেমন অনেক কবির পদ বা সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থে নিম্নের তিনটি ভণিতা পরিদৃষ্ট হয়। এই রকম সঙ্গীতেতিহাস অস্মদ্দেশের হাড়িদিগের একটি প্রধান অবলম্বনীয় বিষয়। ইহার সহায়তা ভিন্ন কেহই ভাল'সর্দ্দার' হইতে পারে না। পূর্ব্বকালে অনেক মুসলমান পণ্ডিত হাড়িদিগকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। সেইজন্য মুসলমানই * যে এইরূপ গ্রন্থের সঙ্কলনকর্ত্তা হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। বলা বাহুল্য যে, অনেকগুলি তালের ও সঙ্গীতের অপরাপর বিষয়ের নাম পারস্য-ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। প্রোক্ত ভণিতাগুলি এই :—

(১) গুণিগণের স্থানে বৈসে দমাইর মহিমা।
গুণী স্থানে কহে নাম হীন আলি মিঞা॥

(২) কহে হীন আলাওলে জ্ঞানশব্দ রচিয়া।
মুনির ধ্যানেতে সব বিচার করিয়া॥

*(৩) কহে হীন তাহির মাহাম্মদ করিয়া বিচার।
না জানিলে কাষ্ঠ ছাড়ি রহ নিজ ঘর॥

এই গ্রন্থে অনেক সুন্দর সঙ্গীত আছে। পাঠকগণকে নিম্নে একটী সঙ্গীত উপহার দিলাম।

---

* হিন্দুপণ্ডিত বা তাঁহাদের রচিত এরূপ গ্রন্থ যে একবারে বিরল, তাহা বলা যায় না। আমরা নিম্নের ভণিতাযুক্ত 'রাগনামা' দেখিয়াছি।

(১) কর্ত্তালবৃত্তি আসোয়ারির স্বরেত মিলাইয়া।
দ্বিজ রামতনু কহে দেবগ্রামে বইয়া॥

(২) রণবিলাসী তালি মিলে মালশীর স্বরেতে।
ভবানন্দ তনু কহে রামপ্রসাদের সুতে॥

গীত—মায়ূরী।

চলহ সখি নাগরি মান তুমি পরিহরি
দেখ আসি নন্দকি রায়।
যত কুলব্রজনারী, অঞ্জলি ভরি ভরি,
আবীর ফেপেন্ত শ্যাম গায়।
ক্ষণে যায় যমুনার জলে, ক্ষণে ক্ষণে তরুমূলে,
ক্ষণে ক্ষণে বাঁশিটী বাজায়।
শুনিয়া বাঁশীর তান, ত্যজে মানীর মান,
শ্রুতি মন নিত্য তথা ধায়।
কহে নাছির মহম্মদে, ভজ রাধে শ্যামপদে,
বিলম্ব করিতে না যুয়ায়।

৩। চাণক্যশ্লোক। সানুবাদ।

ইহার একখানি হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে; তাহা ১১৭৯ মগীতে লিখিত। প্রথমে শ্লোক, তন্নিম্নে অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। শেষে এইরূপ লিখিত আছে,—"ইতি শ্রী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিত অষ্টোত্তর শত চাণক্য শ্লোক পয়ারাদি সহিত সমাপ্ত।" নিম্নে একটি শ্লোক ও অনুবাদ তুলিয়া দিতেছি। মুদ্রিত পুস্তকের বহির্ভূত কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া গিয়াছে।

(১) উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ। ১৪।

পয়ার—

উৎসবে ব্যসনে আর রাজার যে দ্বারে।
উপস্থিত হয় যে বান্ধব বোলি তারে।
শ্মশান ভূমিতে মিলে রিপু পরাভবে।
অগ্রগামী বোলি বান্ধব তারে।

৪। গীতা। সানুবাদ।

একখানি অসম্পূর্ণ গীতা আমার নিকট আছে। তাহাতে কেবল পঞ্চম অধ্যায়ে সন্ন্যাস যোগের কিয়দংশ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যান যোগের সমস্ত টুকু আছে। আগে মূল শ্লোক ও পরে অনুবাদ। হস্তলিপির কোন সন তারিখ বা অনুবাদকের নাম নাই। —সন্ন্যাসযোগের তিনটি শ্লোকের অনুবাদ দেখুন :—

শ্লোক :—

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ।

পয়ার :—

যে জন করিতে পারে আত্মাপরাজয়।
সে জনার আত্মা বন্ধু জানহ নিশ্চয়।
জয় না করিতে পারে আত্মাকে যে জন।
তার শত্রু হয় আত্মা পাণ্ডুর নন্দন।

শ্লোক :—

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাবমানয়োঃ।

পয়ার :—

বিষয় বৈরাগ্য সদা বশে রহে চিত্ত।
পরমাত্মা চিন্তন আছএ যার নিত্য।
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমান।
পাইলে না জন্মে ক্ষোভ উভয় সমান।

শ্লোক :—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।

পয়ার :—

জ্ঞান বিজ্ঞান দুই করিয়া নিশ্চয়।
তৃপ্তচিত্ত নির্ব্বিকার ইন্দ্রিয় আশয়।
যুক্ত যোগী বলিয়া যাহার অভিমান।
মৃত্তিকা পাথর স্বর্ণ তাহার সমান।

৫। হানিফার পত্র পড়া।

হজরত মহম্মদ মস্তফার জামাতা হজরত আলি দুই বিবাহ করেন। বিবি ফাতেমার গর্ভে ইমাম হাছন ও হোছেন ও বিবি হনুফার গর্ভে মহম্মদ হানিফার জন্ম হয়। দেমাস্কের দুর্দ্দান্ত নরপতি পাপমতি এজিদের

কোপে পড়িয়া ইমাম হাছন হোছেন নিহত হইলে হাছনের পুত্র জয়নাল আবদিন্ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া হানিফার নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তিনি তখন বানোয়াজি নামক দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। নবীবংশের এইরূপ শোচনীয় দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া হানিফা অধীরচিত্তে সসৈন্যে মদিনাভিমুখে অভিযান করেন। মদিনা আসিয়াই মহাবীর হানিফা দুর্ম্মতি এজিদ সমীপে এক পত্র লিখেন। এজিদ সেই পত্রের উত্তর প্রদান করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করেন। যুদ্ধে এজিদের পরাজয় ও নিধন প্রাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধ বৃত্তান্তই এই কাব্যের বর্ণিত বিষয়। মূল গ্রন্থখানি মহম্মদ খাঁর রচিত। কিন্তু এজিদের উত্তরটির প্রারম্ভে এই এই রকম ভণিতা পরিদৃষ্ট হয়।

ছুলতান দৌহিত্র হীন চক্রশালা ঘর।
কহে হীন মুজাকরে এজিদ উত্তর॥

পত্র দুইখানিই অতি বিস্তৃত। আমরা এস্থলে কেবল পত্র দুইখানিরই অত্যল্প উদ্ধৃত করিতেছি। হানিফার পত্রের প্রথমে এক-পাত কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। হস্তলিপির তারিখ পাওয়া না গেলেও উহা খুব প্রাচীন। হানিফার পত্রের প্রাপ্ত অংশের আরম্ভ এইরূপ :—

কনকেতে যদ্যপি মস্তক হয় ভারী।
দিবানিশি অর্কযুগে নিতি ঝরে বারি।
পরমায়ু ঔষধ বৈদ্য থাকিতে সে সব।
কি করিতে পারে সেই বারি ক্ষুদ্র কফ॥
আয়ু বজ্র কদাচিত না লড়ে নিয়ম।
স্তুতি ভক্তি শত ভালি তুষ্ট নহে যম॥
শাণ ক্ষুর যোল ধার দড় আগে বটে।
কপূর কয়াত জান বজরে না হটে॥

* * *
* * *

বলে না আঁটিলে বুদ্ধি কপটের ছলে।
বহিত্রে তোলয় হস্তী চড়কের কলে॥
সিংহচর্ম্ম কবি অঙ্গে বোলসি কেশরী।
সুস্বর কোকিলার আগে কাকের মাধুরী॥

শেষ :—

অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘে হেমন্তের জোর।
নির্ব্বলী বসন্ত থাকে দক্ষিণের কোর॥
মহম্মদ হানিফা আমি তুমি ত এজিদ।
ফাল্গুনে বসন্ত ঋতে বুঝিব চরিত্র॥

এজিদের পত্রের আরম্ভ এইরূপ :—

এজিদে লিখএ পত্র হানিফার আগে।
মৃত্যুযোগে ব্যাধি হৈলে ঔষধ না লাগে॥
দৃষ্টি করে দেবপরী জ্ঞানফুকে ভাগে।
দরিদ্রের দান কেনে দাতা বোল মাগে॥
ভুবনে দরিদ্র যেবা তার কিবা বল।
মান সনে চারি দিন জীবন সাফল॥
নামেতে অমর যেই মরণে কি ভয়।
অক্ষয় যে ভূমিদান যুগে যুগে রয়॥

* * *
* * *

দেখিয়া কদলীবন লোভে আসে করী।
মনুষ্য বিষম ফাঁদে বন্দী করে ধরি॥
বল রাজা বুদ্ধি মন্ত্রী যদি থাকে ঘটে।
পাবকে দহিয়া লোহা বুদ্ধিবলে পিটে॥

গ্রন্থের সমাপ্তি এইরূপ :—

তবে পুনি একত্র হইয়া সর্ব্ব জনে।
জয়নাল আবিদিনে আনি শুভক্ষণে॥
ইমাম করিয়া সবে প্রণাম করিলা।
হাছনের পুত্র বীর ইমাম হইলা॥

* * *
* * *

তবে উমর ছলিমাকে প্রণাম করিয়া।
নিজ দেশে সৈন্য সঙ্গে গেলেন্ত চলিয়া॥

ভণিতা :—

মহজ্জ খানে কহে অমৃতের ধার।
যে পড়ে যে শুনে পুণ্য পায়ন্ত অপার॥

৬। শ্রীকৃষ্ণের শত নাম।

প্রারম্ভ :—

গোবিন্দ গোপাল কৃষ্ণ দেব দামোদর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণা-সাগর॥
শ্রীরাধিকা প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি।
বংশীবদন শ্যামসুন্দর গোবর্দ্ধনধারী॥
হরিনাম বিনে রে ভাই গোবিন্দের নাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিন্দে।
না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে॥

শেষ :—

হরি হরি বল ভাই হরি বল সার।
হরি বিনে ভবার্ণবে বন্ধু নাই আর॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিন্দে।
না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে॥

৭। রাধিকার মানভঙ্গ।

এই সুন্দর কাব্যখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। স্থানান্তরে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা গিয়াছে। * ভণিতাটি এইরূপ :—

জয় রূপ সনাতন,
দেহো মোরেহ এই ধন,
তাহা বিনা অন্ত নাহি ভাব।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু,
নরোত্তম লইল শরণ॥

ইহা হইতে অনুমান হয় যে, এইখানি বৈষ্ণব জগতের প্রেমবীর নরোত্তম ঠাকুরের লেখনী প্রসূত। হস্তলিপির তারিখ ১২০৯ সাল ৩০ ভাদ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের "প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী" মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

* সাহিত্য, ১১শ ভাগ ৯ম ও ১০ম সংখ্যা পৌষ ও মাঘ ১৩০৭।

৮। সীতার বার মাস।

পয়ার সংখ্যা—৩২।

আরম্ভ :—

বৈশাখ মাসেতে সীতা গর্ভ পঞ্চমাস।
বিধাতা পাষণ্ড তাতে সুখের অভিলাষ॥
তাহাতে পাষণ্ড হৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
গর্ভবতী সীতাদেবী দিল নিয়া বন॥
হাহা প্রভু রামচন্দ্র লক্ষ্মণ যুবরাজ।
বিনি দোষে আমা কেন দিলা বনবাস।

শেষ :—

চৈত্রে উদ্ধারি আইলা অযোধ্যাভুবন।
উৎসবের সময় প্রভু পুনি দিলা বন॥

ভণিতা—

গুণচন্দ্র সুতে কহে দেব চিন্তামণি।
সীতাদেবীর চরণে প্রণাম পুনি পুনি॥

৯। রাধিকার বার মাস।

দুঃখের বিষয়, এই সুন্দর বারমাসটির একটি যথাযথ প্রতিলিপি পাওয়া যায় নাই। মাঘ মাসের কিয়দংশ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। লেখকের কোন নাম পাওয়া যাইতেছে না। শেষ পদের 'এমন দশা কবে হবে' এই চরণটি 'রাধিকার মানভঙ্গে'ও পরিদৃষ্ট হয়। উহার সহিত ছন্দঃসাদৃশ্যও দেখা যাইতেছে। হস্তলিপির তারিখ ১২০১ মগী ৮ই আশ্বিন লেখক শ্রীফকিরচাঁদ দেয়দাস। বারমাসটি রক্ষিত হইবে আশায় এখানে সমগ্র তুলিয়া দিলাম।

প্রাণনাথ কৃষ্ণ লইয়া গেল মধুপুর।
দারুণ মদনবাণে প্রাণ দহে।
* * সনে বাদ ছিল।
প্রাণের মাধব মোর হরিয়া আনিল॥ ১
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত বসন্তের বাও।
সহন না যাএ সখি কোকিলার রাও॥
প্রাণ যাএ রসাতল বৈকুন্ঠ পরে ভালে।
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ পাব কোথা গেলে॥ ধু।
কহিয় মাধবের ঠাঁই,
হোলি খেলা শ্যামর মনে নাই॥ ২
চৈত্রে চাতক পক্ষী ডাকে পিয়া পিয়া॥
বিধাতা বঞ্চিত কৈল হাতে নিধি দিয়া॥
পলাশ কাঞ্চন বিকাশিত নানা ফুল।
আর নি প্রাণের নাথরে আসিব গোকুল॥ ধু।
আমা ছাড়ি গেল শ্যাম,
কে লইব রাধার নাম॥ ৩
বৈশাখ মাসেতে সখি প্রচণ্ড তপন।
হেন হি সময় কৃষ্ণ নাহি বৃন্দাবন॥
ভ্রমরা উড়িয়া ফুলের মধু করে পান।
শ্রীনন্দের নন্দন বিনে না রহে পরাণ॥ ধু।
তোমরা কহ কৃষ্ণ কথা,
জুড়াউক রাই অন্তর ব্যথা॥ ৪
জ্যৈষ্ঠে নিঠুর ভানু আনলের প্রায়।
নিদাঘে বিরহ হিয়া সহন না যায়॥ ধু।
দারুণ মলয়ার বাও,
না জুড়ায় শ্রীরাধা গাও॥ ৫
আষাঢ় মাসেতে সখি মেঘের গর্জ্জন।
শুনিয়া বিদরে হিয়া না যায় সহন॥
তাহাতে বিষম সখি বিরহ আনল।
প্রাণনাথ বিনে আমি কারে দিমু কোল॥ ধু।
যেমন কাঁসারী কাঁসা পিটে,
তেমনি রাই অন্তর কাটে॥
শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিষয়ে বারি।
শয়নে স্বপনে মুই দেখিলুম্ মুরারি॥
তাহাতে বিষম সখি ধর্ম্ম বিহ্বল।
প্রাণনাথ বিনে কেবা করিব শীতল॥ ধু।
কহিয় বন্ধের ঠাঁই,
বিরহিণী শ্যামর মনে নাই॥ ৭
ভাদ্র মাসেতে সখি তিমির রজনী।
কৃষ্ণ শুক্ল পক্ষ দুই এক হি না জানি॥
কোকিলার কলরবে প্রাণি মোর ঝুরে।
প্রাণনাথ কৃষ্ণ বিনে দগধে অন্তরে॥ ধু।
তার আঁখির পরে দুই ভানু,
তেমত হইল রাধার তনু॥ ৮
আশ্বিন মাসেত নির্ম্মল যে নিশি।
সহিতে হে তারাগণ প্রকাশিত শশী॥
হাস রস ব্যবহার করিত বৃন্দাবনে।
অখনে সেই সব দুঃখ সহিব কেমনে॥ ধু।
শ্যাম মধুপুরে রৈল,
কান্দি আমার জনম গেল॥ ৯
কার্ত্তিক মাসেতে সখি শরত সময়।
নির্ম্মল গগনে তারা চন্দ্রের উদয়॥
শূন্য দেখি কদমতলা শূন্য বৃন্দাবন।
রাধিকার মন্দির শূন্য শূন্য বৃন্দাবন॥ ধু।
কহিয় কানুর আগে,
রাই দান মাগে॥ ১০
অগ্রাণ মাসেত সখি নবীন সকল।
প্রাণনাথ বিনে চিত্ত সদায় বিকল॥
শুন শুন প্রাণসখি মথুরাতে যাও।
প্রাণনাথ কৃষ্ণ বিনে না জুড়াএ গাও॥ ধু।
কহিয় কানুর আগে,
রাই দান মাগে॥ ১১
পউসে প্রবল শীত বন্ধু নাই মোর ঘর।
কানু গিয়াছে মোর দেশ দেশান্তর॥ ধু।
এমন দশা কবে হবে,
ব্রজনাথ দরশন হবে॥ ১২

১০। ক্রিয়াযোগসার।

পত্র সংখ্যা—৭১।

এই প্রকাণ্ড গ্রন্থখানি অনন্তরাম দত্ত নামক কবির লেখা। হস্তলিপির তারিখ

সন ১১৬৮ মঘী ১৮ই ফাল্গুন। ইহা পদ্মপুরাণের একাংশের অনুবাদ। কবি বিশারদ উপাধি বিশিষ্ট কোন মহাত্মার শরণ লইয়া ইহা লিখিয়াছেন। অথচ এই বিশারদ সম্বন্ধেই এইরূপ দুটি ছত্র দৃষ্ট হয় :—

বিশারদ প্রণমহ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা।
সেই সে পরম ধর্ম্ম সৃষ্টির যে কর্ত্তা॥

এ অবনীমণ্ডলে একমাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন 'সৃষ্টির কর্ত্তা' কেহ আছেন কি? কবির আত্মপরিচয় প্রসঙ্গটা এই :—

তীর্থরাজ সন্নিহিত রম্য এক স্থান।
উত্তম আশ্রমপুরী সর্ব্বত্রে বাখান॥
বৈদ্য শ্রেষ্ঠ তথা ছিল অতি মহাজন।
বৈবস্বত নাম তার ধর্ম্ম পরায়ণ॥
অতি জ্ঞাতা ছিল তবে সেই মহামুনি।
চিরকাল দান ধর্ম্মে বঞ্চিল অবনী॥
সর্ব্বক্ষণ আছিলেক ধর্ম্ম অনুসারী।
প্রতিনিতি মুনিবর বিষ্ণুসেবা করি॥
তিন বিদ্যা তার স্থানে দিছিল ঈশ্বরে।
তিন বিদ্যা তিন পুত্রে লইছে অংশ করি॥
রামচন্দ্র নামে তার প্রথম সন্ততি।
শাস্ত্রেতে নিপুণ (ছিল) অতি বড় খ্যাতি॥
আর এক পুত্র ছিল দ্বিতীয় সন্ততি।
চিত্রগুপ্ত লংখিতে সেই মহামতি॥
রঘুনাথ নাম তার তৃতীয় নন্দন।
পরম তপস্বী ছিল সেই মহাজন॥
সংসার ধর্ম্মেতে থাকি রাজা সেবা করি।
তথাপি তপস্বী ছিল ভক্তি বাঞ্ছা করি॥
সর্ব্বক্ষণ আছিলেক রাজা সেবা করি।
তথাপি তপস্বী ছিল ভজিয়া শ্রীহরি॥
রামদাস শুভাগর্ভে তাহার ঔরসে।
জন্মিল অনন্তরাম হরিপদ আশে॥

আমাদের প্রাপ্ত হস্তলিপি হইতে কবির নিবসতি স্থান জানা যাইতেছে না। কবির দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতাতেরও কোন সুস্পষ্ট নাম পাওয়া গেল না। প্রথিতনামা প্রাচীনসাহিত্যবিৎ মাননীয় বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" কবির নিবাস ব্রহ্মপুত্র নদের নিকটবর্ত্তী মেঘনা নদের পশ্চিমপারস্থ সাহাপুর গ্রাম, কবির পিতামহের নাম কবিদুর্ল্লভ ও তাঁহার দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতাতের নাম রাঘবেন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পুঁথির রচনার বা কবির আবির্ভাবের কোন সন তারিখ ইহাতে নাই। পুঁথির সর্ব্বত্র সাধারণতঃ ভণিতা এইরূপ :—

সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্দে।
রচিল অনন্তরাম হরি গুণানন্দে॥

পুঁথির অন্য এক স্থলে এরকম একটি ভণিতা আছে :—

কহেন অনন্ত দত্তে, কবিরাজ ভ্রাতৃসুতে
রামকৃষ্ণ রায়ের অনুজ।
রঘুনাথ সন্ততি, সেই দীন হীন মতি,
স্মরিয়া শিবের পদাম্বুজ॥

ইহার প্রারম্ভ এইরূপ :—

অথ পদ্মপুরাণে ইতিহাসসমুচ্চয় ক্রিয়াযোগসার লিখ্যতে।

রাম রাম প্রভু রাম কমললোচন।
যে রাম স্মরণে হয় দুঃখ বিমোচন॥
রাম রাম বোল ভাই বিরলে বসিয়া।
কি করিতে পারে যমে আপনে আসিয়া॥
রাম কল্পতরুতলে যথাতে বসিয়া।
ভবসিন্ধু রঘুনাথে নিবেন উদ্ধারিয়া॥
রাম রাম বোল ভাই মুক্তি পাবে পাপী।
উদ্ধারিয়া নিবেন রাম তাকে বিষ্ণুপুরী॥

* * * *
* * * *

প্রণাম করম মুঞি আদি নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাহার সৃজন ॥
* * * *
* * * *
ব্যাসদেব প্রণমহ দেব অবতার।
যাহার প্রসাদে হৈছে শাস্ত্রের প্রচার ॥
বিশারদ প্রণম হ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা।
সেই সে পরম ধর্ম্ম সৃষ্টির যে কর্ত্তা ॥
* * *
* * *
মহাকবি গুরু বন্দম করিয়া ভকতি।
করিব কবিতা কিছু গুরুর সম্মতি ॥
পদ্মপুরাণের খ্যাতি ক্রিয়াযোগসার।
পদবন্ধে করি আমি পাঞ্চালী প্রচার ॥

শেষ এইরূপ :—

জন্মিয়া ভারত ভূমি অতি মতিহীন।
ধর্ম্মপথ আকাঙ্ক্ষিয়া সেই সে প্রবীণ ॥
পদ্ম পুরাণ খ্যাতি গুণ সমাচার।
পদবন্ধে রচিলেক ক্রিয়াযোগসার ॥
ক্রিয়াযোগসার কথা শুনে যেই জন।
শত অশ্বমেধ লভে সেই মহাজন ॥
পরাশরসুত ব্যাস বিষ্ণু অবতার।
শ্লোক বন্ধে রচিলেক ক্রিয়াযোগ সার ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ বন্ধে।
রচিল অনন্ত রাম হরি গুণানন্দে ॥
বিশারদ পদে সেই রেণু অভিপ্রায়।
পদ বন্ধে রচিলেক ষোড়শ অধ্যায় ॥

ইতিহাসসমুচ্চয় ষোড়শ অধ্যায় ক্রিয়া যোগসার সমাপ্ত। লেখক শ্রীশ্যামাচরণ বিশ্বাস।

অবসরমতে আমরা এ গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করিব, ইচ্ছা আছে।

১১। জানকী বনবাস।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানির প্রথম পাতাটী পাওয়া যায় নাই। লেখকের নাম কি, তাহাও জানা যাইতেছে না। গ্রন্থখানিতে সীতার বনবাস বৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে। পুরাতন কাগজে দুই পৃষ্ঠে লেখা। ২য় পত্র হইতে কিয়দংশ দেখুন :—

ভদ্র নামে মহাপাত্র রাজার সঙ্গাত।
মুই নিবেদন করম শুন রঘুনাথ ॥
অবধান করম নাথ কমললোচন।
অযোধ্যার লোক সব হইআছে নিধন ॥
দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যা পুরীত।
* * *
তান পাত্র লোক সবে বর্জ্জে দিনান্তরে।
দুঃখিত হইছে প্রজা শুন দ্বিজবরে ॥
আর কথা মহাপ্রভু বুলিতে না পারি।
পাত্র হইআ কথা কহি প্রাণে ভয় করি ॥

শেষে এই রকম আছে :—

কহরে লক্ষ্মণ ভাই কহ সাবধানে।
প্রাণের লক্ষ্মণ সীতা থুলা কোন খানে ॥
প্রণাম করিআ বোলে কুমার লক্ষ্মণ।
তাহার নিকটে আছে মুনি তপোবন ॥
সেইখানে থুইআছি সীতা জানকীরে।
তাহা শুনি রামচন্দ্র হইলা ফাঁফরে ॥
অরণ্যে জানকী দিয়া ত্রীবধ (স্ত্রীবধ) কৈলুম।
স্ত্রীবধ ব্রহ্ম বধ বহু পাপী হৈলুম ॥

(ইহার পর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন বৃত্তান্ত আছে। সে স্থানটি বড়ই ভ্রান্তি সঙ্কুল বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম না।)

ইতি তৃতীয় কাণ্ডে বাল্মীকি মুনি বিরচিতে রামচন্দ্রজানকীসম্বাদে জানকী বনবাস সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৪ মঘী তারিখ ৪ আগ্রাণ। শ্রীরামকুমার শর্ম্মা স্বাক্ষরমিদং ॥

১২। জ্ঞানপ্রদীপ। *

এই গ্রন্থখানি সৈয়দ সুলতান নামক এক মুসলমানের লেখা। ইঁহার বসতিস্থান বা গ্রন্থের রচনা কাল জানা যায় নাই। ইঁহার পীর বা গুরুর নাম সাহা হোছন। গুরু শিষ্য উভয়েই তত্ত্বজ্ঞানী সাধু পুরুষ। গ্রন্থে গভীর সাধন তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে; অনধিকারী বলিয়া তাহা আমাদের অবোধ্য। ইঁহার ভণিতাযুক্ত আরও দুইখানি গ্রন্থ ও কয়েকটি পারমার্থিক গীত পাওয়া গিয়াছে। ভণিতা এইরূপ :—

সাহা হোছন গুরু সমুদ্রের তুল।
একে একে পাইলুম জ্ঞান সে অমূল ॥

প্রারম্ভ :—

আউয়ালে আল্লার নাম করিয়া যে সার।
সৈয়দ সুলতানে কহে তনের বিচার ॥
আটার হাজার আলাম যাহার সৃজন।
যিনি অপরাধী সেহ প্রভু নিরঞ্জন ॥
বিনি চক্ষু দেখে সে যে বিনি কর্ণে শুনে।
সকলের আহার যোগাএ নিরঞ্জনে ॥

গ্রন্থ মধ্য হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখান আবশ্যক।

মধ্যেত সুষুম্না নাড়ী সর্ব্ব মধ্যে সার।
আদ্যা শক্তি আরাধিবার সেই সে দ্বার ॥
পূরকে পূরিয়া বায়ু করিব স্থাপন।
সুচী মুখে সুত যেন করে প্রবেশন।
ঠেলিয়া ঠেলিয়া বায়ু করিব উর্দ্ধবাট।
ছাটন ছাটিয়া যেন করাএ প্রকট ॥
তিন তিহরীর মধ্যে অগ্নি দিব ফুক।
না পারিলে সহিতে ছাড়িয়া দিব মুখ ॥
সন্ধি পাই সেই বায়ু করিব প্রবেশ।
করিতে করিতে ধ্বনি উঠিব বিশেষ ॥
শুনিতে শুনিতে ধ্বনি স্থির হৈব মন।
যত সব জ্ঞানী দেখ এই মহাধন ॥
সেই ধ্বনি মধ্যে ত যে জ্যোতি চিনি লৈব।
তবে সেই জ্যোতি মধ্যে মন নিয়োজিব ॥
তবে সেই জ্যোতিতে মনের হৈব লয়।
সেই সে প্রভুর পন্থ জানিয় নিশ্চয় ॥

গ্রন্থ সমাপ্তি :—

নয়ান পোতালি যার বর্ণ ঘোল হয়।
সপ্ত দিবসেতে তার মরণ নিশ্চয় ॥
নিজ হস্তে হস্তে হস্ত হইলে লম্বিত।
তিন দিবসেতে তার মরণ নিশ্চিত ॥

* * *

সাহা হোছেন পদে করিয়া প্রণাম।
সমাপ্ত হইল জ্ঞান প্রদীপ উপাম ॥
গুনিগণ পদেত সহস্র প্রণতি।
ছৈদ সুলতানে কহে জ্ঞানরস নীতি ॥

গুরুনিষেধাৎ বা অন্য হেতুবশতঃ লেখক যেখানে কোন নিগূঢ় বিষয় বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, সেই খানে পাঠককে 'প্রেমানন্দের' শরণ লইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই 'প্রেমানন্দ' কে? ঠিক 'জ্ঞান প্রদীপে'র আলোচ্য বিষয় লইয়া লিখিত আর এক অসম্পূর্ণ সুতরাং অজ্ঞাত-নামা গ্রন্থেও লেখক গুণরাজ খান পূর্ব্বোক্ত কারণেই পাঠককে 'প্রমোদন' নামক এক যোগীর শরণ লইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই উভয় ব্যক্তি কি অভিন্ন? পশ্চাদুক্ত গ্রন্থ বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। জ্ঞান-প্রদীপের সেই উপদেশের একটা এই দেখুন :—

কেশবেরে কৈল শিব না হৈল প্রকাশ।
জানিবারে চিত্তে থাকে চল প্রেমানন্দের পাশ ॥

হস্তলিপির তারিখ ১১৮৫ মঘী ১৯শে মাঘ।

* পূর্ণিমার ৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৩০৭ সালের পৌষ মাসে ইহার বিস্তারিত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রণাম করম মুঞি আদি নিরঞ্জন ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাহার সৃজন ॥
* * * *
* * * *
ব্যাসদেব প্রণমহ দেব অবতার ।
যাহার প্রসাদে হৈছে শাস্ত্রের প্রচার ॥
বিশারদ প্রণম হ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা ।
সেই সে পরম ধর্ম্ম সৃষ্টির যে কর্ত্তা ॥
* * *
* * *
মহাকবি গুরু বন্দম করিয়া ভকতি ।
করিব কবিতা কিছু গুরুর সম্মতি ॥
পদ্মপুরাণের খ্যাতি ক্রিয়াযোগসার ।
পদবন্ধে করি আমি পাঞ্চালী প্রচার ॥

শেষ এইরূপ :—

জন্মিয়া ভারত ভূমি অতি মতিহীন ।
ধর্ম্মপথ আকাঙ্খিয়া সেই সে প্রবীণ ॥
পদ্ম পুরাণে খ্যাতি গুণ সমাচার ।
পদবন্ধে রচিলেক ক্রিয়াযোগসার ॥
ক্রিয়াযোগসার কথা শুনে যেই জন ।
শত অশ্বমেধ লভে সেই মহাজন ॥
পরাশরসুত ব্যাস বিষ্ণু অবতার ।
শ্লোক বন্ধে রচিলেক ক্রিয়াযোগ সার॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ বন্ধে ।
রচিল অনন্ত রাম হরি গুণানন্দে ॥
বিশারদ পদে সেই রেণু অভিপ্রায় ।
পদ বন্ধে রচিলেক ষোড়শ অধ্যায় ॥

ইতিহাসসমুচ্চয় ষোড়শ অধ্যায় ক্রিয়া যোগসার সমাপ্ত। লেখক শ্রীশ্যামাচরণ বিশ্বাস।

অবসরমতে আমরা এ গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করিব, ইচ্ছা আছে।

১১। জানকী বনবাস।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানির প্রথম পাতাটী পাওয়া যায় নাই। লেখকের নাম কি, তাহাও জানা যাইতেছে না। গ্রন্থখানিতে সীতার বনবাস বৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে। পুরাতন কাগজে দুই পৃষ্ঠে লেখা। ২য় পত্র হইতে কিয়দংশ দেখুন :—

ভদ্র নামে মহাপাত্র রাজার সভাত ।
মুই নিবেদন করম শুন রঘুনাথ ॥
অবধান করম নাথ কমললোচন ।
অযোধ্যার লোক সব হইআছে নিধন ॥
দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যা পুরীত ।
* * *
তান পাত্র লোক সবে বর্জ্জে দিনান্তরে ।
দুঃখিত হইছে প্রজা শুন দ্বিজবরে ॥
আর কথা মহাপ্রভু বুলিতে না পারি ।
পাত্র হইআ কথা কহি প্রাণে ভয় করি ॥

শেষে এই রকম আছে :—

কহরে লক্ষ্মণ ভাই কহ সাবধানে ।
প্রাণের লক্ষ্মণ সীতা থুলা কোন খান ॥
প্রণাম করিআ বোলে কুমার লক্ষ্মণ ।
তাহার নিকটে আছে মুনি তপোবন ॥
সেইখানে থুইআছি সীতা জানকীরে ।
তাহা শুনি রামচন্দ্র হইলা ফাঁফরে ॥
অরণ্যে জানকী দিয়া ত্রীবধ (স্ত্রীবধ) কৈলুম ।
স্ত্রীবধ ব্রহ্ম বধ বহু পাপী হৈলুম ॥

(ইহার পর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন বৃত্তান্ত আছে। সে স্থানটি বড়ই ভ্রান্তি সঙ্কুল বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম না।)

ইতি তৃতীয় কাণ্ডে বাল্মীকি মুনি বিরচিতে রামচন্দ্রজানকীসম্বাদে জানকী বনবাস সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৪ মঘী তারিখ ৪ আগ্রাণ। শ্রীরামকুমার শর্ম্মা স্বাক্ষরমিদং ॥

১২। জ্ঞানপ্রদীপ। *

এই গ্রন্থখানি সৈয়দ সুলতান নামক এক মুসলমানের লেখা। ইঁহার বসতিস্থান বা গ্রন্থের রচনা কাল জানা যায় নাই। ইঁহার পীর বা গুরুর নাম সাহা হোছন। গুরু শিষ্য উভয়েই তত্ত্বজ্ঞানী সাধু পুরুষ। গ্রন্থে গভীর সাধন তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে; অনধিকারী বলিয়া তাহা আমাদের অবোধ্য। ইঁহার ভণিতাযুক্ত আরও দুইখানি গ্রন্থ ও কয়েকটি পারমার্থিক গীত পাওয়া গিয়াছে। ভণিতা এইরূপ :—

সাহা হোছন গুরু সমুদ্রের তুল।
একে একে পাইলুম জ্ঞান সে অমুল॥

প্রারম্ভ :—

আউয়ালে আল্লার নাম করিয়া যে সার।
সৈয়দ সুলতানে কহে তনের বিচার॥
আটার হাজার আলাম যাহার সৃজন।
যিনি অপরাধী সেহ প্রভু নিরঞ্জন॥
যিনি চক্ষু দেখে সে যে যিনি কর্ণে শুনে।
সকলের আহার যোগাএ নিরঞ্জনে॥

গ্রন্থ মধ্য হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখান আবশুক।

মধ্যেত সুষুম্না নাড়ী সর্ব্ব মধ্যে সার।
আদ্য শক্তি আরাধিবার সেই সে দ্বার॥
পূরকে পূরিয়া বায়ু করিব স্থাপন।
সূচী মুখে সূত যেন করে প্রবেশন।
ঠেলিয়া ঠেলিয়া বায়ু করিব ঊর্দ্ধবাট।
ছাটন ছাটিয়া যেন করাএ প্রকট॥
তিন তিহরীর মধ্যে অগ্নি দিব ফুক।
না পারিলে সহিতে ছাড়িয়া দিব মুখ॥
সন্ধি পাই সেই বায়ু করিব প্রবেশ।
করিতে করিতে ধ্বনি উঠিব বিশেষ॥

* পূর্ণিমার ৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৩০৭ সালের পৌষ মাসে ইঁহার বিস্তারিত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

শুনিতে শুনিতে ধ্বনি স্থির হৈব মন।
যত সব জ্ঞানী দেখ এই মহাধন॥
সেই ধ্বনি মধ্যে ত যে জ্যোতি চিনি লৈব।
তবে সেই জ্যোতি মধ্যে মন নিয়োজিব॥
তবে সেই জ্যোতিতে মনের হৈব লয়।
সেই সে প্রভুর পন্থ জানিয় নিশ্চয়॥

গ্রন্থ সমাপ্তি :—

নয়ান পোতালি যার বর্ণ ঘোল হয়।
সপ্ত দিবসেতে তার মরণ নিশ্চয়॥
নিজ হস্তে হস্তে হস্ত হইলে লম্বিত।
তিন দিবসেতে তার মরণ নিশ্চিত॥

*　　*　　*

সাহা হোছেন পদে করিয়া প্রণাম।
সমাপ্ত হইল জ্ঞান প্রদীপ উপাম॥
গুণিগণ পদেত সহস্র প্রণতি।
ছৈদ সুলতানে কহে জ্ঞানরস নীতি॥

গুরুনিষেধাৎ বা অন্য হেতুবশতঃ লেখক যেখানে কোন নিগূঢ় বিষয় বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, সেই থানে পাঠককে 'প্রেমানন্দের' শরণ লইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই 'প্রেমানন্দ' কে? ঠিক 'জ্ঞান প্রদীপে'র আলোচ্য বিষয় লইয়া লিখিত আর এক অসম্পূর্ণ সুতরাং অজ্ঞাত-নামা গ্রন্থেও লেখক গুণরাজ খান পূর্ব্বোক্ত কারণেই পাঠককে 'প্রমোদন' নামক এক যোগীর শরণ লইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই উভয় ব্যক্তি কি অভিন্ন? পশ্চাদুক্ত গ্রন্থ বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। জ্ঞান-প্রদীপের সেই উপদেশের একটা এই দেখুন :—

কেশবেরে কৈল শিব না হৈল প্রকাশ।
জানিবারে চিত্তে থাকে চল প্রেমানন্দের পাশ॥

হস্তলিপির তারিখ ১১৮৫ মঘী ১৯শে মাঘ।

১৩। স্বপন অধ্যায় (স্বপ্নাধ্যায়)।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে স্বপ্নের ফলাফল আলোচিত হইয়াছে। কৈলাসনাথ বক্তা, ভবানী শ্রোত্রী।

আরম্ভ :—

নমো গণেশায়।
অভেদ শিবরাম দুর্গা।
তোমা হোতে অমৃতবাণী শুনিএ শ্রবণে।
স্বপনের যতেক কথা শুনি তোমার স্থানে।
তোমা হোতে লোক সব হএ অব্যাহতি।
স্বপনে উদ্ধারিয়া মোরে বোল পশুপতি।
কৈলাসের নাথে বোলে শুনহ ভবানী।
কহিমু স্বপ্নের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
মন দিয়া শুন কহি স্বপন বিবরণ।
স্বপন দেখি কৈতে পারে জীয়ন মরণ।

ভণিতা :—

কমলাপতির সুত দেব বলরাম।
শ্লোক ভাঙ্গি পয়ার কৈল বসতি নবগ্রাম।

শেষ :—

শৈলাগ্রে উঠিআ করে অভক্ষ্য ভক্ষণ।
ভূপতি হইব সেই রাজা যোগাএ ধন।
এই সব স্বপ্ন দেখি নিদ্রা না যাইব।
নিদ্রা গেলে সেই স্বপন বিফল হইব।
স্বপন দেখিআ যদি উঠিআ বৈসএ।
হরি হরি বলিআ যে ভাবিব নিশ্চয়।
হরির প্রসাদে স্বপন সাফল হইব।
বীজ উচ্চারিলে তবে ফলাফল হৈব।
তোমাতে কহিল স্বপনের কথন।
স্বপন দেখি কৈতে পারে জীয়ন মরণ।

ইতি স্বপন অধ্যায় পুস্তিকা সমাপ্ত। ভীমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক স্বঅক্ষর শ্রীরাম-মাণিক্য সেন দাস ইতি সন ১১৬৩ মঘী তারিখ ৭ পৌষ বেহান বেলা সমাপ্ত।

পুঁথি খানি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখা। পত্র সংখ্যা ৯। 'আমি তুমি' প্রভৃতি শব্দে 'আহ্মি', 'তুহ্মি' রূপে লিখিত; অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি কোথাও আধুনিক ভাবে, কোথাও বা পূর্ব্বতন নিয়মে লিখিত। যেমন 'করিয়া' 'করিআ'।

চট্টগ্রাম জিলার দক্ষিণ রাউজান মুনসেফীর উত্তর পূর্ব্বে, রঙ্গণিয়া থানার দক্ষিণ পশ্চিমে, কর্ণফুলী নদীর উত্তর পার্শ্বে নোয়াগাঁও নামে এক গ্রাম অবস্থিত আছে। 'নব গ্রাম' 'নোয়াগাঁও' হইতে পারে; কিন্তু এই পল্লীই যে এই গ্রন্থের জননী, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

১৪। যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ।

এই নাতিবৃহৎ গ্রন্থখানি মহাভারতের অংশ বিশেষ বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের ভাষা অতি প্রাচীন। পুরাতন কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। এ গ্রন্থখানি প্রাচীন সাহিত্যসমালোচককে একটা বিষম সমস্যায় ফেলিবে। কেন তাহা বলিতেছি। গ্রন্থে তিন জনের ভণিতা আছে। কবি ষষ্ঠীবর ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের রচনা করিয়াছিলেন, ইহা এখন অনেকেই জানেন। কবি ষষ্ঠীবর জগদানন্দ নামক কোন মহাজনের ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগল খাঁর আদেশে মহাভারত অনুবাদ করেন। কিন্তু পরাগল খাঁ মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন, অন্ততঃ আমাদের সমালোচ্য মহাভারতাংশটি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইতি পূর্ব্বে কেহ সে কথা শুনিয়াছেন কি? বস্তুতই এই গ্রন্থ খানিতে প্রোক্ত মহাজনেরও এক ভণিতা দেখা যায়। আমার এই নবাবিষ্কার সাহিত্য জগতে সত্য বলিয়া গৃহীত না হইতে পারে। সেকালের লিপিকারের খামখেয়ালি বলিয়া

কথাটা উড়াইয়া দেওয়া কঠিন নহে। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,পরাগল খাঁর নামটি এখানে বসাইয়া দেওয়ার জন্য লিপিকারের কি স্বার্থ ছিল? জগতে এত কবি বর্ত্তমান থাকিতে একজন হিন্দু লেখক একজন মুসলমানের নামটা জুড়িয়া দিল কেন, একথা আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত নহে কি?

পরাগল খাঁ তখন বর্ত্তমানও ছিলেন না, যে লিপিকারকে উৎকোচ প্রদান করিয়া স্বীয় মতলব হাসিল করিয়াছেন, অনুমান করি। একই গ্রন্থে একাধিক ভণিতা কেন দেওয়া হইয়াছে, ইহাও জিজ্ঞাস্য কথা বটে। আমাদের বোধ হয়, কোন কবি বিষয়বিশেষ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যতদূর নিজে রচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেন, ততদূর মাত্র তিনি রচনা করিতেন, অবশিষ্ট (সেইরূপ মিলাইয়া দেওয়ার সুযোগ পাইলে) অন্য কোন কবির রচনা হইতে গ্রহণ করিয়া সেই কবির নামটিও যোজনা করিয়া দিতেন। আমাদের অনুমান, অধুনা স্কুল পাঠ্যপুস্তক সম্পাদকেরা যেমন ভিন্ন ভিন্ন লেখকের রচনা লইয়া পুস্তক সঙ্কলন করেন, পূর্ব্বকালের কবিগণও কতকটা তেমন করিতেন। প্রভেদ এই যে, তখন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন লোকের লেখা লইয়া বিষয় বিশেষকে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট করিতেন। যাহা হউক আমাদের এই অনুমানের প্রমাণ সাহিত্যসংসারের রথিগণ প্রদান করিবেন। গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ :—

প্রণমহ নারায়ণ পরম কারণ।
যাহার কারণে হৈল সৃষ্টি উৎপন।
অনাদি নিধন প্রভু ত্রিভুবন মণ্ড।
ভকতবৎসল যার করুণা হৃদএ।
যাহার কারণে গঙ্গা ত্রিভুবন সার।
পাপতারিণী গঙ্গা ভব তরিবার।
ভারতী কমলাপতি গরুড়বাহন।
নাগান্তক নাগ প্রতি সে রত্ন সাজন।
মহেশ চরণে বন্দোম হরষিত মন।
কণ্ঠে কালকূট যার বৃষবাহন।

*   *   *

নারায়ণ রূপে মুনি ব্যাস মহাশয়।
ত্রিভুবন মধ্যে যার প্রতিষ্ঠা বিজয়।
বিজয় ভারত পোথা অতি অনুপাম।
কবি ষষ্ঠীবরে কহে গোবিন্দ চরণ।
শুনহ সুকৃতি জন যার হৃদে মন।
স্বর্গ আরোহণ শুন অপূর্ব্ব কথন।

কবি ষষ্ঠীবর এইরূপ কতদূর রচনা করিয়াছেন, বলা যায় না। পঞ্চপাণ্ডব কুন্তীদেবীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে দেবী নাচাড়ি ছন্দে এক বিলাপ গাথা গাহেন। তৎপর যে পয়ার ছন্দ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার অবসান এই রকম আছে :—

এত বোলি নন্দী দ্বারী সম্ভাষি ওথাহি।
কৈলাশ পর্ব্বত হোন্তে চলে তিন ভাহি।
কৈলাশ পর্ব্বত হোন্তে বাহিতে সত্বর।
অর্জ্জুন পড়িল তবে শিলার উপর।
গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গি যেন পবনে ফেলায়।
আকাশের চন্দ্র যেন গড়াগড়ি যায়।
অর্জ্জুনের শোকে রাজা কাঁপে সর্ব্ব অঙ্গ।
অন্তরেতে মহাশোক জ্বলিল তরঙ্গ।
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
কবীন্দ্রে রচিল গাথা ভারত পাঁচালী।

ইহার পর অনেক স্থান কবি ষষ্ঠীবরের লেখা, পরাগল খাঁর রচনার আরম্ভ কোথায়, তাহাও বলা যায় না। যখন যুধিষ্ঠির যমরাজ ভবনে উপনীত, তখন চিত্রগুপ্ত মহারাজকে পাপ পুণ্যের খাতা দেখাইতেছেন। এই

খানে লাচারী ছন্দের অবসান হইয়া পয়ার আরম্ভ হয়। এই পয়ারেরই কত দূর পরে এইরূপ আছে :—

শুভক্ষণে স্বর্গে গেলা রাজা যুধিষ্ঠির।
দেবগণে বোলে ধন্য তোমারি শরীর॥
ইন্দ্র যুধিষ্ঠির বৈসে এক সিংহাসনে।
চারিদিকে সুবেশ করিলা দেবগণে॥
বিবিধ প্রকারে ইন্দ্র করিল ভকতি।
এহি সে অমরাপুরী করহ বসতি॥
অশেষ ভারত কথা সমুদ্রের জল।
প্রণাম করিআ বৈসে পাণ্ডব সকল॥
চারি সহোদর আর দ্রৌপদী যে সতী।
অন্যে অন্যে আলিঙ্গন কৈল মহামতি॥
পরাগল খানে কহে গোবিন্দ চরণ।
এক মনে শুনিলে যাএ বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

গ্রন্থ সমাপ্তিতে কোন ভণিতা নাই ; যথা :—

বসু সনে ভীষ্ম দেখ শান্তনুনন্দন।
এহি সে যে অষ্ট বসু ভীষ্ম মহাজন॥
মগদ সকলে দেখ পাহিল আর গতি।
কেহ গেল গন্ধর্ব্বেত যার যথা স্থিতি॥
এহি মত সম্বাদ আছিল বহুতর।
গ্রন্থ গৌরব দেখি না লেখিল আর॥
ভারতের পুণ্য কথা শুন এক মতি।
এই মতে স্বর্গে রৈলা ধর্ম্ম নরপতি॥

ইতি শ্রীমহাভারতে যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ পুস্তিকা সমাপ্ত। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং, লিখক নাস্তি দোষকঃ॥ শ্রীরামশরণ ঘোষ॥

হস্তলিপির তারিখ পাওয়া গেল না। লেখা বড় পুরাতন। উদ্ধার করিতে আমাকে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছে। 'হ' প্রায় সর্ব্বত্রই 'হি' দ্বারা স্থানচ্যুত হইয়াছে। যেমন, 'পাইল' শব্দের পরিবর্ত্তে 'পাহিল', 'ভাইর' পরিবর্ত্তে 'ভাহি' ইত্যাদি। স্থানান্তরে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

১৫। নারদ সম্বাদ।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সংগৃহীত হস্তলিপি খানিতে এই গ্রন্থের প্রথম পাতটি নাই। এই গ্রন্থখানি বহুদিন পূর্ব্বে বটতলায় মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় ; কারণ, ইহার যে আবরণ পত্র আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, "শ্রীযুত বাবু মদনমোহন শ্রীবিপ্রদাস মালাকরের বিদ্দবাসিনী যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল। এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি কলিকাতায় সিমুলিয়ার বাজারের পশ্চিমে শ্রীযুত বাবু গোবর্দ্ধন ভড়জি মহাশয়ের ২২নং বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। ইতি সন ১২৫৫ সাল তারিখ ৮ কার্ত্তিক।" এই টুকু ভিন্ন হস্তের লেখা। এই হাতের লেখায় আবরণপত্রে একটা সূচীও দেখা যায়। তদ্দ্বারা নষ্ট অংশটি এই ছিল বলিয়া জানা যায়, যথাঃ—"অথ পুস্তকের বর্ণনা, দশ অবতারের বর্ণনা, মহামুনির দ্বারকায় গমন এবং নারদের পরিচয়॥" শ্রীনাথ ইহার বক্তা, দেবর্ষি নারদ শ্রোতা। দ্বিতীয় পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় জানা যাইবে।

ইন্দ্র বলে প্রজাপতি করি নিবেদন।
মন উচাটন তার দেখিয়া নারায়ণ॥
মহাভার নিবারিতে কৃষ্ণ অবতার।
কুরুক্ষেত্রে সে সকল হইল সংহার॥
কৌরব পাণ্ডব অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী।
নর নারায়ণ রূপে নাশিলা আপনি॥
পৃথিবীর ভার সব হইল নিবারণ।
তবে কেন না আইলেন দেব নারায়ণ॥
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ প্রজাপতি।
কৃষ্ণ বিনে শূন্য সব গোলকে বসতি॥

গ্রন্থের শেষ এইরূপ :—

স্তব করি মুনিবর করে প্রণিপাত।
জয় জয় লক্ষ্মীপতি জয় জগন্নাথ॥
তুমি বিষ্ণু তুমি ব্রহ্মা তুমি মহেশ্বর।
স্থাবর জঙ্গম তুমি সর্ব্ব ধরাধর॥
তোমার উৎপত্তি সব তোমাতে সৃজন।
আজ্ঞাএ সৃজন তুমি নিশ্বাসে প্রলয়॥
দীন হীন আমি তব কি জানি মহিমা।
পঞ্চমুখে চতুর্মুখ দিতে নারে সীমা।
এতেক বলিয়া মুনি বিদায় হইল।
লক্ষ্মী নারায়ণ দোহে মন্দিরে রহিল॥

ভণিতা :—

শ্রীগুরু গোবিন্দপাদ পদ্ম করি আশ।
পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস॥

সমাপ্ত।

ইতি সন ১২০১১ মঘী তারিখ ১৫ পৌষ লাগায়ত তিরিশ পৌষ।

সময়ান্তরে এই গ্রন্থ স্বতন্ত্র ভাবে সমালোচনা করা যাইবে। হস্তলিপিতে কোন রচনা কাল নির্দ্দেশ দেখিলাম না। বালি কাগজের চতুর্থাংশ পরিমাণ কাগজের দুই পৃষ্ঠায় লেখা, ৩২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

১৬। মনসার ধূপাচার।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ মনসার চরণ যুগল।
ছায়া দিয়া সেবকেরে রাখ পরতল॥
তোমার মহিমা কেহ বুঝিতে না পারে।
কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন মহেশ্বরে॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন তুয়া অবতার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যে সৃজন তোমার।
ধূপাচার রচিবারে করিআছি আশ।
মোর কণ্ঠে সরস্বতী করহ নিবাস॥

শেষ :—

পদ্মাবতী বোলে মোর যদি না হয় বংশ।
নাগগণ ছোড়াইয়া করাইমু ভংশ (দংশ)॥
এত জানি জরৎকারু মন্ত্রজপ কৈল।
মনসার গর্ভে তবে আস্তিক জন্মিল॥
আস্তিক জন্মিল যদি মনসা বিদ্যমান।
পুত্র কোলে করি মাতা কৈলাসেতে যান॥
মুনি গেলা চলিয়া আপনার ভুবন।
এই সব বার্ত্তা শুনিয়া ত্রিলোচন॥

ভণিতা :—

ধূপাচার লৈয়া মা মাগম্ তুয়া পায়।
দ্বিজ রতিদেব রাখ বিষহরী মায়॥

'মৃগলব্ধের' রচয়িতার নামও রতিদেব। তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম পটীয়ার অন্তঃপাতী সুচক্রদণ্ডী গ্রাম। এই উভয় কবি এক নহেন কি?

১৭। শীতলার চৌতিশা।

আরম্ভ :—

জয় শীতলা দেবী রক্ষহ জীবন।
করজোড়ে করম স্তুতি শীতলার চরণ॥
করুণা করিয়া রাখ শিশুর জীবন।
কমল পদেতে মাতা করম্ নিবেদন॥

শেষ :—

হরি হরে না বুঝএ প্রকৃতি তোমার।
হাস্য বদনে শিশু করিবা প্রতিকার॥
হেলাএ নাশিতে পার এ তিন ভুবন।
হুহুঙ্কারে নামাও বিষ রক্ষহ জীবন।
ক্ষুদ্র বুদ্ধি যত নর এই তিন ভুবন।
ক্ষমিয়া সকল দোষ রাখহ জীবন॥

ভণিতা :—

ক্ষীণ শঙ্করাচার্য্য শীতলার দাস।
ক্ষমিয়া সকল বিঘ্ন করহ বিনাশ॥

১৮। কবিকঙ্কণের চৌতিশা।

আরম্ভ :—

বোল মুখে কালী বৃথায় দিন যায় রে বহিয়া॥ ধুয়া
জয় জয়ন্তী দুর্গা দুঃখ দলন্তী।
নারায়ণী গিরি কুমারী।

জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা মাতা দুর্গত নাশিনী।
গোকুলে গোপিনী রূপে যশোদা নন্দিনী॥
তুমি জান সভাকে তোমাকে জানে কে।
মরিয়া না মরে তুয়া নাম জপে যে॥
করযোড়ে কালিকারে করি পরিহার।
কৃপা করি কুলেশ্বরী করহ উদ্ধার॥
কিবা শোভা করে আভা কর্ণেতে কুণ্ডল।
কম্বুকণ্ঠ করি গর করে ঝলমল॥

শেষ :—

ক্ষয় স্থলে ক্ষিতি মূলে খেনেকে না রহে।
খড়্গাধারী খণ্ড করি খাও রিপুচয়ে॥
ক্ষিতি সিন্ধু ক্ষুদ্র বিন্দু ক্ষুধাতুর মন।
খল বুদ্ধি খাও সিদ্ধি ক্ষয় শত্রুগণ॥

ভণিতা :—

চাপ্য ইন্দু বাণ সিন্ধু শক নিয়োজিত।
পঞ্চবিংশ যেব অংশে চৌতিশা পুর্ণিত॥

ইতি কবিকঙ্কণের চৌতিশা সমাপ্ত।

১৯। শ্রীমতী রাধিকার চৌতিশা।

আরম্ভ :—

কান্দএ কাতর হৈয়া রাধিকা যুবতী।
কহ উদ্ধব কোথা গেল মোর প্রাণপতি॥
কানুর লাগিয়া চিত্ত দহে নিরবধি।
কর্ম্মদোষে হারাইলুম কৃষ্ণ গুণনিধি॥
কপটে গোবিন্দ মোরে গেল রে ছাড়িয়া।
কত না রাখিব চিত্ত নিবারণ দিয়া॥
কহ কহ প্রাণের উদ্ধব কানুর সংবাদ।
কোন দোষে ছাড়ি গেল মোর প্রাণনাথ॥

শেষঃ—

ক্ষৌণিজাগর্ভের গর্ভ রিপুর কুমারী।
ক্ষিতিতলে আরাধিয়া পাইলুম শ্রীহরি॥
ক্ষিতিতলে আরাধিয়া কহএ উদ্ধব।
খণ্ডিব সকল দুঃখ আসিলে মাধব॥

ভণিতাঃ—

ক্ষিতিতলে লোটাইয়া করম প্রণাম।
খেদ পরিহর রচে দাস মুক্তারাম॥

২০। গঙ্গাদেবীর চৌতিশা।

ভণিতাঃ—

সেবক অধম আমি, তুমি গঙ্গা স্বর্গগামী
কৃপা কর জগতের মাতা।
সেবক রামজয়ে কয়, যদি মোরে কৃপা হয়,
পাতকেতে ডুবিল সর্ব্বথা॥

২১। তন-তেলাওত।

ইহা একখানি মুসলমানী গ্রন্থ। নামেই তাহার পরিচয় দিতেছে। ইহার অর্থ 'তন (তনু) বা দেহের তেলাওত বা সাধন'। ইহা গভীর যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

গ্রন্থখানি অবশ্য মুসলমানীভাবে লিখিত ও আলোচিত। মূলাধার, মণিপুর প্রভৃতির মুসলমানী নাম করণ হইয়াছে; মধ্যে মধ্যে মুসলমানী যোগের কথা ত আছেই। নামাদি ভিন্ন হইলেও মূল বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সমগ্র গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থের ভাষার ৣ অংশ শব্দ বাঙ্গালা। ইহার আলোচ্য বিষয় সাধারণের অনধিগম্য। লেখকের নাম পাওয়া যায় নাই। হস্তলিপির তারিখ ১১৫৬ মঘী ১১ই বৈশাখ। লিপিকারের নাম শ্রীবছির মাহাম্মদ সাং গোরণ থাইন। এক স্থান হইতে কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি :—

নাছুত মোকাম যদি করিলা সাধন।
মলকুত মোকাম সাধিতে কর মন॥
যোগেত কহিএ এই মণিপুর নাম।
মহত হেমন্ত বায়ু বৈসে অবিশ্রাম॥
ইস্রাফিল ফিরিস্তা তাহাত অধিকার।
নাসিকা নিরক্ষি জান দুয়ার তাহার॥
তাহার খাটাদি জান ফেকৃসার স্থান।
*　　*　　*

দিনে চুয়াল্লিশ হাজার শোয়াস বয়।
ষঠ মধ্যে রাখ বারি (বায়ু) যেন মতে রয়॥
যাবত্তে পবন আছে তাবত্তে জীবন।
পবন ঘটিলে হয় অবশ্য মরণ॥
নাসিকাতে দৃষ্টি দিয়া পবন হেরিব।
কণ্ঠেত টিপ দিয়া নিরসে রহিব॥
বাম উরু পরে দক্ষিণ পদ তুলি।
নাসাতে হেরিব দৃষ্টি দুই আঁখি মেলি॥
তবে ঘঠ হস্তে শোয়াস বাহির হৈব।
যেহেন কচুর পত্র বরণ দেখিব॥
তার মধ্যে মূর্ত্তি এক হৈব দরশন।
সেই মূর্ত্তি আপুনার জানিও বরণ॥
সেই মূর্ত্তি সদাএ হেরিতে যদি পার।
হৈব না হৈব কর্ম্ম জান পাইবা দড়॥
এমত তোমার যদি হইল সাধন।
তবে মণিপুরে দৃষ্টি রাখিবা সেখন॥
বৈসএ নক্ষত্র এক মণিপুর দেশ।
দিবা আঁখি দৃষ্টি করি দেখিবা বিশেষ॥
সেই মূর্ত্তির অন্তরে ফিরিস্তা দেখা পাইবা।
সুরাসুর যত কিছু সকল দেখিবা॥

২২। মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ গণপতি বিঘ্ন বিনাশন।
প্রণতি পূর্ব্বক বন্দম্ শিবাদি চরণ॥
কায় মনে চিত্তে বন্দম্ প্রভু নারায়ণ।
উৎপত্তি প্রলয় সৃষ্টি যাহার কারণ॥
কমলার পদযুগে করি নমস্কার।
যাহার কারণে সৃষ্টি হইছে সংসার॥
সরস্বতী পাদপদ্মে প্রণতি করিয়া।
শুদ্ধ পদ কহিবা মোর কণ্ঠে বৈয়া॥
চতুর্মুখ ব্রহ্মা বন্দম্ ব্রাহ্মণী সহিতে।
কর জোড়ে শিব দুর্গা বন্দম্ একচিত্তে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের যত দেবগণ।
এক চিত্তে বন্দম্ মুই সর্ব্ব দেবের চরণ॥

শেষ :—

যেবা পড়ে যেবা শুনে ভক্তি করি মনে।
রোগ শোক নাহি তার চণ্ডিকা কারণে॥
স্ত্রী-এ পুজিলে হয় নারীর প্রধান।
পুরুষ পুজিলে হয় রাজার সম্মান॥
যার সেই মনস্কাম সিদ্ধি করে দেবী।
ধনে পুত্রে বাড়াইয়া করেন চিরজীবী॥
চণ্ডিকা চরণে মোর সহস্র প্রণাম।
দুঃখ দূর কর মাও পুরাও মনস্কাম॥

ভণিতা :—

নিয়ত মঙ্গলচণ্ডী বন্দিয়া যে মাথে।
পাঞ্চালী রচিয়া কহে দ্বিজ রঘুনাথে॥

হস্তলিপির তারিখ ও লেখকের নাম :—

দেবগ্রাম নিবাসী শ্রীকাশীনাথ সুতে।
শ্রীচণ্ডীচরণে যে লিখিছে সুহস্তে॥
রুদ্র গ্রহ গ্রহ সন সখী যেই ঘটে।
দেবগ্রাম বসতি মা কালিকার নিকটে॥

দ্বিজ রঘুনাথের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি সুন্দর বৈষ্ণব পদাবলী আমার নিকটে আছে। পদকর্ত্তা ও এই পাঁচালীলেখক রঘুনাথ অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, জানি না। 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় সে পদগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

২৩। রাধিকার বার মাস।

পদসংখ্যা ২৬।

আরম্ভ :—

গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে
ফিরিব যোগিনী হইয়া।
যে ঘরে পাইব, আপনার বন্ধুর
আনিব বসন দিয়া॥
প্রথম বৈশাখে, রাধিকা ব্রজেতে,
দারুণি রবির জ্বালা।
নূতন অবলা, আমা ছাড়ি গেলা,
মথুরা নগরে কালা॥

শেষ :—

আসিল ফাল্গুন, জ্বলে হুতাশন,
রাধিকার অন্তর পোড়ে।
নূতন যৌবনী, তাহে বিরহিণী
কেমনে থাকিব ঘরে॥
আইল চৈত্রমাস, পুরাইল বারমাস,
না শুন আমার বাণী।
কর জোড় করি, মোহন বংশীধারী,
আসিয়া মিলিছ পুনি॥

রচয়িতার নাম বা হস্ত লিপির তারিখাদি নাই।

২৪। বাণযুদ্ধ।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান।
অপার মহিমা ধর প্রভু ভগবান॥
ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত প্রভু এক লোম কূপা।
এক তনু বাক্ত প্রভু হরি হর রূপা॥
সেই প্রভু নারায়ণ অবতার হৈয়া।
রক্ষা কর দেব ঋষি অসুর মারিয়া॥
যেই জনে ভক্তি করি কৃষ্ণ নাম লয়।
ভারত ভূমি হস্তে তবে সে নর তরয়॥
হরি বংশ ভাগবত ব্যাসের রচিত।
শিব নারায়ণ যুদ্ধ কাব্য অতুলিত॥
সেই কথা কহিবাম করিয়া পয়ার।
শ্রোতাগণে পদদোষ ক্ষমিবা আমার॥

শেষ :—

গোবিন্দ চলিয়া গেল দ্বারিকা নগর।
আপনা গৃহেতে চলে বাণ নৃপবর॥
দ্বারিকাতে চলি গেলা দৈবকী নন্দন।
কৃষ্ণগত চিত্ত রাজা চলিলা তখন॥
বাণযুদ্ধ পুস্তক যেবা শুনে এক মনে।
লঙ্ঘিতে না পারে জরে সত্যের কারণে॥
যাহার গৃহেতে বাণ পুস্তক রাখএ।
গ্রহ দোষ লঙ্ঘিতে না পারে গৃহএ॥
যেবা পঠে যেবা শুনে বৈকুণ্ঠেতে স্থান।
জন্মে জন্মে ভক্তি রৌক গোবিন্দ চরণ॥

এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে দুই জনের ভণিতা দৃষ্ট হইতেছে। তন্মধ্যে একজন 'ক্রিয়াযোগসার'প্রণেতা অনন্তরাম দত্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। ভণিতাগুলি এই :—

(১) দ্বিজ রামচন্দ্র কহে আজ্ঞা যে পাইয়া।
অনিরুদ্ধ উষার কথা শুন মন দিয়া॥
শ্রীরতি বল্লভ সুত দ্বিজ রামচন্দ্র।
উষার হরণ কহে করি পদ বন্ধ॥

(২) কহেন অনন্ত দত্তে, কবিরাজ ভ্রাতৃসুতে,
রামকৃষ্ণ রায়ের অনুজ।
রঘুনাথ সন্ততি, সে যে দীন হীন মতি,
স্মরিয়া শিবের পদাম্বুজ॥

২৫। রাধাকৃষ্ণ চৌতিশা।

আরম্ভ :—

করজোড়ে বন্দম্ হরি গোবিন্দ চরণ।
কামিনী মোহন রূপী প্রথম যৌবন।
কেলি করে শিশু সঙ্গে প্রভু যদুরায়।
কদম্ব হেলানে কৃষ্ণ মুরলী বাজায়॥
খঞ্জন গমনী রাধা খলি পরিধান।
ক্ষীর দধি লৈয়া রাধা মথুরা পয়ান॥

নমুনা :—

ধর ধর করি হরি উঠিলেক কোপে।
ধরিয়া আনিল রাধা যত শিশু গোপে॥
ধূলা মেলা মারে রাধার চক্ষু মুখ ভরি।
ধমকিয়া বোলে রাধা ভাল নহে হরি॥
না করসি ভাল কর্ম্ম নন্দের কুমার।
নষ্ট হবে নন্দঘোষ দোষে যে তোমার॥
নন্দের ঘরের ধেনু অন্ন দিয়া পোষে।
নষ্ট হবে নন্দ ঘোষ তোমার হে দোষে॥

ভণিতা :—

শ্রীকবিচন্দ্র দাসে বলে এই চৌতিশা।
পড়িলে সকল মনে হইবে ভরসা॥

২৬। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ।

এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থখানির নাম কি ছিল, জানা যাইতেছে না। গ্রন্থখানি যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয়। যোগের অনেক তত্ত্ব কথা আছে। মুদ্রাসাধন, আসন বিচার, ঈড়া পিঙ্গলাদি নাড়ী বিচার, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি কঠিন যোগশাস্ত্রীয় বিষয় সকল সরল ভাষায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুন্দর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। আরও দুঃখের বিষয় যে, লেখক ইহার কোন কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেখানে গুরুনিষেধাৎ লেখক নিজেই কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই, পাঠকগণকে সেইস্থানে লেখকের গুরু 'প্রমদনের' শরণ লইতে বলিয়াছেন। যথা :—

ইহাতে না বুঝ যদি চিত্তে ভ্রম থাকে।
প্রমদনের পাশে চল পরম কৌতুকে॥

মুসলমান কবি সৈয়দ সুলতানও এই কারণেই তাঁহার 'জ্ঞান প্রদীপের' পাঠকগণকে প্রেমানন্দের বা প্রমদনের শরণ লইতে বলিয়াছেন। 'জ্ঞান প্রদীপ' ও সমালোচ্য এই গ্রন্থখানিতে একই ভাষা দেখিতেছি কেন? কে কাহার যশঃ হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নির্ণয় করা সহজ নহে. উপরে আমরা 'জ্ঞান প্রদীপের' পরিচয় প্রদান করিয়াছি। তাহাতে যে অল্প স্থান উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা প্রায় অবিকল এই গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইতেছে। সময়ান্তরে দুই গ্রন্থের আবার একত্র আলোচনা করিব, বাসনা রহিল।

ইহার রচয়িতার নাম গুণরাজ খান। ইঁহাকে লইয়া তবে বঙ্গভাষায় সর্ব্বশুদ্ধ চারিজন 'গুণরাজ' পাওয়া গেল; মালাধর বসু, হৃদয় মিশ্র, ষষ্ঠীবর সেন, আর এই গুণরাজ। অবশ্য প্রথম তিন জনের 'গুণরাজ' উপাধি মাত্র। শচীপতি মজুমদার নামক কোন মহাশয়ের আদেশে তিনি এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে ভণিতায় তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :—

'গুরু প্রমদনের পায় রহোক ভকতি।
যাহার প্রসাদে জন্ম কহি নানা রীতি॥
মজুমদার শচীপতি রসিকের গুরু।
প্রতাপে কেবল সুধা দানে কল্পতরু॥
হেন শ্রীশচীপতির পাই সন্বিধান।
কহে জন্ম বিবরণ গুণরাজ খান॥

গ্রন্থের যে অংশখানি পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা ইহাদের নিবাস কোথায়, জানিতে পারা যায় না। গ্রন্থের হস্তলিপির তারিখ পাওয়া না গেলেও তাহা বড় প্রাচীন। ইহার আর এক স্থানে দেখা যায় :—

এ ভুত ভাঙ্গিতে যদি মনে কর আশ।
কতুয়া বাজারে চল প্রমদনের পাশ॥
শুদ্ধকে আছএ এক গ্রাম করিপুর।
সুনগরে সুনগরী সুসাধু প্রচুর॥
তথা গেলে জানিবা যে এই স্থান স্থিতি।
হরিদাস রায় তথায় পুরিব আরতি॥
সেই প্রমদনের চরণে সেবা রয়।
গুণরাজ খানে কহে যোগেন্দ্র সে হয়॥

ইহা হইতে কোন তথ্য নিষ্কাশন সম্ভব হইলে, তাহা পাঠক মহাশয়েরাই করিবেন। এই গ্রন্থ সাধারণের অনধিগম্য।

২৭। তুলসী চরিত্র।

প্রারম্ভ :—অথ তুলসী জন্ম।

রসিক জনের সঙ্গে বসি মনোরঙ্গে।
মন দিয়া শুন কহি তুলসীর রঙ্গে॥
*　　*　　*
সারদার চরণে মাগিএ পরিহার।
তুলসী চরিত কিছু করিমু প্রচার॥
পুর্ব্বে এক আছিলেক বৃন্দা নামে সতী।
শঙ্খ নামে আছিলেক তার নিজ পতি॥
মহাবল পরাক্রম প্রচণ্ড দুর্ব্বার।
জিনিলেক দেবগণ দেব পুরন্দর॥
বাহু বলে মারি সব জিনিল সকল।
দেবগণ হইলেক চিন্তাএ বিকল॥
ব্রহ্মার চরণে দেব কৈলা নমস্কার।
এই দুরাচার কেনে না কর সংহার॥

শেষ :—

বিষ্ণুর সমান করি তুলসী সেবিব।
সব তীর্থ চারি ধর্ম্ম একখানে পাইব॥
পরকালে সুখভোগ তুলসী সেবএ।
সর্ব্ব কাল সুখে থাকে অন্তরে সুখ পাএ॥
ব্রহ্মা বোলে গঙ্গা কেনে হয় ভ্রম।
আপনে ভাবিয়া চাহ তুলসী জনম॥
ব্রহ্মার বচনে গঙ্গা চলি গেলা ঘর।
তুলসী চলিয়া গেলা পৃথিবী ভিতর।
তুলসী চরিত্র কথা যেই জনে শুনে।
অন্তকালে পাএ সেই বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥

ভণিতা :—

পরাশর পণ্ডিত সুত দ্বিজ ভগীরথ।
পদ্মপুরাণে কহে তুলসী মহত॥

ইহা একখানি ক্ষুদ্র সন্দর্ভমাত্র। হস্তলিপির তারিখ ১১৯২ মঘি ১৩ পৌষ।

২৮। শীত-বসন্ত পুস্তক।

এই পুঁথির একখানি মাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে। তাহা দ্বারা ইহার রচয়িতার নাম বা পুঁথির আকার কিরূপ ছিল, জানিবার উপায় নাই। আরম্ভ এইরূপ :—

শুনহ রসিকজন রহস্য কথন।
সংক্ষেপে কহিব কিছু করহ শ্রবণ॥
সুরসেন রাজা ছিল কাঞ্চন বসতি।
শীত বসন্ত তাহার এই দুই সন্ততি॥
দুই শিশু জন্মিলেক রূপের নাগর॥
দেখিয়া রাজার মনে হরিষ অন্তর।
এক বিংশতি দিন হইল দুই কুমার।
পুত্রমুখ দেখি রাজা হরিষ অপার॥
আনন্দে আছয়ে রাজা আপনা ভুবন।
কত দিন পরে হইল রাণীর মরণ॥
আচম্বিত এই বার্ত্তা পাইল রাজন।
রাণীর যে শোকে রাজা করয়ে ক্রন্দন॥

২৯। মনসামঙ্গল গায়ন।

দেখিয়া বোধ হয়, এই শ্রেণীর কাব্যগুলি সেই কালে অভিনীত হইত। এই দৃশ্য কাব্যে গান, কথা, পটী, ধুয়া অভিধেয় ভিন্ন ভিন্ন অংশ রচিত এবং তদংশের অভিনয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক নিযুক্ত দেখিতেছি। 'কথা' স্থলে কোন কোন স্থানে "কাণ্ডকথা" লেখা আছে। 'কথা'র ভাষা গদ্য, অপর সকলের ভাষা পদ্য।

গ্রন্থখানি সমগ্র পাওয়া যায় নাই। আরম্ভ ভাগের ও শেষের কত পাতা পাওয়া যায় নাই, বলা যায় না, কারণ কোথাও পত্রাঙ্ক নাই। গ্রন্থকারের নাম নাই। হস্তলিপির তারিখ না থাকিলেও দেখিয়া বোধ হয়, উহা অন্ততঃ ষষ্টি বৎসর পুর্ব্বের লেখা। ইহা যে চট্টগ্রামে রচিত হইয়াছে; তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না।

গ্রন্থকার প্রথমেই জমাদার সাহেব, কালুয়া, হাড়ি (মেথর) ও মেথরাণীকে আসরে

আনিয়া একটা বিকট হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। তাহাদের ভাষা কিরূপ, দেখুন—

কথা।

তোমরা কোন লোক হে, মহামাজ্‌কো
নগর্‌মে এত্তা রাইতমে ঝুম্‌ঝাম্‌ কিয়া?
হে আমারা যাত্রাওয়ালা গাইন্‌ হে।

কথা।

আরে ভাই তোম্‌লোক্‌ কোন্‌ হে?
আরে হাম্‌ মহারাজকা জমাদার হে?
আরে তোম্‌ কাহা চলতে হে।?
আরে হাম্‌ কালুয়া হাড়ি বলানেকওআস্তে
চলতে হে।

কালুয়া হাড়ির গান।

মেরা কোন্‌ বোলাহে চিন্তে নারি,
সারা রোজ হুজুর্‌মে দিয়ে হাজিরি।
ঝাকুবি দিয়া, ছাকুবি কিয়া,
ফের্‌ কিস্তেরে বোলাহে বুজর্‌গে নারি।

ইহার পর প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণা কিরূপ হইল, জানা যাইতেছে। এখানে দুই এক পাতা নাই। তবে আসল প্রস্তাবের আরম্ভ এইরূপ:—

পটী।

চন্দ্রধর নামে সাধু চম্পক নগর।
ধনেত কুবের জিনি রূপে বিদ্যাধর॥
রাজকার্য্য করে চান্দ নগর চম্পকেতে।
সোনকাসুন্দরী হয়েন তাহান বনিতে।
সদয় আছেন তানে দেব ত্রিপুরারি।
মহাজ্ঞান দিছেন আর হেমতানের বারি।
পাইয়া শিবের বর দুষ্ট সদাগরে।
ত্রিভুবন মধ্যে কারে শঙ্কা নাহি করে।
মনসার সঙ্গে বাদ করে চিরকাল।
তেকারণে মারে চান্দের ছঅটী ছাওাল।

লক্ষ্মীন্দরকে কালনাগে দংশন করিলে সোণকা চন্দ্রধরকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। ইহার পর কতক পাতা পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থের অনেকস্থলের ভাষা উদ্ধৃতাংশের অনুরূপ।

লক্ষ্মীন্দরকে লইয়া যাইতে সতী বিপুলা অনেক অসচ্চরিত্র লোকের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা অবশ্য নূতন কথা নহে; কিন্তু কবি বিপুলার সহ আমাদিগকে ধলা-মলার বাঁকে নিয়া সাহিত্য সংসারে এই নূতন কথাগুলি শুনাইয়াছেন:—

কথা।

ওরে দাদারে, ওরে ইনি য়াএ য়াএ।
ওরে ভাই, কি জন্ম ডাইকাস্‌?
ওরে ডাকি জে, তুই চাইর্‌ বিহা করিয়াছস্‌, তবেহ য়াক্কার বিহা না হইল। অখন্‌ বর্‌ সুন্দর একটী কৈন্ন্যা জলে ভাসি যায়, তাইরে আনি য়ামারে বিহা গরা।
য়ারে ভাই, তুই কি পাগল হইয়স্‌ না। সেই কৈন্ন্যা আরে কবুল হএ, তে বিহা করিতে পারে। হদি কৈন্ন্যা য়ামারে কবুল হএ, তবে য়ামার জে চাইর্‌ জননা আছে, হেস্তেতুন একটা তোরে দিয়ম্‌ য়ারি। য়খন চল ধরি য়ানি গই।

চট্টগ্রামের কথিতভাষা শুনিবার ইচ্ছা করিলে, পাঠক মহাশয়কে কত কষ্ট করিতে হইত, আমাদের এই কবির কৃপায় সেই কষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া তিনি আপনাকে সৌভাগ্যবান্‌ মনে করিবেন, নিশ্চয়ই।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণটি পাওয়া গিয়াছে; তাহা এখানে তুলিয়া দিতেছি।

খর্ব্ব স্থূলতন,　　গজেন্দ্র বদন,
　গণপতি প্রথমে মানম্‌।
ষড়াননাগ্রজ,　　বিঘ্নবিরাজ,
　গজস্কন্ধ ধারণ।
মূষিক বাহন,　　রুদ্রাণী নন্দন,
প্রকাশিতে গুণ,　　হএ মন ভ্রম,
খর্ব্ব কলেবর,　বিনায়ক বৈমাত্তর,
　রুধির সিন্দুর শোভন

পরিই সন্দ, মদগন্ধ,
গতি মন্দ সুন্দর তনু।
শৈল সুতাসুত, বিচিত্র গুণযুত,
বিঘ্ন কর নাশন।
মুখে করি দন্ত, সুচারু মস্ত,
না পাএ তব গুন্তাস্ত,
দেব নম নরোত্তম।
তুং অনন্ত মহিমা, দিতে নাহি সীমা,
চতুর্ভুজ ধারণ।
ভুবন পালিতে, জীব নিস্তারিতে,
শিব আজ্ঞা হইতে লভিল জনম।
বন্দে গণপতি, হরের সন্ততি,
দীনহীনকে কর তারণ।
হেরম্ব লম্বোদর, নিরালম্বে কৃপা কর,
রবিসুত করে তার,
হেরিএ অধম জন।

৩০। অজ্ঞাতনামা বৈদ্যকগ্রন্থ।

বঙ্গভাষায় ইহা নূতন পদার্থ। প্রাচীন বঙ্গভাষায় বিস্তর পুঁথি আবিষ্কৃত হইলেও এ পর্য্যন্ত কোন বৈদ্যকগ্রন্থই পাওয়া যায় নাই।

দুঃখের বিষয়, গ্রন্থের আদ্যন্ত নষ্ট হওয়ায় ইহার ও ইহার অনুবাদকের নামাদি পাওয়া যাইতেছে না। গ্রন্থখানি অতীব জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; প্রথম পাতা নাই; শেষ পত্র সংখ্যা কত ছিল, কি করিয়া বলিব? মোট ১৭ পাতা পাওয়া গিয়াছে। কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। এক কোণে "জিতরাম কানগোই" (কানুন গো) বলিয়া একটা নাম পাওয়া যায়; তাহা বোধ হয়, নকল নবিশের নাম। বহিখানি যে চট্টগ্রামী লোকের রচনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

অথ ফুলা মহাকুষ্ঠের লক্ষণ।

গাও ফুলএ জার অঙ্গলি খসি পরে।
নাক ফুলিআ চেপ্তা হএ কথ কালে।
এ সব লক্ষণ জার হএ বিপরীত।
ঔষধ নাহিক তার জানিঅ নিশ্চিত।
চিকিৎসা করিব তাহা জে জন পণ্ডিত।
দৈব জোগে তার ব্যাধি হইব খণ্ডিত।

অথ চিকিৎসা।

কৃষ্ণবর্ণ সর্প মারি জত্তনে রাখিব।
লেজ মুণ্ড কাটি তারে রৌদ্রেত শুখাইব।
বাবরির বীজ সঙ্গে গুণ্ডি করিব।
চারি মাসা প্রমাণে গুণ্ডি তখনে খাইব।

অন্য প্রকার।

কটু তৈল চারি সের আনিব তখনে।
সর্প মাংস এক সের আনিব যত্তনে।
চিতামূল দুই সের গন্ধক কুড়ি তোলা।
একত্র করিআ পেষিবেক ভালা।
সিদ্ধ করিয়া তৈল লইব জত্তনে।
এক মণ্ডন তৈল লাগাইব তখনে।

অন্য প্রকার।

কুম্ভার পোআনি মত করিবেক গাত।
ভরির ফুস্কারিয়া নোয়া কেরণের পাত।
উপরে লাগাইব চুমা লেপিব সকল।
* * লাগাইব চুমা বসিব সত্তর।
অগ্নি জ্বালিআ তারে করিবেক সেবা।
আচ্ছাদন করি অঙ্গে লইবেক ধুমা।
ক্লেদ সব বাহির হইব * * কারণ।
এই মত সপ্ত দিন শুন মহাজন।

অন্য প্রকার।

নিম্ব পত্র নিম্ব ফল আনিয়ে যত্তনে।
আমলকী ফল তবে আনিব তখনে।

---

* বঙ্গভাষায় বৈদ্যকগ্রন্থ কবিরাজী পাতড়া নামে খ্যাত। কতকগুলি ইতিপূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে, বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে আছে, তবে নগেন্দ্র বাবু সেগুলির কোন বিবরণ কোথাও প্রকাশ করেন নাই।—পঃ পঃ সঃ

সমভাগে লই তারে করিবেক গুরা।
তিন তোলা প্রমাণে থাইব তার চুরা॥
দুই তোলা জল তবে করিব অনুপান।
খণ্ডিবেক মহাব্যাধি এই সন্নিধান॥

এইরূপ প্রত্যেক রোগেরই একাধিক প্রয়োগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেখানে পদ্য করিবার সুযোগ হয় নাই, সেখানে লেখক কেবল "তবে খণ্ডে" বা "অমুক রোগ খণ্ডে" এইটুকু লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দিলাম।

অথ দন্তশূল চিকিৎসা।
সাবিত্রীর পত্র আনিবো যতনে।
দন্ত চাপাইয়া তারে রাখিব সেইক্ষণে॥
তবে দন্তশূল খণ্ডে॥

৩১। কৌশল্যার বার মাস।

আরম্ভ :—

হাহা পুত্র রামচন্দ্র কমললোচন।
আর নি দেখিবো মাএ এ চন্দ্রবদন॥
মাঘ মাসের পুত্র গেলা বনবাসে।
সে ধরি অভাগী মাএ ছাড়ে গৃহবাসে॥
পুত্রের লাগিয়া মাএ বড় দুঃখ পাএ।
দিনে দিনে অভাগী মায়ের পাঞ্জর শুকাএ॥

শেষ :—

পৌষ মাসেত রাম যুদ্ধে দিলা মন।
রাবণের সনে রাম আরাম্ভিলা রণ॥
রাবণ বধিয়া সীতা করিলা উদ্ধার।
সমুদ্র বান্ধিয়া রাম সৈন্য কৈলা পার॥

ভণিতা নাই।

৩২। রামচন্দ্রের বার মাস (চৌতিশা)।

আরম্ভ :—

মাঘে মারীচ আইল মায়ারূপ ধরি।
মরিতে রাবণ রাজা সীতা কৈল চুরি।
মারিমু রাবণ রাজা মনে কৈলুম সার।
মদন আনন্দ-বাণে করিমু সংহার॥
ফাল্গুনে ফাফর চিত্ত সীতা অদর্শনে।
ফলিল প্রমাদ বড় জানকী-রমণে॥
ফিরিয়া না দেখয় মুঞি জনকনন্দিনী।
ফুকরি ফুকরি কান্দে রাম রঘুমণি॥

শেষ :—

পৌষে পিরীত পাকে চলে বিভীষণ।
পরম পিরীত পাইল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
পরম পিরীত পাইল রাম রঘুমণি।
প্রেমে আলিঙ্গন কৈলা ভরতে তখনি॥

ভণিতা :—

রাম রাম রাম রাম রাম রঘুপতি।
জগত সংসারে বোল উদ্ধার রঘুপতি॥

৩৩। শ্রীমন্তের চৌতিশা।

আরম্ভ :—

করযোড়ে শ্রীঅপতি করয়ে স্তবন।
কি হেতু করুণাময়ি হইয়াছ বিমন॥
কমল না দেখি আমি কালিদহের জলে।
কাটিবারে আনিয়াছে রাখ পদতলে॥

শেষ :—

হারাইলাম বল বুদ্ধি হইলাম কাতর।
হরিষে দরশন দেয় নৃপতি গোচর॥
হুঙ্কার মারিয়া বৈরী করহে সংহার।
হরিহরে না বুঝায়ে চরিত্র তোমার॥
ক্ষুদ্রবুদ্ধি শিশু মুই কি বোলিমু আর।
ক্ষম অপরাধ জানি দাসীর কুমার॥

ভণিতা :—

ক্ষয় করি রিপু সৈন্য ক্ষণ্ডয়াও আপদ।
ক্ষীণ দেবীদাস সেনে মাগে মুক্তিপদ॥

৩৪। কণ্বমুনির পারণা।

এই নামের দুইখানি পুঁথি পাইয়াছি। দুইখানির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে।

হস্তলিপির তারিখ আধুনিক। একখানির ভণিতা আছে, অপরখানির নাই। এইখানির চরণ সংখ্যা ২৭২।

আরম্ভ :—

এমত অপূর্ব্ব কথা আছয়ে সংসারে।
বৈকুণ্ঠের নাথ হরি নন্দ ঘোষের ঘরে॥
নন্দ যশোদা পূর্ব্বে হরিভক্ত ছিল।
ভক্তির কারণে তারা কৃষ্ণ পুত্র পাইল॥
রামকৃষ্ণ পাইআ রাণী মনে বড় সুখ।
নআন ভরিআ দেখে কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ॥

শেষ :—

মুনির সাক্ষাতে আইলা যশোদা রোহিণী।
মুনি বোলে কোলে লও তোমার নীলমণি॥
আইস আইস বোলি রাণী তুলি লইল কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল শ্রীকৃষ্ণের কপালে॥
মুনি বোলে গোকুলেতে থাক নন্দরাণী।
অখনে গমন করি দেঅত মেলানি॥
রাণী বোলে আশীর্ব্বাদ কর তপোধন।
মোর মনে এই সাধ পুরাও অখন॥
মুনি বোলে আশীর্ব্বাদ করিলাম আমি।
ঘরেত লইআ জাও তোমার নীলমণি॥

ভণিতা :—

আশীর্ব্বাদ করি মুনি গমন করিলা।
দ্বিজ মাধবে কৃষ্ণের চরণ বন্দিলা॥

৩৫। কণ্বমুনির পারণা।

ইহাতে হস্তলিপির তারিখ নাই। লেখা অতি অপ্রাচীন নহে। লেখকের নাম শ্রীতারিণীচরণ দাস, সাকিন আনোআরা জেলা চট্টগ্রাম। চরণ সংখ্যা ৪৫৬।

আরম্ভ :—

শুন শুন সর্ব্বলোক হইআ একমন।
কণ্ব মুনির পারণা কথা করহ শ্রবণ॥
এক দিন উপবাস মুনির কুমার।
পারণা করিতে গেল নন্দঘোষ ঘর॥
উপস্থিত হইল মুনি ক্ষুধাএ বিকল।
ক্ষুধাএ তিষ্ণাএ মুনি হইছে পাগল॥
নন্দঘোষ নন্দঘোষ ডাকে উচ্চস্বরে।
ক্ষুধাএ পীড়িত হইআ মুনিবর ফিরে॥
নন্দঘোষ বাথানে, যশোদা আছে ঘর।
গৃহে থাকি যশোদাএ পাইল খবর॥

শেষ :—

কণ্ব মুনির পারণা কথা বড়ই কৌতুক।
যেই জনে শুনে সেই জাএ বিষ্ণুলোক॥
গ্রহস্থ শুনিআ যেই না লয় কৃষ্ণনাম।
নিতান্ত জানিঅ তারে বিধি হইল বাম॥
কৃষ্ণ কথা ছাড়ি যেবা অন্য কথা কহএ।
বহুপাপ হঅ তার জানিঅ নিশ্চঅ॥
এই গ্রহস্ত যেবা লিখিআ রাখএ।
গ্রহস্থ প্রভাবে তার লক্ষ্মী না ছাড়এ॥
এই কণ্ব মুনির পারণা কথা (থাকে) যার ঘরে।
জন্মে জন্মে লক্ষ্মী দেবী তাহারে নাহি ছাড়ে॥

৩৬। শনির পাঞ্চালী।

ইহার শেষ একপাতা পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত পত্রগুলির শেষ পৃষ্ঠার লেখা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। লেখা বহুদিনের বলিয়া বোধ হয়। পত্র সংখ্যা ২৯। দুই পৃষ্ঠে লেখা।

আরম্ভ :—

সরস্বতী পাদপদ্ম করি নমস্কার।
তোক্ষার প্রসাদে জ্ঞান শরীরে আক্ষার॥
আদি দেব প্রণমোহ দেব নারায়ণ।
সহস্র প্রণাম করম্ তোমার চরণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যথেক দেবগণ।
পুনি পুনি প্রণমোহ তাহার চরণ॥
হিমালয় তনয়া মাতা বন্দম এক চিত্তমনে।
পুনি পুনি প্রণমোহ তাহান্ চরণে॥
জ্ঞান হইতে বর মাগম তুন্ধি সবের ঠাই।
জ্ঞান হউক মোর অঙ্গে এই বর চাই॥

ভণিতা :—

এই বর দিআ সূর্য্য গেল নিজ বাস।
শনির পাঞ্চালী রচে কবি কালিদাস॥
বাণীপুত্র কালিদাস দেবীপদে আশ।
শনির পাঞ্চালী কিছু করিল প্রকাশ॥

৩৭। সত্যপীর পাঞ্চালী।

পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধের পঞ্চম সংখ্যক পুঁথিতে পূর্ব্বে একবার ইহার বিবরণ দেওয়া গিয়াছে। সেইটি ও এইটি অভিন্ন হইলেও মধ্যে মধ্যে কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। আরম্ভে ও শেষে এইখানিতে কিছু বেশী আছে। অন্যান্য স্থলে বোধ হয় একই।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ সত্যপীর পরম কারণ।
তান নাম লৈলে নরে তরিব শমন॥
সত্যপীর হজরত পীর বুজুরুআ।
মুছলমানে ত জন্ম প্রভু ছিন্নি লাগিআ॥
যেই বর মাগে লোকে সেই বর পাঅ।
বর পাইআ লোকে সব করে একি দাঅ॥
একদা করিয়া ছিন্নি করে যেই জন।
সর্ব্ব সিদ্ধ হয় তার দারিদ্র্য মোচন॥

শেষ :—

দেঅ মোরে পদছায়া, কেএ বুঝি তোমার মাআ,
ভক্তি হউক তুআ পদ পাএ।
জেবা শুনে যেবা গাহে, সহ পড়ে সর্ব্বথাএ
বার্ত্তা সিদ্ধি হউক লীলায়॥
আমি হীন মতি, না বুঝি পদের গতি,
অপরাধ ক্ষেম রাঙ্গা পাএ।
পণ্ডিত যে মহামতি, দোষ ক্ষেএ রাতি রাতি,
উপহাস্য না হএ উচিত।
নাক্রি মোর দিব্য চক্ষে, আরোজ করম দুঃখে,
মন্দ না বোল পুনি পুনি।

ভণিতা :—

গুচিয়া গ্রামে স্থিতি, ফকিরচান্দ হীনমতি,
পীরের পদে কোটি নমস্কার॥

ইতি সন ১১৪০ সন তারিখ ৪ চৈইত্র রোজ মঙ্গলবার, এই পুস্তক শ্রীমনু বড়ুআ সাং রুদুরা, জেলা চট্টগ্রাম।

ইহার লেখক কেবল 'আকার' 'একার' দিয়াই যথেষ্ট মনে করেন নাই, তত্তৎস্থলে স্বতন্ত্র 'আকার' 'একার'ও দিয়াছেন; যেমন 'খেম' 'না হএ' এই দুই স্থলে লেখা হইয়াছে 'খেএম', ও 'নাআ হএ'। এইরূপ অনেক স্থলে। 'য' এর ব্যবহার নাই বলিলেও হয়। গুচিয়া,—চট্টগ্রাম জেলার একটি গ্রাম। পত্র সংখ্যা ১১, কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা —

৩৮। নিত্যমঙ্গলচণ্ডিকার পাঞ্চালী।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ নারায়ণী জগত জননী।
আদি অনাদি দেবী শিব সনাতনী॥
হরি হর ব্রহ্মা আদি ভাবে মনে মন।
স্থাবর জঙ্গম আদি তোমার সৃজন॥
সুর মুনি তোমা পূজা করে তত্ত্ব জানি।
সুখ মোক্ষ দুঃখ দাতা হরের ঘরণী।
মৈষাসুর শুম্ভ আর নিশুম্ভ ঘাতিনী।
কার্ত্তিক গণেশ মাতা ব্রহ্ম নারায়ণী॥

শেষ :—

এক চিত্ত হইয়া যেবা পাঞ্চালী শুনএ।
কোন দিন সেই নরে দুঃখ না ভোগএ॥

* * * *

* * * *

নহি জানম্ সর্ব্ব তত্ত্ব না জানম পদবন্ধ।
অপরাধ ক্ষেমহ না জানম ভালো মন্দ॥
ভক্তি ভাব নাহি জানি না জানি পূজাক্রম।
সেবক রক্ষণে মাও না ভাবিও ভ্রম॥
পরলোকে কর মোরে তুয়া পদে লীন।
স্বইচ্ছাএ বিকাইলুম তুমি মোরে কিন॥

ভণিতা :—

ব্রতীগণ ভাগ্যবতী কি কৈমু কথন।
চণ্ডীদাস দেয় কহে শিব নারায়ণ॥

"ইতি সন ১৭৩৯ শকাব্দা সন ১২২৪ বাঙ্গালা, সন ১৮১৭ ইংরাজী, সন ১১৭৯ মঘী তারিখ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ রোজ বৃহস্পতিবার তিথি চতুর্দ্দশী শ্রীরামমোহন দাস পালিত।" পত্র-সংখ্যা ১২। রচয়িতা "চণ্ডীদাস দেয়" না "শিবনারায়ণ" ?

৩৯। লক্ষ্মী চরিত্র।

ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় পাত ও রচয়িতার নাম নাই। পুঁথির লেখকই রচয়িতা কিনা বুঝিলাম না। প্রাপ্তপত্রগুলির সংখ্যা ১০; কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র গ্রন্থ। দ্বিতীয় পত্রে আরম্ভ :—

লক্ষ্মীর চরিত্র কথা মধুরস বাণী।
শুনিলে শ্রবণ তুষ্ট অমৃত কাহিনী॥
প্রণমহ নারায়ণ লক্ষ্মীদেবী পতি।
তদন্তরে প্রণমোহ দেবী সরস্বতী॥
সরস্বতীর পাদপদ্ম করি নমস্কার।
লক্ষ্মীর চরিত্র গীত সঙ্গেত অপার॥

* * *
* * *

মেরু শৃঙ্গাসনে হরি আছন্ত বসিয়া।
লক্ষ্মীরে কহন্তি কথা কৌতুক করিয়া॥
কোন দোষ দিয়া যাও পুরুষ ছাড়িয়া।
কোন্ কোন্ ঘরে দেবী বেড়াও ভ্রামিয়া॥
সে সব রহস্য কথা কহ মোর স্থানে।
তোমার কাহারে প্রেম শুনিয়ে শ্রবণে॥

শেষ :—

নিরবধি দেবতারে,পূজে যেই জনে।
সেই ভক্ত গৃহে থাকি শুন নারায়ণে॥
দিবাতে পঠএ কিবা পঠএ রাত্রিতে।
যেই জনে পঠে শুনে থাকি আমি তাতে॥
শ্রীহরি ভাবিয়া যেবা করে মনস্কাম।
সে জন উদ্ধার হৈতে না হৈব সংগ্রাম॥
লক্ষ্মীর চরিত্র যেবা করএ প্রচার।
দুঃখদশা নাই তার প্রতিষ্ঠা অপার॥
বিনি যজ্ঞে বিনি হোমে উপাসনা দিতে।
সত্য সত্য এই প্রভু কহিলুম তোমাতে॥

"ইতি শ্রীহরি কমলা সম্বাদে লক্ষ্মীচরিত্র পাঞ্চালিকা সমাপ্ত। যদক্ষরং পারভ্রষ্টমিত্যাদি শ্লোক। ইতি সন ১১৮০ মঘী তারিখ ২৫ কার্ত্তিক।

শূন্য বেদ মুনি চন্দ্র শকাব্দির্জ্জ মং।
গিরিজার সুতে দিনমণি গ্রহ তাত॥
ভূত হস্ত অংশ ভোগ সায়মুপস্থিত।
কাবাবারে লিপি লেখা হইল পুর্ণিত॥*
শ্রীজিত রাম নাথস্য পুস্তকং।
শ্রীহরি চরণে মম ভক্তি রস্তু।"

৪০। রাম বনবাস।

এই পুঁথিখানির রচনা কখন হইয়াছে, জানি না। কোন ভণিতাও নাই। রচনা ভঙ্গীতে প্রাচীন ও আধুনিক ভাব উভয়ই আছে। গান, পয়ার, ধুয়া, পটী ছড়া ইত্যাদি নাম শিরোদেশে স্থাপন করিয়া তন্নিম্নে পয়ারে বা ত্রিপদীতে বক্তব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে। ইহা এক প্রকার দৃশ্য কাব্য মাত্র। হস্তলিপির তারিখ নিতান্ত আধুনিক—পঞ্চাশ বৎসরের কিছু উপর। আবশ্যক হয় ত, পরে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারিবে। রচনা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ।

---

* অর্থাৎ ১৭৪০ শকাব্দে কার্ত্তিক মাসে ২৫শে তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যাকালে "লিপি লেখা হইল পূর্ণিত।"

আরম্ভ :—

অযোধ্যাখণ্ডের কথা অপূর্ব্ব কথন।
শুনিলে বিপদ খণ্ডে পাপ বিমোচন।
শুনিতে অযোধ্যাখণ্ড পাষাণ বিদরে।
যেই হেতু মহারাজা দশরথ মরে।

*　　*　　*

মুনিগণ আর বশিষ্ঠ পুরোহিত।
রাজার সভাএ সব হইলেন উপস্থিত।
আহ্লাদেতে জিজ্ঞাসা করেন নৃপবর।
কি হেতু তোমারদিগের হইল আগমন।

*　　*　　*

গান।

তোমার রামেরে দেহ রাজসিংহাসন।
শুন শুন মহারাজ।
রামে রাজা কর রাজা, রাজ্য কর সমর্পণ।
শুন শুন নরপতি, প্রজার এই অনুমতি,
অধিবাস করি রাজা, রাজা কর নারায়ণ।

*　　*　　*　　*

শেষ :—ছড়া : (অর্থাৎ অধিকারীর উক্তি)।

কিষ্কিন্ধ্যাতে যাই রাম বধিলেন বালী।
সুগ্রীবের সনে রাম করিলেন মিতালি।
সীতাকে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবণ।
সাগর বান্ধিয়ে লঙ্কা করিলেন গমন।

*　　*　　*　　*

বিভীষণকে রাজা কৈলেন লঙ্কার মাজারে।
চলিলেন দেশেতে সীতা করিয়া উদ্ধারে।
রাক্ষসী বানরী চলিল রাম সঙ্গে।
অবিলম্বে আইল রাম অযোধ্যায়ে রঙ্গে।
ভরতে করিয়া আছে অগ্নির সাজন।
প্রবেশিব হেন কালে হইল দরশন।

*　　*　　*　　*

ভরতেরে লইয়া কোলে রাম রঘুমণি।
অযোধ্যায়ে সকলে করে রাম জয়ধ্বনি।

৪১। লবকুশের যুদ্ধ।

এই পুঁথিখানি যতদূর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বালোচিত পুঁথি ও ইহা একই হাতের ও একই সনের লেখা। ইহাও দৃশ্য-কাব্য। সম্ভবতঃ এই সকলই পূর্ব্বকালে অভিনীত হইত। পয়ার, গান ও ধুয়া সন্নিবেশিত পয়ার বা ত্রিপদীচ্ছন্দে সমগ্রগ্রন্থ লিখিত। রচনাপ্রণালী নবীনে পুরাতন মিশানো। কৃত্তিবাসের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার রচিত হওয়া সম্ভব কি?

আরম্ভ :—

পশু সঙ্গে শিশু রাম, জিনিয়ে কিষ্কিন্ধ্যা ধাম,
বালী রাজা বধিল রণেতে।
বান্ধিয়া পয়োধিবন্ধ, বধিলেক দশস্কন্ধ,
অবহেলে উদ্ধারিলেন সীতে।
দেশেতে আসিএ রাম, বসিয়া অযোধ্যাধাম,
লক্ষ্মণ সঙ্গে করিয়া মন্ত্রণা।
সীতা না রাখিবো দেশে, শীঘ্র দেও বনবাসে,
নইলে হবে কলঙ্ক ঘোষণা।

*　　*　　*　　*

সীতা বনবাস দিএ, শ্রীরাম সুমন্ত্র লইয়ে,
ভাবিছেন মন্ত্রণা উপায়।
পিতৃলোকের ব্রহ্মশাপ, ঘুচাইব মনস্তাপ,
তাহা নইলে জীবন বৃথাএ।

*　　*　　*

শেষ :— গান—থরতাল।

পিতা সুধাও কি গো আর।
এ চিন্তার ঘর চিন্তামণি ছাড়ে নিয়াছে।
আমার পুত্র হইএ বৈরী, হইল প্রাণের বৈরী,
আমা অনাথিনী কৈরেছে।
আমার লাগিএ দেওর শক্তিশেল বুকে ধারণ
কৈরেছে।
আমাএ সেহ বাম হইএ, গিএছে ছাড়িএ,
গিয়েছেদে কি আর প্রাণ বাচে।

ভণিতা :—

(১) ভণে কীর্ত্তিবাস অতি, দেখিএ আকৃতি,
চিন্তা মন প্রাণ ভুলাছি।

(২) প্রমাদে পরাণ গেলো, সূর্য্যবংশ নিপাত হইল,
কীর্ত্তিবাসের কীর্ত্তি রইল, সকলি হইল অসার।

৪২। বলি ছলন-গায়ন।

এই খানি ও পূর্ব্বোক্ত দুই পুঁথির লেখা একই হস্তের। সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। গান, পটী, ধুয়া ইহাতেও আছে। সম্ভবতঃ এই তিনখানি পুঁথি একই সময়ে রচিত হইয়াছিল।

আরম্ভ :—

শুন সবে প্রশংসা করি সার।
প্রথ যুগে হইল হরি জন্ম অবতার।
অন্ত অবতার কথা করিবেক বাক্ত।
কারণেহ কি কহিব বাক্ত তার শক্ত।
সত্য যুগ অবতার কশ্যপের ঘরে।
তথাএ জন্মিল বামন অদিতি উদরে।
নয় বৎসর বয়ঃক্রমে বামন যখন।
যজ্ঞ উপবীত দিলেন তবে কশ্যপ তপোধন।

শেষ :—

পটী।

এথ শুনি প্রতিজ্ঞা করিল তিনবার।
সত্য সত্য পূর্ণ সত্য প্রতিজ্ঞা আমার।
সত্য বলি ধর্ম্ম সাক্ষী করিলেন বামন।
তিন পাদ ভূমি ভিক্ষা চাহিলো তখন।
রাজা বোলে বুঝি নাই বোল আরবার।
বুঝিএ বামন বোলেন এই সমাচার।

ভণিতা :—

আমি অতি মূঢ়মতি, পাইআছি গোলোকের পতি,
দ্বিজ দুর্গা প্রসাদে কহে এমন যজ্ঞ হবে কার।

৪৩। বিপুলার বারমাস।

আরম্ভ :—

ভাদ্র মাসেতে মুক্রি ভাবিয়া মনসা।
মরা প্রভু জীয়াইতে মনে কৈল আশা।
ভাসিতে ভাসিতে গেলুম গৃধিনীর বাকে।
মরুআর গন্ধ পাইআ গিলিবার আইসে।

শেষঃ—

শ্রাবণ মাসেতে শুক্র পঞ্চমী তিথিয়ে।
পূজা দিয়া ধনে জনে আ'সুম নিজঘরে।
এক লক্ষ বলি দিয়া পুজিব পদ্মাবতী।
ঘুচিব সকল দুঃখ পাইবাম পতি।

ভণিতাঃ—

রামদাস সেনে বোলে সনকা রূপবতী।
মরা পুত্র 'জয়াইলা তুমি ভাগ্যবতী।

৪৪। নিমাই সন্ন্যাস।

এখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। চরণ সংখ্যা ১৬৮ মাত্র। হস্তলিপির তারিখ আধুনিক। দুই স্থলে দুই জনের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। চট্টগ্রামে অনেক বৈষ্ণব পদাবলী পাওয়া যায়, কিন্তু এইখানি ভিন্ন চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অন্য কোন গ্রন্থ অদ্যাপি প্রাপ্ত হই নাই। তাই মনে হয়, নিম্নশ্রেণীতে ভিন্ন চট্টগ্রামে চৈতন্য মাহাত্ম্য বিশেষ প্রকটিত হয় নাই। এখানি বেশ সুন্দর।

আরম্ভঃ—

বন্দ মাতা সিন্ধু-সুতা করি পুটাঞ্জলি।
কৃপা কর নারায়ণী কহি পদাবলী।
সুধামৃত কৃষ্ণ কথা দিবেন যোগাই।
যেন মতে অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই।
নৈরাকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম সনাতন।
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহশ্চ রূপে যে বামন।
* * * *
নিমাই রূপে গৌরহরি নদিআ প্রকাশ।
যেন মতে কৈলেন প্রভু আপনে সন্ন্যাস।

শেষঃ—

নিমাই আসিলেন শুনি, ধাএন শচী ঠাকুরাণী,
বিদ্যু ধাএ বিদ্যুতের প্রায়।

শচী বোলে বাছা মোর,　কে পৈরাইল কৌপীন ডোর,
বোল মাএর কি হবে উপায়॥
শচীমাতা গৌরাঙ্গ,　　　তিন জন হইল সঙ্গ,
ভকতের পুরিল মনের আশ।

ভণিতা—

(১) কবি শঙ্কর ভট্টে কএ,　　ভাবিয়া কলুষ ভয়,
অন্তে গৌরাঙ্গ রাখ দাসের দাস॥
(২) সদানন্দ বোলেন গৌর করিবেন সন্ন্যাস।
জগ নিস্তারিলেন গৌর আমি সে নৈরাশ॥

"ইতি সন ১২২৩ মঘী তারিখ ৩ শ্রাবণ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণ (ভট্ট) পীং সদানন্দ ব্রাহ্মণ সাং কদলপুর।" কদলপুর—চট্টগ্রাম উত্তর রাউজান মুনসেফীর এলাকাস্থিত একটি গ্রাম। তথায় বহু ভট্ট ব্রাহ্মণের বাস। সম্ভবতঃ এই গ্রাম হইতেই গ্রন্থখানি রচিত হয়। বলিয়া রাখা ভাল, ইহার অধিকাংশ স্থলই শঙ্কর ভট্টের লেখা।

৪৫। লক্ষ্মণ-শক্তিশেল।

এখানি রামায়ণের লক্ষ্মণ-শক্তিশেলের *বিশদ বিবৃত্তি, বলাই বাহুল্য। হস্তলিপি বড়* বেশী দিনের নহে। কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে; কিন্তু রামায়ণের লেখার সহিত মিলে না। কোন ছদ্মবেশী লোক কৃত্তিবাসের নামে ভণিতা দিয়া যান নাই ত? হস্তলিপির তারিখ নাই।

আরম্ভ—বেদে নারায়ণে চৈব ইত্যাদি শ্লোক।

আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম সীতা দেবীর বিহা।
অযোধ্যা কাণ্ডে গেল রাম রাজ্য হারাইয়া॥
রাজ্য গেল বাপ মৈল অযোধ্যার কাণ্ডে।
অরণ্য কাণ্ডে হরিল সীতা রাজা দশস্কন্ধে।
কাণ্ডে কাণ্ডে রামচন্দ্র হইল পরাজয়।
কিষ্কিন্ধা কাণ্ডেতে কটক সর্জ্জন॥
সুন্দরাকাণ্ডে কৈল রাম সাগর বন্ধন।
বিভীষণ রাজা আসি হইল মিলন॥
লঙ্কাকাণ্ডে কৈল রাম যুদ্ধের সাজন।
রাবণের শত পুত্র করিল নিধন॥

শেষঃ—

হরসিতে রহে সবে হইয়া সাবধান।
রাবণ বধিতে যুক্তি করে নারায়ণ॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে রচিল অদ্ভুত রামায়ণ॥
এক মনে শুনে যেবা সুখে রাজ্যবাস।
অন্তকালে স্বর্গে যায় শত্রু হয় নাশ॥
এহকালে ধন বস্ত্র বাড়িব (সত্বরে)।
ধনবন্ত পুণ্যবন্ত সুখে রাজ্য করে॥
যেই জনে পঠে শুনে পুণ্য রামায়ণ।
তাহারে প্রসন্ন হয় রাম নারায়ণ॥

ভণিতাঃ—

মুরারি ওঝার নাতি নামে কীর্ত্তিবাস।
রামায়ণ রচিলেক গঙ্গা কূলে বাস॥
পলি গ্রামে ঘর তার মাণিক্য দেবী মাও।
নিত্যানন্দ সহোদর বাপ　*　*॥
বাল্যকালে কীর্ত্তিবাসের মুখে সরস্বতী।
বাল্মীকি পুরাণ চাহি পুরাইলেক পুথি॥
*　　*　　*　　*
এই মতে লক্ষ্মণের লঙ্কাকাণ্ডের কথন।
রাবণের শক্তিশেলে পাইল পরিত্রাণ॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে কহে মধুর পাঞ্চালী।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইব গীত করিয়া ছিকলী॥
যেবা পঠে যেবা শুনে পুণ্য রামায়ণ।
তাহারে অনুগ্রহ হয় শ্রীরাম লক্ষণ॥

"ইতি লঙ্কাকাণ্ডে শক্তিশেলকাণ্ড সমাপ্ত। ভীমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক।

শুদ্ধ অশুদ্ধ কিবা যেই বা দেখিবা।
অশুদ্ধ হইলে মোর অপরাধ ক্ষেমিবা॥

শ্রীরামকুমার দেবশর্ম্মা স্বাক্ষরমিদং। এই পুস্তকের মালীক নিজ আপন সর্কার।"

গ্রন্থখানি চট্টগ্রাম—আনোয়ারা ফাঁড়ির এলাকাস্থিত বারাশত্ত নামক গ্রামে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামমণি ন্যায়ভূষণের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ঐ গ্রামেই বোধ হয় উহার নকল হইয়া থাকিবে। উপরে কৃত্তিবাসের পিতার নামটা উদ্ধার করিতে পারিলাম না। 'মুজে-মাও' কি অন্য একটা শব্দ আছে, ভাল বুঝা যায় না। হিন্দুর মধ্যে ঐরূপ কোন নাম আছে কি? আরও একটা কথা বলি। রামায়ণের শক্তিশেলে বেশী ভণিতা নাই। সমালোচ্য পুঁথিতে কিন্তু স্থানে স্থানে অনেক গুলি ভণিতা আছে।

৪৬। তউফা। (আলাওলের নূতন গ্রন্থ।)

কবি আলাওল ইহার প্রণেতা না হইলে এখানে আমরা ইহার বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইতাম না। মুসলমানের রোজা, নমাজাদি আবশ্যক বিষয় সকল ইহার আলোচ্য। *আলাওল বুঝকারের এই সামাজিক গ্রন্থখানি* পারস্য হইতে অনুবাদ করিয়াছেন। 'তউফার' মূল আরবী ভাষা। তাহা হইতে মহাত্মা ইউসুফ গদা পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। আকার নিতান্ত সামান্য নহে। আলাওলের জীবনী আলোচনায় ভবিষ্যতে সুবিধা হইবে বিবেচনায় এখানে এতৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাই-তেছে।

সম্ভবতঃ ইহাই আলাওলের সর্ব্বশেষ গ্রন্থ। রোসাঙ্গের রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মের আমলে রাজার অমাত্য শ্রীমন্ত ছোলেমানের অনুরোধে গ্রন্থখানি বিরচিত হয়। পদে পদে কবি ছোলেমানের গুণ কীর্ত্তন করিয়া-ছেন। রোসাঙ্গ রাজদরবার হইতে আলা-ওলের সকল কাব্য গুলিই রচিত। এই শ্রীমন্ত ছোলেমানের আদেশে কবি আলাওল কবি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত লোর চন্দ্রাণী'র শেষাংশও রচনা করিয়া দেন। স্থানান্তরে আমরা আলাওলের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর রচনাকাল নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়াছি। এই গ্রন্থও সপ্তদশশতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

অন্যান্য গ্রন্থে রোসাঙ্গরাজের স্তুতি বর্ণ-নায় আলাওল পঞ্চমুখ; এই গ্রন্থে তাঁহার সামান্য উল্লেখ মাত্র দৃষ্ট হয়। ইহার ভাষার ৪ অংশ বাঙ্গালা; অপর অংশ আরবী। আরবী পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা দেওয়া বড় সহজ নহে। অজ্ঞ মুসলমানের হস্তে পড়িয়া আলাওলের সুন্দর কাব্যগুলির বড়ই দুরবস্থা হইয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া *পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব। এখনও মূল* হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যাইতে পারে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই গ্রন্থগুলির প্রকা-শের ভার গ্রহণ করিয়া আলাওলের কীর্ত্তি রক্ষায় যত্নবান হউন। এতদ্দ্বারা বঙ্গভাষার প্রভূত উপকার সাধন করা হইবে।

'তউফার' অর্থ হাদিয়া অর্থাৎ হিন্দুদের যেমন সংহিতাদি। নিম্নোদ্ধৃত পদগুলির মীমাংসার ভার পাঠকগণের উপর রহিল।

(১) সিন্ধু শত গ্রহ দশ সন বাণাধিক।
রচিলা ইউছুফ গদা তোহফা মাণিক।
দুই শত অষ্টোত্তর সত্তর রহিল।
আলিমে পাইল মর্ম্ম আমে না পাইল।

এবে আম লোক সবে গ্রন্থ বুঝিবার।
কহি শুন উপদেশ হৈল যে প্রকার॥
(২) সপ্ত শত একাশী বয়েত কৈল সার।
রবিউল আখের দশ দিন সোমবার॥

উদ্ধৃত বাক্য দুইটি গ্রন্থের রচনা কাল বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। আলাওলের অনুমিত আবির্ভাব কালের সহিত সামঞ্জস্য করা যায় না।

আরম্ভ :—

শিরেত লৌলাক ছত্র প্রসাদ অমূল।
ডাকুয়া সমান সঙ্গে যথেক রছুল॥
যাবতে না যাবে নবী ভেহেস্ত মাঝারে।
যথেক রছুল নবী থাকিবেক দ্বারে॥
হেন মহম্মদ নবী সংসারের সার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে সমান নাই যার॥
পাতকী তরাণ হেতু অবতার পূর্ণ।
গিরি সম পাতক স্মরণে হয় চূর্ণ॥
নবীকুল কেরামত ক্ষিতিতে প্রচণ্ড।
আকাশের শশীকে করিলা দুই খণ্ড।

পূর্ব্বোদ্ধৃত কালজ্ঞাপক প্রথম অংশের পর এইরূপে গ্রন্থের ভূমিকা আরম্ভ হইয়াছে :—

সুধন্ম রোসাঙ্গ দেশ, নাই মন্দ পাপ লেশ
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্ম তাতে রাজা।
অধিক মহিমা যার, দৈবের নির্ব্বন্ধ তার,
নৃপকুলে আসি করে পূজা॥
তান পাত্র দিব্য জ্ঞান, শ্রীযুত ছোলেমান,
শুভক্ষণে সৃজিলা বিধাতা।
নানা শাস্ত্র অবধান, দাতা সত্য শান্তিমান,
গুণবন্ত গুণিগণ জ্ঞাতা॥

* * *

আলেম সকল তথা, নানা কেতাবের কথা,
সর্ব্ব অর্থ বাখানি কহিতে।
তোহফা কেতাব বাণী, মনেতে কৌতুক মানি,
মোকে আজ্ঞা কৈলা রচিতে॥

দেখ এই তুহ্‌ফেতাব, পড়িলে অনেক লাভ,
কেহ বুঝে কেহ হয় ধন্ধ।
যদি হয় দেশী ভাষা, পুরএ মনের আশা,
রচতাকে পয়ার প্রবন্ধ॥
হইলে মহৎ আজ্ঞা, না আইসে কার শঙ্কা,
অন্নদাতা সমান পিতার।
তান আজ্ঞা রক্ষা করি, হৃদয় সাহস ধরি,
রচিতে করিনু অঙ্গীকার॥
মুই আলাওল হীন, দৈববশ অনুদিন,
বিধি বিড়ম্বিল বৃদ্ধকালে।
পাইতে ঈশ্বর মর্ম্ম, না করিলুম কোন কর্ম্ম,
বৃথা জন্ম গোয়াইলুম কালে॥
আজু কালু হৈব ভাল, এই মতে গেল কাল,
না পুরিল মনের বাঞ্ছিত।
আছে প্রভু কৃপাময়, সে পুনি অন্যথা নয়,
ধর্ম্ম লক্ষ্যে নিবারস্তে চিত॥
তাকে বলি সাধু ব্যক্তি, শেষে রহে যার কীর্ত্তি,
তার মৃত্যু জীবন সমান।
হীন আলাওল ভাণ, শ্রীযুত ছোলেমান,
পুণ্যাকৃতি রসের সুজ্ঞান॥

শেষ :—

সকলের মনে প্রবেশুক এই গ্রন্থ।
মুক্তা প্রায় কর্ণে কণ্ঠে পরৌক মহন্ত॥

* * *

শ্রীযুত ছোলেমান সুপণ্ডিত দাতা।
আপনে সে গুণবন্ত গুণী পালয়িতা॥

* * *

তান পোষাহীন আলাওল জীর্ণকায়।
রচিলা কেতাব কথা পয়ার ভাষায়॥
তান দানে ক্রান্তি জল যেন বরিষয়।
তান ত গো মুক্তাপুঞ্জ বাক্যে নিঃসরয়॥
এই পুস্তকের কথা শুন দড় ভাবে।
দিন দুনিয়াই দোহ লাভ হৈব তবে॥
পরিশ্রমে রচিলুম মনে করি উক্তি।
যেবা পড়ে যেবা শুনে অন্তে হৌক মুক্তি॥

সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে হিতকর এরূপ সামাজিক গ্রন্থের আলোচনায় পত্রিকার এতদূর স্থান দেওয়া উচিত নহে, জানি; কিন্তু ইহা আলাওলের চরিতাখ্যায়কদিগের গোচরে আনিবার অন্য কোন সুযোগ না থাকায় অগত্যা এই খানেই এতদ্বিবরণ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

৪৭। কালিকা-মঙ্গল।

এইটি একখানি নূতন বিদ্যাসুন্দর। 'পত্রিকায়' পূর্ব্বে ইহার উল্লেখ করা গিয়াছে। তখন একাংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান সমগ্র গ্রন্থ পাওয়া গেলেও প্রথম পৃষ্ঠার অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। এখানি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অল্প পরে রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উভয় কাব্যের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ঘটনা স্থান 'উজ্জয়িনী', সুন্দরের পিতার নাম গুণাসার, মাতার নাম কলাবতী, রাজ্যের নাম রত্নাবতী, বিদ্যার পিতার নাম বিক্রমকেশরী, বিদ্যার মাতার নাম চন্দ্ররেখা, বলিয়া উল্লিখিত আছে। যে যে স্থলে ভারতচন্দ্র তাঁহার লেখনী কলঙ্কিত করিয়াছেন, এই কাব্যে সেই সেই স্থল অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং ততটা রুচিদুষ্ট হয় নাই। কবিত্ব হিসাবে ভারতচন্দ্রের সহিত ইহার তুলনাই হইতে পারে না, কিন্তু ভারতচন্দ্রকে বিস্মৃত হইয়া পাঠ করিলে, ইহাতে যে একবারে সৌন্দর্য্য মিলিবে না, এমন নহে।

সকলেই জানেন যে, ভারতের বিদ্যাসুন্দরের শেষেই বিদ্যার বারমাস আছে। কিন্তু সমালোচ্য গ্রন্থে বিদ্যার বারমাসটিই সুন্দরের কণ্ঠে সংলগ্ন হইয়াছে। সুন্দরের উজ্জয়িনী যাত্রার সময় ইহা গীত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ইহার কবি আর কোথাও ভারতচন্দ্র হইতে কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়া অবিকল এই বার মাসটি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা বিশ্বাস্য নহে। সম্ভবতঃ কোন বারমাসী প্রিয় নকলনবিশ পরে বিদ্যার বারমাসটী প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। মহাকালী স্তবে তুষ্ট হইয়া রাজা গুণাসারকে দেখা দিলে রাজা স্তুতি করিতেছেন।

মালসী।

মায়ের চরণে নিবেদি। ধ্রু।

জননী গো মা,

হরে যারে হৃদে ধরে, সে পদ নি পাব ফিরে,
অন্তরে জপিলে পাব নি।
তরাহ জঙ্গম আদি, আমি কথ অপরাধী.
না জানি কোন পাপ কৈরাছি।
দয়াময়ি শ্যাম ধর্ম, অধম তরাইতে পার,
আমারে তরাইতে ক্ষতি কৈই।
আলি আকবর মতিহীন, মনের বাঞ্ছা অনুদিন,
ত্রাণ কর পদ ছায়া দি।

উদ্ধৃত অংশের শেষ পদে 'আলি আকবর'কে কিছুই নির্ণয় করিতে পারি না। অন্য কোথাও এরূপ নাই। হিন্দুকাব্যে মুসলমানের নাম কেন? তাহা ভণিতা বলিয়াও বুঝা যায় না।

ইহার রচয়িতার নাম নিধিরাম কবিরত্ন। বাসস্থান কোথায়, জানা যাইতেছে না। শুনিতে পাইতেছি, চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তঃপাতী চক্রশালা নামক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। সেই চক্রশালার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম আজিমপুরের পূর্ব্বে আলি আকবর চৌধুরী নামক এক মুসলমান জমিদার ছিলেন। ইহার বংশ অদ্যাপি বর্ত্ত-

মান আছে। কবি তাঁহার কোনরূপ প্রসাদ-লাভাকাঙ্ক্ষায় প্রোক্ত স্থলে তাঁহার নামটি দিয়া গিয়াছেন কি ? কবির পরিচয় জ্ঞাপকভণিতা-গুলি এখানে তুলিয়া দিতেছি :—

(১) আনন্দে নয়নের জলে পাখানি লো পাএ।
দুর্লভ আচার্য্য-সুত নিধিরামে গাএ॥

(২) জোড় হস্তে মালিনীরে জিজ্ঞাসএ বাত।
শ্রীকবি রতনে ভণে জ্যোতির্ব্বিদ জাত॥

(৩) বন্দি বাণী পদাম্বুজ, গঙ্গারাম সুতাসুত
জ্যোতির্ব্বিদ কুলেতে উৎপত্তি।
গুরু রামচন্দ্র পদ ধরিয়া মাথাএ।
লক্ষ্মীর নন্দন কবি নিধিরামে গাএ॥

কবি গ্রন্থ রচনার কাল দিতে ভুলেন নাই। তাহা এই :—

শকাব্দা ষোড়শ শত জলনিধি বসু।
দৈববিধ বিরচিত নিধিরাম শিশু॥

সুতরাং ১৬৭৮ শকাব্দায় বা ১৪৫ বৎসর ইহা রচিত হয়। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে বা ১৪৯ বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সমাপ্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নিধিরামের বিদ্যাসুন্দর ভারতের বিদ্যাসুন্দরের চারি বৎসর পরেই রচিত হইয়াছে।

এইখানিকে বঙ্গের পঞ্চম বিদ্যাসুন্দর বলা যাইতে পারে। কবি প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী ও নিধিরাম কবিরত্ন অবশ্য নদীকূলে বাসা নির্ম্মাণের মত বিফল প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের উৎপত্তি বিস্তৃতি ও পরিণতি প্রদর্শন জন্য এইখানি রক্ষিতব্য নমুনা স্বরূপ নিম্নে অত্যল্পমাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ; তদ্দ্বারা পাঠকগণ দেখিবেন কবিত্ব যতই সামান্য হউক না কেন, তাহা নিধিরামের নিজস্ব সম্পত্তি।

দুই জনের চারি চক্ষু হইল দরশন।
সাক্ষাতে দেখিলো যেন দ্বিতীয় মদন॥
লজ্জা পাইআ বৈদগধী রৈলো খাটের হেটে॥
ইষদ্ হাসিআ বীর বৈসে স্বর্ণ খাটে॥
হরিষে কুমারী করে লাস অভিলাস॥
কাহার ঘরের চোর আইলো মোর পাশ॥
কোথার নাগর চোর আইলো মোর ঘরে।
গৃহস্থের না গণি বৈসে খাটের উপরে॥
কি কারণে হাসে চোর কারে কিবা দেখে।
না করে এমত কার্য্য লজ্জা যার থাকে॥
ওহে সখি কি আশ্চর্য্য দেখরে জাগিআ।
চোরে উপদ্রব করে কিসের লাগিয়া॥
* * *
উপেক্ষি মরণ ভয় কেনে হইলো সাধ।
এরূপ যৌবন মোর চোরের প্রমাদ॥

বিদ্যার রূপ বর্ণনা হইতেও একটু দেখাইব।

সুন্দরীর মুখ খানি দেখি যুবরাজ।
কলঙ্ক শরীর চান্দে পাইলেক লাজ॥
কষ্ট স্তব (তপঃ ?) করে চান্দে পাই অপমান।
মাসে মাসে মরে জীএ না হএ সমান॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যে না হএ তুলনা।
আর কারে আনিআ করিমু বিড়ম্বনা।
তিল ফুল জিনি চারু নাসিকার ঠাম।
রূপ গুণ খগ পক্ষীর চঞ্চুর সমান॥
লজ্জায় আকুল হইয়া পক্ষী খগেশ্বর।
বিষ্ণুসেবা করে পক্ষী হইতে সমস্বর॥
তথাপিহ না পারিল নাসা সমান হইতে।
লজ্জা পাইয়া তদবধি না আইসে ভারতে॥
খঞ্জন চকোর আর কুমুদ কুরঙ্গ।
নয়নে দেখিয়া তারা অপমানে ভঙ্গ॥
খঞ্জন উড়িয়া গেল মৃগ বনমাঝে।
চকোর চান্দের আড়ে রহিলেক লাজে॥

হস্তলিপি আধুনিক—প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বের, পত্র সংখ্যা ৪৩। লেখকের নাম শ্রীমান আচার্য্য, পীং দুর্গারাম আচার্য্য সাং পাটনাকোটা (জেলা চট্টগ্রাম)।

৪৮। মৃগলব্ধ।

এই গ্রন্থে শিব মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। আকারে অতি ক্ষুদ্র না হইলেও গুণে তত বড় নহে।

প্রাচীন ভাষার গ্রন্থ বলিয়া ইহা রক্ষিত হওয়ার উপযুক্ত। বহু দিনের রচনা বলিয়া ইহার ভাষা তেমন সরল নহে।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ সরস্বতী শঙ্কর-চরণ।
অবিনাশী গুণনিধি আদি নিরঞ্জন॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণে ধ্যায় যার চরণ।
হেন শিব জগৎ জীব ভিখারি লক্ষণ॥
সোঙরণে (স্মরণে) সকল দুঃখ দারিদ্র্য পলায়।
যেই জনে বোলে ইহা হেলায় শ্রদ্ধায়॥
সেই শিব পাদপদ্ম বন্দিয়া সানন্দে।
মৃগলব্ধ কথা কহি পাঞ্চালীর ছন্দে॥
শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী ব্রত উপবাস।
যেন মত অবনীতে হইল প্রকাশ॥

গ্রন্থারম্ভকাল :—

রস অঙ্ক বায়ু শশী শাকের সময়।
তুলা কার্ত্তিক মাসে সপ্ত বিংশতি শুক্রবার হয়।

ভণিতা :—

মৃগলব্ধ পোথারম্ভ মহাদেবের পাএ।
ভব তরিবার হেতু রতিদেব গায়॥

গ্রন্থকারের পরিচয় :—

পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা মধুমতী।
জন্মস্থান সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি।
জ্যেষ্ঠ দুই ভাই বন্দম রাম নারায়ণ
ধরণী লোটাইয়া বন্দম্ভক্ত গুরুজন।
অন্নপূর্ণা শাশুড়ী বন্দম্ মহেশ শ্বশুর।
মন্ত্রগুরু দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর॥

শেষ :—

শিবে বোলে মুচুকুন্দ তুমি পুণ্যবান্।
রাজ্য সনে আইলা তুমি মোর বিদ্যমান॥
গঙ্গা গৌরী দুইমাত্র না দিবো তোমারে।
রাজা হইআ প্রজা পাল কৈলাস-শিখরে॥

*   *   *

সেবক বৎসল হর আদি নিরঞ্জন।
ভক্তিভাবে সেব যদি তরিবা শমন॥

*   *   *

পুত্রে পৌত্রে ধনে জনে বাড়ে ঠাকুরুণ।
অন্তকালে স্বর্গবাস থাকে চিরকাল॥

*   *   *

ভক্তিভাবে শুনে যদি মৃগলব্ধ পোথা।
অবিচারে স্বর্গে জাএ তাতে নাই বাধা।
গোপীনাথ-সুত দ্বিজ রতিদেবে গাএ।
অপরাধ ক্ষমা করি রাখ গঙ্গা পাএ।

উল্লিখিত সুচক্রদণ্ডী গ্রাম, চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তঃপাতী। এই গ্রামে এখনও রতি দেবের ধ্বংশ থাকাই সম্ভব। উক্ত গ্রাম বর্ত্তমান প্রবন্ধকারের জন্মস্থান হইলেও রতি দেব সম্বন্ধে অন্য কথা সংগ্রহ বিস্তর আয়াস-সাধ্য।

৪৯। সারদা-মঙ্গল।

এই সুন্দর কাব্যখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। ১ম হইতে ২৮শ পত্র পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যেও ২য় পাতা নাই। মাধবাচার্য্য প্রভৃতির চণ্ডী কাব্যের মত ইহাও একখানি চণ্ডীকাব্য। বোধ হয়, এই বিষয়ে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ২৮শ পাত পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখক নকল করিতে নিরস্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হইতেছে। এই গ্রন্থখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

আরম্ভ :—

এক দন্ত মহাকাএ, লোম্বোদর গজানন,
চারি ভুজ গজেন্দ্র বদন।

সিন্দুরে শোভিত অঙ্গ,　　অতিশয় সর্ব্ব রঙ্গ,
　　কুসুম সুগন্ধি মালা সাজে।
ভ্রমরা ভ্রমরী উড়ে,　　মত্ত হইয়া মধু স্বরে,
　　মদগন্ধ গণ্ডেতে বিরাজে॥
ঘটেতে আসিয়া,　　বিঘ্ন সব নাশিয়া,
　　কৃপা কর নায়কের প্রতি।
মূষিক বাহনে যেবা,　　মহিমা জানিবে কেবা,
　　মুক্তারাম সেনের প্রণতি॥

নিম্নোদ্ধৃত অংশটি ঘোষা স্বরূপ গ্রন্থের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে :—

রাগ—সঙ্গীত ভাঙ্গা ঘোষা।

তেহি ত্রাতা দেবী জগ দেবী দাতা।
সেই মাতা হও মোরে প্রসন্নতা॥　ধুয়া।
আদি শকতি দুর্গা ভাবিএ বিষমে।
যার গুণ গাএ বেদ আগম নিগমে॥
নমহ চণ্ডিকা দেবী প্রসিদ্ধ পার্ব্বতী।
যে করে তোমারে পূজা খণ্ডাএ দুর্গতি॥

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ঘোষা লিখিয়া কবি সর্ব্বত্রই "আদি শকতি ইত্যাদি" বলিয়া উহা শেষ করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের পরিচয় :—

চাটেশ্বরী রাজা বন্দোম্ পশ্চিমে সাগর।
বাড়ব আনল পূর্ব্বে তীর্থ মনোহর॥
　*　　*　　*
তাহার উত্তরে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ হর।
চন্দ্রশেখর জাতে বসতি শঙ্কর॥
　*　　*　　*
মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রী দেশ অধিকারী।
সিংহ সম রণে বিজয় প্রতিকারী॥
　*　　*　　*
চাটিগ্রাম রাজ্যেতে বন্দোম্ নিজ গ্রাম।
যাহাই জনম ভূমি দেবগ্রাম নাম॥
আদ্য গোত্র আদ্য সেন তেজ যে বিশ্রাম।
বসতি জাহ্নবী কূলে রাঢ় হেন নাম॥
স্বদেশেতে বংশাবলী ছিল পূর্ব্বাপর।
বেদের উৎভব বৈদ্য পঞ্চম প্রবর॥
আদ্য অত্রি অর্জুন গারগব বারস্ পৈত্য।
স্বকীয় বিদ্যাতে পর উপকারী চিত্ত॥
তথা হইতে আইলা কেহ রাজসঙ্গী হইয়া।
বাড়বাখ্য চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিয়া॥
সে বংশে প্রপিতামহ রায় জয়দেব।
তান পুত্র নিধিরাম আগম পারগ॥
পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি।
তিন পুত্র লৈআ কৈল দেবগ্রামে বসতি॥
সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম।
সদাএ ভবানী পদে মানস বিশ্রাম॥
দয়ারাম দাস তরখাজ কুলমণি।
তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-সুতা আমার জননী॥
পত্নী সঙ্গে সহগামী হইলে স্বর্গবাস।
তদবধি চিত্ত মোর সদাএ উল্লাস॥
রচিতে ভবানী গুণ মনে ছিলো আশ।
অতএব মায়ে মোরে না হইঅ নৈরাশ॥

গ্রন্থের সর্ব্বত্র এই সুন্দর ভণিতাটি আছে :—

গৌরী-পদ-নখ-চন্দ্র-সুধা-অভিলাষে।
চকোর হইতে যেন মুক্তারামে ভাসে॥

গ্রন্থ রচনা কাল :—

গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী॥

এই একটি ধুয়া কেমন সুন্দর দেখুন :—

কুচ রাগ।

মধুপুরী জাএ রাধার বন্ধু হে,
না জানি কপালে কিবা আছে।
পাইলে যুবতী নব মধু হে,
অলি হইয়া রহে কালা পাছে॥　ধুয়া।
রাধার বধের ভাগী হইবো সেই নারী।
ভোলাইয়া রাখে যদি কাছে॥
মরিমু পুড়িমু শোকে জড়ি হে,
জল বিনে মীন যেন আছে॥

ন জাইয় রাধার প্রাণবন্ধু হে,
হারাইলে না পাএ হেন দেখি।
মুক্তারাম সেনে ভণে বিধি হে,
হেন কি কপালে আছে লিখি॥

গ্রন্থকার তরল-পয়ার-প্রিয় ছিলেন, বোধ হইতেছে। তরল পয়ারে গ্রন্থের অনেকাংশ লেখা। একটুকু দেখুন :—

খুলনাএ সদাএ স্মরে মহামাএ।
স্বপ্নে গিয়া হরপ্রিয়া সাধুরে চেতাএ॥
দেবী বোলে তুমি ভালে আছ সদাগর।
তোমার গৃহে নৃপতিএ করে অধান্তর॥

এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থের শেষ পত্রের শেষ এইরূপ :—

রাগ—তুড়ি। ঘোষা।

কেলি কমলে গো ত্রিপুর সুন্দরী ছোহে।
একি অঙ্গ ছটা, কথ অরুণ ঘটা,
শিব যোগিয়া মন মোহে॥
কালীদহে স্থজে মাতা কমলের বন।
তদুপরি মাহেশ্বরী কুমারী বরণ॥
অবহেলে গজ গিলে হেরিআ অবলা।
ক্ষেণে ক্ষেণে ক্ষেণে পেলে অতিশয় চপলা॥
কোন খানে ব্যাঘ্র সনে মৈষে করে কেলি।
ফণী সঙ্গে ভেক রঙ্গে রহে একুমেলি॥
ব্যাঘ্র ঠাই মৃগে যাই পুছএ কুশল।
তথাপির কারে কেহ নাহি করে বল॥

'দেবগ্রাম' অপভ্রষ্ট হইয়া 'দেয়াঙ্গ' নামে পরিচিত। কিছুকাল পূর্ব্বে কাগজে পত্রে 'দেবগ্রাম' বলিয়া লিখিত হইত। এখন তৎস্থলে 'আনোয়ারা' হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে মুনসেফী আদালত ছিল, এখন পটীয়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। গ্রন্থকার মুক্তারামের বংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

৫০। তারিণী-চৌতিশা।

আরম্ভ :—

গো তারিণি, তার গো এইবার।
বিপদে পড়িয়া মা ডাকম্ বারে বার॥

রাগ—কফি ছন্দ।

আদো বন্দম মুই সরস্বতী মাতা।
আমার কণ্ঠেতে মাও হও সুরজ্ঞাতা॥
অগর দিয়াছেন গুরু আমার হৃদেতে।
আইস শিরেতে মোর চৌতিশা গাহিতে॥
করজোড়ে করম স্তুতি কর প্রতিকার।
কাকুতি করম মুঞি চরণে তোমার॥
কুপুত্র দেখিয়া মোরে না চাও ফিরিয়া।
কিঙ্কর জানিয়া মোরে কিন্তু কর দয়া॥

শেষ :—

ক্ষীণবুদ্ধি মুই মূঢ় কি বলিতে পারি।
ক্ষেম অপরাধ মোর হেমন্ত কুমারী॥
ক্ষিতির প্রথেক লোক শুনয়ে বচন।
ক্ষিতিতে তারিণীর গুণ গাও সর্ব্বক্ষণ॥
তারিণীর চৌতিশা যেবা শুনে আর পঠে।
অন্তকালে যাইবা গাই ভবানী নিকটে॥

* * *

ভক্তি করি যেবা পঠে কার্য্যসিদ্ধি হএ।
হেলা করিলে জাই নরকে পচএ॥

ভণিতা :—

দেবজ্ঞ শ্রীরাম প্রসাদ তাহার যে সুতে।
শ্রীরাম তনু কহে তারিণী পদেতে॥

রচনাকাল :—

রুদ্র মণি নেত্র মহী সন যেই বটে।
দেবগ্রাম বসতি করে জয়কালী নিকটে॥

শুভঙ্করের স্থায় এই রামতনু ঠাকুর মহাশয় দেশীয় কালীর অনেক আর্য্যা লিখিয়াছেন। আমাদের নিকট অনেকগুলি আছে। দেবগ্রাম, বর্ত্তমান দেয়াং বা আনোয়ারা।

৫১। ভারত সাবিত্রী।

আরম্ভ :—

দেবী সরস্বতী ব্যাসদেব প্রণমিয়া।
ভারত-সাবিত্রী রচে রাজা প্রণাম করিয়া॥
ধৃতরাষ্ট্রে বলে শুন সঞ্জয় সুদন।
কথায় চতুর তুমি গুণের ভাজন॥
কৌরব পাণ্ডব যদি রণে দাঁড়াইল।
সমবায় করি কেবা যুদ্ধে প্রবেশিল॥
কেমতে হইল যুদ্ধ কহত সঞ্জয়।
কার হইল যুদ্ধে জয় কার পরাজয়॥

*　　*　　*

শেষ :—

সংগ্রামেতে ভক্তি করি যেই নরে পঠয়।
কার্য্যসিদ্ধি হয় তার নাহিক বিস্ময়॥

*　　*　　*

মাতা পিতা গঙ্গার জলে স্নান করাইলে।
তথা পুণ্য হয়ে তবে ভক্তি এ শুনিলে॥
কৃষ্ণ ব্যাসদেব যারে কহিল নিশ্চয়।
পাপ নাশ হইয়া যাবে গোবিন্দ আলয়॥
কৃষ্ণ সনে গোপ্ত বেক্ত করিয়া প্রবন্ধে।
ভারত সাবিত্রী রচিলা নানা ছন্দে॥

"ইতি ভারত সাবিত্রী সমাপ্ত। ভীমস্তাপি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি শ্লোক। বিষ্ণুনমো অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে নবম্যাঃ তিথৌ বাৎস গোত্রস্থ শ্রীরামহরি সিংহ দাস স্বঅক্ষরং-মিদং শাস্ত্রং। এই পুস্তকের মালিক শ্রীরাম-তনু দেঅ দাস সাং ধর্ম্মপুর। লিখনং পুস্তক মোকাম কৈলকাতা বাসা খিদিরপুর। ইতি সন ১১৫৬ মঘি তারিখ ৩১ আশ্বিন রোজ রবিবার।" পত্র সংখ্যা ৭; দুই পৃষ্ঠে লেখা। ভণিতা নাই।

৫২। হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

এই গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু একাধিক ভণিতা আছে। হস্তলিপি তত প্রাচীন নহে।

আরম্ভ :—

আদ্য অনাদ্য সেই পুরুষ আকার।
যাহারে ভাবিলে হয় শমন উদ্ধার॥
গণেশ বন্দিয়া বন্দম্ ভবানী চরণ।
দেব শূলপাণি বন্দম্ বৃষবাহন॥

*　　*　　*

মুনির সঙ্গে রঘুনাথ বৈসেন্ত কানন।
জনক দুহিতা আর অনুজ লক্ষ্মণ॥
মুনিতে কহেন রামে করি পরিহার।
মোর সম দুঃখিত নাই রাজার কুমার॥
মুনি বোলে রঘুনাথ শান্ত কর চিতে।
তোমা হতে দুঃখিত কত আছে পৃথিবীতে॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা নৃপ শিরোমণি।
রাজা সনে মহা দুঃখ পাইল মহাগুণী॥

শেষ :—

স্ত্রী পুত্র যত লোক অযোধ্যাতে বৈসে।
জয়ধ্বনি দিয়া তবে উঠিলা হরিষে॥
পুষ্পরথে চড়ি সবে স্বর্গপুরী যায়।
ঋষি সবে বেড়িয়া মঙ্গল গীত গায়॥
অপ্সরায় নৃত্য করে গন্ধর্ব্বে গায় গীত।
মহাদেবী সনে রাজা হইলা আনন্দিত॥
বিশ্বামিত্র মুনি রাজার করিলেক স্তুতি।
পুত্রদারা সহিতে সব স্বর্গে হৈল স্থিতি॥

ভণিতা :—

(১) নিরবধি কাল হিয়া, পাসরিমু কি দেখিয়া,
　　মাধবে রচিল সুরচন॥
(২) কহেন মাধব দাসে রচিয়া পয়ার।
(৩) কহেন মাধবানন্দে শুন সভাজন।
　　রাজ্যদান দিয়া রাজা চলিলেন বন॥
(৪) মাধবানন্দ সুতে ভণে, স্থিরচিত্ত নাহি মনে।
(৫) মাধব সুত নন্দে কহে ভাবি চক্রপাণি।
　　রাজারে সান্ত্বাই বোলে সুন্দর কামিনী॥

তবে কি 'মাধব' 'মাধবানন্দ' আর 'মাধব-সুত-নন্দ' এই ব্যক্তিত্রয় মিলিত হইয়া

এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানি প্রণয়ন করিয়াছেন? 'মাধব'কে 'মাধবানন্দের' সংক্ষিপ্ত নাম মানিয়া লইলেও 'মাধব' 'মাধব-সুত নন্দ' ত কখনও উক্ত নামদ্বয়ের সহিত অভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং পিতা পুত্রে এই বহিখানি লিখিয়াছেন, এইরকম বুঝা যায় নাকি?*

৫৩। জঙ্গনামা।

পারস্ত ভাষায় নামকরণ হইলেও এখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থ। 'যুদ্ধ কাহিনী' বলিয়া ইহার বাঙ্গালা নামকরণ হইতে পারে। হজরত মহম্মদ মস্তফা সাহেবের জামাতা বীরকেশরী হজরত আলির কৃত যুদ্ধ বিবরণ ইহার আলোচ্য। গ্রন্থবর্ণিত অনেক যুদ্ধে স্বয়ং হজরত সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তৎকালীন মূর্ত্তিপূজকদিগের বিরুদ্ধে এ সমস্ত আহব সংঘটিত হইয়াছিল। সকল যুদ্ধেরই পরিণাম মহম্মদীয়গণের জয়লাভ ও বিজিতাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করণ। সঙ্গে সঙ্গে অনেক অলৌকিক ঘটনাও সংযোজিত হইয়াছে, দেখা যায়। বর্ত্তমান যুগে সে সকলে কেহ আস্থা স্থাপন করিবেন কিনা, বলা যায় না।

গ্রন্থখানি প্রকাণ্ড। যে হস্তলিপি পাইয়াছি, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত লেখা হয় নাই। প্রাপ্ত অংশের আনুমানিক চরণ সংখ্যা ছয় হাজার। হস্তলিপিখানি নিতান্ত আধুনিক। গ্রন্থকার একজন শিক্ষিত ও উচ্চবংশীয় লোক। বঙ্গভাষায় মুসলানগণের প্রভাব প্রদর্শন জন্য এ গ্রন্থ প্রকাশ করা মুসলমানগণের একান্ত উচিত। বিষয়ান্তর গ্রহণ করিলে এই গ্রন্থকার বঙ্গভাষার ইতিহাসে নাম রাখিয়া যাইতে পারিতেন।

সম্ভবতঃ গ্রন্থের 'বন্দনা'টি নকলনবিশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রাচীন বঙ্গীয় সকল কবিই গ্রন্থারম্ভে ছোট বড় একটা মঙ্গলাচরণ দিয়া গিয়াছেন; ইনি সেই চিরাচরিত পন্থানুসরণ করেন নাই, সহসা এমন বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ:—

আরব দেশের এক সহর অনুপাম।
বহুলোক বসয়ে নথশ ধরে নাম॥
সে রাজ্যেতে আছে এক ব্যূহ উচ্চতর।
দেখিতে পর্ব্বত আলগুন্দ সমস্বর॥
হারিছ আজদর নামে এক নরপতি।
তথায় বসতি অবিরত পূজে মূর্ত্তি॥
সেই মহীপাল ঘরে ছিল তিন সুত।
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ রূপে অদ্ভুত॥
সেই পাপিষ্ঠের ছিল যত সব ঘটে।
সাধুগণ ধন হরে নিরোধিয়া বটে॥
অবিরত রাহাজানি করে পাপমতি।
আপনার পুত্রগণ করিয়া সঙ্গতি॥

বঙ্গভাষায় বিস্তর মুসলমানী গ্রন্থ পাওয়া যায়। সবগুলি কিন্তু বঙ্গভাষার ইতিহাসে আলোচনা করা যায় না। অনেকগুলি গ্রন্থ কেবল 'মুসলমানী বাঙ্গালা'-নামক অদ্ভুত ভাষায় লিখিত। তাহাতে আরবী, পারসী, হিন্দী, উর্দ্দু প্রভৃতি নানা ভাষার মিশ্রণ আছে। সমালোচ্য গ্রন্থ সেরূপ নহে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ, অপিচ সরল। তরল পয়ার ছন্দে কবি বেশ নিপুণতা দেখাইয়াছেন। একটু নমুনা দিতেছি:—

মহীপাল এই বোল শুনি সর্ব্ব সৈন্য।
সাজ রণ সর্ব্বজন হৈল ততক্ষণ॥

* এই পুঁথির বিস্তারিত বিবরণ প্রথম বর্ষের 'আলো' পত্রে (১৩০৬) অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে।

যত বাদ্য নৃপ বিদ্যমানে আনাইলা ।
একবারে বাদ্যোপরে প্রহার করাইলা ॥
দগরেত কাটিঘাত হইলেক যবে ।
কম্পমান ত্রিভুবন হই গেল তবে ॥
অশ্বগার পদাতির হইল সিংহধ্বনি ।
বারণ আস্ফালনে বিদরে মেদিনী ॥

গ্রন্থখানি চট্টগ্রামে রচিত হইয়াছে ইহাতে অনেক প্রাচীন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্ত রকমে তৎসম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ না থাকায়, আমরা এখানেই কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ দেখাইতেছি।

১। উদ্ধামিলা = উঠাইলা ।

সর্ব্ব শক্তি আলি প্রতি খড়্গ উদ্ধামিলা ।
একগাছি লোম বেঙ্কা করিতে নারিলা ॥

২। জান = সংবাদ ।

আমার জনকস্থান, তুমি যাই দেও জান.
তবে আমা রক্ষা করিব।

৩। ঘন = সেনার ঘন সন্নিবেশ ।

ইংরাজীতে যেমন Thick of battle

'আপনাকে দেখিলন্ত সৈন্তের ঘনএ ।

সপ্তমী বিভক্তির 'এ' যোগ না করিয়া অনেক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

৪। ঠাঠার = বজ্র। Thunder শব্দের সহিত ইহার সাদৃশ্য ।

যদি দেখ অন্ধকার ঘন বায়ু বৃষ্টি ।
ঠাঠার গর্জ্জনে টলমল হৈল সৃষ্টি ॥

৫। তোকাই = তালাস করি ।

লাগিলা পদাতি বাস চাহিতে তোকাই ।

৬। তোহর = তোমার ।

বিক্রম তোহর, ধিক হোন্তে মোর,
কোথা প্রাণ তোর নিবে ।

'ধিক' শব্দ অনেক স্থলে 'অধিক' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, দেখা যায়। এখানেও তাহাই।

৭। দোহারি মোহারি = অর্থ কি ?

'কাড়া শিঙ্গা ভেউল কর্ণাল যে ঝাঁঝরি ।
কাঁসা করতাল বাজে দোহারি মোহারি ॥'
'দোহরি মোহরী বাঁশা, কবিলাস রাশি রাশি'
কাড়া শিঙ্গা রবে নড়ে মাটী ।'

৮। আছউক = থাকুক ।

আছউক তুলিব শিলা নাড়িতে নারিলা ।

৯। উভা = দণ্ডায়মান ।

তা শুনিয়া উভা হৈয়া বলে আমনাক ।

১০। অশ্বেতু = অশ্ব হইতে ।

তা দেখি হানিফাহত অশ্বেতু নামিলা ।

১১। অহর্মণি = সূর্য্য ।

অহমণি বিনে জগ হৈল অন্ধকার ।
কালিম বরণ হৈল সকল সংসার ॥

১২। জিজ্ঞাসাসূচক 'কি' স্থলে 'নি' ।

বলে বীরে ততক্ষণ, দূর হৈতে দোহ জন,
তোমা মনে শ্রদ্ধা নি আছয় ।

১৩। রইছ = প্রধান ব্যক্তি ।

রইছ যাহার বলে গুন গুণিগণ ।
হিন্দুয়ানী ভাষে তারে বলে মুখ্য জন ॥

ইহা আরবী শব্দ। ইহা হইতে ইংরাজীতে 'Reis' হইয়াছে।

১৪। সয়াল = সকল, নিখিল ।

টল মল হই গেল সয়াল সংসার ।

১৫। অনাখড়্গো = বিনা খড়্গো ; খড়্গহীন

অনাখড়্গো আমারকে দেখিয়া রছুল ।

১৬। অনাকাজে = অকাজে, অনর্থক ।

অনাকাজে করন্ত রোদন ।

১৭। অনাদেখা = অদেখা ; অদৃষ্টপূর্ব্ব ।

অনাদেখা রছুলকে দেখিলা নয়ানে ।

১৮। চোখা = তীক্ষ্ণ ।

মুষ্টি ভিড়ি হানিলেক চোখা অসিধার।

১৯। অঘোষ = অখ্যাতি।

অঘোষ ঘুষিব যত সংসারের লোক।

২০। ধরাহর = সম্ভবতঃ সভা গৃহ।

এই শব্দটি কবি আলাওল বহুবার প্রয়োগ করিয়াছেন। 'ডেহরি' শব্দের সহিত ইহার কিছু সাদৃশ্য থাকা সম্ভব।

দেখিতে অদ্ভুত রূপ অতি ভয়ঙ্কর।
কম্পিতে লাগিল নৃপতির ধরাহর॥'
'নৃপতির ডেহরির দ্বারে গেল যবে।'

'ডেহরি' শব্দ চট্টগ্রামে এখন 'বাহির বাড়ী' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২১। খাঁখার = কলঙ্ক।

আমার দাসের পুত্র কুলের খাঁখার।

২২। 'ঘন' শব্দ অনেক স্থলে 'অতি নিকট' অর্থেও প্রযুক্ত দেখা যায়।

ধরি ফণী ফণা, যাই আসি ঘনা,
দংশিবারে চাহে তানে।

নিম্নের বাক্যে 'মধ্য' অর্থও হইতে পারে।

এক স্থানে দেশ ঘনে উত্তরিলা যবে।

২৩। গ্রন্থকার অনেক প্রাকৃত বিভক্তি ব্যবহার করিয়াছেন। করসি, যাওসি, জানসি, হসি (হওসি), ইত্যাদির অনেক প্রয়োগ আছে। দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

২৪। রাখি অর্থে 'রাখোঁ'। অনেক কবি 'রাখম' ব্যবহার করিয়াছেন।

ঐ মীন হোস্তে মুই রাখোঁ অতি জ্ঞান।

শুনিছোঁ = শুনিছম।

মোর জন্মাবধি না শুনিছোঁ হেন বোল।

২৫। করন্ত, বোলন্ত ইত্যাদি ক্রিয়া প্রয়োগও অনেক আছে। দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

গ্রন্থকারের নাম নছোরোল্লা খান। এই-রূপে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

ধৈর্য্যবন্ত বীর্য্যবন্ত, মর্য্যাদার নাহি অন্ত,
পিতামহ হামিদুল্লাখান।
তান পুত্র কল্পতরু, বোরহানদ্দি জগগুরু,
রূপান্তর ইচ্ছুক সমান॥
মহীপাল রোসাঙ্গের, ধবল মাতঙ্গেশ্বর,
নিজ মুখে প্রশংসিলা যারে।
তান পুত্র মহাবীর, অস্ত্রে শাস্ত্রে রণে স্থির,
ইব্রাহিম খান নাম ধরে॥
তান পুত্র জ্ঞানবান, শ্রীমুজাওদ্দি খান,
পুণ্যবন্ত সঙ্গে তান বেলা।
অনেক গ্রামের পতি, যাকে কৃপা করি অতি,
নিজ কন্যা সমর্পিয়া দিলা॥
তান পুত্র রূপবান, শ্রীযুত বাবুখান,
অবিরত ফকিরীতে মন।
ত্যজিয়া সংসার মায়া, প্রভু ভাবে চিত্ত দিয়া,
করিলেন্ত আগমে গমন॥
আছিলেন পুত্র তান, শ্রীইছাহাক খান,
সরিয়ত খাদেম প্রধান।
তান পুত্র শীল ধর্ম্ম, ছৈদানী উদরে জন্ম,
সরিফ মনছুর গুণবান॥
তান পুত্র অল্পজ্ঞান, হীন নছরোল্লা খান,
পাঞ্চালী রচিল শিশুবুদ্ধি।
শুন সব গুণিগণ, কৌতুহল করি মন,
ক্ষম মোর দোষ পাও যদি॥

গ্রন্থকার স্থানান্তরে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

কল্পতরু জগগুরু শাস্ত্রেতে বিজ্ঞান।
পিতামহ কাজি ইছাহাক গুণবান॥
তান পুত্র সরিফ মনছুর খোন্দকার।

* * *

রাজ্য দেশ নরপতি নামে ফতেখান।
যাকে মাস্ত কার বসাইলা বিদ্যমান॥
রোসাঙ্গের নরপতি ভুবন বিখ্যাত।
যেবা গেছিলেন দিল্লীশ্বরের সাক্ষাত॥
গ্রাম ভূমি আপনার অধীন করিয়া।
আনিলেক দিল্লীশ্বর স্থানে যেবা গিয়া॥

হেন জনে যাহাকে করিয়া আগুয়ান।
নমাজ করন্ত সঙ্গে যত মুছলমান॥
যাহার মধুর স্বর শোতেবা শুনন্ত।
যাহাকে আলিম সব নিতি প্রশংসেন্ত॥

* * *

তান পুত্র নছরোল্লা আমি হীন জ্ঞান।
পাঞ্চালী পয়ারে কহি গুণিগণ স্থান॥

নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে গ্রন্থকারের পীরের (ধর্ম্মগুরুর) নামও জানা যাইতেছে।

অস্ত্রে শাস্ত্রে জগগুরু, দান ধর্ম্মে কল্পতরু,
পির হামিদাদ্দি গুণবান।
আখেরে তরান পার, করিবারে মোরে সার,
সেই বিনে গতি নাই আন॥

স্থানে স্থানে কবি তাহারই চরণে এইরূপ গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন :—

তান পদ পাদুকা মস্তকেত বান্ধিয়া।
হীন নছরোল্লা কহে পাঞ্চালী রচিয়া॥

চট্টগ্রামে 'কাছিম বাজার' বলিয়া কোন স্থান ছিল, কবি উল্লেখ করিয়াছেন। সেই স্থান কোথায়?

* * *

চাটিগ্রাম সহর মাঝার।
এক দিন মনোরঙ্গে, কতজন যুবা সঙ্গে,
গেলাম বাজারে ভ্রমিবার॥
নানা বাক্য আলাপিতে, হাসি রসি রঙ্গ চিতে,
চলি গেলু কাছিম বাজারে।
সেই বাজারের কাছে, এক উচ্চ গিরি আছে,
জাঁহা-নমা বলয়ে যাহারে।

* * *

পূর্ব্বকালে সে সহর, ছিল মহা কলেবর,
কুলশীল এক অধিকার।
সেই মহা গিরিপর, টঙ্গী এক মনোহর,
নির্ম্মিলেক চট্টগ্রাম পতি।

* * *

এই গিরি অনুপাম, জাঁহানমা থুইল নাম,
এথা বসি দেখে বঙ্গদেশ॥

এখন ত ইহার নাম গন্ধও শুনা যায় না। চট্টগ্রামের কোন্ গিরিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, কে জানি?

কবি কোথাও আপন বসতি স্থানের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের যে সকল নাম দেওয়া গেল, তাহা চট্টগ্রামের মীরেশ্বরী বা নেজামপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। 'বোরহানদ্দি প্রভৃতি নাম নেজামপুর অঞ্চলে আছে, চট্টলের দক্ষিণ অংশে নাই। তথায় এরূপ নামকে 'নকারান্ত' করা হইয়া থাকে, যথা, বোরহানাদ্দন। এতদ্বারা অনুমান হয় যে, কবির বাসস্থান ঐ অঞ্চলেই হইবে।

রচনা প্রণালী বিবেচনা করিলে নিঃসন্দেহে তাহাকে অন্ততঃ সার্দ্ধ শতাব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নিশ্চিত করা যাইতে পারে। ইহার আলোচনায় ইতঃপূর্ব্বেই অনেক স্থান দেওয়া গিয়াছে, সুতরাং আর নমুনা প্রদর্শন করিয়া প্রবন্ধ কলেবর বৃদ্ধি করা যুক্তি সিদ্ধ মনে করি না। এই গ্রন্থখানি চট্টগ্রাম আনোয়ারান্তর্গত ডোমরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত আমির আলি চৌধুরীর নিকট আছে।

৫৪। ষড়ানন ব্রত-কথা।

গুয়া মেলানি পুস্তক।

কার্ত্তিক ব্রত।

আরম্ভ :—

অথ স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক ব্রত উক্ত গুয়া মেলানি পুস্তক লিখ্যতে।

ঘোষা :—ওহে হরিবোল বোলিয় ভাগো হে।

প্রথমে বন্দিলুম প্রভু ধর্ম্ম নিরঞ্জন।
উক্ত পতি প্রলয় সৃষ্টি যাহার কারণ॥
গরুড়ের পিষ্টে বন্দম প্রভু গদাধর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি কর॥

তার পাছে বন্দম মুই দেব ত্রিলোচন।
ত্রিশূল ডুম্বুর বৃষ আরোহণ॥

* * *

ওরিশা বন্দিয়া গাম * ঠাকুর জগন্নাথ।
নানা জাতি একত্র হইয়া খাএ ভাত॥
শুন শুন সর্ব্বলোক করি জোর হাত।
এমত প্রভুর লীলা নহি জাহে জাত॥
উত্তরে বন্দিয়া গাম হেমন্ত কেদার।
যাহার প্রসাদে তাল যন্ত্রের সঞ্চার॥
চক্রশালা বন্দি গাম বুড়ারে শ্রীমাই। †
হাওলা বন্দিয়া গাম কালচান্দ গোসাই॥
ঝিঙরি বন্দিলুম মুই বদরের মোকাম।
বাজালিয়া বন্দম মুই কাতালের পএআন॥

* * *

অতি পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণ আছিল।
পুত্র কন্যা তান ঘরে কিছু না জন্মিল॥

শেষ :—

ধনপতি কালকেতু শুয়াত মেলান।
ফুলরা খুলনা দুই শুয়াত মেলান॥
শ্রীমন্তের হইল শুয়াত মেলান।
সকল প্রভৃতি হইল শুয়াত মেলান॥
শুন শুন ব্রতী সব হইয়া এক মন।
তোমার সবের হইল শুয়াত মেলান॥
মেঘনালে কাটে শুয়া মাজে দুই খান।
ক্ষীর নদীর সাগর হইতে চুন ভালো আন॥
সেই চুন দিআ তবে তুলাইল পান।
সুবর্ণের খিলান দিআ সেই পান ভুলান॥

* *

জ্ঞাতি সকল আসি দিল দরশন।
ষষ্ঠী পূজা করিলেক করি শুভক্ষণ॥
অপুত্রারে পুত্র দেঅ দেব ষড়ানন।
পুত্র পৌত্রে রক্ষা প্রভু করহ আপন॥

ভণিতা:—

পুস্তক সমাপ্ত হইল কর সকলন।
শ্রীভৈরবচন্দ্র অধীনের এক নিবেদন॥
এই পুস্তক অতি ছোট জানিআ তখন।
সরস্বতী স্মরি কৈলাম পুস্তক রচন॥
আর এক নিবেদন শুন সর্ব্বজন।
জরিবের সময় তবে শুনহ বচন॥
আমার জননী তখন ঘরে নাহি ছিল।
চোরে তস্করে তবে জিনিষ লই গেল॥
সকল সম্বল নিল জিনিষ জে জথ।
পুস্তক জে নিল যদি মনে উতকত॥
এই পুস্তকখান পড়ি রহিলেক।
উদ্ধার করিলাম আমি লিখিআ পুস্তক॥
এই পুস্তক তবে হইল সমাপন।
অধীনেরে বর দেঅ দেব ষড়ানন॥
তোমার চরণ মোর কণ্ঠের কবজ।
অধীনেরে কৃপা কর আপনে দেবরাজ॥

"ইতি সন ১২০০ মঘী তারিখ ২ কার্ত্তিক মতাবেক সন ১২৪৫ বাঙ্গালা মতাবেক সন ১৮৩৮ ইংরেজি তারিখ ১৬ আক্তুবর রোজ বুধবার বৈকাল বেলা চতুর্দ্দশী কৃষ্ণপক্ষ ক্ষেণে লিখা সমাপ্ত। শ্রীভৈরবচন্দ্র আউচ সাকিন দেবগ্রাম (বর্ত্তমান দেয়াং বা আনোয়ারা)।" অতি ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৫।

৫৫। রাজকুমার পরিণাম।

পদসংখ্যা—৩৯।

এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভের কোন নাম নাই। উক্ত নামটি আমরা দিলাম। ইহাতে কৌর্ত্তিপাশা গ্রামের জমিদার রাজকুমার বাবুর হত্যাকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার দেওয়ান কিশোর মলানিশ (মহলানবিশ ?) বিষ প্রয়োগে উক্ত নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই কাণ্ড কখন ঘটিয়াছিল, এবং কৌর্ত্তিপাশাই বা

* গাম —গাই (গান করি)।

† চক্রশালা, হাওলা, ঝিয়রি এবং বাজালিয়া গ্রাম সকল চট্টগ্রামে অবস্থিত। শ্রীমাই (শ্রীমতী), ক্ষুদ্র নদীর নাম। হিন্দুরা পূত সলিলা মনে করেন।

কোথায়, তাহার কোন উল্লেখ নাই। একটি অতীত ঘটনার সাক্ষী বলিয়া এখানে আমরা তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

আরম্ভ :—

কবিতা প্রবন্ধ কিছু করিএ প্রচার।
কীর্ত্তিপাশা গ্রামে ছিল বাবু রাজকুমার॥
তাদের কীর্ত্তি যত, কৈমু কত, শুনতে চমৎকার।
ধর্ম্ম শাস্ত্রে মতি সদাএ অতি সদাচার॥
একদিন খুসী হইএ, পাল্কীত চইড়ে, কাচারিতে যাএ।
কাচারিতে যাইআ বাবু নিকাশ তলব চাএ॥
বাবুর কপাল মন্দ, সময় মন্দ, ঘঠ্‌ল মন্দ দশা।
অকস্মাৎ লাগিল বাবুর জলের পিপাসা॥
দেওান তার কুলাঙ্গার কিশোর মলানিশ।
মেশ্রীতে মিশাইআ দিল হলাহল বিষ॥
ছিল তার মনে এত দিনে পুরাইল মনের আশা।
নিকাশে নিকাশ দিল সোণার কীর্ত্তিপাশা॥

শেষ :—

মনে ভাবে বাদ্‌সা হবে এটা মনে জানে।
তাহাতে পাষণ্ড হইল চন্দ্রকুমার সেনে॥

* * *

বড় ফেরববাজ ইংরাজ সহায় করিআ।
মলানিশের বংশে বাতি দিলেন জ্বালাইআ॥

ভণিতা :—

বোলে গঙ্গারাম দাস মনেতে ভাবিআ।
এবার আমি আইসাছি হে শ্রীকৃষ্ণ ভজিআ॥

৫৬। ত্রিপদী চৌতিশা।

কএ মাতা কাত্যায়নী।
খএ মা খাবর-পাণি।
গএ মাতা গজানন-আই॥
ঘএ ঘোরতর রূপা।
উমে উমা স্বরূপা।
চএ চতুর্ভুজা দেবী মাই॥
ছএ ছন্ন তারা গৌরী।
জএ জগজ্জনেশ্বরী।
ঝএ মাতা ঝটিত-কারিণী॥
ঞিএ নিত্য আনন্দিতা।
টএ টঙ্কার স্থিতা।
ঠএ মাতা বট ঠাকুরাণী॥
ডএ ডাবুশ পাণি।
ঢএ ঢক্কাকারিণী।
আনন্দে রুধিরে কর পান॥
তএ মা ত্রিশূলধারী।
থএ মাতা স্থানেশ্বরী।
দএ দুঃখ কর পরিত্রাণ॥
ধএ ধূম্র বদনী।
নএ নমো নারায়ণী।
পএ মাতা পর্ব্বত-নন্দিনী॥
ফএ মাতা রূপা ফণী।
বএ মাতা বারাহিণী।
ভএ ভক্ত ভবের ভাবিনী॥
মএ মাতা মহেশ্বরী।
যএ জগৎ গৌরী।
রএ রম্ভারূপা সনাতনী।
লএ লক্ষ্মই বট মাতা।
বএ বৈকুণ্ঠ স্থিতা।
শএ মাতা শঙ্কর ঘরিণী॥
ষএ মাতা শাকাম্বরী।
সএ মা সঙ্কটেশ্বরী।
হএ মাতা হেমন্ত দুহিতা।
ক্ষএ ক্ষেম অপরাধ।
কর মাতা প্রসাদ।
রামলোচন দাসের বগ্রতা॥

এই কবির আরও একখানি চৌতিশা পরে উল্লিখিত হইয়াছে।

৫৭। লক্ষ্মী-চরিত্র।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ নারায়ণ লক্ষ্মী-দেবীর পতি।
পদতলে প্রাণমোহ দেবী সরস্বতী॥
গণেশ দেবতা বন্দম গৌরীর নন্দন।
হরগৌরী প্রণমোহ যত দেবগণ॥

যেই ভাবে লক্ষ্মী দেবী সর্ব্বত্রে থাকিব।
যেই দোষ পাএ লক্ষ্মী পুরুষ ছাড়িব॥
যেই সব নারী জান লক্ষ্মী দেবী ছাড়ে।
সেই সকল নারী জান লোকে না আদরে॥
তাহার বিধান কিছু শুন দিআ মন।
লক্ষ্মীর চরিত্র কিছু শুন বিবরণ॥
মেরু পৃষ্ঠে সুখে হরি আছন্ত বসিয়া।
লক্ষ্মীরে জিজ্ঞাসা করে কৌতুক করিয়া॥
কোন কোন স্থানে লক্ষ্মী ভ্রমিআ বেড়াও।
কোন দোষে লোক ছাড় তাহা মোরে কও॥

শেষ :—

শ্রীকৃষ্ণ চরণে ভক্তি করি নমস্কার।
পুরাণের মত রচি লক্ষ্মীর প্রচার॥

* * *

এই কথা শুনে যেবা ভক্তি পুরস্কারি।
অবিরত লক্ষ্মী দেবী থাকে তার পুরি।
উপহাস্য করে শুনি লক্ষ্মীর চরিত্র।
তাহার শরীরে লক্ষ্মী ছাড়ে আচম্বিত॥

* * *

সুখ দুঃখ সমান যে পুর্ব্ব জন্মের ধর্ম্ম।
মনে ভাবি চাহ লোক কর পুণ্য কর্ম্ম॥
শুন শুন সাধু লোক লক্ষ্মীর চরিত্র।
শুনিলে অধর্ম্ম হবে শরীর পবিত্র॥

ভণিতা :—

শুণরাজখানে ভণে শুন সর্ব্বজন।
পুরাণের মতে আমি করিলাম রচন॥

ক্ষুদ্র গ্রন্থ। পত্র সংখ্যা ৬; দুই পৃষ্ঠে লেখা। পূর্ব্ব-সমালোচিত পুঁথির সহিত স্থানে স্থানে সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। বঙ্গ-সাহিত্যে আর এক 'গুণরাজ খাঁ' পাওয়া গেল। হস্তলিপির তারিখ আধুনিক,—১২১৬ মঘী ৫ মাঘ। পয়ারের পদ সংখ্যা ১৪৬ মাত্র।

৫৮। আত্মনিবেদনী চৌতিশা।

এই চৌতিশা খানির নাম নাই। দারিদ্র্য-পীড়িত লেখক ধনলাভের জন্য ভবানী-পদে আত্ম নিবেদন করিয়াছেন বলিয়া ইহার উপরোক্ত নাম দেওয়া অসঙ্গত নহে। পদ সংখ্যা ১৩৬। হস্তলিপি বড় পুরাতন নহে,—পঞ্চাশ বৎসরের কিছু কম।

আরম্ভ :—

প্রেমানন্দে ভজ মন ভবানীর চরণ।
পরকালে পাপ ছাড়ি তরিবে সমন॥
করজোড়ে করি স্তুতি শুন গো অভয়া।
কিঙ্কর জানিয়া মোরে দেয় পদ ছায়া॥
কপাল লিখন দুঃখ না যাএ খণ্ডন।
কৃপা করি বিঘ্ন মোর করহ মোচন॥

শেষ :—

ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমাবতী ক্ষেম অপরাধ।
খণ্ডাইয়া আপদ মোর করহ প্রসাদ॥
খণ্ড তপস্যা কৈল জন্মিয়া সংসারে।
খেদ রৈল তুয়া পদ নারি দেখিবারে॥

ভণিতা :—

শ্রীরামলোচন দাস কাশ্মিসে বসতি।
রামদুলাল মুন্সারের প্রথম সন্ততি॥
শিবচরণ দেওআনজীর বটএ জামাতা।
সদাএ ভবানীর পদে করএ বপ্রতা॥

রচনা কাল :—

রুদ্র বসু চন্দ্র মঘী সন নিরূপণ।
কর্কটেতে ত্রয়োদশ দিনেতে লিখন॥
কুজবার সিতপক্ষ পঞ্চমী তিথিতে।
সমাপ্ত হইল বেলা দশদণ্ড স্থিতে॥

পূর্ব্ব সমালোচিত ত্রিপদী চৌতিশাও ইহার লেখা। কাশ্মিস (কাশীয়াইস), চট্টগ্রাম পটীয়া থানার একটি গ্রাম। ইহার

প্রণীত একটি শ্যামাসঙ্গীত ও একটি বৈষ্ণব-পদ পাওয়া গিয়াছে ।

৫৯ । সহস্রগিরি রাবণ-বধ ।

ইহার হস্তলিপির তারিখ অংকাকৃত আধুনিক,—১২১৬ মঘী। পত্র সংখ্যা ১১। দুই পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র গ্রন্থ। রচনা পরিস্কার হইলেও নীরস।

আরম্ভ :—বেদে রামায়ণেচৈব ইত্যাদি শ্লোক।

একদিন কৈলাসেতে মিলে দেবগণ ।
বিরিঞ্চি প্রভৃতি যথ দেবের আগমন ॥
দেবতা সকলে তবে হইল একত্তর ।
বসিলেক সভা করি শিবের গোচর ॥

* * * *

শিব পুজি একত্রে মিলিল দেবগণ ।
বিষ্ণুর সঙ্গে কহে শিবে পূর্ব্ব বিবরণ ।
হস্ত জোড়ে বোলে শিবে শুন নারায়ণ ।
নাম মধ্যে রাম নাম পরম কারণ ।
লঙ্কার রাবণ রাজা দশমুণ্ড ধরে ।
আর কোন রাবণ মারিল গদাধরে ॥
সাতকাণ্ড রামায়ণে নাহি সেই গাথা ।
শুনিবার শ্রদ্ধা মোর সেই পূর্ব্ব কথা ॥
বিষ্ণু বোলে শুন কহি সেই সব বিবরণ ।
সহস্রগিরি নামে রাজা আছিল রাবণ ॥

শেষ :—

সীতা বোলে শুন প্রভু করি নিবেদন ।
বধিছি সহস্রগিরি শুন নারায়ণ ॥

* * *

শ্রীরাম শুনিয়া তবে সীতার বচন ।
বিস্ময় জন্মিল তবে শ্রীরামের মন ॥
জগতের মাতা তুমি জানকী সুন্দরী ।
প্রণাম করিব তোমার চরণেতে ধরি ॥

* * *

সীতা বোলে শুন ওহে প্রভু গদাধর ।
ব্রহ্মশাপ হেতু তুমি সকল পাসর ॥
পতিএ কোথাতে দেখ পত্নী নমস্কার ।
ত্রিভুবনে অকীর্ত্তি রাখিল গদাধর ॥

* * *

সীতা বোলে কহি আমি শুন সর্ব্বজন ।
এথেক ভাবিআ দেবী শাপিলা তখন ॥
স্মরণ না হুক সবের যুদ্ধ বিবরণ ।
জানকীর শাপ কভু না যাএ খণ্ডন ॥

* * *

সর্ব্ব সৈন্য বিদায় দিআ রাম নারায়ণ ।
পদ্মাবতী চলি গেলা আপনার স্থান ॥
শুভলগ্ন করি রাম করিল গমন ।
দেশেতে চলিআ গেল রাজা বিভীষণ ॥

ভণিতা :—

দেব রাম কেশবে বোলে,　　　গতি অতি মতিহীন,
কালীরূপে শত্রু করে ক্ষয় ।

৬০ । অনন্তব্রত কথা (পাঁচালী) ।

ইহা সম্ভবতঃ ক্ষুদ্রকায় হইবে। সমগ্র পাওয়া যায় নাই। তিন পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। অনন্তব্রত এদেশে এখনও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তখন ইহা গীত হইত।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ নারায়ণ প্রভু নিরঞ্জন ।
সর্ব্ব দেবগণ বন্দম দেবগণ চরণ ॥
অনন্তব্রতের কথা শুন এক চিত্তে ।
যুধিষ্ঠিরে কৃষ্ণেতে পুছেন্ত যেন মতে ॥
যুধিষ্ঠির রাজা তবে চারি সহোদর ।
সভা করি বসি আছে দেব গদাধর ॥
যুধিষ্ঠিরে বোলে শুন দেব নারায়ণ ।
কোন মতে হএ মোর-পাপ বিমোচন ॥

* * *

শ্রীকৃষ্ণ কহেন কথা ধর্ম্মরাজার ঠাই ।
অনন্তব্রতে সম ত্রিভুবনে নাই ॥

ভণিতা :—

দ্বিজ মাধবে ভণে অনন্ত চরণে।
কান্দিতে কান্দিতে মুনি প্রবেশিল বনে॥

হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী ৩১ শ্রাবণ।

৬১। দক্ষযজ্ঞ গায়ন।

এই 'গায়ন' শ্রেণীর সমস্ত পুঁথিগুলি এইরূপ দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে এ সকল অভিনীত হইত না কি? এই পুঁথির অত্যল্পমাত্র পাওয়া গিয়াছে। ভণিতা নাই। হস্তলিপি ১২১৫ মঘীর। বড় অধিক দিনের রচনা নহে।

আরম্ভ :—

অনুমতি দেও ভোলানাথ যাইব যজ্ঞেতে।
পিতের বাড়ী কন্যা যাইতে অপমান কি তাতে?
চিরদিনের আশা মনে, যাইব পিতের ভুবনে,
মিছে বাধা দেও গো কেনে ধরি চরণেতে।
যাবে সতি যাও তোমার যেমন ইচ্ছা হএ মনে।
থাক্‌লে তুমি থাক্‌তে পার গেলে
রাইখতে পারি না॥
তুমি আমার সাধনের ধন, হৃদে রাখ যতনে,
এই ভিক্ষে চাহি গো সতি, হায় গো সতি.
তোমা যেমন হারাইনে॥

কথা।

ওহে প্রাণসখি ভোলানাথকে দেখা করার
জন্যে যাব;
তোমার ইচ্ছা হইএ থাক্‌লে
অবশ্য যাইতে হএ॥

গান।

আমি মা বাপের ঝি, লোকে বোলবে কি,
পিতের বাড়ী কন্যা যাইতে, অপমান কি?
যাইতে ইচ্ছা হইল থেনে,
মিছে বাধা দেও গো কেনে,
মিছে বাধা দিও না গো ধরি শ্রীচরণে॥

দক্ষালয়ে সতি তোমার যাওয়া ত হবে না।
বিনা নিমন্ত্রণে গেলে মনের গৌরব রবে না॥

কথা।

ওহে প্রিয়ে, পিতের বাড়ী কন্যে যাইতে
আমন্ত্রণ কৈর্ত্তে হএ না; তুমি অনুমতি দেও।

৬২। রাধিকার বারমাস।

আরম্ভ :—

বৈশাখ মাসেতে কৃষ্ণ গেলা মধুপুরে।
বিরহ আনলে দগ্ধ করিআ রাধারে॥
বিদগ্ধ নাগরী পাইআ ছাড়ি গেলা মোরে।
বংশীরবে প্রাণি দহে শূন্য দেহ ঘরে॥

শেষ :—

চৈত্রে নিকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ দরশন।
চন্দ্র চকোরে যেন হইল মিলন॥

ভণিতা :—

রামতনুর শিষ্য হএ শ্রীরামশরণ সেন।
এই বারমাস আমি পাইআছি অখন॥
দীননাথের শিষ্য হএ নামে ছত্রনারায়ণ।
অখনে গুরুর পদে করি আরাধন॥
আমার কনিষ্ঠ জান নামে শ্রীরাধামোহন হএ।
মম পুত্র শ্রীকালীকিঙ্কর নাম হএ॥
মম পিতার নাম হএ নামে ঘনশ্যাম।
খুলতা উৎসব রায় জানএ সংগ্রাম॥

পদ সংখ্যা ২৯। হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী। লেখকের নিবাসস্থান চট্টগ্রাম—আনোয়ারা। অদ্যাপি বংশ আছে।

৬৩। স্বপ্নাধ্যায়।

আরম্ভ :—

পঞ্চ ভাই সহোদর রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাক্লেশ বনবাস করে মহাধীর॥
একদিন পঞ্চ ভাই গহন কাননে।
দেখিবারে ব্যাসদেব তথা আগমনে॥
ব্যাস দেখি পঞ্চ ভাই দণ্ডবত হইল।
পরম আনন্দ মনে তাকে জিজ্ঞাসিল॥

কহ কহ পিতামহ শুনিএ তোমাতে।
রাত্রি শেষে যথা স্বপ্ন দেখিতে প্রভাতে॥
চক্ষু মুদিত স্বপ্ন দেখি প্রতিনিত।
দুঃস্বপ্ন কুস্বপ্ন কিবা হএ কদাচিত॥

শেষ :—

দিবাতে দেখিলে স্বপ্ন সকল বিফল।
ভালো মন্দ দেখিলে না হইব বিকল॥
স্বপ্ন দেখিলে নিদ্রা জাগিব কদাচিত।
শুচিত হইয়া কথা কহিব বিধিত॥
জল মধ্যেতে যেবা করিছে ভোজন।
অবশ্য নৃপতি হয়ে শুনহ রাজন॥
স্বপ্নে কুকুট পক্ষী দেখিছ মহাশয়ে।
পাইবা যে ভালো ভার্য্যা শুন মহাশয়ে॥
দ্রুপদ রাজার ভার্য্যা (?) আছে স্বয়ম্বর।
তথাতে চলিয়া যাও পঞ্চ সহোদর॥
স্বপ্ন দেখিয়া বন্ধুজনে না ভাবিব ভাল।
তবে সেই স্বপ্ন হইতে হইব জঞ্জাল॥
এথ বলি ব্যাস দেব হইলা অন্তর্দ্ধান।
এই মতে স্বপ্নাধ্যায় হইল সমাধান॥

ভণিতা নাই। হস্তলিপি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পদ সংখ্যা ৮৮ মাত্র।

৬৪। লবকুশের যুদ্ধ।

ইহার কয়েকটি পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই নামে তিনখানি পুঁথি পাওয়া গেল;—একখানি পূর্ব্বে সমালোচিত হইয়াছে, আর একখানি পরে আলোচিত হইবে। সমালোচ্য পুঁথির ভণিতা পাই নাই। হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী।

আরম্ভ :—

অশ্বমেধ কহি এক কৌতুক প্রসঙ্গ।
জয়মুনি ভারত মতে করি পদবন্ধ॥
লবকুশ জন্মিলেক মুনি তপোবনে।
শব্দ পরিচয় নহে রাম দরশন॥
সবে মাত্র দুই ভাই পরিমিত অস্ত্র।
পৃথিবীর সৈন্য সমে প্রভু রামচন্দ্র॥
পিতাপুত্রে মহারণ অতি অসম্ভব।
লব কুশ স্থানে সব সৈন্য পরাভব॥
কথদিন ভ্রমি ঘোর দেশ দেশান্তর।
দৈবযোগে নিজ দেশে আসিল অশ্ববর॥
জাহ্নবী তরিআ গেল মুনির আশ্রমে।
লবে দেখি অশ্ব বান্ধে কদলীর বনে॥
অশ্বের বন্ধন দেখি কোপ করি মনে।
কেবা দিছে কেবা দিছে পুছে জনে জনে॥

৬৫। বিরস পাঞ্চালী—ভ্রমরপদ্মিনী।

এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। অনেক স্থল পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহা বড়ই দুষ্পাঠ্য। এজন্য এতৎ সম্বন্ধে বিশেষরূপে কোন কথা বলা চলে না। গ্রন্থের নামটি যথাযথ লিখিয়া দিলাম। প্রণেতার নাম পাওয়া যায় নাই; হস্তলিপির তারিখ আধুনিক—১২১৫ মঘী। ভাষা গদ্য পদ্য মিশানো। নিম্নে নমুনা দেওয়া গেল। ইহা আধুনিক রচনা কিনা, আমি বলিতে পারি না :—

আরম্ভ :—

হেম ঋতু যথ দিন ছিলো, তথ দিন ভ্রমর কেতকী ইত্যাদি নানা ফুলের মধু খাইতো। পরে বসন্ত ঋতু আইসে উপস্থিত হওয়াতে পূর্ব্বাকার আহ্লাদে পদ্মিনীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাতে অনেক দিনের পর ভ্রমর আইসাতে পদ্মিনীর মনেতে পরিচিন্থ হইয়া ভ্রমরকে কি বলেছে তাহা শুন :—

শুন শুন ভ্রমরা বন্ধু, খাইয়া কেতকীর মধু,
রঙ্গে ভঙ্গে কৈরে কের ছলা।
সাধে বোলে বার খাইতে, সাধে এ বেড়াস্ পথে পথে,
পদ্মিনী হইয়াছে এখন হেলা॥

তাইতে তোরে যাইতে বলি, শুনরে কমলের অলি,
প্রেমের কথা ছাফা নাহি রহে (রএ)
এখন হৈয়া কেতকিনীর বশ, সদাএ করস্ রঙ্গরস,
দেখনা তোর ঐ চিহ্ন আছে গাএ ॥

(এস্থলে পদ্মিনী ভ্রমরকে যত সব দেবতা-দের চিহ্ন সকলের তালিকা দিতেছেন); যথা :—

'ব্রহ্মার চিহ্ন চতুর্মুখ কমণ্ডলু করে।
বিষ্ণুর চিহ্ন চতুর্ভুজ গদাচক্র ধরে ॥'
ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহার পর একটি 'গায়ন'; তার পর,—

"পদ্মিনীর অতিশয় মান দেইখে ভ্রমর বৈলেছে :—

পদ্মিনীর দেইখে মান, ভাবে অলি অপমান,
বিনয় করিআ কাইন্দে বোলে।
শুন ওগো কমলিনী, তোমা বহি নাহি জানি,
কখন না যাই অন্য ফুলে ॥
আমি দেহ তুমি প্রাণ, ইথে কিছু নাহি আন,
আটা আছে পিরীতির খিল।
আমি যেইখানে যাই, তোমা হইতে গুণ গাই,
তোমা ছাড়া নাই এক তিল ॥
ভ্রমর-বিক্রীতি পদ্মিনী কাছে, এই কথা প্রসিদ্ধ আছে
আমি নাকি বদ্ধ থাকি হইআ।
মিথ্যা অপবাদ দিএ, এবার সইবে লো প্রিয়ে,
কথা কহ সূর্য্য অস্ত যাএ ॥"

নিম্নের পরিচিত বাক্য দুইটি এই পুঁথি-তেও পাওয়া যাইতেছে :—

ওহে ভ্রমরা আমার কলঙ্ক হউক তাহে নাহি ডর।
তুমি মাত্র সুখে থাক ভাবি নিরন্তর ॥
আমি হৈলাম পুরাতন ফুরাইল মধু।
অখন কি দিআ মন ভোলাও বধু ॥

স্থানে স্থানে সুন্দর কথাও আছে, এই দেখুন :—

(১) ভাবিলে অলি তোমার গুণ,
জলেতে লাগে আগুন,
পাষাণ ভিন্ন হৈআ যায়।
(২) কৃষ্ণ প্রেমে ব্রজঙ্গনা কত দুঃখ পাইলে।
কালো কোকিলের স্বরে বিরহিনী জ্বলে ॥
কালো নয়নের তারা দুইকুল মজায়।
কালোজন দেখিলে পরে দ্বিগুণ জ্বালা হএ ॥
যার রূপে এতিন ভুবন হয় আলো।
সেই হৈলো কলঙ্কের শশী কলঙ্কের কালো ॥
তুই তো ভ্রমরা কালো আমি তোরে জানি।
দেখ মধু দান দিএ তোর হইলাম দোচারিণী ॥

গ্রন্থের পরিসমাপ্তি কিরূপ জানিবার উপায় নাই। ইহার পর আর লেখা হয় নাই।

৬৬। জয়মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালী।

পূর্ব্বে এই নামের আরও একখানি পুঁথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। সেখানি ও এই-খানি মূলতঃ এক হইলেও ভিন্ন হস্তের রচনা। ক্ষুদ্র পুঁথি। পদ সংখ্যা ১২। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ গণপতি গৌরীর নন্দন।
যাহার স্মরণে হএ বিঘ্ন বিনাশন ॥
সরস্বতী পাদপদ্মে প্রণতি করিয়া।
আস্কার কণ্ঠেতে স্থিতি করহ আসিআ ॥
শিরে করি বন্দম্ উমা মহেশ্বর।
যাহার প্রসাদে তরি এ ভবসাগর ॥
জয় মঙ্গল চণ্ডিকার পাঞ্চালী যেবা শুনে।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয়ে তার চণ্ডিকা কারণে ॥
এক দিন কৈলাসেতে মহাদেব গৌরী।
নানা রঙ্গে পুষ্প তুলে বোলেন অধিকারী ॥

শেষ :—

নমস্কার করি রম্ভা সুখ অঙ্গে বৈসে।
মরি গেল ভদ্রা চেরী চণ্ডীর আদেশে॥
ভদ্রার পেলিল নিআ তেলাকুচি বন।
এহারে শুনিলে হরে দারিদ্র্য লক্ষণ॥

*   *   *

স্বর্গ হোতে পুষ্প ঘন বরিষণ।
ভদ্রারে পেলিল নিআ জলের ভুবন॥
পুত্রবধূ বরে কথা শুনে যেই জন।
রোগ শোক দরিদ্রতা খণ্ডে ততক্ষণ॥
চণ্ডীর পাঞ্চালী যেবা পঠে শুনে গাএ।
লক্ষ্মী দেবী দৃষ্টিতে অলক্ষ্মী ছাড়ি যাএ॥
ভক্তজনের মস্তিজম্মে করি নমস্কার।
পুস্তক বিশাল হএ না লিখিল আর॥

"ইতি সেবক শ্রীমাগনদাস সেন সাং বরমা (জেলা চট্টগ্রাম)। ১১৯৩ মঘী ৩১ শ্রাবণ॥"

৬৭। লবকুশের যুদ্ধ।

এই পুঁথির প্রথম পাতা নাই। পত্র সংখ্যা ১৮; দুই পৃষ্ঠে লেখা। আকার নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ এইরূপ :—

দেখিল পড়িছে রণে শত্রুঘ্ন কুমার।
ভাই ভাই বোলিআ লাগিল কান্দিবার।
ধুলা ঝারি শত্রুঘ্ন রথে তুলি লইল।
কথ দূরে সেই দুই বালক দেখিল॥
দেখিআ লক্ষ্মণ বীর ভাবে মনে মনে।
গর্ভবতী সীতারে এড়িল এই বনে॥
বালমীকি আসিআ সেই নিলেক সীতারে।
দৈবে বুঝি এ দুই সীতার কুমারে॥
এথ ভাবি পরিচয় পুছে লব স্থানে।
সত্য করি কহ শিশু হও কোন জনে॥

শেষ :—

এথেক কহিআ তবে দেব প্রজাপতি।
চলিল যে নিজ পুরে দেবের সঙ্গতি॥
তখনে ভূতল হোন্তে শব্দ নিঃসরিল।
শান্ত হও রামচন্দ্র পৃথিবী বলিল॥
ইহলোকে সীতা সঙ্গে নাহি দরশন।
গীত শেষ রামায়ণ করএ শ্রবণ॥
ক্রোধ সম্বরিলা রাম অনেক যতনে।
পৃথিবীর বচনে রাম ব্রহ্মার বচনে॥

ভণিতা :—

লোকনাথ সেনে কহে, না করিঅ শোক ভয়ে,
রাম পুনি যাইব দেশেতে॥

"ইতি লবকুশের যুদ্ধ সমাপ্ত। স্বাক্ষর শ্রীচাঁদ নারায়ণ আউচ। ১১৯৩ মঘী ৩১ শ্রাবণ।"

৬৮। সত্যপীরের পাঞ্চালী।

এই পুঁথিখানি পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা প্রাচীন-পুঁথিগুলি একরূপ প্রহেলিকা মাত্র। এই পুঁথিরই আর একখানি নকল পাইয়াছি, তাহাতে 'ফকির চান্দ' ভণিতা আছে। আবার অদ্যকার সমালোচ্য পুঁথিতে ভণিতা দেখিতেছি, দ্বিজ পণ্ডিতের। অথচ মূল বিষয় একই, স্থানে স্থানে দুই এদের পার্থক্য আছে মাত্র। অদ্যকার পুঁথির প্রারম্ভের এই দুইটি চরণ নূতন :—

প্রণমোহ আদি দেব আদি নিরঞ্জন।
অনাহেতু কৈলা প্রভু জগত সৃজন॥

ভণিতা :—

পীরের চরণতলে, দ্বিজ পণ্ডিত বোলে
কৃপা কর সাধু দুই জন॥

নিম্নলিখিত শব্দগুলি আলোচনার যোগ্য বোধে এখানে দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিয়া দিলাম

নিকার = দাসী কর্ম্ম।

আর এক দিন তবে সাধুর কুমারী।
নিকার করিতে গেল ব্রাহ্মণের বাড়ী॥

নিশ্চয়ার্থক 'টি' স্থলে 'খানি' প্রয়োগ :—

তা দেখিয়া জিজ্ঞাসিল মধুর কত্থাখানি।
তারা সবে শুনিয়া জে বলিলেক বাণী॥

অথান্তর=বিপদ।

এথাতে ঠেকিল এক অথান্তর বাণী।
মাএ ঝিয়ে দুই জনে করএ জে ছিনি॥

ছাপা=(নৌক.) ঘাটে লাগা।

শ্বশুরে ছাপাইছে নৌকা জামাতা হইছে তল।
তা দেখিয়া মাএ ঝিএ কান্দিয়া বিকল॥

"ইতি সন ১১৮২ মঘী তারিখ ১৯ ফাল্গুন রোজ বৃহস্পতিবার। এই পুস্তকের হক মালিক শ্রীবৈষ্ণবচরণ চৌং পীং কীর্ত্তিচন্দ্র চৌং।" পত্র সংখ্যা ১২। দুই পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক।

৬৯। পরাদ (প্রহ্লাদ) ভক্তের চৌতিশা।

পদ সংখ্যা ১৩৬।

আরম্ভ :—

করজোড়ে পরাদে করএ নিবেদন।
করুণা সাগর হরি তুমি নারায়ণ॥
কাটিবারে চাহে মোরে জনক দুর্ব্বার।
কাতর হইলুম রক্ষা কর এইবার॥
খরতর দৈত্য সবে বেড়ি চারি ধার।
খাণ্ডাএ কাটিতে চাহে শরীর আহ্মার॥
খগপতি নাথ তুমি জগতে খ্যাতি।
খণ্ডাও আপদ মোর প্রভু যদুপতি॥

শেষ :—

সাতালি পর্ব্বতে তুলি মারিল পাছার।
সারিলা আপনে মোরে না কৈলা সংহার॥
সকল তোহ্মার মায়া জানিলুম নিশ্চয়।
শরণাগতেরে রক্ষা কর দয়াময়॥
হরষিতে যাইমু প্রভু বৈকুণ্ঠ নগর।
হিত কর আপনে আসিআ গদাধর॥
হুহুঙ্কারে দৈত্য সৈন্য করিলা সংহার।
হইলুম দাসের দাস রক্ষ এইবার॥
ক্ষেপিআ অসুর সৈন্য করহ সংহার।
ক্ষিতিতলে খ্যাতি রাখ আপনার॥

ভণিতা :—

ক্ষম অপরাধ মোর প্রভু গদাধর।
ক্ষীণ সীতারাম দন্তে মাগে এইবর॥

'প্রহ্লাদ'—"ডলয়োরভেদঃ" সূত্র মতে 'পড়াদ' হওয়াই উচিত নহে কি ?

৭০। বিদ্যাসুন্দর (গায়ন)।

শুনিতে পাই, 'গায়ন' শ্রেণীর সমস্ত কাব্য-গুলি এদেশে পূর্ব্বে অভিনীত হইত। এই-গুলি বর্ত্তমান কালের নাটকের অভাব পূর্ণ করিত, সন্দেহ নাই। আবার দেখিতেছি, প্রায় সব 'গায়ন' গুলিই একই ধরণের। আলোচ্যমান গ্রন্থখানির ভাষা মার্জ্জিত; রচনা কোন সময়ের বলা যায় না। লেখকের নাম নাই। হস্তলিপির তারিখ ১২০২ মঘী অর্থাৎ ৬১ বৎসর পূর্ব্বে। সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। আরম্ভ এইরূপ :—

জগদম্বে তোমার অপার লীলে অনন্ত মায়াএ
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সদাকাল পুরন্দর।
বসে আছে তদুপর (?) তোমার লীলাএ॥
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা কাশীবাসিনি।
অন্নের জন্যে হইলেম ছন্ন ত্রিশূলপাণি।
তোমার চরণ পূজিএ দশাননেরে বধিএ,
রামচন্দ্র রাজা হলে কল্লেন আপনি।
কেলুয়া ডাবিস্ ফিরে আর।
দিএশলাই আনেছিলাম বিকাই না গো আর॥

এইরূপে মেথর, মেথরাণী দিয়া গ্রন্থের অবতারণা। কোনটি কাহার উক্তি, সহজে নির্দ্দেশ করা যায় না। স্থানে স্থানে ভাষা

সুন্দর। মালিনীর উক্তির কিছু নমুনা দেখুন :—

"একলা প্রাণে ক'দিক যার,
পড়াছি এক বিষম লেটাএ।
যে দিকে না চাইএ দেখি, সেই দিগেতে
সব ষৈএ যাএ।
পাড়াতে না গেলে পরে, বিরহিণী প্রাণে মরে,
মালকে না গেলে পরে, কুসুম কলি সব
লুটে যাএ।"

৭১। গোবিন্দ-বিজয়।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'* নামে এই গ্রন্থখানি বোধ হয় প্রকাশিত হইয়াছে। নাম সম্বন্ধে এই বৈষম্য কিরূপে হইল, বলা যায় না। ইহা ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ মাত্র। আমি দশম স্কন্ধের অনুবাদ পাইয়াছি। রচয়িতার নাম মালাধর বসু। তাঁহার উপাধি গুণরাজ খাঁ। ইহা গৌড়ের সম্রাট হোসেন শাহার প্রদত্ত। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই 'গুণরাজ খাঁ' উপাধির ভণিতা। 'মালাধর বসু' ভণিতা কেবল এক স্থানে পাইয়াছি। বাবু দীনেশ-চন্দ্র সেন মহোদয় কবির যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। তাহা একাদশ স্কন্ধের অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে কি ?

'বাপ মোর ভগীরথ মাও ইন্দুমতী।
তাহার প্রসাদে মোর নারায়ণে মতি।

এই দুই ছত্র ভিন্ন তাঁহার আত্ম-বিবরণী সম্বন্ধে আর কোন কথা নাই।

প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পত্র সংখ্যা ১৩৭। দুই পৃষ্ঠে লেখা। আনুমানিক চরণ সংখ্যা ১৪৭৪২। পয়ারে অধিকাংশ স্থান লেখা। বিস্তর সুন্দর স্থান আছে। তাহা ছাড়া, প্রাচীন-সাহিত্যের বিভক্তি প্রভৃতির চিহ্ন সংগ্রহ পক্ষে এই গ্রন্থ-খানি অতি মূল্যবান পদার্থ।

দেখা যাইতেছে, এই গ্রন্থ রচনা সময়ে বাঙ্গালা ক্রিয়াগুলি কতকটা সংস্কৃতের অনু-যায়ী নিষ্পন্ন হইতেছিল। অবশ্য বর্ত্তমান কালের ক্রিয়ার কথাই বলিতেছি। সংস্কৃতে বচনভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়,—বাঙ্গালায় কেবল একবচন ও বহুবচনের রূপই চলিত। যেমন, 'করন্তি', 'চলন্তি' 'করসি' ইত্যাদি।

সপ্তমী বিভক্তিতে কিছু বিশেষত্ব ছিল। 'রে', 'এ', এবং 'তে' তিনটিই ব্যবহৃত হইত। যেমন, 'দেশেরে', 'দেশএ', 'দেশেতে'। পরবর্ত্তী কালে 'রে' বিলুপ্ত হইয়াছে এবং 'এ' পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'ক' চিহ্ন ছিল। যেমন, বাপুক, বৎসক। পরবর্ত্তী সময়ে 'এ' যোগ হইয়া 'কে' হইয়াছে।

আর আর কথার এখানে আলোচনার স্থান ও সময় নহে। এই গ্রন্থের হস্তলিপির তারিখ "স্বস্তি সৌর মাঘস্য সপ্তবিংশ দিবসে চন্দ্রদণ্ড স্থিতে পুস্তিকা সমাপ্ত। সন ১১৫১ মঘী তাং ২৭ মাঘ শ্রীরামহরি দাস পীং জয়নারায়ণ দাস, স্বঅক্ষর। আমলে শ্রীশ্রীযুক্ত কালীচরণ দেবানজীউ। যেই দিন কৈলগাতা রাহি করিলেন সেই দিন।"

৭২। লঙ্কাকাণ্ডে মহীরাবণ।

এই গ্রন্থখানির মোট পাঁচ পাতা পাওয়া গিয়াছে। দুই পৃষ্ঠে লেখা। লেখকের নাম শ্রীভৈরবচন্দ্র আউচ, সাকিন আনোয়ারা। হস্তলিপির তারিখ সন ১২৪০ বাঙ্গালা। প্রথমে কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে ; শেষাংশ পাওয়া যায় নাই।

আরম্ভ :—

বন্দম প্রভু নারায়ণ অনাদি নিধন।
ক্ষীরোদ সাগরে প্রভু তুমি (নারায়ণ)॥
লক্ষ্মী স্বরস্বতী বন্দম করিয়া ভকতি।
শঙ্কর পার্ব্বতী বন্দম কার্ত্তিক গণপতি॥
বেদের বেধানে বন্দম দেব পদ্মাসন।
অষ্ট লোক পাল বন্দম দেবতা পবন॥
চন্দ্র সূর্য্য প্রণমোহ যার পুরন্দর।
দশরথ রাজা বন্দম অজের কোঙর॥

*   *   *

বাল্মীকি প্রভৃতি বন্দম জথ মুনিগণ।
যাহার প্রসাদে হইল পুস্তক রাবায়ণ*॥
একে একে প্রণমোহ জথেক দেবতা।
কৃষ্ণ সনে রাধা বন্দম রাম সনে সীতা॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুসার।
দেবী সরস্বতী জান কণ্ঠেতে যাহার॥
শুন শুন সর্ব্বলোক অপূর্ব্ব কথন।
মনে মনে বিরোধিয় রাজা দশানন॥
পাত্র মিত্র কেহ নাহি শান্তাইতে রাবণ।
সিংহাসনে বসি রাজা করএ ক্রন্দন॥

উদ্ধৃতাংশে কৃত্তিবাসের যে নাম আছে তাহাকেই ভণিতা বলিয়াছি। ইহা সত্য নাকি ?

৭৩। চাণক্য-শ্লোকের অনুবাদ।

অনেকখানি অনুবাদ পাওয়া গেল। সবগুলি একজনের কৃত বলিয়া বোধ হয় না। একটারও অনুবাদকের নাম নাই। সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনেক নীতি-কবিতা চাণক্য-শ্লোকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ; অথচ সংখ্যার অষ্টোত্তরশতটিই আছে। মুদ্রিত চাণক্য শ্লোকের অনেক শ্লোক বাদ দিয়া অন্যান্য গ্রন্থের শ্লোক তৎস্থানাধিকার করিয়াছে। দুইটি শ্লোকের অনুবাদ এই :—

(১) উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রু বিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥
রাজদ্বারে শ্মশানে চ সহায় যে হয়।
দুর্ভিক্ষে আর শত্রুযুদ্ধে সদয়॥
বিপদে বিপদ যাহার সমান জ্ঞান।
সেই সে বান্ধব বলি প্রধান॥

(২) পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখং॥
পর হস্তে কার্য্যনাশ করে যেই জন।
সমুখেয় কয় প্রিয় মধুর বচন॥
বিষ পরিপূর্ণ কুম্ভ মুখে মাত্র ক্ষীর।
এমত দুর্জ্জন মিত্র তেজিবেক ধীর॥

হস্তলিপির তারিখ আধুনিক—১২১৬ মঘী। প্রাপ্তিস্থান আনোয়ারা।

৭৪। ছাতন—ময়নাবতী-পুঁথি।

এই পুঁথির প্রকৃত নাম "লোর চন্দ্রানী ও সতী ময়না"। পুঁথিখানির উপখ্যানাংশ দুই ভাগে বিভক্ত ; প্রথম ভাগে লোর রাজ ও চন্দ্রানীর বৃত্তান্ত প্রকটিত ; এবং দ্বিতীয় ভাগে ছাতন ও ময়নাবতী রাণীর প্রসঙ্গ মুখ্যতঃ বর্ণিত হইয়াছে। লোর গোহারী নামক দেশের রাজা, ময়নাবতী তাঁহারই প্রথমা মহিষী চন্দ্রানী মোহরা নামক দেশের রাজকুমারী,—পরে লোরের দ্বিতীয়া মহিষী হয়েন। 'পদ্মাবতী'কাব্যে অমর কবি সৈয়দ আলাওল সাহেব

"যেহেন দৌলত কাজী 'চন্দ্রাণী' রচিল।
লস্কর উজির আসরকে আজ্ঞা দিল॥"

এই বাক্যে যে চন্দ্রানীর ইঙ্গিত করিয়াছেন, এই সেই (লোর) চন্দ্রানীর পুঁথি।

এই পুঁথির প্রথমভাগ অপেক্ষা দ্বিতীয়

* হস্তলিখিত অনেক পুঁথিতে রামায়ণ শব্দের পরিবর্ত্তে রাবায়ণ দেখা যায়।

ভাগ শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর। এই কারণে পাঠক মহলে দ্বিতীয় ভাগেরই বেশী আদর; এবং এই কারণেই পাঠক সমাজ মূল পুঁথি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দ্বিতীয় ভাগকে ছাতন ময়নাবতী পুঁথি নামে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। আরও একটা বিশেষত্ব এই যে, দ্বিতীয় ভাগ বুঝিবার জন্য প্রথমভাগ জানা না থাকিলেও চলিতে পারে;—তাহাতে মর্ম্মপরিগ্রহের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে না। বস্তুতঃ 'ছাতন-ময়নাবতী পুঁথি' কবির স্বপ্রদত্ত নাম নহে।

কবিবর দৌলত কাজী পুঁথিখানি রচনা করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম ভাগ সমাপ্ত করিয়া দ্বিতীয় ভাগের কিয়দংশ রচনার পর তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি হয়; 'লোর চন্দ্রানী'ও (সচরাচর পুঁথিখানি এই নামেই বেশী পরিচিত) বহুদিন অসম্পূর্ণাবস্থায় পড়িয়া থাকে। বহুদিন পরে (কত দিন পরে বলা যায় না। সম্ভবতঃ 'পদ্মাবতী' ও সয়ফল মুল্লুক বদিয়জ্জমাল' রচনার পর) কবি আলাওল এই অসম্পূর্ণ পুঁথির অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করিয়া দেন। বঙ্গীয়-সাহিত্যজগতে এক কবির আরব্ধ কার্য্য অন্য কবির হস্তে সম্পন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত তৎকালে ইহাই প্রথম কি না, জানি না।

চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক রহস্যোদ্‌ঘাটনের জন্য রোসাঙ্গের বা পূর্ব্বকালীন মগরাজাদের ইতিহাস আমাদের একান্ত আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, রোসাঙ্গের বা মগদের কোন ইতিহাসই এই পর্য্যন্ত পাইতে পারি নাই। রোসাঙ্গের ইতিহাস পাইতে পারিলে কবি দৌলত কাজী ও আলাওলের সময়-নির্ণয় সহজেই হইত।

রোসাঙ্গের রাজা 'শ্রুতধর্ম্ম সুধর্ম্মার' আমলে—তাঁহারই রাজসভায় থাকিয়া কবি দৌলত কাজী উক্ত রাজার 'লস্কর উজির' আসরফ খাঁর আদেশে 'লোর চন্দ্রানী'র রচনা আরম্ভ করেন। এতদধিপতির পরবর্ত্তী চতুর্থ রাজা 'শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার' আমলে তাঁহারই সভায় থাকিয়া 'শ্রীমন্ত ছোলেমান' নামা রোসাঙ্গের কোন মহাত্মার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া কবি আলাওল 'লোর চন্দ্রানীর' শেষাংশ সম্পূর্ণ করিয়া দেন। সুতরাং বহুদিন পরেই 'লোর চন্দ্রানী' সমাপ্ত হইয়াছিল, বলা অসঙ্গত নহে। স্থানান্তরে আমরা আলাওলের গ্রন্থাবলীর সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি; এবং ভবিষ্যতে কবি দৌলতের সময় নির্ণয় ও গ্রন্থ সম্বন্ধে স্থানান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিব বাসনা আছে বলিয়া অদ্য তৎপ্রসঙ্গে বাক্যব্যয় অনাবশ্যক বিবেচনা করি। সংক্ষেপতঃ বলা যাইতে পারে যে, কবি দৌলত কাজী ষোড়শশতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

কবি আলাওলের জন্মস্থান গৌড়ের ফতেয়াবাদ—জালালপুর হইলেও তিনি চট্টগ্রামেই জীবনাতিবাহন করিয়াছিলেন। কবি দৌলত কাজীর জন্মস্থানের উল্লেখ পুঁথিতে না থাকিলেও তিনি রোসাঙ্গবাসী ছিলেন, অনুমান করা যাইতে পারে। রোসাঙ্গের রাজসভা তখন মুসলমান উজির ওমরাহেই অলঙ্কৃত ছিল, বোধ হইতেছে। মহাত্মা মাগন ঠাকুর, শ্রীমন্ত ছোলেমান, সৈয়দ মছা, সৈয়দ মহম্মদ খান, মজলিশ নবরাজ, সৈয়দ ছউদ শাহ, এবং লস্কর উজির আসরফ খাঁ, ইঁহারা সকলেই রোসাঙ্গরাজদরবারের উচ্চ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি

পাঠে জানা যাইতেছে। ইহাদের কাহার জন্ম কোথায়, জানিবার উপায় নাই। চট্টগ্রাম রাউজানের এলাকাধীন কদলপুর নামক গ্রামে 'লস্কর উজিরের দীঘি' বলিয়া একটা প্রকাণ্ড জলাশয় অদ্যাপি প্রতিষ্ঠাতার নাম ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। সম্ভবতঃ এইটি লস্কর উজির আসরফ খাঁরই কীর্ত্তি চিহ্ন হইবে। চট্টগ্রামে প্রাচীন গৌরবের অনেক ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে;—নাই কেবল সেই দিন,—নাই কেবল তাহার খোঁজ করিবার লোক! হা মাতঃ জন্মভূমি! যাঁহারা তোমার মুখ উজ্জ্বল করিতে সক্ষম, তাঁহারা তোমার প্রতি উদাসীন,—তোমাকে ভ্রুক্ষেপও করেন না। আর অন্ন-চিন্তা-বিষধর-দংশন-কাতর এই অভাগার চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে তোমার পদসেবার প্রবল বাসনা থাকিলেও তোমার কি কাজই বা করিতে পারিবে?

'লোর চন্দ্রানীর' দ্বিতীয় ভাগ বড়ই সুন্দর, আগেই বলিয়াছি। 'ছাতন' কোন ধনবানের পুত্র; ময়না রাণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তৎসমাগমাশে 'রতন'মালিনীকে দূতী নিযুক্ত করে। মালিনী নানা কৌশল জাল বিস্তার করিয়াও ময়না রাণীর সতীত্ব টলাইতে পারিল না। অবশেষে ষড়ঋতুর মোহকরী বর্ণনায় রাণীর মন টলিবে ভাবিয়া ঋতুবর্ণনা আরম্ভ করিয়া দেয়। এই ঋতুবর্ণনাই এই খণ্ডের সৌন্দর্য্য সার। ইহার ভাষা ব্রিজবুলী মিশ্রিত। প্রাচীন পুঁথিতে বর্ণবিন্যাসবিভ্রাটের কিরূপ প্রাবল্য, পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকগণ বেশ জানেন; তদুপরি মুসলমানের লেখা হইলে ত কথাই নাই। 'লোর চন্দ্রানী' চট্টগ্রাম হইতে বহুদিন পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল মুসলমানদেরই জন্য। গ্রন্থখানি জাতি নির্ব্বিশেষে পঠিত ও আদৃত হওয়ার উপযুক্ত। মুসলমানদের মধ্যে প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনের যোগ্য লোক খুব কম আছেন; সুতরাং 'লোর চন্দ্রানী' (তথা 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি কাব্যও) সে অতি কদর্য্যভাবেই মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য! অধিকাংশ স্থলেই অর্থবোধ হয় না; এমন কি অনেক স্থলের ভাষাকে বাঙ্গালা না বলিয়া অন্য কোন ভাষা বলা যাইতে পারে। তাই এ গ্রন্থখানি বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বলিয়া রাখা উচিত, এ প্রকাণ্ড গ্রন্থ বর্ণিত আখ্যানটি হিন্দু আখ্যান।

একখানি মাত্র হস্তলিপি আশ্রয় করিয়া প্রাচীন পুঁথির সুন্দর আলোচনা সম্ভব নহে। এই পুঁথির ভাষা ও কবিত্বের নমুনা স্বরূপ নিম্নে কয়েক স্থান হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

মালিনীর উক্তি।

রাগ—দক্ষিণান্ত শ্রী।

প্রাণি মোর দহে দহে।
রাজার নন্দিনী কেন রে ময়না, এত দুঃখ সহে। ধু।
প্রথম বরিষা দেখ প্রবেশ আষাঢ়।
বিরহিণী বিরহ বাড়এ অতি গাঢ়।
মদন অসিক জিনি নীরকলা ঘন।
শিখরে নাচএ শিখী ধরিআ পেখন।
নবনীর পানে মত্ত চাতক চপল।
পিউ পিউ উচ্চস্বরে ফুকারে মঙ্গল।
কেহ নাচে কেহ গাএ সারস বিহঙ্গ।
দোলএ দম্পতী সব মদন তরঙ্গ।
আইসএ পন্থিক জন বধূ প্রেমগুণি।
নির্জ্জন সঙ্কেত সুখ বরিষা রজনী।

নিজ গৃহে অনুসারি আইসে বণিজার *।
বরিষা নিকটে কান্ত না দেখি ময়নার॥
যার ঘরে নিজ কান্ত করএ বিলাস।
কামাকুল কামিনী না ছাড়ে কান্তপাশ॥
তুই ময়নার দুঃখ দেখি বিরহে তাপিনী।
এ বোলিআ ভূমি পড়ি বিলাপে মালিনী॥

মালিনীর বিনয়।

রাগ—সুহই।

তোর দুঃখ দেখি　　মুঞি মরি যাম,
　বোলে ছুরি দেও রাণী।
মালতী ভোমরা,　　যেন সমাগম,
　চান্দ ছৈলা † দেও আনি॥ ধু।
শুন ময়নাবতী,　　প্রথম আষাঢ়,
　চৌদিগে সাজে গম্ভীর।
বধুজন প্রেম,　　ভাবিতে পন্থিক,
　আইসএ নিজ মন্দির॥
যার ঘরে কান্ত　　সব সোহাগিনী,
　পূরএ মনোরথ কাম।
দুর্লভ বরিষা　　তমসী রজনী,
　নির্জ্জন সঙ্কেত ঠাম॥
দারুণ ডাউক,　　দাদুরী ময়ূর,
　চাতকে নিনাদে ঘন।
তা ধ্বনি শুনিতে　　শ্রবণে বিরহিণী,
　ছোহএ মনে মদন॥
যাবন্তে বয়েস,　　কেলি কলা রস,
　পূরএ মনোরথ জানি।
হট পরিপাট,　　মান উপরোধ,
　চাতুরী তেজ কামিনী॥
বৃদ্ধ হৈলে নারী,　　যুবকের বৈরী,
　ফিরি তাকে না পুছারি।
জাইব যৌবন,　　নিশির স্বপন,
　জীবন দিবস চারি॥

হরি মধুপতি　　নাম রসবতী,
　মতি তোর তোর ছাঞি।‡
অবধি অন্তর,　　ফিরি না পুছন্ত,
　আর তোর কি বড়াই॥
শুনহ উকতি,　　করহ শকতি,
　মানহ সুমতি রাই।
নাগর সুজন　　মিলাইয়া দেও,
　রাধার কোলে কানাই॥
কহেন্ত দৌলত,　　সতী সৎপথ,
　না তাজে যাতে প্রাণ।
লস্কর নায়ক　　রস বাসি জার
　শ্রীযুত আসরফ খান॥

আষাঢ় মাসের 'ময়নার উত্তর' উদ্ধার করিতে না পারায় শ্রাবণ মাসের উত্তরটা তুলিয়া দিলাম।

ময়নার উত্তর।

রাগ—উত্তর।

মালিনী কি কহব বেদনা তোর।
লোর বিনে যাম কি বিধি ভেল মোর॥
শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর।
তবে মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর॥
মদন অসিক জিনি বিজলীর রেহা।
তর্কএ যামিনী কম্পয় মোর দেহা॥
না বোল না বোল ধাই অনুচিত বোল।
আন পুরুষ নহে লোর সমতুল॥
লাখ পুরুষ নহে লোরের স্বরূপ।
কোথায় গোময় কীট কোথায় মধুপ॥
গরল সদৃশ পর পুরুষের সঙ্গ।
দংশিয়া পলায় যেন একাল ভুজঙ্গ॥
বিরহ পীড়ারি ধনী অপরতি লেহা।
লস্কর নায়কমণি রসগুণ গাহা॥

এইরূপ দৌলত কাজীর রচনা; কবি আলাওলের রচনাও কতকটা দেখুন:—

---

* বণিজার—বণিক, সওদাগর।
† ছৈলা—ছেলে?

‡ ছাঞি (স্বামী) কোমল করার জন্য 'স' কে অনেক স্থলে 'ছ' করা হইয়াছে।

ময়নার উত্তর।

সঘন গর্জ্জন করে বিষ বরিষণ।
যাহার নাহিক স্বামী সংশয় জীবন।
ডাহুক দাদুরী রবে হিয়া জ্বলে ফুকে।
গরল বরিষে কর্ণে শিখিনী কুহকে।
বায়ু বৃষ্টি হইলে শীতল হয় তনু।
মোহর শরীরে জ্বলে বাড়ব কৃশানু।
কোকিল দোয়েল নাদে কর্ণে ফুটে শাল।
বিচটির পত্র প্রায় জাগে পুষ্পমাল।
চতসুসম চন্দনে অন্তর ধিক জ্বলে।
কলি পরে পলি যেন লিপয় কুলালে।
কণ্টক ফুটয় অঙ্গে কোমল শয্যাত।
প্রিয় বিনে মোর গৃহে লাগয় উৎপাত।
পুষ্পের সৌরভে নাসা শ্বাস বন্ধ হএ।
সলিল বিহীনে হিত অহিত করয়।
হিত শত্রু হইল জীবন কিসে আর।
নহে অনুচিত বাক্য বোল বারে বার।
বিরহ মাতঙ্গ নিবারএ সিংহ-পতি।
সিংহ শৃগালের নহে একত্রে বসতি।
নিজ পতি বিনে ভিন্ন নাগরের সঙ্গে।
নাগরিকা নারীর মনে উপজয় রঙ্গে।
ধাই বলি সহস্র তোম এথ দুর্ব্বচন।
অন্য হইতে শাস্তি তারে দিতুম ততক্ষণ।

স্থানে স্থানে কথার ও ছন্দের বাঁধুনির উদাহরণ যথা :—

দৌলত কাজী রচিত।

(১) মাঘের পঞ্চমী কি মোর গুণ,
কামপুরে মোর হইল শূন।
কি মোর জীবন রে।
জীবন যৌবন জঞ্জাল-জাল,
ধাত্রি হইল মোর প্রাণের কাল।
তাতে ধাত্রি কহে রঙ্গের বাণী
ঘায়েত লবণ মিলাএ আনি।
হাস পরিহাস বিকল ধাত্রি।
মুক্রিয়েথে আকুল ছাত্রি হারাই।

কুলটা মালিনী কুপথে চলে।
মোহাকে কুপন্থে লই যাইতে ছলে।
সহজে মালিনী জাতিএ হীন।
সুজনও পিরীতি মরণ চিন।

(২) নবচূত অঙ্কুর কিসলয় মঞ্জুল,
রঞ্জিত তরুলতা পুঞ্জে।
কোকিল কাকলী, কল কল কুজিত
ললিত ললিত নিকুঞ্জে।
কেতকী চম্পক, কদম্ব মরুবক,
বকুল নকুল রঙ্গে।
চেরইতে মধুর, মধুপানে মধুকর,
মালিনী মন বিহঙ্গে।
আলাওল-রচিত।

(৩) চন্দ্রিমা চন্দন দহে যেন অঙ্গ।
বারিষে বাদর বিষের তরঙ্গ।
মলয় সমীর আনলের তুল।
কঠিন কণ্টক মালতির ফুল।

(৪) তরণি প্রচণ্ড, ধরণী খণ্ড খণ্ড,
গগন খণ্ড খণ্ড রাজেউ।
বাহির দিনকর, বিরহ অন্তর,
নিদাঘ সময় কঠিনে। ধ্রু।

আর নমুনা প্রদর্শন অনাবশ্যক। গ্রন্থ শেষে গ্রন্থসমাপ্তিজ্ঞাপক একটা তারিখ আজ পুঁথি নিকটে না থাকায় উদ্ধৃত করিতে পারিতেছি না। কালটা আলাওলের দেওয়া। আমাদের অঙ্গীকৃত প্রবন্ধে পরে তাহার আলোচনা হইবে। পরিষৎ এই পুঁথি-খানির উদ্ধার করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের কলেবর ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সহায় হইবেন, আশা করি।

৭৬। শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন।

গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ। মোট পত্রসংখ্যা ১১; কিন্তু প্রথম ৩ পাত নাই। ক্ষুদ্র পুস্তক। অতি কদর্য্য হস্তলিপি। অনেক স্থলে পাঠ অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।

যে ভণিতা পাওয়া গিয়াছে, তাহা যদি ঠিক হয়, তবে বঙ্গ-সাহিত্য ও চণ্ডীদাসের জীবনে নূতন আবিষ্কার হইল, বলিতে পারা যাইবে। ভণিতাগুলি এইরূপ :—

(১) চণ্ডীদাসে বোলে সার।
কৃষ্ণ গতি সভাকার॥

(২) যশোদায় দিল কৃষ্ণ শ্রীদামের কোলে।
রাধাকৃষ্ণ পানে চাহিয়া চণ্ডীদাস বোলে॥

ভণিতাগুলি আমাদের প্রথিতনামা কবি চণ্ডীদাসের কিনা, বিচারের পূর্ব্বে ইহার কবিত্বাদি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাউক।

শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণের কপট-মূর্চ্ছায় অপনয়ন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। অতি সহজ বিষয়, সকলেই জানেন। মৎ-প্রকাশিত 'রাধিকার মানভঙ্গের' যেইছন্দ, এই গ্রন্থেও সেই ছন্দ স্থানে স্থানে সামান্য ইতর বিশেষ মাত্র। আবার, বাসুদেব ঘোষের 'গৌরাং চরিত' বা গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস পটি'তেও এইরূপ ছন্দ দেখিতেছি। চণ্ডীদাসের রচনার মত সহজ রচনা বঙ্গ-সাহিত্যে আর নাই। সমালোচ্য গ্রন্থেরও একটা অলঙ্কার—সহজ রচনা। নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে সে কথা সহজে সমর্থিত হইবে।

রাণী বলে বৈদ্যরাজ আমি ত না চিনি।
কি ঔষধে ভালো হয় আমার নীলমণি॥ ধু।
রাণী বোলে বৈদ্যরাজ নাম ধর।
নীলমণিকে রক্ষা কর॥
বৈদ্য বোলে নন্দরাণী কহি তোমার ঠাঁই।
কত ধন দিবা রাণী তাহা বোল চাই॥
রাণী বোলে নন্দপুরে জন্ম রত্নমণি।
সকল দিলাম আমি যাদব নিছনি॥
এই সব ধন জদি মনে নহি ধরে।
দাসী কয়্যা নিয়া যাও নন্দ-যশোদারে॥
আঁচল পাতিল আমি।
বাছা ভিক্ষা দেহ তুমি॥

আরও কিঞ্চিৎ দ্রষ্টব্য :—

রাধে বোলে কলঙ্কিনী হইয়াছি আমি
সব লোকের ঠাঁই।
কেমনে আনিব জল যমুনাতে যাই॥ ধু।
নিবেদি তোমার ঠাঁই।
আমার সমান কলঙ্কিনী নাই॥
মনের দুঃখ নিবারিতে যাই যার ঘরে।
শ্যাম-কলঙ্কিনী বলি খোটা দেহি মোরে॥ ধু।
দুঃখ নিবেদিতে যাই।
বোলে আইল কলঙ্কিনী রাই॥
তৃষ্ণাযুক্ত হৈয়া যাই যার ঠাঁই খুজি পানি।
সেহ বোলে ঐ যাইল রাধা কলঙ্কিনী॥
যশোদাও বোলে রাধা শুনহ বচন।
জল আনি রক্ষা কর কানাইর জীবন॥ ধু।
তুমি বাত কে মোর যাছে।
কৈব দুঃখ কার কাছে॥

এখন আমরা বলিতে পারি, এরূপ সহজ রচনা, এরূপ সরল কল্পনা চণ্ডীদাসের লেখনীরই উপযুক্ত। "চণ্ডীদাস" গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "যদিও চণ্ডীদাসের কোন পৃথক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ ছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।" এ পর্য্যন্ত বঙ্গ-ভাষায় একাধিক চণ্ডীদাস কবির আবির্ভাব জানা যায় নাই, ইহাও এ গ্রন্থকে চণ্ডীদাসের রচিত বলিবার পক্ষে একটা যুক্তি বটে।

বলা বাহুল্য, প্রাচীন সাহিত্যসুলভ সকল বিভক্তি চিহ্নাদি এ গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইবে। অসমাপিকা ক্রিয়া গুলি প্রায় 'য' ফলা দিয়া লিখিত,—যেমন, 'কর্য্যা,' 'বল্যা' ইত্যাদি।

আর একটি নূতন কথা জানা যাইতেছে। উত্তম পুরুষে প্রথম পুরুষের ক্রিয়া ব্যবহার নূতন নয় কি ?

তৎ যথা:—

(১) (যদি) না বোল তুহ্মি।
মর‍্যা যাবে অভাগিনী আহ্মি॥

(২) যদি আহ্মি মর‍্যা যাবে।
বধের ভাগী তুহ্মি হবে॥

গ্রন্থের শেষ এই :—

রাণী বোলে মগো রাধে দেয় গোবিন্দেরে।
তোমার ঘরেতে রইলে দেখিবাম তাহারে॥
তোমার অধীন কৃষ্ণ দেবে সে হইয়াছে।
দাস তুল্য হৈয়াছে তাহা কিনিয়া লৈয়াছে॥ ধু।
যদি তোমার দয়া থাকে।
পুত্র দান দেয় মোকে॥
শুনিয় রাণীর বাণী,
কহে রাধে সুবদনী,
লৈয়া যাও তোমার গো নন্দন।
কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ দেখি,
রাধার অন্তরে সুখী,
কাহলেক চরণ বন্দন॥
শ্যামের বামে দাঁড়াইল,
দুই হরষিত হইল,
দুই প্রেমে হরসিত হৈল সর্ব্বজন॥ ধু।
শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল,
ভক্তের আনন্দ হইল।
সবে হরি হরি বোল,
শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল॥

"ইতি শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন সমাপ্ত। ইতি সন ১১৮২ মঘী তারিখ মাহে ১৮ ফাল্গুন রোজ বুধবার বেকাল বেলা। এই বৈইর মালিক শ্রীকাশীনাথ দেয়দাস পীচরে রাম মোহন চৌধুরী।" (সাকিন সম্ভবতঃ আনোয়ারা)।

পাঠক মহাশয় লক্ষ্য করিবেন, 'রাধিকার মানভঙ্গে'র পরিসমাপ্তিও প্রায় এইরূপ। একখানি পূর্ণাঙ্গ হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়া চণ্ডীদাসের এই কীর্ত্তি রক্ষার জন্য সকলে চেষ্টিত হউন।

৭৭। জগন্মধুপাচার।

আরম্ভ :—

হাতে ধুপঝারি মাথাএ করম্ সেবা।
অবধান করম্ নাগবেদমাতা॥
জাইতে জাইতে শিব সরস্বতী তীরে।
পিছে ফিরি চাহে শিব দেবী নাহি সঙ্গে॥
জাইতে জাইতে শিব সরোবর তীরে।
সরোবরে পিজা দিষ্টি করিল সত্বরে॥

শেষ :—

ধূপ দিআ পড়ম্ জে তুয়া রাঙ্গা পাএ।
সেবকেরে বর দেহ বিষহরী মাএ॥
নহি জানি জপ স্তব ন জানি ভকতি।
অপরাধ ক্ষেম মোর জয় পদ্মাবতী॥

ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। পদ সংখ্যা ৫০এর ঊর্দ্ধ নহে। পূর্ব্বে সমালোচিত 'মনসার ধূপাচারে'র সহিত মূলতঃ সাদৃশ্য আছে। ভণিতা নাই। হস্তলিপি ১১৯৩ মঘীর লিখিত।

৭৮। ছকিনার বারমাস।

পদসংখ্যা ১৮।

এই খানি মুসলমানী বিষয়। ছকিনা— আমাদের নবিবংশের একজন বিবি। যুদ্ধে পতিকে হারাইয়া এই 'বারমাসি' গাহিয়াছেন।

আরম্ভ :—

ফাল্গুন মাসেত ভোগ কাউ খেলে রসে।
আমাকে ছাড়িয়া প্রভু গেল কোন দেশে॥
কান্দিয়া ছকিনা কহে মধুরস বাণী।
মুকুতা ঝারণি ঝরে দুই আঁখির পানি॥
চৈত্তর মাসের ভোগ শুনল গোসাই।
স্বামী হেন রত্নধন ত্রিভুবনে নাই॥

এবে জানিলুম মুই স্বামী বড় ধন।
হস্তে চন্দ্র দিয়া বিধি কৈল বিড়ম্বন॥

শেষ পাত পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ কোন মুসলমান কবির রচনা।

৭৯। জ্ঞান-চৌতিশা।

পদ সংখ্যা প্রায় ১৪০।

আরম্ভ :—

আজি সে অক্ষর আদি চৌতিশার ভিন্ন।
আজির আকৃতি নাহি অক্ষরের চিহ্ন॥
আজিরে প্রণাম কৈলে সঙ্গে আজি পায়।
আজি অনাদি দেব বন্দম মাথাএ॥
কদাচিত না ছাড়িও আপনার বল।
কুটিব অধীন হইলে জীবন বিফল॥
কুৎসিত আচার কর্ম্ম কভু না করিও।
কুচক্রা লোকেরে জাই ইষ্ট না বলিও॥

শেষ :—

হিত উপদেশ কথা যতনে পালিব।
হীন জনের সেবা কৈলে মহিমা টুটিব॥
হরিব হইয়া হরি বোল বারে বার॥
হরির চরণ বিনে গতি নাই আর॥
ক্ষয় না করিয় কাল মায়াতে ভুলিয়া।
ক্ষয় কর সর্ব্বপাপ গোবিন্দ ভজিয়া॥
ক্ষীরোদ নিবাসে প্রভু দেব ভগবান।
ক্ষেম অপরাধ প্রভু ভজিলুম চরণ॥

ভণিতা নাই। “স্বাক্ষর শ্রীদাতারাম বিশ্বাস, সাকিন সাধনপুর, থানা সাতকানীয়া সন ১২০১ মঘী তাং ৮ আশ্বিন।”

৮০। মোহ-মুদ্গর প্রস্তাব।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পূর্ব্বে একবার ‘মোহ-মুদ্গর’ পুঁথির আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাহার রচয়িতা পুরুষোত্তম দাস। ১৭০১ শাকের লিখিত আর এক খানি হস্তলিপিতে আমরা এই রকম ভণিতা দেখিয়াছি :—

অধম রাঘব দাস যুগপাণি হৈআ।
বিষ্ণুভক্ত গুণ কহে সংক্ষেপ করিআ॥

মূলতঃ দুই খানির মধ্যে ঘটনা সাদৃশ্য আছে, বলিতে পারিলেও, দুই খানিই আবি কল এক পুঁথি কিনা এখনও দেখিবার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু অদ্য আবার সেই হস্তলিপির শেষ পাত মাত্র পাইলাম, তাহা প্রোক্ত পুঁথিদ্বয় হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। কোন ভণিতা নাই। নিম্নে শেষাংশটি উদ্ধৃত হইল।

মোহ মুদ্গর স্থানে বিদাএ করিলা॥
আলিঙ্গন করি কৃষ্ণে আশীর্ব্বাদ কৈলা॥
তোহ্মরা সকল মোর প্রাণাসমচর।
অবশ্য পাইবা দেখা গোলকে আহ্মার॥
কৃষ্ণের পদ ধরি হস্তে মস্তকেতে দিলা।
নজানের জল দিয়া পাও পাখালিলা॥
রথে আরোহিআ কৃষ্ণ দ্বারিকা চলিলা।
অবহেলে মায়ামোহ সব পাশরিলা।
কনাকলি (?) * দিয়া সবে জয়ধ্বনি দিলো।
সন্তোষ হইআ হরি দ্বারিকা চলিল॥
কৃষ্ণে বোলে পার্থবীর চল হস্তিনাতে।
আজ্ঞিএ চলিআ জাই পুরী দ্বারিকাতে॥
জার জেই গৃহে রহে করিলা গমন।
পার্ব্বতীর স্থানে শিবে কহিলা কথন॥
শিবে বোলে শুনিলাম কার্ত্তিকের আই।
দেবী বোলে শুনিলাম জগত গোসাই॥
ভক্তি করি কৈলা দেবী শিবেরে প্রণাম।
তোহ্মার প্রসাদে মোর পূর্ণ মনস্কাম॥
শুন শুন সাধু ভাই হইআ সাবধান।
ভারতের পুণ্য কথা অমৃত সমান॥

* করতালি?

বিষ্ণুভক্ত মোহমুদ্গর অদ্ভুত চরিত্র।
জনম সকল হইল শরীর পবিত্র।
এক মনচিত হইআ জে সবে শুনএ।
পাপ তাপ দুরে জাএ সম্পদ বাড়এ।
এক মন হইআ শুন ভক্তিযুক্ত হইআ
বিষ্ণুপুরে জাএ সেই চতুর্ভুজ হইআ।

"ইতি মোহমুদ্গর পরস্তাপ সমাপ্ত। ইঃ সন ১১৭৯ মঘী তারিখ মাহে ১৫ বৈসাক। শ্রী× ছিরাম আইচ দাস স্বঅক্ষরমিদং ইতি।" পত্র সংখ্যা ১২ লেখা আছে। নকলের স্থান বোধ হয় আনোয়ারা।

৮১। শনি চরিত্র।

এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। কয়েকটী অযত্নলিখিত পত্র মাত্র পাইয়াছি। পত্রগুলি যেন 'মুসাবিদা' লেখা বলিয়া বোধ হয়। অনেক স্থলে কাটা ছিঁড়া, অপাঠ্য ও অশুদ্ধ। 'ষষ্ঠীচরণ' ভণিতা আছে। সম্ভবতঃ প্রথিতনামা ৺মহাত্মা ষষ্ঠীচরণ মজুমদার হইবেন। ইনি জম্বুরাজের চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার জীবনকাহিনী অদ্ভুত ঘটনাবলীতে পূর্ণ। নিবাস চট্টগ্রাম—পটীয়া থানার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী—এই প্রবন্ধ লেখকের স্বগ্রামেই। যৌবনে দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া দেশত্যাগী হয়েন, অল্পদিন পরেই প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। কয়েক বৎসর হইল, কাশীধামে ইনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহার উন্নতিশীল বংশ ও জমিদারী আছে।

হস্তলিপিটি কবিরাজ মহাশয়ের স্বহস্তের বলিয়াই বোধ হয়। একখণ্ড কাগজের উপরিভাগে লেখা আছে, "শ্রীকালী পাদপদ্মে শ্রীষষ্ঠীচরণ।" ইহা পাওয়াও গিয়াছে তাঁহার বাড়ীতে। এই কারণেই ইহাকে আমরা তাঁহার রচিত অনুমান করিতেছি। আশা আছে, তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতা ও ভ্রাতষ্পুত্রগণ এই অদ্ভুতকর্ম্মা মহাত্মার জীবনকাহিনী সাধারণে একদিন প্রচারিত করিবেন। *

ইঁহার রচিত অনেক শ্যামাসঙ্গীত আছে বলিয়া শুনিয়াছি। ২।১টী আমাদের নিকটও আছে। নিম্নে একটি তুলিয়া দিতেছি। আবার, "শুকাখ্যানলহরী" বলিয়া আরও একখানি গ্রন্থে তাঁহার ভণিতা দেখা যাইতেছে। তাহারও আদ্যন্ত কিছুই পাই নাই। সেইটি পরে সমালোচ্য। আলোচ্যমান পুঁথির নাম 'শনিচরিত্র' কিনা, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কোথাও স্পষ্ট কিছু লেখা নাই।

ইহার প্রারম্ভে গুরুবন্দনা, গণেশবন্দনা, অভয়াবন্দনা, সরস্বতীবন্দনা, সর্ব্বদেববন্দনা, গ্রহবন্দনা এবং শনিবন্দনা। তার পর ভূমিকা হইতে প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ। ভূমিকার আরম্ভ এইরূপ :—

শ্রীগুরু গণেশ শক্তি সর্ব্বদেবগণ।
চরণ বন্দিয়া বলি শুন সর্ব্বজন।
দীনহীন হই আমি অতি ক্ষুদ্রমতি।
শনির গ্রহস্ত কিছু কহিবারে মতি।
পূর্ব্বকালীন রাজা ছিলেন শ্রীবৎস রাজন।
শনিরিষ্টে হইএ আগে ভ্রমাইল বন।
রাণী সনে মহারাজা চলিল বনেতে।
বনপন্থে নদী পাইয়া ভয় পাইল চিতে।

ভণিতা :—

তব পদ পঙ্কজে, অলিরূপে যেই মজে,
সেই যায় অমর-ভুবন।
পাদপদ্মে অলি করি, রাখ মোরে মহেশ্বরী,
ষষ্ঠীচরণের এই আকিঞ্চন।

---

* এই কাগজগুলি কবিরাজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র আমার প্রিয় বয়স্য ইন্দ্রকুমার মজুমদার ও গীত কয়টি প্রিয় কুঞ্জকুমার মজুমদার আমাকে দিয়াছেন।

তাঁহার একটি গীত এই :—

আমার কি হবে কালিকে!
জীবনযাত্রা শক্ত মাগো করি আজি কালিকে।
(মা) মজিয়ে বিষয় সম্পদে, না ভজিলেম ঐ পদে,
পড়েছি বিপদে নৃমুণ্ডমালিকে।
এ ভবসিন্ধু অকূল, সাঁতারি না পাই কূল,
কুলকুণ্ডলিনী কুলনগবালিকে।
প্রাণ যায় গো শঙ্করী, না পেলেম শ্রীপদতরী,
শ্রীষষ্ঠীচরণতরী ত্রিলোকতারিকে।

৮২। তাল-মালা।

পূর্ব্বে এ অঞ্চলে সঙ্গীতবিদ্যার বড়ই আদর ছিল। তাহার প্রমাণ, এতদঞ্চলে প্রাপ্ত সঙ্গীত বিষয়ক বিবিধ পুঁথি। রাগ তালের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে সেকালের অনেক সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। কেহ নিজ গ্রন্থের নাম দিয়াছেন—'তালমালা,' কেহ বা 'রাগমালা,' কেহ বা 'ধ্যানমালা' দিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থের পারস্থ রীত্যনুযায়ী নামও আছে, দেখিয়াছি; যেমন, 'রাগনামা,' 'তালনামা'। আমাদের নবাবিষ্কৃত বৈষ্ণব কবি আলিরাজার কৃত 'ধ্যানমালা'র বিষয় অতঃপর আলোচিত হইবে।

এই সকল গ্রন্থে সাধারণতঃ রাগতালের জন্ম, কোন্ সময়ে কোন্ রাগতাল ব্যবহার্য্য, কোন্ রাগের ভার্য্যা কে, কাহার বেশভূষা কিরূপ, ইত্যাদি বিষয় সকল আলোচিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে রাগতালের ইতিহাসাদি লিখার পর সংস্কৃতে একটা 'ধ্যান' দেওয়া আছে, পরে তাহার অনুবাদ। ইহার পর উক্ত রাগে গেয় একটি প্রাচীন সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপে তৎকালের প্রায় সকল সঙ্গীতগুলিই এ সকল গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে। সঙ্গীতগুলি নানা লোকের রচিত। প্রায় সবই বৈষ্ণব পদাবলী। এই সকল পদাবলীই আমি পূর্ব্বে 'পূর্ণিমায়' ও 'সাহিত্য-সংহিতায়' ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিয়াছি।

প্রাচীন পুঁথির বর্ণবিন্যাস প্রণালী কিরূপ অদ্ভুত, বলা নিষ্প্রয়োজন। তাহাতে সংস্কৃত ভাষা হইলে ত স্পর্শ করিবার উপায়ই নাই! 'সঙ্গীত দামোদরাদি' সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে 'ধ্যান' গৃহীত হইয়াছে কিনা, জানি না। মাদৃশ অল্প সংস্কৃতাভিজ্ঞ লোকের নিকট এই সকল 'ধ্যানের' উদ্ধারের প্রত্যাশা কেহই করিবেন না, জানি। এজন্য নিম্নে একটি 'ধ্যানের' পয়ারানুবাদ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া কৌতূহলী পাঠকবৃন্দকে উপহার প্রদান করিতেছি।

রামক্রিয়া রাগিণীর পয়ার।

আইল রামক্রিয়া দেবী পরম রূপসী।
সুগন্ধি কুসুম হস্তে মুখ পূর্ণশশী।
তপ্ত সুবর্ণ প্রায় সোণার বর্ণ তনু।
অমলা বিমল বর্ণে রূপে ফুলধনু।
কথেক কহিতে পারি সেরূপ প্রতিমা।
দেবগণ মধ্যে জেন রূপের প্রতিমা।

রামক্রিয়া রাগিণী গীয়তে।

সই দেখরে রঙ্গকেলি।
নাট মন্দিরে নাচে রাধা বনমালী। ধু।
খেলে রাই কানু মিলি দুই তনু।
সেই রূপে উজলে এ জিনি কোটী ভানু।
খেনে খেনে শ্যামনাগর গোকুলে ব্যাপিত।
শ্যামরূপ হেরিয়া রাধা হরসিত।
কহে ছৈয়দ আইনদ্দিনে আনন্দ কথা।
শুনিতে শ্রবণে সুখ পাও যথা তথা।

এমন অনেক পদ সমালোচ্য গ্রন্থে আছে। দুঃখের বিষয়, অনেকটি অসম্পূর্ণ ও পাঠ-বিকৃতি-দুষ্ট। ইহাতে নিম্নলিখিত কবিগণের গীত পাওয়া যায়:—দ্বিজ রঘুনাথ, শ্রীচান্দ রায়, ছৈয়দ আইনদ্দিন, গোপীবলভ, ছৈয়দ মর্ত্তুজা, হরিহর দাস, নাছিরদ্দিন, গএআজ, আলাওল, ভবানন্দ, আমান, সেরচান্দ, শিবরাম দাস, এবং হীরামণি। অনেক কবিতার ভণিতা পাওয়া যায় না। এই 'তালমালা'র মালিক ঠিক জানা যায় না। তবে এক স্থানের ভ্রমসঙ্কুল অংশ হইতে 'ফাজিল নাছির মহম্মদ'কে নির্দ্দেশ করা যায়। আর—

'মঘী সন পরিমাণ, এগাড় শ আট জান,
শকাব্দা সতর শ চলিশ বৎসর।'

এ বাক্যটি গ্রন্থ রচনার কাল কি না, নিশ্চয় বলা যায় না। আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এই গ্রন্থের শেষ-ভাগে তালের 'গৎ' দেওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, অধুনা এই সকল রাগ তালের ব্যবহার দেখা যায় না। নিম্নে 'ললিতাঙ্গ' তালের গৎ তুলিয়া দিতেছি।

"গেগেতা ২ গেগেতা গীদিতা, ঘেনিতা কেতা দ্বিত গিদিতা, ঘেনিতা কেতা দ্বিত ঝা; (তার ঘাত অথা) দ্বিত ঝা ২ গীতিতা ঘেনি কেতা ঝা গীতিতা ঘেনিতা কে ঝা ঝা তেনিতা, কেতেনা গীন্নিতা ঘেনিতা, কেতা-দ্বিত ঝা।"

পত্র সংখ্যা ২৩। দুই পৃষ্ঠে লেখা। "এই পুঁথির মালিক শ্রীছত্র নারায়ণ আউচ চৌং (সাং আনোয়ারা) স্বাক্ষর লিখনং—আদর-সর (আদর্শের) মালিক শ্রীবাবুরাম মুং সাং রাগনি আ। ইতি সন ১১৯০ মঘী তারিখ ২ আগ্রাণ রোজ কুজবার।"

৮৩। সত্যনারায়ণের পাঞ্চালী।

আরম্ভ:—নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি শ্লোক।

কালিকামঙ্গল জদি কৈলা গদাধর।
করজোড়ে জিজ্ঞাসিলা হস্তিনা ঈশ্বর।
শুন নারায়ণ হরি প্রভু গুণনিধি।
কলিযুগে অবতার কোন কৈলা বিধি।
দুষ্ট কলিযুগ দেখি মনে লাগে ভয়।
শুন শুন নারায়ণ কৃষ্ণ মহাশয়।
কিরূপে হইব সৃষ্টি কেমত প্রকার।
করিবেক কোন ধর্ম্ম কেমত আচার।

এইরূপে, ভূমিকায় কলিযুগের ফলাফল অনেক দূর বিস্তৃত। প্রস্তাবারম্ভ এইরূপ:—

অবশ্য ছাড়িআ আহ্মি সত্যরূপী হইব।
পৃথিবীতে যেবা পুজে অদৈন্ত করিব।
নানা উপহার দিআ পুজিব সমাই।
ভক্তিরূপে দিলে পুজা আহ্মি তারে পাই।
* * *
ভক্তিএ মানস করি যে মাগন্তি বর।
আপদ খণ্ডাই তার বাড়াই নিরন্তর।
* * *
এ সকল কথা জথ শুনিআ রাজাএ।
দণ্ডবত হইলেক গোবিন্দের পাএ।
দয়ার সাগর প্রভু দেব নারায়ণ।
তুষ্ট হইআ নৃপতিরে দিলা আলিঙ্গন।
কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির যদি হইল মিলন।
দ্বারিকাতে গেল প্রভু দৈবকী নন্দন।
হস্তিনা পুরীতে রৈলা পাণ্ডব নন্দন।
কিরূপে জাইমু স্বর্গে চিন্তা হইল মন।
মহাপ্রভু গোবিন্দের মহিমা অপার।
কাল পাইআ সত্য পুজা করিল প্রচার।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশ ধরিআ কপটে।
বসিলেন গিআ প্রভু সমুদ্রের তটে।

শেষ :—

জয় জয় শব্দ হইল সকল সংসারে।
যুবতী সকলে মিলি করে জয়কারে॥
মঙ্গল করিআ নৌকায় তুলিলেক ধন।
সহস্র মুদ্রা ভাঙ্গি পুজে সত্য নারায়ণ॥
নিয়মিত অথ বস্ত্র উপহার দিআ।
সমুদ্রের কুলে পুজে রচনা করিআ॥
সাধুরে প্রসন্ন হইলা সত্যনারায়ণ।
মনোরথ সিদ্ধি হইল আনন্দিত মন॥

* * *

পাঞ্চালী শুনিআ জেবা অবজ্ঞা করএ।
যমপুরে গিআ সেই নরক ভোগএ॥
ভক্তি যুক্ত হইআ খাএ প্রসাদ পুজার।
মনবাঞ্ছা সিদ্ধি হএ বাড়এ সংসার॥
জেবা গাএ জেবা শুনে সত্যদেবের পাঞ্চালী।
অন্তকালে স্বর্গ পাএ বাড়ে ঠাকুরালী॥

ভণিতা :—

(১) দ্বিজ রঘুনাথে কহে শুন সভাগণ।
লাচারী প্রবন্ধে কিছু কহিমু কথন॥

(২) দ্বিজ রামকৃষ্ণের বাণী, শুন সাধুর কন্থাখানি,
সত্য দেব কর আরাধন॥

'লাচারীর' ১০টি চরণ ভিন্ন সমস্তই পয়ারে লেখা। এই 'লাচারী'তে ভিন্ন সর্ব্বত্রই রঘুনাথের ভণিতা আছে। তাই 'রামকৃষ্ণ' ভণিতার যাথার্থ্য সম্বন্ধে মনে সন্দেহ হয়। ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৯; দুই পৃষ্ঠে লেখা। হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী ২৫ পৌষ।

মুসলমানের সত্যপীর, হিন্দুর সত্যনারায়ণ একই। তাই সত্যপীর পাঞ্চালীর সহিত ইহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য।

৮৪। চাণক্য শ্লোকের অনুবাদ।

চাণক্যের নীতিবাক্যগুলি অখণ্ড সত্য; তাই লোকের মুখে কথায় কথায় এই সকল শ্লোক শুনা যায়। নানা লোকে নানারূপ অনুবাদ করিয়া নীতিগুলি বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচারিত করিয়াছে। অন্যের রচিত অনেক নীতি বাক্যও চাণক্য শ্লোকের অন্তর্গত হইয়াছে। পূর্ব্বেও আমরা একথা বলিয়াছি। নিম্নে চারিটি শ্লোকের অনুবাদ প্রদর্শিত হইল।

(১) পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্॥
পর দ্বারায় কার্য্য নষ্ট করে যেই মিত্র।
সাক্ষাতে বোলয়ে প্রিয় সাধুর চরিত্র॥
বিষকুম্ভ দেখি যেন দুগ্ধের পিধান।
হেন মিত্র ত্যাগিবেক চিন্তিয়া কল্যাণ॥

(২) অল্প কিঞ্চিৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নীচো গর্ব্বায়তে লঘুঃ।
পদ্মপত্র তলে ভেকাঃ মস্তক্তে দণ্ডধারিণঃ॥
পাইয়া যে অল্প লক্ষ্মী যে কিছু কিঞ্চিৎ।
গর্ব্ব করে নীচ জনে বড়হি তুরিত॥
পদ্মপত্র তলে ভেকে করে অনুমান।
মাথে ছত্র ধরিয়াছে হেন করে জ্ঞান॥

(৩) নদীতীরে চ যে বৃক্ষাঃ যা চ নারী নিরাশ্রয়া। ইত্যাদি।
যে বৃক্ষ সকল থাকে নদী সন্নিহিত।
যেই নারী হয়ে আর আশ্রয় বর্জ্জিত॥
মন্ত্রী না থাকএ জান যেই মহীপাল।
তাহার জীবন পুনি নহে চিরকাল॥

(৪) খলঃ করোতি দুর্ব্বৃত্তং নুনং ফলতি সাধুষু।
দশাননো হরেৎ সীতাং বন্ধনং স্যাৎ মহোদধেঃ॥৩৫
খল দুষ্ট জন যদি দুশ্চরিত্র করে।
নিশ্চয়ে সে ফল পুনি ফলে সাধুতরে॥
রামের রমণী সীতা হরে দশানন।
তার লাগি মহোদধি হয়েত বন্ধন॥

অনুবাদকের নাম নাই। হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী।

৮৪। শুকাখ্যান-লহরী।

ইতিপূর্ব্বে ৮১ সংখ্যক পুঁথি সমালোচনায় বলিয়াছি, ইহার আদ্যন্ত কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেবল কয়েকটি যথেচ্ছলিখিত ভ্রান্তিসঙ্কুল পত্রমাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা ইহার আখ্যানবস্তু কি এবং কিরূপ জানিবার উপায় নাই। ভণিতা হইতেই গ্রন্থের নামটি জানা যাইতেছে। একস্থান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

পয়ার। শুকে রাজবিবাহের উপদেশ কহিতেছে :—

শুকে বোলে শুন দ্বিজ বচন আমার।
বিবাহের উপদেশ শুন কহিএ রাজার॥
শান্তিপুর গ্রামে এক আছএ রাজন।
আদিকান্ত নামে রাজা অলজ্য বচন॥
সেই রাজার কন্যা এক চন্দ্রাবলী।
তাহার স্ত্রীর নাম হএত কুন্তলী॥

ভণিতা :—

শ্রীষষ্ঠী চরণ দীন, গুরুপদে করে মন,
মনেতে করিএ আকাঙ্ক্ষিত।
তোমার চরণে মতি, হই অতি ক্ষীণমতি,
শুকাখ্যান করিলো রচিত॥

৮৫। সারগীতা।

নামেই বিষয় সূচিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, নারদীয় পুরাণ, মোহমুদ্গর প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থরাজি হইতে বাছিয়া বাছিয়া শ্লোক লইয়া বঙ্গানুবাদ সহ সারগীতা সঙ্কলিত হইয়াছে। রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরম ভক্ত। পত্রে পত্রে কৃষ্ণ ভক্তির পরাকাষ্ঠা। অনেক সার কথা আছে। হস্তলিপি দেখিয়া সংস্কৃত শ্লোক গুলি উদ্ধার করা আমার পক্ষে অসম্ভব,—মূল গ্রন্থগুলি হইতে বাছিয়া লওয়াও বিস্তর সময় ও আয়াস সাধ্য। এজন্য মূল শ্লোক গুলি বাদ দিয়া কেবল বঙ্গানুবাদ গুলিই উদ্ধৃত করিব।

আরম্ভ :—

শুন শুন সভে ভাই হইয়া এক মন।
পুরাণ প্রমাণ কিছু শুনহ শ্রবণ॥
কলি-সর্প-পাপবিষে গ্রাসিল ভুবন।
তার প্রতিকার কিছু শুন সর্ব্বজন॥
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র আছেন বিদিত।
তথাপি পাপিষ্ঠ লোক করে অনুচিত॥
শ্রুতি স্মৃতি দুই শাস্ত্র বিপ্রের লোচন।
এক না থাকিলে অন্ধ বোলিএ ব্রাহ্মণ॥
দুই না থাকিলে অন্ধ বোলি এহারে।
হেন শাস্ত্র পঠি শুনি নানা ক্রীড়া করে॥

অত্র শ্লোক। পয়ার।

শুন শুন নরহরি কর অবধান।
প্রভুর অমৃত নাম কর আস্বাদন॥
সানন্দে ভজই রাধা কৃষ্ণের চরণ।
বৃথা অহঙ্কার কর কিসের কারণ॥
এমন দুর্লভ জন্ম না হইব আর।
শমনে ধরিলে কেহ নাহিক নিস্তার॥
এহা জানি ভজ কৃষ্ণ আনন্দ কৌতুকে।
ভবসিন্ধু তরি যাইবা কৃষ্ণ পাইবা সুখে॥

গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে এই সুন্দর গীতটি পাঠ করুন।

রাগ—বসন্ত।

ভজরে ভজরে ভাই গোরা গুণমণি।
কলিযুগে ধন্য ধন্য করিলা অবনী॥
ধন্য কলিযুগে চৈতন্য অবতার।
পাইআ ধন হারাইলাম অক্ষয় ভাণ্ডার॥
না জানা প্রেমের রতি কৌতুক বাখানে।
গোপাল গোরাচান্দ পাইমু কেমনে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে কলিযুগে শেষ।
জীবের করুণা দেখি চৈতন্য প্রবেশ॥

শিব বিরিঞ্চি যারে ধ্যাএ নিরন্তর।
সে পঙ্গে যগেন প্রভু প্রতি ঘরে ঘরে॥
অস্ত্র যুদ্ধ ছাড়ি কৈলা ডোর কৌপীন।
উদ্ধারিলা জগজন আমি দীনহীন॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে রতিরাম দাস।
সবাইরে করিলা দয়া আপনে নৈরাশ॥

শেষ :—

অত্র আদিপুরাণের শ্লোক।

পয়ার।

কলিযুগ মহা ঘোর প্রাণ তুপ্তি হইল।
অঙ্গে অঙ্গে জ্ঞান কর্ম্ম ধর্ম্ম না বর্দ্ধিল॥
বাসুদেব পরায়ণ হএ জেই জন।
সেজনে পাইব কৃষ্ণ জানিঅ কারণ॥
ভজ ভজ অরে লোক যার আছে জ্ঞান।
কৃষ্ণের পা ভজ ভাই পাইবা পরিত্রাণ॥
সংসার অসার জান স্বপ্নের জে প্রায়।
বাদিআর বাজি জেন দুই কুল নাচাএ॥
তিলেক অপেক্ষা হইলে সর্ব্ব মিথ্যা হএ।
এ সব সংসার মায়া কার কেহ নহে॥
রাম ২ রাম ২ রাম ২ রাম।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে মোর সহস্র প্রণাম॥

ভণিতা :—

অতি দীন অতি হীন অতি নীচাচার।
রতিরামে কহে কিছু গ্রন্থ অর্থসার॥

তখনকার লোকের লিখনপ্রণালী কি অদ্ভুত! সংস্কৃতজাত শব্দগুলি পর্য্যন্ত বিসদৃশভাবে সংস্কৃত। আমরাও তাহাই পালন করিব কি? কিন্তু তাহাতে বঙ্গভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে দূরান্তরিতাই হইবে। যেমন,—'দয়া' কে 'দআ' লিখিলে। একটি মাত্র শব্দের নাম করিলাম, এ রকম সর্ব্বত্র জানিবেন। প্রাকৃত শব্দ ও বিভক্তিগুলি যথাযথ রাখিলেই ভাল হয়। যেমন,—

বোলিআ, নাগ্রি, তথাএ ইত্যাদি। সেকালের সকল লেখকেরাই কিছু স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। কেহ কাহারও দিকে তাকাইয়া দেখেন নাই। অবশ্য তেমন সুযোগও ছিল না। এই গ্রন্থে 'বোলিএ', 'জিহ্বাএ' 'এ সকল' প্রভৃতি শব্দ অনেক স্থলে 'বোলিঅে', 'জিহ্বাঅে.' 'অে সকল' রূপে লিখিত হইয়াছে। এখনকার কালে কেহ ঐরূপ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে সমালোচক-বিচারকগণ তাঁহাকে সাহিত্যরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। আর আর কথা বিস্তৃতভাবে বলার স্থান ইহা নহে।

লেখকের বাসস্থান বা পুঁথি রচনার কাল গ্রন্থে দেওয়া নাই। পত্র সংখ্যা ২১, দুই পৃষ্ঠে লেখা। আকার নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। "ইতি সন ১১৯৬ মঘী তারিখ ১৮ চৈত্র। মালীক শ্রীভৈরব চন্দ্র আইচ দাস "সাং আনোয়ারা।"

৮৭। ফাতেমার ছুরত্-নামা।

বিবি ফাতেমা আমাদের ভবার্ণবের কর্ণধার হজরত্ মহম্মদ মস্তাফার প্রিয় দুহিতা,—হজরত্ আলি মর্ত্তুজার সহধর্ম্মিণী, ইমাম হাছন হোছনের জননী। তাঁহার অন্তর্নিহিত অব্যক্ত রূপ দেখিবার জন্য একদিন হজরত আলি মহাশয় ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তাহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। রচনা সাদাসিধে ও প্রাঞ্জল।

মুসলমানি গ্রন্থ হইলেও ইহার ভাষা বাঙ্গালা-প্রধান। এজন্য আমরা এখানে ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। পরিষৎ পত্রিকার অনেক পাঠকের নিকট আর একটি কথা নূতন বোধ হইবেক।

ইহার ভাষা বাঙ্গালা, কিন্তু লেখা আরবীয় বর্ণমালায়। কেহ যেন মনে না করেন, গ্রন্থখানি বঙ্গীয় বর্ণমালা সৃষ্টির পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল।

গ্রন্থখানি কখন বিরচিত হইয়াছিল, নির্ণয় করা সহজ নহে। লেখক সে বিষয়ে নীরব। তবে আরবীয় বর্ণমালা কেন? তাহার উত্তর এই যে, মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ লোকে আরবীয় অক্ষর অন্ততঃ পড়িতে জানেন,—বাঙ্গালা ভাষা মাতৃভাষা হইলেও তাহার সহিত অধিকাংশ লোকের অহি-নকুল সম্বন্ধ,—অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত নাই। পুস্তকের বহুল প্রচার ও মুসলমান পাঠকদিগের সুবিধার নিমিত্ত পূর্ব্বে অনেক পুঁথি আরবীয় বর্ণমালায় লিখিত হইয়াছিল। কাল ক্রমে বঙ্গভাষার প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ঐ প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। পারস্ত বর্ণমালায়ও পূর্ব্বে মুসলমানেরা বাঙ্গালা পুঁথি লিখিয়া রাখিতেন, আমরা জানি। এই পারস্ত বর্ণমালা হইতে বাঙ্গালায় পরিণত হইতে যাইয়া মহাকবি আলাওলের অমূল্য গ্রন্থগুলির বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আরব্য, পারস্ত এবং বঙ্গভাষার মধ্যে উচ্চারণ প্রভৃতির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সুতরাং এ সকল হস্তলিপির পাঠোদ্ধার করিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষায় ভালরূপ দখল থাকা চাই। এই সকল অক্ষরে লিখিত এখনও অনেক পুঁথি থাকা খুব সম্ভব।

অনেকে জানিতে পারেন, বাঙ্গালা বর্ণমালার অনুরূপ আরব্য ভাষায় সকল বর্ণ নাই, কিন্তু পারস্ত ভাষায় কতকটা আছে। তত্তৎস্থলে পারস্ত বর্ণমালার সাহায্যে বাঙ্গালা শব্দগুলি লিখিত হইয়াছে। আরও কয়েকটা বিষয়ে পার্থক্য আছে। আরবী ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সে কথা বুঝান কিছু কষ্টসাধ্য বলিয়া আর বাগ্বাহুল্য অনাবশ্যক। ছাপাইবার সুবিধা থাকিলে এখানে কতকটা আরবীয় অক্ষরে লিখিয়া দিয়া পাঠকগণের কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিতাম।

আরম্ভ :—

> একদিন আলি গেলা বক্করের ঘরে।
> দরজায়ে ডাণ্ডাইয়া ডাকে উচ্চস্বরে।
> বক্করে বোলেন্ত তুমি হও কোন জন।
> কি কারণে আসিয়াছ ডাক কি কারণ।
> শুনিয়া কহিলা তবে মোর নাম আলি।
> মোলাকত কর আসি বাহিরে নিকলি।
> তা শুনি বক্করে তানে চাতুরী করয়ে।
> কোন আলি হও তুমি দেও পরিচয়ে।

শেষ :—

> ছুরত দেখিয়া আলি শান্ত হইল মন।
> ছোব্‌হান আল্লা বুলি বুলিলা জোবান।
> * * *
> এই মতে সাহা আলি কাতেমা দেখিল।
> আপনার মনে ভাবি পরিচয় পাইল।
> কাতেমার ছুরত নামা সমাপ্ত হইলো।
> পুস্তক দেখিয়া জান এই সব লোখিল।

ভণিতা :—

> হীন সাহা বদিয়ুদ্দিন কহে হস্ত জোড় করি।
> দোষ ক্ষেম সভাগণ হীন জন জানি।

হস্তলিপির তারিখ নাই। পুরাতন কাগজে লেখা বটে, কিন্তু দেখিয়া বোধ হয়, লেখা বড় অধিক দিনের নহে; ন্যূনাধিক ৮০ বৎসর হইতে পারে। লিপিকারের নাম "শ্রীছৈয়দ আছহাবদ্দিন পীং ছৈয়দ রফিয়দ্দিন সাকিন বাবুপুর।" বাবুপুর কোথায়?

সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন।

গত ২৯শে বৈশাখ (১৩০৮), ১১ই মে (১৯০১), রবিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় পরিষৎ-কার্যালয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত সভ্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন ;——

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি।)
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ, (সহকারী-সভাপতি)
মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ ; ডি এল্।
শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ ; বি এল্।
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ ; বি, এল।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি এল্।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ।
„ কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ।
„ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, এম্ এ ; বি, এল্।
„ প্রমথনাথ দত্ত, এম্ এ, বি, এল্।
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্।
„ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি এল্।
„ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী, বি, এল্।
„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ।
„ অনাথনাথ পালিত, এম্ এ।
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্, এ।
„ ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্ এ।
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ।
„ কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন, বিদ্যাভূষণ, এম্ এ,।
„ ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ।
„ ডাঃ সরসীলাল সরকার, এল্, এম্, এস্।
„ চারুচন্দ্র ঘোষ।
„ গোবিন্দলাল দত্ত।
„ শরচ্চন্দ্র সরকার।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু।
„ বাণীনাথ নন্দী।
„ প্রমথনাথ মিত্র।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি এ।
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, এম্, এন্, পি, এস্।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ।
„ কালিদাস নাথ।
„ গিরীশচন্দ্র রায়।
„ রমেশচন্দ্র বসু।
„ অশ্বিনীকুমার ঘোষ।
„ বসন্তকুমার বসু।
„ কিরণচন্দ্র দত্ত।
„ যতীশচন্দ্র সমাজপতি।
„ কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
„ ডাঃ ইন্দুভূষণ মজুমদার, এম্, এ ; বি এল্, এল্, এম্, এস্।
„ চুনিলাল গুপ্ত।
„ শচীন্দ্রনাথ বসু।
„ কামিনীনাথ রায়।
„ অম্বিকাচরণ দাস।
„ কবিরাজ করুণাকুমার সেনগুপ্ত।
„ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্ এ।
„ মুনীন্দ্রনাথ সাধ্যরত্ন।
„ বীরেশ্বর গোস্বামী।
„ পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত।
„ নগেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক।
„ ডাঃ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ ; বি এল্। (সম্পাদক)।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } (সহকারী সম্পাদক)
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিএ }

এতদ্ভিন্ন আরও অনেকানেক গণ্যমান্য প্রায় শতাবধি লোক উপস্থিত ছিলেন।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল ;—

(১) মাসিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য-নির্ব্বাচন, (৩) সপ্তম বার্ষিক-কার্য্য বিবরণ পাঠ, (৪) ১৩০৮ সালের কর্ম্মচারি-নির্ব্বাচন, (৫) ভাওয়ালাধিপতি ৺ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের এবং পরিষদের অন্যতম সভ্য ৺ যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ ও (৬) বিবিধ বিষয়। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে পর গত একাদশ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল। তৎপরে নিম্নলিখিত নূতন সভ্যগণের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,—নূতন সভ্য (১) শ্রীযুক্ত নিবারণ-চন্দ্র ঘোষ, ৮নং সৃষ্টিধর দত্তের লেন। (২) শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ঘোষ, ৬৭নং সিমলাষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৩) শ্রীযুক্ত ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ, ১৭৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৪) শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী, এম্, এ, বঙ্গবাসী কলেজ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দাস, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৫) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ পাল তত্বনিধি, শ্যামবাজার।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ; বি, এল্, (৬) শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভারত-সঙ্গীত-সমাজ, ১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, (৭) শ্রীযুক্ত সত্যকৃষ্ণ বসু ৩৪।৫ নং রাজারাজবল্লভ ষ্ট্রীট, (৮) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৯নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৯) শ্রীযুক্ত আশুতোষ প্রামাণিক, ৮৩নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী, নূতন সভ্য, (১০) শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, ১ম মুন্সেফ বাবু বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তীর বাসা, মেদিনীপুর। (১১) শ্রীযুক্ত অক্ষয়চরণ সিংহ, মোক্তার, মেদিনীপুর। (১২) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গোস্বামী, হেড আসিষ্টাণ্ট, সেক্রেটারিয়েট, শিলং। (১৩) শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মিত্র, বাবু প্রাণগোবিন্দ মিত্রের বাটী, ধলদীঘী, বর্দ্ধমান। (১৪) শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র সেন, পুলিস্ আফিস, শিলং। (১৫) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, বাগনান, হুগলী। (১৬) শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত, কবিরাজ, ঢাকাপটী, বড়বাজার কলিকাতা, (১৭) শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন ঘোষ, গোবরহাটী, গোকর্ণ, মুরশিদাবাদ। (১৮) শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ভবানীপুর। (১৯) শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ ঠাকুর, শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান। (২০) শ্রীযুক্ত রাজা বনওয়ারী মুকুন্দ দেব বাহাদুর, বনওয়ারী আবাদ, মুরশিদাবাদ। (২১) শ্রীযুক্ত গোকুলানন্দ ঠাকুর দক্ষিণ খণ্ড, রাণীগঞ্জ। (২২) শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস, হেড মাষ্টার, ভগবান ইনিষ্টিটিউশান, বাহুবল, শ্রীহট্ট। (২৩) শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য, মাগুরা, যশোহর। (২৪) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরকার, মোক্তার, পাবনা। (২৫) শ্রীযুক্ত রায় রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, কেচ্কা, কালিপাহাড়ী, পোঃ রাণীগঞ্জ। (২৬) শ্রীযুক্ত রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর, মথুরা (২৭) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সাহা, চোরবাগান আর্টষ্টুডিও, ২৪নং ভুবন বাঁড়ুয্যের গলি, চোরবাগান। (২৮) শ্রীযুক্ত রাজা রঘুনাথ মল্লদেব বাহাদুর, ঝাড় গ্রাম, মেদিনীপুর। (২৯) শ্রীযুক্ত গুরুদাস গোস্বামী, মতিহারী। (৩০) ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমামহেশ্বর সামন্ত, ইউনিয়ান ফার্ম্মেসী, ৩নং বসাক লেন কলিকাতা। (৩১) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন, উকিল, খুলনা। (৩২) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল পাল, ভূতপূর্ব্ব সবজজ, ৩১নং শিবপুর রোড, হাবড়া।

(৩৩) শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বসু, ভূতপূর্ব্ব সেরেস্তাদার মেদিনীপুর। (৩৪) শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভূমি-সম্পাদক, ৯নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট। (৩৫) শ্রীযুক্ত জলধর সেন, বসুমতী-সম্পাদক, ১১৭।২নং গ্রে ষ্ট্রীট, (৩৬) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, বি, এল্, হাইকোর্টের উকিল, ৬১নং সার্পেণ্টাইন লেন, শিয়ালদহ। (৩৭) শ্রীযুক্ত রায় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর দক্ষিণেশ্বর। (৩৮) শ্রীযুক্ত কর্ণেল মহিমচন্দ্র বর্ম্মণ, আগরতলা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্, (৩৯) মহারাজ শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ সিংহ, সুসঙ্গ দুর্গাপুর, (৪০) শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় চৌধুরী, বারুইপুর, (৪১) শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, শিবনারায়ণপুর, (৪২) শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, জেনারল এসেম্বিজ্‌ ইন্‌ষ্টিটিউশান।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্, নূতন সভা, (৪৩) শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র, এম্, এ, বি এল্, উকিল, মেদিনীপুর। (৪৪) শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদ ঘোষ, বি এল, উকিল, মেদিনীপুর। (৪৫) শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ পাল, বি এল্, উকিল, মেদিনীপুর। (৪৬) শ্রীযুক্ত রাধানাথ পালিত, বি এল্, মেদিনীপুর। (৪৭) শ্রীযুক্ত লালমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকিল মেদিনীপুর। (৪৮) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন কর, বি এল্, হেডমাষ্টার, রীপণ স্কুল হাওড়া।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি এল্, নূতন সভ্য, (৪৯) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ৩নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট। (৫০) শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত রায়, ৩নং বসাক বাগান লেন। (৫১) শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ নন্দী, ৭১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (৫২) শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, কলসিনী, (৫৩) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, ১১নং সিকদার বাগান লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ ; সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৫৪) শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, ১নং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের লেন।

তৎপরে সপ্তম-বার্ষিক কার্য্য-বিবরণের সারাংশ পঠিত হইলে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিবর্গ ১৩০৮ সালের জন্য নিযুক্ত হইলেন,—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহকারী সভাপতিত্রয়—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ ; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস্ সি ; সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ ; বি, এল্ ; সহকারীসম্পাদকদ্বয়—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ ; ধনরক্ষক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ ; বি, এল্, পত্রিকা সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, গ্রন্থরক্ষক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ; আয়ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের শূন্য স্থান পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণদ্বারা পূর্ণ করা হইল। নিম্নে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের নাম প্রদত্ত হইল।

(ক) নির্ব্বাচিত সভ্যগণ।	(খ) মনোনীত সভ্যগণ।
১। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।	১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম্ এ ; বি এল্।
২। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম্, এ।	২। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ।
৪। „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্।
৫। „ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৬। „ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি এল্।
৭। „ চারুচন্দ্র ঘোষ।
৮। „ অক্ষয়কুমার বড়াল।

৩। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত
৪। ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্‌, এ।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, "অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগী, সাহিত্য-সমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠাতা, ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অকালমৃত্যুতে বঙ্গভাষা বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পরিষৎ তাঁহার শোকে সন্তপ্ত হইয়া তাঁহার শোকাকুল পরিবারবর্গকে তাঁহাদের এই গভীর শোকে সহানুভূতি জানাইতেছেন।"

নগেন্দ্র বাবু আরও বলিলেন, সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তিনি সাহিত্য সমালোচনী সভা হইতে বর্ষে বর্ষে ২০০০৲ হইতে ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতেন। এতদ্ব্যতীত সারস্বত-সমাজ হইতেও এই উদ্দেশে প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইত। পরিষদের উন্নতিকল্পে তিনি উৎসাহী ছিলেন; প্রাচীন-বাঙ্গালা-গ্রন্থ প্রকাশ জন্য ইহাকে ২০০৲ টাকা দানও করিয়াছিলেন।

এই প্রস্তাবের সমর্থনে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, রাজাবাহাদুরের অভাব কেবল সাহিত্যে নহে, সুকুমার কলার বহু বিভাগেই অনুভূত হইবে। তিনি একান্ত অনাড়ম্বর ছিলেন। তাহার গুরুভক্তি প্রবলা ছিল। আশা করা যায়, তাঁহার অভাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সমালোচনী সভা বিলুপ্ত হইবে না। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হইল, এই প্রস্তাবের অনুলিপি তাঁহার পরিজন-বর্গকে পাঠান হউক।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, "পরিষদের অন্যতম সভ্য কবিবর যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে পরিষৎ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোকতপ্ত আত্মীয়বর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছেন।"

এই প্রস্তাবের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন, "পদ্যপাঠ" আমাদের প্রায় সকলেই পাঠ করিয়াছেন। যদুগোপাল বাবুর কবিতা বড় মিষ্ট। বিশেষ সে সকল কবিতার সহিত আমাদের বাল্যস্মৃতি বিজড়িত বলিয়া বুঝি আরও মিষ্ট। পদ্যপাঠের গ্রন্থকার সুন্দর কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্যামোদিমাত্রেই দুঃখিত। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন, বার্ষিক বিবরণে অনেক আশার কথা আছে। আমাদের সভ্যের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাতে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, নির্ব্বাচিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকে এখনও সভ্যপদ গ্রহণ করেন নাই। আশা করি, তাঁহারা সত্বরই চাঁদার টাকা দিয়া সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইবেন। সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

আমাদের কার্য্যও বিস্তৃত হইবে, সুতরাং উঁহারা যে সত্বর সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইবেন, এ আশা দুরাশা নহে।

পরিষদের শাখা-সমিতি সকলের মধ্যে আলোচ্যবর্ষে গ্রন্থ-প্রকাশ সমিতি হইতে বিশেষ কার্য্য হইয়াছে। পরিভাষা-সমিতি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে বাঙ্গালা ভাষা এখনও গতিশীল; ইহার গতিরোধ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু পরিভাষা একান্ত আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক প্রভৃতি বিষয়ের পরিভাষা নির্দ্ধারিত হইলে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আশা করা যায়, সভ্যদিগের নিকট সাহায্য পাইলে পরিষৎ এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন। ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে বক্তব্য, ভাষায় হস্তক্ষেপ করা এখন অকর্ত্তব্য, কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহা হইতে শ্রী ও লালিত্য রক্ষার নিয়ম আবিষ্কার করা আবশ্যক।

অভিধানের জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। সুখের বিষয়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই চেষ্টা করিতেছেন। সুখের বিষয় আলোচ্য, বর্ষে পরিষৎ পত্রিকায় অনেকগুলি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন মাসিক অধিবেশনে অনেক উৎকৃষ্ট বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। শরৎবাবু এবং সতীশবাবুর বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চরক ও সুশ্রুতের কাল-নির্ণয় বিষয়ক প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আশা করা যায়, প্রফুল্লবাবু তাঁহার বিরাট চেষ্টার ফল শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবেন।

আলোচ্য বর্ষে পুঁথি-সংগ্রহের কার্য্য বিশেষরূপ অগ্রসর হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন অধিবেশনে যে সকল পুঁথি ও চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সভ্যগণের আনন্দ ও শিক্ষাদায়ক হইয়াছে।

পরিষদের অধিবেশনে আবৃত্তি করিবার প্রথা বর্ত্তমান বর্ষে প্রথম আরম্ভ হইয়াছে। আবৃত্তিতে অর্থ পরিস্ফুট হয়। বিদ্যালয়ে ভালরূপ পড়া ও আবৃত্তি শেখান ভাল। এ বিষয়ে যদি কাহারও উৎসাহ থাকে, তবে একটা পারিতোষিক দিয়া পরিষদের পক্ষ হইতে উৎসাহ-বর্দ্ধন করিলে ভাল হয়। আমাদের সংস্কৃত উচ্চারণ এতই বিকৃত যে আমরা সংস্কৃত ভাষার হত্যারক হইয়া দাঁড়াইয়াছি। আমাদের সংস্কৃতকে "বাবু স্যাংস্কৃট্" বলিলে চলে। প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ যখন স্বতন্ত্র, তখন সেই স্বতন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উচ্চারণ-শুদ্ধির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সংস্কৃত কলেজে বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখাইবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলে ভাল হয়।

পরিষৎ এখনও শিশুকাল অতিক্রম করেন নাই। একান্ত সুখের বিষয়, ইহারই মধ্যে পরিষৎ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের নানা হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। বিবিধ শাস্ত্রের পরিভাষা সঙ্কলন, প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ, ভাষান্তর হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ, ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন, দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাসাদি সকল প্রকার সাহিত্যের সমালোচনা, এ সকলই

পরিষদের বিরাট উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত। "ফ্রেঞ্চ একাডেমী" দুই চারিজন সভ্য লইয়া কার্য্যারম্ভ করিয়া এখন কত বড় হইয়াছে। এখন কত বিদ্বান ইহার সভ্য হইবার জন্য ব্যস্ত। প্রতি বৎসর পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে প্রতি বৎসর নূতন প্রচারিত বাঙ্গালা গ্রন্থের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে ভাল হয়, তাহা হইলে প্রতি বৎসরে সাহিত্যের গতির একটা আলোচনা হয় ও পাঠকগণেরও ভাল গ্রন্থের সংবাদ জানিবার কতকটা উপায় হয়। পরিষৎ যে সকল গ্রন্থ প্রশংসার যোগ্য মনে করেন, যদি তাঁহাদের ও তাঁহাদের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন, তবে তাঁহাদেরও উৎসাহবর্দ্ধন করা হয়। গত বর্ষের সাহিত্যক্ষেত্রে যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ যোগ্য বলিয়া আমি মনে করি, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

ক্ষুদ্র গল্প।

নব কথা — শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
সাজি — শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
তমস্বিনী — শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ভ্রমণ।

হিমালয় — শ্রীজলধর সেন।
দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ — শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

ইতিহাস।

সিরাজুদ্দৌলা — শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র।
মীর-কাসিম — ঐ
মুরশিদাবাদ-কাহিনী — শ্রীনিখিলনাথ রায়।
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস — শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বৈজ্ঞানিক।

কোন গ্রন্থ নাই, মাসিক পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ সুপাঠ্য।

দর্শন।

বসু মল্লিক-ফেলোশিপের লেক্‌চার—ষড় দর্শন—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।
আমিত্বের প্রসার — শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্ এ; বিএল্।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি — শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ। শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস, সি, আই, ই, রায় বাহাদুর।
বিশালা (বৌদ্ধধর্ম্ম মহিমা) — শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

বিবিধ।

ভবভূতি	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্. এ।
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ।
ভাষা তত্ত্ব	শ্রীশ্রীনাথ সেন।
বিশ্বকোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
অভিশাপ	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গীত।

হাসির গান	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্, এ।
শত গান	শ্রীসরলা দেবী

কবিতা।

ক্ষণিকা * কথা কাহিনী	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
গীতিকা	শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।
রেণু	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।
মর্ম্ম গাথা	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।
অশোক গুচ্ছ	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

অনুবাদ।

সংস্কৃত নাটকসমূহ	শ্রীজ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অতঃপর পরিষদের গ্রন্থরক্ষক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, সমস্ত বৎসর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ আদিত্য পরিষদের গ্রন্থরক্ষক মহাশয়কে অনেকরূপে সাহায্য করায় পরিষদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

পরিশেষে পরিষদের সভ্য, কর্ম্মকারক, পুস্তকদাতৃবর্গ ও অনুগ্রাহকবর্গকে যথাযোগ্য ধন্যবাদ ও প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইয়া সভার কার্য্য শেষ করা যাইতেছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
সম্পাদক।
২৬৷২৷০৮

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন,
সভাপতি।
২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮।

প্রথম মাসিক অধিবেশন।

গত ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ৯ জুন, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়ে ১৩০৮ সালের প্রথম মাসিক অধিবেশন হয়। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, } সভাপতি।
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর }
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ।
" ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ শেঠ, এল্, এম্, এস্।
" নগেন্দ্রনাথ বসু (ক)।
" কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ, এম্, এ।
" কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন।
" কিরণচন্দ্র দত্ত।
" অক্ষয়কুমার বড়াল।
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
" অশ্বিনীকুমার ঘোষ।
" ডাঃ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
" ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
" নগেন্দ্রনাথ বসু (খ)।
" রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী।
" তড়িৎকান্তি বক্সী এম্, এ।
" ডাঃ সরসীলাল সরকার, এল্ এম্, এস্।
" সত্যকৃষ্ণ বসু।
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্. এ।
" মৃণালকান্তি ঘোষ।

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
" কৃষ্ণলাল সাহা।
" সুরেন্দ্রকুমার রায়, বি, এ।
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্।
" বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়।
" ভুবনমোহন বসু।
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
" বীরেশ্বর গোস্বামী।
" চারুচন্দ্র ঘোষ।
" অনাথনাথ পালিত, এম্, এ।
" ভুবনমোহন বিশ্বাস।
" কবিরাজ সত্যচরণ সেনগুপ্ত।
" " অবিনাশচন্দ্র সেন।
" ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।
" অবিনাশচন্দ্র ঘোষ।
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ ; বি, এল্। (সম্পাদক)
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ। } (সহকারী
" ব্যোমকেশ মুস্তফী। } সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল, (১) কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য-নির্ব্বাচন, (৩) বার্ষিক উৎসব ও সম্মিলনের নিমিত্ত স্থানদান করায় ভারত সঙ্গীত সমাজকে পরিষৎকর্তৃক ধন্যবাদ প্রদান, (৪) প্রবন্ধপাঠ,—(ক) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "নবাবী আমলের বিধি ব্যবস্থা" নামক প্রবন্ধ এবং (খ) শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "জগন্নাথ তীর্থে গুরু নানক ও জগন্নাথের আরতি" নামক প্রবন্ধ; তৎপরে তৎ-কর্ত্তৃক শিখধর্ম্মগ্রন্থ "জপজী হইতে কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা, (৫) বীণাপাণি-সাহিত্য-সমিতি-কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্বর্গীয় রামগোপাল সেনের ছবি গ্রহণ, (৬) মৃত সভ্য ৺ যোগেশচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়ের নিমিত্ত শোক-প্রকাশ, (৭) বিবিধ বিষয়।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণাদি পাঠ করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্.এ; বি এল, নূতন সভ্য (১) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সেণ্টজন কলেজের অধ্যাপক, আগরা। (২) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, প্রয়াগসাহিত্যমন্দির, এলাহাবাদ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য, (৩) শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, রাণাঘাট, (৪) শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত, ১২ নং হরিপালের লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৫) শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন মিত্র, এম্ এ বি এল, পিয়ারীচাঁদ মিত্রের গলি, বর্দ্ধমান। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী (৬) ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সাহা, ৫৮ নং পাথুরেঘাটা ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, নূতন সভ্য, (৭) শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ সেন, ১৮নং ভগবান বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামী, নূতন সভ্য, (৮) ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, এম্ বি, ৩২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী, নূতন সভ্য, (৯) শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র দাস, এম্ এ, মুঙ্গের।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (১০) শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার বসু রাধানাথ মল্লিকের লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অনাথনাথ পালিত, এম্ এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য, (১১) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, ১৯ নং শ্যামপুকুর লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (১২) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু, ৬নং সনাতন শীলের লেন, বহুবাজার।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিক-মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইল,—"পরিষদের সপ্তম বার্ষিক উৎসবাদি নির্ব্বাহ জন্য ভারত-সঙ্গীত-সমাজ তাঁহাদিগের সুপ্রশস্ত গৃহ ও প্রাঙ্গণাদি ব্যবহার করিতে দিয়া পরিষৎকে বাধিত করিয়াছেন; পরিষৎ সে জন্য সঙ্গীত-সমাজের সভ্যবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।"

অতঃপর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

কালীপ্রসন্ন বাবুর প্রবন্ধ-পাঠের মধ্যকালে সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলে, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দিলেন।

কালীপ্রসন্ন বাবুর প্রবন্ধ পঠিত হইলে, সভাপতি মহাশয় বলিলেন, কালীপ্রসন্ন বাবুর প্রবন্ধ অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইহা তাঁহার প্রায়-প্রকাশিত ইতিহাসের একটি অধ্যায়। শীঘ্রই ঐ ইতিহাস প্রকাশিত হইবে। আমরা অদ্যকার প্রবন্ধ হইতেই বুঝিতে পারিতেছি, ঐ ইতিহাস কিরূপ উৎকৃষ্ট হইবে এবং উহার উপযুক্ত বিষয়-সংগ্রহে কালীপ্রসন্ন বাবু কিরূপ অনুসন্ধান, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। অদ্যকার প্রবন্ধ শুনিয়া বুঝা গেল, মুসলমান-রাজত্ব কেবলই যে অত্যাচার ও বিলাসিতার রাজত্ব ছিল তাহা নহে, সেকালেও প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের এবং রাজ্যের অনেক সুব্যবস্থা ছিল ; তবে ইউরোপীয় প্রথা যতটা মার্জ্জিত নিয়মে গঠিত, তাহা ততটা নহে। আকবরের উদারতার রাজ্যে প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য খুবই বেশী ছিল, কিন্তু আরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণতার রাজত্বে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কোরাণের ধর্ম্ম মানাইবার জন্য অনেক মুসলমান শাসনকর্ত্তা বল-প্রয়োগ করিতেন, ইংরাজ-রাজত্বে সে ভয় নাই। ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করায় শিখ ও মহারাষ্ট্র অভ্যুদয় হইয়াছিল। খৃষ্টান রাজত্বের সূত্রপাতে যে বল-প্রকাশ হয় নাই এমন নহে ; পর্ত্তুগীজেরা বলপূর্ব্বক খৃষ্টান করিত, তাহার প্রমাণ ইতিহাসে আছে। ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিব না, এই প্রতিজ্ঞাই ইংরাজ-রাজত্বকে এতটা দৃঢ় ও এতটা শান্তিময় করিয়া তুলিয়াছে। যাহা হউক, আজ আমরা এই প্রবন্ধে মুসলমান রাজত্বের রীতিনীতি, প্রভাব, উন্নতি, অবনতি, দেশের অবস্থা ইত্যাদির বিবরণ শুনিলাম। এ সকল বিষয়ে আমাদের আজ অনেক জ্ঞানলাভ হইল। প্রবন্ধ শুনিয়া আজ আমরা সুখী হইয়াছি।

তৎপরে খগেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ এবং গুরু নানকের সম্বন্ধে আজ অনেক জানা গেল। গুরু নানক জগন্নাথে আসিয়াছিলেন, তাহা জানিতাম না। সময়ের কথা ধরিয়া বিচার করিলে যেন মনে হয় যে, প্রবন্ধকার যে সময়ে গুরু নানককে জগন্নাথ তীর্থে উপস্থিত করিতেছেন, ইতিহাস অনুসারে সে সময়ে চৈতন্যদেবও জগন্নাথে উপস্থিত ছিলেন, অথচ এরূপ একজন ঈশ্বর-প্রেমিক জগন্নাথে আছেন বা আসিলেন জানিয়া, উভয়ের দেখা শুনা হইল না, ইহা একটু আশ্চর্য্য-জনক বলিয়া বোধ হয়। প্রবন্ধকারকে এজন্য অনুরোধ যে, এ সম্বন্ধে তিনি আর একটু অনুসন্ধান করিয়া উভয়ের জগন্নাথে উপস্থিতির কালাকাল সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য আমাদের জানাইবেন। তাঁহার প্রবন্ধ অতি সুন্দর। তাঁহার শিখ গ্রন্থের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যাকৌশলও প্রশংসনীয়।

তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী পরিষদের সভ্য ৺ যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ও বালেশ্বরের কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দেবের অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন "পরিষদের উৎসাহী সভ্য যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দেব মহাশয়ের অকাল-মৃত্যু হওয়ায় পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত আছেন এবং তাঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছেন।" এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইল। নগেন্দ্র

বাবু জানাইলেন, কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দেবের একখানি বড় ছবি তাঁহার আত্মীয়বর্গ পরিষদে উপহার দিবেন।

তৎপরে বিবিধ বিষয়ের মধ্যে ৺ রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের ছবির জন্য টাকাকড়ি আদায়ের কথা উঠিলে হেমেন্দ্র বাবুর প্রতি ভার দেওয়া হইল।

চারুবাবু গৃহ নির্ম্মাণার্থ চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব করিলে স্থির হইল যে, চাঁদা আদায়ের পূর্ব্বে সাধারণকে বিশদরূপে জানাইবার জন্য পরিষদের একটা বিশেষ অধিবেশন হওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ইহার অনুমোদন করিলে স্থির হইল, আগামী রবিবার এই বিশেষ অধিবেশন করা হউক। এসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ভূমি-দানের দলীল রেজিষ্টারী হইয়া গেলে সেই দলীল উপস্থিত করিয়া এই অধিবেশন করা উচিত, তজ্জন্য উহা এক্ষণে স্থগিত থাকে। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী সহঃ সম্পাদক।	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সভাপতি। ৩০ আষাঢ়, ১৩০৮।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

গত ৩০ আষাঢ় (১৩০৮) ১৪ জুন (১৯০১) রবিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩০৮ সালের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই দিন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (সভাপতি)
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ ; বি এল্।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ।
„ ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
„ ললিতমোহন ঘোষাল।
„ অনাথনাথ পালিত, এম্ এ।
„ দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ।
„ লাডলীমোহন ঘোষ।
„ কুমার শরৎকুমার রায়, এম্ এ।
„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
„ অম্বিকাচরণ দাস।
„ ব্রজেশচন্দ্র বসু।
„ ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
„ বসন্তকুমার বসু।

শ্রীযুক্ত ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ শেঠ, এল, এম্, এস্।
„ মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন।
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল।
„ যতীন্দ্রনাথ মিত্র।
„ রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর।
„ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন।
„ বাণীনাথ নন্দী।
„ কিশোরীমোহন সেন গুপ্ত, এম্, এ ; বি, এল।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল।
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ।
„ ভাগবতকুমার গোস্বামী, এম্ এ।
„ দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহকারী সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল, (১) কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য-নির্ব্বাচন, (৩) প্রবন্ধ পাঠ,—(ক) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ পাল তত্ত্বনিধি মহাশয়ের "অদ্বৈত-বাদ" নামক প্রবন্ধ ও (খ) শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের "ইশা খাঁ মস্‌নদ ই-আলী" নামক প্রবন্ধ। (৪) বিবিধ বিষয়।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর।
		" প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, দর্প-নারায়ণ ঠাকুরের লেন।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর, আগরতলা রাজবাটী।
"	"	রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর, আগরতলা রাজবাটী।
"	"	শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু, আদমপুর, ভাগলপুর।
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণরায়	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, দিনাজপুর।
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	"	রাজা শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ দেব, লক্ষ্মীপুর রাজবাটী, বাঁকা পোঃ, ভাগলপুর।
"	"	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বেদান্তরত্ন, লক্ষ্মীপুর, ভাগলপুর।
"	"	শ্রীযুক্ত মনোমোহন ধর, হেডমাষ্টার, শিয়ারশোল স্কুল, রাণীগঞ্জ।
"	"	শ্রীযুক্ত ভবনাথ আশ, ২১ নং রামতনু বসুর লেন।
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বসু, বি,এল,, পোঃ পিঙ্গলা, মেদিনীপুর।
		শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু, সবরেজিষ্ট্রার, পোঃ পিঙ্গলা, মেদিনীপুর।

,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি,এল,	শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী, এম্ এ; বি এল্।
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীযুক্ত রমণীমোহন সিংহ, চম্পাইনগর, ভাগলপুর।
,,	,,	মহাশয় তারকনাথ ঘোষ, চম্পাইনগর ভাগলপুর।
,,	,,	,, গোপীমোহন সিংহ, জেমো, রঘুনাথপুর।
,,	,,	কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম্ এ, দিনাজপুর।
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ,	শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, এম এ,	ডাঃ কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্ বি, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

অতঃপর প্রথম প্রবন্ধ-পাঠক উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পঠিত হইলে সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ উপযুক্ত না হওয়াতে প্রবন্ধ-বিষয়ে কেহই কোন আলোচনা করিলেন না। সভাপতি মহাশয়ও লেখক উপস্থিত নাই বলিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রবন্ধের প্রশংসা করিয়া যবদ্বীপে হিন্দুদিগের সম্পর্ক কিরূপ ছিল, তদ্বিষয়ে নগেন্দ্র বাবুর নিকট একটু বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আনন্দ বাবুর প্রবন্ধের সুখ্যাতি করিয়া বলিলেন, আনন্দবাবু প্রসঙ্গতঃ যবদ্বীপের উল্লেখ করিয়া দীনেশবাবুর যে কৌতূহল বাড়াইয়াছেন এবং তৎসম্পর্কে তিনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন, আজিকার প্রবন্ধের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। যাহা হউক, যখন জিজ্ঞাসিত হইয়াছি, তখন আমি যতদূর জানি, বলিতেছি। রামায়ণের কাল হইতে যবদ্বীপের সহিত হিন্দুর সংশ্রব দেখা যায়। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের বর্ণনা পাঠে বর্ত্তমান সুমাত্রাদ্বীপ সুবর্ণদ্বীপ বলিয়া বুঝা যায় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উহার নাম মলয়দ্বীপ। মলয়দ্বীপে ত্রিকূট পর্ব্বত, তদুপরি লঙ্কা বা রাবণ-রাজধানী। সুমাত্রার উত্তরাংশ এখনও সুবর্ণদ্বীপ বলিয়া অভিহিত হয় সুমাত্রার পার্শ্বে রূপাত দ্বীপ আছে, উহাই পৌরাণিক রৌপ্যক দ্বীপ। লবকুশ লঙ্কা দর্শনে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামানুসারে রামদ্বীপ, লক্ষ্মণদ্বীপ, লবদ্বীপ ইত্যাদি দ্বীপের নাম এখনও ঐ অঞ্চলের দ্বীপাবলী মধ্যে পাওয়া যায়। বুগী জাতীয় লোকেরা সুমাত্রার পার্শ্ববর্ত্তী সাগরকে লঙ্কাই সাগর বলে। ফ্লোরিশদ্বীপের অধিবাসী জাতির নাম রক্ষ বা রক্ষ। যবদ্বীপে হিন্দুশাস্ত্রের পুরাণাদি এবং রামায়ণ পাওয়া যায়। বালিদ্বীপের অধিবাসীরা হিন্দু, তথাকার কবিভাষায় লিখিত রামায়ণ কতকটা ছাপা হইয়াছে। বাঙ্গালীর অপেক্ষা এই সকল দ্বীপের সহিত তৈলঙ্গীদিগের সংশ্রব বেশী ছিল। পুঁথিতে তেলগু

ভাষার সহিত অক্ষর সাদৃশ্য আছে। বাঙ্গালীর সহিত বরং সিংহলের ঘনিষ্ঠতা ছিল।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, বলিলেন, আনন্দবাবুর প্রবন্ধ অতি সুন্দর। মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস আমরা বিশেষ জানি না। স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানা যায়। এরূপ অবস্থায় আনন্দবাবু বঙ্গের এক প্রদেশের ইতিহাসের বিশেষতঃ বারভুঞার একজনের বিশেষ বিবরণ জানাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করিলেন, তবে তিনি যে ভাবে সোনা বিবির বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন, তাহা আমাদের ভাল লাগিল না। প্রসঙ্গতঃ লঙ্কা, যবদ্বীপ এবং সুবর্ণদ্বীপ সম্বন্ধে যে কথা উঠিয়াছে, বৌদ্ধ গ্রন্থাদি হইতে এই সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। থ্যাটো বলেন সুবর্ণদ্বীপ ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী। মহারক্ষিত সুবর্ণদ্বীপে গিয়াছিলেন। পালিগ্রন্থেও এসম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। বাঙ্গালীর সঙ্গে যবদ্বীপের যে ঘনিষ্ঠতা এক সময়ে ছিল, তাহার নিদর্শন বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান। যবদ্বীপের ভাষার কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

সভাপতি মহাশয় কহিলেন, প্রবন্ধ লেখক ধন্যবাদের পাত্র। আমরা নিজের দেশের ইতিহাস জানি না। বিশেষতঃ আমি বিশেষ লজ্জিত, আমি ইশাখাঁর নামও জানিতাম না। আনন্দবাবুর প্রবন্ধে আমি বিশেষরূপ উপকৃত। স্বদেশের স্বজাতির ইতিহাস যে সময়েরই হউক, জানা বড় আবশ্যক। আনন্দবাবু সে পক্ষে আমাদিগকে কিছু কিছু জানাইয়া উপকৃত করিয়াছেন। এজন্য তিনি আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আমি ইতিহাস আলোচনা করি নাই, সুতরাং একটা অনুরোধ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধের অবতারণাকালে তাহার বৃত্তান্তগুলি কি উপায়ে সংগৃহীত, তাহার প্রমাণগুলির উল্লেখ করা উচিত। মুসলমান ঐতিহাসিক অনেক আছেন, যাঁহাদের সম্বন্ধে আজিও কোন আলোচনা হয় নাই; এই উপায়ে তাঁহাদেরনামাদি জানিতে পারিলে ক্রমে আলোচনার পথ প্রশস্ত হইবে। জনপ্রবাদ, স্থানীয় প্রবাদ, স্থানীয় অট্টালিকাদির খোদিত লিপি প্রভৃতি অবলম্বনে ইতিহাসাদি লিখিত হয়। সে সকলের উল্লেখ প্রবন্ধে থাকা উচিত। অদ্যকার আনন্দবাবুর প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার সময় উহাতে ঐ সকল প্রমাণের উল্লেখ করিলে ভাল হয়। এই প্রবন্ধ অবলম্বনে যবদ্বীপের যে সকল কথা শুনা গেল, সে সম্বন্ধে একটি সুলিখিত স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আমরা শুনিতে পাইলে চরিতার্থ হইব। বিশেষতঃ যবদ্বীপের ভাষা যখন বাঙ্গলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, তখন উহা আমাদের আলোচ্য হওয়া উচিত। বাঙ্গালী কখন সিংহলে যাইত, যবদ্বীপে যাইত, বুদ্ধের আগে কি পরে, তৎসম্পর্কে কি কি কথা বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, ঐ সকল দ্বীপের গ্রন্থাদির তুলনা, ভাষার তুলনা, করিয়া সমস্ত খুলিয়া লিখিলে প্রবন্ধ অতি সুন্দর হইবে। সতীশ বাবু নগেন্দ্র বাবু, এ বিষয়ে আমাদের কিছু শুনাইলে সুখী হইব। তাঁহারাও এ বিষয়ে পরে লিখিবেন, বলিলেন।

অতঃপর গ্রন্থোপহার দাতৃগণকে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি
১১ শ্রাবণ। ১৩০৮।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

গত ১১ই শ্রাবণ ২৭ জুলাই শনিবার অপরাহ্ণ ৬ টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩০৮ সালের তৃতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত সভ্য গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, } (সহঃ সভাপতি)
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। } (সহঃ সভাপতি)
„ রাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর।
„ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।
„ যোগেন্দ্রনাথ বসু বি এ।
„ বীরেশ্বর পাঁড়ে।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম এ।
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী, এম এ।
„ গোবিন্দচন্দ্র দাস, এম এ, বিএল।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বিএল।
„ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।
„ অক্ষয়কুমার বড়াল।
„ অতুলচন্দ্র গোস্বামী।
„ কানাইলাল ঘোষাল।
„ সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী।
„ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ।
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
„ সতীশচন্দ্র সমাজপতি।
„ শরচ্চন্দ্র সরকার।
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
„ কিরণচন্দ্র দত্ত।
„ রমেশচন্দ্র বসু।
„ সুরেশচন্দ্র বসু।
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।
„ সত্যকৃষ্ণ বসু।
„ কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়।
„ আনন্দনাথ রায়।
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। (ক)
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী, সহকারী-সম্পাদক।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল—(১) কার্য্যবিবরণ পাঠ, (২) সভ্য-নির্ব্বাচন (৩) প্রবন্ধ-পাঠ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,—এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ। (৪) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে কার্য্যারম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থনের পর সভাশ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	সভ্য।
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ,	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,	১। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়; ভদ্রকালী পোঃ, উত্তরপাড়া।
”	”	২। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য, এম্ এ; শ্রীযুক্ত হরিচরণ সরখেলের বাটী, মাণিক-তলা রোড।
”	”	৩। শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ মিত্র; ৩৩নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,	১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশ্বাস, ৩৪নং বীডন ষ্ট্রীট
”	”	২ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; ৪নং হেমচন্দ্র করের লেন।
শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	”	১। পণ্ডিত শ্রীযুক্তরাধাসুন্দর আচার্য্য মহাদেবপুর মধ্যইংরাজী স্কুল, পোঃ মহাদেবপুর, রাজসাহী।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় প্রবন্ধ পাঠ করিতে উঠিয়া বলিলেন,—আজকার প্রবন্ধে কোন গবেষণা নাই। বাঙ্গালা-ব্যাকরণ এখন যাহা আছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ। সেই সকল ব্যাকরণ যে প্রণালীতে রচিত হয়, তাহারই সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহাই বলিব। আজকার প্রবন্ধে আসল কথার বিশেষ কিছুই নাই, ইহা ভূমিকা মাত্র। এই ভূমিকা সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে এ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। এ আলোচনার জন্য একা আমি দাঁড়াই নাই, আমার বন্ধু-বান্ধবেরাও এবিষয়ে প্রস্তুত হইয়াছেন। অতঃপর তিনি তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় বলিলেন,—শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল কথা বলিলেন, তাহার অনেকাংশ ঠিক। আমারও একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ আছে; কিন্তু সুখের বিষয় যে, তিনি যতগুলি দোষের কথা বলিয়াছেন, অধিকাংশের উদাহরণ আমার ব্যাকরণখানিতে নাই। শাস্ত্রী মহাশয় শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত, তাঁহাদের ন্যায় লোকের অভিপ্রায় অনেক সময়ে উপদেশ বা হুকুমের কাজ করে; কারণ, তাঁহাদের অভিপ্রায়-অনুসারে গ্রন্থকারগণকে পুস্তক লিখিতে হয়। আজকাল বাঙ্গালা-ব্যাকরণ সংস্কারের একটা ঢেউ উঠিয়াছে। এখনও বাঙ্গালা-ব্যাকরণ সংস্কৃত-ব্যাকরণের পন্থানুসরণে লিখিত হয়; কিন্তু সংস্কার-প্রার্থীরা কতকগুলি বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির দোহাই দিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণকে প্রাকৃতব্যাকরণের আদর্শে গড়িতে চাহেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা অদ্য= অজ্জ=আজ, কার্য্য=কর্জ্জ=কাজ” ইত্যাদি সংস্কৃতের প্রাকৃত ও বাঙ্গালা অপভ্রংশ শব্দমালার উল্লেখ করেন। আমার বোধ হয় সংস্কৃত ভাষা সেকালে লেখা-পড়ার ভাষা ছিল; উক্তির

প্রাকৃত ভেদে নাটকাদিতে যে বিভিন্ন অপভাষার প্রয়োগ দেখা যায়, তাহাদের মাগধী, লাটী, মাথুরী, প্রভৃতি নাম হইতেই বুঝা যায় যে, সেগুলি তন্নামক দেশ-প্রচলিত কথোপকথনের ভাষা। নাটকাদিতে অলঙ্কার শাস্ত্রের শাসন অনুসারে পাত্র-বিশেষের মুখে ঐ সকল ভাষার প্রয়োগ হইত। এখনকার কথোপকথনের ভাষাকে আমরা লেখা পড়ার ভাষায় তুলিয়া লইতে গিয়া একটু গোলে পড়িয়াছি। চাটগাঁয়ের কথা, বিক্রমপুরের কথা, আসামের কথা সমস্তই বাঙ্গলা; কিন্তু কাহার সাধ্য, ঐ সকল দেশের লোক পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে। আমার বোধ হয় সেইরূপ, তখনকার নানা দেশের কথোপকথনের ভাষাগুলি যেমন সংস্কৃতের অপভ্রংশ, এখনকার তেলগু, তামিল ভিন্ন হিন্দী, উড়িয়া, আসামী, বাঙ্গালা, মারহাট্টী সমস্তই সংস্কৃতের অপভ্রংশ। তবে কালক্রমে তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বযুগের অপভ্রংশ ভাষায় অর্থাৎ সেকালের কথোপকথনের ভাষায় শব্দসংখ্যার সাদৃশ্য বেশী থাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি ? মূলে তজ্জন্য তাহা সংস্কৃতানুসারিণী না হইবে কেন? লিখিত ও কথিত ভাষা কোন কালেই এক নহে; যে প্রাকৃত ভাষা আমরা নাটকাদিতে দেখি, তাহাই যে তখনকার কথোপকথনের ভাষার ঠিক প্রতিরূপ, তাহা বলা যায় না। এখনকার বাঙ্গালা ভাষার দৃষ্টান্ত দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে,— হুতমী ভাষা, আলালী ভাষার সমান নহে, অথচ উভয়ই কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার বিদ্যাসাগরের ভাষা, বঙ্কিমের ভাষা এক নহে। এখনকার অনেক নবীন লেখকের চেষ্টা হইয়াছে যে, এতদঞ্চলের কথোপকথনের ভাষার শব্দের অপভ্রংশরূপের যেরূপ উচ্চারণ হয়, লিখিত ভাষায় তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে। ইহারা "বিদিকিচ্ছি" লিখিতে উৎসাহ প্রকাশ করেন, "যাইব" লিখিতে ভালবাসেন; কিন্তু "অদ্য" লিখিলে, "গমন করিব" লিখিলে বিরক্ত হন। ইঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দোষ দেন; কারণ তিনিই লেখা পড়ার ভাষাকে সংস্কৃত-শব্দ-বহুল করিয়া গড়িয়া গিয়াছেন। তাহা নয়; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে প্রাচীন গীতকার কবিদিগের গানের ভাষা, দেওয়ান মহাশয়ের গান, নিধুবাবুর গান, রামপ্রসাদের গান প্রভৃতির ভাষা আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে বিদ্যাসাগরের অবলম্বিত ভাষার রূপ বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। অনেকের আপত্তি বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দবাহুল্য হইলে উহা সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িবে; অভিধান, ব্যাকরণ পাশে না রাখিয়া মাতৃভাষার সাহিত্য পাঠ করা চলিবে না;—আমার মত তাহা নহে, পূর্ব্বে বরং শিক্ষা সঙ্কুচিত ছিল, নকল করিয়া কৃত্তিবাস কাশীদাস, সত্যনারায়ণ না পড়িলে সাহিত্য পড়িতে পাওয়া যাইত না; সাহিত্য রসাস্বাদন করিতে হইলে গায়নের গান শুনিতে হইত। এখন তাহা নাই; এখন mass education চলিয়াছে, সকলেই বালককাল হইতে বিদ্যাসাগরের ভাষায় অভ্যস্ত হইতেছে, mass education বৃদ্ধি হইলে, প্রসার হইলে ঐ আশঙ্কা দূর হইয়া যাইবে না কি ? এখন যে আকারের ভাষা লেখা পড়ার ভাষা বলিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবলম্বিত ভাষার বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশে চলিত হইয়াছিল। সংস্কৃত শব্দ বাহুল্য থাকায়, তাহা চাটগাঁ হইতে আসাম এবং মেদিনীপুর হইতে জলপাইগুড়ি

সর্ব্বত্র বোধ সুলভ আছে, কিন্তু এই ভাষাকে ভাঙ্গিয়া যদি এই প্রদেশের slang অপভাষার এবং colloquial গ্রাম্য ভাষার শব্দ দিয়া নূতন করিয়া গড়িতে যাই, তবে ফল কি হইবে? এত দিনের চেষ্টায় যাহা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আবার পিছাইয়া পড়িবে। সত্য কথা বলিতে কি, এখনকার এই নূতন ভাষায় লিখিত শতকরা ৭৫ খানা পুস্তক আমিই বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালা ব্যাকরণ গঠন সম্বন্ধে এই বলিতে চাই যে অনেকে "পিতা" পদকে শব্দের মূল রূপ বলিতে চাহেন। কারণ বাঙ্গালায় "পিতা" এই শব্দে বিভক্তি যোগ হয়, পিতাকে, পিতার, পিতা দ্বারা কাজেই তাঁহারা "পিতৃ" শব্দের অস্তিত্ব বাঙ্গালা ব্যাকরণে লোপ করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য পৈতৃক, পিতৃব্য, পিতৃকৃতা প্রভৃতি স্থলে "পিতা" পাইবেন কোথা? পিতাকে, পিতার, পিতাদ্বারা প্রভৃতি পদের জন্য যদি অভিনব ব্যাকরণ প্রয়োজন হয়, তবে পৈতৃক প্রভৃতির জন্য পূর্ব্ব ব্যাকরণ মানিব না কেন? কারকের বিভক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিলেন, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই "দিয়া" "দ্বারা" "হইতে" প্রভৃতি যে অর্থে বিভক্তি সে অর্থে সে সকল শব্দের অন্য প্রয়োগ দেখি নাই, হইতে পারে বলিয়াও বোধ হয় না। হাত দিয়া খাই, আর "টাকা দিয়া ধান লই" এই দুটি "দিয়া"র অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। সম্প্রদান কারক বাঙ্গালায় নাই কেন?—দুটা "কে" বিভক্তি রাখিতে হয় বলিয়া কি সম্প্রদান কারক উঠাইয়া দিব?—সংস্কৃত দুটা "ভ্যস্" দুটা "ভ্যাম্" আছে, কৈ, কাহারও গোল লাগে কি? সে স্থলেও অর্থ বুঝিয়া কারক নাম বলিতে হয়, তবে বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র নিয়ম কেন হইবে? বৃহদাকার বিভক্তি সংস্কৃতেও আছে, বাঙ্গালায় থাকিতে দোষ কি? আর যদিই হয়, তবে উহাই বাঙ্গালা কারকের বিশেষত্ব হউক না কেন? "হইতে" "থেকে" "কর্ত্তৃক" বাদ দিলে বাঙ্গালায় অপাদান ও করণ কারকের এক প্রকার অভাব হইয়া পড়ে, আর উহাদের বিভক্তিত্ব স্বীকার না করিলে ঐ সকল স্থলে উহাদের সার্থকতাই বা কি হইবে, তাহা বুঝি না। ক্রিয়া সম্বন্ধে বক্তব্য এই, মারিয়া যাইব, খাইয়া ফেলিব, ইহাদিগকে মিশ্র ক্রিয়া না বলিয়া পূর্ব্বাংশকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলিয়া অভিহিত করিলে অর্থ হইবে কেন? মরিয়া যাইব —অর্থাৎ আগে মরিব পরে যাইব? এরূপে ক্রিয়া বিভাগ করিতে হইলে বাঙ্গালার ভূ অর্থাৎ হওয়া ও কৃ অর্থাৎ করা ভিন্ন ধাতু থাকে না। তবে এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া ভাল। বাঙ্গালায় মৌলিক ধাতুর ব্যবহার বাড়ান আবশ্যক। অবশেষে বক্তব্য এই আজ কাল অনেক ভাবুক লেখক দেখা দিয়াছেন। এই সকল ভাবুক লেখকের ভাবের লেখায় অনেক সময় কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া ঠিক থাকে না, বা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কাজেই আমাদের ভাবগ্রহ হয় না। তাঁহাদের ভাব তাঁহাদের মনেই রহিল, লেখায় ফুটিল না, আর আমি বুঝিয়া লইব,—একি electricity নাকি? এ ভাবের ভাষা বাড়িলে আর কিছু দিন পরে বিদ্যাসাগরের ভাষা পড়িয়া কেহ কিছু বুঝিবে না। অতএব আমার অনুরোধ এই, ভাষার গতি যাহা দাঁড়াইয়াছে, লোকে যে সংস্কারসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে না গিয়া, যাহা আছে তাহা মাজিয়া

বসিয়া লওয়া হউক। বিশেষ বিবেচনা করিয়া একটী কাজ করা ভাল। ইংরাজী ব্যাকরণের যে ধরণের সংস্কার হইতেছে, ঠিক সেই ধরণেই যে আমাদেরও ভাষা সংস্কার করিবার জন্য নাচিতে হইবে, তাহা ঠিক নহে। বিদেশী অনুকরণে আমরা সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছি, আবার বিদেশী অনুকরণে অর্দ্ধপ্রস্তুত ভাষার বিরুদ্ধাচরণ করি কেন?

তৎপরে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ অতি উৎকৃষ্ট এবং সময়োপযোগী হইয়াছে। আমিও যতদূর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এখনকার বাঙ্গালা ব্যাকরণ গুলিকে বাঙ্গালা ব্যাকরণ বলা কোনরূপেই যুক্তি সঙ্গত হয় না। তাহার কারণ আজ আমরা যে ভাষায় এই বিচারবিতর্ক করিতেছি তাহা আমার ভাষাই হউক, আর পাঁড়ে মহাশয়ের ভাষাই হউক, ইহার গঠনের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ আবশ্যক হয় না বা তাহার নিয়মাদি ইহার পক্ষে প্রয়োজন হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের অল্পতা যাঁহারা সহ্য করিতে না পারেন, তাঁহারা সংস্কৃতই শিখুন। তাঁহাদের বাঙ্গালা শিক্ষারূপ গলগ্রহ কেন? এখনও বাঙ্গালা ভাষায় অন্যান্য ভাষার শব্দ প্রবেশ করিতেছে, ভাষার পুষ্টি হইতেছে; এ অবস্থায় কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মগুলি লইয়া বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ লিখিতে গেলে চলিবে কেন? যখন বিভিন্ন ভাষার শব্দ লইয়া এ ভাষা পুষ্ট হইতেছে, তখন ব্যাকরণও বিভিন্ন প্রণালীর হইলেই বা ক্ষতি কি? তবে আমার মতে ব্যাকরণের সময় এখনও হয় নাই। বাঙ্গালার লিখিত ভাষার আদর্শ যদি তারাশঙ্করের কাদম্বরীর ভাষা বা বিদ্যাসাগরের ভাষা হয়, তবে সে ভাষা অনুস্বারবিসর্গশূন্য সংস্কৃত ভাষাই হইবে, বাঙ্গালা ভাষাই হইবে না। সে ভাষা যদি কালে লোপ হয় হউক। আর একটী কথা কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে না হইলে ভবিষ্যতে সংস্কৃত শিখিবারবিশেষ ব্যাঘাত হইবে। ইহার উত্তরে আমি এই বলি বালকমাত্রেই যে ভবিষ্যতে সংস্কৃত পাঠ করে, এরূপ কোথাও দেখিয়াছেন? বাস্তবিক যাহাদিগের সংস্কৃত ভাষায় আস্থা নাই তাহাদিগের এ গলগ্রহ কেন? তবে যাঁহারা সংস্কৃত ভালরূপ শিখিতে চাহেন, তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিবেন। আধ বাঙ্গালা আধ সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া লাভ কি?

তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, মহাশয় বলিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের আধুনিক বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে মতামত খুব ঠিক। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁড়ে মহাশয় প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ যত বেশী হউক, তদ্ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষার শব্দ কিছু আছে কি না? যদি থাকে তাহাদের জন্য ব্যাকরণের রূপ কিরূপ হওয়া উচিত? সংস্কৃতাদি প্রাচীন ভাষার গতি কিছু সংক্ষিপ্ততার দিকে। এখনকার ভাষার গতি বিস্তারের দিকে। পূর্ব্বে সন্ধি সমাসাদির দ্বারা শব্দযোগ করিয়া শব্দের অর্থান্তর ঘটাইয়া ভিন্নার্থ প্রকাশের চেষ্টা হইত, এখন প্রত্যেক অর্থের জন্য বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার হয়। ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমার বোধ হয়, ভাষায় যে সমস্ত বিভিন্ন ভাষার শব্দ আছে, সে সমস্ত ভাষার ব্যাকরণের নিয়মাদির প্রয়োজনমত সারসঙ্কলন হওয়া উচিত।

এইরূপে নবকল্পিত বাঙ্গালা ব্যাকরণে সংস্কৃত, উর্দ্দু, পার্সী ইত্যাদি অধ্যায় ভেদ থাকিলে চলিতে পারে।

প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, যে ভাষা সামান্য লোকে বুঝিত, অপভাষা বলিয়াই কেবল যে তাহা নাটকে সামান্য জনের মুখে দেওয়া হইত এমন নহে। কুমারে আছে, শিবপরিণয়ে শিব সংস্কৃতে মন্ত্র পাঠ করিলেন; আর পার্ব্বতীকে প্রাকৃত মন্ত্র পড়ান বা বুঝান হইল। সুতরাং যাহা সাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থে ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক, তাহা প্রাকৃত হওয়াই উচিত। সেই জন্যই বুদ্ধদেব তৎকালপ্রচলিত পালি ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ দানের ব্যবস্থা করেন। এখন আমাদের বাঙ্গালা ভাষাকে সাধারণবোধ্য করিতে হইলে ইহার সংস্কৃতত্ব হ্রাস করা আবশ্যক হইবে। শব্দত্যাগ করিতে বলিতেছি না। শব্দের ব্যবহার, পদ ও বাক্য গঠনাদির ব্যবস্থা প্রাকৃতভাবে হওয়াই উচিত। অজ্জ ও কজ্জ সম্বন্ধে পাঁড়ে মহাশয় যে "জ্জ" এর সাদৃশ্য দেখাইয়া আজ ও কাজ শব্দ উৎপাদনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। প্রাকৃত ভাষার "য" এর প্রয়োগ যত বেশী, তত "জ" এর নহে; সুতরাং কার্য্য হইতে কজ্জ করিবার জন্য প্রাকৃত ভাষায় "য" ত্যাগ করিবার কারণ "য" এর অভাব নহে এবং সেই অভাবকে মূল ধরিয়া বাঙ্গালায় "কাজ" লিখিতেও যে "য" বাদ দেওয়া হয় তাহা নহে। মিশ্রধাতু সম্বন্ধে পাঁড়ে মহাশয় যে অর্থ করিলেন, ওরূপ অর্থ কেহ করে না।" "মরিয়া গেল"—এখানে "গেল" গমনার্থক নহে, ইহা ক্রিয়ার সমাপ্তিসূচক অংশমাত্র। ঐ অংশের অর্থ ওরূপ নহে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল মহাশয় বলিলেন, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহা সুন্দর সুযুক্তিপূর্ণ এবং মনোজ্ঞ। তাঁহার মতামতের বিরুদ্ধে বলিবার আমার কিছু নাই। তাঁহার প্রবন্ধ শুনিয়া যাঁহারা সমালোচনা করিলেন, তাঁহাদিগের কয়েকটি কথা সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

কোন কোন বক্তার কথায় বোধ হইল, তাঁহারা ভাষাকে ব্যাকরণের নিয়মনিগড়ে শৃঙ্খলিত করিতে একান্ত ইচ্ছুক। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। ভাষার স্রোতকে ব্যাকরণের বাঁধ দিয়া বাঁধিতে চেষ্টা করা আমার বোধ হয় ঐরাবতের গঙ্গাস্রোতরোধ চেষ্টার মত উপহাসাস্পদ। আমার বিশ্বাস উহা মানুষের ক্ষমতায় হয় না। ব্যাকরণের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করা ব্যাকরণের উদ্দেশ্য নহে—ভাষার বিদ্যমান অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়াই ব্যাকরণের কার্য্য। দুটি প্রাচীন ভাষার উদাহরণ দিতেছি। প্রথমতঃ দেখুন সংস্কৃত ভাষা, যে ভাষার ভিত্তির উপর বাঙ্গালা ব্যাকরণ গঠিত করার প্রস্তাব হইয়াছে, সেই ভাষার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যাকরণও কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বৈদিকযুগে সংস্কৃত ভাষার যে আকার ছিল, কালে বৈদিক ভাষার সে আকার পরিবর্ত্তিত হইল। যখন বৈদিক ভাষা সংস্কৃত আকার ধারণ করিল, তখন ভাষার প্রকৃতি ও অবস্থা এবং বৈদিক ভাষার সহিত

প্রভেদ দেখাইবার জন্ম পাণিনি জগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যাকরণ রচিত করিলেন—তাঁহার ব্যাকরণের সর্ব্বত্র দেখান হইয়াছে, "ছন্দসি ভাষায়াং" এইরূপ। তাহাতেও সংস্কৃত ভাষা নিগড়িত হইল না, তাহার স্বাধীনগতি থামিল না। ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার যে অবস্থা দাঁড়াইল তাহা যথাযথ বুঝাইতে পাণিনিসূত্রে কুলাইতে পারিলেন না। কাত্যায়ন তখন বার্ত্তিক রচনা করিয়া পাণিনির সূত্রকে সময়োচিত করিতে অগ্রসর হইলেন। কাত্যায়নের বার্ত্তিককে যদি সমসাময়িক স্বীকার করা যায় তাহা হইলে মানিতে হয়, যে শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ পাণিনির সূত্রের ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন জন্য তিনি বার্ত্তিক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব নহে। নতুবা বলিতে হয়, পাণিনির পরে ভাষায় যে পরিবর্ত্তিত অবস্থা হইয়াছিল। তাহা দেখাইবার জন্য বার্ত্তিককার পাণিনির সূত্রে নূতন সূত্র যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। গ্রীক ভাষার ব্যাকরণ পূর্ব্বে ছিল না। রোমকেরা যখন গ্রীস্ জয় করে, তখন রোমকেরা গ্রীস্ সাহিত্যের মনোহারিতায় মুগ্ধ হয়। উহাতে তাহাদের প্রবেশলাভের জন্ম গ্রীক্ বৈয়াকরণেরা গ্রীক ব্যাকরণ প্রস্তুত করে। ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত বা নিগড়িত করিবার জন্ম গ্রীক ব্যাকরণ রচিত হয় নাই।

সেইরূপ আমাদের বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ যাঁহারা গড়িতে যাইবেন, তাঁহাদের ইহা মনে রাখা উচিত, যে তাঁহারা, ভাষায় যাহা আছে, তাহারই প্রয়োগ প্রকৃতি গঠন প্রণালীর নিয়মাদি কিরূপ তাহা ব্যাখ্যা করিবেন মাত্র, কেহ কিছু গড়িবেন না।

আজ অনেকেই সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কারকের বিভক্তি লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন। আমার বোধ হয় তাঁহারা একটী কথা অনুধাবন করেন নাই। ভাষা বিজ্ঞানে যাহাকে Postposition পর নিপাত বলে, বাঙ্গালা ভাষায় সেইরূপ কতকগুলি আছে। 'হইতে, দ্বারা, থেকে' প্রভৃতির কারকের বিভক্তিবৎ ব্যবহার হয়। সংস্কৃতের সেইরূপ হয় না। অন্য ভাষার উদাহরণ দিলে কথাটা ভাল বুঝা যাইবে। ইংরাজিতে যেমন কারকার্থ প্রকাশক of, to, in, প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্বনিপাত হয়—যথা সেইরূপ বাঙ্গালায় 'হইতে' 'থেকে', 'দ্বারা', প্রভৃতির পর নিপাত হয়,—যেমন ছাদ হইতে জল পড়িতেছে।

সংস্কৃত বঙ্গ ভাষার আদি জননী বলিয়া যাঁহারা বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে গড়িতে চাহেন, তাঁহাদের একটা বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। ফরাসী, ইতালীয় প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা, লাটিন ভাষা হইতে উৎপন্ন হইলেও কাহারও ব্যাকরণ লাটিন ব্যাকরণের অনুসারে গঠিত নহে। সমস্ত মানবজাতি মনুর অপত্য বলিয়া যদি ইউরোপীয় ও ভারতীয় জাতিকে কেহ এক বলিতে চাহেন, তাহা যেমন ভুল হয়, হিন্দী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া সংস্কৃতের সহিত এক বলাও সেইরূপ ভুল। সত্য বটে এই সকল ভাষা সংস্কৃতের রূপান্তর, কিন্তু উভয়ের মধ্যে এত অন্তর যে তাহাকে হোমিওপ্যাথিক ডাইলিউসন হিসাবে এক বলা যায় মাত্র। যাঁহারা শিক্ষার দোহাই দিয়া বা বিভিন্নদেশবাসী লোকের মধ্যে ভাষার একত্ব সাধন দ্বারা একতা

স্থাপনের কথা বলেন, তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে এ প্রণালীতে ভাষার একতা হয় না; জাতীয় সাহিত্য গঠিত হইলে তবেই একতা হয়। জেলায় জেলায় বাঙ্গালা ভাষার বিভিন্নতা আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য গঠিত না হইলে একতা হইতে পারে না। ভাষার একত্বসম্পাদন ব্যাকরণে হয় না। কোন দেশে প্রতিভাশালী লেখক জন্মিলেই লোকে তাহার রচনা অনুকরণ করিতে চেষ্টা পায়, এইরূপে সাহিত্যের ভাষার গতি একত্বের দিকে অগ্রসর হয়। প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভাষার কোনরূপ একতা থাকে না; প্রতিভা-শালী লেখক যে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই স্থানের কথিত ভাষাই লিখিত ভাষার আদর্শ হয়। এইরূপ ইংলণ্ডে চসারের ভাষা, ইটালীতে দান্তের ভাষা, জাতীয় ভাষা হইয়াছে। আমা-দের বাঙ্গালা ভাষার গদ্য সাহিতের পরিণতি দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে। প্রথমে রাজা রাম মোহন, পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়, পরে বঙ্কিম বাবু ভাষার রশ্মি ধরিয়া তাহাকে যে দিকে লইয়া গিয়াছেন, ভাষা সেই দিকে গিয়াছে। এখনও বঙ্কিমের ভাষাই চলিতেছে, তাঁহার ভাষারই অনুকরণ সর্ব্বত্র হইতেছে। পাঁড়ে মহাশয় পঞ্চাশ বৎসর পরে বিদ্যাসাগরের ভাষার অবোধ্যতার বা লোপের যে আশঙ্কা করিলেন, আমি দেখিতেছি তাহার কোন প্রতিকার নাই। তাহা হইবেই হইবে। ইংলণ্ডেও তাহা হইয়াছে। চসারের বা সেক্সপিয়রের ভাষার অভিধান ব্যাকরণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে; তাহা বুঝিতে ব্যাখ্যার আবশ্যক হয়।

ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা পাইলে বিদেশী ভাষা বুঝা দূরে থাক, বিভিন্ন প্রদেশীয় ভাষার একত্ব সাধন দূরে থাক, শিক্ষারই বিস্তার হইবে না। পাঁড়ে মহাশয়ও স্বীকার করিয়া-ছেন, সে কালে শিক্ষার বিস্তার ছিল না। শিক্ষার বিস্তারের জন্য রচনার ভাষা যত কথিত ভাষার নিকটবর্ত্তী হইবে, ততই সুফল ফলিবে। ভাষা অর্থে যদ্দ্বারা ভাষণ করা যায়, সুতরাং তাহা কথিত ভাষার নিকটবর্ত্তী হওয়াই উচিত। বুদ্ধদেব কথিত ভাষার নিকটবর্ত্তী হইবে বলিয়াই পালি ভাষায় উপদেশ গ্রন্থাদি নিবদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। আলোচনা কালে অনেকে সংস্কৃত ব্যাকরণের পক্ষপাত দেখাইয়া যে সকল সুবিধার কথা উল্লেখ করি-লেন, তাহার কোনটিই সংস্কৃতের প্রলেপময় ভাষা দ্বারা হইবার নহে. এসম্বন্ধে জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি যাহা বলেন, তাহার উল্লেখ করিতেছি। বাকল্ বলেন, জর্ম্মনিতে ইংলণ্ডের অপেক্ষা অনেক প্রতিভাবান্ জ্ঞানী সুলেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তবুও জর্ম্মনীতে ইংলণ্ডের ন্যায় শিক্ষার বিস্তার হয় নাই, তাহার কারণ এই যে জর্ম্মণের সাহিত্যের ভাষা জন সাধারণের ভাষার অনেক দূরে। আর ইংলণ্ডের সাহিত্যের ভাষা, যে ভাষা শিক্ষাবিস্তারের মিডিয়ম, তাহা সাধারণের ভাষার অতি নিকটবর্ত্তী।

ভাষার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তবে যে পরিবর্ত্তন যত সাধারণের বোধ্য হয়, ভাষার নিকটস্থ হয়, ততই ভাল। তাহাই বাঞ্ছনীয়।

তৎপরে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, হীরেন্দ্র বাবু যাহা বলিয়াছেন, প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ে তদতিরিক্ত বলিবার আর কিছুই নাই। নিঃশেষ করিয়া সকল কথার উত্তর

দিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতায় আজ অনেক বিষয় শিক্ষা হইল, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ব্যাকরণ প্রবন্ধ কিরূপ হইবে, এ সন্দেহ আমার ছিল, কৌতূহলী হইয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু এমন মনোজ্ঞ প্রবন্ধ শুনিব, তাহা কল্পনা করিতেও পারি নাই। ভাষা যে আমরা নিজে ইচ্ছা করিলে, গড়িতে পারি, ভাঙ্গিতে পারি, এরূপ নহে। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সহজে বুঝা যায়, কিন্তু কোথায় কোথায় কিরূপ পার্থক্য আছে, সেগুলি লক্ষ্য করাই এখন আবশ্যক। তবেই ইহার বর্ত্তমান আকৃতি জানা যাইবে, তবেই ব্যাকরণ গঠনের চেষ্টা হইতে পারিবে। আমারও মনে হয় যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃতমূলক হবে কেন? সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য বাঙ্গালায় বেশী বলিয়াই ভাষার গঠনাদিও সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে করিতে হইবে? বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি কাঠামো যে সম্পূর্ণ তফাত ইহা না বুঝিলে চলিবে কেন? তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ আলোচনা করা আবশ্যক, নতুবা আমরা ঠিক পথে চলিতে পারিব না। আমার আর বক্তব্য নাই; শাস্ত্রী মহাশয়কে আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ, মহাশয় বলিলেন, আমার একটা কথা বলিবার আছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা তিনি আরম্ভ করিয়া পরিষদের একটি উদ্দেশ্যসাধনের সূত্রপাত করিলেন। ব্যাকরণ শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ Etymology. শব্দের রহস্য জানা আবশ্যক, শব্দটি কোথা হইতে আসিতেছে জানিতে পারিলে আমরা আমাদের ভাষাটিকে চিনিতে পারিব, তখন আমাদের নিজের জাতি জানিতে পারিব। শাস্ত্রী মহাশয় অদ্য যে আলোচনা আরম্ভ করিলেন, আশা করি ইহা সবেগে চলুক। এই আলোচনার ঘর্ষণে কিঞ্চিৎ উত্তাপের উদ্ভব অনিবার্য্য; তবে আলোকের উদ্ভবও যথেষ্ট হইবে।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি এ, মহাশয় বলিলেন,—আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের ছাত্র; আমা দ্বারা প্রবন্ধের সমালোচনা হওয়া উচিত নহে, তবে এ সম্বন্ধে আমার মনে যে সকল তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়া আরও কিছু শিখিতে চাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণ যখন আবশ্যক হইয়াছে, তখন তাহা কিরূপ হইবে ইহাই বিচার্য্য। সকল কাজের আদর্শ আবশ্যক। বাঙ্গালা ব্যাকরণের আদর্শ কি হইবে? প্রথমতঃ বাঙ্গালা কোন একখানা পুস্তক লইয়া বিবেচনা করা উচিত, তাহাতে সংস্কৃত শব্দ ও অন্যান্য ভাষার শব্দ কি পরিমাণে আছে। যে ভাষার শব্দ সংখ্যা অধিক হইবে, ব্যাকরণ তদনুসারে গঠিত হইলে ক্ষতি কি? অদ্য আলোচনা করিয়া বিভিন্ন দিকে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহা ঠিক নহে। একটা সামঞ্জস্য আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষার এ অবস্থায় সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে স্বজন, কৃষক প্রভৃতি পদ অশুদ্ধ হইলেও আর তাহা ত্যাগ করা যায় না। একজন বলিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষা অল্পদিনের শিশু ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিলে ইহার স্ফূর্ত্তি নষ্ট হইয়া ইহার অঙ্গ হানি

হইবে। সত্য; কিন্তু শিশুর অভিভাবকের তাহার পদস্খলনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়, নতুবা তাহাতেও অঙ্গহানি সম্ভাবনা। একজন বলিয়াছেন, পূর্ব্বে ভাষার গতি সংক্ষিপ্ততার দিকে ছিল, এখন একটি শব্দ মনোভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এখনকার ভাষায় যে একেবারে সংক্ষিপ্ততার অভাব তাহা নহে। বিদেশীয় ভাষাতেও সন্ধি সমাসের অস্তিত্ব দেখা যায়। ইংরাজীর Pickpocket, Scarecrow প্রভৃতি শব্দ উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক পদকে এককরার জন্যই ভাষার সন্ধি সমাসের আবশ্যক হয়। যাঁহারা ব্যাকরণ দ্বারা ভাষার গতি প্রতিরোধ আশঙ্কা করিতেছেন, তাঁহারা ভাষার অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের কোন প্রকৃষ্ট উপায়ের কথা নির্দ্দেশ করিতেছেন না। অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার যে প্রার্থনীয় তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। যাঁহারা বৈদেশিক শব্দ লইয়া ভাষায় পুষ্টির পক্ষপাতী, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও বলেন যে, কালে বাঙ্গালা ভাষার বিদেশী শব্দের বা নূতন শব্দের এত প্রাদুর্ভাব হইবে যে সংস্কৃত শব্দগুলি টিম টিম করিতে থাকিবে। আমার মতে সংস্কৃত ধাতু প্রত্যয়ের যোগে আবশ্যক শব্দসমূহ রচনা করিয়া লইতে যে বিলম্ব, বিদেশীশব্দকে বাঙ্গালার অঙ্গীভূত করিয়া ব্যবহার করিতেও সেই পরিমাণ বিলম্বই হইবে, এরূপ স্থলে মূলভাষার সহিত নৈকট্য রাখা কি প্রার্থনীয় নহে। এরূপ হইলে ভাষায় একটা আদর্শ থাকিবে, নতুবা বৈদেশিক শব্দের প্রাচুর্য্যে এবং তাহাদের ব্যবহারের একটা সুসঙ্গত প্রণালী না থাকায় ভাষায় উচ্ছৃঙ্খলতাই বাড়িবে। অতএব বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে গড়িলে বিশেষ ক্ষতি কি হইবে?

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—এতক্ষণ যাঁহারা প্রবন্ধের আলোচনা করিলেন, তন্মধ্যে অনেকেই একটা বিষয়ে গোলমাল করিয়া তর্ক বিস্তার করিতেছেন। সকলেই অভিধান ও ব্যাকরণ এই দুটাকে একার্থ বোধক করিয়া আলোচা করিয়াছেন। তাহা নহে, ব্যাকরণের কার্য্য ও অভিধানের কার্য্য স্বতন্ত্র। এতদ্ভিন্ন যাহাকে ভাষার প্রকৃতি বা genius বলে, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার সেই genius বা মূল প্রকৃতি যে স্বতন্ত্র, তাহার দিকে কেহ লক্ষ্য করিতেছেন না। সকল ভাষাতে বিভিন্ন ভাষার শব্দ অল্পবিস্তর মিশ্রিত আছে, কিন্তু তাহাদের ব্যবহার, গঠন, ইত্যাদি তত্তৎ ভাষার নিজের প্রকৃতি অনুসারে হইয়া থাকে। আমরা সকলেই যে ভাষার আলোচনা করিলাম, এই ভাষার প্রকৃতি স্বতন্ত্র, ঠিক সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাদি দ্বারা এ ভাষার গঠন হওয়া অসম্ভব; অতএব যাঁহারা বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা এবিষয়টা স্মরণ রাখিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আমার বক্তব্য বড় বেশী নাই। শাস্ত্রী মহাশয় এ সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্যের আদর্শ। তাঁহার প্রতিবাদ করিতে যাওয়া স্পর্দ্ধা মাত্র। আজকার প্রবন্ধের আলোচনায় দেখা গেল, মত দ্বিবিধ হইয়াছে। সংস্কৃতানুসারে ব্যাকরণ আর বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতিগত ব্যাকরণ। উভয়ের সামঞ্জস্য

আবশ্যক। যে কোন ভাষার গতি পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যায়, ভাষা ব্যাকরণের অনুসারে গঠিত হয় না; গঠিত ভাষার নিয়মাদি নির্দ্ধারণ ব্যাকরণের কার্য্য। বলিবার কথা উভয়পক্ষেই বিস্তর আছে। মীমাংসাও অল্পে হইবে না। এবিষয়ের যে বিস্তৃত আলোচনা হয়, আর তাঁহা পরিষদেই হয়, ইহা ত্রিবেদী মহাশয়ের মত; আমারও মত বটে। আমার নিজের মনের ঝোঁক শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের সঙ্গেই মিলে। লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষার প্রভেদ যত কম থাকে, ততই ভাল। যা বলি তা বেশ বুঝি, কিন্তু তাহা লিখিয়া বুঝাইতে গেলে অভিধান ব্যাকরণের সাহায্য ভিন্ন হইবে না, ইহা একটু বিসদৃশ বোধ হয়। তবে ভাষার সৌন্দর্য্যসাধনের জন্য কিছু কিছু পার্থক্য কথিত ভাষার সঙ্গে থাকাও আবশ্যক। সে কতটা প্রয়োজন, তাহা সুলেখক ও সুকবি সহজেই বুঝেন। তাঁহাদের লেখায় তাহা প্রকাশ পায়। যাঁহারা বাঙ্গালা ব্যাকরণ আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহাদের বাঙ্গালা ভাষার প্রধান উপাদান সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাল করিয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ভাষার গতিও লক্ষ্য করা উচিত। বাঙ্গালা ভাষা এখন কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যিনি দেখাইয়া দিতে পারিবেন, তিনিই বাঙ্গালা ব্যাকরণের ঠিক পথপ্রদর্শক হইবেন। যাহা হউক, এ বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বড়ই উপকার করিলেন; তাঁহার নিকট আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ।

অবশেষে গ্রন্থ উপহার দাতাদিগকে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

গত ২৫ শ্রাবণ (১৩০৮), ১০ই আগষ্ট (১৯০১) শনিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
,, ধর্ম্ম পাল
কুমার ,, শরৎকুমার রায়, এম্ এ।
,, হেমেন্দ্রকুমার রায়।
,, শরদিন্দু নারায়ণ রায়, এম্ এ।
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ।
,, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি এল্।
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি এল্।
,, অনাথনাথ পালিত, এম্ এ।
,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ।
,, জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু।
" ব্রহ্ম-বান্ধব।
" মৃণালকান্তি ঘোষ।
ডাক্তার " রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
" ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" বাণীনাথ নন্দী।
" নগেন্দ্রনাথ বসু (ক)।
" নগেন্দ্রনাথ বসু (খ)।
" দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ।
" হারাণচন্দ্র রক্ষিত।
" শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি এ।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু।
" ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ।
" সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়।
" পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী।
" অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, বি, এ।
" করুণাকুমার সেন গুপ্ত।
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল।
(সম্পাদক)
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
(সহকারী সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—

১। কার্য্যবিবরণ-পাঠ। ২। সভ্যনির্ব্বাচন। ৩। পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধ। ৪। বিবিধ বিষয়।

পরিষদের সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে তাঁহার অনুমত্যনুসারে কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। পরে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার দীর্ঘ প্রবন্ধের মধ্যে মধ্যে কতকাংশ পড়িয়া শুনাইলেন এবং বলিলেন, এই প্রবন্ধ বিস্তৃত ভাবে পুস্তকাকারে শীঘ্রই ছাপা হইবে।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বিএল	১। শ্রীরামগোপাল ঘোষ সম্পাদক, করগ্রণী বান্ধব সমিতি, ডায়-মণ্ড হারবার, ১২নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট।
"	"	২। শ্রীচন্দ্রকমল লাহিড়ী মার-মোক্তার, কুচবিহার।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ	৩। শ্রীসারদাপ্রসাদ সরকার, সব ডিভিসন্যাল অফিসার, কাটোয়া।
	"	৪। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮৩নং পঞ্চাননতলা লেন, হাবড়া, ৭৮।২ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
"	"	৫। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দাস, ৭৮।২ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীঅনাথনাথ পালিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৬। শ্রীচারুচন্দ্র বসু, মসজীদবাড়ি ষ্ট্রীট।
শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৭। শ্রীঅক্ষয়কুমার মল্লিক, ১ নং বলরাম বসুর ২য় গলি, ভবানীপুর।
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	,,	৮। শ্রীসত্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ নং ডকটার্স লেন।
,,	,,	৯। সুরেন্দ্রনাথ কুমার ৩১ নং সুরীজ ট্যাঙ্ক লেন।
শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক	শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়	১০। শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী উকীল জজকোর্ট, পাবনা।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী	১১। শ্রীঅরুণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
শ্রীকুমার শরৎকুমার রায়	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথপাল চৌধুরী	১২। শ্রীতড়িৎভূষণ রায়, বিএ। কুমারটুলী।
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ	১৩। শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র, বি এ ৯১ নং রামকৃষ্ণপুর লেন।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী		১৪। শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী English clerk, Raj office. Nashipur

পরে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল মহাশয় ইংরাজিতে যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ এই :—প্রবন্ধ পাঠক সত্যেন্দ্রবাবু আমাকে হীনযান ও মহাযান শব্দের ব্যাখ্যা করিতে আহ্বান করিয়াছেন। এই দুটি শব্দ ভারতেই চলিত। আমি ভারত-ভ্রমণে আসিয়াই উহা শুনি। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধানগ্রন্থ প্রজ্ঞাপারমিতা। মহাযান সম্প্রদায়ে ছয় খানি পারমিতা আছে। সিংহলে দশখানি পারমিতা দেখিতে পাই। হিমালয়াদি স্থানবর্ত্তী দেশের বৌদ্ধগণ বুদ্ধবচনকে বুদ্ধ-ভাষিত বা সারদা-ভাষিত বলিয়া থাকেন, এতদ্ভিন্ন দেব-ভাষিত বা ঋষি-ভাষিত নামক কতকগুলি বুদ্ধ-বচনের অনুবাদ আছে। সিংহলে বুদ্ধ-ভাষিতগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। হিমালয়াদি স্থানবর্ত্তী বৌদ্ধগণ মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সিংহলাদি হীনযান ভুক্ত। সিংহলে বুদ্ধ-ভাষিতের প্রাধান্য, অথচ তাহাকেই হীনযান বলা হয়। আর উত্তরের দেবভাষিত বা ঋষিভাষিতকে অর্থাৎ বুদ্ধশিষ্যগণের অনুবাদাদিকে মহাযান বলা হয়। মধ্যম-যান ও একযান নামক ঈষৎ পার্থক্য-বিশিষ্ট মতও আছে। জাপান-ভ্রমণকারীরা সিংহলের মন্দিরাদি দেখিয়া কিন্তু মহাযানের কথাই বলেন। সত্যেন্দ্রবাবু "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" মন্ত্রের কথা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎসম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, ঐ মন্ত্র উত্তর-ভারতে দেবপূজায় ব্যবহৃত, সিংহলে উহা নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝিতে হইলে অভিধর্ম্মপিটক পাঠ করা উচিত, পালিভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক। বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পালি ব্যাকরণ লিখিতেছেন। আপনাদের ন্যায় কৃতবিদ্য বাঙ্গালীগণকে ধন্যবাদ যে, আপনারা বিশেষতঃ সত্যেন্দ্রবাবুর ন্যায় গণ্য-মান্য লোকের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনার আদর বাড়িতেছে।

তৎপরে সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—রাত্রি অনেক হইয়াছে, প্রবন্ধপাঠককে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহার প্রবন্ধের সমস্ত বিষয় ইংরাজী গ্রন্থরাশি হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে; কিন্তু একটী প্রবন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের এইরূপ একত্র সংগ্রহ বিশেষ উপকারী। বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে যে ব্যক্তি নূতন আলোচনা করিবে বা পড়িবে, তাহার বিশেষ সুবিধা হইবে। কারণ্ড-বূহ আজ ২৫।২৬ বৎসর হইল কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে, উহাতে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। ওঁ মণি পদ্মে হুঁ মন্ত্রের মণি রত্ন নয়, আর পদ্ম পদ্মফুল নয়। মণিভদ্রের নাম হইতে মণি এবং পদ্মপাণির নাম হইতে পদ্ম শব্দ লইয়া মন্ত্রটী গঠিত। মহাযান ও হীনযান শব্দের ব্যাখ্যা নেপালে এইরূপ—বুদ্ধ নিজ ধর্ম্মে বলেন, যাহারা তাঁহার সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই উদ্ধার হইবে; আর যাহারা তাঁহার নিজমুখে উপদেশ শুনিয়াছে সেই শ্রাবকেরা উদ্ধার হইবে, তবে সে এ জন্মে নহে, পরজন্মে হইবে। প্রত্যেক বুদ্ধ নিজে উদ্ধার হইবে, পরকে উদ্ধার করিতে পারিবে না।

পূর্ব্বে এই দুই যান ছিল। পরে কনিষ্কের কিছুদিন পরে মহাযানের উৎপত্তি। মহাযান অর্থে খুব বড় সওয়ারী—যাহাতে জগৎশুদ্ধ প্রাণী যাইতে পারে অর্থাৎ উদ্ধার হইতে পারে। কনিষ্কের ৫০ বৎসর পরে নাগার্জ্জুন। কারণ্ড-বূহে অবলোকিতেশ্বরকে বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করি-লেন, তিনি সকলকে কেমন করিয়া উদ্ধার করিবেন? তিনি বলিলেন, বৈষ্ণবকে বিষ্ণুরূপে, শৈবকে শিবরূপে, গণেশোপাসককে গণেশরূপে, সূর্য্যোপাসককে সূর্য্যরূপে ইত্যাদি। অবলোকিতেশ্বরের নির্ব্বাণকালে জগতের জীবজন্তু সকল প্রার্থনা করিল, করুণাধার, আমা-দের কি হইবে? তাহাতে তিনি বলিলেন, জগতের একটী প্রাণীও নির্ব্বাণ অপ্রাপ্ত থাকিতে আমি নির্ব্বাণ লইব না। ইহাই মহাযানের বিস্তৃত ও উদার ভাব। ২০০,৩০০ বৎসরের মধ্যে মন্ত্রযানের উৎপত্তি। সেই সময়ে ওঁ মণি পদ্মে হুঁ প্রভৃতি মন্ত্রের উৎপত্তি। অশ্লীলতার ভাব এই সময়ে বিস্তৃত হয়। তৎপরে বজ্রযানের উৎপত্তি। দৈত্যাদির ভয়ে বৌদ্ধেরা আত্মরক্ষার জন্য বজ্র ব্যবহার করিতেন এবং মন্ত্রাদি সাধন করিতেন। ১০ম শতাব্দীতে কালচক্রযান। ইহার ৩০।৪০ পাতা টীকার এক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। টীকা বড় কঠিন। শ্রাবকযান ও প্রত্যেকযানকে হীনযান বলে। হীনযান বলিয়া কোন sect ছিল না। মহাযানীরা শ্রাবকযান ও প্রত্যেক বুদ্ধযানকে হীনযান বলিয়া অবজ্ঞা করিত। অপর সমস্ত মহাযান।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহা-দুরের পদত্যাগ উপলক্ষে প্রস্তাব করেন, "রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর এতদিন পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির ধনরক্ষকের কার্য্য যেরূপ যত্ন সহকারে নির্ব্বাহ করিয়াছেন,

তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলেন এবং এই জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।"

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ও গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি.

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন।

গত ২৩শে ভাদ্র (১৩০৮), ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯০১), রবিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গোদাবরী জেলার ইল্লোড়নিবাসী শতাবধানী পণ্ডিত ব্রহ্মশ্রী বেমুরী শ্রীরাম শাস্ত্রী বিদ্বত্তিলক মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত এবং তাঁহার যুগপৎ বহুবিষয়ে অবধান অর্থাৎ মনোযোগ-কৌশল দর্শন করিবার জন্য এই অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে বহুসংখ্যক বিদ্বজ্জনের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি নাম উল্লিখিত হইল,—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(সভাপতি)
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার এম্ এ।
" " কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি।
" " চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ।
" " রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন।
" " শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
" " দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।
" " প্রমথনাথ তর্কভূষণ।
" " মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন।
কুমার " শরৎকুমার রায়. এম্ এ।
" " হেমেন্দ্রকুমার রায়।
Mr. R. D. Mehta, C. I. E.

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন।
" বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন।
" প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
" করুণাকুমার সেন গুপ্ত।
" শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম্ এ।
" সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী।
" চন্দ্রনাথ বসু, এম্ এ বি এল।
" কিশোরীলাল গোস্বামী, এম্, এ, বি, এল।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম,এ, বি,এল।
" শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস, বি এল
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল।
" শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল।
জগদীশচন্দ্র বসু বি, এল।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি, এল।
" চন্দ্রশেখর কালী, এল, এম,এস্।
" রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর
এম্ বি, এফ্. সি, এস্।
" সরসীলাল সরকার,
এল., এম্., এস্।
" রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
" দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ।
" অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, বি এ
" কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি এ।
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি এ।
" পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, বি এ।
" ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ।
" পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী, এম্ এ।
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি।
" অনঙ্গমোহন পাল।
" নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" বিশ্বম্ভর মিত্র।

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র রায়
" গৌরহরি সেন।
" বসন্তকুমার বসু।
" দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।
" লাডলীমোহন ঘোষ।
" ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।
" কিরণচন্দ্র দত্ত।
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
" পূর্ণচন্দ্র দত্ত।
" নগেন্দ্রনাথ বসু।
" বাণীনাথ নন্দী।
" কালীনারায়ণ সান্যাল।
" যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
" দুর্গাদাস লাহিড়ী।
" বীরেশ্বর পাঁড়ে।
" অক্ষয়কুমার বড়াল।
" রমেশচন্দ্র বসু।
" নরেন্দ্রনাথ সেন।
মুন্সী আবদুর রহিম।

কার্য্যারম্ভের বহু পূর্ব্বেই সভাগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৫॥০ ঘটিকার সময় শ্রীরাম শাস্ত্রী সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সভায় উপস্থিত হন।

সভাপতি মহাশয় কার্যারম্ভ করিয়া শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শাস্ত্রী মহাশয়ের সংক্ষেপে পরিচয়াদি বলিয়া দিয়া সভাস্থ পণ্ডিতবর্গকে প্রশ্ন করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শাস্ত্রী মহাশয় পরিচয়াস্তে উদাত্তস্বরে স্বরচিত শ্লোকে গুরু-বন্দনা ও বাগ দেবীর স্তোত্র-পাঠ করিলেন,—

তাঁহার গুরু-বন্দনার শ্লোক (অনুষ্টুভ্),—

গুরুং গুরুকৃপাপূর্ণং সুব্রহ্মণ্য সুধীমণিম্।
সুশ্লোকসম্পদে বন্দে শ্রীমতামগ্রতো দ্রুতম্॥

তাঁহার ভারতী-বন্দনার শ্লোক (আর্য্যা),—

সদসীহ কুতোঽবদামিতি,
যা চিন্তাহং শতাবধানীতি।
কৃপয়া মাতর্ভারতি,
সংহর সংহর সমূলমধুনা তাম্॥

অতঃপর সংক্ষিপ্ত ভাবে মঙ্গলাচরণ করিয়া তিনি পণ্ডিতগণের প্রশ্নের উত্তরদানে প্রস্তুত হইলেন। মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় মধ্যস্থ হইলেন।

ক্রমে শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শাস্ত্রী মহাশয়কে যুগপৎ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হয়,—

১ম। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—

"স্রগ্ধরয়া বৃত্তেন ভবতা কলিকাতানগরী বর্ণনীয়া"—

অর্থাৎ স্রগ্ধরাছন্দে আপনি কলিকাতা নগরীর বর্ণনা করুন।

২য়। মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় একটী ইংরাজী বাক্যের শব্দগুলির ক্রম বিপর্য্যস্ত করিয়া মধ্যে মধ্যে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শতাবধানী পণ্ডিত যথাক্রমে ঐ সম্পূর্ণ বাক্যটি আবৃত্তি করিবেন।

৩য়। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় ৩য় প্রশ্ন করিলেন,—

"উপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থায়াশ্চ বিমর্শঃ"—ইত্যস্য কোঽর্থঃ উপলব্ধ ব্যবস্থায়াঃ অনুপলব্ধ ব্যবস্থায়াশ্চ সংশয়কারণত্বে কা যুক্তিঃ;

অনয়ো সংশয়কারণত্বং কস্য সম্মতং কস্য বা ন?

৪র্থ। পণ্ডিত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি মহাশয় শতাবধানী শাস্ত্রী মহাশয়ের অভ্যর্থনার্থ স্বয়ং একটী কবিতা রচনা করেন। তাহার চারিটি চরণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চারিবারে পাঠ করিলেন। শতাবধানী পণ্ডিতকে শেষে সেই শ্লোকটি সম্পূর্ণ আবৃত্তি করিতে হইবে।

৫ম। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল মহাশয় একটি বাঙ্গালা কবিতার আটটি কথা আটবারে উচ্চারণ করিলেন। শতাবধানী পণ্ডিতকে শেষে তাহা সম্পূর্ণ বলিতে হইবে।

৬ষ্ঠ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল মহাশয় মালিনীছন্দে একটি পার্ব্বতী-বর্ণনাত্মক শ্লোক রচনা করিতে বলিলেন, উহার চারি চরণে "শ্রীস্তে সাম্বাং" এই চারিটি পদ সংযুক্ত থাকিবে।

৭ম। পণ্ডিত দুর্গাচরণ বেদান্ত-সাংখ্যতীর্থ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—"পঞ্চচামরছন্দসা শৈশবং বর্ণনীয়ম্"— অর্থাৎ পঞ্চচামরছন্দে শৈশব বর্ণন করুন।

৮ম। মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—"তোটকছন্দসা—সাগর সঙ্গমো বর্ণনীয়ঃ"—অর্থাৎ তোটকছন্দে সাগর সঙ্গম বর্ণনা করুন।

৯ম। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় সমস্যা পূরণার্থ একটি কবিতার এক চরণ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় সেই চরণ শুনাইয়া দিলেন, —"ধত্তেঽধিকং গৌরবম্"। শতাবধানীকে এই বাক্যাংশ অবলম্বনে এরূপ একটী শ্লোক রচনা করিতে হইবে—যাহার শেষ চরণে এই বাক্যাংশ থাকিবে।

১০ম। রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর এতক্ষণ বসিয়া একটি ছোট পেটা ঘড়ি মধ্যে মধ্যে বাজাইতেছিলেন। কোনবারে ৩, কোনবারে ৫, কোনবারে ২ ঘা দিতে ছিলেন। মাননীয়

মেটা মহোদয় তাহার হিসাব গোপনে রাখিতে ছিলেন। শতাবধানী মহাশয়ের মনোযোগ পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নোত্তর সকলের গোলোযোগের মধ্যেও এই ঘণ্টানাদের দিকে ছিল। এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য, সর্ব্বশেষে পণ্ডিত বলিবেন, সর্ব্বশুদ্ধ কতবার ঘণ্টা বাজিয়াছে এবং প্রথম হইতে কোন্‌বারে কত ঘা শব্দ হইয়াছে।

১১শ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন পণ্ডিতের গণনাশক্তি পরীক্ষার জন্য জিজ্ঞাসা করিলে ১৮৯৭ সনের ১২ই জুন কি বার ছিল?

১২শ। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ইতিমধ্যে শতাবধানী শাস্ত্রী মহাশয়কে অবধান হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য কতকগুলি ফটোগ্রাফ আনিয়া উপস্থিত করিলেন এবং পর্য্যায়ক্রমে তাহার এক এক খানি দেখাইয়া তাহাদের নামমাত্র শুনাইয়া যাইতে লাগিলেন। এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য, শতাবধানী শেষে পর্য্যায়ক্রমে সকল ছবির নাম উল্লেখ করিবেন।

শতাবধানী শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপে সমস্ত প্রশ্ন একবারে উপর্য্যুপরি শুনিয়া লইয়া উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত হাস্যপরিহাস করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা ৬টার সময় হইতে প্রকৃত কার্য্যারম্ভ হয়, তাহার পর কিঞ্চিদধিক দুই ঘণ্টা পরে শতাবধানী পণ্ডিত মহাশয় সমুদায় প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করেন। প্রায় ৮৷০টা পর্য্যন্ত প্রশ্ন শ্রবণ কথোপকথন ও রহস্যালাপে কাটিয়া গিয়াছিল।

প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর সভাস্থলে শতাবধানী মহাশয় যেরূপ দিয়াছিলেন, নিম্নে তাহাই লিখিত হইল এবং শ্লোকগুলি ছাপা হইবে শুনিয়া শতাবধানী মহাশয় পরদিন কোন কোন শ্লোকে কিছু কিছু সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া যান, তাহা পাদ-টীকায় সন্নিবিষ্ট হইল।

প্রশ্নগুলিও যেমন যুগপৎ শুনান হইয়াছিল, তেমনি শাস্ত্রীজীও এক এক করিয়া অবিরামে এক এক জনের প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাইতে লাগিলেন।

১ম প্রশ্নের উত্তরে স্রগ্ধরাছন্দে নিম্নলিখিতরূপ কলিকাতা বর্ণনা করিলেন,—

হর্ম্ম্যৈ সৌধৈশ্চ কৈশ্চিদ্ ধনিনৃপমণিভিঃ শোভমানা নিতান্তম্,
বীথ্যাং বীথ্যাঞ্চ চিত্রৈ র্বিবিধপদভরৈরাপণৈরেধমানা।
নানাবিদ্যাতিহৃদ্যা নিখিলমতজনাশ্চোন্যকৃত্যোজ্জ্বলেয়ম্,
প্রায়ঃ সর্ব্বত্র কৃত্যা প্রতিদিনমপি সা কালিকাতাস্তি দৃষ্টা॥*

২য় প্রশ্নের উত্তর,—ইংরাজী যে আটটি শব্দ বিভিন্ন সময়ে একটি একটি করিয়া উচ্চারিত হইয়াছিল, আশ্চর্য্যের বিষয়, শতাবধানী শাস্ত্রীমহাশয় ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ হইয়াও

---

* হর্ম্ম্যৈঃ সৌধৈশ্চ কৈশ্চিজ্জনমণি-তুলিতৈর্বস্তুভিঃ শোভমানৈঃ,
বীথ্যাং বীথ্যাং বিচিত্রৈর্বিবিধ পদভরৈরাপণৈরেধমানা।
নানাবৈশদ্যহৃদ্যা নিখিলমতজনান্যোন্যচর্যোজ্জ্বলৈষা,
প্রায়ঃ সর্ব্বত্র কৃত্যাদভিরুচিহি পুরী কালিকাতাস্তি দৃষ্টা।

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি-প্রভাবে যথাক্রমে শব্দ কয়টী আবৃত্তি করিলেন। কথা কয়টি এই :—

Is there a man with soul so dead.

৩য় প্রশ্নের উত্তর, প্রশ্নটী প্রাচীন-ন্যায় গৌতম-সূত্রের পূর্ব্বপক্ষ। পূর্ব্বোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, এরূপ স্থলে প্রশ্নের বিচার উদ্দেশ্য নহে। আমার মনঃসংযোগ নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে যে সময়ে আমি উত্তর দিতে আরম্ভ করি, সে সময় আমাকে এরূপ প্রশ্ন করিলে বাধ্য হইয়া আমাকে ইহার ব্যাথ্যার্থ বিষয়ান্তর গ্রহণ করিতে হইত, আর তাহা হইলেই পূর্ব্বশ্রুত বিষয় হইতে আমার মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট হইত এবং তাহা হইলেই আমার উত্তর রচনায় বিশেষ বাধা ঘটাইতে পারিতেন।

৪র্থ প্রশ্নের উত্তর,—তর্কনিধি মহাশয় যে কবিতাটির চারি চরণ বিভিন্ন সময়ে পাঠ করিয়া শতাবধানী মহাশয়কে অভ্যর্থনা করেন, শতাবধানী পণ্ডিত অবশেষে তাহা অবিকল আবৃত্তি করিলেন। শ্লোকটি এই :—

অহো মহান্তো বহুদূরদেশতঃ
গীর্ব্বাণবাণীধৃতধর্ম্মজীবনান্।
আস্বাদ্য পূজ্যান্বয়জানিহাগতান্
ধন্যাঃ কিল স্মঃ কুশলাংশ্চ সংস্কৃতে॥

৫ম প্রশ্নের উত্তর,—যতীন্দ্র বাবুর কথিত বাঙ্গালা কবিতার চরণটির শব্দগুলি পর্য্যায়ক্রমে আবৃত্তি কালে শতাবধানী প্রথম সাতটি শব্দ সহজেই পুনরাবৃত্তি করিলেন। শেষের একটি শব্দ শীঘ্র স্মরণ না হওয়ায় বিলম্বে স্মরণ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু সভ্যবৃন্দ আর অপেক্ষা না করায়, তাহা বলিবার অবসর পাইলেন না। কবিতার চরণটি এই,—

"বাণীর কৃপা শেষের অশেষ দেহ দেহ এ দাসেরে।" "দাসেরে" কথাটি বলিবার অবসর পান নাই।

৬ষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর,—"শ্রীস্তে সাস্তাং" এই চারিটি শব্দযুক্ত মালিনীছন্দে গৌরী-বর্ণনাত্মক যে শ্লোকটি শতাবধানী পণ্ডিত রচনা করেন, নিম্নে তাহা লিখিত হইল,—

গিরিপতিবনিতা "শ্রীঃ"পুণ্যবাচো দদাতু
প্রচুরগণনয়া "তে" কীর্ত্তিপূর্ত্ত্যাদ্যরীতিঃ।
নিখিল জগতি "সা" মে সানুকম্পেক্ষণেয়ং
সরসসদসি যা "স্তাং" শঙ্করেণাপি ভোগ্যা॥*

গিরিপতিবনিতা "শ্রীঃ" পুণ্যবাচাং বিলাসান্
বিতরতু সততং "তে" কীর্ত্তিপূর্ত্তোচ্চরীতীন্।
সকল ভুবি চ মে "সা" সানুকম্পেক্ষণৈষম্
সমরসপথমা"স্তাং" শঙ্করেণাপিভোগ্যা।

৭ম প্রশ্নের উত্তর,—পঞ্চচামরছন্দে শৈশব-বর্ণনা করিয়া শতাবধানী নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিলেন :—

কচিৎ কচিৎ প্রবুধ্য সৎ কচিৎ কচিৎ প্রবুধ্য সৎ
কার্য্য জাতকে বিলোকি লোকসন্ততে * * *।
সমস্তবেদ্য সঙ্গতিম্বতীব শক্তিশূন্যকং
ক্রমাদ্বিশেষগৌরবন্তু সঙ্গতিঃ সুদৃষ্টিমৎ ॥*

৮ম প্রশ্নের উত্তর,—শতাবধানী মহাশয়ের রচিত তোটকছন্দে সাগরসঙ্গম-বর্ণন শ্লোক,—

ইহ সাগর সঙ্গম আস্ত ইতি, প্রথিতঃ খলু সর্ব্বজনৈরধিকম্।
পুনরীক্ষণপাত্রমপীহ ভবন্নিতি ভূরি ময়াখিত এব ভবেৎ ॥†

৯ম প্রশ্নের উত্তর,—"ধত্তেঽধিকং গৌরবম্" এই শ্লোকাংশ অবলম্বনে শতাবধানী পণ্ডিত যে শ্লোক রচনা করিয়া কৃষ্ণকমল বাবুর সমস্যা পূর্ণ করিলেন, তাহা এই :—

দেশে হন্যত্র তু বা স্বকীয়জনবদ্দেশেঽপিবা কেবলং
সর্ব্বেষামপিতোষদানকরণৈ র্বিদ্যাবিশেষৈঃ ক্রমাৎ।
যাস্তল্লোকগণস্তু কীর্ত্তিরতুলা পূর্ব্বার্জ্জিতা পুণ্যতঃ
দৃষ্ট্বা স্নেহবশাদপীহ মহতাং ধত্তেঽধিকং গৌরবম্ ॥‡

১০ম প্রশ্নের উত্তর—ঘণ্টাবাদনের সংখ্যা নির্দ্দেশ। এ বিষয়েও শতাবধানী পণ্ডিত অতি আশ্চর্য্যরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন। তিনি বলিলেন মোট দ্বাদশবারে ৩৭টি শব্দ হইয়াছে;—১মবারে ৩ঘা, পরে ২, পরে ৩, পরে ৫, পরে ১, পরে ৩, পরে ২, পরে ৪, পরে ৫, পরে ২, পরে ৪, পরে ৩, এই বারোবারে ৩৭ ঘা বাজিয়াছে। মেটা সাহেবের লিখিত তালিকার সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের উত্তর ঠিক মিলিল।

১১শ প্রশ্নের উত্তর,—দীনেশ বাবুর তারিখের প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন :—"১৮৯৭ সালের ১২ জুন" শুক্রবার ছিল; কিন্তু প্রশ্ন কর্ত্তা ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বলেন, উহা ভীষণ ভূমিকম্পের দিন; ঐ দিন শুক্রবার নহে, শনিবার।

---

* সদা চকাস্তি শৈশবং কচিৎ কচিৎ প্রবুদ্ধা সৎ-
প্রবৃদ্ধি ভূরি কার্য্যতো বিনোদদক্ষ পশ্যতাম্।
সমস্তবেদ্য সঙ্গতিম্বতীবশক্তিহৈনাবৎ
ক্রমাদ্বিশেষদৃষ্টিলোকসঙ্গতেশ্চ কীর্ত্তিমৎ ॥

† ইহ সাগরসঙ্গম আস্ত ইতি
প্রথিতঃ খলু সর্ব্বফলোন্নততা।
গণিতো ভুবি পূর্ব্ববুধৈশ্চ ভবন্
বহু যস্তু ময়ার্থিত আখণ্ডবৎ॥

‡ দেশোহন্যত্র তু বা স্বকীয়জনবৃন্দশেহপি বা কেবলং
সর্ব্বেষামপি তোষদানকরণৈর্বিদ্যাবিশেষৈঃ সমম্।
যাস্তল্লোকগণস্ত কীর্ত্তিরণুকা পূর্ব্বার্জ্জিতা পুণ্যতো
দৃষ্টৈঃ স্নেহবশাদপীতি মহতাং ধত্তেঽধিকং গৌরবম্॥

১২শ প্রশ্নের উত্তর—অতঃপর শাস্ত্রীমহাশয় ব্যোমকেশবাবুর প্রদর্শিত ফটোগ্রাফগুলির নাম যে পর্য্যায়ে দেখান হইয়াছিল, সেই পর্য্যায়ে বলিয়া গেলেন—১ম Captain Mile Banke, ২য় Count Waldersee, ৩য় A. O. Hume, ৪র্থ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ ও ৫ম নবাব মীরজাফর।

রাত্রি অধিক হওয়ায় সভ্যবৃন্দের অনেকেই সভার কার্য্য শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং অনেকেই শেষের বিস্ময়রস-সম্বলিত আনন্দটুকু উপভোগ করিতে পারেন নাই। মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ প্রভৃতি সকলের সহিত শতাবধানী পণ্ডিতের কথোপকথন আদ্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় হইয়াছিল।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিশেষ কার্য্যে সভাভঙ্গের পূর্ব্বে চলিয়া যাওয়ায় মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় সভাপতি হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি এবং সভাস্থ সকলেই শতাবধানী পণ্ডিত শ্রীরামশাস্ত্রীর অদ্ভুত স্মরণশক্তি, কবিতা-রচনাশক্তি ও গণনাশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। সভাগৃহে পঞ্চশতাধিক লোক, সাধারণের কোলাহল, অথচ বারটি পৃথক্ বিষয়ের প্রতি যুগপৎ অবধান!—ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার! মহা গোলমালের মধ্যে দশজনে দশদিক হইতে দশরকমের প্রশ্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে করিতেছেন, সেগুলি মনে রাখা, মাঝে মাঝে কতবার ঘণ্টার শব্দ হইল তাহা স্মরণ রাখা, বহুসংখ্যক অজ্ঞাত লোকের ফটোগ্রাফ একবার মাত্র দেখিয়া নাম মনে রাখা, অজ্ঞাত ভাষায় মাঝে মাঝে যে সকল শব্দ উচ্চারিত হইতেছে, তৎপ্রতি মনোযোগ বিধান করা এবং সমুদয় প্রশ্নের শেষে অবিরাম ভাবে যথাক্রমে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অতি বিস্ময়কর ব্যাপার।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য্য এবং বিস্ময়কর ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইলেন। এই সময়ে অনেকেই শতাবধানী পণ্ডিতকে একটী গান শুনাইতে অনুরোধ করিলে তিনি প্রীতিপূর্ব্বক কল্যাণরাগে একটী কীর্ত্তনের সশীর্ষ একটি পদ গান করিলেন। অবশেষে শতাবধানী পণ্ডিত ও উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী, মহামহোপাধ্যায়গণকে এবং সভ্যমণ্ডলীকে তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন।

গত ১২ আশ্বিন (১৩০৮), ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯০১) শনিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় পরিষদের ৫ম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্. এ (সহকারী সভাপতি)
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
„ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বি এল্।
„ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল্।
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ।
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী, এম্ এ।
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ।
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ।
„ প্রমথনাথ তর্কভূষণ।
„ রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
„ শিবভজন ত্রিবেদী।
„ মাখনলাল দীক্ষিত।
„ শ্রীরাম শাস্ত্রী।
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ।
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি এল্।
„ দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ।
„ রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু।
„ প্রমথনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বারিষ্টার

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, এম্ এ।
„ বামনচন্দ্র দাস এম্, এ।
„ অক্ষয়কুমার বড়াল।
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ রমেশচন্দ্র বসু।
„ শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম্ এ।
„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ।
„ কিরণচন্দ্র দত্ত।
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ সতীশচন্দ্র সমাজপতি।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু।
„ বিনোদবিহারী বসু, বি এ।
„ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
রায় „ চুণিলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি, সি এস্।
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।
„ বসন্তকুমার বসু।
„ জগবন্ধু মোদক।
„ বীরেশ্বর গোস্বামী।
„ কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
„ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি এল (সম্পাদক)
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি এ }
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } (সহকারী সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল, (১) গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন (৩) আবৃত্তি (ক) শ্রীযুক্ত মাখনলাল দীক্ষিত কর্ত্তৃক সংস্কৃতে মদন ভস্ম এবং (খ) শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক তাঁহার স্বরচিত "খাঁ জাহান" নামক নাটকের অংশ বিশেষ। (৪) প্রবন্ধ পাঠ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাঙ্গালা

কৃৎ ও তদ্ধিত বিষয়ক প্রবন্ধ (খ) তমোলুকের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "তমোলুকের প্রাচীন ইতিহাস" (৫) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে সভার কার্য্যারম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা অনুমোদিত ও গৃহীত হইল। পরে নিম্নলিখিত সভাগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ সাহা, বি এল, আলিপুরের উকীল।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী	" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	২। " হরগোপাল দাস কুণ্ড, মাড়োয়ারী পটী, মাহিগঞ্জ
" "	" "	৩। " হেমেন্দ্রমোহন বসু, ৬৭।১নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
" "	" "	৪। " হরিভূষণ মুখোপাধ্যায় ১০নং শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল,	" ব্যোমকেশ মুস্তফী	৫। " সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (ব্যারিষ্টার) ৩৪নং বীডন ষ্ট্রীট।
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ	" "	৬। " বনমালী চক্রবর্ত্তী এম্ এ অধ্যাপক বঙ্গবাসী কলেজ।
" "	" "	৭। " যোগেশচন্দ্র শাস্ত্রী, সাংখ্যরত্ন বেদান্ততীর্থ, ৭৪।১ হ্যারিসন রোড।
" মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম্ এ	" "	৮। " সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী জমীদার গশিবাড়ী, ১৬০নং বহুবাজার।
" "	" "	৯। " নরেন্দ্রচন্দ্র সেন, ১৬০নং বহু-বাজার ষ্ট্রীট।
" কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ	১০। " কুমার রজনীকান্ত রায়, বি এ চৌগা ১১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
" পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্ এ,	" "	১১। " তারকদাস আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ,	" শরদিন্দুনারায়ণ রায়	১২। " সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এল এল ডি. উকীল, এলাহাবাদ হাইকোর্ট।
" অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	" ব্যোমকেশ মুস্তফী	১৩। " যোগেশচন্দ্র ঘোষ, ১৩৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মস্তফী	১৪। শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব, বোপুর।
,, কিরণচন্দ্র দত্ত	,, ,,	১৫। ,, শ্রীধর বসু, ১।১নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট।
,,	,, ,,	১৬। ,, মুরলীধর রায়, ১৬নং বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট।

তৎপরে মাখন বাবু ও ক্ষীরোদ বাবু স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বিষয় আবৃত্তি করিলেন। সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে মান্দ্রাজী পণ্ডিত শ্রীশ্রীরাম শাস্ত্রী মহাশয় মদনভস্ম ও রতিবিলাপ আবৃত্তি করিলেন এবং একটি সুমধুর স্তোত্র শুনাইয়া দিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু তাঁহার দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে ইন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন, আমার সাহিত্য পরিষদে আজ এই প্রথম আসা ঘট্‌লো, আমি ইচ্ছা করেই দূরে থাক্‌তেম। সাহিত্যপরিষৎ ব্যাকরণ নিয়ে নাড়াচাড়া কচ্ছেন অনেক দিন। মধ্যে একবার একটা ব্যাকরণ সমিতি হয়েছিলো, তাতে আমাকে সভ্য নিযুক্ত করা হয়। আমায় কিজন্য যে সে সমিতিতে নেওয়া হয়েছিলো, তা আমি বুঝতে পার্‌লেম না; আমি ব্যাকরণের কিছুই জানি না। অনেক দিন এ সমস্যার মীমাংসা পাইনি, শেষে ব্যাকরণ সমিতির যখন রিপোর্ট দেখ্‌লেম, আমার মত যাঁরা কোন ব্যাকরণই জানেন না, তাঁহাদেরই অনেকে সভ্য হয়েছেন, তখন বিশ্বাস পরিত্যাগ করে বাঁচলেম। যাই হোক, আজ এখানে এসে ভেবেছিলেম, কোন কথা না বোলেই শুধু শুনে চলে যাব, কিন্তু আপনাদের অনুরোধে তা হোলো না। কিন্তু কি বোল্‌বো, আমার স্মরণশক্তি বড় অনুকূল নয়। এতক্ষণ যা শুনেছি, তার অনেক কথাই স্মরণ নাই, সেজন্য সময়ে সময়ে আমায় বড় নাকানি চোবানি খেতে হয়। যাই হোক, এখন কথাটা এই যে, শাস্ত্রী মহাশয় ঠিকই বোলেছেন, বাঙ্গালা ভাষাটা যে কি পদার্থ, তা এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। রবীন্দ্র বাবুর এ প্রবন্ধও তদনুযায়ী হোয়েছে। তিনি পুরাতন পরিভাষা ছেড়ে দিয়ে দু একটা নূতন পরিভাষা কোরে নিয়েছেন, নিজস্ত শব্দ ত্যাগ কোরে নৈমিত্তিক শব্দ গ্রহণ করেছেন। প্রত্যয় স্থির করতে গিয়ে অন্তোস্থিত স্বর বা ব্যঞ্জন দৃষ্টে একটা কিছু স্থির করে নিয়েছেন। উদাহরণ আমি ঠিক স্মরণ করে বল্‌তে পার্‌বনা। আর একটা কথা বলি, রবীন্দ্র বাবু হয়ত এ রকম বলেন নাই, যেমন কতকগুলা শব্দের শেষে "রি" আছে দেখে রবীন্দ্র বাবু স্থির কোর্‌লেন যে এই "রি" টা তদ্ধিত প্রত্যয়; অমনি সেই ধরণের কতকগুলি শব্দ সংগ্রহ কোরে উদাহরণ দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সেই ফর্দ্দের ভিতর হয়ত "মাষ্টারী" কথাটাও পোড়্‌লো। এখন "মাষ্টা" শব্দের উত্তর "রি" প্রত্যয় কোরে যে মাষ্টারী কথাটা হয়নি, তা সকলেই বুঝিতে পারেন। রবীন্দ্রবাবুর "রি" প্রত্যয়ের উদাহরণের ফর্দ্দে হয়ত মাষ্টারী কথাটা নাই, কিন্তু মস্ত প্রত্যয়ের উদাহরণে বুদ্ধিমন্তের পাশে "আক্কেলমস্তকে" বসিয়েছেন। আরও বিচার করে বোলেছেন আক্কেলমস্ত হয়, কিন্তু চালাকীমস্ত হয় না কেন? ফারসী ব্যাকরণে একটু আক্কেল থাক্‌লে জানা যেতো যে, ফারসী "আক্কেল মন্দ" শব্দটা বাঙ্গালীর উচ্চারণে ঐ রকম হয়ে

পোড়েছে, আর ফারসীতে "চালাকীমন্দ" হয় না, তাই চালাকীমস্ত বাঙ্গালীরা পায়নি। কাজেই বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌তে গেলে সংস্কৃত, পারসী, হিন্দি, উর্দ্দু, ইংরাজী সবরকম ভাষার ব্যাকরণে ভাল রকম দৃষ্টি থাকা আবশ্যক; তার উপর নানা স্থানের গ্রাম্য ভাষা, স্বর বিপর্য্যয় জানা আবশ্যক। বাঙ্গালী বল্‌তে যাদের বুঝায়, তাদের সকলের উচ্চারণ একরূপ নয়। পাঞ্চভৌতিক অত্যাচার বড় বেশী; সকলে সকল স্থানের কথা উচ্চারণ করিতে চায়, কিন্তু পারে না, তাদের বাক্‌যন্ত্র তা উচ্চারণ কর্‌তে সমর্থ নয়। তার উপর আমাদের বর্ণমালা নাই। বাঙ্গালা ব'লে যে বর্ণমালা আমরা ব্যবহার করি, তা সংস্কৃত, তাতে বাঙ্গালা ভাষার সকল কথার উচ্চারণ লেখা যায় না। আমাদের "অ" কাছে "আ" আছে; কিন্তু "অ্যা" নাই, "ও" আছে "ঔ" আছে "ওয়া" নেই, লিখি "এখন" বলি "য়্যাখন"। হ্রস্ব আকার নেই, সেজন্য বড়ই কষ্ট পেতে হয়। জপ, তপ, বল, শব্দের প্রত্যেকের প্রত্যেক বর্ণ চাই অকারান্ত; কিন্তু উচ্চারণে দুটা বর্ণের অকার একরূপ নয়, শেষেরটা অর্দ্ধ "অ" কার, ঠিক হসন্ত অর্থাৎ অকার হীন নহে অথচ প্রভেদ নাই। হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ বুঝ্‌তে পারে না, ও যেন বোসেদের বাড়ীর "রামা" আর ঘোষেদের বাড়ীর "রামা"। রবীন্দ্র বাবু একটি কথা বেশ ব্যবহার কোরেছেন, একমাত্রিক ধাতু মাত্রা দ্বারা একটা মাপ পাওয়া যায়; কিন্তু একমাত্রিকের ন্যায় দ্বিমাত্রিক শব্দ ব্যবহার করেন নি। রবীন্দ্র বাবু যা এক রকমে ভাষার মাত্রা স্থির করে দিতে পারেন, তো মন্দ হয় না। তবে কি জানেন, আমরা জাতটে মাত্রাহীন বা অতিমাত্র। রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ শুনে, আর আমি নিজে নাড়াচাড়া কোরে যতটা বুঝ্‌লাম, তাতে দেখ্‌ছি, বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কারের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ব্যাকরণ ভাববার সময়ই এখনও হয়নি, তা করা তো দূরের কথা। আমার বোধ হয়, ব্যাকরণের চেষ্টা রেখে দিয়ে এখন পরিষৎ শব্দ সংগ্রহ করুন। আর আমি আপনাদের বিরক্ত করব না। যাই হোক, রবীন্দ্র বাবুকে আমার সহস্র ধন্যবাদ যে, তাঁর ন্যায় সুলেখক এবিষয়ে আলোচনা কর্‌ছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় রবীন্দ্র বাবুর সংগৃহীতাতিরিক্ত আর কতকগুলি প্রত্যয়ের উদাহরণ উপস্থিত করিলেন। সভাপতি মহাশয় রাত্রির আধিক্য প্রযুক্ত ব্যোমকেশ বাবুর সমস্ত প্রবন্ধ পাঠে আপত্তি করিয়া বলিলেন, ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধ রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে গৃহীত ও মুদ্রিত হউক। এখন উহা সমস্ত পড়িতে গেলে, আমরা উপস্থিত পাণ্ডিতমণ্ডলীর মতামত বা আলোচনা শুনিতে পাইব না। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব ব্যোমকেশ বাবুই অনুমোদন করিলেন এবং প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন—প্রবন্ধ-লেখক অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিয়া রবীন্দ্র বাবুর এই চেষ্টার পূর্ণতা সম্পাদন করা উচিত। ইন্দ্রনাথ বাবুর আলোচনাতে বক্তব্য পথ দেখিতে পাইলাম। শাস্ত্রী মহাশয়, রবীন্দ্র বাবু এবং ইন্দ্রনাথ বাবুর প্রবন্ধাবলী এবং আজকার আলোচনা দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিরা মোটামুটি

এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষাটা একটা স্বতন্ত্র ভাষা। ইহার প্রকৃতি অন্যরূপ। ঠিক সংস্কৃতানুসারিণী হইলে এই ভাষার স্বাতন্ত্র্য থাকে না। বিদেশী ভাষার শব্দও ইহাতে যথেষ্ট আছে। সে সকলের সংগ্রহ ও তাহাদের ব্যাকরণ-ঘটিত প্রয়োগাদি জানা আবশ্যক। অভিধানের বাস্তবিক অভাব। ইন্দ্রনাথ বাবুর প্রস্তাবিত শব্দসংগ্রহ অতি আবশ্যক। শাস্ত্রী মহাশয় ও রবীন্দ্র বাবু বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি নির্ণয়ে যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষার পাণিনি বলিলেই হয়। ণিজন্ত শব্দের পরিবর্ত্তে নৈমিত্তিক শব্দ ব্যবহার সুসঙ্গত হইয়াছে। পালি ভাষায় ণিচ নাম নাই, তৎপরিবর্ত্তে "কারিত" প্রত্যয় নাম ব্যবহার করিয়াছেন। সমস্ত শব্দকে রবীন্দ্র বাবু যে ক্রিয়াবাচক ও বস্তুবাচক এই দুই ভাগে যে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে। গুণবাচক শব্দগুলিও প্রকারান্তরে বস্তুবাচক। ব্যোমকেশ বাবুর "ইয়ৎ" প্রত্যয় ও রবীন্দ্র বাবুর "ইয়তা" প্রত্যয় একই কথা। ঐ সকল কথা মতভেদের মীমাংসা শব্দসংগ্রহের উপর নির্ভর করে। ইন্দ্রনাথ বাবু বর্ণমালা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, সে সম্বন্ধে আমি সম্প্রতি ভারতীতে ভারতীয় বর্ণমালা নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি।

তৎপরে শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে আজ আমার আনন্দ শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এক মাস পূর্ব্বে আমি এ বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করি, রবীন্দ্র বাবুর মত লোকে যে এত শীঘ্র সহায়তা করিবেন সে আশা করি নাই আরও অনেকে প্রস্তুত হইতেছেন।

মত ভেদ যাহা শুনা গেল, সে সম্বন্ধে একটা ভুল উভয় পক্ষেই হইতেছে, প্রবন্ধটী কি ও কি নয়, তাহা আগে দেখা আবশ্যক। রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ ব্যাকরণ নহে। যাঁহারা তাহা মনে করিয়াছেন, তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু প্রত্যয়াদির রূপ বাঁধিয়া দেন নাই, প্রত্যয় পরে শব্দ গঠনের নিয়ম লেখেন নাই, বিধিনিষেধের কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। তিনি পদান্ত স্বর ও ব্যঞ্জন ধরিয়া কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। ব্যোমকেশ বাবুর মত সেগুলির উৎপত্তি কোন্ ভাষা হইতে তাহাও নির্ণয় করিতে যান নাই, এমন কি জানা শুনা বিদেশী শব্দগুলিকেও জানিয়া শুনিয়া নিজকৃত বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় কৃৎ ও তদ্ধিত, প্রত্যয়, কিন্তু তিনি এতই সাবধান যে, কোন্‌গুলা কৃৎ আর কোন্‌গুলা তদ্ধিত তাহা পর্য্যন্ত তিনি পৃথক্ করিতে চেষ্টা পান নাই বা বলিয়াও দেন নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে কলাপেও "কৃৎ" নাম নাই। যে সকল বাঙ্গালা শব্দের উপর কাহারও কোন দিন দৃষ্টি পড়ে নাই, রবীন্দ্র বাবুর এই প্রবন্ধের পর তাহাদের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়িবে। রবীন্দ্র বাবুর লেখার গুণে প্রবন্ধে সে আকর্ষণী আছে। রবীন্দ্র বাবুর এই সূত্রপাতে, আশা হয়, একদিন এবিষয়ে একটী exhaustive সংগ্রহ দেখিতে পাইব। রবীন্দ্র বাবু যে গৌড়িয়ান গ্রামারের কথা বলিলেন, তাহা ডাঃ হরন্‌লির লেখা। গৌড়িয়ান গ্রামারে এইরূপ দেখা যায়; কিন্তু তাহার টান সাধু ভাষার দিকে। আর

সেটা বড়ই পুরাতন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, তাহাতে এই সকল বিষয়ের অনেক কথা আছে। তবে সে খানি ছেলেদের পড়িবার জন্য লেখা, সুতরাং তাহাতে শব্দ গঠনের নিয়মাদি, বিধিনিষেধ সবই আছে। সংস্কৃত শব্দও তাহাতে আছে ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে কষি টানিয়া পৃথক্ করা আছে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আমি আর বেশী কি বলিব ? সবই বলা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার আর এক রকম ব্যাকরণ যে হইতে পারে, আজকার আলোচনায় তাহা বেশ বুঝা গিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ই এই ভিন্ন পথটি দেখাইয়াছেন। অভিধান হওয়া অতীব আবশ্যক, নতুবা এ কার্য্য অগ্রসর হইবে না। অভিধান হ'লে বুঝা যাইবে, ব্যাকরণ কি ভাবের হইবে ; সংস্কৃত শব্দের অনুপাত অধিক হইলে ব্যাকরণে সংস্কৃত সূত্রাধিক্য হইবে, আর অনুপাতের এদিক ওদিক হইলে ব্যাকরণ অনুরূপ হইবে।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয় অদ্যকার আবৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, দীক্ষিতের উচ্চারণ অনেক শুদ্ধ, তথাপি শ্রীরাম শাস্ত্রীর ন্যায় বিশুদ্ধ নহে। আমাদের দেশে সংস্কৃতের উচ্চারণশিক্ষা স্বরভেদশিক্ষা হওয়া আবশ্যক। এখানকার পণ্ডিতদের উচ্চারণ অবোধগম্য ও লজ্জাকর। শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তে এ বিষয়ে প্রভূত ক্ষমতা। তিনি ইচ্ছা করিলে অন্ততঃ সংস্কৃত কলেজে স্বরশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমার একান্ত মিনতি, এবিষয়ে তিনি কিছু করেন। যদি পরিষৎকে এ বিষয়ে কোন চেষ্টা করিতে হয়, বা করিলে সুবিধা হয়, তাহা হইলে পরিষদের তাহাও করা উচিত। পরিষৎকেও আমি অনুরোধ করি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সম্পাদক।	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন।

গত ১৫ই অগ্রহায়ণ (১৩০৮) ১লা ডিসেম্বর (১৯০১) অপরাহ্ন ৫॥০ টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল।
,, কালিদাস নাথ।
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, গিরিশচন্দ্র বসু।
,, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
,, দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ।

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
,, যোগেশচন্দ্র ঘোষ।
,, বাণীনাথ নন্দী।
,, কিরণচন্দ্র দত্ত।
,, মৃণালকান্তি ঘোষ।
,, শরচ্চন্দ্র সরকার।
,, নগেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বসু।
" শরৎকুমার রায় এম, এ,
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ।
" পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী, এম, এ।
" সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (ব্যারিষ্টার)।
" অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, বি, এ।
" সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী।
" নরেন্দ্রনাথ সেন।

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিশ্বাস, বি, এল।
" অমৃতলাল মল্লিক, বি, এল।
" সত্যকৃষ্ণ বসু।
" রমেশচন্দ্র বসু।
" প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, সম্পাদক
" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহকারী সম্পাদক
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ }

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয় সকল নির্দ্দিষ্ট ছিল, (১) গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) প্রবন্ধ পাঠ—শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়ের লিখিত বাঙ্গালার সহিত প্রাকৃতের সাদৃশ্য নামক প্রবন্ধ, (৪) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি,এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁহার আদেশমত কার্য্য আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, সহকারী সম্পাদক। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলেন। এই সময় সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপস্থিত হওয়ায় শিবাপ্রসন্ন বাবু সভাপতির আসন ত্যাগ করিলেন। কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল। গত অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ,	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ	১। ডাঃ কেদারেশ্বর আচার্য্য এম্ বি, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
(পুনর্নির্ব্বাচন) শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল		২। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৩নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্, এ,	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল,	৩। ডাঃ গিরিশচন্দ্র বাগছী।
"	"	৪। যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ অধ্যাপক আলিগড় কলেজ।
শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল,	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,	৫। শ্রীযুক্ত বিনদাচরণ মিত্র, নলহাটি, বীরভূম।
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্ এ,	কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ	৬। রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী, বাহাদুর, জমিদার, কাশিমপুর, রাজসাহী।
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ,	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল,	৭। প্রবোধচন্দ্র বসু, ৮৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
"	"	৮। যদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল, উকিল যশোহর, হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি. এল, মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর (নাটোর) ৪ নং ল্যান্সডাউন রোড।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়ের প্রবন্ধ পঠিত হইল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়ের এই প্রবন্ধ বহুমূল্য। এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও প্রবন্ধের প্রশংসা যথেষ্ট করিতে হয়। নাথ মহাশয়ের বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ এবং প্রবেশ আছে। তাঁহার আড়ম্বর নাই, যশ আকাঙ্ক্ষা নাই, সাহিত্যালোচনাকে তিনি ধর্ম্মকার্য্যের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। আমি প্রস্তাব করি, বৈষ্ণব সাহিত্যের সম্পূর্ণ আলোচনা বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন অবস্থাদি নির্ণয় করিয়া একখানি পুস্তক বা পুস্তিকা রচিত হউক, আর তাহার ভার নাথ মহাশয়ের ন্যায় লোকের হস্তেই অর্পিত হউক। সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয় বিবেচনা করিলে বিশেষ প্রীত হইব। ৩।৪ মাসের পরিশ্রমে এ কার্য্য অনেকটা সম্পন্ন হইতে পারে। এইরূপ কর্ম্মের লোক আমি নাথ মহাশয়কেই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া মনে করি। তাঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে,—আমি যতটা আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত ভাষা কোন দিনই কথিত ভাষা ছিল না—উহার নামার্থ হইতেই প্রতিপাদন হয় যে, উহা মার্জ্জিত ভাষা। ভাষার কথিত অবস্থা হইতে শব্দ চয়ন করিয়া পণ্ডিতেরা প্রাদেশিক ভাষার সম শব্দগুলির (common word) সহিত একত্র করিয়া লিখিত ভাষার রূপ স্থির করেন; পরে তাহার সংস্কার ও মার্জ্জনাদি কালে হইতে থাকে। বেদের সংস্কৃত ও পুরাণের সংস্কৃত এবং কাব্যাদির সংস্কৃত এক নহে। আমার অনুমান হয়, প্রাকৃত বলিয়া আমরা যে সংস্কৃতের অপভ্রংশ ভাষা পাই তাহা সেকালের কথিত ভাষার রূপ, আর সংস্কৃত সেকালের লিখিত ভাষার রূপ। কথিত ভাষার রূপ অতি প্রাচীন কালে বাঙ্গালার কিরূপ ছিল, তাহা ডাক ও খনার বচনে পাওয়া যায়। ডাকের বচনের পুরাতনত্ব আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বলিয়া বোধ হয়। সেই ভাষা কালে মার্জ্জিত হইয়া যখন ভারতচন্দ্রের ভাষায় দাঁড়াইল, তখন তাহা একবারে সংস্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতচন্দ্রের অনেক স্থল এতই সংস্কৃত যে নাগরাক্ষরে লিখিলে, সংস্কৃত জানা অন্য প্রদেশের লোকের বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। ভারতচন্দ্রের ভাষার তুলনায় ডাক ও খনার বচনের ভাষা ইতর ভাষা নাম পাইয়াছে। ইহাও যেমন পরিণতি, প্রাকৃত হইতে বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষার আকার নিরূপিত হওয়াও সেইরূপ পরিণতি। মার্জ্জিত ভাষা অর্থাৎ লিখিত ভাষার অবস্থা পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনে যখন অভিধান সাপেক্ষ হইয়া পড়ে, তখন যে ভাষার প্রতি লোকের আর আস্থা থাকে না, সে ভাষা ত্যাগ করিয়া তখনকার চলিত কথিত ভাষার আবার সংস্কার কার্য্য চলিতে আরম্ভ হয়। লিখিত ভাষার নূতন রূপ দেখা দেয়। এই সময়ে কথিত ভাষা আরও সরল হইয়া পড়ে। একটা কথিত ভাষাকে লিখিত ভাষায় পরিণত করিয়া ফেলিলে কথিত ভাষার আর একটা রূপের উৎপত্তি হয়, আবার কালে তাহার সংস্কার হইয়া তাহাও

লিখিত ভাষার রূপ ধারণ করে। এইরূপে বিভিন্ন সময়ে একই ভাষার বিভিন্ন রূপ আকার দেখা যায়। প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধেও আমার ঐরূপ ধারণা। প্রাকৃত ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার কতটা ঘনিষ্ঠতা তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারি না। প্রাকৃত ব্যাকরণের যে সূত্রগুলি দ্বারা নাথ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি শব্দ সাধিয়াছেন, আমার বিশ্বাস সকল শব্দে সে নিয়ম খাটাইতে পারা যাইবে না। তিনিও ঐ সকল সূত্রের উদাহরণে যে সকল শব্দের তালিকা দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ পদাবলীর ভাষার শব্দ; ঠিক বাঙ্গালা শব্দের সংখ্যা তাঁহার উদাহরণমালায় বড় কম। এইরূপ পিঙ্গলের প্রাকৃত ছন্দঃ শাস্ত্রে যে সকল প্রাকৃত শব্দ উদাহরণ স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে, সেগুলি সমস্ত তুলসী দাসের রামায়ণেই পাওয়া যায়। এই জন্য বোধ হয় উহা তুলসীদাসের সময়ের বা কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী কালের গ্রন্থ। আমার ধারণা প্রাকৃত ব্যাকরণে ব্রজবুলীর বা পদাবলী সাহিত্যের ভাষার শব্দের অনুকূল সূত্র পাওয়া যায়। ঠিক বাঙ্গালা ভাষার শব্দের অনুকূল শব্দ পাওয়া যায় না। রবীন্দ্র বাবুর ভানু সিংহের কবিতা আর মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভাষা আর রায় শেখরের ভাষা তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। আমার আরও বিশ্বাস পদাবলীর ভাষা সংস্কৃতমূলক প্রাকৃত ভাষার ন্যায় কথনও কথিত ভাষা ছিল না। উহা চিরদিনই লেখনীর ভাষা। বিদ্যাপতির কবিতায় বঙ্গীয় ও মৈথিল পাঠ পড়িলেই তাহা বুঝা যায়। এই বিভিন্নতা দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, রায় বসন্ত, যিনি বিদ্যাপতির ভাষায় এবং পদের অনুকরণে পদাদি লিখিতেন, তিনিই মৈথিল বিদ্যাপতিকে ভাঙ্গিয়া বঙ্গীয় বিদ্যাপতি করিয়াছেন। আসল হইতে নকল ভালই হইয়াছে। পদাবলী ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার অনুমান, তখন বৃন্দাবনই লোকের প্রিয় তীর্থ ছিল, লোকে সেখানে গিয়া সেখান-কার ভাষার অনুকরণে পদাদি রচনা করিত। সেখান হইতে যাহারা আসিত, বিদ্যাপতির অমৃতময়ী কবিতাগুলি তাহাদের বড়ই ভাল লাগিত, এইরূপে মৈথিল ভাষার কবিতার উপর ব্রজধাম প্রত্যাগত পদ কর্ত্তার ভাষার প্রভাবে বাঙ্গালা পদাবলী ভাষার উৎপত্তি। ইহা খিচুড়ী ভাষা। খিচুড়ী হইলেও অমৃতকুণ্ড -- তবে ভাষার হিসাবে সেটা কিছু নয়। ব্রজ-বুলীতে অর্থাৎ পদাবলীতে আহ্মি তুহ্মি আছে, আর শ্রীহট্টের কথিত ভাষায় আজও আহ্মি তুহ্মি প্রচলিত। অথচ ব্রজবুলী শ্রীহট্টের ভাষার ঘনিষ্ঠ বলিয়া চিহ্নিত নহে। পদাবলীর ভাষা ও প্রাকৃত ভাষার সম্পর্ক নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। আমি প্রবন্ধরচয়িতাকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাইয়া তাঁহার প্রবন্ধের এবং গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়কে আমিও এই প্রবন্ধের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। প্রবন্ধ সম্পূর্ণরূপে প্রশংসার যোগ্য। তবে প্রবন্ধের সকল কথা এবং দীনেশ বাবু ইহার আলোচনায় যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ আমি অনুমোদন করি না। দীনেশ বাবুর প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—বাঙ্গালা ভাষা ঠিক সংস্কৃত হইতে, না ঠিক

প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন, তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আমি যতটা দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় প্রাকৃত অপেক্ষা বাঙ্গালায় পালির প্রভাব বড় বেশী। প্রাকৃতের মাগধী আর বৌদ্ধযুগের পালিভাষা এক নহে। বৌদ্ধযুগের পালিতে সংস্কৃত রীতি অল্পই বিকৃত, আর প্রাকৃত মাগধীতে বেশী বিকৃত। ঐ সম্বন্ধে আমার ইচ্ছা আছে পরিষদে আমি একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ পড়িব। কালিদাস বাবুর পন্থানুসরণ করিয়া যদি কেহ কেহ এইরূপ একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মে বাঙ্গালার শব্দোৎপত্তি নির্ণয়ে অগ্রসর হন, তবেই ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞানের কার্য্য অগ্রসর হইবে। যাহা হউক দীনেশ বাবুর প্রস্তাবানুসারে পরিষৎ যদি এ কার্য্যের ভার কাহারও উপর নির্ভর করেন তবেই সুবিধা হয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, আমার বক্তব্য সামান্য। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়কে ধন্যবাদ সর্ব্বান্তঃকরণে দিতে হয়। এপর্য্যন্ত তাঁহার ন্যায় সুশৃঙ্খলে ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে কেহ অগ্রসর হন নাই। তিনি প্রাকৃত ব্যাকরণের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম ব্যাখ্যা করিয়া তৎ সাহায্যে যে সকল বাঙ্গালা শব্দ সাধিয়াছেন, তাহা কিছু নিতান্ত অল্প নহে। এখনকার বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। দীনেশ বাবু পিঙ্গলের প্রাকৃত এবং নগেন্দ্র বাবু বৌদ্ধ পালি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও বলিবার কথা আছে। বররুচি প্রণীত প্রাকৃত ব্যাকরণে আমরা দেখিতে পাই, বররুচি প্রাকৃতের চারিটি রূপ দিয়াছেন, এবিষয়ে আলোচনা করিলে বোধ হয় যে কথিত ভাষার সঙ্গে লিখিত ভাষার কখনই একত্ব হয় না। লিখিত ভাষার সঙ্গে কথিত ভাষার সম্বন্ধ থাকে বটে, কিন্তু ব্যাকরণাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া যখন কথিত ভাষা লিখিত ভাষায় পরিণত হয়, তখন কথিত ভাষার রূপান্তর হইতে থাকে। জমিদারী সেরেস্তার লোকেরা সাহিত্য ব্যাকরণের ধার বড় ধারে না, এখনও না। তথাপি এখনকার একখানা দলীলের বাঙ্গালা ও ৫০ বৎসর আগেকার লিখিত একখানা দলীলের বাঙ্গালা দেখিলেই কালের প্রভাবে ভাষার পরিবর্ত্তন ও কথিত ভাষার লিখিত ভাষায় প্রবেশ চেষ্টা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ব্যাকরণ লইয়া শব্দ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে একখানা ব্যাকরণের উপর নির্ভর করিলে হইবে না। বৌদ্ধ পালিতে সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃতই অধিকাংশ ছিল ; শেষে সে পালিরও কত রূপান্তর ঘটিয়াছে। যাহা হউক আজ দীনেশ বাবু যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইক। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয় এইরূপে শব্দ সংগ্রহ ও তাহার তত্ত্ব নিরূপণে নিযুক্ত হউন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এবিষয়ে তাঁহার সহিত যোগদান করুন। আমি জানি তিনি নিজেই পদাবলী সাহিত্যের অনেকানেক শব্দ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, এখন সেই তালিকা সম্পূর্ণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দের তথ্য ও ইতিহাস নিরূপণ করুন। ইঁহারা পরস্পর সাহায্য করিলে, কাজটা ভালই হইবে। সংস্কৃত শব্দ ভাঙ্গিয়া কেনই বা পালি, প্রাকৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি হয়, তাহার কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা euphony প্রভৃতি কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করেন।

আমার মনে হয়, হয়ত স্থানভেদে মানুষের বাক্‌যন্ত্রের গঠনও ভিন্ন হয়, তদনুসারে সর্ব্বত্র সকল স্বর বা সুর সমানাকারে উচ্চারিত হয় না। কুমিল্লার উচ্চারণে ও এদেশের উচ্চারণে পার্থক্য আলোচ্য বিষয় বটে। আমি অবশেষে আবার প্রস্তাবিত কার্য্যে গোস্বামী ও নাথ মহাশয়কে শীঘ্র শীঘ্র হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, পূর্ব্বপূর্ব্ব বক্তার ন্যায় শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়কে আমিও আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহার এই প্রবন্ধ এই প্রকার আলোচনার এই প্রথম। প্রথম প্রবন্ধ তিনি যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত উপস্থিত করিয়াছেন, তদনুসারে ভাষাতত্ত্ব আলোচিত হইলে ভাষার অনেক রহস্য জানা যাইবে। দীনেশ বাবুর ধারণা সংস্কৃত ভাষা কোন দিন কথিত ভাষা ছিল না। সাহেবরাই এ কথা বলেন, আর তাঁহাদের ধারণা ধরিয়াই দীনেশ বাবু একথা বলিয়াছেন কি না জানি না। কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণবসাহিত্যে লীলাশুকের গ্রন্থের নাম কৃষ্ণকর্ণামৃত। উহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ উহার সংস্কৃত টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে গ্রন্থ রচনার পরিচয় দিয়া কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, উহা লীলাশুকের গ্রন্থ রচনার হিসাবে রচিত নহে, বৃন্দাবন যাইতে যাইতে পথে ভাবাবেশে সহচরগণের কথা প্রসঙ্গে তিনি মুখে মুখে কৃষ্ণলীলা সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণনা করিতেন। সেই সকল শ্লোক তাঁহার সহচরেরা লিখিয়া লইত। এইজন্য কৃষ্ণকর্ণামৃতের কোথাও লীলাশুক বিরচিত এরূপ ভণিতা নাই। শুকমুখ উচ্চারিত বলিয়া বর্ণনা আছে। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশে এখনও লোকে অনর্গল সংস্কৃত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। যতীন্দ্র বাবু অযোগ্য হস্তে ভারার্পণ করিতেছেন। আমার শব্দ সংগ্রহ আছে সত্য, কিন্তু তাহার ইতিহাস সংগ্রহের ক্ষমতা আমার কোথা। ইচ্ছা বটে করিব, এক্ষণে ভগবান্ যতটা করান, তাহাই হইবে।

তাহার পরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন, সাহিত্য পরিষদের এই সকল আলোচনা অত্যাবশ্যক এবং পরম আহ্লাদের বিষয়। অদ্যকার প্রস্তাব সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। সাহেবেরা এই ভাবে আমাদের ভাষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক অমূলক কথা আছে, আমাদের চেষ্টায় অমূলক কথা প্রকাশিত হউক। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, পদাবলীর ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাহা নিরূপণের জন্য অন্যের মুখ চাহিয়া থাকিবার আবশ্যক কি? এ তত্ত্ব নিরূপণের জন্য পরিষদের একটা আজীবন চেষ্টা আরম্ভ হউক। আজকার মত যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল। ১০।২০ বৎসরে এ চেষ্টার শেষ না হইলেও এখন হইতে কার্য্য আরম্ভ ও অগ্রসর হউক না? আমি অব্যবসায়ী, এসম্বন্ধে আমি আর বেশী যুক্তি কি দিব।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধের জন্য প্রবন্ধ পাঠককে সকলেই ধন্যবাদ দিয়াছেন, আমিও দিতেছি। এবিষয়ে বেশী বলিবার কিছুই নাই। বলিবার যোগ্যতারও অভাব। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা আমার বড় নাই। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়

আরম্ভ হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। পরিষদের পক্ষে উহা প্রধান কার্য্য। ভারতের ভাষা আমার বোধ হয় তিন শ্রেণীর—সংস্কৃত, দ্রাবিড়ী ও অপরাপর। হিন্দি, উড়ে, বাঙ্গালা, আসামী সংস্কৃত সম্পর্কে উৎপন্ন; তামিল, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়ী; আর নেপালী, সাঁওতালী, পাহাড়ী প্রভৃতি অপরাপর ভাষা। ভাষার পরিবর্ত্তন অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রাকৃত একরকম নয়, শকুন্তলার, বিদূষক, ধীবর, শকুন্তলার মুখে যে সকল প্রাকৃত আছে, উহা বিভিন্ন প্রকারের। আবার মৃচ্ছকটিকের প্রাকৃত শকুন্তলার প্রাকৃতের ন্যায় নহে। বিভিন্ন প্রাকৃতের এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সংস্কৃত কোন কালে কথিত ভাষা ছিল না, তাহা হঠাৎ বলা যায় না। প্রথম দৃষ্টিতে হঠাৎ দীনেশ বাবুর মত তাই বলিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু দ্রাবিড়ীদের বিশুদ্ধ উচ্চারণ দেখিলে তাহাতে আবার সন্দেহ হয়। সংস্কৃত কিরূপে প্রাকৃত হইল তাহা নিরূপণ করিতে যাওয়া একটা speculation বলিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে নিয়মগুলি কি তাহা অবধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। মাগধী ও শৌরসেনী নামে প্রাকৃতের যে দুইরূপ আছে, তন্মধ্যে মাগধী হইতে বাঙ্গালা, উড়ে, বিহারী, আসামী ভাষার উৎপত্তি আছে, শৌরসেনী হইতে নানাবিধ হিন্দুস্থানীর উৎপত্তি। এতদ্ভিন্ন অন্য ভাষার স্রোতে ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। হিন্দুস্থানীর সহিত পারসীক মিশিয়া উর্দ্দু হইয়াছে। প্রথমে মূল বৈদিক সংস্কৃত, পরে পণ্ডিতী সংস্কৃত; তৎপরে পালি প্রাকৃত পরে বাঙ্গালা তাহাও আবার দেশ ভেদে বিভিন্ন, ইহার মধ্যে কি একটা নৈকট্য আছে তাহাই দেখাইলে শিক্ষা ও আনন্দ উভয়ই হইতে পারে। এ বিষয়ে আজকার প্রস্তাব সৎ প্রস্তাব। এইরূপ ভাষাতত্ত্বের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধানের কার্য্যও অগ্রসর হইবে। অবশেষে প্রবন্ধ লেখককে এবং অন্যান্য বক্তাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অতঃপর বিবিধ বিষয়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব মত গৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ের বিবরণ যাহা আমায় দিতে হইবে, যে সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে দলীলের রেজিষ্টারী দাতার পক্ষ হইতে এবং পাঁচ জন ট্রাষ্টীর মধ্যে তিন জনের পক্ষ হইতে হইয়া গিয়াছে। অপর দুই জনেরও আগামী সপ্তাহে হইবার আশা আছে। উহা হইয়া গেলেই আমরা ঐ সম্বন্ধে একটি বিশেষ সভা করিয়া আমাদের কর্ত্তব্যাবধারণ করিব।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সম্পাদক।	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন।

গত ২৪শে অগ্রহায়ণ (১৩০৮) ১০ই ডিসেম্বর (১৯০১) মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ দিন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদশাস্ত্রী (সহ সভাপতি)
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সহ সভাপতি)
মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর (নাটোর)
কুমার „ শরৎকুমার রায় এম্ এ।
„ „ হেমেন্দ্রকুমার রায়।
রায় শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ চৌধুরী।
„ সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী।
„ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এম্, এ।
„ প্রমথনাথ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার।
„ সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস
„ বলাইচাঁদ গোস্বামী।
„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
„ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, বি এল্।
„ হেমচন্দ্র মল্লিক।
„ উপাধ্যায় ব্রহ্ম বান্ধব।
„ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্, এ।
„ সতীশচন্দ্র রায়, এম্. এ।
„ অনাথনাথ পালিত, এম্, এ।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ।
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্, এ,
„ কিশোরীমোহন সেনগুপ্ত, এম্ এ।
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ।
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল।
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল।
„ জগদীশচন্দ্র বসু, বি, এল।
„ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি, এল।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল।
কবিরাজ „ নবকান্ত সেন।
„ করুণাকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
„ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন।
পণ্ডিত „ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
„ „ শতাবধানী শ্রীরাম শাস্ত্র
„ „ প্রমথনাথ তর্কভূষণ।
„ „ মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন।
„ „ রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
„ „ বীরেশ্বর পাঁড়ে।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু।
„ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
„ দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ।
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ।
„ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
„ নরেন্দ্রনাথ সেন।
„ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
„ যতীন্দ্রনাথ বসু।
„ রমেশচন্দ্র বসু।
„ তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
„ অক্ষয়কুমার বড়াল।
„ হারাণচন্দ্র রক্ষিত।
„ পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত।
„ কুঞ্জলাল রায়।
„ বীরেশ্বর গোস্বামী।
„ গিরিশচন্দ্র বসু।
„ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী।
„ বামনচন্দ্র দাস।
„ গোবিন্দলাল দত্ত।
„ বাণীনাথ নন্দী।
„ সুরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু।
" সতীশচন্দ্র বসু।
" কালিদাস নাথ।
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" অম্বিকাচরণ দাস।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি,এল। (সম্পাদক)
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ, } সহঃসম্পাদক

এতদ্ভিন্ন আরও বহুতর ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল। (১) কার্য্যবিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) প্রদর্শন, (ক) শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক এক-খানি পুরাতন দলীল (খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক "রাগ কল্পদ্রুম" নামক গ্রন্থ। (৪) প্রবন্ধ-পাঠ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত বাঙ্গালা ভাষা ও ব্যাকরণ" নামক প্রবন্ধ, (৫) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশানুসারে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত হইল। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য।
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল আঢ্য ৩৯।১নং বেণেটোলা ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	২। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ৯৭নং কলেজ ষ্ট্রীট।
"	"	৩। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, ১১৪নং অপারসারকুলার রোড।
"	"	৪। শ্রীযুক্ত হরকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, ১১৪নং অপারসারকুলার রোড।
"	"	৫। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়, মহাফেজ হাইকোর্ট আপিলেট সাইড
"	"	৬। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল, চুঁচুড়া
"	"	৭। শ্রীযুক্ত প্রেমতোষ বসু, ১১৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
" দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ,	৮। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম, এ,
" মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,	৯। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৬নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—প্রত্যেক মাসিক অধি-বেশনে গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যের ব্যাপার কতটা অগ্রসর হইল, তাহার বিবরণ দিবার ভার

আমার উপর আছে। আজ সে সম্বন্ধে কতকটা বিবরণ আমি দিতে পারিব। আপনারা দেখিতেছেন, আমাদের স্থানের কিরূপ কষ্ট। এই কষ্ট সহ্য করিয়াও যে আপনারা আসিয়াছেন, ইহাতেই পরিষদের প্রতি আপনাদের বিশেষ অনুরাগ আছে, তাহা বুঝা যাইতেছে। যে সকল ভদ্রলোক অনুগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে পরিষদের প্রতি দিন দিন সাধারণেরও অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছে। যাহা হউক কাশিমবাজারের বদান্যশ্রেষ্ঠ মহারাজের কৃপায় আমাদের এই স্থানের কষ্ট ঘুচিয়াছে, সাত কাঠা জমি তিনি দান করিয়াছেন। তাহার দলীলও রেজিষ্ট্রী হইতেছে। পাঁচ জন ট্রাষ্টী বা ন্যাস রক্ষকের মধ্য হইতে তিন জনের রেজিষ্ট্রী হইয়া গিয়াছে। বাকি দুই জনের রেজিষ্ট্রীও আশা করি এই সপ্তাহের মধ্যে হইয়া যাইবে। অদ্য একটা কথা বলিব। এতদিন দলীল পাই নাই তাই বলিতে পারি নাই। এখন যাহাতে উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইয়া বাড়ী তৈয়ারী করিতে পারা যায়, আপনারা তাহার চেষ্টা করুন। চাঁদার খাতা উপস্থিত আছে, যাঁহার যাহা ইচ্ছা সহি করিয়া কার্য্য আরম্ভ করুন। এই আমার প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় ইহার সমর্থন করিলেন, কিন্তু কেহই সভাস্থলে স্বাক্ষর করিতে অগ্রসর না হওয়ায়, সেদিন এ প্রস্তাব অনুসারে কোন কার্য্য হইল না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—যে দলীল খানি দেখাইব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, অনুসন্ধানে সে সম্বন্ধে আরও অনেক দলীল ও বিবরণ পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারে। নগর কীর্ত্তনে যে খণ্ডি বাহির হয়, সেই খণ্ডি কি, তাহার বিবরণ কি, বৈরাগী বিবাহে পাঁচ সিকার যে কণ্ঠী বদলের ব্যবস্থা আছে তাহার এবং বৈষ্ণবাপরাধে বৈরাগী সমাজের দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা প্রভৃতি ঐতিহাসিক কথার ইতিহাস এই সকল দলীল হইতে প্রকাশিত হইবে, আর বিশেষতঃ আমি এখনও সমস্ত দলীল দেখিয়া উঠিতে পারি নাই, সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, আজ এ দলীল প্রদর্শন বন্ধ থাক, পরে এ বিষয়ের প্রবন্ধ সহ দলীল উপস্থিত করিব।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় তখনও উপস্থিত না হওয়ায় তাঁহার গ্রন্থ প্রদর্শনও বন্ধ রহিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে রবীন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। [এই প্রবন্ধ ১৩০৮ সালের পৌষের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে।]

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—রবীন্দ্র বাবু ভারতীতে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে গিয়া প্রতিবাদ করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য তিরস্কার বিদ্রূপ করা, তাহা যথেষ্ট হইয়াছে। ইহার উত্তর যে হয় না তাহা নহে, তবে আমি এখন কিছু বলিব না, আমি আমার বক্তব্য লিখিয়াই বলিব। তিনিও যদি তাঁহার প্রবন্ধে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া তাঁহার বক্তব্যগুলি বলিতেন, তবে আপত্তি ছিল না। সাহিত্য-পরিষদে যদি আমার প্রবন্ধ পড়িবার সুযোগ হয়, তবে তাহাই হইবে; নতুবা পত্রান্তরে প্রকাশ করিব।

ভাষা ব্যাকরণ প্রভৃতি লইয়া রহস্য বিদ্রূপ করা খাটে না, যেখানে খাটে সেখানে খাটুক। রবীন্দ্র বাবুর এ সকল উপহাস অন্যায় স্থলে অন্যায়রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধ মুদ্রিত হউক; পরে দেখাইব, তাঁহার প্রত্যেক কথা আপত্তি যোগ্য। আমি আজ আর কিছু বলিব না।

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী বলিলেন,—আমাদের দেশের প্রতিভাবান কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃতের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন; তাহা পারিলে ভাল, কিন্তু তাহা পারিবার উপায় নাই। সংস্কৃতের বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলে বড়ই কুফল ফলিবে। এখন বন্ধন থাকাতেই বাঙ্গালা ভাষায় যে উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা নিবারণ আবশ্যক হইয়াছে। আমি আপাততঃ যে কার্য্যে ব্রতী আছি, তাহাতে আমার হাতে ভাষায় বিকারাবস্থার নানারূপ আদর্শ উপস্থিত হয়। শব্দের অপপ্রয়োগ উচ্ছৃঙ্খল প্রয়োগ ভাষায় এত চলিয়াছে যে, দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। দেখিতে পাই কেহ লিখিতেছেন—"লাবণ্যময়ী সৌন্দর্য্য" কেহ লেখেন "যাঁহার আত্মায় জগৎ সম্ভাবান্"—কেহ লেখেন "হৃদয়হারিণী নৃত্য"—এই সকল বাক্যের ভাব বাঙ্গালায় প্রয়োগ করিতে হইলে বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের বন্ধন হইতে মুক্তি দিলে চলিবে না। আর যদি তাহা দিতে চেষ্টা করা যায়, তবে হয়ত ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খল প্রয়োগের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্দেশ্য কি, ঠিক্ বুঝি নাই, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর কথাগুলি বুঝিয়াছি। তিনি বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের বন্ধন হইতে বাঙ্গালা ভাষাকে মুক্তি দিয়া কিরূপে চালাইবেন, বুঝিতে পারি না। ভাষার প্রকৃতি যাহাই হউক, তাহাকে অপপ্রয়োগের হাত হইতে রক্ষা করা উচিত। এরূপ স্থলে বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া চলিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী ব্যারিষ্টার মহাশয় বলিলেন,—এ সভায় যে বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, সে বিষয়ে আমার ন্যায় লোকের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তবে এসম্বন্ধে আমার মতামত বহুকাল হইতেই রবীন্দ্র বাবু জানেন। আমার মত,—বাঙ্গালা ভাষার যে প্রকৃতি, তাহাতে সংস্কৃত শব্দ যত বেশী প্রবেশ করিবে, ততই দোষের হইবে। কেন, তাহা এখন বলিতে গেলে যথেষ্ট সময় নষ্ট হইবে। যদি সুযোগ হয়, পরে বলিব। শাস্ত্রী মহাশয় যে দুই প্রকার patent বাঙ্গালা ব্যাকরণের কথা বলিয়া গিয়াছেন, সে সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিতেছে, ইহা বড় সুখের বিষয়। ভাষার আকার বা form কি, ব্যাকরণ তাহা দেখাইয়া দেয়, ব্যাকরণ form গড়িয়া দিতে পারে না। বাড়ন্ত জিনিষকে নিজের মত করিয়া ছাঁটা যায় না। বাঙ্গালা ভাষা এখন বাড়িতে চলিয়াছে, এখন ইহাকে ব্যাকরণের সাহায্যে সীমাবদ্ধ করিতে পারা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। ভাষার পরিপুষ্টির জন্য যদি সংস্কৃত শব্দগুলি বাঙ্গালা ভাষায় রাখিতে হয়, তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ মানিয়া চলিতে হইবে।

বানান সম্বন্ধে রবীন্দ্র বাবু বলেন, যেটা বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে, সেটা বাঙ্গালার মত লিখিতে হইবে,—কিন্তু অনেক স্থলে কার্য্যতঃ আমরা তাহা করি না; লক্ষ্মী, সঙ্গী প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা উচ্চারণ অনুসারে বানান করিয়া লিখি না। লেখাও শক্ত, কারণ কোথায় দাঁড়ি টানিব, তাহা জানা যায় না। কোন্‌গুলা সংস্কৃত কোন্‌গুলা বাঙ্গালা শব্দ, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কোথায় তফাত, কোথায় মিল, তাহা কিরূপে ধরা যাইবে? এরূপ স্থলে আমার জিজ্ঞাস্য বাঙ্গালা ভাষার শব্দভাণ্ডারে সংস্কৃত বলিয়া বাছিয়া কিরূপে কোথায় দাঁড়ি টানিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিলে ভাল হয়।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বলিলেন,—যখনই ঝগড়া তখনই ভুল আছে, স্বীকার করিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষা স্বাধীন না পরাধীন? রবীন্দ্র বাবু বলেন স্বাধীন, আর সে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। ইহা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইলেও ইহার স্বাধীনতা স্বতন্ত্র আছে ইহা যথার্থ। ইংরাজী ভাষাও ঐরূপ ল্যাটিন জাত, কিন্তু ল্যাটিন হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য আছে। Termination, লিঙ্গ, প্রত্যয় প্রভৃতিতে সে স্বতন্ত্রতা স্পষ্ট বুঝা যায়। বাঙ্গালারও সেইরূপ। তবে উচ্ছৃঙ্খলতা না আসে সে জন্য সতর্ক হওয়া আবশ্যক, আর সেজন্য ব্যাকরণই প্রধান সহায়। এজন্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃতের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেই মেলামেশার সময় স্বাধীনতা টুকু নষ্ট না হয় এটুকুও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কেবল সংস্কৃতমূলক ব্যাকরণ হইলে বাঙ্গালা ভাষা নষ্ট হইয়া যাইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় বলিলেন,—আজকার প্রবন্ধে বিচারে লক্ষ্য নাই, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া যাওয়া হইতেছে। এমন কোন বাঙ্গালা ব্যাকরণ অর্থাৎ হাইলি পেটেণ্ট বা মুগ্ধবোধ পেটেণ্টের বর্ত্তমান কোন বাঙ্গালা ব্যাকরণই যে দাগী শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সংস্কৃত রীত্যানুসারে "দাগিনী" লিখিতে বলেন, তাহা ত আমি দেখি নাই। সে কথা যদি কোন ব্যাকরণে থাকে, তবে তাহা উৎসন্ন যাক্। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ যে সংস্কৃত নিয়মে চলে—এ কথাই নয়, রূপবতী সংস্কৃত, রূপসী সংস্কৃত নয়, অথচ রূপসী শব্দকে সংস্কৃত নিয়মে বানান করিতে হইবে একথা কেহই বলে না। বাঙ্গালা ভাষায় নানা ভাষার নানা রূপ বিকৃত শব্দ আছে, সেই সমস্ত বিকৃত শব্দ লইয়াই যদি ভাষার আকার স্থির করিতে হয়, তবে নাচার। যত রাজ্যের করিমু, খাইমু, যাইমু, কর্‌বা, খাবা, যাবা, করমু, খামু, যামু লইয়া ভাষার কাজ চালাইতে হয়, তবে সে ভাষা পড়িয়া বাঙ্গালার সর্ব্ব স্থানের লোক কি বুঝিতে পারিবে? কাজেই সাহিত্যের ভাষার আকার একটা স্বতন্ত্র হওয়া চাই। সম্প্রদান কারক লইয়া একটা বড় আপত্তি উঠিয়াছে। দূর হোক্ সম্প্রদান গেলেই যদি বিবাদ মিটে মিটুক; সম্প্রদান থাকিলেও যে "কে" বিভক্তি, না থাকিলেও সেই "কে" বিভক্তির ব্যবহার থাকিবেত, তা যে না থাকে থাকুক। সাহিত্যের ভাষার ব্যাকরণ আবশ্যক। তদ্ধিত কৃৎ সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা, তাহার লক্ষণ আছে, বাঙ্গালা ব্যাকরণে সেগুলার প্রয়োজন কি? কারণ সে লক্ষণের সঙ্গে এখনকার তর্কের বিষয়গুলা মিলিবে না। সাধারণতঃ বাঙ্গালার সকল

কারকে "এ" বিভক্তি হয়, যদি কর্ম্মে ও সম্প্রদানে "কে" বিভক্তি হয় বলিয়া ছুটা নাম তুলিয়া একটা নাম রাখিলেই চলে, তাহা হইলে "এ" টাকে কোন্ কারকের বিভক্তি বলিতে হইবে? অথবা উহাকে বিভক্তি বলিয়াই কাজ নাই। বিভক্তি অর্থ বোধের জন্য; বিভক্তির নাম না জানিলে কি আর অর্থ বোধ হইবে না? শব্দ গঠনের জন্যই ব্যাকরণ। এখন বাঙ্গালা শিখিয়া ছাত্রেরা পরে সংস্কৃত শিখে; সুতরাং আমাদের মত ব্যাকরণকারদিগকে সেই সকল ছাত্রদের মুখ চাহিয়া ব্যাকরণ লিখিতে হয়। ভবিষ্যতে যাহাতে তাহাদের সংস্কৃত পড়িতে গোল না ঘটে বা সুবিধা হয়, এবিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে মিল রাখিয়া ব্যাকরণ লিখিতে হয়। ব্যাকরণের আর একটা উদ্দেশ্য ভাষায় একটা একতা রক্ষা করে, যথেচ্ছাচার না ঘটে। আজ যে প্রবন্ধ শুনিলাম, ইহা সত্য নির্ণয়ের বক্তৃতা নহে। আগা-গোড়া বিদ্রূপ আর শ্লেষ। এরূপ বিদ্রূপে অপর পক্ষ ব্যথা পায়। হইতে পারে সে মূর্খ, কিন্তু তাহার মূঢ়ত্ব লইয়া বিদ্রূপ করাই পাণ্ডিত্য বিজ্ঞত্ব নহে। জেদ বজায় করিবার চেষ্টা বড় দূষণীয়। ভট্টাচার্য্যের ঝগড়ায় মীমাংসা বড় কম। এইরূপ জেদ বজায় করিতে গিয়া সংবাদপত্রে ঝগড়া ঢুকিয়া সেগুলা মাটী হইয়াছে, এখন দেখিতেছি এই জেদ বজায়ের জন্য সভাগুলা মাটী হ'বে।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—একটী প্রশ্ন এই যে ব্যাকরণ নিয়ে এত মতামত হইতেছে কেন। ব্যাকরণ একখানা লিখিতে হইবে, সেটা কোন্ ভাষার হইবে, ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষায় লেখা পড়া বড় বেশী দিন হইতেছে না। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় সাহেব সিভিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষা শিখাইবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। সেই কলেজে সংস্কৃত জানা পণ্ডিত মহাশয়েরা গদ্যে পুস্তক লিখিতে লাগেন। বাঙ্গালা গদ্যের তখন তিন রূপ। এই কলেজের পণ্ডিত মহাশয়গণের রচনা একরূপ। আদালত প্রভৃতিতে পারসী শব্দের আধিক্য মিশ্রিত একরূপ, দোকানদার, জমীদার, মহাজন, উকীল মোক্তার প্রভৃতির মধ্যে সে ভাষা চলিত। আর কথক মহাশয়েরা আর এক ভাষায় দেশের সাধারণ লোক ও স্ত্রীলোকের নিকট পুরাণাদি ব্যাখ্যা করিতেন। তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা শাস্ত্র আলোচনা করিতেন, কাজেই তাঁহাদের ভাষায় বহুল সংস্কৃত শব্দ আসিয়া পড়িত। আদালতী বা কিতাবতী বাঙ্গালায় পারসী শব্দের বহুল ব্যবহার হইত, তাহার একটা খিচুড়ি রকম সাহিত্য আছে, তাহাকে এখন মুসলমানি বাঙ্গালা বলা হয়। আর কথক মহাশয়েরা দেশের সাধারণ লোকের বোধ্য ভাষায় যে কথকতা করিতেন, তাহা ঠিক slang নয়। তার পর Education Committee শিক্ষা বিভাগ হইল, সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত মহাশয়েরা বাঙ্গালা পুস্তক লিখিবার ভার পাইলেন। তাঁহারা দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার সুখ বোধ্য যে একটা ভাষা আছে, আর সে ভাষার গদ্যে নহে পদ্যে যে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে সংবাদ রাখিতেন না। কথকতার ভাষায় কোন লিখিত গ্রন্থ ছিল না। তাঁহারা

লিখিত ভাষার আদর্শ যাহা পাইলেন, তাহা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মহাশয়গণের ভাষা আর আদালতী বা কিতাবতী ভাষায় দলীল দস্তাবেজ খাতাপত্র। কাজেই তাঁহারা ভাষার সংস্কার করিতে বসিয়া যাহা করিয়া তুলিলেন তাহাতে ঝুড়িঝুড়ি সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়া গেল। কারণ তাঁহারা সেই ভাষাই ভাল জানিতেন, দেশের ভাষার খোঁজ রাখিতেন না। ক্রমে তাঁহাদের পরে যাঁহারা বই লিখিতে লাগিলেন, তাঁহারাও তাঁহাদেরই অনুকরণ করিতে লাগিলেন। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ হইল বেতাল পঞ্চবিংশতি। দুঃখের বিষয় এই যে সে বাঙ্গালা বাঙ্গালীরা বুঝিল না, সংস্কৃত শব্দের অভিধান ও ব্যাকরণ ভিন্ন তাহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপন দুরূহ হইল। আর একখানি পুস্তক রেখাবতী, তাহা আবার বেতালেরও বাড়া। অভিধান ভিন্ন ইহার এক পংক্তির অর্থ সংগ্রহ হওয়া দুরূহ। শেষে যাহা হইবার হইল,—প্রথমে এইরূপ যাঁহারা সংস্কৃত শব্দ বহুল বাঙ্গালা ভাষা লিখিতেন, তাঁহারা সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন, কাজেই তাঁহারা ব্যাকরণ বজায় রাখিয়া লিখিতেন, শেষে যাঁহারা অনুকরণ করিতে গেলেন, তাঁহারা অনেকেই সংস্কৃত ব্যাকরণের ধার বড় ধারিতেন না। কাজেই আবার একটা খিচুড়ি ভাষার সৃষ্টি হইল। ইহার পর একটা প্রতিঘাত হইল, হুতোম প্যাঁচার নক্সা বাহির হইল। তখন ভাষায় যে আর একটা দিক আছে, তাহার প্রতি কাহারও কাহারও দৃষ্টি পড়িল। বঙ্কিম বাবু এই সময় অল্প মাত্রায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া এক নূতন ধরণের লিখিতে লাগিলেন। দেশের লোক যেন প্রাণ পাইল, দেখিতে দেখিতে সেই ভাষার অনুকরণে দেশের সংবাদ পত্রাদি ছাইয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ভাষা দেখিয়া বলিতেন, আমি সংস্কৃত শব্দ গুলা সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করি, আর বঙ্কিম সেগুলা অসংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করে। সাহিত্য পরিষদের চেষ্টা এখন সফল হইয়াছে। পণ্ডিতী বাঙ্গালা গদ্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এদেশে একটা সাহিত্য ছিল, আর তাহাতে পদ্যে ১০০০।২০০০। গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত মহাশয়েরা ইহার একখানাও পড়িতেন না বা সংবাদ রাখিতেন না; রাখিলে এ ভুল তাঁহারা করিতেন না। সেই ১০০০।২০০০ গ্রন্থ দেখিয়া তাঁহারা অবশ্যই ভাষার ধারা স্থির করিতে পারিতেন। তাঁহারা যাহা করেন নাই, আমাদের তাহা করিতে হইবে। আমরা যখন সেই ১০০০।২০০০ গ্রন্থ হাতের কাছে পাইয়াছি, তখন তাহাদের আলোচনায় বাঙ্গালা ভাষার যথার্থ প্রকৃতি কি, তাহা স্থির করিতে চেষ্টা করিব, এবং তদনুসারে ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলনের চেষ্টা করিব। বাঙ্গালা ব্যাকরণ বলিতে আমরা আর শব্দ সাধনের নিয়ম পুস্তক চাহি না। বৈদিক সংস্কৃতের একখানা ব্যাকরণ ছিল; তাহা কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া পাণিনির ব্যাকরণ হয়, তাহার কত পরে আবার বার্ত্তিক হয়। যদিও বাঙ্গালা ভাষার প্রথমাবস্থায় বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালা ব্যাকরণ নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলির দ্বারা কার্য্য চলিয়া গিয়া থাকে, এখনও কি আর তাহার সংস্কারের সময় হয় নাই? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার অনুকরণ আর এখন কেহ করে না, এখন যে ভাষায় লেখা পড়া গ্রন্থ রচনা চলিতেছে, তাহার style স্বতন্ত্র। এই style

অনুযায়ী একখানা বাঙ্গালা ব্যাকারণ হওয়া কি আবশ্যক নহে? গ্রন্থ রচিত হয় কেন? দেশের লোককে বক্তব্য বুঝাইবার জন্য; ভাষাবিৎ শিল্পিগণের শব্দ চকচির জন্য নহে। বাঙ্গালার ছাঁচ স্বতন্ত্র। এ সম্বন্ধে এই আলোচনায় যে একটু জেদাজেদী হইতেছে, আমি ইহা শুভ বলিয়া মনে করি। প্রাণে জেদ না থাকিলে কেহ আসলের জন্য খাটিবে না। তরকারীতে ঝাল থাকা মন্দ নহে। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় Vernacular Education Society যখন হয়, তখন সংস্কৃত জানা পণ্ডিত মহাশয়েরাই বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক লিখিবার জন্য অগ্রণী হইতেন। কাজেই বাঙ্গালা ভাষা নিজের ছাঁচ ছাড়িয়া সংস্কৃত ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই কথাটা বুঝান শক্ত নয়, কিন্তু বুঝিতে যে কেন শক্ত লাগিতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কথাটা উপেক্ষায় নয়, ধীর ভাবে ইহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক। সন্ধির কথায় এই টুকু বলি বাঙ্গালায় সন্ধির নিয়ম সর্ব্বত্র আমরাও মানি না, পণ্ডিত মহাশয়েরাও মানেন না। তাঁহারাও "অপ্রতিহত প্রভাবে অপত্য নির্ব্বিশেষে" এই বাক্যাংশে সন্ধির সূত্রানুসারে পদ লিখিতে নারাজ, অথচ ব্যাকরণের সন্ধির সমস্ত সূত্রগুলি দিতে ছাড়েন না। বাক্যের শেষে একটি বাঙ্গালা ক্রিয়া পদ মাত্র ব্যবহার করিয়া আগা গোড়া দেড় গজী সংস্কৃত সন্ধি সমাস নিবদ্ধ পদ ব্যবহার করিলে বাঙ্গালা লেখা হয় না। পণ্ডিত মহাশয়দের পরে যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ না জানিয়া ঐরূপ ভাষা লিখিতে যান, তাঁহারই সুন্দরী মুখ লেখেন, তাহাতে আমরাও চটি। শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষায় যিনি যত বেশী fail হন, দুঃখের বিষয় বাঙ্গালায় তিনিই তত বড় গ্রন্থকার হন। আমরা সংস্কৃত ছাড়িতে চাহি না। দুটাই আমাদের আবশ্যক, তবে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে। অম্বর-ঘম্বর শব্দের খাতিরে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ সাধনের নিয়ম বাঙ্গালা ব্যাকরণে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন,—রবীন্দ্র বাবুর মতের সহিত আমার মতের সর্ব্বাংশে মিল আছে। ভাবিয়াছিলাম, আজই আবার প্রতিবাদ শুনতে পাইব, কিন্তু তাহা হইল না, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় মুলতুবী রাখিলেন। প্রতিবাদের অপেক্ষা পাঁড়ে মহাশয় যে সদুপদেশ দিয়াছেন তাহাতে উপকৃত হইলাম, তাঁহার কথায় বক্তব্য কিছু নাই। প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইল, তাহাতে বোধ হইল যে রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কি তাহা অনেকের মনে নাই। রবীন্দ্র বাবুর ন্যায় আমারও বিশ্বাস বাঙ্গালা ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা, তাহা সংস্কৃতের আদেশ অনুসারে গড়া উচিত নহে। রবীন্দ্র বাবুর উদাহরণে দুই চারিটা ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কি? সেক্ষপীয়রেরও ভুল আছে, বর্কেও ভুল আছে। বাঙ্গালা ব্যাকরণ কি ভাবে পঠিত হ'বে, তাহা ভাষা বিজ্ঞান তুলনা করিয়া পড়ুন বুঝিতে পারিবেন, সন্দেহ মিটিয়া যাইবে। অন্যান্য ভাষার সহিত তুলনা করিয়া ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, ভাষায় ব্যাকরণের প্রাণ কি? আমার যতটা অনুমান হয় তাহাতে বাঙ্গালার মধ্যে সমাস নাই। বাঙ্গা-

লায় যাহা দেখিতে পাই, তাহা সংস্কৃতের আমদানী। প্রমথ বাবু যে বানান সম্বন্ধে কোথায় দাঁড়ি টানিবেন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় বাঙ্গালা একবারে সংস্কৃত হইতে হয় নাই, মধ্যে পালি প্রাকৃত প্রভৃতি নানা অবস্থা আছে। মাঝের ধাপগুলি বিচার না করিয়া দাঁড়ি টানা যায় না, টানিতে গেলে প্রকৃতির বিপরীত হইয়া যাইবে। মাঝের ধাপগুলি ঠিক হইয়া গেলে দাঁড়ি টানিতে কষ্ট হইবে না। যেমন কার্য্য—কজ্জ—কাজ। প্রাকৃতে "জ" আছে, কাজেই কাজ শব্দের জবর্গই হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ ও তাঁহার আলোচনা শুনিয়া বোধ হইল, রবীন্দ্র বাবু সূত্রকার বেদব্যাস আর হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার ভাষাকার শঙ্কর। হীরেন্দ্র বাবু বলিতেছেন বাঙ্গালায় সন্ধি সমাস নাই। আমার বোধ হয় আছে। লাঠা লাঠি, গুঁতো গুঁতি, মারা মারি প্রভৃতি পদগুলিকে সমাস বদ্ধ বলিব না কেন? বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কার করিতে গিয়া যাঁহারা প্রাকৃত ব্যাকরণের কথা তুলিতেছেন, তাঁহারা বোধ হয় জানেন যে প্রাকৃত ব্যাকরণের সমস্ত সূত্রই সংস্কৃতানুরূপ, কেবল কতকগুলা বর্ণ পরিবর্ত্তনের নিয়ম বেশী আছে, তাহাও সংস্কৃত শব্দের বর্ণ পরিবর্ত্তন লইয়াই গঠিত এবং তাহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের দোহাই আছে। আমরা বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃত হইতেই উদ্ভূত বলি, আর পালি প্রাকৃতের মধ্য দিয়া আগতই বলি, মূলে যে উহার সহিত সংস্কৃতের বিশেষ সম্পর্ক আছে। কাজ শব্দ যে কজ্জ হইতে হইয়াছে বলিব সে কেবল "জ"কে রক্ষা করিবার জন্য, নতুবা যদি "য" দিয়া লিখি তবে "কার্য্য" শব্দের অতি ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার নৈকট্য উপেক্ষা করা আমার মতে কতকটা নিমকহারামী। সংস্কৃতের অস্থি মজ্জায় বাঙ্গালার উৎপত্তি বাঙ্গালার পরিপুষ্টাবস্থায় সংস্কৃতকে দূরে পরিত্যাগ করা বড়ই অকৃতজ্ঞতার কথা। ব্যাকরণ লইয়া যে উভয় দলে মতভেদ হইয়াছে, আমার সে বিষয়ে বোধ হয়, সত্য হইতে উভয় পক্ষই দূরে দাঁড়াইয়া তর্ক করিতেছেন। Aristotle বলেন, সত্য সর্ব্বদাই উভয়পক্ষে থাকেন। এস্থলেও বোধ হয় সত্য উভয় মতের মধ্য স্থানেই আছে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, ব্যাকরণের প্রবন্ধ শুনিতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু এই মহতী সভায় তর্ক ঘটার মধ্যে পড়িয়া নিপাতনের মত একদিকে পড়িয়াছিলাম। যাহা হউক, বুঝিলাম বাঙ্গালা ব্যাকরণের উদ্ধার করিবার চেষ্টা হইতেছে। ব্যাকরণের আবশ্যকতা কি? পদ গঠনের জন্য নহে, সিদ্ধ পদ সাধনের জন্যই ব্যাকরণ শাস্ত্র, সুতরাং বাঙ্গালা ব্যাকরণ যে কিরূপ হইবে, তাহার জন্য এত বিচার বিতর্কের প্রয়োজন কি? ব্যাকরণের বাদ প্রতিবাদে বুয়র যুদ্ধের মাক্সিমগনের আবির্ভাব না হওয়াই ভাল। সাহিত্য পরিষদে আলোচনার সময়ে এরূপ পরিষদের অযোগ্য কার্য্যটা না হওয়াই প্রার্থনীয়। এরূপ ভাবে বাদ প্রতিবাদ প্রয়োজন হইলে কাগজে কাগজে হওয়াই ভাল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ

লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্র বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে প্রতিবাদের বিশেষ কিছু নাই, তবে তাঁহারা যদি এখনই ব্যাকরণ লিখিতে অগ্রসর হন, তবে সে চেষ্টা নিরর্থক হইবে, কারণ সজীব ভাষার ব্যাকরণ হয় না। এখন বাঙ্গালা ভাষার যে অবস্থা, তাহাতে ইহার ব্যাকরণ হইতে পারে না। এ ভাষার এখনও বহু পরিবর্ত্তন হইবে। বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বত্র একার্থবোধক একরূপ শব্দ প্রচলিত নহে, সুতরাং পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কথোপকথনের ভাষার ব্যাকরণ হয় না। Slang শব্দের ব্যাকরণ হয় না। কেতাবী ভাষার ব্যাকরণ হইতে পারে। পালি ভাষায় যে ব্যাকরণ পাওয়া যায়, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণেরই অনুরূপ।

তাহার পর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন,—ব্যাকরণ শব্দের অর্থ সংস্কৃতে যাহা, বাঙ্গালায় তাহা নহে। বাঙ্গালা ব্যাকরণ বাঙ্গালীর জন্য নাও আবশ্যক হইতে পারে। যাহারা শব্দের উৎপত্তি ও প্রকৃতি জানিতে চাহে, তাহাদের জন্যই ব্যাকরণ আবশ্যক। বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংগ্রহ করিতে হইলে বাঙ্গালার সমস্ত শব্দ প্রথমে সংগ্রহ করা আবশ্যক। তাহার পর সেই শব্দ রাশি আলোচনা করিয়া ব্যাকরণের চেষ্টা করা উচিত। সে সময়ে যদি সংস্কৃত ব্যাকরণের অপেক্ষা করিতে হয়, করা হইবে। পরিষৎ এদিকে চেষ্টা করিয়া একটা মহৎ কার্য্য করিতেছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, এত কথার পর আমার একটা কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। আমি বলিয়াছি বাঙ্গালা ব্যাকরণ বাঙ্গালা নিয়মে চলিবে, সংস্কৃত নিয়মে চলিবে না, একথার প্রতিবাদ কেন হয় বুঝি না। পণ্ডিত মহাশয়েরা মুখে যাহা বলিয়াই প্রতিবাদ করুন না কেন, মনে মনে আমার কথাটা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। তদ্ধিত ও কৃৎ প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ সংগ্রহ করিয়া আমি ইতিপূর্ব্বে পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলাম। আমিই ব্যাকরণ লিখিতেছি বা লিখিব এরূপ দুরভিসন্ধি আমার? আমি কতকগুলা শব্দ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি, ভবিষ্যৎ বৈয়াকরণের কার্য্যের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি বলিয়াই কি আমার এতটা অপরাধ হইয়াছে। যাঁহারা এই সকল শব্দকে slang বলিয়া ঘৃণা করেন আর ভাষার মধ্যেই আমিই এই সকল slang আমদানী করিতেছি বলিয়া আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদের একটা কথা বলিবার আছে, আমি আমদানী করিতেছি এটা কি রকম কথা? পিতৃ পিতামহাদি হইতে এই সকল শব্দ কি আমরা পাই নাই। আজ সবগুলিকে কুড়াইয়া একত্র করিবার চেষ্টা করিতেছি, ব্যবহার করিবেন আপনারা। তাহাদের মধ্যে যদি সংগ্রহের দোষে দু একটা বিজাতীয় শব্দ আসিয়া পড়িয়া থাকে, তাহাতে আপনাদের ক্ষতি কি? ব্যবহারের সময়ে বিচার করিয়া লইবেন। সংগ্রহকারকের হস্তে বিচারভার দিতে নাই, তাহা হইলে অনেক আসল জিনিস বাদ পড়িয়া যাইতে পারে। প্রত্যয়গুলির আমি যে রূপ উল্লেখ করিয়া গিয়াছি, সেইগুলিই প্রত্যয়ের প্রকৃত রূপ

বলিয়া আমি আপনাদের গ্রাহ্য করিতে বলি না। আমার নিজেরও সে বিষয়ে সন্দেহ যে নাই এমন নহে। আরও একটা কথা আমি যতগুলা প্রত্যয়ের উদাহরণ দিয়াছি, তাহা দেখিয়া আপনাদেরও কি ধারণা হয় না যে বাঙ্গালা প্রত্যয় বলিয়া কতকগুলা পদার্থ বাস্তবিকই আছে, তা সেগুলার রূপ, আমি যেরূপ নির্ণয় করিয়াছি, তাহাই হউক আর আপনারা বিচার করিয়া যাহা স্থির করিতে পারেন তাহাই হউক। অনেকের মনের গূঢ় ভাব এই যে অধিকাংশ কথাই যখন সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ, তখন সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা বাঙ্গালা ব্যাকরণের কাজ কেন চলিবে না। তাহা চলিবে না, চলিতে পারে না, তাহার কতকগুলা কারণ উদাহরণ দিয়া অদ্যকার প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম কতটা চলিবে বা না চলিবে সেটা বিচার করা আবশ্যক। আমি ত কতকগুলা প্রশ্ন ও কতকগুলা সন্দেহ লইয়া আপনাদের সম্মুখে খাড়া করিয়াছি। সেগুলার উত্তর দেওয়া বা মীমাংসা করার ভার আপনাদের। ম্যালেরিয়া কিসে যায় জিজ্ঞাসা করিলেই যদি প্রশ্নকর্ত্তাকে ম্যালেরিয়ার প্রতিকার করিতে হয় তা হইলে ম্যালেরিয়া দূর করা আর ঘটে না। সুতরাং শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় যে ভাবে আমার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাতে কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। আমি যাহা বলিয়াছি তাহার মীমাংসা আবশ্যক। আমার গলদ্‌ যথেষ্ট আছে কিন্তু তাই বলিয়া তাহাতে আসল কথার কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইল? বাঙ্গালা ব্যাকরণে কতকটা পরিমাণ সংস্কৃত নিয়মাদি চলিবে বা চলিবে না তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। আমার শব্দ সংগ্রহ দেখিয়া যাঁহারা ভাবিতেছেন যে ভাষা হইতে সংস্কৃত শব্দগুলির চিরনির্ব্বাসনের জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। কিছুই আত্যন্তিক রকম ভাল বলি না। সংস্কৃত শব্দের সমাস ঘটাচ্ছন্ন ভাষাও কোন দিন বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে না বা কেবল হুতোমী ভাষাও সকলের নিকট গ্রাহ্য হইবে না। তা কোন দেশেই হয় না। এক সময়ে ইংলণ্ডে Anglo Saxon দিগের মধ্যে ল্যাটিন শব্দ লওয়ার আপত্তি হইয়াছিল কিন্তু তাহা টিকিল না। অনেক ল্যাটিন শব্দ ঢুকিয়া পড়িল। তাহার অনেক আছে, অনেক গিয়াছে। এত পাকাপাকির মধ্যেও অনেক রহিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় সে অবস্থা হয় নাই। সমস্ত সংস্কৃত শব্দ হজম করিয়া ইহা চলিতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় অনেক বিষয়ের শব্দ নাই; সে সকল নাই তাহার কারণ এই ভাষায় যে সকল কথা বলিবার আবশ্যক কোন দিন হয় নাই সুতরাং সে সকল বিষয় বলিতে গেলে অপর ভাষার নিকট ঋণী হইতেই হইবে। আবার বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি সংস্কৃতের অপভ্রষ্ট শব্দের এমন ভিন্নার্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে সেগুলির সেই অর্থ বাদ দিলে বাঙ্গালা ভাষায় শব্দাভাব ঘটিবে। সংস্কৃত "ঘৃণা" বাঙ্গালায় "ঘেন্না" হইয়াছে কিন্তু তাহাতে "ঘৃণার" অর্থ বজায় নাই। "পিরীতি" শব্দে "প্রীতির" অর্থ নাই। কাজেই এ সকল শব্দের মূলানুসন্ধান না করিলে বিশেষ ফল কি হইবে? এইরূপ অর্থান্তর দেখিয়া মনে হয় অপ্রকাশিত গ্রন্থরাশি প্রকাশিত হইলে, আমাদের

বাঙ্গালা শব্দ ভাণ্ডার অপূর্ণ থাকিবে না। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ লইয়াই সকল ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা শব্দের বানান লইয়া যে দাঁড়ী টানিবার কথা উঠিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমি এই পর্য্যন্ত বলি, আমি কিছুই পাকাপাকি করিয়া দিই নাই। এ সম্বন্ধে আমা অপেক্ষা দীনেশ বাবু ভাল বলিতে পারেন, কত প্রাচীন কাল হইতে কোন শব্দের কি বানান লেখা চলিয়া আসিতেছে। আমার মনে হয় যখন "শ্রবণ" হইতে "শোনা" লিখিবার সময়ে "ন" লেখা হয় মুর্দ্ধণ্য "ণ" লিখিলে ভুল হয় তখন স্বর্ণ হইতে "সোনা" যদি "ন" দিয়া লিখি তবে ভুল-[illegible] এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণের বিষয় মীমাংসা [illegible] আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা যে অপরিবর্ত্তনীয় তাহাই যে সর্ব্বথা গ্রাহ্য, অ[illegible] কেহ মনে না করেন। আমি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি, আপনারা দেশের পণ্ডিতবর্গ তাহার ব্যবহার করুন, বাঙ্গালা ব্যাকরণ কিরূপ হইবে তাহা স্থির করুন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—রোগ নির্ণয়ে যদি ডাক্তারে ডাক্তারে বিবাদ হয় তবে আমরা আর কি করিতে পরি? এ সকল বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা আবশ্যক, বিচার বিতর্ক প্রয়োজন, এরূপ স্থলে শ্লেষ বিদ্রূপ করা বা অপমান বোধ করা উচিত নহে। এ সকল বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ হইলে ঝাল মিটাইবার ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিত। ভাষার প্রাণ কি তাহা বুঝিয়া ব্যাকরণ গড়িতে নিয়ম আবশ্যক হয় না। ভাষা আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। বাঙ্গালা ভাষার জন্য নিয়ম করা চলিবে না। আমরা পরিষৎ হইতে যদি বলিয়া দিই, ভাষা এমন হবে না অমন হবে, তাহা কেহ লইবে না। বাঙ্গালা ভাষার এখন একটা রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা ভাল কি মন্দ, তাহা বিচার করিয়া দেখাইতে গেলে কেহ দেখিবেও না! ভাষার বদল কেহ করিতে পারে না। তাহা আপনিই হয়। ব্যাকরণের উদ্দেশ্য তাহা নহে। উহা ভাষার রীতি নীতি দেখাইয়া দিবার ও বুঝাইবার জন্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকা মাত্র। সুতরাং ভাষায় যাহা আছে, ব্যাকরণে তাহা রাখিতে হইবে বা থাকা চাই। কেবল সংস্কৃত কথা লইয়া বাঙ্গালা ভাষা নহে, সুতরাং কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাদির অনুবাদ দিলে চলিবে না। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ যে শব্দরাশি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের ব্যবহার ও গঠন সম্বন্ধে নিয়মাদি বাঙ্গালা ব্যাকরণে থাকা আবশ্যক। যাঁহারা এগুলি slang বলিয়া অশ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার একাংশ বাদ দিতে চাহেন। লিখিত ও কথিত ভাষায় এক হয় না। গ্রাম্য ভাষা বা কথিত ভাষার ন্যায় চিরকালই স্বতন্ত্র থাকিবে। Dialectical গোলমাল মিটাইবার জন্য সাহিত্যের ভাষা স্বতন্ত্র থাকা আবশ্যক। সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য কি গ্রাম্য শব্দের বাহুল্য হইলে ভাল হয় তাহা এখনও ঠিক্ বলা যায় না। আপাততঃ দুইই পাশাপাশি সমান দরে ব্যবহার হইতেছে। ব্যাকরণ সম্বন্ধে এইটুকু বলা যে, ভাষার যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহার একটা নিয়ম বাহির করা আবশ্যক। এই নিয়মের জন্য কেহ যদি নূতন পথ দেখান, তবে

সে পথে কতকটা অগ্রসর হইতে পারি তাহা আমাদের দেখা চাই। ইহা আবার ধীরতার সঙ্গে দেখা চাই। পরিষদের এই বৃহৎ কার্য্যটি সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হইলে সুখী হইব।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক। সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

গত ২৮শে পৌষ (১৩০৮), ১২ জানুয়ারী (১৯০২) [illegible] ৬ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশন হইয়া [illegible]। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
,, মতিলাল ঘোষ।
,, রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী।
,, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
,, কুমার শরৎকুমার রায়।
,, রমেশচন্দ্র বসু।
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
,, অমরনাথ দত্ত।
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ।
,, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
,, দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
,, দীনেশচন্দ্র সেন।
,, কিরণচন্দ্র দত্ত।
,, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।
,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।
,, রায় পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরী।
,, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ।
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, অতুলকৃষ্ণ বসু।
,, গোবিন্দলাল দত্ত।
,, বাণীনাথ নন্দী।
,, রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
,, প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
,, বামনচন্দ্র দাস।
,, চারুচন্দ্র ঘোষ।
,, অক্ষয়কুমার বড়াল।
,, সুরেশচন্দ্র বসু।
,, সরসীলাল সরকার।
,, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
,, সখারাম গণেশ দেউস্কর।
,, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য।
,, বসন্তকুমার বসু।
,, রাধিকানাথ কবিভূষণ।
,, রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার।
,, হেমচন্দ্র মল্লিক।
,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।
,, চারুচন্দ্র বসু।
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহ-সম্পাদক
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, } সহ-সম্পাদক

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল, (১) গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রদত্ত ভূমির রেজেষ্টারী করা দলীল প্রদর্শন (৪) গৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে কার্য্যারম্ভ ও অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা, (৫) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের "ব্যাকারণ ও বাঙ্গালা ভাষা নামক" প্রবন্ধ পাঠ (৬) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে সহকারী সম্পাদক গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত হইল। তৎপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,	১। শ্রীযুক্ত অটলকুমার সেন, ১০নং রাজেন্দ্রনাথ সেনের লেন সিমলা।
,, প্রকাশচন্দ্র দত্ত,	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,	২। ,, দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, ৪২নং বাঞ্ছারাম অক্রুরের গলি।
,,	,,	৩। ,, খগেন্দ্রনাথ দে এটর্নী, ২৮নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
,, কেদারনাথ সান্যাল,	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,	৪। ,, জ্ঞানশঙ্কর সেন, ডেঃ কালেক্টর ৬৪নং অপার সারকিউলার রোড।
,, দীনেশচন্দ্র সেন,	,, ব্যোমকেশ মুস্তফী,	৫। ,, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, ডেঃ মাজিষ্ট্রেট, মানিকগঞ্জ ঢাকা।
,,	,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,	৬। ,, হরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, বি, এল, উকীল হাইকোর্ট।
,,	,,	৭। ,, সুরেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এল, হাইকোর্টের উকীল।
,,	,,	৮। ,, সুবোধচন্দ্র রায়, ব্যারিষ্টার ৫৭ ল্যান্সডাউন রোড।
,,	,,	৯। ,, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রিন্সিপাল কায়স্থ কলেজ এলাহাবাদ।
,,	,,	১০। ,, অনুকূলচন্দ্র বসু, ৩৫।২ বীডন ষ্ট্রীট।
,,	,,	১১। ,, বৈকুণ্ঠনাথ দাস, ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
,,	,,	১২। ,, রামনাথ চক্রবর্ত্তী, ৭৩নং লোয়ার সারকিউলার রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন,	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,	১৩। „ কুমুদবন্ধু বসু, এসিষ্টাণ্ট, ইন্‌স্পেক্টার হুগলী।
„	„	১৪। „ কবিরাজ হেমেশচন্দ্র সেন, বি এ, ২০২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„	„	১৫। „ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম,এ প্রিন্সিপাল ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা।
		১৬। „ গুরুদয়াল সিংহ, কুমিল্লা।
„ অনাথনাথ পালিত	„	১৭। „ মহেন্দ্রলাল মিত্র, ৭নং রাধানাথ বসুর লেন।
মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১৮। মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর ৭৪নং লোয়ার সার্কুলার রোড।
„	„	১৯। রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর, ১৬৩নং লোয়ার সার্কুলার রোড।
„	কুমার শরৎকুমার রায়	২০। কুমার ঘনদানাথ রায়, দুবলহাট।
কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়	„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	২১। „ চারুচন্দ্র চৌধুরী, শেরপুর, ময়মনসিংহ।
„	„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	২২। „ নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ।
„	„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২৩। „ রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, গৌরীপুর, আসাম।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	„ কুমার শরৎকুমার রায়	২৪। „ মহেন্দ্রকুমার সাহা চৌধুরী, বি এল।
„	„	২৫। „ মণিলাল নাহার
„	„	২৬। „ পুরণচাঁদ নাহার, আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	২৭। „ মোহিনীনাথ বিশী, জোয়াড়ী পোঃ জোয়াড়ী।
„	„ কুমার শরৎকুমার রায়,	২৮। „ শশিভূষণ রায়, দুবলহাটী, রাজসাহী।
„ সুরেন্দ্রনাথ রায়	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৯। „ জে, সি মিত্র আসিষ্টেন্ট কণ্ট্রোলার জেনারেল।
„ কুঞ্জলাল রায়	„ „	৩০। „ প্রয়াগরাজ মুখোপাধ্যায়, ১০নং শিকদারবাগান ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক		সভ্য
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,	„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ,	৩১।	„ জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪১নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
„	„	৩২।	„ হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বি, এল, ১নং জেলেপাড়া রোড।
„	„	৩৩।	„ সারদাপ্রসাদ সেন, ৪৯নং কাঁসারী পাড়া।
„ সত্যেন্দ্রনাথ রায়,	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী,	৩৪।	„ হেমচন্দ্র সেন, বি এ, ফড়িয়াপুকুর লেন।
„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ,	„	৩৫।	„ সনৎকুমার সেন, ৩৮নং রামতনুবসুর গলি।
„ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী,	„	৩৬।	„ প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, ১৭নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট।
„ রাধিকানাথ কবিভূষণ,	„ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী,	৩৭।	„ রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার, বেতাগড়ি ময়মনসিংহ।
„ অতুলচন্দ্র গোস্বামী,	„ বাণীনাথ নন্দী,	৩৮।	„ মধুসূদন চক্রবর্ত্তী, ৮৮নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
„ অতুলচন্দ্র গোস্বামী,	„ বাণীনাথ নন্দী,	৩৯।	„ রামকুমার কবিরত্ন, বাইনাগ্রাম ময়মনসিংহ।
„ দীনেশচন্দ্র সেন,	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,	৪০।	„ উপেন্দ্রলাল রায়, বি, এল, হাইকোর্টের উকীল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্য আরম্ভ হইলে, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী রেজিষ্টারী দলীল প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, কাশিম বাজারের মহারাজ পরিষদের জন্য ৭ কাঠা জমি দিয়াছেন তাহা আপনারা জানেন। সেই জমি এই রেজেষ্টারী হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই জমিতে বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য অর্থ আবশ্যক। ইতিমধ্যে আমাদের চেষ্টায় যতটা হইয়াছে তাহা পত্রেই আপনারা অবগত হইয়াছেন। সকলের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন আবশ্যক অর্থ উঠিবে না। প্রত্যেক সভ্য চেষ্টা করিলে তাঁহার দ্বারা যে ভাবে যতটা সাহায্য হইতে পারে পত্রে তাহার প্রস্তাব করা গিয়াছে। এক্ষণে আপনারা ঐকান্তিক উৎসাহ সহকারে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে পরিষদের বাটী নির্ম্মাণ দুষ্কর হইবে। এক্ষণে আপনাদিগকে অনুরোধ আপনারা কাল বিলম্ব না করিয়া এ বিষয়ে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হউন।

অতঃপর চতুর্থ বিষয় সম্বন্ধে যতীন্দ্র বাবু বলিলেন, পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ, সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার বাবু যদুনাথ বরাট ও মার্টিন কোম্পানির অংশীদার পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাটীর নক্সা প্রস্তুতের ভার

লইয়াছেন। সেই সকল নকসা প্রস্তুত হইলে গৃহ নির্ম্মাণ সমিতির পরামর্শ মত কার্য্য আরম্ভ হইবে।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন, পরিষদের বাটী নির্ম্মাণার্থ যতগুলি ইটের প্রয়োজন হইবে, যদি পরামর্শ সিদ্ধ হয় তাহা হইলে ইট প্রস্তুত করাইয়া লইতে যত মাটী ও জলের দরকার হইবে তন্নিমিত্ত আমাদের সুযোগ্য সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নারিকেল ডাঙ্গায় খালের ধারে উঁহার যে জমি আছে তাহা হইতে মাটী উঠাইয়া লইতে আদেশ দিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিতেছি। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, নাটোরের মহারাজ, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম্ এ, রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী মহাশয়গণকে গৃহনির্ম্মাণ সমিতির সভ্য করা হউক। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। [ভারতীতে প্রকাশিত]

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে অনেক শিক্ষার বিষয় আছে। শাস্ত্রী মহাশয় উদাহরণ দিয়া বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমার বোধ হয় পালি ও প্রাকৃতের সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠতা অধিক। রবীন্দ্র বাবুর ক্রিয়াপদের তালিকার ন্যায় ঐ সকল শব্দেরও তালিকা প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক; তৎপরে বিচার। ইংরাজীর সহিত ল্যাটিনের যে পার্থক্য বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের সেইরূপ। সংস্কৃতে সন্ধিসমাসের দ্বারা ভাষা সংকোচ করিবার দিকে দৃষ্টি থাকে বাঙ্গালার সন্ধি সমাসের দিকে সেরূপ লক্ষ্য নাই; সুতরাং ইহার গতি বিস্তারের দিকে। সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রাদি বাঙ্গালা ভাষার অধিকাংশ শব্দ সাধনের জন্য আবশ্যক হইলেও ইহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। ব্যাকরণ রচনার জন্য আমার মতে পাণিনির পদানুসরণ করা আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এবং সংস্কৃত ভাষার ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর বলেন, যে মহারাষ্ট্রীয় ভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষা শ্রেষ্ঠ। তিনি উপস্থিত আছেন তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ বলিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় বলিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ আমি কিছুই শুনি নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিব না। তবে কথ্য ভাষাই হউক আর গ্রন্থ ভাষাই হউক সংস্কৃতের সহিত মহারাষ্ট্রীয় অপেক্ষা বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠতা অধিক।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, আজ রবীন্দ্র বাবু উপস্থিত থাকিলে ভাল হইত। কোন একটা বিষয়ে প্রথমে বাদীর বক্তব্য পরে প্রতিবাদীর বক্তব্য পরে বাদীর উত্তর, আলোচনা এইরূপে হইলেই ভাল হয়। আলোচনায় বিতণ্ডা না হয় ইহা সকলেরই প্রার্থনীয়। শাস্ত্রী মহাশয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপর কটাক্ষপাত করিয়াছেন, কিন্তু ক্রমেও যদি তিনি এ প্রণালীতে ব্যাকরণ আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে উঁহার মত পরিবর্ত্তিত

হইতে দেখা যাইত। নানা দেশের বহু পণ্ডিতের যত্নের, আদরের, যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী তাহা কখনই উচ্ছৃঙ্খল নহে। বাঙ্গালা ভাষা এখন উন্নতির দিকে চলিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় যে প্রণালীতে তাহাকে নিগড়িত করিতে চান উহাতে উহার উন্নতি বন্ধ হইয়া যাইবে। পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষার নিয়মের দড়ি দড়া দিয়া উহাকে যে বাঁধন দেওয়া হইয়াছে সংস্কৃতের তেজস্বিনী কন্যা বাঙ্গালা ভাষা সে বাঁধন এখন আর মানিতেছে না। ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যখন কোন প্রতিভাবান্ লেখক কোন ভাষার গ্রন্থ লেখেন, তখনই সেই ভাষা বিস্তৃত হইয়া উঠে। যত দিন না ভাষার গ্রন্থ লেখা হয়, ততদিন ভাষা পরিপুষ্ট হয় না। বন্ধুবর যতীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের অতি নিকট-বর্ত্তী, আমার বিশ্বাস তাহা আদৌ নহে। চসারের লেখায় লাটিনের আধিক্য নাই, তাই সে লেখা সাধারণে বুঝিতে পারে এবং সেই জন্যই চসারের লেখার গৌরবে তাঁহার সমসাময়িক অন্য সকলের লেখা ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পর মিল্টনাদি চসারের অনুকরণ করিয়াই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। এইরূপ ইটালিতে প্লুটার্ক, জার্ম্মানিতে লুথার। বাঙ্গালায় সেই রূপ যাহা হইয়াছে তাহার কারণ বাঙ্গালা ভাষার প্রতিভাশালী লেখকেরা বই লিখিয়াছেন, ভাষার নিজের শক্তি কিছু নাই। প্রতিভাশালী লেখকেরা সেই ভাষায় লিখিতেছেন বলিয়া উহার প্রভাব। আসামী হিন্দীতে লিখিলেও তাঁহারা সেই সেই ভাষাকে এইরূপ করিতে পারিতেন। বাঁশীতে কিছুই নাই, বাদকের গুণেই বাঁশী মিষ্টি বাজে। শাস্ত্রী মহাশয় বিতণ্ডা বুদ্ধিতে এতটা সাহসী হইয়াছেন এবং এই বিদ্বৎ সমাজে প্রকাশ করিয়াছেন যে এই বাঙ্গালা, ভাষা কালান্তর প্রচলিত সংস্কৃত মাত্র। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসের এরূপে আলোচনা হইবে না। ৪০০শত বৎসরের হাতের লেখা প্রাচীন পুঁথিতে যখন 'য' স্থানে সর্ব্বত্র 'জ' দেখিতে পাই; তখন বাঙ্গালা ভাষার ঐ সকল শব্দ লিখিতে 'য' ব্যবহার কেন করিব? প্রাকৃত ব্যাকরণে 'য' নাই। ফোর্ট উইলিয়ম্ কালেজের প্রভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে ঐ সকল শব্দ 'য' দিয়া লিখিতে হয়। বররুচি সংস্কৃত জানিতেন না এমত নহে। অথচ পালি ও প্রাকৃত ব্যাকরণ লিখিবার সময়, পালি ও প্রাকৃত ভাষায় যাহা নাই, সংস্কৃতের দোহাই দিয়া সেই সকল বর্ণ উহাতে প্রবেশ করান নাই। আপনাদের সে কালের পণ্ডিত মহাশয়েরা বাঙ্গালা ভাষায় কোন্ বর্ণ আছে না আছে, তাহা হিসাব না করিয়াই সংস্কৃতের বর্ণমালা অবিকল বাঙ্গালার বর্ণমালা বলিয়া লইয়াছেন এবং সেই বর্ণমালা দেখিয়া আপনারা বর্ণ শিক্ষা করিয়াছেন। কাজেই বাধ্য হইয়া আপনারা দুটা ('য' 'জ') দুটা ('ণ' 'ন') দুটা 'ব' তিনটা ('শ' 'ষ' 'স') লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমাদের ন্যায় লোক অর্থাৎ যাঁহারা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা জানেন তাঁহারাই বুঝিতে পারেন সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যে কাহার সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠতা অধিক। কিন্তু সংস্কৃত, পালি প্রাকৃত কাহারও সহিত বাঙ্গালার প্রকৃতি মিলে না। ঐ তিন ভাষায় বিভক্তির ব্যবহার বড় বেশী, বাঙ্গালায় তাহা খুব কম। ইংরাজিতে যাহাকে preposition বলে, বাঙ্গালায় সেইরূপ

প্রয়োগই অধিক। ইংরাজিতে যখন Anglo-saxon প্রভাব ছিল তখন বিভক্তি দিয়া যাহা করিত এখন অন্য শব্দের সাহায্যে তাহা করিয়া থাকে। প্রত্যেক ভাষার এক একটি বিশেষত্ব আছে; সংস্কৃতে তিনটি লিঙ্গ দেখিয়া অনেকে বাঙ্গালায় তিনটি লিঙ্গের ব্যবস্থা করিতে চাহেন। কিন্তু মিসরের প্রাচীন ভাষায় তেরটি লিঙ্গ। পাণিনি শুনিলেও হয়ত লইতে পারিতেন। সংস্কৃত ভাষার কতকগুলি শব্দ আমরা বাঙ্গালায় গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া সংস্কৃত শব্দ সাধনের সমস্ত সূত্র যদি বাঙ্গালা ব্যাকরণে দিতে হয় তাহা হইলে শিশু হত্যা করিতে হয়। সে সকল সূত্রও আবার সেইরূপ কঠিন। "পতৎ+অঞ্জলি" নিপাতনে পতঞ্জলি হয়। এরূপ সূত্র বাঙ্গালা ব্যাকরণে কি আবশ্যক জানি না; এরূপ সূত্র না জানিলে পতঞ্জলি শব্দ ব্যবহারে কি ক্ষতি হইবে জানি না। রচনার প্রণালী ধরিয়া ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা যায় না। শকুন্তলায় কালিদাস প্রাকৃত ভাষায় 'শকুন্তলা' লিখিয়াছেন তাহাতে ভাষার কি হানি হইয়াছে জানি না। কৃত্তিবাসও সংস্কৃত জানিতেন, বুদ্ধদেবও সংস্কৃত জানিতেন। উঁহারা যদি বাঙ্গালা লিখিবার সময় "যখন" লিখিতে "জ" দিয়া লিখিয়া থাকেন, আর চারি শত বৎসরের সাক্ষী একখানা হাতের লেখা পুঁথিতে তাহা দেখিতে পাই তাহা হইলে কি আমরা বলিব যে তাঁহারা "যখন" লিখিতে বানান ভুল করিয়াছেন। উঁহারা সংস্কৃত জানিয়াও এরূপ ভাষায় গ্রন্থ লিখিলেন কেন? গ্রন্থের উদ্দেশ্য যদি সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে হয়, তবে জন সাধারণ যে ভাষা বুঝে তাহাতেই লেখা আবশ্যক। আপনারা বাঙ্গালাকে যদি সে স্বাধীনতা না দেন তবে ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণির কথা স্মরণ করিবেন। সংস্কৃতের মাত্রার হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদে উচ্চারণে যে প্রভেদ হয় বাঙ্গালায় সে উচ্চারণ প্রভেদ কোথায়? যদি উচ্চারণই সেরূপ না করা হয় তবে হ্রস্ব, দীর্ঘ লইয়া একটা বিশেষ বাঁধাবাঁধির আবশ্যক কি? বিশেষতঃ প্রাচীন কালের লেখায় তাহার যখন প্রমাণ পাইতেছি না। এক মাত্রিক ও আড়াই মাত্রিক কথা লইয়া শাস্ত্রী মহাশয় ও রবীন্দ্র বাবুর মধ্যে যে তর্ক উঠিয়াছে, আমার বোধ হয় সে তর্ক নিষ্ফল, বাঙ্গালীর উচ্চারণ সর্ব্বত্রই এক।

তৎপর শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, হীরেন্দ্র বাবু যাহা বলিলেন, তাহা বড়ই ভাল লাগিল। ভাষার গতিক দেখিয়া ব্যবস্থা করা উচিত। ভাষার উপরে evolutionএর কার্য্য হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস বা কাশীদাসের উপর প্রাকৃতের যতটা প্রভাব ছিল, এই তিন চারি শত বৎসর পরে সেটা আছে কি?

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয় বলিলেন:—Monosyllabic এর অনুবাদ "একমাত্রিক" না হইয়া "এক স্বর" হইলে ভাল হইত। যাহাতে একটি মাত্র স্বর আছে, ব্যঞ্জন যত গুলিই থাকুক না কেন, তাহাকে একস্বর ধাতু বলে। পৃথিবীর মধ্যে দুইটি ভাষা monosyllabic চীন ও তিব্বতীয় ভাষা; তিব্বতীয় ভাষার কিঞ্চিৎ আলোচনা দ্বারা জানিয়াছি হ্রস্ব বা দীর্ঘ স্বরের ভেদ বশতঃ monosyllabic শব্দের "এক স্বর" এরূপ অনুবাদে কোন হানি হয় না। "যখন" শব্দটি "যৎক্ষণ" এই সংস্কৃত শব্দ হইতে পালি ভাষার দ্বার দিয়া

আসিয়াছে। পালি ভাষার "যদ" শব্দটি "য" এইরূপ ধারণ করিয়াছে। পালি ভাষায় "ক্ষ" নাই। তাহার স্থলে "খ" বসিয়াছে। পালি ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে "ণ" স্থানে "ন" বসিয়াছে। সূত্রটি এই :—"রকারান্ত ও হকারান্ত ধাতুর পরস্থিত অনট্ প্রত্যয়ের ণ মূর্দ্ধন্য হয়, তদ্ভিন্ন স্থলে দন্ত্য ন ব্যবহৃত হয়।"

উচ্চারণের অনুরূপ বর্ণ বিন্যাস (phonetic) করিতে হইবে কি পদের অনুযায়ী বর্ণ বিন্যাস (etymological) করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেক সমালোচনা করিয়াছেন। ইহা একরূপ স্থিরই হইয়াছে যে বর্ণ বিন্যাস etymology অনুসারে করিতে হইবে।

সম্প্রদান কারক কেবল পাণিনি স্বীকার করিয়াছেন এরূপ নহে। গ্রীক্ লাটীন প্রভৃতি ভাষায় কর্ম্ম ব্যতীতও সম্প্রদান কারক ছিল। ইংরাজী ভাষায় আজকাল উহাকে Indirect object বলা যায়। বাঙ্গালায় সম্প্রদান কারকের অর্থ সঙ্কুচিত ভাবে গৃহীত হইয়াছে। কেবল দান বুঝাইলে এরূপ নহে। পতঞ্জলি ইত্যাদি শব্দের সন্ধি বিশ্লেষণ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় নহে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থ সমূহের আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি সন্ধি বিভাগ বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। ঐ সময় তিব্বতীয় ভাষায় যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদিত হইত, সেই সকল গ্রন্থের শব্দ সমূহ খণ্ড খণ্ড ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া লওয়া হইত। পতঞ্জলি এই শব্দ সংস্কৃত আকারে তিব্বতীয় ভাষায় গ্রহণ করিবার কোন উপায় নাই। অতএব তিব্বতীয় অনুবাদকগণ "পতৎ" ও "অঞ্জলি" এই দুই ভাগে উক্ত শব্দকে বিভক্ত করিয়া "পতৎ" ইহার তিব্বতীয় প্রতিশব্দ ও "অঞ্জলি" ইহার তিব্বতীয় প্রতিশব্দ সংযোজন পূর্ব্বক একটি নূতন তিব্বতীয় নাম বাচক শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইরূপ কৃশাশ্ব=কৃশ+আশ্ব=কৃশকারী=ছুঙ্ বোদ্। কৃশ ইহার প্রতিশব্দ ছুঙ্ ও কারী ইহার প্রতিশব্দ বোদ্। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে "রাক্ষস" "গন্ধর্ব্ব" ইত্যাদি শব্দের ব্যাখ্যায়ও ঐ রূপ সন্ধি বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়।

বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত প্রাকৃত বা পালি কাহারও অনুরূপ নহে। বাঙ্গালা কথিত ভাষা আর ঐ গুলি গ্রন্থের ভাষা, ঐ গুলি কখনও কথিত ভাষা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য ঐ সকল ভাষার শব্দ দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার রীতি স্বতন্ত্র। প্রাচীনকালে বাঙ্গালার অনুরূপ কথিত ভাষা সকল প্রচলিত ছিল। কালক্রমে কথিত ভাষার যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার কোন নিদর্শন স্থায়ী সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন, তর্কটা ক্রমশই বিতণ্ডার দিকে যাইতেছে। আমার মনে হয় হীরেন্দ্র বাবু এবং রবীন্দ্র বাবু বিতণ্ডার একদলে এবং আমরা বাহিরে, এ বিতণ্ডার মীমাংসা হইলেই ভাল হয়। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রশংসার্হ, তাঁহার লেখায় বিচারের অনেক কথা আছে। তাঁহার প্রবন্ধের আলোচনা কালে যে সকল তর্ক উঠিয়াছে, উপস্থিত মত তাহার উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে।

তবে একটা কথা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। একটা কথা উঠিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষার গঠন,—এই গঠন কাহার আদর্শে হইবে? কোন একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষার আদর্শে হওয়াই উচিত। এরূপ স্থলে সংস্কৃতের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা যে অধিক তাহা সকলেই স্বীকার রেন। অতএব বাঙ্গালা ভাষার গঠন সংস্কৃতের আদর্শে হউক, আমি তাহারই পক্ষপাতী। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ করি নাই বা করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। যে শিশুমারণের কথা উঠিয়াছে, যদি হীরেন্দ্র বাবুর মতে ব্যাকরণাদি হয় তবে তাহা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিবে। সংস্কৃত শব্দগুলির জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম এবং অপরাপর শব্দের জন্য অপরাপর ভাষার নিয়ম শিখিতে হইবে। উচ্চারণ অনুসারে বানান লিখিতে গেলে ফ্রেঞ্চ ও জার্ম্মাণ ভাষার শব্দগুলির দুর্দ্দশার এক শেষ হইবে। ভাষার গঠন প্রণালীর প্রধান লক্ষ্য কি হইবে? শব্দচয়ন ও ভাব গ্রন্থন দুই আবশ্যক। ইংরাজিতে চসার ও টেনিসনের সময়ের ভাষার তুলনা করুন, রামপ্রসাদ ও কালিদাসের তুলনা করুন। যে প্রাকৃতকে বাঙ্গালা ভাষার মূল ধরিয়া তর্ক চলিতেছে সেই প্রাকৃত ভাষার ছাঁচই যে সংস্কৃত। কৃত্তিবাস কাশীদাসের ভাষাকে আদর্শ করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত যে তাহা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের উপযোগী করিবার জন্যই তাঁহারা এরূপ ভাষায় লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এখনকার পাঠকশ্রেণী তখনকার অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন। সেকালে যাঁহারা অর্দ্ধ-শিক্ষিত ছিলেন, তাঁহারা তখনকার অর্দ্ধশিক্ষিতের উপযোগী বাঙ্গালা গ্রন্থের তত বেশী আলোচনা করিতেন না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ মহাশয় বলিলেন, আজকার আলোচনায় আমার বোধ হয় আমরা মূল বিষয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি। প্রথমে দেখা উচিত বাঙ্গালা ভাষা কি প্রণালীতে লিখিত হয়। "রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন ও অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন"। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বাক্যটীর মধ্যে "হইয়া" ও "করিতে লাগিলেন" এই দুইটি ব্যতীত খাঁটী বাঙ্গালা শব্দ আর নাই। নাই বলিয়া যদি কেহ বলেন এটি বাঙ্গালা নহে, তাহা আমরা কেহ শুনিব না, মানিব না বা সে ভাবে তর্ক করাও অনুচিত। রবীন্দ্র বাবুও তাহা বলেন না। তবে কেহ বলিবেন এই আদর্শের বাঙ্গালা উৎকৃষ্ট, কেহ বলিবেন নিকৃষ্ট, সে তর্কের মীমাংসার বিশেষ প্রয়োজন নাই। ঐ বাক্যটি যখন বাঙ্গালা তখন উহার অন্তর্গত সমস্ত শব্দের নিয়মই জানা আবশ্যক; ছাত্রেরও আবশ্যক, তাহাতে শিশুমারণ হয়, কি করা যাইবে। কিন্তু "অপ্রতিহত প্রভাবে" পদের ধাতু, প্রত্যয়, সমাস যদি জানা আবশ্যক হয়, "হইয়া" ও "করিতে লাগিলেন" পদের ঐ সমস্ত জানা আবশ্যক নহে কেন? একের জন্য যদি শিশুমারণ আবশ্যক হয়, অপরের জন্য না হইবে কেন? ভাষার গঠন প্রণালী আবিষ্কারের জন্য এই সকল আলোচনা চলিতেছে। যতদিন তথ্য নির্ণীত না হইবে তত দিন এইরূপ

বিতণ্ডা চলিবেক। বাঙ্গালা শব্দ লিখিতে লিখি "করিব" বলিতে বলি "কর্‌ব" দেশ ভেদে তাহারও আবার নানা ভেদ আছে। ইহার যদি নিয়মাদি জানা যায় তবে ক্ষতি কি? শাস্ত্রী মহাশয় কি "করিব" র পরিবর্ত্তে করিষ্যামি প্রয়োগ করিতে বলেন, কখনই না। এ সকলের মীমাংসা প্রার্থনীয় নহে কি? "করিব" শব্দের সংস্কৃত মূল থাকিতে পারে কিন্তু কত দূরের পরিবর্ত্তে উহা জন্মিয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক নহে কি? শিশুব্যাকরণ সরল হওয়া উচিত ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। রবীন্দ্র বাবু শিশুব্যাকরণের কথা বলেন নাই, তিনি ভাষা তত্ত্বালোচনার একটা পথ দেখাইয়াছেন মাত্র।

অতঃপর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, আমার বক্তব্যের অধিকাংশ আমি প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছি। এখন আমি সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিতেছি। কেহ কেহ মনে করেন বিতণ্ডা করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁহারা যদি নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন। প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ই আমার অভিপ্রেত। আমি শব্দবিজ্ঞান মানি না এ কথা কেন উঠিল? আমি কেন, জগতের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই শব্দবিজ্ঞান শ্রদ্ধার বস্তু। ভট্ট মোক্ষমুলর ও মুর সাহেবের ভাষা বিজ্ঞানের মর্ম্ম আমি অতি সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি। ঐ সকল মনীষী প্রত্যেকের শ্রদ্ধাভাজন। বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ অর্থে ঐ সকল মনীষীর উপাদেয় গ্রন্থ নহে, যাঁহারা শব্দের প্রকৃত বর্ণবিন্যাস তুলিয়া দিতে ইচ্ছুক ও সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে একান্ত বদ্ধপরিকর সেই নব বৈয়াকরণগণের নবপ্রবর্ত্তিত ঠেসান হেলান, ধরাস কটাসুক্ত, চলকনো নিঙ্‌ড়ানো ইত্যাদি শব্দের ব্যুৎপত্তি জনক ব্যাকরণই আমার লক্ষ্য। চারি শত বৎসরের পূর্ব্বের বাঙ্গালা গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না, তখনকার বর্ণবিন্যাসের প্রথা এখন বর্ত্তমান নাই। আড়াইশত বৎসরের পূর্ব্বের হস্ত লিখিত পুস্তক অধিক পাওয়া যায় না সুতরাং কাহার উপর নির্ভর করা যাইবে। আর যদিই কোন পুরাতন পুস্তকে "যখন" শব্দে বর্গ্য জ থাকে তাহাই বা কেন বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিব? যদি কোন অশিক্ষিত কিংবা সংস্কৃত জ্ঞানবিহীন গ্রন্থকার বা লিপিকার "যখন" শব্দে বর্গ্য জ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা শিক্ষিত বা বিদ্বান্ ব্যক্তিদের আদর্শ হইতে পারে না। আমার নিকট একখানি অতি পুরাতন বাঙ্গালা পুস্তক আছে, উহাতে গোঁসাই শব্দের বর্ণবিন্যাস "গষাঞি" এইরূপ আছে তাহাই কি শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিব? তবে রবীন্দ্র বাবু যে প্রকার বর্ণবিন্যাস ও ভাষা বানাইতে উৎসুক উহা চলিবে না, আজ কাল শিক্ষিত ব্যক্তিদের সংস্কৃতানুযায়ী বিশুদ্ধ ভাষার প্রতি অনুরাগ অধিক। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা ক্রমশঃ সংস্কৃতোন্মুখী হইতেছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, অতি অল্প কারণে কত বৃহৎ ব্যাপার কত বাগবিতণ্ডা হইয়া থাকে। পরিষদের ব্যাকরণ প্রবন্ধ লইয়াও তাহাই হইতেছে। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বাঙ্গালা প্রত্যয়ের উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ভুল নাই এ কথা তিনিও বলেন না। তাহাতে দুটা একটা ভুল যে না আছে তাহাও নহে।

তাঁহার উদ্দেশ্য সংস্কৃত অভিধান ও ব্যাকরণের অন্তর্গত শব্দ সমষ্টি ছাড়া ভাষার আর একটি দিক যে আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহা হউক এত আলোচনা দুঃখের নয়। ভাষার অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা লক্ষ্য করা উচিত। ভাষা এখন যে স্রোতে চলিয়াছে তাহা বদলাইতে পারা যাইবে না। বাঙ্গালা প্রত্যয়ান্ত শব্দ আজ কাল লেখায় বেশী ব্যবহার হইতেছে। লেখার একটা পথ আছে। প্রতিভাসম্পন্ন লেখক যে দিকে লইয়া যাইবেন ভাষা সেই দিকেই যাইবে। কথ্য ও গ্রন্থভাষায় বড় বেশী পার্থক্য রাখা সঙ্গত নহে। অক্ষয় দত্তাদির ভাষার গতি ফিরিয়াছে। অক্ষয় দত্তাদি এবং এখনকার ভাষার সমতা রাখিয়া ভাষার গতিকে স্থির করাইতে পারিলে ভাল হয়। ভাষা শিক্ষিত অপেক্ষা সাধারণ লোকের বোধগম্য হওয়া আবশ্যক। ইউরোপীয় ভাষায় প্রথমে কৃত্রিমতা ছিল, প্রতিভাশালী লেখকের লেখার গুণে তাহা দূর হইয়াছে। ভাষাকে সহজবোধ্য করিতে হইলে যে কি নিয়মে হইবে তাহা বলা যায় না। প্রথমে দেখা আবশ্যক মনের ভাব ঠিক কথায় ফুটিল কি না তাহার পর তাহার সেই প্রাঞ্জলতা বজায় রাখিয়া অঙ্গ সৌষ্ঠবও আবশ্যক। ব্যাকরণ মনগড়া হইলে চলিবেক না। সংস্কৃত ছাঁচে ব্যাকরণ হওয়াই ভাল এবং দেখিতে হইবে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষার শব্দ কি কি আছে, তাহাদের প্রয়োগাদি সম্বন্ধে, ধাতু প্রত্যয় সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। এখনও ব্যাকরণ হইবার সময় হইয়াছে কি না? যদি হইয়া থাকে, তবে দেখা উচিত নানা দেশের শব্দ নিজস্ব কিরূপ? প্রত্যয়াদির রূপ রবীন্দ্র যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই হউক আর অন্যরূপই হউক তাহাতে বড় ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তাহা আলোচনার মুখে স্থির হইবে। আমার একটা অনুরোধ আলোচনা ব্যক্তিগত না হয়, সুপথে চালিত হয়, এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।	শ্রীপ্রাণশঙ্কর রায় চৌধুরী।
সহঃ সম্পাদক।	সভাপতি।

—o—

নবম মাসিক অধিবেশন।

গত ২৭শে মাঘ অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় সময় পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশন হয়। অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।—

শ্রীযুক্ত রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী (সভাপতি)	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম, এ,
„ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	„ রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুর
„ প্রিয়নাথ ঘোষ	„ শরচ্চন্দ্র সরকার
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ,	„ করুণাকুমার সেন
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম. এ.	„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল,	শ্রীযুক্ত	রামনাথ চক্রবর্ত্তী
„	যোগেন্দ্রনাথ বসু	„	রাজেন্দ্রনাথ মুখুর্য্যে
„	সুরেন্দ্রনাথ রায়	„	বিশ্বেশ্বর সেন মজুমদার
„	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	„	দুর্গাদাস গুপ্ত
„	মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	„	হেমচন্দ্র সেন
„	রমেশচন্দ্র সেন	„	শরৎকুমার সেন
„	সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	„	সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী
„	প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	„	নলিনীভূষণ গুহ
„	অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	„	ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক
„	জ্যোতিশচন্দ্র সমাজপতি	„	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি,এ, }
„	বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ		

আলোচ্য বিষয় :—(১) কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) প্রস্তাব, (ক) অধ্যাপক সি, আর, উইলসন্ কর্তৃক ম্যাক্স্ মুলারের স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনার্থ পরিষদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার প্রস্তাব, (খ) সভ্যনির্ব্বাচন নিয়মে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন জন্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, মহাশয়ের প্রস্তাব (৪) প্রবন্ধ :—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "অজাতশত্রু সম্বাদ" ও (খ) শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের "পাল রাজগণ" (৫) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হয়েন। পূর্ব্ববারের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

অধ্যাপক উইলসন্ ম্যাক্স্ মুলারের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ যে সাহায্য প্রার্থনা করেন, তদ্বিষয়ে স্থির হইল, পরিষদ পূর্ব্বে পুস্তকাগারে তাঁহার গ্রন্থ সমুদয় রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপাততঃ আমরা আর কিছু করিবার সুযোগ পাইলাম না। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম,এ, মহাশয়ের সমর্থনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়.

রামেন্দ্র বাবু প্রস্তাব করেন—নিয়ম হউক বার জন সভ্য প্রবেশিকা বা মাসিক চাঁদা না দিয়া পরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নিয়োগে সম্পাদক তাঁহাদের নাম পরিষদের মাসিক অধিবেশনে অনুমোদনার্থ উপস্থিত করিবেন। প্রকাশিত সভ্য তালিকায় তাঁহাদের নাম স্বতন্ত্র ভাবে চিহ্নিত থাকিবে না। রামেন্দ্র বাবু বলেন, বর্ত্তমান পরিষদে দুই শ্রেণীর সভ্য আছেন। কিন্তু এমন লোক আছেন, যাঁহারা পরিষদের উপকার ক্ষম বা উপকার রত। সে উপকারের প্রত্যুপকার আমাদের ক্ষমতার অতীত। পত্রিকার জন্য মূল্য দিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সকলের সে সাধ্য নাই। ইঁহাদের কেহ কেহ প্রবেশিকা ও চাঁদা দানে অসমর্থ। দেশের প্রচলিত প্রথায় অধ্যাপকশ্রেণী গ্রহণ করেন, দেন না। পরিষদের হিতের জন্য পরিষদে তাঁহাদের উপস্থিতির প্রয়োজন। এই সকল কারণে যাঁহাদের নিকট পরিষদ উপকৃত বা উপকারের আশা রাখেন, তাঁহাদিগকে বিনা চাঁদায় সভ্য করা

হউক। সংখ্যায় অধিক না হয়; এজন্য বার জন নির্দ্ধারিত করা হউক। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। স্থির হয় এই নিয়ম ১০ (ক) রূপে নিয়মাবলী মধ্যে সন্নিবেশিত হইবে।

দীনেশ বাবু প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি একখানি দুষ্প্রাপ্য পালি গ্রন্থের মূল ও ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম,এ মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ মনোজ্ঞ, ভাষা চমৎকার। ইহাতে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সার আছে। জীবক সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক ছিলেন। তিনি ভৃত্য থাকিবার সর্ত্তে আট বৎসর আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। অজাতশত্রু খৃঃ পূঃ ৫৫১ অব্দে মগধের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম বিরোধী ছিলেন ও বৌদ্ধগণকে বিতাড়িত করেন। তাঁহার তাড়নায় তাহারা নেপাল, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ায় গমন করে। অজাতশত্রুর অষ্ট পুরুষ পিতৃ হন্তা।

রাধিকা বাবুর প্রবন্ধ "পাল রাজগণ" পঠিত স্বরূপে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয় পালাশবন ও সীতা শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক সংগৃহীত গীতার অনুবাদ (পুঁথি) ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় India of Aurangzeb গ্রন্থ পরিষদকে উপহার দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণের নাম প্রস্তাবিত হইল ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য	
রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্.এ	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মৈত্রেয় বি, এল	ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
"	"	প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য বি,এল	ঐ
"	"	" মহেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল "	ঐ
"	"	" শশধর রায় "	ঐ
"	"	" সুদর্শন চক্রবর্ত্তী "	ঐ
"	"	ডাক্তার অক্ষয়কুমার ভাদুড়ী	ঐ
"	"	" চন্দ্রনাথ চৌধুরী	ঐ
"	"	শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রিন্সিপাল	ঐ
"	"	" হরকুমার সরকার (জমীদার)	ঐ
	"	" রাজকুমার সান্ন্যাল	ঐ
	"	" রামজয় বাগচী (মোক্তার)	ঐ
	"	" অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি,এল	ঐ
	"	" গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী ঐ	ঐ

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীযুক্ত রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ,	শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মল্লিক জমিদারী কাছারি, কাউনার বাড়ী রামপুর, বোয়ালিয়া।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ,	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল	শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৩ ফড়ডাইস্ লেন।
,,	,,	,, গিরিশচন্দ্র দত্ত ৪নং নবাবদী ওস্তাগরের লেন।
,,	,,	,, অবিনাশচন্দ্র বসু মদন মিত্রের লেন।
,,	,,	,, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় Manager, Nawab Bahadurs' Estate, Kandi, Murshidabad.
শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি,এ	,, দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী Assistant Manager, Gouripur Raj, Assam.
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল	,, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭৯ মুজাপুর ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়	,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	রাজা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়
,,	,,	শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায়
,,	,,	,, সীতানাথ রায়
,,	,,	,, হরেন্দ্রলাল রায়
,,	,,	,, যশোদালাল রায়
,,	,,	,, বিনোদলাল রায়
,,	,,	,, নন্দলাল রায়
,,	,,	,, কুঞ্জমোহন মৈত্র
,,	,,	,, লালমোহন মৈত্র
,,	,,	,, কুমার শরদিন্দু রায়
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	Dr. U. Gupta. ৩৫।২ বাগবাজার ষ্ট্রীট,
,,	,,	শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নিয়োগী ৯৫ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,
,,	,,	,, শরৎচন্দ্র গুপ্ত ১৬ সাগরধরের লেন,
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	,,	,, গুরুপ্রসাদ মৈত্র

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	নন্দকিশোর মিত্র

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভাপতি।

দশম অধিবেশন।

গত ২রা চৈত্র অপরাহ্নে পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশন হয়। অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (সভাপতি)
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল,
,, হারাণচন্দ্র রক্ষিত
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
,, দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ,
,, যোগেন্দ্রনাথ সেন
,, দ্বারকানাথ বসু
,, রমেশচন্দ্র বসু
,, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
,, নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়
,, যতীন্দ্রনাথ বসু
,, মণীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন
,, ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, মন্মথনাথ সেন

শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ মিত্র
,, সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, বাণীনাথ নন্দী
,, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
,, পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত
,, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
,, চারুচন্দ্র ঘোষ
,, মন্মথমোহন বসু, বি, এ,
,, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদকদ্বয়।
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ }

আলোচ্য বিষয়—(১) গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ (২) সভ্য নির্ব্বাচন (৩) প্রস্তাব, (ক) পরিষদের অন্যতম হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের হাইকোর্টের জজ পদোন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ (৪) প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের "বঙ্গে নীল" এবং (খ) শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "যুদ্ধ পাঁচালী" নামক প্রবন্ধ। (৫) বিবিধ বিষয়।

গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়। বাবু নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় নহাটার নীলকরদিগের যে সকল অত্যাচারের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করেন। সে সময় যে সকল বাঙ্গালী সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদের কথায় নলিনী বাবু বলেন, যাঁহারা দেশের বা লোকের হিতকল্পে

কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন রাখা বাঞ্ছনীয়। সভাপতি মহাশয় বলেন, বঙ্গে নীলের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। বঙ্গে নীলের কথা এখন ইতিহাসগত। নীলের ব্যবসায় বিলোপের কারণ—(১) রসায়নের উন্নতি ও কৃত্রিম নীলের উৎপাদন, (২) নীলের ফসল ফলনে নিশ্চিততার অভাব; সকলে সাহস করিয়া সে ফসলের ব্যবসায় করে না। পূর্ব্বে বঙ্গে নীলের ব্যবসায় কিরূপ ছিল, নীল ব্যবসায়ে কাহারা খ্যাতি লাভ করেন, প্রবন্ধকার তাহা দেখাইয়াছেন। সাহিত্যের সহিত নীলের সম্বন্ধ 'নীল দর্পণে' প্রকটিত। দীনবন্ধু বাবু তখন বঙ্গ সাহিত্যের একজন প্রধান লেখক ও অলঙ্কার। মিষ্টার লংএর মকর্দ্দমার সময় লোকে কিরূপ বিচলিত হইয়াছিল, তাঁহার কারারোধে সাধারণ জনগণ কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার মনে আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্য দেবেন্দ্র বাবু ধন্যবাদ ভাজন।

অপর প্রবন্ধ পঠিত রূপে গৃহীত হইল।

গত অধিবেশনে গৃহীত নিয়মানুসারে শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহাশয়কে পরিষদের সভ্য করা হইল।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় স্থাপনাবধি পরিষদের সভ্য। বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পরিষদ এখন যে কার্য্য করিতেছেন, সারদা বাবু প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সেই প্রাচীন সাহিত্য প্রচার কার্য্য করেন। তিনি ইহাতে সমূহ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ সমূহ পরিশ্রমের ফল। পূর্ব্বে ইংরাজী শিক্ষিতগণ বাঙ্গালা সাহিত্যে মন দিতেন না। কাপ্তেন মার্শাল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, তুমি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, ইংরাজী পড় ও বাঙ্গালা লেখ। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাই করেন, তাহাতে বঙ্গ ভাষায় অপূর্ব্ব শ্রী হয়। সারদা বাবু ইংরাজী সাহিত্যে ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। এরূপ ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের ও তাহার টীকাকারের কার্য্যে মন দিলেন। শেষে অবকাশাভাবে তিনি সে ভাবে সাহিত্য সেবা করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু সাহিত্য সেবা ত্যাগ করেন নাই।

স্থির হইল, সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত নিম্নলিখিত প্রস্তাব সারদা বাবুর নিকট প্রেরিত হউক :—

"পরিষদের হিতৈষী সদস্য বঙ্গ সাহিত্যানুরাগী মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি,এল, মহাশয়ের পদোন্নতিতে পরিষদ আনন্দ প্রকাশ ও তাঁহাকে সম্বর্দ্ধন করিতেছেন।"

সভায় প্রকাশ করা হয় অল্পদিনের মধ্যে পরিষদের তিন জন সভ্যের মৃত্যু হইয়াছে।—(১) যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, খিদিরপুর, (২) বিরজাভূষণ চট্টোপাধ্যায়, (৩) চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, মেদিনীপুর। ইঁহাদের জন্য শোক প্রকাশ করা হইল।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু যোগেন্দ্র বাবু সম্বন্ধে বলিলেন, যোগেন্দ্র বাবু সাহিত্যসেবী ছিলেন।

তিনি বঙ্গদর্শন প্রভৃতি অনেক পত্রে দার্শনিক ও সামাজিক বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। তিনি চিন্তাশীল ও মৌলিক লেখক ছিলেন। তবে তিনি দুরূহ বিষয়ের আলোচনা করিতেন বলিয়া সাধারণে তাঁহার রচনার আদর করে নাই। তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু জনিত ক্ষতি সহজে পূর্ণ হইবে না। সভাপতি মহাশয় হীরেন্দ্র বাবুর কথার সমর্থন করিয়া বলেন, যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। স্থির হয়, সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত শোকপ্রকাশক পত্র তাঁহার পুত্রের নিকট পাঠান হইবে।

সভায় প্রকাশ করা হয়, রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে ২০০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বনমালী রায়ও সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। সভা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেন।

তৎপর নিম্নলিখিত গ্রন্থোপহার দাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় :—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রামজয় বাগচি, শ্রীযুক্ত সত্যকৃষ্ণ রায়, কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, Q. Jewson Esq. ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু।

সভায় নিম্নলিখিত সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হয়েন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	মনোনীত সভ্য
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ বি এল	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। ডাঃ সত্যকৃষ্ণ রায় ১২।১ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট।
,,	,,	২। রাজর্ষি বনমালী রায় বৃন্দাবন।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ,	,,	৩। রায় কালিদাস দত্ত বাহাদুর কুচবিহার।
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র	,,	৪। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল ৮ উইলিয়মস্ লেন।
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	,,	৫। শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষ বি এল, ৩৯ বেচু চাটুজ্যের ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	,,	৬। শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র ঘোষ ৩২।২ শ্যামপুকুর।
,,	,,	৭। ,, ধন্নুলাল আগরওয়ালা ৪ মদনমোহন চট্টোর লেন
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল,	৮। ,, কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত, গ্রে ষ্ট্রীট।
		৯। ,, চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পিরোজপুর।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
সভাপতি।

একাদশ অধিবেশন।

গত ১৪ই বৈশাখ ১৩০৯, ইংরাজী ২৭শে এপ্রেল ১৯০২ রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একাদশ মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
,, চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল
,, সতীশচন্দ্র বসু
,, কালিদাস নাথ
,, রমেশচন্দ্র বসু
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, নলিনীভূষণ গুহ
,, জগদীশচন্দ্র বসু বি, এল
,, নগেন্দ্রনাথ বসু
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
,, জ্ঞানশঙ্কর সেন
,, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
,, গোবিন্দলাল দত্ত

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন এম্ এ,
,, নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল,
,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
,, রাধিকানাথ কবিভূষণ
,, অনাথনাথ পালিত এম, এ,
ডাক্তার ,, সরসীলাল সরকার
,, দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, সম্পাদক
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহকারী সম্পাদকদ্বয়।
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি,এ, }

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল ;—(১) গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) প্রদর্শন (ক) ১১৬৭ সালে দেশী উপায়ে মুদ্রিত দুই খানি পুঁথি,—(খ) অর্দ্ধখানি ফুল্‌স্কাপ্ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিত সমগ্র গীতগোবিন্দ (গ) বৃন্দাবনের আধ্যাত্মিক মানচিত্র, (৪) প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ," (৫) বিবিধ বিষয়।

১। কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত সভ্যগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	মনোনীত সভ্য
শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ সরকার মুরশিদাবাদ কাত্তলামারী।
শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী	,,	২। ,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী পুটীয়া রাজবাড়ী।
শ্রীযুক্ত রঞ্জন বিলাস রায় চৌধুরী	,,	৩। ,, মতিলাল দাস বরাহনগর, কুটিঘাটা।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,	৪।	„ চারুচন্দ্র মিত্র এম, এ, ডেঃ মাঃ ভাগলপুর।
„	„	৫।	„ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দাক্ষিণপাড়া লেন, বৈদ্যবাটী।
„	„	৬।	„ কমলকৃষ্ণ সাহা ১৮ নং দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট
„	„	৭।	„ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪ নীলমণি সরকারের লেন।
„	„	৮।	„ প্রসন্নকুমার মজুমদার ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনসিংহ।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম,এ	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	৯।	শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক ১৬।১৭ হরিঘোষের ষ্ট্রীট।
„ প্রাণশঙ্কর চৌধুরী	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল,	১০।	শ্রীরায় জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ।
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল,			শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী কলিকাতা।

অতঃপর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী তিনটী প্রদর্শনের দ্রব্য উপস্থিত করিয়া বলিলেন, পরিষদের অন্যতম হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই তিনটী দ্রব্য পাঠাইয়াছেন এবং ইহাদের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ঐ বিবরণ পঠিত হইল। সভায় স্থির হইল এই তিন দ্রব্য রক্ষা করা হউক। বৃন্দাবনের মানচিত্র কাপড়ে আঁটিয়া আসলকে এবং উহার অনুলিপি করাইয়া সেই নকলও রাখা হউক। তারকেশ্বর বাবুকে এজন্য ধন্যবাদ দেওয়া হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইল। (১) কুচবিহারের মহারাজা বাহাদুর যাবজ্জীবন সভ্য পদ গ্রহণ করায় তাঁহাকে এবং (২) মহারাজা বাহাদুর সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গৃহ নিৰ্ম্মাণার্থ দান ১০০০৲ ও কুমার রাধাপ্রসাদ রায়ের দান ২৫০৲ উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া হইল, (৩) শ্রীযুক্ত আবদুল করিমের প্রদত্ত পুঁথি উপহারের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল এবং ভবিষ্যতে বেয়ারিং পার্শেলে না আনাইয়া অগ্রে পোষ্টেজ পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। (৪) গ্রন্থোপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। (৫) অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন অন্যান্য ভাষা হইতে সদ্‌গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়া বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি সাধনের ব্যবস্থা করা হউক।

ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থাবলী অনুবাদিত হইলে অনুবাদক লাভবান্ হইবেন এবং ভাষারও পুষ্টি সাধিত হইবে। মাহারাষ্ট্রী ভাষায় ঐরূপ আছে। আমাদের পরিষদের যে গ্রন্থ রচনা সমিতি আছে, অনুবাদ সমিতি তাহার শাখা হউক। এসম্বন্ধে ১৩০৭ সালের

পূর্ব্বের গ্রন্থ-রচনা সমিতির উদ্দেশ্য প্রভৃতি পঠিত হইলে স্থির হইল আগামী বুধবারে গ্রন্থ রচনা সমিতির অধিবেশন করাইয়া এ বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করা হউক।

অতঃপর প্রবন্ধ লেখক যদু বাবু উপস্থিত না থাকায় সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় প্রবন্ধটী পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন,—যদুবাবুর প্রবন্ধ উত্তম হইয়াছে। তিনি উচ্চারণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভালই বলিয়াছেন বর্ণমালায় যখন তিন শ, দুই ণ, দুই ব, দুই জ, আছে তখন ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণই ভাল। আমার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু আমার চাকরকে "সদয়" বলিয়া ডাকিতে "স" এর প্রকৃত উচ্চারণ করিয়া ডাকিতেন, বড় মিষ্ট লাগিত। সংস্কৃত উচ্চারণ পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গীতের যোগ আছে। আমরা যখন সংস্কৃত বর্ণমালা লইয়াছি, তখন সংস্কৃত উচ্চারণ লইব না কেন? সংস্কৃত উচ্চারণ বড় মিষ্ট, মিষ্টতার দরুণ লোকে সহজে লইবে, লিখিবারও কষ্ট হইবে না। উচ্চারণ পরিশুদ্ধ হইলে ভাষাও মিষ্ট হইবে। অন্তস্থ "ব" কে "উঅ" বলিলে অনেক স্থলে বড় মিষ্ট হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে উচ্চারণ সাদৃশ্যে জাতীয়তার বৃদ্ধি হইবে। আমি পূর্ব্বে পরিষদে ভাষার অপভ্রংশ ত্যাগ বিষয়ে আমার মতামত বলিয়াছিলাম। অপভ্রংশ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। তাহাতে একতার হ্রাস হয়। অপভ্রংশের বহুলতা ও বিভিন্নতার জন্য এক ভাষা ভিন্নরূপ বোধ হয়। একথা যদু বাবু বলিয়াছেন, এ বড় গুরুতর কথা। ইহার আলোচনা বাঞ্ছনীয়। পরিষদে আপাততঃ ব্যাকরণ লইয়া তর্ক চলিতেছে—ব্যাকরণ ঠিক করিবার সময় এখনও আসে নাই; বিশেষতঃ এই তর্ক বিতর্কে সাম্প্রদায়িক ভাব দেখা যাইতেছে তাহা ভাল নহে, এ তর্ক বিতর্ক এখন আবশ্যক। ব্যাকরণ যে ভাবে আছে, তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় নাই। ইহা ক্রমে আপনিই মীমাংসিত হইবে। ব্যস্ত হইবার আবশ্যক কি? দলাদলিই বা কেন? গবর্ণমেণ্ট সহজে একার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে পণ্ডিতগণ পরামর্শ দিয়া প্রবৃত্ত করাইতে পারেন? উচ্চারণ প্রভেদে ভাষার বর্ণাশুদ্ধিও কমিবে। প্রবন্ধকার আমাদের ধন্যবাদ ভাজন।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, বাঙ্গালায় কতকগুলি অক্ষর উচ্চারণ হিসাবে অনাবশ্যক স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ণমালা একটা সুরে বাঁধা—বৈজ্ঞানিক প্রণালী সঙ্গত। তাহা অঙ্গহীন করি কেন? সংস্কৃত দেবনাগর অক্ষরে লিখিলেই ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলেন, শুনিয়াছি আমাদের উচ্চারণ বিকৃতির একটা কারণ পালি প্রাকৃত সংস্কৃত পুরা গ্রহণ করে নাই। বাঙ্গালায় সেই সকল হইতে গৃহীত শব্দের উচ্চারণ সংস্কৃতামূলক নহে। ক্রমে সংস্কৃত হইতে গৃহীত শব্দও বিকৃতভাবে উচ্চারিত হইয়াছে। উচ্চারণ শিক্ষা সাপেক্ষ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন, প্রবন্ধকার আমাদের ধন্যবাদ ভাজন। তিনি উপস্থিত থাকিলে অনেক সমস্যার নির্ণয় হইত। সংস্কৃত যদি হুবাহুব বাঙ্গালায়

চলে, তবে আর বাঙ্গালা থাকে কেন? প্রাকৃত চারি প্রকার—তাহাতে কোথাও একটা স আছে। কথিত ও লিখিত ভাষা পৃথক হইয়া পড়ে। সংস্কৃত উচ্চারণে সূক্ষ্ম দেখা আছে। ইতরে তাহা পারে না বলিয়াই প্রাকৃতের সৃষ্টি। তাহা বাঙ্গালায় চলিবে কি? আমরা উচ্চারণে বর্ণ ছাড়িয়াছি, কিন্তু বর্ণমালায় কোন বর্ণ ছাড়ি নাই। আসল কথা বাঙ্গালার মূল সংস্কৃতের হুবাহুব অনুকরণ চলিবে কি? সংস্কৃত উচ্চারণ বিশুদ্ধ করিতে পারিলে গৌণভাবে বাঙ্গালা উচ্চারণ যথাসম্ভব করিতে হইবে এবং বাঙ্গালায় সংস্কৃতানুযায়ী উচ্চারণ প্রচলন কতদূর সম্ভব হইবে তাহাও বুঝা যাইবে।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বলেন, বাঙ্গালা যদি দেবনাগরে লিখিত হয়, সেই রূপে উচ্চারিত হয় তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইবে, কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে কি? সংস্কৃত অক্ষর বলিলেই কি দেবনাগর অক্ষর বুঝায়? সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গেই কি দেবনাগর সৃষ্ট হয়? তন্ত্রে তাহা দেখা যায় না

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধকারের সকল কথায় আমার সম্মতি নাই। তবে মূল উদ্দেশ্য সফল হইলে ভাল হয়। কাহারও কথায় উচ্চারণ স্থির হয় না; উচ্চারণের পরিবর্ত্তনও সহজ নহে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং যতীন্দ্র বাবুও বলিয়াছেন সংস্কৃত উচ্চারণ সংস্কৃত করিলে ও সংস্কৃত দেবনাগর অক্ষরে লিখিলে ভাল হয়। সহজেই বঙ্গদেশের Babu Sanskrit সংশোধিত হইতে পারে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলে হইতে পারে। তবে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই পণ্ডিত শ্রেণীর মত চালাইবেন। তাঁহাদের মত বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের নিকট গ্রাহ্য হইবে। তবে চেষ্টা করিয়া দেখা ভাল। শুদ্ধ বাঙ্গালা প্রাদেশিকতা রক্ষা করিয়া আদর্শানুযায়ী করা কর্ত্তব্য। মূলের সহিত যোগ রাখিয়া যথা সম্ভব বিশুদ্ধি রক্ষা করা ভাল। সন্ধান করিলে কতকগুলি নিয়মও পাওয়া যাইতে পারিবে। ছেলে, খেলা, যেমন কেন ইত্যাদির প্রকারের উচ্চারণ কোন্ নিয়মে ভিন্ন হয়? লিখি পূজা কিন্তু উচ্চারণ করি পূজো ইহার কারণ কি? এসব নিয়ম নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রবন্ধকারের দেবনাগরে সংস্কৃত লিখিয়া বিশুদ্ধভাবে সংস্কৃত উচ্চারণ করিবার প্রস্তাব অতি উত্তম। এখন গতায়াতের যেরূপ সুবিধা হইয়াছে তাহাতে অন্যত্র হইতে পণ্ডিত আনাইয়া সংস্কৃত উচ্চারণ সংস্কৃত করা সহজ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সম্পাদক।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত, সভাপতি।

অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন।

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ রবিবার অপরাহ্নে পরিষদের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন হয়। অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (সভাপতি)
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, এম্ এন, পি, এস,
,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ,
,, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
,, রমেশচন্দ্র বসু
,, গোবিন্দলাল দত্ত
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল,
,, মন্মথমোহন বসু বি, এ,
,, মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী
,, কিরণচন্দ্র দত্ত
,, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, বি, এ,
,, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র সমাজপতি
,, নগেন্দ্রনাথ বসু
,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
,, বিহারীলাল সরকার
,, সত্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্, এ,
,, বাণীনাথ নন্দী
,, প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি
,, সত্যচরণ সেন গুপ্ত
,, করুণাকুমার সেন গুপ্ত
,, দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
,, যোগীন্দ্রনাথ সেন, এম্, এ, বিদ্যাভূষণ
,, দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,
,, জগদীশচন্দ্র বসু, বি, এল,
,, নলিনীভূষণ গুহ
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল, (সম্পাদক)
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহকারী সম্পাদকদ্বয়
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ, }

আলোচ্য বিষয়—(১) সভাপতির আহ্বান, (২) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব, (৩) ১৩০৯ সালের কর্ম্মচারী নিয়োগ, (৪) সহযোগী পত্রিকা সম্পাদক ও সহকারী গ্রন্থরক্ষক নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়দ্বয়ের প্রস্তাব, (৫) কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত যাবজ্জীবন সভ্যপদের নিয়ম অনুমোদন, (৬) বিবিধ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে গতবর্ষের কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বহু গুণের ও যোগ্যতার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে আগামীবর্ষের জন্য সভাপতিপদে বৃত করিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সমর্থিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারী নিয়োগ গৃহীত হইল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ,
বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল,
শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
} সহকারী সভাপতি

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,—সম্পাদক
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল,—ধনরক্ষক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ,—পত্রিকা সম্পাদক
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ও শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি,এ,—সহঃ সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী—গ্রন্থরক্ষক
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত,—আয়ব্যয় পরীক্ষক।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, বর্ত্তমানবর্ষের কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে আগামীবর্ষে আমরা সভাপতি মহাশয়কে ও হেমেন্দ্র বাবুকে পাইব না। উভয়েই পরিষদের সহিত যে ভাবে জড়িত তাহাতে আমরা সহজেই আশা করি, তাঁহাদের সহিত পরিষদের সংস্রব কখনও যাইবে না, তথাপি তাঁহাদিগকে কর্ম্মচারিরূপে না পাইয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত। সভাপতি মহাশয় যেরূপ আন্তরিকতা, পাণ্ডিত্য ও দক্ষতার সহিত পরিষদের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট পরিষদের ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার নিকট পরিষদের কৃতজ্ঞতা ভাষার অতীত। আমি তাহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করি। আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে কর্ম্মচারিরূপে না পাইয়া আমরা দুঃখিত। আমরা তাঁহাকে সহকারী সম্পাদক পদে অবস্থিত থাকিতে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলাম, কিন্তু সাহিত্যিক কার্য্যে অবকাশাভাব হয় বলিয়া তিনি উহাতে অনিচ্ছুক। তাঁহার মত উৎসাহী, কৃতবিদ্য, সহকারী সম্পাদক সহজে পাওয়া যাইবে না। পরিষদ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, সভাপতি মহাশয় আমাদের সমাজে ও সাহিত্যে শীর্ষস্থানীয়। আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। হেমেন্দ্র বাবু নানাপ্রকারে পরিষদকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

নির্ব্বাচিত সভ্যদিগের প্রথম আট জনের মধ্যে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ধনরক্ষক হওয়ায় অব্যবহিত পরবর্ত্তী তিন জনকে তাঁহাদের স্থানে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে গ্রহণ করা হইল।

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম, এ,
,, রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
,, রমণীমোহন মল্লিক
,, চারুচন্দ্র ঘোষ
,, এস, কে, মহম্মদ রসনওয়ালী।

ইঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত এস, কে, মহম্মদ রসনওয়ালী ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত

সমান সংখ্যক ভোট পাইয়াছিলেন। গোবিন্দ বাবুকে মনোনীত সভ্য করাতে শ্রীযুক্ত এস, কে, রসনওয়ালী মহাশয় উক্ত স্থান পাইলেন।

মনোনীত সভ্য

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
,, নগেন্দ্রনাথ বসু	,, গোবিন্দলাল দত্ত

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদের প্রস্তাব ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সমর্থনে অন্যান্য বিদায়গ্রাহক কর্ম্মচারিদিগকে ধন্যবাদের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	মনোনীত সভ্য।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীযুক্ত ডাঃ শরৎকুমার মল্লিক ১৪নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড।
,,	,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	,, সুবোধচন্দ্র দাস ১১নং ক্যাথিড়াল মিসন্ লেন।
,,	,,	,, শৌরীন্দ্রনাথ দে ১৩।১ হ্যারিসন রোড।
,,	,,	,, যজ্ঞেশ্বর বাগচী, হাইকোর্ট।
,,	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	,, কৃষ্ণমোহন চক্রবর্ত্তী, হাইকোর্ট।
,,	,,	,, হরেন্দ্রনাথ বসু ৭৪নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট।
,, কিরণচন্দ্র দত্ত	,, ব্যোমকেশ মুস্তফী	,, অমরেন্দ্রনারায়ণ দত্ত ৩২।১ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
,, অনাথনাথ পালিত	,,	,, ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর্য্যপ্রেস, শ্যামপুকুর।
,,	,,	,, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ঐ
কবিরাজ সত্যচরণ সেন গুপ্ত	,, মৃণালকান্তি ঘোষ	,, প্রমথনাথ মিত্র লোকো আফিস, কাঁচড়াপাড়া।
,,	,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	রাজা শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী চাঁচোল, মালদহ।
শ্রীযুক্ত সত্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	,, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	পণ্ডিত শ্রীআশুতোষ বিদ্যারত্ন ভারতী চতুষ্পাঠী, ৫নং ডক্‌টরস্ লেন।
,, মন্মথমোহন বসু	,, ব্যোমকেশ মুস্তফী।	,, নগেন্দ্রকুমার বসু ২৭নং চুনাপুকুর লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	মনোনীত সভ্য।
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু ৪ নং গোকুলমিত্রের লেন।
,,	,,	,, নন্দলাল কবিরত্ন বিদ্যাবিনোদ জেনারেল এসেম্বলি।
,, মৃণালকান্তি ঘোষ	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	,, অম্বিকাচরণ বসু উকীল, যশোহর।
,,	,,	,, দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ঐ
,,	,,	,, রাধিকানাথ দত্ত ঐ ঐ
,,	,,	,, কিরণচন্দ্র মিত্র ঐ ঐ
,,	,,	,, নির্বাণচন্দ্র বসু ঐ ঐ
,,	,,	,, হীরালাল বসু ষ্টেশন মাষ্টার, ঝিকারগাছা।
,,	,,	,, হৃদয়নাথ মজুমদার হেড মাষ্টার, সম্মিলনী স্কুল, যশোহর।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন—অভিভাষণে আমি দুই চারিটী কথা বলিতে চাহি। আমার মনে হইয়াছিল, আজ গতবর্ষের সাহিত্যিক উন্নতির ইতিহাস দিতে পারিলে উপযুক্ত বিষয়ের চর্চ্চা হইত। সে বিষয়ে যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই; যিনি সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনিও উদ্যোগী হয়েন নাই। বিদায়ে হৃদয় ভারাক্রান্ত থাকে। বিশেষ আপনারা যেরূপ ভাবে আমার কৃত কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে হৃদয় সহজেই কৃতজ্ঞতা ভারাবনত হইয়া পড়ে। গতবর্ষের পরিষদের কয়জন সভ্যের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাদের অনেকেই সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত; অনেকে মুখ্যভাবে না হইলেও গৌণভাবে সাহিত্যকে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কথা আজ আমার বিশেষ মনে পড়িতেছে। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। ইহা যেমন দুঃখের কথা, তেমনই আমাদের আনন্দের কথাও আছে। পরিষদের সুযোগ্য সভ্য শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় হাইকোর্টের বিচারকের পদে উন্নীত হইয়াছেন ও সে পদে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতেছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পালি ভাষায় প্রথম এম, এ উপাধি লাভ করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থের সংগ্রহ ও প্রকাশ পরিষদের শুভ চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত হইয়া এখন বিশেষ আদৃত হইয়াছে। পরিষদের গ্রন্থাবলী প্রকাশের

সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ গবণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্তির আশাও করা যাইতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয় নানা বাধা দেখিয়া স্বহস্তে কার্য্যভার লইয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদের আরও উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক।

আলোচ্যবর্ষে যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধই প্রধান। এ বিষয়ের আলোচনা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই সংক্রান্ত তর্কবিতর্ক পরিষদের গাম্ভীর্য্যোপযোগী হউক বা না হউক—কারণ দুর্ব্বল প্রকৃতি আমাদের সত্যের আলোচনাও স্পর্দ্ধা ও সংস্কার কলুষিত হইয়া পড়ে—ইহাতে উপকার হইয়াছে। ব্যাকরণের গতি কোন্ দিকে হইবে তাহা বিবেচ্য। আমাদিগকে ভাষার স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন চেষ্টা করিতে হইবে। উপাদান বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহা একান্ত সুখের বিষয়। বাঙ্গালায় আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। সে বিষয়ে সম্যক্ দৃষ্টি রাখিয়া ব্যাকরণ গঠন করিতে পারিলে একটি বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ইংরাজীতে এখন লাটিন বহুল শব্দ সমাদৃত—জনসনের রচনা প্রণালী অব্যাহত। ব্রাইট, রাস্কিন প্রভৃতির ভাষা সুললিত ; কিন্তু Anglo Saxon ভাষা সাধারণের বোধগম্য ও হৃদয়স্পর্শী হওয়াতেই তাহার সার্থকতা। পরিষদে তর্কবিতর্কে যদি বঙ্গভাষার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা যথেষ্ট সুফল বলিতে হইবে।

বানান কিরূপ হইবে—phonetic হইবে কি না, মূল সংস্কৃতানুযায়ী হইবে কি মধ্যস্তরে পালির অনুযায়ী হইবে, তাহা বিবেচ্য। সাহিত্য ব্যবসায়ীরা যদি একটা পদ্ধতির অনুসরণ করেন তবেই একরূপ বানান স্থির ও প্রচলিত হয়। ইহার একটা আদর্শ দিতে পারিলে ভাল হয়। উচ্চারণ সম্বন্ধেও একটা আদর্শ গঠনের চেষ্টা আবশ্যক ও সময়োপযোগী, সংস্কৃত উচ্চারণ সংস্কৃতে করিতে পারিলেই ভাল হয়। তাহা অপেক্ষাকৃত সহজও বটে, কারণ সংস্কৃত উচ্চারণের বিশেষ নিয়ম আছে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের যে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উচ্চারণ বিশুদ্ধি প্রার্থনীয়। বাঙ্গালা রচনায় কিরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইবে তাহা আলোচনার যোগ্য। সে সম্বন্ধে কোন নিয়ম করা দুষ্কর। Loveএর অর্থ প্রেম প্রীতি ইত্যাদি, কিন্তু ভালবাসা বলিলেই ঠিক ভাবটি ব্যক্ত হয়। প্রচলিত কথা ত্যাগ করা সম্ভব হইবে না। সে সব কালের উপর নির্ভর করিবে। ভাষার সৌন্দর্য্য ও ভাব প্রকাশক শক্তি অব্যাহত রাখিয়া যিনি রচনা করিবেন তিনিই বরেণ্য। পরিষৎ পত্রিকায় রামেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা আছে।

আলোচ্যবর্ষে অনুবাদের কার্য্য অগ্রসর হয় নাই। আগামীবর্ষে তাহাতে আরও মনোযোগ দিলে উপকার হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি গ্রন্থের বিশেষ অভাব আছে। এরূপ গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকও হইতে পারে। সুখের বিষয় যজ্ঞেশ্বরবাবু ও বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনুবাদের ভার লইয়াছেন। আমাদের আরও মনোযোগ দান আবশ্যক।

গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে গৃহ যত অল্প হয় করা কর্ত্তব্য। গৃহ সুদৃশ্য, কার্য্যোপযোগী ও অল্পব্যয়-সাধ্য হওয়া আবশ্যক।

পরিষদের কার্য্যপ্রণালী প্রসার ও উন্নতি প্রাপ্ত হইলে পরিষদ গৌরবান্বিত হইবে এবং পরিষদের প্রশংসা সাহিত্য-সেবকের আগ্রহের বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে। বঙ্গ সাহিত্যে বিদুষী সাহিত্য সেবিকার সংখ্যা এখন আর নগণ্য নহে। তাঁহাদিগকে সভ্যশ্রেণিভুক্ত করিয়া সভ্যের যথাসম্ভব অধিকার দানের সময় আসিয়াছে কিনা তাহাও বিবেচ্য।

সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর হস্তে পরিষদের ভার দিয়া আমি কৃতার্থ হইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আশা করি তাঁহার হস্তে পরিষদ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে।

সহযোগী গ্রন্থরক্ষক নিয়োগ অনুমোদিত হইল।

যাবজ্জীবন সভ্য সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নিয়মের অনুমোদন কালে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন, যখন দুই শত টাকার সুদে বৎসরে ৬৲ টাকা হয়, তখন ৫০০৲ টাকার স্থলে ২০০৲ টাকা লইয়া যাবজ্জীবন সভ্য করিবার নিয়মই সঙ্গত। স্থির হইল, এ নিয়ম কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার আলোচনা করিতে হইলে পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া করিতে হইবে। নিয়ম অনুমোদিত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত
সভাপতি।

রামায়ণ-তত্ত্ব

প্রথম ভাগ।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

বা = বালকাণ্ড। আ = আরণ্যকাণ্ড। সু = সুন্দরকাণ্ড।

অ = অযোধ্যাকাণ্ড। কি = কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। ল = লঙ্কাকাণ্ড বা যুদ্ধকাণ্ড।

উ = উত্তরকাণ্ড।

প্র = প্রক্ষিপ্ত সর্গ।

কাণ্ডের পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলি অধ্যায়সূচক বা সর্গসূচক।

রামায়ণের তিন সংস্করণ (Recension) প্রচলিত আছে, (১) বঙ্গদেশীয় (গৌড়), (২) উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশীয় (কাশী), (৩) বোম্বাই-প্রদেশীয় (দক্ষিণ)। এই "রামায়ণ-তত্ত্ব" বোম্বাই (দক্ষিণ) সংস্করণ রামায়ণ হইতে সঙ্কলিত। টীকাগুলির জন্য সংগ্রহকার দায়ী। টীকায় "গ্রন্থান্তর বা মতান্তর" অর্থে গৌড় সংস্করণ কিংবা কাশী সংস্করণ রামায়ণ বুঝিতে হইবে।

দেবগণ।

বিষ্ণু—প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণের অগোচর ব্রহ্ম। বা ৭১

শঙ্খ-চক্র-গদা-ধর পীতাম্বর পদ্মপলাশলোচন হরি। উ ৬

নারায়ণ হরি সমস্ত জগতের পতি। কেহই তাঁহার উৎপত্তির কথা জানে না। দেবাসুর সকলেই তাঁহার নিকট প্রণত। তাঁহার নাভিদেশ হইতে জগৎপ্রভু ব্রহ্মার জন্ম; তিনি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবগণ সেই হরিকে আশ্রয় করিয়া যজ্ঞে বিধিপূর্ব্বক অমৃত পান এবং তাঁহাকেই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যোগিগণ পুরাণ বেদ

[illegible] তাঁহার জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধ্যান এবং যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা নিয়ত তাঁহার পূজা করেন। তিনি দৈত্য দানব ও রাক্ষস প্রভৃতি সুরশত্রুগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া থাকেন এবং সকলের দ্বারা পূজিত হন। উ প্র ২

সেই নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ হরি পদ্মপলাশলোচন ; তাঁহার বক্ষ শ্রীবৎসলাঞ্ছিত ও শশাঙ্কশোভিত। সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মী মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় নিয়ত তাঁহার দেহ আবৃত করিয়া আছেন। উ প্র ৩

সত্যযুগ অতীত ও ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে তিনি দেবমনুষ্যের হিতার্থ রামমূর্ত্তিতে দশরথ-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। উ প্র ৩

সীতা তাঁহার পত্নী। দেবী লক্ষ্মী সীতারূপে রাজা জনকের কন্যা হইয়া পৃথিবী হইতে উত্থিতা হন। (পরে "রামের স্বরূপ," "নরবানরের স্বরূপ" দেখ) উ প্র ৩

ইনি ত্রিলোকের বিধাতা নারায়ণ হরি ; ইনি অনন্ত, কপিল, জিষ্ণু, নৃসিংহ, ক্রতুধামা, সুধামা ও পাশহস্ত। উ প্র ১

ইন্দ্রের পরে অদিতির গর্ভে বিষ্ণু বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ইঁহার নাম উপেন্দ্র। বা ২৯

ব্রহ্মা—কমলযোনি চতুরানন স্বয়ম্ভু। সর্ব্বলোকপিতামহ দেবদেব প্রজাপতি। উ ১০, বা ১৫

যোগনিদ্রারত বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে সমুত্থিত হইয়া ইনি স্থাবর-জঙ্গম-সৃষ্টির মানসে মহাতপস্যায় নিযুক্ত হন। উ ৫৯ ম ১১৮

সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বলোকবিধাতা। বা ১৫

রাবণাদি ইঁহারই বর-প্রসাদে ত্রিলোক-দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। উ ১০

সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ ও বিবিধ বিদ্যা সৃষ্টি-প্রপঞ্চ-বিস্তারের জন্য সর্ব্বলোক-প্রভু ইঁহারই উদ্বোধন করিয়াছিলেন। অ ১৪

অচিন্ত্য-বিভব চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-সংহারক স্বয়ম্ভু। ল ৭২

ত্রিযুগ্মগুণসমন্বিত, ত্রিবিগ্রহ, ত্রিধামা, ত্রিদশ-পূজিত। উ ৩৬

রুদ্র—অন্ধক-নিসূদন [আ ৩০]। ত্রিপুরারি [বা ৭৫]। কামরিপু [বা ২৩]। নীললোহিত মহেশ্বর [উ ৬, উ ২৮]। ব্যোমকেশ [বা ৩৬]। দেবাদিদেব [ল ৯৪]। সমুদ্র মন্থনকালে বাসুকি-উদ্গীরিত গরলে বিশ্ব সংসার দগ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইলে দেবগণ ইঁহার শরণাপন্ন হন ; নারায়ণ হাস্যমুখে শূলপাণিকে কহিলেন, "দেব, তুমি সুরগণের অগ্রগণ্য, এক্ষণে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিতে করিতে অগ্রে যাহা উত্থিত হইয়াছে, তাহা তোমারই লভ্য ; অতএব তুমিই এই বিষ গ্রহণ কর।" শঙ্কর অক্লেশে সেই হলাহল অমৃতবৎ পান করিলেন। বা ৪৫

যুগান্তে বিশ্বদহনার্থী ভগবান রুদ্র ললাট-নেত্র হইতে সধূম অগ্নি উদ্গার করেন। এক সময়ে রুদ্র-বিষ্ণু-বিরোধ উপস্থিত হয় ; বিষ্ণুর হুঙ্কারে ইনি স্তম্ভিত হইয়া পড়েন। বা ৭৫

তপস্যায় তুষ্ট করিয়া বিশ্বামিত্র ইঁহার নিকট হইতে ধনুর্ব্বেদ ও সমন্ত্রক-অস্ত্র লাভ করেন। বা ৫৫

যজ্ঞে ভাগ না পাইয়া ইনি শ্বশুর দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করেন। বা ৬৬

রাবণ ইঁহার উপাসক ছিলেন; রক্ষোরাজ স্বয়ং শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন। উ ৩১

"সঞ্জীবক মন্ত্র" বলিয়া ব্রহ্মা রাবণকে শিবস্তোত্র শিখাইয়া দেন। উ প্র ৪

ইন্দ্র—ত্রিদশাধিপতি সুররাজ*—পুরন্দর [বা ৪৫]। বলভিদ্, বৃত্রহা [ল ৫৩]। নমুচি-সূদন [আ ৩০]। পাকশাসন [আ ৩০]। সহস্রাক্ষ [বা ৪৮]। আ ৩০

কশ্যপ ইঁহার পিতা, অদিতি মাতা। বা ২৯

ইনিই বারিবৃষ্টি শিলাবৃষ্টি করিয়া থাকেন। কি ৩০

বজ্রাস্ত্র দ্বারা ইনি পর্ব্বতগণের পক্ষ ছেদ করিয়া দেন। সু ১

গুরুপত্নীগমন হেতু গুরুশাপে অঙ্গহীন হইলে ইঁহারই কারণ পিতৃদেবসমাজ হইতে মেষভক্ষণ নিয়ম প্রচলিত হয়। বা ৪৯

গুরুদার গমন পাপে ইঁহাকে শত্রুর (ইন্দ্রজিতের) বন্দিত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। উ ৩০

রাম-রাবণের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধকালে ইনি স্বীয় রথ ও অস্ত্র পাঠাইয়াছিলেন। ল ১০২

সূর্য্য—জ্যোতিষ্কমণ্ডলী-প্রধান, দিন-দেব। বা ১৭

রাম-রাবণ-যুদ্ধকালে মহর্ষি অগস্ত্য রণস্থলে উপস্থিত হইয়া রামকে "আদিত্যহৃদয়" নামক সনাতন সূর্য্যস্তোত্র শ্রবণ করাইয়া কহেন, "সমস্ত জীবের মধ্যে যে সকল কার্য্য আছে, ইনিই তাহার ঘটক। যে ব্যক্তি মৃত্যু-জরাদি-দুঃখ ও চৌরাদি জন্য ভয়, নিবারণার্থ এই সূর্য্যকে স্তব করেন, তিনি কখন অবসন্ন হন না। ইনি হরিদশ্ব, সপ্তাশ্ব, সহস্ররশ্মি ও মরীচিমান্...... ইনি তিমিরধ্বংসি, অগ্নিগর্ভ ও শিশিরনাশন.........ইনি কবি, বিশ্বতেজঃস্বরূপ রক্ত এবং সমস্ত কার্য্যোৎপত্তির হেতু, ইনি নক্ষত্রগ্রহতারার অধিপতি ও বিশ্বভাবন......ইনি করনিকরে শোষণ ও বর্ষণ করেন।" ল ১০৫

ত্রিলোক-বিজয়কালে রাবণ সূর্য্যলোকে উপস্থিত হইলে ইনি প্রকারান্তরে পরাজয় স্বীকার করেন। উ প্র ২

চন্দ্র—নিশানাথ, নক্ষত্রপতি।

অশীতি সহস্রযোজন উর্দ্ধে অষ্টম বায়ুমার্গের পরে, যথায় আকাশগঙ্গা মহাবেগে প্রবাহিত, তাহার নিকটেই চন্দ্রমণ্ডল; ইনি সে স্থানে গ্রহনক্ষত্রগণে বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ঐ চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রীতিকর অসংখ্য রশ্মি নির্গত হইয়া সমস্ত লোককে প্রকাশিত করিতেছে। উ প্র ৪

ত্রিলোক-বিজয়কালে রাবণ চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলে চন্দ্র তাঁহাকে শীতাগ্নি দ্বারা দগ্ধ

---

* রামায়ণে ইঁহার প্রায় সমগ্র জীবন বিবৃত। এত উল্লেখ আর কোন দেবতার নাই।

করিতে লাগিলেন ;………চন্দ্রের প্রকৃতি দহনাত্মক, তজ্জন্য রাক্ষসেরা তাঁহাকে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। রাবণ চন্দ্রকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে ব্রহ্মা আসিয়া "ইনি লোকের হিতার্থী, চন্দ্রকে পীড়ন করিও না" এই বলিয়া রাবণকে সরাইয়া দিলেন। উ প্র ৪

অগ্নি—অনল, হুতাশন। ইনি অমৃতের রক্ষক। বা ২১

ইন্দ্রজিতের যজ্ঞে অগ্নি দক্ষিণাবর্ত্ত শিখায় উত্থিত হইয়া হবিঃ গ্রহণ করিতেন। ল ৭২

গার্হপত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নি, সম্বর্ত্তক অগ্নি [ল ৫৩] প্রভৃতি ইঁহার নানা অবস্থা। কি ১৩

কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি বিষয়ে ইনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। বা ৩৬,৩৭

অশ্বিনীকুমার—দেবগণের মধ্যে ইঁহারা দুই ভ্রাতা অত্যন্ত সুরূপ। বা ১৭, বা ৪৮

বরুণ—নীরাধিপতি। বা ৭৭

রাম পরশুরামের দর্পচূর্ণ করিয়া তদীয় বৈষ্ণবধনু বরুণকে প্রদান করেন। বা ৭৭

যজ্ঞকালে প্রীত হইয়া বরুণ রাজর্ষি দেবরাতকে প্রসিদ্ধ হরধনু দেন। বা ৩১

ত্রিলোকবিজয়কালে রাবণ যখন বরুণ-রক্ষিত মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়া বরুণালয়ে উপস্থিত হন, নীরাধিদেব তখন ব্রহ্মলোকে সঙ্গীত শুনিতে গিয়াছিলেন। বরুণপুরী কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় ধবল ; উহার চারিদিকেই জলধারা ; উহাতে সকলেই নিত্যসুখে আছে। তথায় কামধেনু সুরভি অবস্থান করিয়া থাকেন। বরুণপুত্রেরা রাবণের নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। উ ২৩

উর্ব্বশীর উদ্দেশে একদা ইনি মিত্রের সহিত প্রায় একই সময়ে কুম্ভমধ্যে তেজ নিষেক করেন ; কুম্ভমধ্য হইতে সেই তেজঃসম্ভূত দুই ঋষিসত্তম ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন ; প্রথম—অগস্ত্য, দ্বিতীয়—(নিমিশাপে দেহহীন) বশিষ্ঠ। উ ৫৬

বারুণী ইঁহার দুহিতা। (বিবিধ তত্ত্বে "বারুণী" দেখ) বা ৪৫

মিত্র—রাজসূয়যজ্ঞপ্রভাবে ইনি বরুণত্ব লাভ করেন। (দুইজনের একত্র নাম মিত্রাবরুণ)। উ ৮৩

ইনি বরুণের সহিত একত্র মিলিত দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বরুণের রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। উ ৫৬

ইঁহার শাপে উর্ব্বশী মনুষ্যলোকে আসিয়া রাজা পুরূরবার প্রণয়িনী হইয়াছিলেন। উ ৫৬

পবন—বায়ু। সর্ব্বদেহচারী জগৎপ্রাণ দেব। উ ৩৫

কুশনাভ রাজার সুন্দরী কন্যাগুলি একদা উদ্যানে নৃত্যগীতে রতা ছিল। পবনদেব আসিয়া মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে বশীভূত করিতে প্রয়াস পান। কুমারীরা অসম্মত হইলে ইনি তাহাদের শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদয় ভগ্ন ও তাহাদিগকে কুব্জভাবাপন্ন করিয়া দেন। বিবাহ হইবার পর তাহারা প্রকৃতিস্থ হয়। বা ৩২

কেশরী বানরের গৃহিণী অঞ্জনা সুন্দরী এক দিন রঙিণ শাড়ী পরিয়া বাগানে ভ্রমণ করিতেছিল, ইনি আস্তে আস্তে তাহার কাপড় উড়াইয়া দিলেন; বানরী চমকিতা হইয়া উঠিলে ইনি বলিলেন, "ভয় নাই, আমি সঙ্কল্প মাত্রে তোমাতে উপগত হইয়াছি।" এই উপগমনের ফল—অঞ্জনারঞ্জন হনুমান্। কি ৬৭

একদা কোন কার্য্যবশতঃ ইন্দ্র পবননন্দনকে বজ্র প্রহার করেন। তাহাতে তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলে পবনদেব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বীয় গতি রোধ পূর্ব্বক পুত্রকে লইয়া গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় সকলের যন্ত্রণার আর পরিসীমা রহিল না। বিষ্ঠামূত্রস্থান নিরোধ হইয়া গেল; শ্বাসপ্রশ্বাস স্থগিত, সন্ধিস্থান শিথিল, সকলেই কাষ্ঠবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া আসিল,.........বায়ুনিরোধে সকলেই যেন উদরীরোগগ্রস্ত হইল। দেবগণের অনুরোধে ব্রহ্মা আসিয়া কহিলেন, "বায়ু প্রাণ, বায়ু সুখ, বায়ুই এই সমস্ত বিশ্ব।" এই বলিয়া বায়ুকে প্রসন্ন করিয়া চরাচর রক্ষা করিলেন। উ ৩৫,৩৬

পর্জ্জন্য—(ইন্দ্রের নামান্তর?) ইনি শরভ বানরকে জন্ম দিয়াছিলেন। বা ১৭

মারুতগণ—অমৃত-উদ্ধারকালে দেবাসুরে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। দেবগণের হস্তে বিস্তর অসুর-দৈত্য বিনষ্ট হয়। সুররাজ ইন্দ্র উহাদিগকে বিনাশ ও উহাদিগের রাজ্য অধিকার করিয়া প্রফুল্লমনে ঋষি-চারণ-পরিপূর্ণ লোকসকল শাসন করিতে লাগিলেন। বা ৪৫

দৈত্যজননী দিতি পুত্র-বিনাশ-শোকে কাতর হইয়া মরীচি-তনয় কশ্যপকে কহিলেন, "ভগবন্ আপনার আত্মজেরা আমার পুত্রদিগকে বধ করিয়াছে; এক্ষণে আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রের বিনাশে সমর্থ এক পুত্র লাভের ইচ্ছা করি। নাথ, আপনি আমার গর্ভে ঐরূপ একটি পুত্র প্রদান করুন।" কশ্যপ তাহাতে সম্মত হইলেন। দিতি অতি কঠোর তপস্যায় মনঃ সমাধান করিলে দেবরাজ নানাপ্রকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিচর্য্যায় দেবী দিতি ইন্দ্রের প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "দেখ, আমি যে পুত্র তোমার বিনাশ-উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহাকে তোমার সহিত ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ ও নির্বিবাদ করিয়া দিব।" এদিকে ইন্দ্র একদা সুযোগ পাইয়া বিমাতার গর্ভপিণ্ড সপ্তধা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দিতি আপনার ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া ইন্দ্রকে ক্ষমা করিয়া কহিলেন, "বৎস, ত্বৎকৃত এই সাতটি খণ্ড সপ্ত বায়ুস্থানের রক্ষক হউক। এই সমস্ত দিব্যরূপ পুত্রেরা মারুত নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বাতস্কন্ধ নামে সাতলোকে সঞ্চরণ করুক। ইহাদের মধ্যে একটি ব্রহ্মলোকে, দ্বিতীয় ইন্দ্রলোকে, তৃতীয় অন্তরীক্ষে থাকুক। অবশিষ্ট চারিটি তোমার আদেশে চতুর্দ্দিকে কাল সহকারে সঞ্চরণ করিবে।" বা ৪৬,৪৭

(বিবিধ তত্ত্বে "মরুদ্গণের উৎপত্তি" দেখ)

কার্ত্তিকেয়—হরপার্ব্বতী-পুত্র। দেবসেনাপতি। বা ৩৬

সুরগণ-নিয়োগে রুদ্রতেজ মধ্যে প্রবিষ্ট হুতাশন দ্বারা স্বর্গগঙ্গার গর্ভ হইতে শরবনে সম্ভূত, কৃত্তিকাগণ কর্ত্তৃক পালিত। বা ৩৭

(বিবিধ তত্ত্বে "কার্ত্তিকেয় উৎপত্তি" দেখ)

ইনি তারকাসুরকে সংহার করেন।

শিখিপৃষ্ঠারূঢ় কুমারের নিক্ষিপ্ত শক্তি ক্রৌঞ্চ গিরিকে ভেদ করিয়াছিল। ল ৫৯

কাম—অনঙ্গ। মদন।

মহাদেবের উপর আপন শক্তি দেখাইতে গিয়া ভস্মাবশেষ হইয়া "অনঙ্গ" হন। বা ২৩

(বিবিধ তত্ত্বে "মদনভস্ম" দেখ)

বিশ্বামিত্রের তপোবিঘ্নজনন-মানসে ইন্দ্র যখন রম্ভাকে নিযুক্ত করেন, ইনি তখন সুররাজের সহায় ছিলেন। বা ৬৪

সাবিত্র—অষ্টম বসু। ইনি স্বর্গে দেব-রক্ষো-যুদ্ধে সুমালী রাক্ষসকে নিধন করেন। উ ২৭

জয়ন্ত—শচী-গর্ভজাত ইন্দ্রপুত্র। স্বর্গে মেঘনাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতেছিলেন; ইঁহার মাতামহ পুলোম রণস্থল হইতে ইঁহাকে লইয়া পাতালে পলায়ন করেন। উ ২৮

রামের বনবাসকালে ইনি কাকরূপ ধরিয়া সীতার প্রতি উপদ্রব করিয়াছিলেন।* সু ৩৮

যমরাজ—মৃত্যুলোকাধিপতি। শমন। সূর্য্যতনয় [উ ২০]। ধর্ম্মরাজ। [উ ২২]।

রাবণের দিগ্বিজয়কালে নারদ ঋষি রাবণকে যমের সহিত যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিয়া যমকে সংবাদ দিতে আসিলেন—রক্ষোরাজ আসিতেছে। যমালয়ে আসিয়া দেখিলেন, যম অগ্নিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া প্রাণিপুঞ্জের যাহার যেরূপ উচিত ব্যবস্থা করিতেছেন। সেখানে প্রাণিগণ স্ব স্ব সুকৃত দুষ্কৃতের ফল ভোগ করিতেছে। উ ২১

রাবণ আসিয়া যে সকল শরীরী স্ব স্ব দুষ্কৃতিবশতঃ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, তাহাদিগকে মোচন করিয়া দেন। রাবণ প্রেতদিগকে মুক্ত করিলে প্রেতরক্ষকেরা বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রাবণকে আক্রমণ করিল, কিন্তু রক্ষোরাজের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলনা। উ ২১

শমনের সেনাসমূহ পরাজিত হইলে বিবস্বৎ-তনয় যম স্বয়ং রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রাস ও মুদ্গার লইয়া মৃত্যু যমের অগ্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। জলদগ্নিবৎ তেজঃসম্পন্ন শমন-প্রহরণ কালদণ্ড মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার পার্শ্বে স্থিত হইল। উ ২২

সপ্তরাত্রি উভয় বীরে তুমুল যুদ্ধ চলিল। অবশেষে যমরাজ উপায়ান্তর না দেখিয়া

* ইন্দ্রপুত্র কাক—"জয়ন্ত" নাম সকল স্থানে নাই।

উত্তর-পশ্চিমের রামায়ণে এই ঘটনা লইয়া অযোধ্যাকাণ্ডে একটি পৃথক্ সর্গই আছে (অ ৯৬); সকল সংস্করণে এ উপাখ্যান বিবৃত নাই।

কালদণ্ড উদ্যত করিলেন। তথন ব্রহ্মা আসিয়া যমকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "তোমার অমোঘ দণ্ড প্রতিসংহার কর, নতুবা আমার বর ব্যর্থ হইয়া যাইবে।" যম উত্তর করিলেন, "আপনি আমাদের প্রভু, দণ্ড নিবৃত্ত হইল। যদি শত্রুকে সংহার করিতে পাইব না, তবে আর যুদ্ধ করিয়া কি হইবে?" এই বলিয়া যম অন্তর্হিত হইলেন। রাবণের জয় জয় শব্দে ত্রিলোক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। উ ২২

লঙ্কায় সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে পিতৃগণের সহিত যমও রামপার্শ্বে আসিয়াছিলেন ল ১১৮

ঋষভ পর্ব্বতের পরেই দক্ষিণ দিকে পৃথিবীর সীমা; তাহা দীপ্তদেহ পুণ্যাত্মাদিগের বাসস্থান; ইহার পর যমের রাজধানী—অন্ধকারাচ্ছন্ন ভীষণ পিতৃলোক, তথায় জীব যাইতে পারে না। কি ৪১

কাল—সর্ব্ববিনাশক। মায়ার গর্ভে বিষ্ণু কর্ত্তৃক উৎপাদিত। উ ১০৪

রামের একাদশ সহস্র বৎসর মর্ত্ত্যে অবস্থান শেষ হইলে ইনি আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মার সংবাদ শুনাইয়া যান—তাঁহার কাল পূর্ণ হইয়াছে। উ ১০৪

ইনি লক্ষ্মণের নিকট পরিচয় দেন "আমি মহর্ষি অতিবলের দূত।" উ ১০৩

মৃত্যু—সর্ব্বসংহারক মুদ্গরধারী; ইনি যমের অনুচর। যমরাজের সহিত যুদ্ধকালে রাবণ ইঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। উ ২২

ভগ, ধাতা, বিধাতা, বসুগণ, ধর্ম্ম—অগস্ত্যাশ্রমে ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, সূর্য্য, সোম, কুবের, বায়ু, বরুণ, কার্ত্তিকেয়, বাসুকি, গরুড়, গায়ত্রী ও অন্যান্য দেবতাদিগের সহিত ইঁহাদেরও স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। আ ১২

সাধ্য, বিশ্বদেব, বিরাট, অর্য্যমা, পূষা—রামের বনগমনকালে, অন্যান্য দেবতাদিগের সহিত ইঁহারাও রামকে বনে রক্ষা করুন, বলিয়া কৌশল্যা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। অ ২৫

খগ, গণপতি, গভস্তিমান্—সূর্য্যের নামান্তর (আদিত্যহৃদয় স্তোত্র)। ল ১০৫

ক্রতুধামা,* বীর্য্যবান্, মহাদেব—লঙ্কায় সীতা অগ্নি প্রবেশ করিলে দেবগণ রামের নিকট আগমন করিয়া অঙ্গদ-শোভিত হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, "তুমি সাক্ষাৎ প্রজাপতি এবং পূর্ব্বকল্পের ক্রতুধামা নামক বসু;······তুমি রুদ্রগণের অষ্টম মহাদেব এবং সাধ্যগণের পঞ্চম বীর্য্যবান্। অশ্বিনীকুমার যুগল তোমার দুই কর্ণ এবং চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষু। ল ১১৮

গণেশ, বলদেব, গণাধ্যক্ষ—শিবের নামান্তর। (সঞ্জীবক মন্ত্র নামক শিবস্তোত্র) উ প্র ৪

ত্বষ্টা, পূষা—আদিত্যদ্বয়। দেব রাক্ষস যুদ্ধে স্বর্গে রাবণসৈন্য সহিত যুঝিয়াছিলেন। উ ২৭

কৃষ্ণ—সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে দেবগণ আসিয়া রামকে কহিলেন, "তুমি শঙ্খ-চক্র-গদা-ধর নারায়ণ········তুমি চতুর্ভুজ······তুমি পুরুষ ও পুরুষোত্তম······তুমি খড়্গধারী বিষ্ণু ও কৃষ্ণ······। ল ১১৮

* ঋতধামা; কোন কোন গ্রন্থে এই নাম। ঋ বোধ হয় ছাপার ভুল।

নৃগ রাজাকে দুই ব্রাহ্মণ অভিশাপ দেন ; শাপ মুক্তির উপায় কহেন,—এই মর্ত্ত্যলোকে ভগবান্ বিষ্ণু পুরুষ মূর্ত্তিতে উৎপন্ন হইবেন। তিনি যদুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন বাসুদেব ; সেই বাসুদেবই তোমায় শাপমুক্ত করিবেন। উ ৫৩

নর—নৃগ রাজাকে অভিসম্পাতকারী ব্রাহ্মণদ্বয় কহেন ;—"কলিযুগে মহাবীর্য্য নর ও নারায়ণ ভূভার হরণের নিমিত্ত নিশ্চয় প্রাদুর্ভূত হইবেন।" উ ৫৩

দিগ্বিজয়কালে রাবণ পশ্চিম সমুদ্রে এক দ্বীপে উপস্থিত হইয়া মহাবীর্য্যবান ভীষণ এক পুরুষকে দেখিতে পান। তাঁহার হস্তে নিপীড়িত হইয়া রক্ষোরাজ তাঁহার অনুসরণ ক্রমে এক বিবরে প্রবেশ করেন। তথায় এক স্থলে দেখিতে পান—একটি পুরুষ শয়ান, তিনি অগ্নিতে অবগুণ্ঠিত ; তাঁহার নিকট চামরহস্তা দেবী লক্ষ্মী বিরাজমান। রাবণ লক্ষ্মীকে ধরিবার উপক্রম করিলে ঐ শয়ান পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন ; রাবণ উঁহার তেজে প্রদীপ্ত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। রক্ষোরাজ দেখিলেন, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ দেব গন্ধর্ব্ব ঋষি প্রভৃতি নিখিল প্রাণী সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে ঐ শয়নস্থ পুরুষের দেহে বর্ত্তমান। অগস্ত্য মুনি রামকে কহেন ;—ঐ দ্বীপস্থ পুরুষ নর নামক ভগবান্ কপিল। উ প্র ৫

জগন্নাথ—ইক্ষ্বাকু-কুল-দেবতা। বিষ্ণু। উ ১০৮

লোকপাল—ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ—এই চারি দেব লোকপাল। ইন্দ্র পূর্ব্বদিক্, যম দক্ষিণদিক্, কুবের উত্তরদিক্ ও বরুণ পশ্চিমদিক্ রক্ষা করেন। অ ১৬

ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা—দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়—তেত্রিশ দেবতা। আ ১৪

পিতৃদেবগণ—গুরুদার-গমন পাপে গুরু-শাপে ইন্দ্র বৃষণহীন হইলে দেবতারা পিতৃদেব সমাজে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের মেষের বৃষণটি চাহিয়া ইন্দ্রের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দেন। বা ৪৯

তদবধি ষণ্ডমেষ ভক্ষণের নিয়ম। দক্ষিণে যমপুরীতে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভীষণ পিতৃলোক। কি ৪

হব্যবাহন পিতৃদেবগণকে কহেন, "অতঃপর যাহারা তোমাদিগের তুষ্টি সাধনোদ্দেশে ঐরূপ মেষ দান করিবে, অক্ষয় ফল লাভে তাহারা কখনই বঞ্চিত হইবে না। বা ৪৯

অনন্ত—সর্ব্বদেব-পূজিত ধরণীধর নাগদেব। কি ৪০

নীল বাস পরিধান পূর্ব্বক ধবল দেহে কনকশিল শৈলশৃঙ্গে বিরাজমান। ইঁহার মস্তক সহস্র, নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত। পর্ব্বতের শিখরদেশে তাঁহারই চিহ্নস্বরূপ বেদীর উপর এক স্বর্ণময় ত্রিশিরস্ক তালবৃক্ষ দেখা যায়। সুররাজ ইন্দ্র পূর্ব্বদিকেই উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কি ৪০

ব্রহ্মা রামকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "তুমি আমাকে সৃষ্টি করিবার পর জলশায়ী প্রকাণ্ড দেহ অনন্তকে মায়াবলে সৃষ্টি কর।" উ ১০৪

বিষ্ণু অনন্ত-শয্যায় শয়ান থাকেন। উ ৩৭, ল ১১৮

ধন্বন্তরি—দেববৈদ্য। সমুদ্রমন্থনে, আয়ুর্ব্বেদময় ইনি দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে প্রথম সমুদ্রমধ্য হইতে উত্থিত হন। বা ৪৫

বিশ্বকর্ম্মা—দেবশিল্পী। লঙ্কাপুরী, কিষ্কিন্ধ্যাপুরী, পুষ্পক-বিমান, হর-ধনু, বৈষ্ণব-ধনু এ সমস্ত ইঁহারই সৃষ্টি। সু ৮

বিশ্বরূপ—বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। সুররাজ ইঁহাকে বধ করিয়া পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন; ল ৬৯ যজ্ঞ করিয়া পরে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। কি ২৪

মাতলি—ইন্দ্র-সারথি। রাম-রাবণ যুদ্ধকালে ইনি রামের নিকট ইন্দ্রের রথাস্ত্রাদি আনয়ন করেন। ল ১০২

ইঁহারই পরামর্শক্রমে রাম রাবণের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া রক্ষোরাজকে বধ করেন। ল ১০৯

স্বর্গে সুর-রক্ষো-যুদ্ধকালে ইনি ইন্দ্রের সারথ্য করিয়াছিলেন। উ ২৮

ইঁহার পুত্রের নাম গোমুখ। উ ২৮

দেবীগণ।

শচী—ইন্দ্রাণী। পুলোমের কন্যা। জয়ন্তের মাতা। উ ২৮

সুবর্চ্চলা, প্রভা—সূর্য্যের পত্নী। সু ২৪, বা ৪৯

স্বাহা—অগ্নির পত্নী। সু ২৪

রোহিণী—চন্দ্রের পত্নী। তারা-প্রধানা। সু ২৪, অ ১৬

কৃত্তিকা—নক্ষত্রসুন্দরী। ইঁহারা ছয়জন শরবনে উদ্ভূত শিব-শিশুকে স্তন্য পান করাইয়াছিলেন। ("কার্ত্তিকেয়-উৎপত্তি" দেখ) বা ৩৭

বারুণী—বরুণকন্যা। সমুদ্রমন্থনোদ্ভূতা। সুরা দেবী। (বিবিধ তত্ত্বে "বারুণী" দেখ) বা ৪৫

হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, রতি, ভাগ্যলক্ষ্মী, অষ্টসিদ্ধি—সুরসুন্দরীগণ। রাবণ সীতাকে ইঁহাদের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন। বা ১৫

রতি—মন্মথ-পত্নী। সু ১৫

বসুমতী—পৃথ্বীদেবী। বসুন্ধরা বাসুদেবের মহিষী; বাসুদেবই ইঁহার একমাত্র অধিনায়ক। তিনি কপিলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিরন্তর এই ধরা ধারণ করিয়া আছেন। বা ৪০

ইনি মূর্ত্তিমতী হইয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়াছিলেন। উ ৯৭

উমা—গিরিরাজ হিমালয় ও সুমেরুদুহিতা মেনার কনিষ্ঠা কন্যা। পার্ব্বতী। শঙ্কর-পত্নী। বা ৩৫

ইনি তাপসী হইয়া কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া তপঃ সাধন করিয়াছিলেন। বা ৩৫

কার্ত্তিকেয়ের জননী। রুদ্রাণী। ইনি পতির সহিত হিমালয়পৃষ্ঠে তপস্যা করিতেন। কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তিকালে দেবগণ ইঁহার পতিসহবাসে বাদী হইয়াছিলেন বলিয়া দেবী তাঁহাদের নিষ্পুত্রকতা অভিশাপ দেন। বা ৩৬

ইনি পতির সহিত অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া হিমালয়পৃষ্ঠে বিহার করিতেছিলেন, দৈবাৎ কুবের দৃষ্টি দেন বলিয়া তিনি একাক্ষি-পিঙ্গল হইয়া যান। উ ১৩

কার্ত্তিকেয়ের জন্মস্থানে একদা ত্রিলোচন রমণী সাজিয়া ইঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন, ঐ বনদেশের সর্ব্বত্র সকল প্রাণী সে সময়ে মহাদেবের ইচ্ছানুসারে স্ত্রী হইতেছিল; মৃগয়া করিতে করিতে রাজা ইল দৈবক্রমে তথায় আসিয়া ইলা হইয়া যান। উ ৮৭

দেবী উমা রাবণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ল ৬০

গঙ্গা—হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। লোকপাবনী, সুরধুনী, জাহ্নবী, ত্রিপথগা, ভাগীরথী। (বিবিধ তত্ত্বে "গঙ্গা-উৎপত্তি" দেখ) বা ৩৫

গঙ্গা সমুদ্রের ভার্য্যা। অ ৫২

সুর-তরঙ্গিণী অমরগণের অনুরোধে দিব্য-নারীরূপ পরিগ্রহ করিয়া অগ্নি হইতে পাশুপত তেজ গ্রহণ করেন; কিন্তু হুতাশন-তেজের সহিত মিশ্রিত পাশুপত-তেজ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া ঐ তেজ হিমালয় পার্শ্বে পরিত্যাগ করেন; তৎক্ষণাৎ তথায় একটি পুত্র উৎপন্ন হইল। গঙ্গার গর্ভ হইতে স্কন্দ—নিঃসৃত,—এই জন্য কুমার কার্ত্তিকেয়ের এক নাম স্কন্দ। বা ৩৭

অশীতি যোজন ঊর্দ্ধে অষ্টম বায়ুমার্গ; তথায় আকাশগঙ্গা মহাবেগে ও মহাশব্দে প্রবাহিত। উ প্র ৪

রাজা ভগীরথ বহুতপস্যায় ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে তুষ্ট করিয়া সুরতরঙ্গিণীকে ভূতলে আনয়ন করিয়া ভস্মাবশেষ পূর্ব্বপুরুষের উদ্ধার সাধন করেন। বা ৪৩

লক্ষ্মী—কমলা। বিষ্ণুপত্নী। ল ১১৮

দেবী লক্ষ্মী সীতারূপে রাজা জনকের কন্যা হইয়া পৃথিবী হইতে উত্থিতা হন। উ প্র ৩

সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে দেবগণ রামকে কহেন, "সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তুমি স্বয়ং বিষ্ণু।" ল ১১৮

বনদেবতা—বিশ্বামিত্র প্রস্থানকালে সিদ্ধাশ্রমের বনদেবতাগণের নিকট বিদায় লইয়াছিলেন। বা ৩১

রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণকালে বনদেবতারা রাবণ-ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। আ ৪৯

গৃহদেবতা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভুবনদেবতা—দশরথ কৈকেয়ীর প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, এই অঙ্গীকারের সময় মহিষী রাজাকে বচন-বদ্ধ করাইয়া অন্যান্য দেবতার সহিত ইঁহাদেরও সাক্ষী মানেন। অ ১১

অনির্দ্দিষ্ট দেবতা—হনুমান্ কহিলেন, "ভূতগণ, প্রজাপতি এবং আর আর অনির্দ্দিষ্ট দেবতা আমার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দিন।" সু ১৩

নিকুম্ভিলা, লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সুরসা—(পরে দেখ)।

অপ্সরোগণ।

রম্ভা—বিশ্বামিত্র উগ্র তপস্যায় রত হইলে সুরপতি আপনার হিতসাধন ও বিশ্বামিত্রের অনিষ্ট সম্পাদনের নিমিত্ত রম্ভাকে কহিলেন, "রম্ভে, এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে ছলনা করিয়া কামমোহে মোহিত করিতে হইবে। ... দেখ, আমি এই বৃক্ষশ্রেণীসুশোভিত বসন্তকালে মধুরকণ্ঠ কোকিলের রূপ ধারণ পূর্ব্বক অনঙ্গের সহিত তোমার পার্শ্বে থাকিব।" .. ইন্দ্রের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না; বিশ্বামিত্রের শাপে সুরসুন্দরী শিলাময়ী হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণের কৃপায় শাপ বিমোচন হয়। বা ৬৪

একদা ইনি চন্দনের তিলক কাটিয়া ফুলের গহনা পরিয়া নীল-সাটি উড়াইয়া রাবণের শিবিরের নিকট দিয়া নলকূবরের নিকট অভিসারে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে রাবণ ইঁহাকে ধরিয়া ধর্ষণান্তর ছাড়িয়া দেন। সংবাদ শুনিয়া কুবেরপুত্র রাবণকে বিষম অভিশাপ প্রদান করেন—তাহাতে রমণীর উপর বলপ্রকাশ রাবণকে ছাড়িতে হয়। উ ২৬

মেনকা—বিশ্বামিত্র যখন পুষ্করতীর্থে তপস্যায় রত, ইনি তীর্থ-সরোবরে স্নান করিতেছিলেন; ঋষিপুঙ্গব সেই অলোকসামান্যরূপলাবণ্যসম্পন্না সুন্দরীকে মেঘমধ্যে সৌদামনীর ন্যায় ঐ সরোবরে দেখিতে পাইলেন, এবং কামমদে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন, "সুন্দরি, আইস, তুমি আমার এই আশ্রমে বাস কর, আমি অনঙ্গতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, আমার প্রতি কৃপা কর।" বিশ্বামিত্র ইঁহার সহিত দশ বৎসর কাটাইয়া লজ্জিত হইয়া ইঁহাকে বিদায় দেন।* বা ৬৩

উর্ব্বশী—একদা বরুণ ইঁহাকে সম্ভোগার্থ আহ্বান করেন, উর্ব্বশী কহিলেন, "আমার মন আপনার প্রতি, কিন্তু আজ আমি মিত্রের সেবায় নিয়োজিত।" বরুণ কোন প্রকারে লালসা চরিতার্থ করিয়া ইঁহাকে ছাড়িয়া দেন। মিত্রের নিকট সুন্দরী উপস্থিত হইলে তিনি ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ইঁহার প্রতি অভিসম্পাত করেন। সেই শাপবশে সুরসুন্দরীকে কিছুকাল মনুষ্যলোকে কালযাপন করিতে হয়। পৃথিবীতে আসিয়া ইনি কাশীরাজ পুরুরবার প্রণয়িনী হইয়াছিলেন। উ ৫৬

---

* শকুন্তলার উল্লেখ রামায়ণে নাই। এক স্থানে আছে, মুনি ঘৃতাচীতে সংসক্ত, নামটী বোধ হয় ভুল। কি ৩৫

সীতাকে একান্ত অসম্মত দেখিয়া রাবণ বলেন, "উর্ব্বশী যেমন পুরুরবাকে পদাঘাত করিয়া অনুতাপ করিয়াছিলেন। সেইরূপ তুমি আমাকে না ভজিলে অনুতাপ পাইবে।" আ ৪৮

পুঞ্জিকাস্থলী—একদা ইনি ব্রহ্মার নিকট যাইতেছিলেন, রাবণ দেখিতে পাইয়া পথিমধ্যে ইঁহাকে বিবসনা করিয়া ফেলেন। সুন্দরী ব্রহ্মলোকে গিয়া রাবণকৃত দুর্ব্ব্যবহারের অভিযোগ করিল। ব্রহ্মা রাবণকে অভিশাপ দিলেন, "অদ্য হইতে সে যদি কোন স্ত্রীলোকের প্রতি বল প্রকাশ করে, তবে তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে।" ল ১৩

(এই ভয়ে রাবণ সীতার প্রতি বল প্রকাশ করিতে পারে নাই)

ইনি শাপবশে অঞ্জনা বানরী। কি ৬৫

হেমা—ময়দানবের প্রণয়িনী। ময়দানবের মৃত্যুর পর তাঁহার আশ্চর্য্য পুরীর অধিকারিণী। কি ৫১

মন্দোদরীর জননী। উ ১২

ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদত্তা, হেমা সোমা, পুণ্ডরীকা, বামনা—ইঁহারা এবং সুররাজ ইন্দ্র ও পদ্মযোনিব্রহ্মার নিকটগামিনী অপ্সরাসমূহ ভরদ্বাজ ঋষির অতিথিবর্গকে (ভরতাদিকে) সৎকারমুগ্ধ করেন। অ ৯১

গন্ধর্ব্বগণ।

বিশ্বাবসু—গন্ধর্ব্বরাজ। সু ১

হাহাহুহু—গন্ধর্ব্বগণ। অ ৯১

নারদ, তুম্বরু, গোপ—ভরদ্বাজ ঋষির আহ্বানে ইঁহারা তাঁহার আশ্রমে আসিয়া ভরতাদি বিশিষ্ট অতিথিকে গীত বাদ্য শুনাইয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। অ ৯১

তুম্বরু—গন্ধর্ব্ব। রম্ভাতে আসক্ত হইয়া অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া প্রভু কুবের কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন, সেই শাপে বিরাধ রাক্ষস হইয়া পড়েন, রাম হস্তে নিহত হইয়া শাপ মোচন ঘটে। আ ৪

চিত্ররথ—ইঁহার প্রসিদ্ধ কানন "চৈত্ররথ"* উত্তর কুরুতে অবস্থিত, রাবণ বিধ্বস্ত করেন। গন্ধর্ব্বরাজ। (কানন মধ্যে "চৈত্ররথ" দেখ) ল ২৪, আ ৩২

গোলভ—গন্ধর্ব্ব। কপিরাজ বালী দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত পঞ্চদশবর্ষ যুদ্ধ করিয়া যোড়শবর্ষে ইঁহাকে বিনাশ পূর্ব্বক বানরগণকে নির্ভয় করেন। কি ২২

* চৈত্ররথ কুবেরোদ্যান চিত্ররথ ইহার রক্ষক।

রোহিত—গন্ধর্ব্বগণ। ইহারা ঋষভ পর্ব্বতে চন্দন-বন রক্ষা করিত। কি ৪১

গ্রামণী, শৈলূষ, শিক্ষ, শুক, বভ্রু—ঋষভপর্ব্বতবাসী গন্ধর্ব্বপতিগণ। কি ৪১

শৈলূষ—গন্ধর্ব্বরাজ। গান্ধার দেশ ইঁহার পুত্রদের অধীন ছিল; কেকয়রাজের পরামর্শে ভরত-পুত্রগণ গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লন। উ ১০০

বিভীষণ-পত্নী সরমা গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের দুহিতা। উ ১২

গ্রামণী—গন্ধর্ব্বরাজ। ইঁহার কন্যা দেববতীর সহিত সুকেশ রাক্ষসের বিবাহ হয়। উ ৫

উর্ম্মিলা—গন্ধর্ব্ব-পত্নী। ইঁহার কন্যা সোমদা চূলী ব্রহ্মর্ষিকে প্রাপ্ত হন। বা ৩৩

সোমদা—চূলী ব্রহ্মর্ষির পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহার কৃপায় "ব্রহ্মদত্ত" নামে মানসপুত্র প্রাপ্ত হন। বা ৩৩

নর্ম্মদা—(গন্ধর্ব্বী?) ইঁহার তিন কন্যার সহিত মাল্যবান্, মালী ও সুমালী রাক্ষসের বিবাহ হয়। উ ৫

দেববতী—গ্রামণী গন্ধর্ব্বের কন্যা—সুকেশ রাক্ষসের সহিত বিবাহ হয়। উ ৫

দেবশ্রুতি†—(গন্ধর্ব্ব-কন্যা?) দানবে ইঁহাকে হরণ করিয়াছিল। কি ৬

শ্রুতি†—(গন্ধর্ব্ব-কন্যা?) হয়গ্রীব অসুর শ্বেতাশ্বতরীরূপিণী ইঁহাকে আনয়ন করে। কি ১৭

মেনা—সুমেরু-দুহিতা, হিমালয়-পত্নী। গঙ্গা ও উমার জননী। বা ৩৫

যক্ষগণ।

কুবের—ধনাধিপতি যক্ষরাজ। বিশ্রবা ঋষির প্রথম পুত্র। বৈশ্রবণ। উ ৩

ইঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা ইঁহাকে ধনরক্ষক লোকপালের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুষ্পক বিমান উপহার দেন। পিতা বিশ্রবা ইঁহাকে দক্ষিণসমুদ্রতীরে ত্রিকূটশিখরে লঙ্কাপুরীতে বাস করিতে উপদেশ দেন। রাক্ষসেরা বিষ্ণুর ভয়ে এই পুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাতালে পলায়ন করিয়াছিল, তদবধি পুরী রাক্ষসশূন্য ছিল। উ ৩

রাবণাদি তিন ভ্রাতা ব্রহ্মার প্রসাদ লাভ করিলে পর, সুমালী রাক্ষস পাতাল হইতে আসিয়া রাবণকে লঙ্কা অধিকার করিতে পরামর্শ দেন। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দশগ্রীব বলিয়া পাঠাইবা মাত্র ইনি লঙ্কাপুরী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া কৈলাসে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। উ ১১

দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া রাবণ সেখানে ইঁহাকে সদলবল পরাজিত করিয়া ইঁহার পুষ্পক-বিমান বলপূর্ব্বক হরণ করেন। উ ১৫

---

† শ্রুতি ও দেবশ্রুতি দুই কি এক? কাহারও কাহারও মতে এ দুইটা নাম রূপকমাত্র।

একাক্ষি-পিঙ্গল—কুবেরের নামান্তর। (বিবিধ তত্ত্বে "একাক্ষি-পিঙ্গল" দেখ) উ ১৩

নলকুবর—কুবেরপুত্র। দশানন দেব-বিজয়ে বহির্গত হইয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলে তথায় সসৈন্যে একদা রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। অপ্সরা রম্ভা সে রাত্রে শিবির নিকট দিয়া নলকূবরের নিকট অভিসারে গমন করিতেছিল। রাবণ দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধৃত করেন। কুবেরের সম্পর্ক হেতু অধুনা রম্ভা তাঁহার পুত্রবধূস্থানীয়া বলিয়া পরিচয় দিলেও রাক্ষসরাজ বলপূর্ব্বক তাহার ধর্ষণা করেন। সুন্দরী নলকূবরের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, তিনি হস্তে জল গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধানে আচমন করিয়া রাবণকে অভিশাপ দিলেন, "যৎকালে অতঃপর সে কামার্ত্ত হইয়া কোন অকামা কামিনীকে ধর্ষিত করিবে, তখন তাহার মস্তক সপ্তধা চূর্ণ হইয়া যাইবে।" (এই শাপভয়ে রাবণ সীতার প্রতি বলপ্রকাশ করিতে সাহস করে নাই।) উ ২৬

সুকেতু—যক্ষ। সন্তানকামনায় কঠোর তপস্যা করিয়া সহস্র হস্তীর বলশালিনী সুন্দরী কন্যা প্রাপ্ত হন। এই কন্যা তাড়কা—পরে শাপবশে রাক্ষসী। বা ২৫

সংযোধকণ্টক—যক্ষ। কুবের কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কৈলাসে রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন; মারীচের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। উ ১৪

সূর্য্যভানু—যক্ষ। কুবেরের দ্বারপাল—রাবণ কর্ত্তৃক হত। উ ১৪

মণিভদ্র, শুক্র, পদ্ম, শঙ্খ, প্রৌষ্ঠপদ—যক্ষগণ। কুবেরের অনুচরগণ। শুক্র ও প্রৌষ্ঠপদ ধনরক্ষক মন্ত্রী; পদ্ম ও শঙ্খ নিধিদেবতা। উ ১৫

গো ও পুষ্কর—বরুণের সেনাপতি। রাবণের সহিত বরুণালয়ে যুঝিয়াছিলেন। উ ২৩

প্রহাস—বরুণ-মন্ত্রী। রাবণের নিকট বরুণের হইয়া পরাজয় স্বীকার করেন। উ ২৩

পিঙ্গল ও দণ্ডী—সূর্য্যলোকে সূর্য্যের দ্বারপালদ্বয়। দিগ্বিজয়ী রাবণ ইহাদিগকে সূর্য্যের নিকট আগমন উদ্দেশ্য জানাইতে বলিলে, রবি প্রকারান্তরে রক্ষোরাজের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। উ প্র ২

দেবযোনিগণ।

নন্দীশ্বর—মহাদেবের বিশ্বস্ত অনুচর। প্রমথাধিপ। উ ১৬, সু ৫০

করালরূপ কৃষ্ণ-পিঙ্গলবর্ণ, বামনাকৃতি, বিকটমূর্ত্তি, মুণ্ডকেশ, খর্ব্ববাহু, বলবান্, বানরমুখ। উ ১৬

রাবণ কুবের জয় করিয়া পুষ্পকারোহণে কৈলাসের কাননাংশে গমন করিতে যাইতেছিলেন; সহসা ইঁহার রথের গতি থামিয়া গেল। নন্দী দেখা দিয়া নিষেধ করিয়া

কহিলেন, "ওদিকে যাইও না, হরগৌরী ওখানে বিহার করিতেছেন।" রাবণ নন্দীর মুখাকৃতি দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন। নন্দী ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন, "আমার আকৃতিবিশিষ্ট বানরগণই তোকে সবংশে নিধন করিবে।" উ ১৬

গুহ্যক—কুবেরানুচর দেবযোনিবিশেষ। কি ৪৩

কিন্নর—কিম্পুরুষ। বিবিধতত্ত্বে "কিম্পুরুষী" দেখ) উ ৮৮

লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—(রাক্ষসী?) হনুমান্ প্রথম লঙ্কার পুরপ্রবেশ উদ্‌যোগ করিলে ইনি তাহাকে* দেখিতে পাইয়া এক চপেটাঘাত করিয়া পথ আগলাইলেন, হনুমান্ দয়া করিয়া বামহাতে এক ঘুসী মারেন; ঘুসী খাইয়া ইনি তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক মহাবীরকে পুরপ্রবেশের অনুমতি দেন। প্রলয়জলদবৎ কৃষ্ণবর্ণা জ্বলদগ্নি-তুল্যকেশা অট্টহাস্যরতা লঙ্কাদেবী হনুমান্‌কে বলিয়াছিলেন, "ভগবান্ স্বয়ম্ভু আমারে কহিয়াছেন, "রাক্ষসি, যখন তুমি কোন বানরের হস্তে পরাজিত হইবে, তখনি জানিও রাক্ষসভাগ্যে ভয় উপস্থিত।" সু ৩

নিকুম্ভিলা—রাক্ষসদিগের ইষ্টদেবতা (?)। সূর্পণখা অশোক-কাননে সীতাকে শাসাইয়া বলিয়াছিল, "আজ আমরা তোকে বধপূর্ব্বক মনুষ্যমাংস খাইয়া মাতাল হইয়া দেবী নিকুম্ভিলার নিকট নৃত্য করিব।" সু ২৪

সুরসা—নাগ-জননী। ("বিশিষ্ট জীব" দেখ)

বাসুকি—নাগরাজ। বা ৪৫

সমুদ্র-মন্থন-কার্য্যে ইনি মন্থনরজ্জু হইয়াছিলেন। সহস্র বৎসর ক্রমাগত মন্থনে প্রথমে আর কিছু উঠিল না, ইনি হলাহল উদ্গিরণ করিতে লাগিলেন আর শিলা দংশিতে আরম্ভ করিলেন। বিষপ্রভাবে চরাচর ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইলে সুরগণের অনুরোধে শঙ্কর সেই সমস্ত বিষ গ্রাস করিয়া ফেলেন। বা ৪৫

ভোগবতীপুরী ইঁহার রাজধানী ছিল। রাবণ পাতাল-বিজয়কালে ইঁহার সহিত তক্ষক জটি ও শঙ্খকে বশে আনিয়াছিলেন এবং তক্ষকপত্নীকে হরণ করিয়াছিলেন। ল ৭

গুহ্যক, সিদ্ধ, সাধ্য, বিদ্যাধর, চারণ, কিন্নর, তার্ক্ষ্য, সুপর্ণ ও নাগ—১৭, ল ৭০

---

* হনুমান্ কিন্তু দেহ সংক্ষেপ করিয়া মার্জ্জার আকারে পুরী প্রবেশ করিয়াছিলেন। সু ২

রাজবংশ।

(ইক্ষ্বাকুবংশ)

রাম—রাজা দশরথের গুণশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র। কৌশল্যাগর্ভজাত। বা ১

রাম গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, ধৈর্য্যে হিমাচলের ন্যায়, বলবীর্য্যে বিষ্ণুর ন্যায়, সৌন্দর্য্যে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায়, বদান্যতায় কুবেরের ন্যায় এবং সত্যনিষ্ঠায় দ্বিতীয় ধর্ম্মের ন্যায়। বা ১

রাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। বা ২১

রাম ব্রাহ্ম-অস্ত্র ও সমগ্র বেদের অধিকারী ছিলেন। সু ৩৪.

রামের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-লাঞ্ছিত চরণযুগল। অ ৯৮

ভূতগণের মধ্যে যেমন স্বয়ম্ভূর, সেইরূপ রামেরও গুণ অনন্যসাধারণ। অ ১

তিনি স্বয়ং নারায়ণ, সুরগণের অনুরোধে বলগর্ব্বিত রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিবার নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে রামরূপে অবতীর্ণ। ("নর বানরের স্বরূপ" ও "রামের স্বরূপ" দেখ) অ ১, উ প্র ৫

অনঙ্গ-কান্তি পুণ্ডরীক-লোচন ইন্দ্রোপম ইন্দীবরশ্যাম রাম। আ ১৭, বা ২০,২৭

পঞ্চদশবর্ষ বয়সে বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে গিয়া ঋষির নিকট হইতে মন্ত্র ও অস্ত্র লাভ করিয়া তাড়কাবধপূর্ব্বক সিদ্ধাশ্রম কণ্টকশূন্য করিয়া ঋষির যজ্ঞ সম্পন্ন করান। বা ২২

তৎপরে ঋষির সহ পথে যাইতে যাইতে অহল্যা উদ্ধার করিয়া মিথিলায় গিয়া হরধনুর ভঙ্গ পূর্ব্বক সীতা লাভ করেন। ফিরিবার সময় পথিমধ্যে পরশুরামের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়সে পিতৃসত্য পালনার্থ বনে যান। বা ২৬, বা ৪৯, বা ৭৩, বা ৭৬, আ ৪৭।

পাঁচ বৎসর নানা ঋষির আশ্রমে ও নয় বৎসর দণ্ডকারণ্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন* উ ৫০

চতুর্দ্দশ বৎসরে পৃথিবী প্রায় রাক্ষসশূন্য করিয়া চত্বারিংশৎবর্ষ বয়সে অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। অল্পকাল মধ্যেই বৃথা পৌরাপবাদে ভীত হইয়া একমাত্র পত্নী বনবাসসহচরী প্রাণাধিকা সীতাকে বনে বিসর্জ্জন দেন। উ ৪৫

দশ সহস্র দশ শত বৎসর পিতার ন্যায় আদর্শ রাজা রূপে প্রজাপালন করিয়া কাল পূর্ণ হইলে, সরযূ-সলিলে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃগণ সহ সশরীরে বৈষ্ণবতেজে প্রবিষ্ট হন। উ ১০৪, উ ১১০

বনে অকারণ রাক্ষসবধ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলে রাম সীতাকে কহিয়াছিলেন, "সত্যই আমার প্রিয়, আমি স্বীকার করিয়া প্রাণান্তে অন্যথাচরণ করিতে পারিব না;

* দশ বৎসর নানা আশ্রমে, তিন বৎসর পঞ্চবটীতে, এক বৎসর কিষ্কিন্ধ্যায় ও লঙ্কায় অতিবাহিত হয়। আ ১১

বরং অকাতরে প্রাণত্যাগ করিতে পারি, লক্ষ্মণের সহিত তোমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারি না। আ ১০

চিত্রকূট হইতে ভরতকে ফিরাইবার সময় রাম হাতে ধরিয়া ভরতকে বলিয়া দেন, "ভাই, মাতা কৈকেয়ীর উপর রাগ করিও না।" অ ১১২

রাম রাবণকে রণক্লিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, "রাক্ষস তুমি ঘোর যুদ্ধ করিয়াছ, তোমার হস্তে আমার অনেকগুলি বীর নষ্ট হইয়াছে, আমি তোমায় এখন অতিশয় পরিশ্রান্ত দেখিতেছি, অতএব অস্ত্র শরাঘাতে তোমার প্রাণসংহার করিতে আমার ইচ্ছা নাই; তুমি লঙ্কাপুরে প্রবেশপূর্ব্বক নিশাতিবাহিত কর, পশ্চাৎ সুস্থাবস্থায় আসিয়া আমার বীর্য্য দেখিও।" ল ৫৯

বৃথা পৌরাপবাদে ভীত হইয়া প্রাণাধিকা প্রণয়িনী সীতাকে বনবাস দিবার পর রাম আর দারান্তর গ্রহণ করেন নাই; প্রত্যেক যজ্ঞ-দীক্ষাকালে, জানকীর কনক-প্রতিমা তাঁহার পত্নী হইতেন। ("রাম-চরিত্রের বিকার" দেখ) উ ৯৯

রাম সর্ব্বভূত-শরণ্য। আ ৪

যৌবরাজ্যে অভিষেককালে পুরবাসী ও রাজগণ বলিয়াছিলেন, "রামকে দেখিলে বোধ হয়, যেন স্বয়ং বিষ্ণুই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অ ২

পঞ্চবটী বনে লক্ষ্মণ ভরতের সুখ্যাতি করিয়া কৈকেয়ীর অখ্যাতি করিতে প্রবৃত্ত হইলে রাম কহিলেন, "বৎস, তুমি ইক্ষ্বাকুনাথ ভরতের ঐ কথা বল, মাতা কৈকেয়ীর নিন্দা কখনই করিও না।"* আ ১৬

লক্ষ্মণ—দশরথ-পুত্র। সুমিত্রা-গর্ভজাত। বা ১৮

রামের একান্ত অনুগত, সকল কার্য্যেই সহায়। রামের বহিশ্চর দ্বিতীয় প্রাণের ন্যায় প্রিয়তর। বা ১৮

রাম-নির্ব্বাসনকালে, লক্ষ্মণ রামকে কহিয়াছিলেন, "আর্য্য, এক্ষণে আপনার এই নির্ব্বাসন-সংবাদ প্রচার হইতে না হইতেই আপনি আমার সাহায্যে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করুন। ....যদি বিঘ্নের কোন সূচনা দেখি, নিশ্চয় কহিতেছি, সুতীক্ষ্ণ-শরে এই অযোধ্যানগরী মনুষ্যশূন্য করিব। ....পিতা কৈকেয়ীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারই উৎসাহে যদি আমাদিগের বিপক্ষতাচরণ করেন, তবে তাঁহাকেও সংহার করিতে হইবে।" অ ২১

বনগমনকালে লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন, "এই বর-প্রসঙ্গ মহারাজ ও কৈকেয়ীর শঠতা, বরদান ছল।" অ ২৩

অনেক অনুনয়-বিনয়ে ও সাহস-বাক্যে লক্ষ্মণ কিছুতেই রামের মতি ফিরাইতে অক্ষম

---

* কিন্তু গঙ্গা পার হইয়া প্রথম বনবাসের রাত্রে রাম স্বয়ং কৈকেয়ীর নিন্দা করিয়াছিলেন। অ ৫৩,

হইলে, পরিশেষে কহিলেন, "যদি একান্তই আপনার বন-গমনে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক আপনার পথ-প্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিব। আপনাকে ছাড়িয়া আমি উৎকৃষ্ট লোক কি অমরত্ব কিছুই চাহি না, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও প্রার্থনা করি না।.........আপনি দেবী জানকীর সহিত গিরিশৃঙ্গে বিহার করিবেন, জাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কর্ম্মই আমি সাধন করিব।" অ ৩১

বনে কবন্ধ রাক্ষস যখন রামলক্ষ্মণকে বলে পীড়ন করিয়া ধরিল, লক্ষ্মণ রামকে বলিলেন, "বীর, এক্ষণে আপনি আমাকে উপহারস্বরূপ অর্পণ করিয়া সুখে পলায়ন করুন। ....পরে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিয়া এক এক বার আমাকে স্মরণ করিবেন।" আ ৬৯

লক্ষ্মণকে রাবণ-অস্ত্রে পতিত দেখিয়া, রাম বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে অনুসন্ধান করিলে সীতার মত স্ত্রী পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মণের তুল্য ভ্রাতা সহায় ও যোদ্ধা আমি পাইব না। আমি যখন প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতা, লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পরাজিত ও শায়িত দেখিলাম, তখন আমার সীতা-সমুদ্ধারে প্রয়োজন কি?.........লক্ষ্মণ কার্ত্তবীর্য্য অপেক্ষা বীর।" ল ৪৯

অশোক-কাননে সীতা হনুমান্‌কে কহিয়াছিলেন, "ভ্রাতা লক্ষ্মণ, আমা অপেক্ষা রামের প্রিয়ত প্রিয়তর।" সু ৩৮

ধরাতলে অবস্থানকাল পূর্ণ হইয়া আসিলে রাম নিয়ম করিয়া কালের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন, লক্ষ্মণ দ্বার-রক্ষক হইয়াছিলেন। দুর্ব্বাসা আসিয়া লক্ষ্মণকে নিয়মভঙ্গ করিতে বাধ্য করেন; তাহার ফলে সৌমিত্রিকে সরযূ-সলিলে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে হয়। উ ১০৫, ১০৬

সরযূতীরে উপস্থিত হইয়া, আচমনপূর্ব্বক লক্ষ্মণ সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রোধ করিলেন, তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস আর পড়িল না। দেবতারা যোগযুক্ত লক্ষ্মণকে এতদবস্থায় দেখিয়া তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে অদৃশ্যভাবে স্বর্গে লইয়া গেলেন। উ ১০৬

ভরত—দশরথ-পুত্র। কৈকেয়ী-গর্ভজাত।* বা ১৮

দশরথের দেহান্তে বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ মাতুলালয় হইতে ভরতকে আনাইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। অ ৬৮

* Schlegel বলেন, জন্মনক্ষত্রানুসারে ভরত সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিবাহকালে ভাইগুলির বয়স ছিল ১৫।১৬—বিশ্বামিত্র পরিচয় দিয়া বলেন, ইঁহারা "প্রিয়দর্শন যুবা"। তখনকার কালেও তাহা হইলে ষোড়শবর্ষে যৌবন। বা ৭২

ভরত কিছুতেই সম্মত হন নাই। অ ৮২

তিনি জননীর অনার্য্যোচিত ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিয়া অনুচরবর্গসহ বনে গমনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠকে ফিরাইয়া আনিতে বিশেষ চেষ্টা করেন।
অ ৭৩, ৭৪, ১১১

তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া রামের পাদুকাযুগল * ন্যাসস্বরূপ গ্রহণ করিয়া নন্দিগ্রাম হইতে জ্যেষ্ঠের প্রতিনিধিস্বরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্য পালন করিতে থাকেন।
অ ১১২, ১১৫

ভরত জটাচীরধারী হইয়া সসৈন্যে নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন এবং তথায় জ্যেষ্ঠের পাদুকাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া স্বয়ংই উহার সম্মানার্থ ছত্র চামর ধারণ করিয়া রহিলেন। তৎকালে যাহা কিছু রাজকার্য্য উপস্থিত হইতে লাগিল, অগ্রে উহাকে জ্ঞাপন করিয়া, পশ্চাৎ তাহার যথাবৎ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন; এবং যাহা কিছু উপহার উপনীত হইতে লাগিল, সমস্তই উহাকে নিবেদন করিয়া পরিশেষে কোষগৃহে সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। অ ১১৫

দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন, "আমি ভরতকে রাম অপেক্ষা ধার্ম্মিক বলিয়া জানি।" অ ১২

ধর্ম্মপরায়ণ ভরত জ্যেষ্ঠভক্তি-নিবন্ধন নন্দিগ্রামে অবস্থান করিয়া তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য মান ও বিবিধ ভোগ উপেক্ষা করিয়া আহার সংযম পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিতেন। জ্যেষ্ঠ বনবাসী হইলে তিনি তাপসের আচার অবলম্বন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। আ ১৬

চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস শেষ করিয়া রাম প্রত্যাগমন করিলে ধর্ম্মশীল ভরত স্বয়ং সেই পাদুকা লইয়া রামের পদে পরাইয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "আর্য্য আপনি যে রাজ্য ন্যাসস্বরূপ আমার হস্তে দিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে অর্পণ করিলাম।" ল ১২৮

রামের মহাপ্রস্থানকালে ইনি জ্যেষ্ঠের অনুগামী হইয়াছিলেন। উ ১০৯, ১১০

ভরত কেকয়রাজের † পরামর্শক্রমে রামের আদেশে গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজিত করিয়া গান্ধার দেশ অধিকার করেন। এইখানে তাঁহার পুত্রদ্বয় রাজা হন। উ ১০১

শত্রুঘ্ন—দশরথ-পুত্র। সুমিত্রা-গর্ভজাত। লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ সহোদর।‡ বা ১৮

ভরতের একান্ত অনুগত। বা ১৮

---

* পশ্চিম সংস্করণে ভরত এক যোড়া জরির জুতা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। গৌড় সংস্করণে শরভঙ্গ ঋষি কুশের পাদুকা উপহার দেন। রামকে পরাইয়া ভরত গ্রহণ করেন।

† মাতুল যুধাজিৎ।

‡ Schlegel বলেন জন্মনক্ষত্রানুসারে রাম হইতে লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন তিনমাস ও ভরত এগারমাস ছোট।

রাম রাজা হইলে তাঁহার আদেশে ইনি মধুবনে লবণাসুরকে বধ করিয়া তাহার রাজ্য অধিকার করিয়া মধুরাপুরী স্থাপন করেন। উ ৬৯, ৭০

শত্রুঘ্ন মধুবন যাইবার সময় বাল্মীকির আশ্রম হইয়া যান। যে রাত্রে তিনি ঐ স্থানে ছিলেন, সেই রাত্রেই সীতাদেবী যমজকুমার প্রসব করেন। আত্মীয় স্বজন মধ্যে শত্রুঘ্নই এই সুসংবাদ জানিতে পারেন। উ ৬৬

দ্বাদশ বৎসর পরে অযোধ্যা প্রত্যাগমনকালেও শত্রুঘ্ন ঋষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তথায় কুশ লবের তরুণকণ্ঠে করুণ রামায়ণ গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া ভ্রাতৃ-সকাশে উপস্থিত হন। উ ৭১

মহাপ্রস্থানকালে ইনিও জ্যেষ্ঠের অনুগমন করিয়াছিলেন। উ ১০৯, ১১০

কুশ ও লব—বাল্মীকি-আশ্রমে প্রসূত ও পালিত। ঋষিশিশুবেশধারী রাজকুমারদ্বয়। রাম-সীতার পুত্র। উ ৬৬

বিম্ব হইতে উত্থিত প্রতিবিম্বের মত রূপে রামেরই অনুরূপ। ভ্রাতৃযুগল একান্ত শ্রুতিসুখকর দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত ত্রিবিধপ্রমাণসম্মত, ষড়্জাতি সপ্তস্বরসংযুক্ত, তাললয়ানুকুল এবং শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-প্রভৃতি-রস-বহুল মহাকাব্য রামায়ণ পথে ঘাটে গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া বেড়াইত। বা ৪

একদা রাজা রামচন্দ্র সহসা তাহাদের অযোধ্যার রাজপথে গান করিতে দেখিতে পান। তাহাদিগকে সযত্নে স্বভবনে আনাইয়া সপরিবারে মনোহর উপাখ্যান আত্মচরিত শ্রবণ করেন। উ ৯৪

দ্বিতীয়বার সীতা-পরীক্ষার সময় দেবী পাতাল প্রবেশ করিলে লবকুশ শিশুদ্বয় পিতার আশ্রয় লাভ করে। উ ৯৮

মহাপ্রস্থানকালে অযোধ্যা জনশূন্য হইয়া যায়। রাম কুশকে কুশাবতীতে এবং লবকে শ্রাবস্তী পুরে রাজা করিয়া যান। উ ১০৭

দশরথ—স্বনামপ্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। কোশলেশ্বর। রামাদি চারি ভ্রাতার জনক। বা ১৮

ভূপালগণের মধ্যে জিতেন্দ্রিয় দশরথ "অতিরথ" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বা ৬

ইনি একজন স্বাধীন রাজা। ইঁহার সময়ে অযোধ্যার সুখৈশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। বা ৬

দিক্‌দিগন্তের রাজগণ এবং ম্লেচ্ছ, আর্য্য, আরণ্য ও পার্ব্বত্যজাতীয় সকলে সভামধ্যে রাজা দশরথের উপাসনা করিতেন। অ ৩

[illegible]র দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম দেশের রাজগণ এবং দ্বীপবাসী ও সামুদ্রিক বণিকেরা দশরথ-সভায় আসীন হইতেন। অ ৮২

সুবর্ণনির্ম্মিত মণিখচিত সভামণ্ডপ, তন্মধ্যে মণিমণ্ডিত সুবর্ণময় সিংহাসন, উৎকৃষ্ট আস্ত-রণযুক্ত হেমময় পীঠে বশিষ্ঠাদির আসন থাকিত। অ ৮১

সুসজ্জিত নয় সহস্র হস্তী, লক্ষ অশ্বারোহী, ষষ্টিসহস্র রথ, বিবিধ-আয়ুধধারী বীরপুরুষ অযোধ্যার সৈন্যমধ্যে গণিত হইত।* অ ৮৬

কোবিদার ধ্বজা অযোধ্যার রাজ-পতাকা। অযোধ্যায় সহস্র সহস্র ধ্বজপতাকাবাহী তুরগ-সৈন্য ছিল। দশরথ বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছিলেন, "আমি অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধীশ্বর।" বা ২০

রাজা দশরথ রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া রামাদি চারি পুত্রকে লাভ করেন। বা ১৪, ১৫

দশরথের মহিষী—কৌশল্যার সহিত তিন শত পঞ্চাশ; প্রধানা তিন জন; কৌশল্যা সুমিত্রা, কৈকেয়ী।† অ ৩৪

দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন, "এই বসুন্ধরায় যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের কিরণ স্পর্শ করে, তদবধি আমার অধিকার। অ ১০

শম্বরাসুরের সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণের যুদ্ধে রাজা দশরথ ইন্দ্রের সাহায্য করিতে যান; মহিষী কৈকেয়ী সঙ্গে ছিলেন; রাজা যুদ্ধে আহত হইলে প্রিয়মহিষী বিস্তর সেবা করেন; দশরথ সন্তুষ্ট হইয়া দুই বর দিতে চাহিলে কৈকেয়ী ভবিষ্যতের জন্য বরদ্বয় সঞ্চিত রাখেন। অ ৯

ষষ্টিসহস্রবর্ষ বয়সে দশরথ সময় ফুরাইয়া আসিল দেখিয়া, প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে যান, সেই সময়ে কৈকেয়ীর প্রাপ্য সেই দুই বরের পূরণে শুভানুষ্ঠানে ব্যাঘাত হয় এবং বৃদ্ধ রাজা দারুণ পুত্রবিচ্ছেদ-শোক প্রাপ্ত হন। বা ১

দশরথ শব্দবেধী ছিলেন; একদা মৃগয়ায় শব্দানুসারে শরত্যাগ করিয়া ভ্রমক্রমে এক মুনিকুমারকে বধ করেন; মুনির শাপে পুত্রবিচ্ছেদশোকে রাজার প্রাণচ্যুতি ঘটে।‡ অ ৬৩, ৬৪

রাম ভরতকে কহেন, "পূর্ব্বে পিতা তোমার মাতার পাণিগ্রহণকালে কেকয়রাজকে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, রাজন্ তোমার এই কন্যাতে আমার যে পুত্র জন্মিবে, আমি তাহাকেই সমস্ত সাম্রাজ্য অর্পণ করিব।" অ ১০৭

যৌবরাজ্যে অভিষেককালে দশরথ রামকে বলেন, "এক্ষণে বৎস ভরত প্রবাসে আছেন, এই অবসরে তোমার অভিষেক সুসম্পন্ন হয়, ইহাই আমার বাঞ্ছা।.........মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবতঃ অস্থির, অতএব আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত না হইতেই তুমি রাজ্যভার গ্রহণ কর।" অ ৪

---

* ইহারা রামকে ফিরাইতে ভরতের সহিত বনে গিয়াছিল।

† দশরথের পরিবৃত্তি ও বাবাতা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়েতরবর্ণা মহিষীও ছিল। (অশ্বমেধ দেখ) সম্ভবতঃ দশরথের অন্য কতক পুত্রও ছিল—"সরাজ পুত্র শত্রুঘ্ন" অযোধ্যা ৮১ সর্গ দ্রষ্টব্য।

‡ পুত্র নির্ব্বাসনের ষষ্ঠ রজনীর অর্দ্ধযামে দশরথ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

দশরথ কৈকেয়ীকে বলেন, "কেবল রাম ভিন্ন জগতে তোমা অপেক্ষা আর কেহ আমার প্রিয় নাই।" অ ১১

ভরত কৈকেয়ীকে কহিলেন, "পিতা তোমার এই গৃহে প্রায়ই থাকেন, আমি আজ আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, ইহার কারণ কি?" অ ৭২

দশরথ রামকে বলেন, "বৎস কৈকেয়ীকে বরদান করিয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইয়াছি, অতএব অদ্য তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া স্বয়ং অযোধ্যারাজ্য গ্রহণ কর।" অ ৩৪

দশরথ কৈকেয়ীকে বলেন, "আমি ভরতকে রাম অপেক্ষা ধার্ম্মিক বিবেচনা করিয়া থাকি।............যদি রামের বনবাস ভরতের প্রীতিকর হয়, তবে সে যেন আমার দেহান্তে আমার অগ্নি-সংস্কারাদি না করে।" অ ১২

সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে স্বর্গগত দশরথ দেবগণের সহিত আসিয়া রামকে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, "বৎস, তোমা হেন পুত্র পাইয়া আমি সদ্গতি লাভ করিয়াছি।" ল ১২০

মনু—প্রজাপতি। সসাগরা বসুমতী-পালক। বিবস্বৎ-সন্তান। বা ৫, ৭০

সত্যযুগের এক রাজা; ইনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। (ঋষিমধ্যে "মনু" দেখ) বর্ত্তমান কল্পের ইনি সপ্তম মনু, কাহারো মতে ইনি সংহিতাকার।* উ ৭৯

ইক্ষ্বাকু—মনুর পুত্র। প্রসিদ্ধ বংশের আদিপুরুষ। উ ৭৯

অযোধ্যার আদি রাজা। ইঁহার শত পুত্র। বা ৭০, উ ৭৯

অনরণ্য—ইক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যাধিপতি। দিগ্বিজয়ী রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া হত হন। মৃত্যুকালে ইনি রাবণকে অভিসম্পাত করেন, "আমার বংশীয় কাহার দ্বারা তুমি নিহত হইবে।" উ ১৯

ইঁহার শাসনকালে অনাবৃষ্টি কি দুর্ভিক্ষ কিছুই হয় নাই এবং তস্করের নামও ছিল না। ইঁহার বংশীয় রামের হস্তে রাবণ হত হয়েন। অ ১১০

ত্রিশঙ্কু—ইক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যাধিপতি। ইনি সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তির অভিলাষী হইয়া প্রথমে বশিষ্ঠ, তৎপরে তৎপুত্রদিগের শরণাপন্ন হন। তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করিলে তাঁহাদের শাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া উগ্রতপোরত বিশ্বামিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। উ ৫৮

বিশ্বামিত্র স্বয়ং যাজক হইয়া ইঁহার যজ্ঞ করিয়া ইঁহাকে স্বর্গে উঠিতে আদেশ করেন; ইনি উঠিতেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র বাধা দেন। বা ৬০

ঋষি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আপন অসীম তপঃশক্তি-বলে দক্ষিণদিকে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দেন। বা ৬০

---

* প্রতি কল্পে চৌদ্দ জন মনু; বর্ত্তমান কল্পে সাত জন মাত্র জন্মিয়াছেন। তন্মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু প্রথম, বৈবস্বত মনু সপ্তম।

This 7th Manu regarded as an Indian Adam or Noah. According to some this last Manu was the author of the code and therefore as progenitor of the Solar line of kings was a *Kshatriya*—M. Williams.

সপ্তর্ষিমণ্ডল নক্ষত্রনিচয় প্রভৃতি অতিসৃষ্টি দর্শনে দেবগণ ভীত হইয়া একটা সামঞ্জস্য করেন; তাহাতে এই নূতন সৃষ্ট স্বর্গে ত্রিশঙ্কু অধোমুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন ও নক্ষত্র হইয়া গেলেন। বা ৬০

মান্ধাতা—সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর ইক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যাধিপতি। যুবনাশ্বের পুত্র। উ ৬৭

চন্দ্রলোকে ইঁহার সহিত দিগ্বিজয়ী রাবণের সংগ্রাম ঘটে। উভয়ে সমযোদ্ধা, কেহ কাহাকেও হটাইতে পারেন না; অগত্যা ব্রহ্মাস্ত্রের সাহায্য লইলেন। তখন মহর্ষি পুলস্ত্য ও গালব আসিয়া ভর্ৎসনা করতঃ উভয়ের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপন করিয়া দেন। উ প্র ৩

রাজা মান্ধাতা সমগ্র পৃথিবী আপনার বশীভূত করিয়া ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন ও অর্দ্ধরাজ্য ভোগ করিবার বাসনায় স্বর্গে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে বলেন, "আগে পৃথিবীর সমস্ত অংশ তোমার অধীন হউক, তখন স্বর্গে ভাগ বসাইতে আসিও।" মান্ধাতা জিজ্ঞাসা করেন, "পৃথিবীতলে কে বা আমার বশ নহে?" সুররাজ কহিলেন, "মধুবন-নিবাসী মধুপুত্র লবণ নিশাচর এখনও তোমার অধীন হয় নাই।" রাজা নামিয়া আসিয়া লবণের সহিত যুদ্ধ করিতে যান। পিতৃদত্ত শৈবশূল দ্বারা লবণ মান্ধাতাকে দগ্ধ করিয়া ফেলেন। উ ৬৭

কোন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী (শ্রমণ) বালীর অনুরূপ পাপ (ভ্রাতৃবধূগমন?) করিয়াছিল, মান্ধাতা রাজা তাহাকে বিলক্ষণ দণ্ডিত করেন। কি ১৮

অসিত—(পরে "সগর" দেখ।) বা ৭০

সগর—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। অসিত রাজার পুত্র। বা ৭০

রাজা অসিত হৈহয় তালজঙ্ঘ শশবিন্দুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া দুই মহিষী সহিত হিমালয়ে প্রস্থান করেন। তথায় কালগ্রাসে পতিত হন। মহিষীরা সসত্ত্বা ছিলেন। মহিষী কালিন্দী ভৃগুনন্দন চ্যবনের প্রসাদে পুত্র প্রসব করেন; সপত্নীপ্রদত্ত গরলের সহিত প্রসূত হয় বলিয়া পুত্রের নাম "সগর"। বা ৭০

রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইন্দ্র ইঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ পূর্ব্বক পাতালে লইয়া যান। বা ৩৯

ষষ্টিসহস্র পুত্র ইঁহার আদেশে প্রত্যেকে একযোজন করিয়া পৃথিবী খনন পূর্ব্বক পাতালে অশ্ব অন্বেষণে গমন করেন। বা ৩৯

তথায় কপিল মুনির হুঙ্কারে সকলেই ভস্মাবশেষ হন। বা ৪০

সগর আদেশে তৎপুত্রগণ কর্ত্তৃক খাত বলিয়া সমুদ্রের নামান্তর "সাগর"। অ ১১০

হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যস্থলে সগরের যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। বা ৩৯

অসমঞ্জ—সগর রাজার পুত্র। ইনি বৈমাত্রেয় শিশু ভ্রাতাগুলির ও প্রজাবালকগণের উপর অত্যাচার করিতেন বলিয়া পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হন। বা ৪৮

অংশুমান্—অসমঞ্জের পুত্র। ইনি পাতাল হইতে পিতামহ সগরের যজ্ঞ-অশ্ব ফিরাইয়া আনিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করান। বা ৪১

পাতালে পিতৃব্যগণের পরিণাম শ্রবণ করিয়া শোকাকুল হইলে, পতিতপাবনী গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনাইয়া পবিত্রজলে পিতৃগণের তর্পণ করিতে পিতৃব্য-মাতুল বিহগ-রাজ গরুড় কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হন। বা ৪১

দিলীপ—অংশুমানের পুত্র। বহুবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া গঙ্গা আনয়নের উপায় চিন্তা করিতে করিতে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কালকবলে পতিত হন। বা ৪২

ব্রহ্মা ভগীরথকে বলিয়াছিলেন, "দিলীপ মহর্ষি-সম তেজস্বী, মত্তুল্য তপস্বী।" বা ৪৪

কল্মাষপাদ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় সৌদাস রাজা বা প্রবৃদ্ধ রাজা এই আখ্যা প্রাপ্ত হন।* উ ৬৫, বা ৭০

ভগীরথ—দিলীপ-পুত্র। মন্ত্রিবর্গের উপর প্রজাপালনের ভার দিয়া গঙ্গাকে ভূলোকে আনিবার নিমিত্ত গোকর্ণপ্রদেশে দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করেন। বা ৪২

ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট সিদ্ধির বর দেন। ("গঙ্গা উৎপত্তি" দেখ) বা ৪৩

ভগীরথ গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া গঙ্গাজলে পিতৃলোকের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পরম সুখে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। বা ৪৪

গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করেন বলিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন। বা ৪৪

অম্বরীষ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন; যজ্ঞ-পশু অপহৃত হয়। বা ৬১

পুরোহিত আদেশ করেন;—রাজার দুর্নীতি-নিবন্ধন এরূপ ঘটিয়াছে, সর্ব্বনাশ হইবে; রক্ষার একমাত্র উপায়—আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন না হইতে, সেই অপহৃত পশুটী সন্ধান করিয়া আনয়ন, নতুবা তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ কোন একটি মনুষ্যকে ক্রয় করিয়া প্রদান। বা ৬১

রাজা পশুস্থানীয় মনুষ্য অন্বেষণে নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে ঋচীক ঋষির নিকট উপস্থিত হন। ঋষিকে যথেষ্ট মূল্য দিয়া তাঁহার মধ্যম পুত্রটীকে ক্রয় করিয়া লইলেন। বা ৬১

ব্রাহ্মণ-বটু বলিস্বরূপে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া মাতুলদত্ত উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া পরিত্রাণ পান। রাজার যজ্ঞও সম্পন্ন হয়। বা ৬২

যযাতি—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। হৃতপুণ্য হইয়া স্বর্গচ্যুত হন। নহুষ-পুত্র। অ ১৩

(সোমবংশেও এই নামে এক রাজা ছিলেন, পরে "যযাতি" দেখ) কি ১৭

তক্ষ ও পুষ্কল—ভরতের পুত্র। গন্ধর্ব্বদেশ জয় করিয়া ভরত ইহাদিগকে গান্ধার ভাগ করিয়া দেন। তক্ষ তক্ষশীলায় এবং পুষ্কল পুষ্কলাবতে রাজা হন। উ ১০১

---

* প্রবৃদ্ধের নামই সৌদাস।

অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু—লক্ষ্মণের পুত্রদ্বয়। কারুপথ দেশ অঙ্গদের ও মল্লভূমি চন্দ্রকেতুর রাজ্য। অঙ্গদের অঙ্গদীয়া ও চন্দ্রকেতুর চন্দ্রকান্ত পুরী প্রতিষ্ঠিত হয়। উ ১০২

সুবাহু ও শত্রুঘাতী—শত্রুঘ্নের পুত্রদ্বয়। শত্রুঘ্ন সুবাহুকে মথুরা ও শত্রুঘাতীকে বৈদিশ পুরীতে স্থাপিত করেন। উ ১০৮

কুক্ষি, বিকুক্ষি, বাণ, পৃথু, ধুন্ধুমার, যুবনাশ্ব, সুসন্ধি, ধ্রুবসন্ধি, প্রসেনজিৎ, ভরত, ককুৎস্থ, রঘু, প্রবৃদ্ধ,* শঙ্খন, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্রগ, মরু, প্রশুশ্রুক, নহুষ, নাভাগ, অজ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণ, রামের পূর্ব্বপুরুষ। বা ৭০

ঋষভ—রামের মহাপ্রস্থানের পর অযোধ্যা বহুকাল জনশূন্য ছিল। এই রাজার সময় হইতে পুনরায় লোকালয় হয়। উ ১১১

সৌদাস—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। উ ৬৫

একদা ইনি মৃগয়া করিতে ব্যাঘ্ররূপী দুই ক্রূর রাক্ষসকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের মধ্যে এক জনকে বিনাশ করেন। অপর জন প্রতিশোধ তুলিবার ভয় দেখাইয়া অন্তর্হিত হয়। রাজা সৌদাস অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছিলেন; বশিষ্ঠ যাজকতা করেন। পলায়িত রাক্ষস বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া রাজার নিকট হইতে সমাংস অন্ন ভোজন প্রার্থনা করিল; রাজা উদ্যোগ করিয়া দিলেন। রাক্ষস গোপনভাবে ঘৃতপক্ক সমাংস অন্নের সহিত নরমাংস মিশাইয়া দিল। ঋষি-বশিষ্ঠ ভোজনে বসিয়া নরমাংস প্রদত্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন, "যে খাদ্য আমায় দিয়াছ, তাহাই তোমার খাদ্য হউক।" রাজাও প্রতিশাপ দিবার জন্য জলগণ্ডূষ লইলেন। মহিষী অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। রাজার জলগণ্ডূষ নিক্ষিপ্ত হইল। তাঁহার পাদদেশে সেই তেজঃ-সমন্বিত জল পতিত হইলে চরণদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল। সেই অবধি তাঁহার নাম "কল্মাষপাদ" হয়। উ ৬৫

এই রাজার যেখানে যজ্ঞ হইয়াছিল, শত্রুঘ্ন বাল্মীকি-আশ্রম-সন্নিকটে সেই ভূমি দেখিয়াছিলেন। উ ৬৫

বীর্য্যসহ—সৌদাস রাজার পুত্র।† উ ৬৫

দণ্ড—সত্যযুগে মনু রাজা, তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু; ইক্ষ্বাকুর এক শত পুত্র; সর্ব্বকনিষ্ঠটী মূঢ় ও মূর্খ। অবশ্যই তাহার দণ্ড হইবে, ইক্ষ্বাকু এই ভাবিয়া তাহার নাম রাখিলেন "দণ্ড"। বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যভাগ তাঁহার রাজ্য হইল। দণ্ড তথায় এক উত্তম নগরী স্থাপিত করিয়া নাম রাখেন, "মধুমন্ত"। উ ৭৯

---

* **প্রবৃদ্ধ** শাপপ্রভাবে মাংসাশী রাক্ষস হন; পরে ইঁহারই নাম "কল্মাষপাদ" হইয়াছিল। (সৌদাস রাজারই নামান্তর।) ইনি রঘু-পুত্র, রঘুর নামান্তর সুতরাং সুদাস। বা ৭০, অ ১১১

† **মিত্রসহ**—নামান্তর। মতান্তরে ইনিই সৌদাস—সুদাস রাজার পুত্র। ইঁহার নাম—প্রবৃদ্ধ, কল্মাষপাদ ইত্যাদি। সুদাস তাহা হইলে হইতেছেন রঘু। উ ৭৮, ৬৫

শুক্রাচার্য্যকে ইনি পৌরোহিত্যে বরণ করেন। রাজা একদিন মধুর চৈত্রমাসে শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে উপস্থিত হন। ঋষি আশ্রমে ছিলেন না, তাঁহার সুন্দরী কুমারী কন্যা অরজা বেড়াইতেছিল—রাজা দেখিতে পান। দেখিয়াই কামে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি বল প্রকাশ করিলেন ও পরে স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন। উ ৮০

শুক্রাচার্য্য আশ্রমে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অভিশাপ দিলেন। "দুর্ম্মতি রাজা দণ্ড পাপাচারী—সপ্তরাত্রের মধ্যে পুত্র সৈন্য ও বাহনগণের সহিত বিনষ্ট হইবে। ইন্দ্র সুমহৎ পাংশু বর্ষণ করিয়া এই দুর্ম্মতির রাজ্যের শতযোজন পর্য্যন্ত ধ্বংস করিবেন। যতদূর পর্য্যন্ত দণ্ডের রাজ্য বিস্তৃত আছে, ততদূর পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণী অঙ্গার বর্ষণে বিনষ্ট হইবে।" বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দণ্ড রাজার রাজ্য; সত্যযুগে এইরূপে ধ্বংস হইয়া কালে অরণ্যে পরিণত হয় এবং দণ্ডকারণ্য আখ্যা লাভ করে। উ ৮১

পরে এই অরণ্যে তাপসেরা বাস করিতেন বলিয়া ইহার অংশবিশেষের নাম "জনস্থান"। উ ৮১

ক্ষুপ—মনুষ্যদিগের আদি রাজা। সত্যযুগের আদিতে মনুষ্যগণের রাজা ছিল না। বাসব দেবগণের রাজা ছিলেন। মনুষ্যগণ রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট সমাগত হইয়া রাজা প্রার্থনা করিল। ব্রহ্মা দেবতাদিগকে অংশ দিতে বলিয়া ক্ষুপ অর্থাৎ শব্দ করিয়া হাঁচিলেন—অমনি "ক্ষুপ" নামে রাজা জন্মগ্রহণ করিলেন। দেবতাগণের অংশ লইয়া ইনিই মনুষ্যগণের আদি রাজা হইয়া পৃথিবীকে বশে আনেন। উ ৭৬

অপর ক্ষত্রিয়গণ।

জনক—বিখ্যাত রাজর্ষি সীরধ্বজ। মিথিলা (বিদেহ) অধিপতি। সীতার পিতা। বা ৭১

"জনক" ইঁহাদের কুলোপাধি।

বিখ্যাত হরধনু পুরুষানুক্রমে ইঁহাদের গৃহে ছিল। ("হরধনু" দেখ) বা ৬৬

যজ্ঞক্ষেত্রে হল কর্ষণ করিতে করিতে অযোনিজা তনয়া সীতাকে প্রাপ্ত হন। বা ৬৬

জনক—নিমি রাজার পৌত্র। ইঁহার নামানুসারেই জনক-বংশ। বা ৭১

সীতার পিতা জনক ইঁহার বিংশতি পুরুষ অধস্তন। বা ৭১

দেবরাত—নিমিকুলোদ্ভব রাজা। ইঁহার যজ্ঞে তুষ্ট হইয়া বরুণ ও দেবগণ ইঁহার নিকট হরধনু অর্পণ করেন। বা ৬৬

নিমি—প্রসিদ্ধ বংশের আদিপুরুষ। ইনি ইক্ষ্বাকুর পুত্রগণ মধ্যে দ্বাদশ। উ ৫৫

রাজা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার আশয়ে বশিষ্ঠকে বরণ করিতে ইচ্ছা করেন; বশিষ্ঠ তখন ইন্দ্রের যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন, তিনি নিমিকে অপেক্ষা করিতে বলেন। নিমি তাহা না করিয়া মহর্ষি গৌতমকে যজ্ঞে বরণ করিয়া ফেলিলেন। বশিষ্ঠ ফিরিয়া আসিয়া ঘটনা দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ নিমি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজা তখন নিদ্রিত, সাক্ষাৎ হইল না। তখন বশিষ্ঠ অবসর পাইয়া নিমিকে শাপ দিলেন, "তোমার দেহ চেতনা-বিহীন হউক।" রাজাও বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দেন, "তুমিও বহুকাল চেতনাশূন্য থাকিবে।" উ ৫৫

নিমির যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে ভৃগু তাঁহার চেতনা সম্পাদন করেন; দেবতারা সেই চেতনাকে বর দিয়া কহিলেন, "বল, তুমি কোথায় থাকিবে?" নিমি-চেতনা কহিল, "আমি সর্ব্বভূতগণের নেত্রমধ্যে থাকিব।" দেবগণ কহিলেন, "তথাস্তু"। সেই অবধি জীবগণের চক্ষে—নিমেষ। উ ৫৭

মিথি—নিমি রাজার পুত্র। বশিষ্ঠ-শাপে চেতনাশূন্য নিমি-দেহ ঋষিগণ যজ্ঞভূমিতে অরণি রূপে কল্পিত করিয়া সবিশেষ তেজঃ-সহায়ে মন্ত্রহোম দ্বারা মন্থন করিতে লাগিলেন; সেই মন্থন হইতে এক মহাতপা পুত্র প্রাদুর্ভূত হইল। মন্থন হইতে জাত বলিয়া ইঁহার নাম "মিথি"। জনন হইতে জন্ম বলিয়া "জনক" এবং বিদেহ (অচেতন দেহ?) হইতে জন্ম বলিয়া ইঁহার অন্য নাম "বৈদেহ"। উ ৫৭

কুশধ্বজ—রাজর্ষি সীরধ্বজ জনকের ভ্রাতা। ভরত শত্রুঘ্নের শ্বশুর। সাঙ্কাশ্যাপুরীর অধিপতি। বা ৭১

উদাবসু, নন্দিবর্দ্ধন, সুকেতু, বৃহদ্রথ, মহাবীর, সুধৃতি, ধৃষ্টকেতু, হর্য্যশ্ব, মরু, প্রতীন্ধক, কীর্ত্তিরথ, দেবমীঢ়, বিবুধ, মহীধ্রক, কীর্ত্তিরাত, মহারোমা, স্বর্ণরোমা, ও হ্রস্বরোমা—নিমিকুলোদ্ভব রাজগণ। রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বপুরুষ। বা ৭১

কুশ—প্রসিদ্ধ কুশিক বংশের আদিপুরুষ। স্বয়ম্ভুর পুত্র। ধর্ম্মশীল রাজর্ষি। বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বপুরুষ। বা ৩২

গাধি—কুশ রাজার পৌত্র; কুশনাভের পুত্র। বিশ্বামিত্রের জনক। বা ৩৪

কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজাঃ, বসু—কুশ রাজার পুত্র। চারি জনে চারি পুরী প্রতিষ্ঠিত করেন। বা ৩২

কুশাম্ব হইতে কৌশাম্বী নগরী, কুশনাভ হইতে মহোদয়, অমূর্ত্তরজাঃ হইতে ধর্ম্মারণ্য এবং বসু হইতে গিরিব্রজ নগর সংস্থাপিত হয়। বা ৩২

কুশনাভ রাজার কন্যা সংক্রান্ত উপাখ্যান—(দেবগণ মধ্যে "পবন" দেখ) বা ৩২, ৩৩

বিশ্বামিত্র—("ঋষিগণ" মধ্যে এই নাম দেখ।)

হবিষ্পন্দ, মধুষ্পন্দ, দৃঢ়নেত্র, মহারথ*—রাজা বিশ্বামিত্রের চারি পুত্র। বা ৫৭
বশিষ্ঠের নিকট পরাভূত হইয়া রাজা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রবলে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক তপস্যার্থ গমন করেন। তাঁহার রাজর্ষিত্ব পাইবার পূর্ব্বে এই পুত্রগণ উৎপন্ন হয়। বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিত্ব তখন বহুদূরে—সুতরাং এগুলি ক্ষত্রসন্তান। বা ৫৭

সুমতি—বিশালাধিপতি। বিশ্বামিত্র বালক রাম লক্ষ্মণকে লইয়া যখন মিথিলায় যাইতেছিলেন, ইনি অতিথি-সৎকারে তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। বা ৪৮

বিশাল, হেমচন্দ্র, সুচন্দ্র, ধূম্রাশ্ব, সৃঞ্জয়, সহদেব, কুশাশ্ব, সোমদত্ত, কাকুৎস্থ†—বিশালাধিপতি সুমতির পূর্ব্বপুরুষগণ। বিশাল,রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা। ইক্ষ্বাকুপুত্র। বা ৪৭

শৈব্য—রাজা। সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া শ্যেনপক্ষী ও কপোতকে স্বীয় দেহ-মাংস প্রদান করিয়াছিলেন। অ ১২

অলর্ক—রাজা। আপনার চক্ষু উৎপাটন করিয়া কোন এক অন্ধ-ব্রাহ্মণকে দান করিয়া সদ্গতি লাভ করেন। অ ১২

জনমেজয়, ধুন্ধুমার—অন্ধক মুনি মৃত পুত্রকে এই পুণ্যশীলদিগের গতি লাভ করিবার আশীর্ব্বাদ দেন। অ ৬৪

নল—রাজা। দময়ন্তীর পতি। ইঁহাদের প্রণয় দাম্পত্য-প্রেমের আদর্শ। সীতা ইঁহার পত্নীর সহিত উপমিত। নিষধরাজ। সু ২৪

সত্যবান্—দ্যুমৎসেন-পুত্র। সাবিত্রীর পতি। ইঁহাদের প্রণয়ও দাম্পত্য-অনুরাগের আদর্শ। সু ২৪

দ্যুমৎসেন—রাজা। সত্যবানের জনক। অ ৩০

দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, পুরূরবা—রাবণের দিগ্বিজয়কালে ইঁহারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া পরাজয় স্বীকার করেন। উ ১৯

বুধ—সোমের পুত্র। (ঋষি ?) উ ৮৮
ইনি তপস্যা করিতেছিলেন, স্ত্রীরূপী ইল-রাজা বেড়াইতে বেড়াইতে ইহার নিকটে আসেন। ত্রৈলোক্যসুন্দরী'র রূপ দেখিয়া বুধের ধ্যান ভঙ্গ হইল। উ ৮৮
তিনি আপন পরিচয় দিয়া কহিলেন, "সুন্দরি তুমি আমায় ভজনা কর।" ইলা উত্তর দিলেন, "আমি স্বাধীনা, তোমারই বশবর্ত্তিনী হইলাম, এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা তাহাই কর।" উ ৮৯

---

* হবিষান্দ, মধুষান্দ, দৃঢ়নেত্র, মহোদর।—নামান্তর।

† কাকুৎস্থ—সোমদত্তের পুত্র, সুমতির পিতা; কোন কোন গ্রন্থে নামটা নাই।

ইল রাজা যখন স্ত্রী হইতেন, বুধ সুখবিহারে প্রবৃত্ত হইতেন; যখন তিনি পুরুষ থাকিতেন, বুধ তপস্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ক্রমশঃ বুধের ঔরসে ইঁহার গর্ভসঞ্চার হইল, তিনি নবম মাসে এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্র পুরুরবা। উ ৮৯

ইনি ইলের পুনরায় একেবারে পুরুষত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। উ ৯০

ইল—কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র। বাহ্লীক* দেশের রাজা। উ ৮৭

মহাবাহু ইল একদা মধু মাসে বলবাহন সহিত এক মনোহর কাননে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগয়া করিতে করিতে, কার্ত্তিকেয় যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হন। তখন সেখানে দেব ত্রিলোচন রমণী সাজিয়া শৈলরাজনন্দিনীর সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। ঐ বনদেশের যে কোন স্থানে যে কোন প্রাণী ছিল, মহাদেবের ইচ্ছানুসারে সকলেই স্ত্রী হইয়া যাইতেছিল। উ ৮৭

রাজা ইল সেখানে আসিবামাত্র বলবাহন সমেত রমণী হইয়া গেলেন। রাজা মহা দুঃখিত হইয়া হরপার্ব্বতীর সাধ্য-সাধনা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী বর দিলেন, রাজা একমাস স্ত্রী হইয়া ইলা ও একমাস পুরুষ হইয়া ইল থাকিবেন। উ ৮৭

এক সময়ে ইলা পর্ব্বত মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে চন্দ্রতনয় তপস্যারত বুধের নেত্রপথে আইসেন। পরস্পর মনোমিলন হইলে বুধের সহযোগে ইলার এক পুত্র হইল, তিনিই স্বনামখ্যাত পুরুরবা। উ ৮৯

পুত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া মহর্ষি কর্দ্দম অন্যান্য মুনিগণের সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞ করান। রাজা মরুত্ত এই যজ্ঞের আয়োজন করিয়া দেন। ইল একেবারে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হন। উ ৯০

শশবিন্দু—বাহ্লীক দেশের রাজা। ইলরাজার (পুরুষ অবস্থার) পূর্ব্বেকার পুত্র। উ ৮৯

পুরুরবা—ইল রাজার স্ত্রী-অবস্থার পুত্র। উ ৮৯

প্রতিষ্ঠান পুরীর রাজা, উর্ব্বশীকে দিন কতক ভোগ করিয়াছিলেন। উ ৫৬

আয়ু—পুরুরবা-উর্ব্বশীর পুত্র। উ ৫৬

নহুষ—আয়ুর পুত্র। বৃত্রাসুরকে বজ্রদ্বারা আঘাত করিয়া ইন্দ্র পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে নহুষ রাজা শতসহস্রবর্ষ দেবরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। উ ৫৬

পুরু ও যদু—যযাতি রাজার পুত্রদ্বয়। দেবযানীর গর্ভে যদু ও শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে পুরুর উৎপত্তি। উ ৫৮

দুষ্মন্ত—ইনি † এবং অন্যান্য কয়েকজন রাজা রাবণের দিগ্বিজয়-কালে তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক রক্ষা পান। উ ১৯

যযাতি—নহুষ রাজার পুত্র। ইঁহার দুই ভার্য্যা। প্রথমা—বৃষপর্ব্বের দুহিতা, দিতির পৌত্রী

---

* বাহ্লি দেশ।

† রামায়ণে দুষ্মন্ত আছেন, শকুন্তলা নাই।

শর্ম্মিষ্ঠা ; দ্বিতীয়া—শুক্রাচার্য্য দুহিতা দেবযানী। শর্ম্মিষ্ঠা রাজার প্রিয়তমা ছিলেন। উ ৫৮
দেবযানী ইহাতে আপনাকে অবমানিত বোধ করিয়া পিতার নিকট দুঃখ জানান। শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে অভিশাপ দেন, তাহাতে রাজা তরুণ বয়সে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। উ ৫৮

শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুত্র পুরু, এবং দেবযানীর গর্ভজাত পুত্র যদু। রাজা যদুকে বলেন "আমি এখনও বিষয়-সম্ভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব তুমি আমার হইয়া এই জরা গ্রহণ কর।" যদু সম্মত হইলেন না। পুরুকে বলিলে তিনি সাদরে পিতার জরা গ্রহণ করিলেন। যযাতি পুনরায় যুবা হইয়া নানা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করণান্তর পুরুর নিকট হইতে আপন জরা ফিরাইয়া লইয়া তাঁহাকে রাজ্যেশ্বর করিলেন। উ ৫৯

যদুকে অভিশাপ দিলেন "তুমি রাক্ষসগণের জনক হইবে, তোমার সন্তানেরা চন্দ্রবংশচ্যুত এবং দুর্ম্মতি হইবে।" উ ৫৯

শ্বেত—বিদর্ভ নরপতি সুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। উ ৭৮

পিতার মৃত্যুর পর রাজা হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া আয়ু বিগতপ্রায় বুঝিয়া কনিষ্ঠ সুরথকে রাজ্য অর্পণ পূর্ব্বক তপস্যা করিবার নিমিত্ত বনে গমন করেন। কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। উ ৭৮

কিন্তু সেখানে গিয়াও ক্ষুধা ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রজাপতিকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহেন "খাইয়া দাইয়া তপ করিয়াছ, কখনও কাহাকেও কিছু দান কর নাই ; তজ্জন্য স্বর্গে আসিয়াও ক্ষুধা-তৃষ্ণার হাত এড়াইতে পার নাই। তুমি এক্ষণে আহারদ্বারা পরিপুষ্ট নিজ মৃতদেহ ভক্ষণ কর ; সে দেহ তোমার তপস্যাক্ষেত্রে এক সরোবরে ভাসিতেছে ; মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য একদিন সেখানে আসিবেন, তখন তুমি শাপমুক্ত হইবে।" উ ৭৮

রাজা স্বর্গ হইতে বিমানে চড়িয়া আসিয়া ভাসমান শব খাইতেন। একদা অগস্ত্য ঋষি দেখিতে পান ; নিকটে আসিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজা তাঁহাকে সকল তত্ত্ব অবগত করাইয়া শাপমুক্ত হন। যাইবার সময় ঋষিকে উৎকৃষ্ট অলঙ্কারসকল ও নানা বস্ত্র প্রদান করেন। উ ৭৮

অগস্ত্য রামকে এই সমস্ত অলঙ্কার উপহার দিয়া এই গল্প বলিয়াছিলেন। উ ৭৮

সুদেব—বিদর্ভনরপতি। ইহাঁর পুত্র শ্বেত। উ ৭৮

সুরথ—বিদর্ভরাজ শ্বেতের ভ্রাতা। কনিষ্ঠকে* রাজ্য অর্পণ পূর্ব্বক শ্বেত বনে যান। উ ৭৮

মরুত্ত—উশীরবীজ প্রদেশের রাজা। উ ১৮

ইনি যজ্ঞ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দিগ্বিজয়ী রাবণ ইহাঁর স্থানে উপস্থিত হইয়া

* স্থলবিশেষে সুরথ জ্যেষ্ঠ—কিন্তু কনিষ্ঠ শ্বেত পিতার পর রাজা হন।

হয় রণ, নয় পরাজয়-স্বীকার,—প্রার্থনা করেন। রাজা যুদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন, পুরোহিত সম্বর্ত্ত নিবারণ করিলেন। রাবণ যজ্ঞাগত মহর্ষিগণকে ভক্ষণ করিয়া জয়ডঙ্কা বাজাইয়া চলিয়া গেলেন। যজ্ঞে উপস্থিত দেবগণ রাবণ-ভয়ে বিবিধ পশু-রূপ ধারণ করিয়া আত্মরক্ষা করেন। উ ১৮

রাবণ চলিয়া গেলে দেবগণ নিজ নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপকারী পশুদিগকে রূপ-বৃদ্ধির বর দিয়াছিলেন। উ ১৮

তৃণবিন্দু—রাজর্ষি। মেরুগিরির পার্শ্বে ইঁহার আশ্রম। ইঁহার কন্যা গর্ভিণী হইবার পর পুলস্ত্য ঋষি তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের পুত্র বিশ্রবা। উ ২

অর্জ্জুন—কার্ত্তবীর্য্য। হৈহয়াধিপ। সহস্র-বাহু মহাবীর। মাহিষ্মতীপুরীর রাজা। উ ৩১

রাবণ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে ইঁহার নগরে উপস্থিত হন; উপস্থিত হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করেন। রাজা তখন স্ত্রীগণসহ নর্ম্মদা নদীতে জলবিহারে গিয়াছিলেন। রাবণ ক্রমে তথায় উপস্থিত হইলে, দুই মহাবীরে মহা যুদ্ধ বাধিল। অর্জ্জুন সমগ্র রাক্ষসী সেনাকে পরাজিত করিয়া ভীষণ গদাযুদ্ধে রাবণকে ভূপাতিত করিয়া বন্ধন-পূর্ব্বক স্বপুরে আনয়ন করেন। উ ৩২

মহর্ষি পুলস্ত্য পৌত্রের দুর্দ্দশা সংবাদ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের সকাশে আগমনপূর্ব্বক রাবণকে মোচন করান। এই সময়ে দুই বীর পরস্পর-হিংসা-নিবারক বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। উ ৩৩

মুনি জমদগ্নি বৈষ্ণব-ধনু পরিত্যাগ করিলে ইনি অধর্ম্ম-বুদ্ধি আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহাকে বধ করেন। বা ৭৫

পরশুরাম পিতৃ-নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধভরে বর্দ্ধনশীল ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করেন। বা ৭৪

সুধন্বা—সাঙ্কাশ্যা নরপতি। বা ৭১

মিথিলা রাজ্য অবরোধ করিবার নিমিত্ত আগমন করেন। হরধনু ও জানকী প্রার্থনা করিলে জনকরাজ অসম্মত হন; তাহাতে তুমুল সংগ্রাম বাধে। যুদ্ধে সুধন্বা পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার রাজ্যে—সাঙ্কাশ্যা-পুরীতে—জনক-ভ্রাতা কুশধ্বজ অধিষ্ঠিত হইলেন। বা ৭১

লোমপাদ—অঙ্গদেশের রাজা। দশরথের সখা। শান্তার জনক। বা ১১

ইনি স্বরাজ্যে অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে বারাঙ্গনাদ্বারা বন হইতে ভুলাইয়া আনাইয়া আপন জামাতা করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করেন। শ ১০

অশ্বপতি—কেকয়রাজ। কৈকেয়ীর পিতা। ভরতের মাতামহ। অ ৭৪

রাম রাজা হইবার সময় পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন—ইহার অল্পদিন পরেই বোধ হয় কালকবলিত হন। উ ৩৮

যুধাজিৎ—কেকয়-রাজপুত্র। ভরতের মাতুল। ইনি মধ্যে মধ্যে অযোধ্যায় আসিতেন।* বা ৭৩

ইঁহার পরামর্শে ভরত গন্ধর্ব্বদেশ জয় করিয়া পুত্রদিগকে রাজা করিয়া দেন। উ ১০০

প্রতর্দ্দন—কাশীরাজ। রামের বয়স্য। ৩৮

ইনি ভরতের সহিত রামের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ করিয়া দেন।

লঙ্কাযুদ্ধ সাহায্যার্থ ভরতের সহিত বিস্তর উদ্যোগ করিয়াছিলেন। উ ৩৮

ভানুমান্† —কোশলরাজ। বা ১৩

কোশলরাজ, মগধরাজ, পূর্ব্বদেশীয় রাজগণ, সিন্ধুসৌবীর দেশীয়, সৌরাষ্ট্র-দেশীয় এবং দাক্ষিণাত্য রাজগণ—রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে এই সকল রাজাকে মিথিলা, কাশী, কেকয়, অঙ্গ ইঁহাদের সহিত নিমন্ত্রণ করা হয়। বা ১৩

দ্রাবিড়, সিন্ধুসৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী, কোশলা—দশরথ কৈকেয়ীকে কহেন, "এ সকল রাজা আমার শাসনাধীন।" অ ১০

নৃগ—ব্রাহ্মণভক্ত এক মহা যশস্বী রাজা। কোন সময়ে পুষ্করতীর্থে ইনি ব্রাহ্মণকে এক-কোটি গাভী সম্প্রদান করেন। তাহাতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি সবৎসা ধেনু দৈবাৎ সেই গাভী সকলের সহিত প্রদত্ত হইয়া যায়। যাঁহার ধেনু হারাইয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণ দেশদেশান্তরে আপন গাভী অন্বেষণ করিতে করিতে কনখল দেশে এক পণ্ডিতের গৃহে সেটীকে দেখিতে পান। দেখিয়া ডাক দিবা মাত্র গাভীটি পূর্ব্বস্বামীর অনুসরণ করিল। তখন যে সেটীকে পালন করিতেছিল, সে কহিল, "এ গাভী আমার, আমায় নৃগ নৃপতি দান করিয়াছেন।" বিবাদ মিটাইবার জন্য উভয়ে নৃগ রাজার নিকট গমন করিল। কিন্তু রাজদ্বারে বহুদিবস অপেক্ষা করিয়াও প্রবেশের অনুমতি মিলিল না। তখন উভয়েই কুপিত হইয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন, "আমরা প্রয়োজনবশতঃ অর্থী হইয়া আগমন করিয়াছি, কিন্তু তুমি রাজা হইয়া আমাদিগকে দর্শন দিলে না, অতএব তুমি কৃকলাশ হও; কৃকলাশ হইয়া বহু সহস্র বৎসর গর্ত্তমধ্যে সর্ব্বজীবের অদৃশ্য হইয়া বাস কর। কলিযুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিষ্ণু মনুষ্যবিগ্রহধারী হইয়া বাসুদেব যদুকুলে উৎপন্ন হইবেন; পৃথিবীর ভারহরণে অবতীর্ণ সেই নর-নারায়ণ-ঋষিই তোমাকে শাপমুক্ত করিবেন।" উ ৫৩

বসু—নৃগ রাজার পুত্র। পিতা গর্ত্তে প্রবেশ করিলে ইনি রাজা হন। উ ৫৪

---

* কেকয়রাজ যুধাজিৎ ভরতকে বিস্তর উপহার দিতেন, কিন্তু রাম রাজা হইয়া যুধাজিৎকে ধন রত্ন উপহার দিলে যুধাজিৎ কহিলেন, "তোমার ধন রত্ন তোমারই থাক।" অযোধ্যাকাণ্ড ৮১ সর্গে একটি যুধাজিৎ নাম আছে, টীকাকার বলেন, এটী কোন মন্ত্রীর নাম।

† কেহ ভানুমান্ নাম ধরিয়াছেন। কেহ কোশল-রাজের বিশেষণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মদত্ত—পবিত্রস্বভাব এক নরপতি। একদা কালরূপী গৌতম নামক ব্রাহ্মণ ইঁহার গৃহে আসিয়া ভোজন প্রার্থনা করেন। রাজা সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দিলেন, খাদ্যের সঙ্গে কিরূপে মাংস মিশ্রিত ছিল। তদ্দর্শনে মুনি রাজাকে ক্রোধভরে অভিসম্পাত করেন, "তুই গৃধ্র হ।" রাজা অনেক কাকুতি মিনতি করিলে ব্রাহ্মণ বলিয়া যান, "ইক্ষ্বাকুবংশে রাম নামে এক রাজা হইবেন, তিনি তোমাকে স্পর্শ করিলে তুমি শাপমুক্ত হইবে।" ব্রহ্মদত্ত গৃধ্র হইয়াই ছিলেন। রামের রাজত্বকালে সেই গৃধ্র অযোধ্যার রাজোদ্যানে এক উলূকের বাসা অধিকার করিয়া বলিল, "এ বাসা আমার।" উলূক যাইয়া রামের নিকট অভিযোগ করিল। রাম বিবাদস্থলে উপস্থিত হইয়া উলূককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এ বাসা কত দিন?" সে বলিল, "এই পৃথিবী যতকাল বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত, তদবধি আমার এই বাসা নির্ম্মিত হইয়াছে।" গৃধ্রকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "তোমার এ বাসা কত দিন?" গৃধ্র উত্তর করিল, "যতদিন মনুষ্য উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে আকীর্ণ হইয়াছে, তদবধি আমি এই গৃহে বাস করি।" সৃষ্টি পদ্ধতি অনুসারে মনুষ্যের অগ্রে বৃক্ষের সৃজন, সুতরাং রাম বুঝিলেন—বাসা উলূকেরই বটে। গৃধ্র চোর, অত্যাচারী। রাম গৃধ্রকে দণ্ড দিতে যান, এমন সময় দৈববাণী হইল, "গৃধ্রকে আর মারিবেন না, গৌতম-শাপে এ দগ্ধ হইয়া রহিয়াছে; এক্ষণে ইহাকে স্পর্শ করুন, এ শাপমুক্ত হউক।" রাম তাহাই করিলে সে দিব্য কলেবর প্রাপ্ত হইল। উ ৫৯

অনুচরবর্গ।

গুহ—নিষাদাধিপতি। অযোধ্যার পর গঙ্গাতীরে শৃঙ্গবেরপুর ইঁহার রাজধানী। ইনি রামের প্রিয়সখা ছিলেন। অ ৫০

বনগমনকালে রাম শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হইলে ইনি সপরিজনে আসিয়া বিস্তর আতিথ্যের বন্দোবস্ত করেন। রাম ইঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কেবল অশ্বের ঘাস লইলেন। অ ৫০

ভরত যখন সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে রামকে ফিরাইতে যাইতেছিলেন, ইনি তাঁহাকে রামের শত্রু ভাবিয়া তদীয় পথরোধ করিবার উদ্যোগ করেন; পরে তথ্য শুনিয়া পথ সাদরে ছাড়িয়া দেন। অ ৮৪, ৮৫

সুমন্ত্র—দশরথ রাজার অর্থবিৎ সচিব। অতি বিশ্বস্ত পারিষদ। বা ৭

ইঁহার রাজ-অন্তঃপুরেও প্রবেশাধিকার ছিল। রাম-বনবাসকালে ইনি স্বয়ং কৈকেয়ীকে কড়া কথা শুনাইয়াছিলেন। অ ১৪

বৃদ্ধ সারথি। অ ৩৫

রামের বনবাসকালে দশরথের আদেশে ইনিই রথ চালাইয়া রামকে অযোধ্যা পার করিয়া দিয়া আসেন। অ ৩৯, ৫২

সীতার বনবাস সময়েও ইনিই লক্ষ্মণ-সহ দেবীকে গঙ্গা অবধি রথে লইয়া যান। উ ৪৬

ইনিই দশরথের পুত্রোৎপত্তি সংক্রান্ত পুরাবৃত্ত ও অঙ্গরাজের ঋষ্যশৃঙ্গ আনয়ন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করেন। বা ৯

সীতা বিসর্জ্জনকালে ইনি দশরথের বংশাবলী সম্বন্ধে দুর্ব্বাসার কথিত গূঢ় বৃত্তান্ত লক্ষ্মণের নিকট কীর্ত্তন করেন। উ ৫০

বনগমনকালে রাম কহেন, "সুমন্ত্র, ইক্ষ্বাকুবংশে তোমার সদৃশ সুহৃৎ আর কাহাকেও দেখি না।" অ ৫২

ধৃতি—(ভরতের মন্ত্রী ?) বনে রাম-দর্শনকালে ভরত প্রথমে সুমন্ত্র ও ইঁহার সহিত জ্যেষ্ঠের সন্নিহিত হইয়াছিলেন। অ ৯৩

সুদামন—*জনক রাজার মন্ত্রী।* *বা ৭০*

সিদ্ধার্থ—দশরথের প্রিয়পাত্র বৃদ্ধ। রাম-বনগমনকালে কৈকেয়ীকে উপদেশ দিতে গিয়া নিষ্ফল হন। অ ৩৬

চিত্ররথ—রামের অতিবৃদ্ধমন্ত্রী ও সারথি। বনগমনকালে রাম ইঁহার ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়া যান। অ ৩২

ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, সুমন্ত্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল—দশরথের মন্ত্রি-গণ। ইঁহারা ব্রাহ্মণেতরবর্ণ আট মন্ত্রী। বা ৭

সিদ্ধার্থ, বিজয়, জয়ন্ত, অশোকনন্দন—অযোধ্যার রাজদূত। দশরথের প্রাণ-বিয়োগ ঘটিলে ইঁহারা ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিতে গিয়াছিলেন। অ ৬৮

বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ, মঙ্গল, কুল, সুরাজি, কালিয়, ভদ্র, দন্তবক্র, সুমাগধ—রামের বয়স্যগণ। ইঁহাদের মধ্যে ভদ্র* রাম কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিয়াছিলেন, "প্রজাগণ সীতাসম্বন্ধে কাণাঘুষা করিতেছে।" অপর সকলে সায় দিয়াছিলেন। উ ৪৩

স্ত্রীগণ।

সীতা—রাম-ভার্য্যা। জনকরাজ-দুহিতা। জানকী। বৈদেহী। বা ১৬

বিষ্ণুর মোহিনী-মূর্ত্তির ন্যায় হৃদয়হারিণী—রমণীকুলমণি। বা ১

জনক-রাজর্ষি হল দ্বারা যজ্ঞভূমি শোধন করিতেছিলেন, লাঙ্গল-পদ্ধতি হইতে এক কন্যা উত্থিতা হয়; ক্ষেত্রে হলমুখ হইতে উৎপন্না বলিয়া নাম "সীতা।" বা ৬৬

---

* গুপ্তচর দুর্ম্মুখের উল্লেখ বাল্মীকিতে নাই।

জনক এই অযোনিসম্ভবা কন্যাকে হরধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বীর্য্যশুল্কা করিয়া রাখেন; রাম ষোড়শবর্ষ বয়সে হরধনু ভঙ্গ করিয়া ইঁহাকে লাভ করেন। বা ১৭

সীতার ছয় বৎসর বয়সে বিবাহ হয়,* অষ্টাদশ বর্ষে পতিসহ বনে যান। আ ৪৭

অগস্ত্য স্ত্রীজাতিকে বিষম নিন্দা করিয়া সীতা-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ইনি অরুন্ধতী সম পতিব্রতা।" আ ১৩

বনগমনকালে রাম সীতাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইতেছিলেন না; তাহাতে দেবী কহেন, "পিতা মাতা উপদেশ দিয়াছেন যে, 'সম্পদে বিপদে স্বামীর সহগামিনী হইবে'; অতএব নাথ, তুমি যদি অদ্যই বনে গমন কর, আমি পদতলে পথের কুশকণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব।·········আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য চাহি না, তোমার সহবাসই বাঞ্ছনীয়; তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গের সুখও আমার স্পৃহণীয় নহে।" অ ২৭

তথাপি রাম একান্ত অসম্মতি প্রকাশ করিলে দেবী অভিমান সহকারে উপহাস করিয়া কহিলেন, "নাথ, আমার পিতা যদি তোমাকে আকারে পুরুষ ও স্বভাবে স্ত্রীলোক বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে তোমার হস্তে কখনই আমায় সম্প্রদান করিতেন না। লোকে বলিয়া থাকে, "প্রখর সূর্য্য অপেক্ষা রামের তেজ; এ কথা প্রলাপ হইয়া গেল দেখিতেছি।" অ ৩০

বনবাস গমনের নিমিত্ত কৈকেয়ী চীর আনিয়া দিলেন। সীতা কিরূপে চীর বন্ধন করিতে হয় জানিতেন না। একখণ্ড কণ্ঠে অপর খণ্ড হস্তে লইয়া লজ্জাবনত মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাম নিকটে আসিয়া কৌশেয়-বস্ত্রের উপর চীর বন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অ ৩৭

বনে রামের অনুরূপ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া সীতা উদ্বিগ্ন হইয়া লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থ গমনে ত্বরা দিতে লাগিলেন; লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা স্মরণ করিয়া যাইতে অভিলাষী হইতেছিলেন না; তখন জানকী ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, "তুমি এরূপ অবস্থাতেও যখন রামের সন্নিহিত হইতেছ না, তখন তুমি একজন তাঁহার মিত্ররূপী শত্রু। তুমি আমাকে লইবার জন্য তাঁহার মৃত্যু কামনা করিতেছ। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তুমি কেবল আমারই লোভে তাঁহার নিকট গমন করিলে না। তোমার ভ্রাতৃস্নেহ কিছুমাত্র নাই, তাঁহার বিপদ তোমার অভীষ্ট হইতেছে।" লক্ষ্মণ যখন বুঝাইতে লাগিলেন, "ও সব রাক্ষসী মায়া, তোমাকে আমি একাকী রাখিয়া যাইতে সাহস করি না।" তখন জানকী রোষারুণনেত্রে কহিলেন, "নৃশংস, কুলাধম,·········তোর দ্বারা যে পাপ অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা নিতান্ত বিচিত্র নহে; তুই কপট, ক্রূর ও জ্ঞাতিশত্রু। দুষ্ট, এক্ষণে

* জনক রাজা বিশ্বামিত্রকে বলেন, "সীতা বিবাহযোগ্য বয়ঃ প্রাপ্ত হইল; অনেকানেক রাজা আসিয়া তাঁহারে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি বীর্য্যশুল্কা বলিয়া বিবাহ দিই নাই। বা ৬৬

তুই ভরতের নিয়োগে বা স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, আমার জন্য একাকী রামের অনুসরণ করিতেছিস্, কিন্তু তোদের মনোরথ কখন সফল হইবার নহে।" আ ৪৫

চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের শেষ বর্ষের প্রথমে রাবণ ইঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। প্রথমতঃ আপন অন্তঃপুর মধ্যে রক্ষা করে; তথায় দেবীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে আপন অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া মিষ্ট কথায় হস্তগত করিতে প্রয়াস পায়; তাহাতে নিষ্ফল হইলে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহে;*—"আমি আর দ্বাদশমাস প্রতীক্ষা করিব, যদি তুমি এত দিনে আমার প্রতি অনুকূল না হও, তবে পাচকেরা তোমায় প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিবে।" আ ৫৬

পরে অনুচরী রক্তমাংসাশী রাক্ষসীগণকে কহিল, "এক্ষণে তোমরা সীতাকে লইয়া অশোকবনে সতত বেষ্টন পূর্ব্বক গোপনে রক্ষা কর এবং কখন বা ঘোরতর গর্জ্জন ও কখন বা শান্তবাক্যে বন্যকরিণীর ন্যায় ইহাকে ক্রমশঃ বশে আনিতে চেষ্টা পাও। আ ৫৬

দেবী এই বনে মলিনবসনে একবেণীধরা হইয়া এক শিংশপা বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেন। সু ১৫

রক্ষোরাজ অশোকবনে সীতাকে নানারূপ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি বিবিধ প্রলোভনে ভুলাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু জানকী নিরবচ্ছিন্ন অনাহারেই থাকিতেন। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার জন্য দিব্য পরমান্ন প্রেরণ করেন, কিন্তু সীতা—যে অন্ন অমৃতকল্প দেবদুর্লভ—তাহা পাইয়া এবং উহা ইন্দ্রই পাঠাইয়াছেন জানিতে পারিয়া, উহার অগ্রভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক এই বলিয়া ভূতলে রাখিলেন যে, "আমার স্বামী ও দেবর প্রাণে বাঁচিয়া থাকুন আর নাই থাকুন, এই তাঁহাদের অন্ন।। কি ৭৩

রাবণবধের পর যখন ইনি পতি-সকাশে আনীতা হইলেন, বহুদিন রক্ষোগৃহবাস-নিবন্ধন লোকলজ্জাভয়ে রাম বহু দুর্ব্বাক্য বলিয়া ইঁহাকে আর গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। ল ১১৬

দেবী অপবাদ ঘুচাইতে সর্ব্বসমক্ষে অগ্নিপ্রবেশ করেন। ল ১১৭

অগ্নি মূর্ত্তিমান্ হইয়া সমস্ত দেবগণের সহিত রামের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া রামকে পত্নী প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার বিস্তর স্তুতি করিলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন,—তিনি বিষ্ণু ও সীতা লক্ষ্মী। ল ১১৯

রাম রাজা হইলে অগস্ত্যাদি তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী·········রাক্ষসেরা লঙ্কায় তাঁহাকে মাতার ন্যায় রক্ষা করিয়াছিল। উ প্র ৫

* হনুমান্ সংবাদ দেন—অশোকবনে দেবী রাবণের কথা শুনেন নাই বলিয়া, রক্ষোরাজ তাঁহাকে বেদম কিল মারিয়াছিল। সু ৫৮

। পশ্চিমের রামায়ণে—ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র আসিয়া সীতাকে অমৃত খাওয়াইয়াছিলেন—এই লইয়া একটা সর্গ অধিক আছে।

অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া অল্পদিন সংসারী হইয়াই রামচন্দ্র প্রজাদিগের মধ্যে সীতা সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা হইতেছে শুনিয়া দেবীকে গর্ভাবস্থায় বনবাস দেন। উ ৪৮

লক্ষ্মণ যখন দেবীকে বনে বিসর্জ্জন দিলেন, দেবী সংবাদ শুনিয়া প্রথমে মূর্চ্ছিতা হন, পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া বলেন "………তুমি সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজাকে বলিও, তিনিই আমার পরমগতি; তাঁহার যে কলঙ্ক রটিয়াছে তাহা পরিহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।………তুমি ভ্রাতৃগণকে যেরূপ দেখ, পুরবাসীদিগকে সেইরূপ দেখিও।……… স্ত্রীলোকের পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু, পতিই গুরু, তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয়, স্ত্রীলোকের তাহাই কর্ত্তব্য।" উ ৪৮

বনে বাল্মীকির আশ্রমে দেবী আশ্রয়লাভ করেন; তথায় রাজপুত্র কুশলব প্রসূত হয়। উ ৪৯

বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ কুশলব যত্র তত্র গাইয়া বেড়াইত। উ ৬৬, ৯৪

ইহাদের নিকট হইতে ক্রমশঃ সীতার সংবাদ পাইয়া রাম দ্বাদশ বর্ষ পরে* তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ মানসে এক সভা করিয়া দেবীকে শপথ করিতে আহ্বান করেন। উ ৯৭

দেবী আসিয়া কহিলেন, "যদি রাম ভিন্ন আর কেহ আমার মনে স্থান না পাইয়া থাকে, তবে পৃথিবী-দেবী আমাকে অঙ্কে স্থান দিন।" সকলে বিস্মিতনেত্রে দেখিল, ধরিত্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়া সীতাকে লইয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন। উ ৯৭

যদিও রাম জানকীকে বনবাস দিয়াছিলেন, তিনি আর দার-পরিগ্রহ করেন নাই; যজ্ঞাদি কালে সীতার হিরণ্ময়ীপ্রতিমা তাঁহার সহধর্ম্মিণীরূপে বিরাজ করিত। উ ৯৯

কৈকেয়ী—কেকয়রাজ-তনয়া। রাজা দশরথের কনিষ্ঠা† মহিষী। ভরতের জননী।

বৃদ্ধবয়সে তরুণী ভার্য্যা—কৈকেয়ী রাজার মাথার মণি ছিলেন। অ ১০

দশরথ রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক সংবাদ দিতে অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন, প্রেয়সী মহিষী ক্রোধাগারে সুরলোক-পরিভ্রষ্ট সুরনারীর ন্যায় ভূতলে শায়িত! দেখিয়া তাঁহার দেহে কর পরামর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, "একি! তোমার পীড়া কি?……প্রিয়ে তোমার প্রেমে আমার মন একান্ত উন্মত্ত হইয়া আছে, এক্ষণে অকপটে বল, তুমি কাহার উপকার ও কাহারই বা অপকার করিবার বাসনা করিয়াছ?………দেখ, আমি ও আমার আত্মীয় অন্তরঙ্গ সকলেই তোমার বশংবদ; এক্ষণে বল কোন্ নিরপরাধীকে বধ এবং কোন্ অপরাধীকেই বা মুক্ত করিবে? কোন্ দীন দরিদ্রকে সম্পন্ন এবং কোন্

* গর্ভাবস্থায় সীতা বনে বিসর্জ্জিতা হন, অল্পদিন মধ্যে শত্রুঘ্ন লবণবধার্থ যাত্রাকালে বাল্মীকি-আশ্রমে শুনিয়া যান লবকুশের জন্ম হইল। উ ৭১। দ্বাদশ বর্ষ পরে শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় ফিরিবার সময়ে ঐ আশ্রমে শিশুদ্বয়ের গান শুনিয়াছিলেন, ইহার অল্পদিন পরেই রামের যজ্ঞ হয়; কুশলবের গান ও সীতা শপথ এই সময়।

† স্থলান্তরে আছে "মধ্যমা"—বোধ হয় ভুল।

ধনবান্‌কেই বা অসম্পন্ন করিবে? আমি তোমার কোন ইচ্ছারই বিরুদ্ধাচরণে সাহসী নহি; যদি নিজের প্রাণ দিয়াও তাহা পূর্ণ করিতে পারি, এখনি করিতে প্রস্তুত আছি। অ ১০

বোধ হয় কৈকেয়ী এমন আদরের সুয়া রাণী হইবার উপযুক্ত পাত্রীও ছিলেন; অসুর বিপক্ষে দশরথ যখন যুদ্ধে যান, তেজস্বিনী রণস্থলে পর্য্যন্ত পতির পার্শ্ববর্ত্তিনী ছিলেন। পতি রণে আহত হইলে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে আরোগ্যলাভ করান। এই সময়েই রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুই বর দিতে চাহেন, রাজ্ঞী ভবিষ্যতের জন্য তাহা সঞ্চিত রাখেন। অ ১১

রামের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ দেখিয়া মন্থরা যখন হিংসায় ক্রোধে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে আসিয়া সংবাদ দিল, কৈকেয়ী তখন আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া কুব্জাকে পুরস্কৃত করিতে যান; স্পষ্টই বলেন, "ভরত আর রাম আমার কাছে সমান।" অ ৭

কুব্জা যখন নিথ্‌তির ওজনে সুবিধা অসুবিধার কথা সূক্ষ্মরূপে বুঝাইয়া দিল, তখন স্ত্রীজন-সুলভ লঘুচিত্তের বিকারে কৈকেয়ী যে "গোঁ" ধরিয়া বাঁকিয়া বসিলেন, রাজার ক্রোধ, ক্ষোভ, গালি, মিনতি, হা হুতাশ, পুরবাসীগণের ভর্ৎসনা—এসকলই কেবল অগ্নিতে আহুতি দিল মাত্র। অ ১২

সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবার পর পুত্র উপস্থিত হইলে বড় গর্ব্ব করিয়া জননী বলিতে গেলেন, "বৎস, তোমারই কারণ আমি এই সব ঘটাইয়াছি।" অ ৭২

তাহার উত্তরে যখন পুত্র অশ্রাব্য অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লাগিলেন, তখন তিনি মর্ম্মাহত হইয়া গেলেন। অ ৭৩

ভরদ্বাজ আশ্রমে ভরত যখন মাতুলগণের পরিচয় দিতে গিয়া নিজ জননীকে লঘু করিয়া দেখাইয়া দিলেন, তখন সেই তেজস্বিনী অভিমানিনী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া অদূরে দীন-মনে পুত্রের অন্তরালে অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। অ ৯২

রাজার অন্যান্য শ্বশুরেরা কেবল কাজ কর্ম্মের সময় নিমন্ত্রিত হইতেন, কেকয়রাজের সঙ্গে কিন্তু সদা সর্ব্বদা তত্ত্ব তারাস চলিত। অ ৭০

ভরত প্রায়ই মাতুলালয়ে থাকিতেন; কেকয়রাজপুত্র যুধাজিৎও অযোধ্যায় ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন। কেকয়রাজই* সাহায্য করিয়া গান্ধার দেশ রামের রাজ্যভুক্ত করিয়া দেন। উ ১০১

কৈকেয়ীকে বিবাহকালে দশরথ কেকয়রাজের নিকট প্রতিশ্রুত হন,—কৈকেয়ীগর্ভজাত পুত্রই তাঁহার পর রাজসিংহাসন পাইবে। † রামের রাজ্যাভিষেককালেও দশরথের

---

* যুধাজিৎ।

† মূলে কথাটা আছে, "রাজ্যশুল্কং"—কেহ কেহ অন্য অর্থ করিয়াছেন। অ ১০৭

অস্থিরচিত্ততায় ও কথাবার্ত্তায় বোধ হয় যেন তাঁহার উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া একটা গোলমালের সূত্রপাত হইয়াছিল। অ ৪

উদ্যোগকালে কেকয়রাজকে অভিষেক-সংবাদ প্রদান করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করেন নাই। অ ১

কৌশল্যা—রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা ও প্রধানা রাজ্ঞী। রাম-জননী। অ ৩

কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা শুনিয়া দশরথ কাতর হইয়া স্বয়া রাণীকে কহিলেন,—"হা! রাম বনবাসী হইলে কৌশল্যা আমায় কি বলিবেন! তিনি সেবায় কিঙ্করীর ন্যায়, রহস্য কথায় সখীর ন্যায়, ধর্ম্মাচরণে ভার্য্যার ন্যায়, শুভানুধ্যানে ভগিনীর ন্যায়, এবং স্নেহ প্রদর্শনে জননীর ন্যায় আমায় অনুরক্ত করিয়াছেন; সেই প্রিয়বাদিনী আমার শুভা-কাঙ্ক্ষিণী। তিনি সম্মানের যোগ্য হইলেও আমি তোমার ভয়ে তাঁহাকে সম্মান করি নাই।" অ ১২

কৌশল্যা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি কৈকেয়ীর দাসী হইতেও অব-জ্ঞাত।" অ ২০

সুমিত্রা—দশরথ-মহিষী। লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নের জননী।* বা ১৮

জ্যেষ্ঠের সহিত বনগমনকালে লক্ষ্মণ সুমিত্রাকে প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিলেন, জননী কহিলেন, "বৎস, যদিও সকলের প্রতি তোমার অনুরাগ আছে, তথাচ আমি তোমাকে বনবাসের আদেশ দিতেছি। তোমার ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ইঁহার সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার গতি। বাছা, জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়াই ইহলোকের সদাচার।.........এক্ষণে রামকে পিতা, জানকীকে মাতা এবং গহনবনকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও। বাছা, তুমি এখন স্বচ্ছন্দে বনে প্রস্থান কর।" অ ৪০

শান্তা—লোমপাদ রাজার কন্যা। লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে বন হইতে ভুলাইয়া আনিয়া এই কন্যার সহিত বিবাহ দেন।† বা ১০

উর্ম্মিলা—লক্ষ্মণ-পত্নী। জনক রাজর্ষির অপর কন্যা। বা ৭১

মাণ্ডবী—ভরত-পত্নী। জনকভ্রাতা কুশধ্বজ রাজার কন্যা। বা ৭২

শ্রুতকীর্ত্তি—শত্রুঘ্ন-পত্নী। কুশধ্বজ রাজার অপর কন্যা। বা ৭২

কেকয়রাজ্ঞী—কৈকেয়ীর জননী। অ ৩৫

---

* কাহারো কাহারো মতে বৈশ্য-কন্যা। ভরদ্বাজ ঋষিকে ভরত পরিচয় দেন, ইনি পিতার মধ্যমা মহিষী। (গ্রন্থান্তরে অন্য মত।) অ ৯২

† শান্তা দশরথের দুহিতা (লোমপাদ কর্ত্তৃক পুত্রীরূপে গৃহীতা) মতান্তর। কাশী সংস্করণে ঋষ্যশৃঙ্গ-শান্তার অনেক কথা বেশী আছে। বা ১১

কেকয়রাজকে কোন এক মহর্ষি বর দান করিয়াছিলেন; বর প্রভাবে রাজা পশু পক্ষী প্রভৃতি সকল জীবেরই বাক্য বুঝিতে পারিতেন। একদা এক জৃম্ভ পক্ষী ডাকিতেছিল, কেকয়রাজ তাহা শ্রবণ ও তাহার অভিপ্রায় অনুধাবন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। রাণী রাজাকে অকারণ এইরূপ হাসিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন, "এই হাস্যের বিষয় ব্যক্ত করিলে আমার মৃত্যু ঘটিবে।" রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, "তুমি বাঁচ আর মর, কারণটা এখনই বলিতে হইবে, নতুবা আমি আত্মহত্যা করিব।" কেকয়রাজ মহিষীর নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে বরদাতা ঋষির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া তাঁহার অনুমতি-প্রার্থী হইলেন। ঋষি নিষেধ করিলেন। রাজা অগত্যা মহিষীকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অ ৩৫

স্বামীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের কারণ কৈকেয়ীকে ধিক্কার দিয়া সুমন্ত্র তাঁহার মাতা-সম্বন্ধে এই উপাখ্যান শুনাইয়াছিলেন।

অলম্বুষা—ইক্ষ্বাকু-মহিষী। বিশালার বিশাল রাজার জননী। বা ৪৭

বৈদর্ভী—কুশিক-গোত্রের আদিপুরুষ কুশ রাজার মহিষী। বা ৩২

ঘৃতাচী*—কুশনাভ রাজার মহিষী। ইঁহার গর্ভে কুশনাভের একশত কন্যা জন্মে। বা ৩২

(এই কন্যাগুলি সংক্রান্ত উপাখ্যান—দেবমধ্যে "পবন" ও ঋষিমধ্যে "ব্রহ্মদত্ত" দেখ।) বা ৩২, ৩৩

কেশিনী—সগর রাজার মহিষী। বিদর্ভ-রাজদুহিতা। অসমঞ্জের জননী। বা ৩৮

সুমতি—সগর রাজার অপর পত্নী। কশ্যপ-দুহিতা। গরুড়ের সহোদরা। বা ৩৮

ইনি তুম্বফলাকার এক গর্ভপিণ্ড প্রসব করেন, উহা ভেদ করিবা মাত্র ষষ্টিসহস্র পুত্র নির্গত হয়। ঘৃতপূর্ণ কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া উহাদিগকে পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। বা ৩৮

সাবিত্রী—দ্যুমৎসেন-পুত্র সত্যবানের সহধর্ম্মিণী। পতিব্রতাগণের অগ্রগণ্যা। সু ২৪

সীতা রামকে বলেন, "তুমি আমাকে সত্যবানের সহধর্ম্মিণী সাবিত্রীর ন্যায় তোমারই বশবর্ত্তিনী জানিও।" অ ৩০

পতি-সেবারূপ তপোবলে ইনি স্বর্গে পূজিতা। অ ১১৮

দময়ন্তী—নল রাজার পত্নী। পতিব্রতা-রমণীকুলের আদর্শস্থানীয়া। ভৈমী। জানকী ইঁহার সহিত উপমিত হইয়াছিলেন। সু ২৪, ২৫

মদয়ন্তী—সৌদাস রাজার মহিষী। এক সময়ে বশিষ্ঠ-ঋষি কোন কারণ বশতঃ রাজাকে শাপ দেন। রাজাও প্রতিশাপ দিতে যাইতেছিলেন, মহিষী দিতে দেন নাই। উ ৬৫

---

* টীকাকারের মতে ইনি অপ্সরা ঘৃতাচী। তাহা হইলে ইক্ষ্বাকু-মহিষী অলম্বুষা হয়ত অপ্সরা অলম্বুষা।

ইলা—বাহ্লীকদেশের রাজা ইল, মহাদেবের ইচ্ছানুসারে স্ত্রী হইয়া যান। রাজা পার্ব্বতীকে সাধ্য সাধনা করিয়া এই বর লাভ করেন—তিনি একমাস পুরুষ থাকিয়া ইল ও একমাস স্ত্রী থাকিয়া ইলা রহিবেন। ইঁহার পুত্র পুরুরবা। উ ৮৭

কালিন্দী—অসিত রাজার মহিষী। বিধবা অবস্থায় চ্যবন মুনির প্রসাদে সগরকে প্রসব করেন। বা ৭০

মন্থরা—কুব্জা; কৈকেয়ীর পরিচারিকা। কৈকেয়ী এই অনাথা দাসীকে মাতৃকুল হইতে আনয়ন করেন। অ ৭

যথার্থই কৈকেয়ীর হিতাকাঙ্ক্ষিণী—এই দুষ্টাই রামের রাজাভিষেকের উদ্যোগ দেখিয়া ঈর্ষ্যা-পরবশা হইয়া কৈকেয়ীকে রাজার নিকট হইতে সর্ব্বনাশকর দুই বর লইতে প্ররোচিত করে। অ ৯

কি উপায়ে রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক নিশ্চয় হইতে পারে, কুব্জা কৈকেয়ীকে বুঝাইয়া দিলে রাণী কহিলেন, "মন্থরে, পৃথিবীতে যত কুব্জা আছে, বুদ্ধি নিশ্চয় কল্পে তুমি তাহাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। তোমা ছাড়া এই পৃথিবীতে অনেক বিকৃতাকার বক্র ও পাপদর্শন কুব্জা আছে, কিন্তু তুমিই কেবল কুব্জভাবাপন্ন হইয়া বায়ুভগ্ন উৎপলের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন হইয়াছ।......শম্বরাসুরের সহস্র মায়া তোমার ঐ হৃদয়ে নিবিষ্ট। পৃষ্ঠের উপর যে রথঘোণের ন্যায় এই উন্নতাকার মাংসপিণ্ডটি আছে, উহা ঐ সমস্ত মায়া থাকিবার স্থান। উহার মধ্যে তোমার বুদ্ধি ও রাজনীতি বাস করিতেছে। অ ৯

রামকে বনবাসী করিয়া ভরতকে রাজ্য দিতে পারিলে আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমার এই *মাংসপিণ্ডে চন্দন লেপন করিয়া উত্তম সুবর্ণের আভরণ পরাইব এবং তোমার মুখে* সুবর্ণময় বিচিত্রতিলক প্রস্তুত করিয়া দিব; তুমি দেবীর ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিবে।" অ ৯

জাতি।

হৈহয়—জাতি। জমদগ্নিহন্তা অর্জ্জুন ইহাদের অধিপ ছিলেন। বা ৭৫

হৈহয়, তালজঙ্ঘ, শশবিন্দু—ইক্ষ্বাকুবংশীয় অসিত রাজাকে ইহারা পরাভূত ও দূরীকৃত করে। বা ৭০

পহ্লব, শক, যবন, বর্ব্বর, কাম্বোজ, কিরাত, হারীত*—ম্লেচ্ছজাতি। বিশ্বামিত্র-সৈন্যসহ যুদ্ধ করণার্থ বশিষ্ঠের শবলা কর্ত্তৃক সৃষ্ট। বা ৫৪, ৫৫

* কোন কোন সংস্করণে এই স্থলে "দরদ" নামে অনার্য্য জাতির (বা দেশের) উল্লেখ আছে। Griffith বলেন, দেশটা Dardistan.

ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, কাম্বোজ, যবন, বরদ—এই সকল জাতির রাজ্য উত্তরদিকে সুগ্রীব নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কি ৪৩

কিরাত—সুগ্রীব পূর্ব্বদিকবাসী বানরগণকে কহিলেন, "যাহাদিগের কেশ সুতীক্ষ্ণ এবং বর্ণ পিঙ্গল, যাহারা অপক্ক মৎস্য আহার করিয়া থাকে, সেই সকল দ্বীপবাসী প্রিয়দর্শন কিরাতের মধ্যে প্রবেশ করিও।" কি ৪০

নিষাদ—জাতি। কোশল রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া ইহাদের রাজ্য। শৃঙ্গবেরপুর রাজধানী ছিল। রাম-সখা গুহ ইহাদের অধিপতি ছিলেন। অ ৫০

নিষাদরাজ মৎস্য মাংস ও মধু উপহার লইয়া ভরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বন্য ফল মূল, আর্দ্র ও শুষ্ক মাংস এবং অরণ্য সুলভ অন্যান্য খাদ্যও সংগৃহীত ছিল। অ ৮৪

নিষাদরাজের দাসেরা "স্বস্তিকা" নামক নৌকার উপর মঙ্গলবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে জল-মধ্যে নৌকার চিত্রগতি দেখাইয়া ভরতকে গঙ্গা পার করিয়াছিল। অ ৮৯

লক্ষ্মণ যখন সীতাকে বনবাস দিতে লইয়া যান, নিষাদগণই নৌকা বাহিয়া নদী পার করে। উ ৪৭

পুরাকালে গজ-কচ্ছপ-বাহী গরুড়, চরণ-ধৃত বিশাল বটশাখা ফেলিয়া নিষাদদেশ ধ্বংস করেন। আ ৩৫

কৈবর্ত্ত—সসৈন্য ভরত গঙ্গাতীরে নিষাদরাজ্যে উপস্থিত হইলে, নিষাদরাজ তাঁহার পথ-রোধ করিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন, "রাম আমার প্রভু ও মিত্র; এক্ষণে তোমরা তাঁহার জন্য বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক ভাগীরথীর উপকূলে অবস্থান কর। বলবান্ দাসেরা মাংস ও ফল মূল লইয়া ভরতের নদী পার হইবার পথে বিঘ্ন আচরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকুক। বহুসংখ্য কৈবর্ত্ত যুবা পাঁচ শত নৌকায় আরোহণ ও কবচ ধারণ করিয়া স্থিতি করুক।" অ ৮৪

ভরত সমভিব্যাহারে অন্যান্য নানা শিল্পিগণের সহিত কৈবর্ত্তেরা সুবেশে শুদ্ধবসনে কুঙ্কুমাদিমিশ্রিত অনুলেপন ধারণ পূর্ব্বক গো-যানে যাইতে লাগিল। অ ৮৩

মুষ্টিকা, চণ্ডাল, কিঙ্কর, মুদিত (কিরাত), আভীর—(বিবিধ তত্ত্ব দেখ)

ম্লেচ্ছ, আর্য্য, আরণ্য, পার্ব্বত্য—এই জাতীয় সকলে সভামধ্যে রাজা দশরথের উপাসনা করিতেন। অ ৩

ঋষিগণ।

কশ্যপ—প্রজাপতি। সুরাসুরের জন্মদাতা মহর্ষি। আ ১৪, অ ২

ব্রহ্মপুত্র মরীচির তনয়। বা ৭০

ইঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু বামনরূপে ইঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। বা ২৯

ইনি প্রজাপতি দক্ষের আটটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। উহাদের নাম, অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা। পাণিগ্রহণান্তে কশ্যপ প্রীতমনে কহিলেন, "পত্নীগণ, তোমরা এক্ষণে আমার তুল্য ত্রিলোকের প্রজাপতি পুত্র প্রসব কর।" তখন অদিতি, দিতি, দনু ও কালকা ইঁহারা তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন। এই চারি স্ত্রী হইতে কশ্যপ যথাক্রমে এই সমস্ত পুত্র প্রাপ্ত হন :—

অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র ও যুগল অশ্বিনীকুমার, তেত্রিশটি দেবতা ; দৈত্য-সকল ; অশ্বগ্রীব ; নরক ও কালক। আ ১৪

যে চারিজন পত্নী প্রজাপতি পুত্র প্রসবে সম্মত হন নাই, তাঁহারা এই সকল প্রাণীর জননী :—ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী। মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভি, সুরসা, কদ্রু। মনুষ্য (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) (জীবকুল পর্য্যায় দেখ।) পবিত্র ফলবৃক্ষ সকল। আ ১৪

ইহা ব্যতীত কশ্যপ দিতির গর্ভে মরুৎগণের জন্ম দেন। (মরুৎ উৎপত্তি দেখ) বা ৪৬

কপিল—মহর্ষি। ভগবান্ বাসুদেব এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পাতালে অবস্থিত হইয়া ধরা ধারণ করিয়া আছেন। বা ৪০

ষষ্টিসহস্র সগর-সন্তান পিতৃ-আদেশে যজ্ঞিয়অশ্বের অন্বেষণে উত্তরপশ্চিমদিক্ খনন করিতে করিতে পাতালে উপস্থিত হইয়া ধ্যানস্থ ইঁহাকে দেখিতে পায়—হৃত অশ্বটি নিকটে বাঁধা ছিল। রাজপুত্রেরা ইঁহার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলে, দেবের হুঙ্কারে সকলেই ভস্মাবশেষ হইয়া যায়। বা ৪০

দিগ্বিজয়ী রাবণ পশ্চিম সমুদ্রে আসিয়া এক দ্বীপে উপস্থিত হন। তথায় পাবকপ্রতিম সুবর্ণময় এক মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে তিনি রাবণকে এক চপেটাঘাতে ভূপতিত করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন। রক্ষোরাজ সুস্থ হইলে, প্রতিশোধ বাসনায় সম্মুখস্থ এক বিবর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া আরও কত সেইরূপ রত্নধারী বীর ও ত্রিকোটি নৃত্যশীলা স্ত্রী দেখিতে পাইলেন। রোমাঞ্চকলেবরে সে স্থান হইতে বহির্গত হইতে গিয়া আর এক স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক পরম পুরুষ পাবক দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া শয়ান। পার্শ্বে দিব্যা-

ভরণ-ভূষিতা ত্রিলোকসুন্দরী এক নারী বাল-ব্যজন করিতেছে। রাবণ সুন্দরীর গাত্র স্পর্শ করিতে যান, এমন সময় সেই পুরুষ হাস্য করিয়া উঠিলেন, দশগ্রীব অমনি ভূপতিত। উত্থিত হইয়া রক্ষোরাজ বলিলেন, "আপনি যেই হউন, যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে যেন আপনার হাতেই হয়।" দশানন ঐ মহাপুরুষের শরীর-মধ্যে চরাচর ত্রৈলোক্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। অগস্ত্য মুনি রামকে কহেন, "এই পরম-পুরুষ নর নামক কপিলদেব—নারায়ণ; আর ত্রিকোটী রমণী তাঁহার স্বর সকল। উ প্র ৫

অতিবল—রামের একাদশসহস্র বৎসর পরমায়ু হইলে স্বয়ং কাল তাপসরূপে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন; তিনি আসিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "আমি মহর্ষি অতিবলের* দূত। উ ১০৩

জামদগ্ন্য—জমদগ্নি ঋষির পুত্র। পরশুরাম। ভার্গব। বা ৭৪

ইনি পিতার আদেশে আপন জননীর মস্তক পরশু দ্বারা ছিন্ন করিয়াছিলেন। অ ২১

হৈহয়গণ কর্ত্তৃক পিতৃ-নিধনে জাতক্রোধ হইয়া ইনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া† করেন। পরে, ইন্দ্রের সমক্ষে অস্ত্রত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সাধনে মনঃ সমাধান ও ভগবান্ কাশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতেন। বা ৭৫

রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়া বিবাহানন্তর পিতা ভ্রাতা সহিত যখন অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতেছিলেন, জামদগ্ন্য ঋষি অকস্মাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহার পথরোধ করেন। আপন হস্তস্থিত বৈষ্ণবধনু দেখাইয়া কহিলেন, "রাম তুমি শৈবধনু ভাঙ্গিয়াছ, তাহারই অনুরূপ এই বৈষ্ণবধনু। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া এই ধনুতে তুমি জ্যা আরোপিত ও শর সংযোজিত কর; তাহা হইলে তোমাকে শক্তিশালী বিবেচনা করিব এবং তোমার সহিত বলবৎ দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর হইব।" দশরথ প্রভৃতি ভয়ে একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। বা ৭৫

কিন্তু রাম অবলীলাক্রমে শরাসন জামদগ্ন্যের হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন; অমনি ভার্গবের তেজ রামে সংক্রমিত হইয়া গেল। এবং ঐ শরাসনে গুণযোগ ও শর সংযোগ করিয়া কোপাকুলিতবাক্যে কহিলেন, "জামদগ্ন্য, তুমি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে আমার পূজনীয় হইতেছ; কেবল এই কারণেই আমি এই বৈষ্ণবধনুর প্রাণহর-শর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু ইহার সন্ধান কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। এক্ষণে বল, ইহার দ্বারা তোমার তপঃসঞ্চিত লোক সমুদয় কিংবা আকাশ-গতি—কোন্‌টি নষ্ট করিব?" ঋষির অনুরোধানুসারে প্রথমটি রাম কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। তখন পরশুরাম কহিলেন, "বীর, এই বৈষ্ণব-শরাসন গ্রহণ করাতেই আমি বুঝিয়াছি, তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম; তুমি অবিনাশী বিষ্ণু।" অনন্তর জামদগ্ন্য পূজিত হইয়া রামকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্ব্বতে আপন আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। বা ৭৬

---

* মহর্ষি অতিবল—ব্রহ্মা।

† জাতাজাত ক্ষত্রিয় বধ করেন। গর্ভস্থ শিশুও ছাড়েন নাই। "একুশ" বার নাই, "অনেকবার" আছে।

বিশ্বামিত্র—কুশবংশোদ্ভব কৌশিক। ক্ষত্রিয় রাজা—উগ্র তপোবলে প্রথমে "রাজর্ষি," তৎপরে "ঋষি," পরে "মহর্ষি," শেষে "ব্রহ্মর্ষি" হন। বা ৫৭

ব্রহ্মার বরে ব্রাহ্মণ হইয়া তবে ক্ষান্ত হন। বা ৬৩

ব্রহ্মা বলেন, "ব্রাহ্মণ্য প্রতিপাদক সমস্ত লক্ষণই তোমাতে বর্ত্তিয়াছে।" বা ৬৫

একদা ইনি চতুরঙ্গ বল সাথে বশিষ্ঠের আশ্রমে অতিথি হন; বশিষ্ঠ কামধেনু শবলার কৃপায় সম্যক্ আতিথ্য করেন। বা ৫৩

রাজা বহু লোভ দেখাইয়া গাভীটি চাহিলেন, বশিষ্ঠ কিছুতেই দিলেন না। বা ৫৪

তখন ক্ষত্রিয় বীর বলপূর্ব্বক ধেনুটি লইয়া যাইবার প্রয়াস পাইলেন। বশিষ্ঠের আদেশে শবলার দেহ হইতে নানা ম্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হইয়া বিশ্বামিত্রের পুত্রগণসহ সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট করিল। বা ৫৫

রাজা অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে রাজ্য দিয়া বনে তপস্যার্থ গমন করিলেন। বা ৫৫

কঠোর তপস্যায় শূলপাণিকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সমন্ত্রক অস্ত্রশস্ত্র লাভ করেন। তখন আবার আসিয়া বশিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বশিষ্ঠ তাঁহার এক মাত্র ব্রহ্মদণ্ড সহায়ে বিশ্বামিত্রের সমস্ত অস্ত্র—ব্রহ্মাস্ত্র পর্য্যন্ত ব্যর্থ করিয়া দিলেন। বা ৫৬

তখন বিশ্বামিত্র ক্ষত্রবলে ধিক্কার দিয়া ব্রহ্মবলই বল মানিয়া ব্রাহ্মণ হইবার আশয়ে অতি উগ্রতপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। সিদ্ধকাম হইয়া তবে নিরস্ত হন। এই সময়ে বশিষ্ঠের সহিত পুনঃ সদ্ভাব হয়। বা ৬৫

এই তপঃকালে অপ্সরা মেনকাকে ডাকিয়া দশ বৎসর ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র প্রেরিত রম্ভাকে শাপে শিলাময়ী করিয়া দিয়াছিলেন। বা ৬৩, ৬৪

অম্বরীষ রাজা যজ্ঞ-বলি করিবার নিমিত্ত ইঁহার ভাগিনেয় শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন; ঋষি-বটু ইঁহার শরণাগত হইলে ইনি তাঁহাকে অগ্নিস্তুতি শিখাইয়া রক্ষার উপায় করিয়া দেন।* বা ৭২

ত্রিশঙ্কু রাজা সশরীরে স্বর্গগামী হইবার অভিলাষী হইয়া ইঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে ইনি স্বয়ং যাজকতা করিয়া তাঁহার যজ্ঞ সমাপনানন্তর তাঁহাকে স্বর্গে উঠিতে আদেশ করেন; কিন্তু সুরপতি তাহাতে বিরোধী হইলে ইনি আপন অদ্ভুত তপস্যাবলে জ্যোতিশ্চক্রের গতিপথের বাহিরে দক্ষিণদিকে নূতন সপ্তর্ষিমণ্ডল নক্ষত্রাদি সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। অতি-সৃষ্টি দর্শনে ভীত হইয়া দেবগণ একটা সামঞ্জস্য করিয়া ত্রিশঙ্কুকে আকাশে স্থান দেন। বা ৫৮, ৫৯, ৬০

হিমালয়-সন্নিকটে কৌশিকীতীরে ইঁহার আশ্রম ছিল।† বা ৩৪

---

* রাজা হরিশ্চন্দ্রের উল্লেখ রামায়ণে নাই। † যজ্ঞ সিদ্ধির অপেক্ষায় সিদ্ধাশ্রমে আসেন।

ইনি পঞ্চদশবর্ষীয় রামলক্ষ্মণকে সিদ্ধাশ্রমে লইয়া গিয়া তাড়কাদি বধ করাইয়া আপনার যজ্ঞসিদ্ধ ও আশ্রম নিরুপদ্রব করেন। বা ২৬

এই সময়ে ইনি রামকে "বলা অতিবলা" নামক বিদ্যা ও সমন্ত্রক অস্ত্রসমূহ উপহার দেন। পরে, বীর-বালকদ্বয়কে মিথিলায় রাজা জনকের যজ্ঞ ও হরধনু দেখাইতে লইয়া যান। বা ৩০, ২২, ২৫, ৩১

রাম হরধনু ভঙ্গ করিলে স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তাঁহার বিবাহ দেওয়ান। বা ৭২

(অতঃপর আর ঋষির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।) রাম রাজা হইয়া বসিলে চতুর্দ্দিক হইতে বহু ঋষি তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি নাম বিশ্বামিত্র আছে। উ ১

বনগমনকালে রাম বিশ্বামিত্র ও অগস্ত্যকে বহু রত্ন দান করিবার আদেশ দেন। অ ৩২

শম্বুক—শূদ্র-মুনি। রামরাজত্বকালে ইনি স্বর্গ কামনায় তপস্যা করিতেছিলেন। ত্রেতা যুগে শূদ্রের তপে অধিকার ছিল না; এই অনধিকার চর্চ্চার ফলে রামরাজ্যে অকালমৃত্যু দেখা দিল,—এক ব্রাহ্মণশিশু কালগ্রাসে পতিত হইল। শিশুর মৃতদেহ কোলে করিয়া ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে আসিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। রাম মন্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া এই দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নারদ সংবাদ দিলেন,—ত্রেতায় শূদ্র তপস্যা করিতেছে, তজ্জন্য এই অত্যাহিত। রাম পুষ্পক-বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব উত্তর পশ্চিমদিক্ অন্বেষণ করিলেন, রাজ্যে পাপ পাইলেন না। দক্ষিণে শৈবল পর্ব্বতের পার্শ্বে শম্বুককে তপোরত দেখিলেন। তাহার পরিচয় লইয়া খড়্গাঘাতে তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। দেবগণ সাধুবাদ করিয়া বলিলেন;—"এ শূদ্রও স্বর্গে গেল, মৃত ব্রাহ্মণকুমারও বাঁচিয়া উঠিয়াছে।" উ ৭৫, ৭৬

গয়—গয়াপ্রদেশে মহাত্মা গয় পুত্র-কর্ত্তব্যসম্বন্ধে দুইটি গাথা রচনা করেন। ("গয়া" দেখ) অ ১০৭

অগস্ত্য—মহর্ষি। উর্ব্বশীর উদ্দেশে মিত্রাবরুণনিষিক্ত তেজ হইতে কুম্ভমধ্যে সম্ভূত। উ ৫৭

ইনি ইল্বল ও বাতাপি নামক রাক্ষসদ্বয়ের একজনকে ভক্ষণ ও অপরকে দগ্ধ করিয়া সংহার করেন। আ ১১

ইঁহার আশ্রম তাড়কা বিধ্বস্ত করিয়াছিল। বা ২৫

বিন্ধ্যাগিরি সূর্য্যের পথরোধ বাসনায় বর্দ্ধিত হইতেছিলেন, ইঁহার আদেশে নিরস্ত হন। আ ১১

ইঁহার আশ্রমে সকল দেবতা অধিষ্ঠিত হইতেন, তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। আ ১২

রাম দণ্ডকারণ্যে ইঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলে ঋষি তাঁহাকে ইন্দ্রদত্ত হেমময় হীরক-

খচিত বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত দিব্য বৈষ্ণবধনু এবং ব্রহ্মদত্ত নামে সূর্য্যপ্রভ অমোঘ শর আর জ্বলন্তঅগ্নিবৎবাণেপূর্ণ অক্ষয়-তূণীর এবং স্বর্ণকোষে কনকমুষ্টি অসি—এইগুলি উপহার দেন। আ ১২

অগস্ত্য দত্ত ব্রহ্মাস্ত্রে রাবণবধ হইয়াছিল। ল ১০৯

ইঁহার উপদেশানুসারে রাম পঞ্চবটী বনে পর্ণশালা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বনবাসের কতক অংশ অতিবাহিত করেন। আ ১৩

রাম-রাবণে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল, সে সময় ইনি রণস্থলে আসিয়া রামকে রিপুকুল উন্মূলনকারী "আদিত্য-হৃদয়" নামক সূর্য্যস্তোত্র শিখাইয়া যান। ল ১০৫

রাম রাজা হইলে ইনি অভিনন্দনার্থ আসিয়া নানা উপাখ্যান শুনাইয়া রামকে কতক-উৎকৃষ্ট আভরণ উপহার দিয়া শ্বেত রাজার গল্প বলেন। উ ৩৬, ৭৮

অত্রি—মহর্ষি। অনসূয়াতাপসী ইঁহার পত্নী। অ ১১৭

রাম দণ্ডকারণ্য প্রবেশকালে ইঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভরদ্বাজ—মহর্ষি। গঙ্গা-যমুনার অন্তর্ব্বেদীতে প্রয়াগে ইঁহার আশ্রম। অ ৫৪

রাম বনগমনকালে ইঁহার নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলে ইনি তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক অর্ঘ বৃষ নানাপ্রকার ফল মূল ও জল প্রদান করিয়া সম্যক অতিথি সৎকার করেন। ইনিই তাঁহাকে মনোরম চিত্রকূট পর্ব্বতোপরি বাস করিতে উপদেশ দেন। অ ৫৫

জ্যেষ্ঠকে ফিরাইতে আসিয়া ভরতও ইঁহার আশ্রমে অতিথি হন। ঋষি সদলবল ভরতকে বিশিষ্টরূপ আতিথ্য করিবার নিমিত্ত অগ্নিশালায় প্রবেশ করিয়া সলিল দ্বারা আচমন ও দুইবার ওষ্ঠ মার্জ্জন পূর্ব্বক দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করেন, তিনি আসিয়া ঋষির মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়াছিলেন।

ভরদ্বাজ এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া দেবতা সকলের আবির্ভাব কামনা করিলেন; স্বর্গ হইতে দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা দলে দলে আসিয়া ঋষির অতিথিবর্গকে পরিতৃপ্ত করিয়া যান। লতাগণ নারীরূপ ধরিয়া মন মোহিয়াছিল। অ ৯১

লঙ্কা-জয়ের পর অযোধ্যায় ফিরিবার সময়ও রাম ইঁহার আশ্রম হইয়া যান। ইঁহার আশ্রম হইতে অযোধ্যা তিন যোজন পথ; রামের ইচ্ছানুসারে ভরদ্বাজের বরে এই তিন যোজন পথের বৃক্ষ সকল কল্পবৃক্ষের অনুরূপ হইয়া উঠে। ল ১২৫

ভরদ্বাজ-ঋষি স্বীয় কন্যা দেববর্ণিনীকে বিশ্রবার হস্তে অর্পণ করেন। ইঁহাদের পুত্র কুবের। উ ৩

ঋষ্যশৃঙ্গ—মুনি। বিভাণ্ডক-পুত্র। ইনি গৌণ ও মুখ্য উভয় ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বন করিয়াছিলেন। বা ৯

অঙ্গাধিপতি লোমপাদ রাজার রাজ্যে ঘোর অনাবৃষ্টি ঘটিলে তিনি বারবিলাসিনীগণ দ্বারা

ভুলাইয়া এই ঋষিকে স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। ঋষি আসিতেই রাজ্যে সুবৃষ্টি হইল। রাজা শান্তা নামে স্বীয় দুহিতার সহিত ইঁহাকে পরিণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া গৃহে রাখিয়া দেন। বা ১০

রাজা দশরথ সখা অঙ্গপতির জামাতা এই ঋষিকে নিজ স্থানে আনাইয়া ইঁহা দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়া লন। বা ১১

বশিষ্ঠ—মহর্ষি। রঘুকুলগুরু। ব্রহ্মার পুত্র। ধনুর্ব্বেদজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য। বা ৭০

দশরথ রাজার আচার্য্য ও প্রধান উপদেশদাতা। উ ৫৬, ৫৭। বা ৬৫, ৭

ইনি ব্রহ্মবল প্রকাশ করিয়া মূর্ত্ত ক্ষত্রবল রাজা বিশ্বামিত্রকে রণে পরাভূত করিয়া ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। ("বিশ্বামিত্র" ও "শবলা" দেখ)। বা ৫২

নিমি রাজা ইঁহাকে যজ্ঞে বরণ করেন নাই বলিয়া ইনি রাজাকে শাপ দেন। উ ৫৫

রাজার প্রতিশাপে ইঁহাকে দেহত্যাগ করিয়া বায়ু স্বরূপ হইয়া থাকিতে হয়। পরে ইনি পিতা ব্রহ্মার নিকট আবেদন করিয়া তাঁহার আদেশে মিত্রাবরুণ-তেজে প্রবেশ করিয়া অযোনিসম্ভব হইয়া পুনর্ব্বার প্রজাপতিত্ব লাভ করেন। উ ৫৬

উর্ব্বশীর উদ্দেশে কুম্ভমধ্যে নিষিক্ত মিত্র ও বরুণের তেজ হইতে দুই তেজোময় ঋষি জন্মগ্রহণ করেন; প্রথম অগস্ত্য; দ্বিতীয় নিমিশাপে চ্যুত-প্রাণ ইনি। এটি ইঁহার দ্বিতীয় জন্ম। ইনি জন্মিবামাত্র রাজা ইক্ষ্বাকু স্বীয় কুলের হিতোদ্দেশে ইঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। ইঁহার শাপে সৌদাস রাজা রাক্ষস হইয়া যান। উ ৬৫

বিশ্বামিত্র শিশু-রামকে তাড়কা বধার্থ লইতে আসিলে দশরথ সহসা সম্মত হন নাই, ইঁহার কথায় যাইতে দেন। বা ২১

রামের বনগমনকালে "রামের অনুপস্থিতিতে রাজ্য অর্দ্ধাঙ্গিনী সীতার," ইনি বলিয়াছিলেন, কেহ গ্রাহ্য করে নাই। অ ৩৭

নারদ—ত্রিলোকদর্শী ব্রহ্মর্ষি। তপোনিরত স্বাধ্যায়সম্পন্ন বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য দেবর্ষি। বা ১

শারদমেঘ-শুভ্রঋষি মেঘে চড়িয়া ত্রিভুবন বেড়াইতেন। উ ২০

ইনিই প্রথম রামের রাজত্বকালে* বাল্মীকিকে রামচরিত শ্রবণ করান। বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করেন, "এক্ষণে পৃথিবীতে সর্ব্বগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে?" নারদ সমগ্র রামচরিত—বন হইতে অযোধ্যা প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া কহেন, "ইনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য—আদর্শ রাজা—অধুনা অযোধ্যাধিপতি, রাম পিতার ন্যায় প্রজাপালন করিতেছেন। বা ১

রাবণ ত্রিভুবন জয় করণার্থ দেশে দেশে যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, অন্তরীক্ষে নারদ

* কেহ কেহ অনুমান করেন, রাম রাজা হইবার ষোড়শ বৎসর পরে এই কথোপকথন।

ঋষি মেঘে চড়িয়া দেখা দিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, "পৌলস্ত্য, তুমি দেব দানবের অবধ্য; ক্ষুদ্র মনুষ্য জাতি, ইহাদিগকে বিনষ্ট করিতেছ কেন? ইহারা পৃথিবীতে নানা দুঃখ ভোগ করিয়া আবার পরলোকে যমালয়ে গিয়া নিগৃহীত হয়; অতএব তুমি যমকে দমন করিবার প্রয়াস পাও, তাহা হইলে তোমার বীর্য্যের উপযুক্ত কাজ করাও হইবে, এবং লোকে তোমার জয়জয়কারও করিবে।" রাবণ পরামর্শ শুনিয়া কালকে জয় করিতে দক্ষিণমুখে প্রস্থিত হইলেন। উ ২০

ইঁহার নিকট সংবাদ শুনিয়া রাবণ শ্বেতদ্বীপ জয় করিতে গিয়াছিলেন। উ প্র ৫

সনৎকুমার—প্রজাপতি-পুত্র। পরমপ্রভাব-বিশিষ্ট ঋষি। বা ১১

সত্যযুগে রাক্ষসপতি রাবণ ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "দেবগণের মধ্যে কোন্ দেব সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও শক্তিশালী?" ইনি উত্তর করেন, "যিনি সমস্ত জগতের ভর্ত্তা, যাঁহার উৎপত্তি আমরা অবগত নহি, যিনি সুরাসুরের প্রণম্য, সেই হরি নারায়ণ·······যোগিগণ পুরাণ বেদ পঞ্চরাত্র ও যজ্ঞসকল সহায়ে তাঁহারই যাগ, তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকে। দৈত্য দানব রাক্ষস প্রভৃতি সুররিপুগণকে তিনিই সর্ব্বথা জয় করিয়া থাকেন।" রাবণ জিজ্ঞাসিলেন, "সুররিপুগণ ইঁহার হস্তে নিহত হইলে কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়?" সনৎকুমার উত্তর করিলেন, "দেবতারা যাহাদিগকে সংহার করেন, তাহারা স্বর্গ প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে; এইরূপ যাতায়াত করিয়া থাকে। কিন্তু চক্রধর জনার্দ্দন হরি, যাহাদিগকে সংহার করেন, তাহারা একেবারে তাঁহার সালোক্য প্রাপ্ত হয়। পুনর্জ্জন্ম তাহাদের ঘুচিয়া যায়। তাঁহার কোপও বর-তুল্য।" রাবণ শুনিয়া কিরূপে হরির সহিত যুদ্ধ বাধাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। সনৎকুমার দশাননের নিকট শ্রীহরির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "শুন, কিছুকাল অপেক্ষা কর; তোমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে, তাঁহার সহিত তোমার সাক্ষাৎকার ঘটিবে। ত্রেতাযুগে দেব-নরের হিতার্থ শ্রীবৎসলাঞ্ছন হরি ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথ-নন্দন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন; তিনি পিত্রাদেশে ভ্রাতার সহিত দণ্ডককাননে বিচরণে যাইবেন। সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না অদ্বিতীয়া রূপসী জনকনন্দিনী তাঁহার ভার্য্যা হইবেন, তিনিও স্বামীর সহচারিণী থাকিবেন।" উ প্র ৩

এই তত্ত্ব শুনিয়া দশানন দশরথ-নন্দনের সহিত বিবাদের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন;—এই জন্যই রক্ষোরাজ সীতাকে হরণ করেন। উ প্র ৪

দশরথের পুত্রার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান-সঙ্কল্পকালে সুমন্ত্র সারথি রাজাকে কহিয়াছিলেন, "সত্যযুগে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষিগণ সন্নিধানে আপনার পুত্রোৎপত্তির বিষয় কহিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ-বৃত্তান্ত বলেন।" বা ৯

বাল্মীকি—প্রচেতোবংশোদ্ভব ঋষি, প্রচেতা হইতে দশম। উ ৯৬

রামায়ণ-মহাকাব্যের কবি। শ্লোকের জন্মদাতা। ("রামায়ণ" ও "শ্লোক" দেখ) বা ২

রাম-রাজত্বকালে অযোধ্যার দক্ষিণে তমসাতীরে ইঁহার আশ্রম ছিল। বা ২

সেইখানে ময়ূর-কণ্ঠ-মুখরিত বনমধ্যে লক্ষ্মণ সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়া আইসেন। উ ৪৮

লবকুশ এইখান হইতে প্রতিপালিত; এইখান হইতে রামায়ণ। বা ৩

রাম-বনবাসকালে বাল্মীকি-আশ্রম চিত্রকূট পর্ব্বতে ছিল; সেখানে রাম ঋষির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এখানেও বোধ হয় একটি "তমসা" নদী ছিল।* অ ৫৬

সীতা-বিসর্জ্জনকালে লক্ষ্মণ দেবীকে বলিয়াছিলেন, "মহর্ষি বাল্মীকি আমার পিতার পরম বন্ধু।" উ ৪৭

যখন লঙ্কা-জয় করিয়া অযোধ্যায় আসিয়া রাম "সীতার রূপের অনুরূপ রূপ ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় রাজ্যগ্রহণ করিয়াছেন," সেই সময়ে একদা মহর্ষি বাল্মীকি মুনিবর নারদকে জিজ্ঞাসা করেন, "অধুনা পৃথিবীতে গুণশ্রেষ্ঠ মনুষ্য কে?" নারদ তাঁহাকে সমগ্র রামচরিত—তাঁহার অযোধ্যা-সিংহাসনে আরোহণ পর্য্যন্ত শুনাইয়া কহেন, "রামই মনুষ্য-শ্রেষ্ঠ।" বা ১

নারদ দেবলোকে প্রস্থান করিলে পর বাল্মীকি তমসাতীরে বিচরণ করিতেছিলেন, সহসা এক ব্যাধ আসিয়া সম্মুখস্থ ক্রৌঞ্চ-দম্পতীর একটিকে বিনাশ করিল। বাল্মীকির মুখ হইতে সহসা এই সময় শ্লোকোৎপত্তি হয়। ঋষি আশ্রমে আসিয়া এই বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে প্রজাপতি ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে আদেশ করেন, "তুমি শ্লোকমালায় সমগ্র রামচরিত রচনা কর।" তদনুসারে ঋষি চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে ছয় কাণ্ড রামায়ণ রচনা করিলেন। পরে উত্তরকাণ্ড রচিত হইল। বা ২, ৪

মহর্ষি আশ্রমে মুনিবেশধারী কুশীলবকে বেদার্থ গ্রহণ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে "রাবণবধ" নামক স্বকৃত রামায়ণ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। বা ৪

রামের অশ্বমেধযজ্ঞে মহর্ষি বাল্মীকি নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। সঙ্গে শিষ্যদ্বয় কুশীলব ছিল। উ ৯৩

মহর্ষির আজ্ঞাক্রমে শিশুদ্বয় অযোধ্যার পথে ঘাটে রামায়ণ গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া বেড়াইত। একদা রাম উহাদের গীত শুনিতে পাইয়া বালকদ্বয়কে স্বভবনে ডাকাইয়া সপরিবারে মনোহর আত্মচরিত শ্রবণ করেন। উ ৯৪

এই গীতি প্রসঙ্গে কুশীলব সীতারই গর্ভজাত জানিতে পারিয়া ভগবান্ বাল্মীকির নিকট

---

* রাম-বনবাসকালে বাল্মীকির আশ্রম বোধ হয় অযোধ্যার দক্ষিণ-পশ্চিম চিত্রকূটে ছিল। সীতা-বনবাস কালে বোধ হয় দক্ষিণ-পূর্ব্ব তমসাতীরে। অনেকে বাল্মীকির একই আশ্রম দেখান। কিন্তু সীতা-বিসর্জ্জন কালে "স্বর্গতুল্য চিত্রকূটের" আদৌ উল্লেখ নাই।

এই বলিয়া দূত প্রেরণ করেন যে, "যদি জানকী সচ্চরিত্রা হন, তাহা হইলে তিনি এক্ষণে উপস্থিত হইয়া আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করুন।" উ ৯৫

বাল্মীকি সভামধ্যে সীতাকে শপথ করাইতে সম্মত হইলেন। পরদিন সভা হইলে বাল্মীকি ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদশ্রুতির ন্যায় জানকীকে পশ্চাতে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া আপন পরিচয় দিয়া শপথ পূর্ব্বক জানকীকে শুদ্ধচারিণী বলিয়া প্রচার করিলেন। রাম কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া লোকের সংশয় ঘুচাইতে দেবীকে পুনরায় শপথ করিতে আজ্ঞা দিলেন। উ ৯৬

শপথ করিয়া দেবী "রামের আশ্রয়রূপ তপস্যার বলে নাগলোকে যাত্রা করেন।" উ ৯৭

কুশীলব বাল্মীকির নিকট হইতে পিতার আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে ব্রহ্মার আজ্ঞাক্রমে দেবঋষি ও সভাসদ্বর্গ সহিত রাম লবকুশমুখে বাল্মীকি-রচিত আপন ভবিষ্যৎচরিত (উত্তরকাণ্ড) শ্রবণ করেন। উ ৯৮

(সীতা যে সময়ে বনে বিসর্জ্জিত হন, কুশীলব যে সময়ে আশ্রমে ধাত্রীকোলে লালিত পালিত হইতেছিল, সে সময়ে বোধ হয় মহর্ষি রামায়ণ রচনায় নিযুক্ত।) বা ৪

গৌতম*—মহর্ষি। দেবগুরু। বা ৪৮, ৫১

মিথিলার সন্নিকটে ইঁহার আশ্রম ছিল। অহল্যা ইঁহার পত্নী; শতানন্দ পুত্র। এই স্থানে সুররাজ ইঁহার ভার্য্যাকে দূষিত করেন; ঋষি ইন্দ্রকে শাপ দেন;—"তুই আমার রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমার ভার্য্যাসম্ভোগরূপ অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিস্, অতএব আমার অভিশাপে এখনই তোর বৃষণ ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িবে।" তাহাই হইল। বা ৪৮

ইন্দ্রকে ইন্দ্রজিতের বন্দিত্ব হইতে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "সুররাজ, আমি অহল্যাকে মহর্ষি গৌতমের হস্তে বহুবৎসরের জন্য ন্যাস স্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলাম, তিনিও পরিশেষে আবার আমায় প্রত্যর্পণ করেন; তখন আমি গৌতমের ধৈর্য্য ও তপঃসিদ্ধির বিষয় অবগত হইয়া অহল্যাকে পত্নীরূপে ব্যবহারার্থ তাঁহাকে প্রদান করিলাম······তুমি কামের বশীভূত হইয়া গৌতমের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় ঐ স্ত্রীকে দেখিতে পাও এবং তাহাকে দূষিত কর। ঐ সময় মহর্ষি গৌতম তোমাকে দেখিতে পাইয়া অভিসম্পাত করেন, "যখন তুমি নির্ভয়ে আমার পত্নীকে দূষিত করিলে, তখন যুদ্ধে নিশ্চয় শত্রুর হস্তগত হইবে। আর তুমি এই স্থানে যেরূপ দূষিত ভাবের সূত্রপাত করিলে, মনুষ্যলোকেও ইহার সুপ্রচার হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি এই কার্য্যের কর্ত্তা, পাপের অর্দ্ধাংশ তাহার এবং অপরার্দ্ধ তোমার হইবে। অতঃপর তোমার এই ইন্দ্রত্ব পদও আর স্থায়ী হইবে না। যখন যে ব্যক্তি ইন্দ্রত্ব লাভ করিবে, তখন সে কদাচ এই পদে স্থায়ী হইবে না।" উ ৩০

* গৌতম—গোতম, দুই নামই দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌতম অহল্যাকেও কঠোর শাপ দেন ; শাপ মোচনের উপায় কহেন ; "দশরথ-নন্দন রাম বহু সহস্রবর্ষ পরে যখন ব্রাহ্মণের উপকারার্থ গমন করিয়া এই আশ্রমে তোমায় দর্শন দিবেন ; তখন তুমি তাঁহার সম্যক্ আতিথ্য করিলে পাপমুক্ত হইবে ; তুমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, ইহা হইতে উদ্ধার করিতে একমাত্র তিনিই সমর্থ।" উ ৩০

তাড়কা বধ করিয়া মিথিলায় যাইতে রামলক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সহিত গৌতম-আশ্রমে আইসেন, তখন অহল্যা শাপমুক্ত হইলেন। মহর্ষি গৌতম যোগবলে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হিমালয় হইতে স্বীয় তপোবনে আগমন করিলেন এবং বিধানানুসারে রামের সৎকার করিয়া সহধর্ম্মিণী অহল্যার সহিত পরম সুখে তপস্যা করিতে লাগিলেন। বা ৪৯

শুক্রাচার্য্য—মহর্ষি। ভৃগুনন্দন উশনা। দৈত্যগুরু। উ ৫৮

ইনি ইন্দ্রজিতের গুরু ছিলেন। রক্ষোবীরকে যজ্ঞ করাইতেন। উ ২৫

কন্যা অরজার প্রতি বলপ্রকাশ হেতু ইঁহার শাপে দণ্ড রাজা ভস্মীভূত হন, তাঁহার রাজ্য অরণ্যরূপে পরিণত হইয়া দণ্ডকারণ্য হয়। উ ৮১

যযাতি রাজা ইঁহার অপর এক কন্যা দেবযানীকে মহিষী করেন। অপর পত্নী শর্ম্মিষ্ঠার উপর রাজার সমধিক অনুরাগ ছিল বলিয়া অপমান বোধে ইনি যযাতিকে অভিশাপে জরাগ্রস্ত করিয়া দেন। উ ৫৮

চ্যবন—ভৃগুনন্দন মহর্ষি। ইঁহাকে অগ্রে করিয়া যমুনাতীরবাসী ঋষিগণ লবণবধে সাহায্যার্থী হইয়া রামের নিকট আইসেন। উ ৬০

ইঁহার আশীর্ব্বাদে অসিত রাজার বিধবা সসত্ত্বা মহিষী কালিন্দী সপত্নী-প্রদত্ত গরলে বিপন্না না হইয়া (গরল-সহ) সগরকে প্রসব করেন। অ ১১০

ভৃগু—মহর্ষি। ভার্গব বংশের আদিপুরুষ। সগর রাজা পুত্র কামনায় ইঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। বা ৩৮

ইঁহার পত্নী অসুরগণের অনুরোধে ইন্দ্রের নিধন কামনা করিলে বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহতা হন। বা ২৫

ভৃগু পত্নীকে নিহত দর্শন করিয়া কুপিত হইয়া বিষ্ণুকে শাপ দিলেন ;—"তুমি ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া অবধ্যা আমার পত্নীকে বধ করিলে ; অতএব হে জনার্দ্দন, তোমাকে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে ; তথায় বহুবর্ষ পত্নীর সহিত তোমার বিচ্ছেদ ঘটিবে।" উ ৫১

(এই শাপবশে বিষ্ণু রামরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পত্নীবিচ্ছেদ সহ্য করিয়াছিলেন।)

জমদগ্নি—ভৃগুবংশোদ্ভব ঋষি। পরশুরামের জনক। বা ৭৪

ইঁহার আদেশে পুত্র রাম মাতা রেণুকার শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। অ ২১

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবধনু ইঁহার হস্তগত হয় ; সেটি পরিত্যাগ করিলে ইনি হৈহয়াধিপ কর্ত্তৃক নিহত হন। বা ৭৫

পুলস্ত্য—ব্রহ্মর্ষি। ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনিও একজন প্রজাপতি। ছয়জন প্রজাপতির মধ্যে ইনি চতুর্থ। সু ২৩, আ ১৪

ইনি রাজর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে তপস্যা করিতেন; কুমারীগণ আসিয়া উৎপাত করিত; তাহাতে ইনি অভিশাপ দেন;—অতঃপর যে এখানে আসিবে, সে গর্ভবতী হইবে। ভয়ে আর কেহ গেল না, কিন্তু রাজকন্যা আসিতেন, তাঁহাতে শাপ ফলিল। পিতা ব্যাপার বুঝিয়া ঋষিকে ধরিয়া পড়িলেন, ঋষি সে কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং বর দিলেন; এই বর-পুত্র বিশ্রবা। উ ২

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দশাননকে বন্দী করিলে ইনি আসিয়া পৌত্রকে মোচিত করেন। উ ৩৩

রাবণ-মান্ধাতার যুদ্ধে মান্ধাতা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলে ইনি আসিয়া বিবাদ মিটাইয়া উভয়মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত করিয়া দেন। উ প্র ৩

বিশ্রবা—ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্যের পুত্র। পিতার ন্যায় তপোনিষ্ঠ। উ ২

মহর্ষি ভরদ্বাজ ইঁহার সুচরিত্র অবগত হইয়া ইঁহার হস্তে স্বীয় দুহিতা দেববর্ণিনীকে সম্প্রদান করেন; ইঁহাদের পুত্র বৈশ্রবণ কুবের। উ ৩

সুমালী রাক্ষস কুবেরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া স্বীয় কন্যা কৈকসীকে বিশ্রবা ঋষির নিকট পুত্রার্থ পাঠাইয়া দেয়; বিশ্রবা তখন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন; কৈকসী সেই দারুণ কাল গণনা না করিয়াই প্রকারে আপন অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিল। উ ৯

বিশ্রবা তাহার অভীষ্ট পূর্ণ করিতে গিয়া কহিলেন, "তুমি যখন এই নিদারুণ কালে আসিয়াছ, তখন তোমার গর্ভে দারুণ দারুণাকার ও দারুণ লোকপ্রিয় রাক্ষসেরা জন্মগ্রহণ করিবে;" কৈকসী সবিনয়ে সুপুত্র প্রার্থিনী হইলে ঋষিবর কহিলেন, "সর্ব্বশেষে যে পুত্র জন্মিবে সে আমার বংশানুরূপ ও ধার্ম্মিক হইবে।" বিশ্রবার কৃপায় কৈকসী লাভ করেন;—রাবণ, কুম্ভকর্ণ, সূর্পণখা ও বিভীষণ। উ ৯

কুবের পিতৃভক্ত ছিলেন; সর্ব্বদা ইঁহার নিকট আসিতেন; ইঁহার উপদেশমতে তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দশগ্রীবকে লঙ্কা ছাড়িয়া দিয়া কৈলাসে স্বীয় ভবন স্থাপিত করেন। উ ১১

দুর্ব্বাসা—মহর্ষি। অত্রি মুনির পুত্র। উ ৫১

রাজা দশরথ ইঁহাকে রামাদি সম্বন্ধে ভাবী বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে ইনি কহিয়াছিলেন,—রাম কালমাহাত্ম্যে সীতা, লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘ্নকে ত্যাগ করিবেন। (সীতাবর্জ্জনকালে সুমন্ত্র লক্ষ্মণকে এই গূঢ় সংবাদ দেন।) উ ৫০

রামের একাদশ সহস্র বর্ষ পরমায়ু হইলে একদা তিনি নিয়ম করিয়া নির্জ্জনে কালের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময় মহর্ষি দুর্ব্বাসা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষক হইয়াছিলেন, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিতে

বলিলে ঋষি শাপভয় প্রদর্শন করেন। অগত্যা কাল-প্রস্তাবিত নিয়মের লঙ্ঘন করিয়া লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। ঋষি উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন; লক্ষ্মণ নিয়মভঙ্গকালে সরযূ-জলে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন। উ ১০৫

দক্ষ—প্রজাপতি। ব্রহ্মার পুত্র। ইনি যজ্ঞ করেন, জামাতা বিরূপাক্ষ (শিব) যজ্ঞে অংশ পান নাই বলিয়া যজ্ঞ ধ্বংস করেন। বা ৬৬

ইঁহার ষাটটি কন্যা, আটটিকে কশ্যপ ঋষি বিবাহ করেন। আ ১৪

প্রচেতা—মহর্ষি। ইঁহার বংশধর বাল্মীকি। প্রজাপতি। উ ৯৬, আ ১৪

অঙ্গিরা—মহর্ষি। ইঁহার পুত্র গর্গ। প্রজাপতি। আ ১৪, উ ৩৬

গর্গ*—মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র। কেকয়রাজগুরু। উ ১০০

যুধাজিতের ইচ্ছানুসারে ইনি রামের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সিন্ধু নদের পার্শ্বস্থ গন্ধর্ব্ব-দেশ জয় করিতে উপদেশ দেন। উ ১০০

কুশধ্বজ—ব্রহ্মর্ষি†। বেদবতীর পিতা। বৃহস্পতি-পুত্র। উ ১৭

বৃহস্পতি—দেবগুরু মহর্ষি। বা ১৭

পুরাকালে দেব-দানব-যুদ্ধে দানবগণ দেবগণকে দানবীমায়ায় মুগ্ধ করিয়া বিনাশ করিতে থাকে; তখন দেবগুরু বৃহস্পতি সমন্ত্র বিদ্যাপ্রভাবে ও ঔষধি প্রয়োগে তাঁহাদের চিকিৎসা করেন। ল ৫০

কৃশাশ্ব—প্রজাপতি মহর্ষি। ইঁহার সহযোগে দক্ষদুহিতা সুপ্রভা ও জয়া একশত অস্ত্র প্রসব করেন। বা ২১

এই অস্ত্রগুলি কৃশাশ্বের নিকট হইতে দেবতারা, তাঁহাদিগের নিকট হইতে শূলপাণি, তাঁহার নিকট হইতে বিশ্বামিত্র লাভ করেন; তাড়কা-নিধনকালে বিশ্বামিত্র সেগুলি রামকে উপহার দেন। বা ২৬

এই অস্ত্রগুলি কৃশাশ্বের পুত্র বলিয়া খ্যাত। বা ২১

উশনা—শুক্রাচার্য্য।

ঔর্ব্ব—ব্রহ্মর্ষি। ইঁহার ক্রোধানল বড়বারূপে পরিণত; এই অগ্নি যুগান্তকালে স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ আহার করিয়া থাকে; পূর্ব্বদিকে জলোদসমুদ্রে এই বড়বানল দৃষ্ট হইয়া থাকে; তথায় সকল প্রকার জলজন্তু ঐ বড়বা-মুখ দর্শনে ভীত হইয়া নিরন্তর চীৎকার করিতেছে; উহাদের আর্ত্তরব অতি দূর হইতেও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। কি ৪০

মেরুসাবর্ণি—ধর্ম্মজ্ঞ তপঃপরায়ণ মহর্ষি; সুমেরু পর্ব্বতে অবস্থান করেন। কি ৪২

স্বয়ম্প্রভা তাপসী ইঁহার দুহিতা। কি ৫১

---

* গ্রন্থান্তরে "গার্গ্য" আছে।

† রাজর্ষি (?) উ ১৭

জহ্নু—সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী গঙ্গা ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহাবেগে প্রবাহিত হইলেন; এক স্থলে অদ্ভুতকর্ম্মা মহর্ষি জহ্নু যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন, গঙ্গা স্বীয় প্রবাহে ঐ যজ্ঞক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া চলিলেন; তদ্দর্শনে জহ্নু উঁহার মনে গর্ব্বের উদ্রেক হইয়াছে বুঝিয়া, রোষভরে তাঁহার সমস্ত জল নিঃশেষ পান করিয়া ফেলিলেন। দেবতারা বিস্মিত হইয়া মহর্ষির বিস্তর স্তুতিবাদ করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণবিবর হইতে * গঙ্গাকে নিঃসারিত করিলেন। জহ্নুর দুহিতা বলিয়া গঙ্গার এক নাম জাহ্নবী। বা ৪৩

ঋচীক—মহর্ষি। বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সত্যবতীকে ইনি বিবাহ করেন। বা ৩৪
ইনি মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে অম্বরীষ রাজার নিকট যজ্ঞপশুস্থলীয় হইবার নিমিত্ত মূল্য লইয়া বিক্রয় করিয়াছিলেন। বা ৭১

শুনঃশেফ—ঋচীক মুনির পুত্র। বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয়। বা ৬১
অম্বরীষ রাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব হৃত হয়; যজ্ঞপশুস্থলীয় হইবার নিমিত্ত ঋচীক মুনির একটি পুত্রকে তিনি ক্রয় করিতে চাহিলে মুনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে দিতে অসম্মত হইলেন; মুনিপত্নী কনিষ্ঠকে ছাড়িলেন না; তখন মধ্যম শুনঃশেফ কহিলেন, "তবে দেখিতেছি আমার ভাগ্যেই বলিদান ঘটিতেছে, চল।" তিনি রাজার সঙ্গে যাইতে যাইতে পথে মাতুল বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বামিত্র নিজ পুত্রদের কাহাকেও ইঁহার স্থলে যাইতে বলেন, পুত্রেরা কেহই সম্মত হইল না; বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে অভিশম্পাত করিয়া শুনঃশেফকে অগ্নিস্তুতি দুইটী গাথা শিখাইয়া দেন। কুশনির্ম্মিত পবিত্র কাঞ্চী-দাম, রক্তাম্বর, রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে শোভিত হইয়া বলিরূপে (বৈষ্ণব) যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইলে ইনি সেই স্তুতি পাঠ করেন; তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণ মুনি-বটুকে দীর্ঘায়ু করিয়া দেন। বা ৬২

শুনক—ঋচীকের কনিষ্ঠ পুত্র। বা ৬১

কাশ্যপ—কশ্যপ-নন্দন। বিভাণ্ডকের জনক।† বা ৯

কাশ্যপ—পরশুরাম ইঁহাকে পৃথিবী দান করিয়াছিলেন।‡ বা ৭৫

বিভাণ্ডক—কশ্যপ-পুত্র। ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির জনক। বা ৯

ভার্গব—ভৃগুবংশধর। ("পরশুরাম" ও "শুক্রাচার্য্য" দেখ।)

পরশুরাম—("জামদগ্ন্য" দেখ।)

কৌশিক, যবক্রীত, গার্গ্য, গালব, মেধাতিথি-পুত্র কণ্ব—পূর্ব্বদিক্‌বাসী ঋষিগণ।

স্বস্ত্যাত্রেয়, নমুচি, প্রমুচি, অগস্ত্য, অত্রি, সুমুখ, বিমুখ—দক্ষিণদিক্‌বাসী ঋষিগণ।

---

* রামায়ণে মুনির কর্ণবিবর হইতে গঙ্গা নিঃসারিত, উরু হইতে নহে।
† কোন সংস্করণে "কশ্যপ" আছে।
‡ দুই কাশ্যপ একই জন হইতে পারেন।

নৃষদ্গু, কবষী,* **ধৌম্য, কৌষেয়**—পশ্চিমদিক্‌বাসী ঋষিগণ।

বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, সপ্তর্ষিগণ—উত্তরদিক্‌বাসী ঋষিগণ।

রাক্ষসগণের বধসাধন পূর্ব্বক রাম অযোধ্যার রাজ্য অধিকার করিলে, এই সকল মহর্ষিগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছিলেন। উ ১

বুধ, সংবর্ত্ত, চ্যবন, অরিষ্টনেমী, প্রমোদন, দুর্ব্বাসা, কর্দ্দম, পুলস্ত্য, ক্রতু, বষট্‌কার, ওঙ্কার—স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত ইল রাজার পুনরায় পুরুষত্ব বিধানের নিমিত্ত এই সকল ঋষিগণ মিলিয়া মন্ত্রণা করিয়া রুদ্রদেবের আরাধনার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। উ ৯০

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দুর্ব্বাসা, পুলস্ত্য, গর্গ, চ্যবন, ভার্গব, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, দীর্ঘতমা, শক্তি, বামন, বসুপ্রভ, মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গাল্য, গৌতম, অগ্নি-তনয় সুপ্রভ, নারদ, পর্ব্বত—সীতার শপথ-পরীক্ষা দেখিবার নিমিত্ত রামের যজ্ঞ-সভায় ইঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন। উ ৯৬

ভৃগু, আঙ্গিরস, কুৎস, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ—ঋষিগণ। ধর্ম্মপাঠক সচিব; রাম-সভায় থাকিতেন। উ প্র ২

চূলী—ব্রহ্মর্ষি। সোমদা গন্ধর্ব্বকুমারী ইঁহার আরাধনা ও পরিচর্য্যা করিয়া ব্রহ্মদত্ত নামে মানস-পুত্র লাভ করে। বা ৩৩

ব্রহ্মদত্ত—চূলী ব্রহ্মর্ষি কর্ত্তৃক সোমদাকে দত্ত মানস-পুত্র। ইনি কুশনাভ রাজার পবন কর্ত্তৃক বিকৃতাঙ্গী শত কন্যাকে বিবাহ করেন। বা ৩৩

জাবালি—ইনি ভরতের সঙ্গে রামকে ফিরাইতে আসিয়া তাঁহাকে নাস্তিক-ধর্ম্ম শুনাইয়া রামের মত পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা পান,—অবশ্য নিষ্ফল হন। অ ১০৮

মনু—মহর্ষি। ইঁহার চরিত্রশোধক দুই শ্লোক:—"মনুষ্যেরা পাপাচরণ পূর্ব্বক রাজদণ্ড ভোগ করিলে বীতপাপ হয় এবং পুণ্যশীল সাধুর ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। নিগ্রহ বা মুক্তি যেরূপে হউক, পাপী শুদ্ধ হয়; কিন্তু যে রাজা দণ্ডের পরিবর্ত্তে মুক্তি দিয়া থাকেন, পাপ তাঁহাকেই স্পর্শে।" ("রাজবংশ" মধ্যে "মনু" দেখ) কি ১৮

অকারণে কাহারও দণ্ড বিধান কর্ত্তব্য নহে, প্রকৃত অপরাধীর প্রতি যে দণ্ড বিহিত হয় তাহাই রাজার স্বর্গলাভের কারণ হইয়া থাকে। মনু ইক্ষ্বাকুকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন।† উ ৭৯

---

* পাঠান্তর কহষী।

† সম্ভবতঃ ইনি প্রথম অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনু। প্রথম ও সপ্তম মনুতে অনেক স্থলে গোল বাধে। ইক্ষ্বাকুকে উপদেশ দেন যখন, তখন প্রসিদ্ধ সংহিতাকার সপ্তম মনুও হইতে পারেন।

ইধ্মবাহ—অগস্ত্য-ভ্রাতা, ঋষি। বনবাসকালে রাম অগস্ত্য-আশ্রমে যাইবার সময়ে ইঁহার আশ্রমে ও দণ্ডকারণ্যে অতিথি হইয়াছিলেন। আ ১১

শরভঙ্গ—গৌতমগোত্রজাত ধার্ম্মিক মহর্ষি। দণ্ডকারণ্যে ইঁহার আশ্রম ছিল। আ ৫
রাম ইঁহার আশ্রম সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে এক আশ্চর্য্য দেখিতে পান। তথায় স্বয়ং সুররাজ বিরাজমান।* সুররাজ ঋষিকে তাঁহার কঠোর তপোলব্ধ দুর্লভ ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন। ঋষি রামের ন্যায় বিশিষ্ট অতিথিকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্র-সহিত গমন স্থগিত রাখেন। রামকে সমুচিত আতিথ্য করিয়া কহিলেন, "বৎস, বহুসংখ্য লোক আমার আয়ত্ত হইয়াছে; এক্ষণে বাসনা, তুমি তৎসমুদয় প্রতিগ্রহ কর।" রাম কহিলেন, "তপোধন। আমি স্বয়ং তপোবলে দিব্য-লোক সকল আহরণ করিব; সম্প্রতি আপনি আমায় আমার আশ্রয়-স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন।" ঋষিবর রামের অনুরোধ রক্ষা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, তোমার সমক্ষে দেহ বিসর্জ্জন দিব।" এই বলিয়া বহ্নি স্থাপন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেহ ভস্মীভূত হইলে শরভঙ্গ অনলের ন্যায় ভাস্বর-দেহ এক কুমার হইলেন, এবং সহসা বহ্নি মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া সাগ্নিক ঋষিগণের লোক ও দেবলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোক আরোহণ করিলেন। আ ৫

সুতীক্ষ্ণ—দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি। বনে রাম ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তখন ইনি মললিপ্ত পঙ্কক্লিন্ন জটাধারী অবস্থায়। ইনিও রামকে বলেন, "তোমার প্রতীক্ষায় এতদিন সুরলোকে আরোহণ করি নাই; আমি পুণ্যবলে যে সকল উৎকৃষ্ট লোক অধিকার করিয়াছি, তাহার সংবাদ দিবার জন্য আজ দেবরাজ ইন্দ্র আমার আশ্রমে আসিয়াছিলেন। আমি বলি, তুমি পত্নী ও ভ্রাতার সহিত সেই সকল লোকে গিয়া বিহার কর।" রাম আপন তপোবলে ঐ সকল লোক অধিকার করিবেন জানাইয়া তাঁহাকে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে অনুরোধ করিলে ঋষি তাহা করিয়া পরে রামকে অগস্ত্যের আশ্রম-পথ দেখাইয়া দেন। আ ৭

মতঙ্গ—বনবাসকালে রাম ইঁহার আশ্রমে আসিয়াছিলেন। শবরী শ্রমণা ইঁহার শিষ্যদিগের পরিচারিকা ছিল। ("মতঙ্গ-আশ্রম" দেখ) আ ৭৪
ইঁহার শাপ-ভয়ে ঋষ্যমূক পর্ব্বত বালীর অগম্য ছিল। কি ১১

কণ্ব—চিত্রকূটের অদূরে এই ঋষির আশ্রম ছিল। রাম চিত্রকূটে বাস করিতে থাকিলে

---

* খর ও চতুর্দ্দশ রাক্ষস নিহত হইলে ঋষিগণ রামকে কহিলেন, "এই নিমিত্ত সুররাজ শরভঙ্গাশ্রমে আসিয়াছিলেন, এই কারণেই মুনিগণ আশ্রম দর্শন প্রসঙ্গে তোমাকে এখানে আনিয়াছিলেন।" আ ৩০

রাক্ষসগণ তত্রত্য ঋষিগণের উপর বেশী করিয়া উৎপাত আরম্ভ করিল; তাহাতে ঋষিরা সরিয়া এই মুনির আশ্রমে যাইবেন স্থির করেন। অ ১১৬

স্থূলশিরা—ঋষি। ইঁহার শাপ-প্রভাবে দনু নামক দানব রাক্ষস হইয়া যায়। এই রাক্ষস পরে কবন্ধ হয়। আ ৭১

ধর্ম্মভৃত—দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি। ইনি রামকে পঞ্চাপ্সর সরোবর বৃত্তান্ত কহিয়াছিলেন। আ ১১

মাণ্ডকর্ণী—পঞ্চাপ্সর সরোবরের সৃষ্টিকর্ত্তা ঋষি। আ ১১

কোন সময়ে এই ঋষি দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিতেছিলেন; অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ তাহাতে আপন পদচ্যুতির আশঙ্কা করিয়া ঋষির তপোবিঘ্ন জন্মাইবার জন্য পাঁচটী অপ্সরাকে নিযুক্ত করিলেন; তাহারা মুনির মন ভুলাইয়া তাঁহাকে সংসারী করিয়া ফেলে। ঋষিবর সরোবরমধ্যে গুপ্তগৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এই পঞ্চ সুন্দরীর সঙ্গে রঙ্গ-রসে গীতবাদ্য আমোদে কালাতিবাহন করিতেন। পঞ্চাপ্সর সরোবর-মধ্য হইতে সঙ্গীত-ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, অথচ তথায় জন প্রাণীর সম্পর্ক নাই,—দেখিয়া রাম বিস্মিত হইয়াছিলেন। আ ১১

মধুচ্ছন্দা—বিশ্বামিত্র-পুত্র।* শুনঃশেফের প্রতিনিধি হইতে পিতার আদেশ মানেন নাই। বা ৬২

মাণ্ডব্য—মহর্ষি। ইনি এক ঋষিপত্নীকে বিধবা হইতে অভিশাপ দেন; অত্রিপত্নী অনসূয়া প্রতিশাপে দশ রাত্রি এক রাত্রিতে পরিণত করিয়া শাপের তীক্ষ্ণতা কমাইয়া দেন। অ ১১৭

কণ্ডু—মহর্ষি। অধর্ম্ম জানিয়াও পিতৃ-আজ্ঞায় গো-বধ করেন।† অ ২১

কণ্ডু—ঋষি। ইঁহার দশ বৎসরের একটি পুত্র ছিল, অরণ্যে তাহার মৃত্যু হয়; তাহাতে কণ্ডু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমগ্র বনকে অভিসম্পাত করেন; তদবধি ঐ স্থানের বৃক্ষের ফল পুষ্প বা পত্র নাই, নদী শুষ্ক, পদ্মের বিকাশ নাই, মূল সুলভ নয়, পশু পক্ষী দৃষ্ট হয় না; ভূমি জলশূন্য, জনশূন্য। কি ৪৮

কণ্ডু—মহর্ষি কণ্বের পুত্র। ইঁহার গাথা;—"যদি শত্রু কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাগত হয়, তবে ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তাহাকে অভয় দান করা কর্ত্তব্য। শত্রু ভীত বা গর্ব্বিত হউক, অন্যের পীড়নে শরণাপন্ন হইলে প্রাণপণে তাহাকে রক্ষা করা ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি কেহ ভয় মোহ বা ইচ্ছাক্রমে শরণাগতকে সাধ্যমত রক্ষা না করে তবে লোকে গর্হিত পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। যদি রক্ষাকর্ত্তার সমক্ষে শরণাগত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, তবে তাহার সকল পাপ রক্ষাকর্ত্তাতে বর্ত্তিয়া থাকে।" ল ১৮

---

* মধুস্পন্দের নামান্তর ?

† তিন স্থলে কণ্ডু নাম আছে, একই জন হইতে পারেন।

নিশাকর—উগ্রতপা মহর্ষি*। পূর্ব্বে বিন্ধ্যাচলে ইঁহার এক আশ্রম ছিল। সম্পাতি দেখিয়াছিলেন। কি ৬১

রাম-রাবণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়া দগ্ধপক্ষ গৃধ্ররাজকে আশ্বাসিত করিয়া ইনি বর দিয়াছিলেন। কি ৬৩

সপ্তজন—ঋষ্যমূক হইতে কিষ্কিন্ধ্যা যাইতে পথে এক বন; তন্মধ্যে এক সুবিস্তীর্ণ আশ্রম। এই স্থানে এই নামে ব্রত-পরায়ণ কঠোর-তপা সাতজন ঋষি ছিলেন। তাঁহারা অধঃ-শিরা হইয়া থাকিতেন, এবং নিয়ত জলমধ্যে শয়ন ও সাতদিন অন্তর বায়ু ভক্ষণ করিতেন। এই বনে গার্হপত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নি জ্বলিত। কি ১৩

অষ্টাবক্র, কহোড়—ঋষি। সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে স্বর্গগত দশরথ রামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, "অষ্টাবক্র দ্বারা যেমন কহল ব্রাহ্মণ সদ্গতি লাভ করিয়াছিলেন, তোমা হেন পুত্র দ্বারা আমি তদ্রূপ সদ্গতি পাইয়াছি।" ল ১২০

গালব—ঋষি। রাবণ ও মান্ধাতায় বিষম যুদ্ধ হইতেছিল, ইনি ও পুলস্ত্য মিটাইয়া দেন। উ প্র ৩

পর্ব্বত—দেবর্ষি। রাবণ দিগ্বিজয়কালে চন্দ্রলোক জয়ে যাইতেছিলেন; পথে রথারূঢ় নানা দিব্য পুরুষকে দেখিতে পান; পর্ব্বত মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হন;—তাহারা কেহ তপঃফলভোগী—সোমরস পান করিয়া অপ্সরা কর্ত্তৃক চুম্বিত হইতে হইতে যাইতেছিলেন†; কেহ বা সম্মুখ সমরে পতিত যোদ্ধা; কেহ দাতা; সকলে স্বর্গলোকে চলিয়াছেন। উ প্র ৩

রাবণ এই ঋষিকে আপন উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা জিজ্ঞাসিলে ইনি রাজা মান্ধাতার নাম উল্লেখ করেন। উ প্র ৩

নারদ ও পর্ব্বত—দুই ব্রাহ্মণ। অর্থী হইয়া রাজদ্বারে আসিয়া রাজার সাক্ষাৎ না পাওয়াতে নৃগ রাজাকে শাপ দিয়াছিলেন। উ ৫৪

ভরদ্বাজ—বাল্মীকির শিষ্য। শ্লোকোৎপত্তিকালে ইনি রামায়ণ কবির নিকটে ছিলেন। বা ২ (ইনি অবশ্য প্রসিদ্ধ ভরদ্বাজ ঋষি নহেন।)

মহোদয়‡—ঋষি। ত্রিশঙ্কু ভূপতির বিশ্বামিত্র-সম্পাদিত যজ্ঞে ইনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই; তজ্জন্য বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন। বা ৫৯

সম্বর্ত্ত—বৃহস্পতির সহোদর ভ্রাতা। মরুত্ত রাজার পুরোহিত। উ ১৮

---

* এক স্থলে আছে রাজর্ষি। কি ৬৩, ১০

† ইঁহাদের মধ্যে একজন এমনভাবে অপ্সরাসেবিত হইয়া যাইতেছিলেন যে, রাবণও দেখিয়া বলেন, "নির্লজ্জ!" উ প্র ৩

‡ Griffith বলেন, এটা বশিষ্ঠের নামান্তর—যদিও অপর কোন সর্গে বশিষ্ঠের এ নাম নাই।

রাবণের আহ্বানে যজ্ঞদীক্ষিত রাজা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন, ইনি যাইতে দেন নাই। উ ১৮

ইল রাজার পুরুষত্ব বিধানের পরামর্শে ইনিও ছিলেন। উ ৯০

বামদেব—দশরথ রাজার কুল-পুরোহিত। বশিষ্ঠ ও বামদেব দশরথের সর্ব্বপ্রধান ঋত্বিক্। বা ৭

মৌদ্গল্য ও বামদেব—ইঁহারা এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ দশরথ রাজার অন্তিম-কার্য্য সম্পাদনার্থ সমবেত হইয়াছিলেন। অ ১৭

সুযজ্ঞ—বশিষ্ঠ-তনয় ঋষি। বনগমনকালে রাম ইঁহাকে নানাবিধ আভরণ, বস্ত্রাদি এবং স্বীয় শত্রুঞ্জয়নামক হস্তী দান করিয়া যান। অ ৩১, ৩২

সুধন্বা—অমন্ত্র ও সমন্ত্রক শর প্রয়োগ করিতে সমর্থ, অর্থশাস্ত্রবিৎ উপাধ্যায়। ভরতের নিকট হইতে বনে রাম ইঁহার সংবাদ লইয়াছিলেন। অ ১০৯

শতানন্দ—গৌতম-অহল্যার পুত্র। জনক রাজর্ষির কুল-পুরোহিত। বা ৫১, ৫০

কাঞ্চন—মথুরায় শত্রুঘ্নের পুরোহিত। উ ১০৮

সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, মার্কণ্ডেয়, কাত্যায়ন—ঋষি। দশরথ রাজার মন্ত্রিগণ। বা ৭

কর্দ্দম—প্রজাপতিগণের মধ্যে ইনিই প্রথম। আ ১৪

ইল রাজা ইঁহার পুত্র। ইলের পুরুষত্ব বিধানের জন্য ইনি অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। উ ৯০

প্রজাপতি, কর্দ্দম, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, মহাবল, বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, প্রচেতাঃ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমি ও কশ্যপ। আ ১৪

ত্রিজট—গর্গগোত্রসম্ভূত পিঙ্গলমূর্ত্তি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ইনি বনমধ্যে ভূমি খনন দ্বারা দিনপাত করিতেন। রাম বনগমনকালে ধন বিতরণ করিতেছেন শুনিয়া ইনি কিঞ্চিৎ ভিক্ষার্থ আগমন করেন; রাম বলেন, "তুমি যতদূর তোমার দণ্ডকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিতে পারিবে, ততদূর যত ধেনু থাকিবে, তোমার।" ব্রাহ্মণ ছিন্ন সাটী কটিতে জড়াইয়া এমন জোরে ফেলিলেন যে সেটা সরযূর অপর পারে পঁহুছিল। সে স্থান পর্য্যন্ত যত ধেনু ছিল, সমস্তই সেই ব্রাহ্মণ পাইলেন। অ ৩২

সর্ব্বার্থসিদ্ধ—এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। রাম-রাজত্বকালে ইনি পথে এক কুক্কুরকে প্রহার করেন। কুক্কুর আসিয়া রামের নিকট অভিযোগ করিল। রাম ব্রাহ্মণকে আনাইয়া তাহাকে দণ্ড দিতে যান; ঋষিগণ ও মন্ত্রী সকল নিবারণ করিয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ দণ্ডনীয় নহেন।" কুক্কুর বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,

দোষীকে অমনি ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। আমার প্রতি যদি আপনার কৃপা থাকে, তবে এই ব্রাহ্মণকে কুলপতি পদ প্রদান করুন এবং উঁহাকে কালঞ্জরের অধ্যক্ষ করিয়া পাঠান। শত্রুর প্রতি শাস্তির পরিবর্ত্তে এমন পুরস্কার প্রার্থনার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে কুক্কুর কহিল, "আমি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম, সকল সৎকর্ম্ম করিয়াও এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। পুত্র পশু ও বান্ধবের সহিত যাহাকে নরকে নিপাতিত করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহাকেই দেবতা ব্রাহ্মণ ও গো-সেবায় নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।" উ প্র ২

অন্ধক—অন্ধ-তাপস। শব্দভেদী রাজা দশরথ ভ্রমক্রমে ইঁহার এক মাত্র অবলম্বন পুত্রটিকে শরাঘাতে সংহার করেন। বৃদ্ধ মুনি দশরথকে, "তোমারও বৃদ্ধ বয়সে পুত্র-বিরহ-শোকে মৃত্যু হইবে" অভিশাপ দিয়া সস্ত্রীক চিতারোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করেন। ("দশরথ প্রতি অভিশাপ" দেখ।) অ ৬৩, ৬৪

কুলপতি—("সর্ব্বার্থসিদ্ধ" দেখ।) উ প্র ২

এক তপোবৃদ্ধ জরা-জীর্ণতাপস রামের চিত্রকূট-বাসকালে সদলে রক্ষোভয়ে পলায়ন করেন। অ ১১৬

ঋষিপত্নীগণ।

শবরী—(শ্রমণা) ত্রিকালজ্ঞা বৃদ্ধা তাপসী। ইনি এককালে মতঙ্গ-আশ্রমস্থ মুনিদিগের পরিচারিকা ছিলেন। দণ্ডকারণ্যে রামের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে আতিথ্যে তৃপ্ত করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া অগ্নিকুণ্ডে দেহ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক মহর্ষিলোকে প্রস্থান করেন। আ ৭৪

অদিতি—কশ্যপ মহর্ষির পত্নী। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। সুরগণ-জননী। আ ১৪

ইঁহার গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও অশ্বিনীকুমারযুগল, এই তেত্রিশটী দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। আ ১৪

বিষ্ণু বামনরূপে ইঁহাকে জননীত্বে বরণ করিয়াছিলেন। বা ২৯

দিতি—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। দৈত্যগণের জননী। আ ১৪

মরুৎগণও ইঁহার গর্ভে জাত। বা ৪৬

দনু—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। অশ্বগ্রীবের জননী। আ ১৪

কালকা—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। নরক ও কালকের জননী। আ ১৪

অনলা—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। পবিত্র বৃক্ষ সকল ইঁহার সন্তান। আ ১৪

মনু—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। ইঁহা হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি।* মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, চরণ হইতে শূদ্র জন্মে। আ ১৪

তাম্রা—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। ইঁহার পঞ্চ দুহিতা:—ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী, শুকী। আ ১৪

ক্রোধবশা—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। ইঁহার দশ দুহিতা:—মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভি, কদ্রু, সুরসা। আ ১৪

অরুন্ধতী—বশিষ্ঠ মহর্ষির পত্নী। পতিব্রতাগণের অগ্রগণ্যা। দেবগণ সীতাকে ইঁহার সহিত তুলনা করিতেন। আ ১৩

লোপামুদ্রা—অগস্ত্য-পত্নী।

সুকন্যা—চ্যবন-পত্নী।

শ্রীমতী—কপিল-পত্নী। সতী সাধ্বীর উদাহরণ-স্থল। সীতা ইঁহাদিগের সহিত উপমিত। সু ২৪

জয়া ও সুপ্রভা†—দক্ষ-দুহিতা। প্রজাপতি কৃশাশ্বের সহযোগে ইঁহারা একশত অস্ত্র প্রসব করেন। বা ২১

জয়া বরলাভ করিয়া অসুর সংহারার্থ অদৃশ্যরূপ পঞ্চাশত এবং সুপ্রভা "সংহার" নামক পঞ্চাশৎ উৎকৃষ্ট শর প্রসব করিয়াছিলেন। বা ২১

বোধ হয় এইগুলি প্রথমতঃ ত্রিপুরারির হস্তগত হয়, তাঁহার নিকট হইতে বিশ্বামিত্র, পরে রামচন্দ্র প্রাপ্ত হন। বা ২৬

ভৃগু-পত্নী—দেব ও অসুরগণের সংগ্রামকালে দৈত্যগণ দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ভৃগুপত্নীর আশ্রয় গ্রহণ করে; ভৃগুপত্নী তাহাদিগকে অভয়দান করিলে তাহারা নির্ভয়ে তথায় বাস করিয়াছিল। সুরেশ্বর হরি দৈত্যদিগকে ভৃগুপত্নী কর্ত্তৃক পরিগৃহীত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ চক্র দ্বারা ঋষিপত্নীর মস্তক ছেদন করেন। ভৃগু এই কারণে বিষ্ণুকে শাপ দেন। উ ৫১

মহর্ষি শুক্রের জননী পতি-পরায়ণা ভৃগুপত্নী অসুরগণের অনুরোধে ইন্দ্রের নিধন কামনা করিয়াছিলেন; বিষ্ণুই তাঁহাকে বিনাশ করেন। বা ২৯

অনসূয়া—অত্রি মুনি-পত্নী। কঠোর তপস্যাবলে দেব ঋষির শুভ কল্পে অদ্ভুত কর্ম্মকারিণী পতিব্রতা বৃদ্ধা তপস্বিনী। অ ১১৭

বনবাসকালে রাম সহ সীতা ইঁহাদের আশ্রমে উপস্থিত হইলে ইনি দেবীকে পাতিব্রত্য

---

* গৌড় সংস্করণ রামায়ণে মনু ও অনলা নাম নাই, তৎস্থলে বলা ও অতিবলা আছে।

† সুপ্রভা নাম কোন কোন গ্রন্থে "বিজয়া" আছে।

ধর্ম্মে উপদেশ দিয়া দিব্য মাল্য, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, আভরণ ও আশ্চর্য্য অঙ্গরাগ অনুলেপন উপহার দিয়াছিলেন; এই সকল বস্তুর অদ্ভুত গুণ, ব্যবহার করিলেও ম্লান হয় না। অ ১১৮
দশ বৎসর অনাবৃষ্টি প্রভাবে লোক সকল নিরন্তর দগ্ধ হইতেছিল, তৎকালে ইনি ফল মূল সৃষ্টি করেন এবং আশ্রমমধ্যে গঙ্গাকেও প্রবাহিত করিয়া দেন। মাণ্ডব্য ঋষি এক ঋষিপত্নীকে বিধবা হইতে অভিশাপ দেন; ইনি প্রতিশাপে দশ রাত্রি এক রাত্রিতে পরিণত করিয়া শাপের তীক্ষ্ণতা হ্রাস করেন। অ ১১৭

স্বয়ংপ্রভা—মেরুসাবর্ণি ঋষির কন্যা। ময়দানবের প্রণয়িণী হেমা-অপ্সরার প্রিয়সখী। কি ৫০
হেমার অনুরোধে ইনি ময়দানবের আশ্চর্য্য পুরী রক্ষা করিতেন; সীতান্বেষণে রত হনুমানাদির সহিত সেইখানে সাক্ষাৎ হয়। কি ৫০, ৫৩

রেণুকা—জমদগ্নি-পত্নী। পরশুরামের জননী। পিতার আজ্ঞায় পরশুরাম ইঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। অ ২১

সত্যবতী—ঋচীক ঋষির পত্নী। বিশ্বামিত্রের ভগিনী। শুনঃশেফের জননী। বা ৩১, ৬১
সশরীরে স্বর্গারোহণের পর লোকের হিত-কামনায় স্রোতস্বতীরূপে হিমাচল হইতে প্রবাহিত;—সেই অবধি ইঁহার নাম "কৌশিকী।" বা ৩৪

দেববর্ণিনী—ভরদ্বাজ ঋষির কন্যা। বিশ্রবার পত্নী। কুবেরের জননী। উ ৩

অরজা—শুক্রাচার্য্যের কন্যা। দণ্ড রাজা বল পূর্ব্বক ইঁহার কুমারীত্ব নষ্ট করেন। উ ৮০
এই কারণে শুক্র-শাপে দণ্ড-রাজ্য দণ্ডকারণ্য হইয়া যায়। উ ৮১

অহল্যা—গৌতম মুনির পত্নী। শতানন্দের জননী। বা ৫১
ইনি বড় রূপসী ছিলেন; সুররাজ ইন্দ্র একদা ইঁহার স্বামীর অনুপস্থিতিকালে আসিয়া ইঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করেন। অহল্যা শচীপতিকে চিনিতে পারিয়াও অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। বা ৪৮
স্বকার্য্য সাধনানন্তর ইন্দ্র যখন প্রস্থান করিতেছেন, পথে মুনি দেখিতে পান; সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সুরপতিকে অভিশাপ দিলেন; তাহাতে তিনি বৃষণহীন। বা ৪৮
অহল্যাকে অভিশাপ দিলেন, "তোরে এই আশ্রমে অন্যের অদৃশ্যা* হইয়া ভস্মরাশিতে শয়ন এবং বায়ু মাত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক কালযাপন করিতে হইবে। স্বকৃত কার্য্যের জন্য তোর অনুতাপের পরিসীমা থাকিবে না। এইরূপে বহুসহস্র বৎসর অতীত হইয়া যাইবে। এক সময়ে দশরথ-নন্দন রাম এই বনে আগমন করিবেন; তুই লোভ মোহের বশবর্ত্তিনী না হইয়া তাঁহার আতিথ্য করিবি; তদ্দ্বারাই তোর এই শাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং তুই পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আমার সহিত সম্মিলিত হইবি।" বা ৪৮
তাড়কাবধের পর মিথিলা আসিবার কালে রাম গৌতম-আশ্রমে উপস্থিত হন। বা ৪৮

* লোকালয়ে মুখ না দেখাইয়া কঠোর ব্রহ্মচারিণী হইয়াছিলেন; একেবারে পাষাণ হন নাই।

রামের আগমনে সকলে অহল্যাকে পুনরায় দেখিতে পাইল। তাহার শাপ ঘুচিল। তখন জমদগ্নির সহিত রেণুকার ন্যায় পতির সহিত মিলিতা হইয়া ঋষি-সুন্দরী তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। বা ৪৯

বৈরূপ্যের নাম হল। বৈরূপ্য হইতে যাহা উদ্ভূত, তাহা হল্য; এই স্ত্রীর হল্য বা বিরূপতা আদৌ ছিল না, সেই হেতু নাম অহল্যা। উ ৩০

ইনিই সৃষ্টিকর্ত্তার প্রথম স্ত্রী সৃষ্টি। সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি ইঁহাকে গৌতমের হস্তে সমর্পণ করেন। দেবতাগণের ইঁহার উপর লোভ ছিল। দেবরাজ সুবিধা পাইয়া গৌতম-আশ্রমে তাঁহাকে দূষিত করেন। মহর্ষি গৌতম জানিতে পারিয়া ইন্দ্রকে অভিসম্পাত করেন—তাহাতে সুররাজকে শত্রুর (মেঘনাদের) বন্দিত্ব স্বীকার করিতে হয়। উ ৩০

অহল্যাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঋষি কহিলেন, "দুর্ব্বিনীতে, তুই আমার এই আশ্রমে বিরূপ হইয়া থাক্; তুই যখন রূপ-যৌবনসম্পন্না হইয়া এইরূপ চপলস্বভাব হইয়াছিস্, তখন এই জীবলোকে তোর ন্যায় অনেকেই রূপবতী হইবে। অতঃপর কেবল তুই আর রূপবতী থাকিবি না। যখন কেবল তোর রূপে ইন্দ্রের এইরূপ চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তখন এই প্রকার রূপ সকল লোকই অধিকার করিবে সন্দেহ নাই।" তদবধি সকলেই সমধিক রূপবান্। মনুষ্যরূপী স্বয়ং বিষ্ণু রামের আগমনে শাপ-মুক্তি কহিয়া দিয়া গৌতম প্রস্থান করিলেন; অহল্যাও অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।* উ ৩০

দেবযানী—শুক্রাচার্য্যের কন্যা। ইনি যযাতি রাজার মহিষী হইয়াছিলেন। উ ৫৮

রাজা ইঁহাকে প্রেয়সী করেন নাই বলিয়া ইঁহার অভিযোগে ঋষি রাজাকে শাপ দেন; তাহাতে যযাতি অকালে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। উ ৫৮

বেদবতী—বৃহস্পতি-পুত্র কুশধ্বজ ব্রহ্মর্ষির কন্যা। উ ১৭

সত্যযুগে দশানন বিচরণ করিতে করিতে হিমালয় সন্নিহিত এক কাননে কৃষ্ণাজিনপরিধানা জটাধারিণী তপোরতা এই ঋষিকন্যাকে দেখিতে পান। ইনি রাবণকে আত্মপরিচয় কহিলেন, পিতা আমাকে বিষ্ণুর হস্তে সমর্পণ করিতে বাসনা করেন; পিতা শুম্ভ নামক দৈত্যরাজ কর্ত্তৃক হত হইলে মাতা স্বামীর মৃতদেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক অগ্নি-প্রবেশ করিলেন। আমি তদবধি নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করিব এই উদ্দেশে তপশ্চরণ করিতেছি। রাবণ ইঁহার রূপ দেখিয়া কামান্ধ হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া ইঁহাকে হস্তগতা করিতে চেষ্টা করে; তাহাতে নিষ্ফল হইলে ইঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক বলপ্রকাশে প্রয়াস পাইল। তখন ইনি স্বহস্তে সেই কেশরাশি ছেদন করিয়া অপমান

---

* অহল্যা-সংবাদ এক রামায়ণে দুই স্থানে দুই প্রকার—সমগ্র রামায়ণ এক হাতের রচনা নয়—ইহা একটা প্রমাণ।

হেতু প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে রাবণকে বলিয়া যান, "পাপিষ্ঠ, তোর দ্বারা বনমধ্যে আমি ধর্ষিত হইলাম, অতএব তোর বধের জন্য আমি কোন ধার্ম্মিকের অযোনিজা কন্যা হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিব।" উ ১৭

সত্যযুগের এই বেদবতীই ত্রেতায় জনকরাজের কন্যারূপে উৎপন্না হইয়া রাম-ভার্য্যা হইয়াছিলেন। উ ১৭

অগস্ত্য রামকে কহেন, "এই বেদবতী মর্ত্ত্যলোকে হলকর্ষিত ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইবেন।" উ ১৭

দৈত্যগণ।

বলি—বিরোচন-পুত্র। দৈত্যরাজ। হিরণ্যকশিপুর পৌত্র। উ প্র ৯

আপন প্রভাবে ত্রিলোক জয় করিয়া দেবগণকে ত্রস্ত করিয়া তুলেন। দেবগণের মিনতিতে নারায়ণ বামনরূপ ধারণ করিয়া বলিকে ছলনা করিয়া ত্রিলোক উদ্ধার করেন। ত্রিপাদ-ভূমি ভিক্ষা চাহিয়া পাদত্রয়ে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন। বা ২৯

রসাতল বিজয় করিবার কালে রাবণ বিচরণ করিতে করিতে দৈত্যরাজ বলির আলয়ে উপস্থিত হন। উ প্র ১

আলয়ে প্রবেশকালে দ্বারদেশে এক চন্দ্র-মৌলি শ্মশ্রুধারী* প্রকাণ্ড দেহ লৌহ-মুষলহস্ত ভীষণ কৃষ্ণকায় পুরুষকে দেখিতে পান। তাঁহার অনুমতি লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে বলি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম নৃসিংহমূর্ত্তি প্রভৃতির কথা শুনাইয়া পিতামহ হিরণ্যকশিপুর কুণ্ডল দেখাইয়া জানাইলেন—তাঁহার যে দ্বারী তিনিই হরি। রাবণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন; দ্বারী কিন্তু অন্তর্দ্ধান করিলেন। বলি রাবণকে বলেন, "এই নারায়ণ হরিই অনন্ত, কপিল, জিষ্ণু, নৃসিংহ, ক্রতুধামা, সুধামা, পাশহস্ত, বলদেব।" উ প্র ১

বিরোচন—দানব। বলি রাজার পিতা। ইঁহার কন্যা মন্থরা ইন্দ্র কর্ত্তৃক হত। বা ২৯, ২৫

হিরণ্যকশিপু—বলি দৈত্যের পিতামহ। উ প্র ১

কি জল কি স্থল কোন স্থানে কোন অস্ত্র দ্বারা ইঁহার মৃত্যু বিহিত হয় নাই। বিষ্ণু নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রোড়ে রাখিয়া নখর প্রহারে ইঁহার মৃত্যু বিধান করেন। উ প্র ১

ইনি ইন্দ্র হইতে নিজ ভার্য্যা লাভ করিয়াছিলেন। সু ২০

---

* বিষ্ণুর অভিনব মূর্ত্তি; কৃষ্ণকায় না হইলে রুদ্র বলা চলিত।

মধু, কৈটভ—নারায়ণের কর্ণমল হইতে উৎপন্ন মহাবীর্য্য দানবদ্বয়। উ ৫৯

যোগনিদ্রারত বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে সমুত্থিত ব্রহ্মা স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টি মানসে মহাতপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন; এই দুই ঘোররূপী দানব জন্মিয়াই সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি ধাবমান হইল; প্রজাপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সেই চীৎকারে মধুসূদনের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ইহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া চক্র দ্বারা ইহাদিগকে বিনাশ করেন।

মধুকৈটভের মেদে পৃথিবী প্লাবিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার এক নাম মেদিনী। উ ৫৯

মধুকৈটভের অস্থিসমূহে এই পৃথিবী পর্ব্বত-সমন্বিতা। উ ১০৪

নরক—অসুর। বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত। বরাহ-পর্ব্বতে এই দুষ্ট বাস করিত। উ প্র ১, কি ৪২, ল ৬৯

হয়গ্রীব ও পঞ্চজন—দুই দানব। ইহাদিগকে বধ করিয়া বিষ্ণু শঙ্খ (পাঞ্চজন্য?) ও চক্র (সুদর্শন?) আহরণ করেন। কি ৪২

হয়গ্রীব শ্বেতাশ্বতরীরূপিণী শ্রুতিকে আনিয়াছিলেন। কি ১৭

অশ্বগ্রীব—কশ্যপ-পত্নী দনুর পুত্র। আ ১৪

নরক ও কালক—কশ্যপ-পত্নী কালকার পুত্র। আ ১৪

ত্রিপুর—অসুর। রুদ্র কর্ত্তৃক নিহত। বা ৭৪

প্রসিদ্ধ হরধনু যাহা রাম ভঙ্গ করেন, সুরগণ উহা সংগ্রামার্থী ভগবান্ ত্র্যম্বককে ত্রিপুরাসুর সংহারের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। বা ৭৫

অন্ধক—অসুর। শ্বেতারণ্যে রুদ্রের নেত্রজ্যোতিতে ভস্মীভূত। আ ৩০

তারক—অসুর। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক নিহত। ল ৪

বল—অসুর। ইন্দ্রের অশনি দ্বারা ছিন্ন হয়। এই জন্য ইন্দ্রের এক নাম "বলভিৎ।" আ ৩০

বৃত্র—পরম ধার্ম্মিক অসুররাজ।* উ ৮৪

সুসমৃদ্ধ রাজ্য যথাধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক পুত্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুদুষ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। ইন্দ্র ইহাতে ভয় পাইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন। বিষ্ণু ইন্দ্রকে অসুরের বধোপায় বলিয়া দেন। উ ৮৫

ইন্দ্র তপোরত বৃত্রের মস্তকে বজ্র হানিয়া তাহাকে নিধন করেন। (যুদ্ধে বৃত্রের এক হস্ত ছিন্ন হইলে একমাত্র হস্তে ইনি বহুকাল যুঝিয়াছিলেন।) সু ২১

বৃত্র নিহত হইলে, তপোরত অসুরকে বধ করা অন্যায় হইয়াছে ভাবিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা ভয়ে লোকালোক পর্ব্বতের পরবর্ত্তী নিরবচ্ছিন্ন তমোময় প্রদেশে পলায়ন করিলেন। উ ৮৫

ব্রহ্মহত্যা পাপ সেখানে গিয়াও তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। পরে দেবগণের

* বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিয়াছিলেন, "আমি পূর্ব্ব হইতে বৃত্রাসুরের সহিত সৌহৃদ্যে বদ্ধ আছি। আমি স্বহস্তে তাহাকে বিনাশ করিব না।" উ ৮৫

মিনতিতে বিষ্ণু ইন্দ্রকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার পরামর্শ দেন; তাহা করিয়া সুররাজ পরিত্রাণ পান। উ ৮৬

মধুরেশ্বর—অসুর। বৃত্রাসুরের পুত্র। উ ৮৪

নমুচি—ইন্দ্র এই অসুরের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া বজ্রপ্রহারে ইহাকে নিহত করেন। আ ৬০

অনুহ্লাদ—অসুর (?) শচীকে হরণ করে। ইন্দ্র ইহাকে বিনাশ করেন। কি ৩৯

শম্বর (তিমিধ্বজ)—অসুর। ইন্দ্র কর্তৃক নিহত। ল ৬৯

এই মায়াবী অসুরের সহিত দেবগণের সংগ্রামে ইন্দ্রসখা দশরথ সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন; মহিষী কৈকেয়ী সঙ্গে ছিলেন। অ ৯

কালনেমি, সংহ্রাদ, রাধেয়, বহুমায়ী, লোকপাল, যমল, অর্জ্জুন, হার্দ্দিকা, শুম্ভ, নিশুম্ভ, জম্ভ, নিসন্দি, ধূমকেতু, বাণ, দনু, শুক, শম্ভু, প্রাহ্লাদি, কুট, মুদু, কংস, নরক, নমুচি, বল, পুর, বৃত্র, বলী—দৈত্য দানব অসুরগণ। বিষ্ণু ও ইন্দ্র কর্তৃক পরাজিত বা নিহত। উ প্র ১

বাণ—অসুররাজ। লঙ্কা বিধ্বংসকারী হনুমান্‌কে রাবণ ইহার সহিত উপমিত করিয়াছিলেন।

শাম্বসাদন—অসুর। হনুমানের পিতা কেশরী বানররাজ কর্তৃক নিহত। সু ৩৫

বৃষপর্ব্বা—দৈত্যরাজ (?), যযাতি-মহিষী শর্ম্মিষ্ঠার পিতা। দিতি-পুত্র। উ ৫৮

ইল্বল-বাতাপি—দুই অসুর। ইল্বল বিপ্রবেশ ধারণ ও সংস্কৃত উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত; এবং মেষরূপী বাতাপিকে পাক করিয়া উহাদিগকে আহার করাইত। বিপ্রগণের আহার সম্পন্ন হইলে ইল্বল বাতাপিকে ডাক দিত; বাতাপি উহাদিগের দেহ ভেদ পূর্ব্বক মেষবৎ রবে বহির্গত হইত। এইরূপে উহারা অনেক ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিয়াছিল। মহর্ষি অগস্ত্য একদা সুরগণের অনুরোধে বাতাপিকে ভক্ষণ করেন; মুনি-জঠরে অসুর জীর্ণ হইয়া গেল। ইল্বল ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া ঋষির প্রতি ধাবমান হয়; অচিরেই তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম হইয়া যায়। আ ১১

নিবাত কবচ—রসাতলবাসী দৈত্যগণ। পাতাল বিজয় করিতে গিয়া রাবণ ইহাদের সহিত বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধ করিলেন, কোন পক্ষের জয় পরাজয় হইল না। অবশেষে ব্রহ্মা আসিয়া দুই দলে সদ্ভাব করাইয়া দিলেন। মিত্রতা নিবন্ধন আনুগত্য করিয়া দশানন এখান হইতে একশত মায়া লাভ করেন। উ ২৩

কালকেয়—দৈত্যগণ। রাবণ ইহাদিগকে পাতালে পরাজিত করেন। উ ২৩

বিদ্যুজ্জিহ্ব—কালকেয়বংশসম্ভূত দানবরাজ। উ ১২

রাবণ ইহাকে ভগিনী (সূর্পণখা) সম্প্রদান করিয়াছিলেন। পাতাল বিজয়কালে শ্যালক ইঁহাকে বধ করেন। উ ২৩

জম্ভ—দৈত্য (?) তাড়কাপতি সুন্দের পিতা। বা ২৫

সুন্দ—দৈত্য। জম্ভনন্দন। তাড়কার পতি—অগস্ত্য কর্তৃক নিহত। বা ২৫

উপসুন্দ—সুবাহু রাক্ষসের পিতা। বা ২০

ময়—দিতি-পুত্র মায়াবী দানব। মন্দোদরীর পিতা। রাবণের শ্বশুর। উ ১২

দানবমধ্যে বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া খ্যাত। কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার বরে শিল্পজ্ঞান অধিকার পূর্ব্বক মায়াবলে ভূমধ্যে স্বর্ণের বন ও দিব্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া হেমা নাম্নী অপ্সরার সহিত বাস করিতেন। সুররাজ বজ্র দ্বারা ময়কে বিনাশ করেন। ব্রহ্মা হেমাকে ময়ের আশ্চর্য্য পুরী প্রদান করিলেন :—এখানে স্বর্ণের বৃক্ষ—মূলে বৈদূর্য্যময় বেদী, স্বর্ণের মৎস্য সরোবরে ক্রীড়া করিত। বৈদূর্য্য খচিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের সপ্ততল গৃহ—উহাতে স্বর্ণের গবাক্ষ মুক্তাজালে আবৃত থাকিত। কি ৫০

হেমা অপ্সরার সহযোগে ইঁহার মায়াবী ও দুন্দুভি নামে দুই পুত্র ও মন্দোদরী কন্যা জন্মে। উ ১২

রাবণ মৃগয়ায় গিয়া একদা সকন্যা ইঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন। দৈত্যেন্দ্র রাক্ষসরাজের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কর দ্বারা কন্যার পাণিগ্রহণ করাইয়া হাস্যমুখে কহিলেন, "রাজন্ তুমি ইঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর।" দশগ্রীব সেই স্থলেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মন্দোদরীকে বিবাহ করিলেন। ময় জামাতাকে আপন তপস্যালব্ধ অদ্ভুত অমোঘ শক্তি উপহার দিলেন। (এই শক্তি রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি প্রয়োগ করেন।) উ ১২

পুলোম—দৈত্যরাজ। শচীর পিতা। ইন্দ্রের শ্বশুর। উ ২৮

স্বর্গে দেব রাক্ষস যুদ্ধে জয়ন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলে ইনি দৌহিত্রকে লইয়া পাতালে পলায়ন করেন। ইঁহার সম্মতি লইয়া অনুহ্লাদ শচীকে হরণ করিতেছিল; ইন্দ্র ইঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া শচীকে উদ্ধার করেন। কি ৩৯

মায়াবী ও দুন্দুভি—হেমা অপ্সরার গর্ভজাত ময় দানবের পুত্র। মন্দোদরীর ভ্রাতা। উ ১২

দুন্দুভি—মহিষরূপী অসুর। বরলাভে মুগ্ধ হইয়া বীর্য্যমদে সমুদ্রের সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করে; সমুদ্র অস্বীকৃত হইয়া তাহাকে হিমালয়ের নিকট প্রেরণ করেন; হিমালয়ও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইয়া তাহাকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালীর নিকট যাইতে বলেন। অসুর কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া কপিরাজকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে, তিনি পিতৃদত্ত স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক অসুরকে শৃঙ্গ দ্বারা গ্রহণ ও উৎক্ষেপণ করিয়া আছাড় মারিলেন; দুন্দুভি চূর্ণ হইয়া গেল। কি ১১

ছুড়িয়া ফেলিবার সময় অসুরের মুখরক্ত মতঙ্গ-আশ্রমে পড়ে; তজ্জন্য ঋষি শাপ দেন। মৃত অসুরের পর্ব্বতাকার অস্থিমালা কিষ্কিন্ধ্যার অদূরে পতিত ছিল; সুগ্রীবের সহিত

মিত্রতা-কালে রাম পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহা দূরে ফেলিয়া শক্তির পরিচয় দেন।* কি ১১

মায়াবী—অসুর। দুন্দুভি দানবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কি ৯

ইহার বালীর সহিত স্ত্রী-সংক্রান্ত বিবাদ ছিল। একদা রজনীযোগে এই অসুর কিষ্কিন্ধ্যা-দ্বারে আসিয়া বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করে। বালী কনিষ্ঠ সুগ্রীবকে সঙ্গে লইয়া অসুরকে তাড়া করিলে, সে ভয়ে পলাইয়া এক বিস্তীর্ণ ভূ-বিবরে প্রবেশ করিল। সুগ্রীবকে গহ্বর-দ্বারে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বালী বিবরমধ্যে সেই অসুরের অনুধাবন করিলেন। সপরিবার এই অসুর বালী কর্তৃক নিহত হয়। কি ৯

এই গহ্বর-প্রবেশ ঘটনা লইয়াই বালী সুগ্রীবে বিবাদ ঘটে। কি ১০

লোলা—দৈত্য। মধুর পিতা। উ ৬১

মধু—লোলার জ্যেষ্ঠপুত্র দিতিজ বংশোদ্ভব মহাসুর। উ ৬১

মধুর ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস দেখিয়া প্রীত হইয়া দেব শূলপাণি ইহাকে স্বীয় শূলাংশ এক শূল উপহার দিয়া কহিয়াছিলেন, "যতদিন তুমি দেবতা ও ব্রাহ্মণকে আক্রমণ না করিবে, ততদিন এই শূল তোমার নিকট থাকিবে। এই শূল তোমার বিপক্ষের প্রতি প্রযুক্ত হইলে তাহাকে ধ্বংস করিয়া তোমার হস্তে ফিরিয়া আসিবে।" মধুর নির্ব্বন্ধে তাহার পুত্রও এই শূলের অধিকারী হইবে, মহাদেব এরূপ বরও দিয়াছিলেন। উ ৬১

দৈত্যরাজ মধু রাবণের অনুপস্থিতিকালে (তদীয় মাতৃস্বসা অনলার গর্ভসম্ভূত) ভগিনী কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। প্রতিশোধ বাসনায় রাবণ মধুপুরীতে উপস্থিত হইলে, ভগিনীর অনুরোধে দৈত্যরাজকে বিনাশে নিবৃত্ত হন। মধু রাবণের সহিত সখ্য সংস্থাপন করিয়া দেবযুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। উ ২৫

মান্ধাতা রাজা ইহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলে মধু শৈব-শূল প্রয়োগে তাঁহাকে বধ করে। উ ৬৬

লবণ—অসুর। মধু দৈত্যের পুত্র। পিতার শৈব-শূল লাভে দৃপ্ত হইয়া দেব ঋষির উপর বড় অত্যাচার করিত। উ ৬১

উৎপীড়িত হইয়া যমুনার তীরবাসী চ্যবন-প্রমুখ ঋষিগণ রামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। উ ৬৯

রাম মধুকৈটভ-দলনে বিষ্ণু কর্তৃক সৃষ্ট শরসমূহ প্রদান করিয়া লবণকে নিরস্ত্র অবস্থায় আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিয়া শত্রুঘ্নকে প্রেরণ করেন। উ ৬৩

---

* এই সময়ে রাম আপন ক্ষমতার নিদর্শন দেখাইতে এক শর প্রয়োগ করেন; সেই শর সপ্ত শালবৃক্ষ ও গিরিপ্রস্থ ভেদ করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট এবং মুহূর্ত্তকাল মধ্যে মহাবেগে প্রত্যাগমন করিয়া তূণমধ্যে আসিল। গৌড় সংস্করণ রামায়ণে আছে—এই শর এক জ্যোতির্ম্ময় হংসরূপে আপনি আসিয়া পুনরায় তূণে প্রবেশ করিল।

লবণ শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক নিহত হয়। তাহার রাজ্যে শত্রুঘ্ন রাজা হন। লবণবধার্থ শর প্রয়োগকালে সুর নর ত্রস্ত হইয়া উঠিলে ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন, "ইহা বিষ্ণুর শরময়ী প্রাচীন মূর্ত্তি।" উ ৬৯

গয়—অসুর (?) ভূ-বৃত্তান্তে "গয়া" দেখ। (ঋষিগণ মধ্যে দেখ।) অ ১০৭

রাক্ষসগণ।

রাবণ—রাক্ষসরাজ। দশানন। দশগ্রীব প্রসিদ্ধ লঙ্কেশ্বর। পুলস্ত্যপুত্র বিশ্রবা ঋষির ঔরসে সুমালীর কন্যা কৈকসী রাক্ষসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উ ৯

বনমধ্যে দশসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে আপন দশ মস্তক উপহার দিয়া পদ্মযোনির নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হন:—দেব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব পিশাচ পক্ষী সর্প কেহ তাঁহাকে বধ করিতে পারিবে না। উ ১০

রক্ষোবর মনুষ্যকে অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্যের নিকট হইতে অবধ্যত্ব যাচ্ঞা করেন নাই। দেবগণ এই ত্রুটি দেখাইয়া বিষ্ণুকে মনুষ্যরূপে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া রাবণ সংহার করিতে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু তাহাই স্বীকার করেন। দশরথ-পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া রক্ষোরাজকে নিধন করেন। বা ১৬, উ ১০৪, ল ১১৮

লঙ্কা পূর্ব্বে সুমালী প্রভৃতি রাক্ষসদিগের ছিল। উ ৫

বিষ্ণু-ভয়ে রাক্ষসগণ পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিলে এই পুরী বৈশ্রবণ কুবেরের অধীন থাকে। উ ৩

রাবণের বরলাভের কথা শুনিয়া সুমালী, দৌহিত্র রাবণকে লঙ্কা অধিকার করিতে পরামর্শ দেন; রাবণ কুবেরের নিকট দূত পাঠাইবামাত্র ধর্ম্মশীল সাপত্ন্য ভ্রাতা কুবের দশাননকে লঙ্কা ছাড়িয়া দিয়া কৈলাসে প্রস্থান করেন। এই অবধি লঙ্কা রাবণের হইল। উ ১১

দশগ্রীব দেব ঋষির উপর বড় অত্যাচার করিতেন বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবের তাঁহাকে কিছু মিষ্ট উপদেশ পাঠান। উ ১৩

তাহাতে দশগ্রীব ক্রোধান্বিত হইয়া কৈলাসে গিয়া কুবেরকে আক্রমণ করেন; যক্ষরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার বরলব্ধ আশ্চর্য্য পুষ্পক বিমান কাড়িয়া লন। উ ১৫

এই সময়ে কৈলাসে উপদ্রব করিবার উপক্রম করিলে বানরমুখ নন্দী তাঁহাকে অভিশাপ দেন:—"বানরেরাই তাহাকে সবংশে নিপাত করিবে।" উ ১৬

বল-দর্পিত দশানন এই সময় হস্ত দ্বারা কৈলাস পর্ব্বত তুলিতে প্রয়াস পান; পর্ব্বত কাঁপিয়া উঠিল; উমা চঞ্চল হইয়া মহেশকে ধারণ করিলেন; তখন মহেশ্বর পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা

ঐ পর্ব্বতকে ঈষৎ চাপিয়া ধরিলেন—দশাননের অঙ্গুলি বাহুসহ নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল, রক্ষোরাজ যাতনায় ভীষণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি মহেশ্বরের স্তব করিলেন, বহু মিনতিতে প্রীত হইয়া দেবদেব তাঁহার ভুজসকল মুক্ত করিয়া দিলেন এবং কহিলেন, "তুমি যাতনায় যে রব করিয়াছ, তাহাতে ত্রিলোক কাঁপিয়া গিয়াছে, অতএব অতঃপর তোমার নাম হইল—রাবণ।" রাবণ এই সময়ে দেবের নিকট হইতে অপর বর ও "চন্দ্রহাস" খড়্গ লাভ করেন। উ ১৬

একদা মৃগয়ায় গিয়া রাবণ সকন্যা ময়দানবের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। দানববর তাঁহাকে কন্যা মন্দোদরী সম্প্রদান করিয়া আপন তপস্যালব্ধ অমোঘ শক্তি উপহার দেন। এই শক্তি রক্ষোরাজ যুদ্ধে লক্ষ্মণের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। উ ১২

একদা অরণ্যে রাবণ তপোরতা বেদবতী তাপসকুমারীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার উপর বলপ্রকাশ করিতে যান; বেদবতী তাঁহাকে এই অভিশাপ দিয়া অগ্নিপ্রবেশ করেন, "আমি বিষ্ণুকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছি, তুই আমার উপর অত্যাচার করিলি, তোর মৃত্যুর জন্য আমি পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিব।" এই বেদবতীই সীতারূপে রামরূপী বিষ্ণুর পত্নী হইয়া রাবণ-বধার্থ উদ্ভূত হন। উ ১৭

রাবণ পথিমধ্যে সুবিধা পাইয়া রম্ভা ও বরুণকন্যা পুঞ্জিকাস্থলী অপ্সরাদ্বয়ের ধর্ষণা করেন; তজ্জন্য নলকূবর ও ব্রহ্মা তাঁহাকে শাপ দেন; সেই শাপভয়ে রমণীর প্রতি বলপ্রকাশ রক্ষোরাজকে ছাড়িতে হয়। এই হেতু রাবণ সীতার প্রতি বলপ্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই। ল ১৩

রাবণ দেব দানব ও ঋষিগণের স্ত্রী হরণ করিয়া লঙ্কায় আনিয়াছিলেন। উ ২৪

রাজর্ষি ব্রাহ্মণ দৈত্য গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসের কন্যা সকল রাবণের শ্রী সৌন্দর্য্যের একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া স্মরাবেশে স্বয়ংই তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা দশগ্রীবের প্রতি একান্ত অনুরক্তা। সু ৯

দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া রাবণ মরুত্ত রাজাকে জয় করেন। উ ১৮

মান্ধাতার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় অনরণ্য রাজাকে যুদ্ধে নিহত করেন। উ প্র ৩

মৃত্যুকালে অনরণ্য তাঁহাকে শাপ দিয়া যান, "আমার বংশীয় কেহ তোকে বধ করিবে।" এই শাপবশে রামের হস্তে রাবণের মৃত্যু। উ ১৯

রাবণ পৃথিবীর রাজাদিগকে জয় করিয়া বেড়াইতেছিলেন, নারদ তাঁহাকে পরামর্শ দেন—ক্ষুদ্র মানবজাতি, ইহাদের মারিয়া ফল কি? ইহারা ত মৃত্যুর অধীন; মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজকে দমন করিতে পারিলে শৌর্য্যের অনুরূপ কার্য্য করা হয়। উ ২০

রাক্ষসরাজ যমপুরে গিয়া যে সকল প্রাণী দণ্ডিত হইতেছিল, তাহাদের মুক্ত করিয়া দেন। উ ২১

যমরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রকারান্তরে পরাস্ত করেন। উ ২২
রাবণ পাতালে গিয়া নিবাতকবচ দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করেন; পরে উভয়দলে সখ্য হয়। রক্ষোরাজ পাতালে দানবরাজ বলির সাক্ষাৎ পান; তাঁহার দ্বারী স্বয়ং হরিরও দর্শন লাভ করেন। উ প্র ১
বরুণালয়ে বরুণপুত্রগণকে যুদ্ধে হারাইয়া দেন। উ ২৩
ভোগবতী পুরীতে গিয়া পন্নগগণকে পরাজিত করেন এবং বাসুকি তক্ষক শঙ্খ ও জটীকে বশে আনেন। ল ৭
রাবণ মধুপুরীতে গিয়া মধুদৈত্যকে বশীভূত করিয়াছিলেন। উ ২৫
সূর্য্যলোকে গিয়া দিনদেবকে পরাজয় স্বীকার করান। উ প্র ২
চন্দ্রলোকে গিয়া চন্দ্রকে পরাজিত করিবার উপক্রম করিলে ব্রহ্মা আসিয়া রক্ষোরাজকে নিবৃত্ত করান; এবং তাঁহাকে সঞ্জীবক মন্ত্র (শিবস্তোত্র) শিখাইয়া যান। উ প্র ৪
পশ্চিমসাগরে এক দ্বীপে গিয়া রাবণ এক মহাপুরুষের হস্তে পরাস্ত হন; তাঁহার অনুসরণে এক বিবরমধ্যে গমন করিয়া নানা আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখেন—এক পুরুষ অগ্নিতে মুখ ঢাকিয়া শয়ান ছিলেন, এক সুন্দরী তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিলেন; রাবণ সুন্দরীকে স্পর্শ করিতে যাইবামাত্র সেই পুরুষ হাসিয়া উঠিলেন, দশানন অমনি ভূমিসাৎ। উঠিয়া বলিলেন, "তোমার হাতে যেন আমার মৃত্যু হয়।" উ প্র ৫
তাহাই হইয়াছিল—সে পুরুষ ছিলেন ভগবান্ কপিল নারায়ণ; রামরূপে তিনিই আসিয়া রাবণকে বধ করেন।
রাবণ স্বর্গে বিষম যুদ্ধ লাগাইয়া দেবগণকে পরাস্ত করেন। উ ২৭
তাঁহার পুত্র মেঘনাদ সুররাজ ইন্দ্রকে বন্দী করিয়া লঙ্কায় ধরিয়া আনেন। উ ২৯
রাবণ ত্রিভুবন জয় করিয়া নারদকে বলেন, "আরত আমার সম যোদ্ধা পাই না, বল, কোথাকার লোক বলবত্তর?" উ প্র ৫
নারদ শ্বেতদ্বীপের উল্লেখ করিয়া বলেন, "সেখানকার অধিবাসিগণ নারায়ণ-ভক্ত, তাহাদের সমান শক্তিশালী কেহ নাই।" রাবণ শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইলে সেখানকার জন কতক রমণী তাঁহাকে ধরিয়া ক্ষুদ্র পুত্তলের মত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছাড়িয়া দিল। তখন রাবণ বুঝিলেন, নারায়ণ ও নারায়ণ-ভক্তের শক্তি কত। নারায়ণের হস্তে মরিলে নারায়ণের লোক লাভ করা যায় শুনিয়া তাঁহার নারায়ণ-হস্তে মৃত্যুর ইচ্ছা বাড়িয়া গেল। উ প্র ৫
একদা রাবণ সনৎকুমার ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেন, "দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?" উ প্র ২
ঋষি উত্তর করেন, "নারায়ণ; তাঁহার হস্তে মরিলেও অপর দেবগণের বর অপেক্ষা শ্রেয়োলাভ।" শুনিয়া অবধি নারায়ণের হস্তে মরিবার জন্য নারায়ণের সহিত বিবাদ বাধাইবার সুবিধা রাবণ খুঁজিতে লাগিলেন। সনৎকুমার তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন,

"ব্যস্ত হইও না, তুমি নারায়ণের দর্শন পাইবে; ত্রেতায় তিনি দশরথ-পুত্র রূপে জন্মিবেন, সস্ত্রীক বনে যাইবেন"। রাবণ উপায় পাইল—এই জন্যই সে সীতা হরণ করিয়াছিল। উ প্র ৩

কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালীর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইলে তিনি রাবণকে কক্ষগত করিয়া পরাস্ত করেন। উ ৩৪

হৈহয়াধিপ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া ইনি তাঁহার বন্দী হইয়া পড়িয়াছিলেন। উ ৩২

রাবণ তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ করেন। উ ১০

কিন্তু পরে বোধ হয় শৈব হইয়াছিলেন। ইঁহার স্বর্ণের শিবলিঙ্গ ছিল, স্বয়ং পূজা করিতেন। উ ৩১

সুগ্রীব ইঁহাকে শাসাইয়া বলিয়াছিলেন, "ভগবান্ ব্যোমকেশের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও তোর আর নিস্তার নাই।" ল ২০

ইঁহার প্রধানা রাজ্ঞী মন্দোদরী। তাঁহার সহস্রাধিক সপত্নী ছিল। রাবণের প্রধান সৈন্য সংখ্যা লঙ্কাপুরে রক্তমাংসাশী দশসহস্র-কোটি। ল ১৯

ইঁহার সহস্র-গর্দ্দভযুক্ত ও পিশাচবদন-বাহনযুদ্ধরথ ছিল। ইঁহার নৃমুণ্ড-চিহ্নিত ধ্বজ। ল ৬১

সুরাসুর-যুদ্ধ-সময়ের ইন্দ্রের বজ্র, বিষ্ণুর চক্র ও অন্যান্য অস্ত্রের প্রহার-চিহ্ন ইঁহার দেহে বর্ত্তমান ছিল; নাগরাজ ঐরাবতের দন্তাঘাত চিহ্নও লক্ষিত হইত। আ ৩২

রাবণ অভিষব গৃহ হইতে মন্ত্রপূত পবিত্র সোমরস বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন। ভোগবতীপুরী হইতে তক্ষকের প্রিয়পত্নীকে হরণ করিয়াছিলেন। আ ৩২

দশানন ক্রোধভরে দিব্য চৈত্ররথ কানন, উহার মধ্যবর্ত্তী সরোবর ও নন্দনবন নষ্ট করিয়া নভোমণ্ডলে উদয়োন্মুখ চন্দ্র সূর্য্যেরও গতিরোধ করিয়াছিলেন। আ ৩২

রাবণ নারদকে বলিয়াছিলেন, "আমি নাগ ও দেবগণকে স্ববশে স্থাপন পূর্ব্বক অমৃত লাভার্থ সমুদ্র মন্থন করিব।" উ ২০

পরিব্রাজক বেশে রক্ষোরাজ সীতাকে হরণ করেন। হরণকালে সীতা ইঁহাকে কহেন, "তোর বলবীর্য্য অতি আশ্চর্য্য, তুই পুণ্যশ্লোক, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যুদ্ধে আমায় জয় করিয়া লইতে পারিলি না।" আ ৫৩

বিভীষণ রামকে বলেন, "ইনি (দশানন) বেদ-বেদান্ত-পারগ, মহাতপা ও অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যের প্রধান অনুষ্ঠাতা। ল ১১০

হনুমান্ রামকে বলেন, "রাবণ যুদ্ধার্থী বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় ধীর, তিনি সর্ব্বদা সাবধানে স্বচক্ষে নিজবল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।" ল ৩

রাবণ বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত বত্রিশ কোটি রাক্ষসের অধিনায়ক ছিলেন। আ ৫৫

বনে রামকে মহর্ষি অগস্ত্য যে অস্ত্রশস্ত্র উপহার দেন, ইন্দ্রপ্রেরিত রথে চড়িয়া, সেই ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা রাম রাবণকে সংহার করেন। ল ১০৯

কুম্ভকর্ণ—রাবণের মধ্যম সহোদর। ল ৬১

জন্মাবধি ইনি বহু প্রজা ভক্ষণ আরম্ভ করেন বলিয়া, ব্রহ্মার শাপে ছয়মাসকাল একেবারে নিদ্রিত থাকিতেন, একদিন মাত্র জাগরিত হইতেন; লঙ্কাযুদ্ধকালে কিন্তু নয়মাস সুপ্ত ছিলেন।* ল ৬০

যুদ্ধের অবস্থা দেখিয়া রাবণ ইঁহাকে জাগাইতে আদেশ করেন। বহু বাদ্য বাজনা টানাটানি ও অস্ত্রাঘাতে ইঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল না, তখন তাঁহার শরীরের উপর দিয়া সহস্র মাতঙ্গ সবেগে চালন করা হইল। মহাবীর তাহাদের স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া জাগরিত হইলেন।† ল ৬০

রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে বরাহ মহিষ ও অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য দেখাইয়া দিল; তিনি রাশীকৃত বিবিধ মাংসে এবং অসংখ্য কলস বসা ও মদ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন।.........

যূপাক্ষের মুখে লঙ্কার অবস্থা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ল ৬০

বলবুদ্ধিকর সুরা দুই সহস্র কলস পান করিয়া সভায় জ্যেষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তথায় তাঁহাকে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে দীর্ঘ উপদেশ দিতে গিয়া জ্যেষ্ঠ কর্তৃক ভর্ৎসিত হইলে তাঁহাকে বিস্তর সাহস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি মনের সুখে স্ত্রী-সম্ভোগ ও মদিরা পান করিতে থাকুন; আমি আপনার কার্য্যোদ্ধারে চলিলাম।‡" ল ৬৪, ৬৩

ইঁহার আকার এমনি ভীষণ ছিল যে, দেখিবামাত্র বানরসৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল; তখন রাম বিভীষণের পরামর্শে সৈন্যমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন, এটা জীব নহে, একটা যন্ত্র মাত্র, ভয়ের প্রয়োজন নাই। ল ৬১

কুম্ভকর্ণ রণস্থলে মহা হুলস্থূল বাধাইলে রামচন্দ্র ইঁহার হস্ত পদ মুণ্ড ছেদন করিয়া ইঁহাকে বধ করেন। ল ৬৭

বিভীষণ—রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ধর্ম্মশীল রাক্ষস। ইনি ব্রহ্মার নিকট হইতে অমর বর লাভ করেন। উ ১০

যখন সকল রাক্ষস-বীর রাবণকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিল, ইনি ধীর বিনয়পূর্ণ-বাক্যে জ্যেষ্ঠকে সীতা ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। ল ১৪

রাবণ ও মেঘনাদ কর্তৃক বিস্তর ভর্ৎসিত হইলে ইনি ক্রোধভরে আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ

---

* মতান্তরে, কুম্ভকর্ণের ছয়মাস নিদ্রাকালের নয় দিন মাত্র অতিবাহিত হইয়াছিল, এমন সময়ে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করা হয়।

† গ্রন্থান্তরে আছে—কিছুতেই নিদ্রা ভাঙ্গে নাই, শেষে কতকগুলি যুবতী রমণীর স্পর্শে শিহরিয়া জাগিয়া উঠেন।

‡ গৌড় সংস্করণে কুম্ভকর্ণের বক্তৃতা অন্যবিধ; তিনি কহেন—তিনি নারদের মুখে শুনিয়াছেন, বিষ্ণু দশরথাত্মজ হইয়া রাবণ বধার্থ আসিবেন।

করিয়া চারিজন অমাত্য সমভিব্যাহারে রাম-শিবিরে উপস্থিত হন।* বানরেরা রাবণের চর মনে করিয়া ইঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে রাম নিবারণ করিয়া ইঁহাকে স্বপক্ষভুক্ত করেন। ল ১৮

রামপক্ষে থাকিয়া ইনি লঙ্কার অনেকানেক সংবাদ এবং যুদ্ধে নানাবিধ পরামর্শ দিয়া রামের জয়লাভে প্রভূত সহায়তা করেন। রাবণ নিধনের পর ইনি লঙ্কার রাজা হন। ল ১১৩

লঙ্কাজয়ের পর অযোধ্যায় আসিবার কালে ইনি রামের সঙ্গে ছিলেন; অযোধ্যায় কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ল ১২৩

রামের মহাপ্রস্থানকালে ইনি পুনরায় অযোধ্যায় উপস্থিত হইলে রাম কহিয়া যান, "সখে, যাবৎ প্রজা থাকিবে, তাবৎ তোমায় লঙ্কায় থাকিয়া দেহ ধারণ করিতে হইবে; যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য, যাবৎ পৃথিবী, যাবৎ আমার চরিত-কথা, তাবৎ ইহলোকে তোমার রাজ্য। রামের বরে ইনি মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবেন। উ ১০৮

মেঘনাদ—ইন্দ্রজিৎ। মন্দোদরীর গর্ভজাত রাবণের পুত্র। উ ১২

জন্মিবার সময়ে মেঘের ন্যায় নাদ করিয়াছিলেন, সেই হেতু এই নাম। উ ১২

দেব-রক্ষোযুদ্ধে রাবণ সুরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দেবতারা তাঁহাকে ব্রহ্মার বরে অবধ্য জানিয়া বন্দী করিতে চেষ্টা করেন; মেঘনাদ তাহা দেখিয়া পুরাকালে পশুপতি-প্রদত্ত মহামায়াকে আশ্রয় করিয়া দেবসৈন্য আক্রমণ করিলেন। উ ২৯

রাবণ-নন্দন মায়াবলে আকাশে অদৃশ্য থাকিয়া ইন্দ্রকে মায়াচ্ছন্ন করিয়া শত শত শর প্রহারে অবসন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং মায়াপ্রভাবে দেবরাজকে বন্ধন করিয়া স্বীয় সৈন্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; রাবণ বন্দী লইয়া লঙ্কায় আসিলেন। উ ৩০

তখন সুরগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া রাবণের সন্নিধানে আগমন করিলেন। ব্রহ্মা পিতা পুত্র রাক্ষসদ্বয়কে বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, "অতঃপর মেঘনাদের নাম ইন্দ্রজিৎ হইল। উ ৩০

আমি পুত্রকে বর দিতেছি, তোমরা ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দাও।" মেঘনাদ অমর বর চাহিলেন; তাহাতে ব্রহ্মা অসম্মত হইলে ইন্দ্রজিৎ এই প্রার্থনা করিলেন, "রিপু জয়ার্থ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া যখন আমি বিধিমত অগ্নিতে হোম করিব, তখনি যেন আমার জন্য অগ্নি হইতে অস্ত্র সহিত রথ উত্থিত হয়; এবং যতক্ষণ আমি সেই রথে অবস্থান করিব, ততক্ষণ যেন অমর হই। জপ হোম সমাপন না করিয়া যদি সংগ্রাম আরম্ভ করি, তাহা হইলেই যেন বিনষ্ট হই।" পিতামহ ইন্দ্রমুক্তি বিনিময়ে এই বরই দিয়াছিলেন। উ ৩০

---

* গৌড় সংস্করণ রামায়ণে বিভীষণ এই সময়ে জ্যেষ্ঠ কর্ত্তৃক পদাঘাতে আসনচ্যুত হন, এবং মাতার অনুমতি লইয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলে তথায় মহাদেবের উপদেশ পান; তদনুসারে রামের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মেঘনাদ ঐরাবতকে স্বর্গচ্যুত করিয়া তাহার দুই দন্ত উৎপাটন করিয়া দেন। ল ১৫

ইনি দিব্য যজ্ঞারম্ভ পূর্ব্বক আশুতোষের সন্তোষ সাধন করিয়া দুর্লভ বরলাভ করিয়াছিলেন। ল ৭

নিকুম্ভিলা-যজ্ঞক্ষেত্রে ইন্দ্রজিৎ আভিচারিক হোম সম্পন্ন করিয়া হুতাশনকে প্রীত করিলে সুরাসুরের অদৃশ্য হইয়া অতীব দুর্দ্ধর্ষ হইতেন। ল ৮৬

ইন্দ্রজিৎ তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রহ্মশির অস্ত্র ও কামগামী অশ্ব লাভ করেন। ব্রহ্মার আদেশ ছিল—যখন ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলায় উপস্থিত হইয়া আভিচারিক হোম সমাপন করিয়া উঠিতে না পারিবে, সে সময়ে শত্রুপক্ষ সশস্ত্র আক্রমণ করিলে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। ল ৮৪

বিভীষণ রামকে এই গূঢ় সন্দেশ দিয়া ইন্দ্রজিতের হোম সমাপন না হইতে হইতে লক্ষ্মণ দ্বারা তাহাকে আক্রমণ করাইয়া মেঘনাদের বধ সাধন করেন। ল ৯০

হনুমান্ প্রথমবার লঙ্কায় আসিয়া মহা উৎপাত আরম্ভ করিলে ইন্দ্রজিৎ তাহাকে ব্রহ্মাস্ত্রেরও অবধ্য জানিয়া কেবল বন্ধনোদ্দেশে ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করেন এবং তদ্দ্বারা হনুমানের কর চরণ নিবদ্ধ করিয়া তাহাকে রাবণ-সভায় লইয়া আইসেন। সু ৪৮

লঙ্কাযুদ্ধে ইনি দুইবার রামলক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া মহাবিপদে ফেলিয়াছিলেন। ল ৪৫, ৭২

একবার হনুমানের সমক্ষে রণস্থলে মায়াসীতার মুণ্ড কাটিয়া রামপক্ষকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিলেন। ল ৮০

ইন্দ্রজিৎ অশ্বমেধ, গোমেধ প্রভৃতি সপ্তবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। উশনা (শুক্রাচার্য্য) ইঁহার পুরোহিত ছিলেন। উ ২৫

রাবণ পুত্রকে সম্বোধিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার তপস্যা, বিক্রম ও শক্তি সর্ব্বাংশে আমারই অনুরূপ সন্দেহ নাই।" সু ৪৮

মারীচ—জম্ভনন্দন সুন্দের ঔরসে যক্ষকন্যা তাড়কার গর্ভে জাত যক্ষ (?), অগস্ত্য-শাপে রাক্ষস। বা ২৫

তাড়কা-নিধনকল্পে রামকে লইয়া যাইতে আসিয়া বিশ্বামিত্র দশরথকে কহেন, "মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র রাবণ ত্রিলোকের সমস্ত লোককে অতিশয় পীড়ন করিতেছেন শুনিলাম; সে স্বয়ং অবজ্ঞা করিয়া আমার যজ্ঞের বিঘ্ন সম্পাদনে আগমন করিবে না; মারীচ ও সুবাহু নামে দুই দুর্দ্দান্ত রাক্ষস তাহারই নিয়োগে যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসিবে।" বা ২০

রাম এই রাক্ষসকে প্রাণে না মারিয়া মানবাস্ত্র দ্বারা শতযোজন দূর সাগরগর্ভে প্রক্ষিপ্ত করেন। বা ৩০

তদবধি মারীচ কৃষ্ণাজিনধারী জটাজূট শোভিত মিতাহারী হইয়া সমুদ্রোপকূলে এক আশ্রমে তপস্বিভাবে বাস করিতেন। আ ৩৫

অকম্পনের মুখে খরাদির নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া এবং তাহার প্ররোচনায় রামলক্ষ্মণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত রাবণ মারীচ-আশ্রমে আসিয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। মারীচ রাক্ষসরাজকে বিস্তর বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করেন। আ ৩১

পরে নাসাকর্ণহীনা ভগিনী সূর্পণখা দেখা দিয়া বিস্তর ভৎর্সনা করিয়া রাবণকে সীতা-হরণের পরামর্শ দিলে রক্ষোপতি পুনরায় মারীচের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাহার সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। মারীচ রামের বীর্য্য সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়া রাবণকে পুনরায় বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিল; স্পষ্টই বলিল, "রামের প্রতাপ যা দেখিয়াছি, কি জাগরণে কি স্বপ্নে যত্র তত্র তাঁহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠি; রত্ন রথ প্রভৃতি রকারাদি নামেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।" আ ৩৯

এবার কিন্তু রক্ষোরাজ প্রবোধ মানিলেন না। বরং মারীচকে ভয় দেখাইলেন—আদেশ মত কার্য্য না করিলে রাবণ-হস্তে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। আ ৪০

অগত্যা মারীচ পঞ্চবটী-বনে আসিয়া স্বর্ণমৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক সীতাকে মোহিত করিল। আ ৪৩

পত্নীর আগ্রহে রাম সেই মৃগ ধরিবার নিমিত্ত সশস্ত্র বাহির হইলেন। মারীচ ভুলাইয়া তাঁহাকে বহুদূরে লইয়া গেল। রাম অনুধাবন করিতে করিতে কিছুতেই তাহাকে ধরিতে না পারিয়া ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন; সেই অস্ত্রে আহত হইয়া মায়াবী রাক্ষস স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক "হা সীতা, হা লক্ষ্মণ" বলিয়া আর্ত্ত-স্বরে চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। আ ৪৪

রাবণ মারীচকে বলিয়াছিল, "বলে যুদ্ধে দর্পে ও উপায়-নির্ণয়ে তোমার তুল্য আর কেহই নাই; তুমি মায়াবী।" আ ৩৬

লক্ষ্মণ অদ্ভুত মৃগরূপ দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, "এ মারীচ রাক্ষস। যে সমস্ত রাজা মৃগয়া-বিহারার্থ পুলকিত-মনে অরণ্যে আইসেন, এ দুরাত্মা এইরূপ মৃগরূপ ধারণ করিয়া ভুলাইয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে।" আ ৪৩

অকম্পন—জনস্থানবাসী খরানুচর রাক্ষসদিগের মধ্যে কেবল ইনিই রাম-শর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। ইনিই দ্রুতবেগে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাবণকে সংবাদ দেন—"রাম-শরে জনস্থান রাক্ষসশূন্য হইয়াছে।" এই দুরাত্মাই রাবণকে পরামর্শ দেন—"যুদ্ধে রামকে পরাস্ত করা অসম্ভব, অতএব তাঁহার অতুল রূপসী স্ত্রী সীতাকে হরণ কর, তাহা হইলেই রাম স্ত্রী-শোকে মরিয়া যাইবে।" আ ৩৯

অতিকায়—ধান্যমালিনী-গর্ভজাত রাবণ-পুত্র। লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মাস্ত্রে নিহত। ল ৭০

ইনি সহস্র অশ্বযুক্ত রথে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন; কুম্ভকর্ণের পরেই আয়তনে ইঁহার দেহ অতি বৃহৎ ছিল। ইঁহার রথে চতুর্হস্ত মুষ্টিবিশিষ্ট দশ হস্ত দীর্ঘ প্রদীপ্ত দুই খড়্গ ছিল। ল ৭০

দেব-রক্ষোযুদ্ধে ইনি অস্ত্রবলে ইন্দ্রের বজ্রকে স্তম্ভিত ও বরুণের পাশকে পরাহত করেন। ল ৭০

অক্ষ—রাবণ-পুত্র। অশোককানন-বিধ্বংসকারী হনুমান্‌কে ধরিতে আসিলে কপিবর ইঁহাকে পদযুগল ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া আছাড় মারেন, তাহাতেই ইঁহার মৃত্যু হয়। সু ৪৭

দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা—রাবণ-পুত্র। রাক্ষস-সেনাপতি। ল ৬৫, ৬৯

মহোদর, মহাপার্শ্ব—রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। উপ-সেনাপতি। ল ১৮, ১৯

কুম্ভ, নিকুম্ভ—কুম্ভকর্ণের পুত্রদ্বয়। রাম কর্তৃক নিহত। ল ৭৪

সুগ্রীব কুম্ভকে কহিয়াছিলেন, "তুমি বিক্রমে প্রহ্লাদ ও বলির তুল্য।" ল ৭৫

প্রহস্ত—রাবণের প্রধান সেনাপতি। নীল-হস্তে হত। ল ৫৭, ৫৮

কৈলাসাচলে ইনিই কুবের-সেনাপতি মণিভদ্রকে পরাস্ত করেন। ল ১৯

খর—রাবণাদির মাতৃস্বস্রেয় ভ্রাতা। বিধবা ভগিনী সূর্পণখার অভিভাবক হইয়া চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সহ দণ্ডককাননে বাস করিতেন। উ ২৪

লক্ষ্মণ কর্তৃক বিরূপীকৃতা সূর্পণখার প্ররোচনায় রাম লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া চতুর্দ্দশ সহস্র অনুচর সহ রাম-শরে হত। আ ৩০

খরের সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধের পর রাম ইহাকে রক্তাক্ত দেহে মহাক্রোধে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে দুই তিন পদ অপসৃত হইয়াছিলেন, এবং উহার বিনাশার্থ ইন্দ্রপ্রদত্ত ব্রহ্মাস্ত্রসদৃশ এক শর নিক্ষেপ করেন। আ ৩০

দূষণ—খরের ভ্রাতা ও সেনাধ্যক্ষ। রাম কর্তৃক দণ্ডকারণ্যে হত। আ ২৬

মকরাক্ষ—খর-নন্দন। লঙ্কাযুদ্ধে রামের হস্তে নিহত। ল ৭৭

মহোদর—রাবণানুচর। ইনি রাবণকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, "যুদ্ধে কাজ নাই; আমরা পাঁচজন রক্ষোবীর ক্ষতবিক্ষতদেহে রামনামাঙ্কিত শর ধারণ পূর্ব্বক আসি; আপনি সীতাকে দেখান এবং প্রচার করিয়া দিন আমরা রামলক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়া আসিয়াছি; তাহা হইলেই সীতা গত্যন্তর না দেখিয়া আপনাকে ভজিবে।" ল ৯৪

দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, বিতর্দ্দন, গজস্কন্ধ—এই চারিজনকে মহোদর রাক্ষস আপন মিথ্যা সংকল্পে সহচর করিতে চাহিয়াছিল। ল ১৪

যূপাক্ষ—কুম্ভকর্ণের সচিব। ভগ্ননিদ্র কুম্ভকর্ণকে ইনি লঙ্কার সংবাদ জ্ঞাপন করেন। ল ৬০

সুপার্শ্ব—রাবণের জনৈক সুশীল অমাত্য। ল ৯২

ইন্দ্রজিৎবধ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাবণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া সীতাকে বধ করিতে ধাবমান হন। এই অমাত্য তাঁহাকে স্ত্রীহত্যা-পাতকের কথা শুনাইয়া বহু বিনয়ে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পান। "আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, অদ্য যুদ্ধের আয়োজন করিয়া অমাবস্যায় সসৈন্যে নিষ্ক্রান্ত হওয়া কর্ত্তব্য" ইহা জানাইয়া রক্ষোরাজকে সভায় ফিরাইয়া আনেন। ল ৯২

অবিন্ধ্য—এক বৃদ্ধ রাক্ষস। সীতা ফিরাইয়া দিতে রাবণকে উপদেশ দিয়াছিল। সু ৩৭

শঙ্কুকর্ণ—অশোককাননের দ্বাররক্ষক রাক্ষস। সু ১৮

জম্বুমালী—প্রহস্তের পুত্র। অশোকবনে হনুমানের সহিত যুঝিতে আসিয়া নিহত। সু ৪৪

শার্দ্দূল—রাক্ষস, রাবণের চর। এই রাক্ষসই রাবণ-আদেশে প্রথমে সমুদ্রতীরে রামসৈন্য দেখিয়া গিয়া রাবণকে সংবাদ দেয়—রামের বাহিনী দশযোজন ব্যাপিয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ল ৩০

শুক—রাক্ষস। রাবণ ইহাকে সুগ্রীবের নিকট দূত স্বরূপ পাঠান—তাঁহাকে রামের স্বপক্ষতা ছাড়াইবার জন্য। বানরেরা ইহাকে ধরিয়া বিনাশ করিতে উদ্যত হয়; রাম বাঁচাইয়া দেন। ল ২০

শুক, সারণ—রাবণের মন্ত্রিদ্বয়। রাবণের আদেশে বানর সাজিয়া রামের সৈন্যবলাদির সন্ধান লইতে রাম-শিবিরে আসিয়াছিলেন; বিভীষণ ধরিয়া ফেলেন। রাম ইঁহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া ছাড়িয়া দেন। ল ২৫

অনল, পনস, সম্পাতি, প্রমতি—বিভীষণের অমাত্যচতুষ্টয়। ইহারা আপন প্রভুর সহিত রামের শরণাপন্ন হইয়াছিল। পক্ষিরূপে লঙ্কায় আসিয়া তত্ত্বসংগ্রহ করিত। ল ৩৭

দুর্দ্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, নিকুম্ভ—রাবণের মন্ত্রিগণ। সু ৪৯

বিদ্যুজ্জিহ্ব—মায়াবী রাক্ষস। রাবণের আদেশে রামের কৃত্রিম ছিন্নমুণ্ড ও শরাসন প্রস্তুত করিয়া অশোককাননে সীতাকে প্রদর্শন করে। সীতাকে রাম-সমাগম বিষয়ে নিরাশ করিয়া রাবণের করিয়া দিতে প্রয়াস পায়—অবশ্য নিষ্ফল হয়। ল ৩১

বজ্রদংষ্ট্র—রক্ষঃসেনাপতি। অঙ্গদ-হস্তে নিহত। ল ৫৩, ৫৪

ধূম্রাক্ষ, অকম্পন—রক্ষঃসেনাপতি। হনুমান্ কর্ত্তৃক হত। ল ৫২, ৫৫, ৫৬, ১৯

নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ, সমুন্নত—সেনাপতি প্রহস্তের মন্ত্রিচতুষ্টয়। ল ৫৭

শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ, কম্পন, যূপাক্ষ—কুম্ভকর্ণাত্মজের সহায়গণ। ল ৭৪

বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্দ্ধর্ষ, প্রঘস, ভাসকর্ণ—রাবণের সেনাপতিগণ। অশোককাননে হনুমানের সহিত যুঝিতে গিয়া হত। সু ৪৬

মকরাক্ষ, নরান্তক, কুম্ভ, নিকুম্ভ, যজ্ঞশত্রু, ব্রহ্মশত্রু—অন্যান্য রাক্ষসগণের এবং এই সকলের গৃহে হনুমান্ পুচ্ছ-অগ্নি লাগাইয়াছিলেন। সু ৫৪

ত্রিশিরা, শ্যেনগামী, পৃথুশ্যাম, যজ্ঞশত্রু, দুর্জ্জয়, বিহঙ্গম, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকামুখ, মেঘমালী, মহামালী, বরাস্থ, রুধিরাশন, মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথী—জনস্থানবাসী মহাবল রাক্ষস সকল। খর ও দূষণের অনুচর। রামের শরে হত। আ ২৩

বজ্রহনু, অতিরথ, সংহ্রাদী, দেবান্তক, ত্রিশিরা, মহাপার্শ্ব, মহামালী, তীক্ষ্ণবেশ, বজ্রদংষ্ট্র, দুর্দ্ধর্ষ, সুপার্শ্ব, চক্রমালী, সত্ত্ববন্ত—রক্ষোবীরগণ। লঙ্কাযুদ্ধে হনুমান্, সুগ্রীব ও অঙ্গদ কর্ত্তৃক হত। ল ৮৯

দুর্ম্মুখ, রভস, সূর্য্যশত্রু, ইন্দ্রশত্রু, ব্রহ্মশত্রু, ত্রিশীর্ষ, প্রঘজ্ঞ, জম্বুমালী, শত্রুঘ্ন, বিদ্যুন্মালী, তপন, প্রঘস, বিরূপাক্ষ, অগ্নিকেতু, জঙ্ঘ, রশ্মিকেতু, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, বজ্রমুষ্টি, অশনিপ্রভ, প্রতপন, পিশাচ, মিত্রঘ্ন, ধূমকেতু, মহাদংষ্ট্র, ঘটোদর, মহাহ্রাদ, বিকট, অরিঘ্ন, প্রঘাস, উন্মত্ত, মত্ত, মন্দ—রক্ষোবীরগণ। লঙ্কাযুদ্ধে হত। ল ৪২, ৪৩, ১২৪

প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, মহোদর, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহ্ব, বিদ্যুন্মালী, বহুদংষ্ট্র, শুক, সারণ, জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মিকেতু, ধূম্রাক্ষ, সূর্য্যশত্রু, সম্পাতি, বিদ্যুদ্রূপ, ভীম, ঘন, বিঘন, শুকনাভ, চক্র, শঠ, কপট, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, লোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, সাদি, ধ্বজগ্রীব, দ্বিজিহ্ব, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, রক্তাক্ষ—হনুমান্ প্রথম লঙ্কায় গিয়া এই সকল রক্ষোবীরগণের গৃহে অনুক্রমে গিয়াছিলেন। সু ৬

সুমালী—রাবণের মাতামহ। উ ৯

পূর্ব্বে লঙ্কাপুরী সুমালী প্রভৃতি তিন ভ্রাতার ছিল; বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রাক্ষসগণ পাতালে পলায়ন করে। উ ৫

সুমালী একদা কন্যা কৈকসী সহ মর্ত্ত্যে বেড়াইতে আসিয়া বৈশ্রবণ কুবেরকে দেখিতে পান। উ ৮

তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া পিতাকন্যাকে বিশ্রবা ঋষির উপাসনা করিতে পরামর্শ দেন। উ ৯

বিশ্রবা ঋষির কৃপায় কৈকসী রাবণাদিকে প্রাপ্ত হইল। রাবণাদি ব্রহ্মার নিকট হইতে দুর্লভ বর পাইয়াছে শুনিয়া সুমালী দৌহিত্রকে লঙ্কা অধিকার করিতে উপদেশ দেন। রাবণ কুবেরের নিকট হইতে লঙ্কা অধিকার করেন। উ ১১

স্বর্গে দেবরক্ষোযুদ্ধে সুমালী রাবণপক্ষে বিস্তর যুঝিয়াছিলেন; মহাসমরে অষ্টম বসু সাবিত্র ইঁহাকে বধ করেন। উ ২৭

মাল্যবান্—রাবণের মাতামহ-ভ্রাতা। উ ৫

ইনিই বিষ্ণুর নিকট পরাভূত হইয়া পাতালে পলায়ন করেন। উ ৮

লঙ্কাযুদ্ধকালে রাবণকে সীতা প্রত্যর্পণ বিষয়ে বুঝাইতে আসিয়া দৌহিত্র কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হন। ল ৩৫, ৩৬

মালী—রাবণের মাতামহ-ভ্রাতা। ইঁহারা তিন ভ্রাতা সুকেশ রাক্ষসের পুত্র। পুরাকালে বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে হত। উ ৫

হেতি, প্রহেতি, বিদ্যুৎকেশ, সুকেশ—রাবণের মাতামহের পূর্ব্বপুরুষগণ। (রক্ষোবংশ-লতা দেখ)। উ ৪

হেতি প্রহেতি রাক্ষসগণের আদিপুরুষ। প্রহেতি বনে যান, হেতি সংসারী; তৎপুত্র বিদ্যুৎকেশ, তৎপুত্র সুকেশ। উ ৪

বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্ম্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত, উন্মত্ত—রাবণের মাতামহ-ভ্রাতা মাল্যবান্ রাক্ষসের পুত্রগণ। উ ৫

প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালকামুখ, ধূম্রাক্ষ, সংহ্রাদি, প্রঘস, ভাসকর্ণ—সুমালী রাক্ষসের পুত্রগণ। রাবণের মাতুল। উ ৫

অনল, অনিল, হর, সম্পাতি—রাবণের মাতামহ-ভ্রাতা মালী রাক্ষসের পুত্রগণ। উ ৫

মারীচ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মহোদর—সুমালী রাক্ষসের মন্ত্রিচতুষ্টয়। রাবণ লঙ্কা বিজয় করিবেন শুনিয়া সুমালী ইহাদিগকে রাবণের অনুচর করিয়া দেন। উ ১১

শুক, সারণ, ধূম্রাক্ষ—রাবণের সচিব। ইহাদিগকে লইয়া রাবণ দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। উ ১৪

মহাপার্শ্ব—সীতা-হরণ লইয়া কেহ কেহ যখন রাবণকে ভয় দেখাইতেছিল, ইনি পরামর্শ দেন :—"যে ব্যক্তি হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অযত্ন-সুলভ মধুপান না করে, সে নিতান্ত মূর্খ সন্দেহ নাই।.........আপনি কুক্কুটবৎ বলপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত হউন, এবং জানকীরে গিয়া পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করুন। ইচ্ছা পূর্ণ হইলে আর কিসের ভয়?" ল ১৩

বিরাধ—বীভৎস রাক্ষস। দণ্ডকারণ্যবাসী। যবের পুত্র; ইহার জননী শতহ্রদা। আ ৩ বনে সীতাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে; রাম জানকীর পরপুরুষস্পর্শে বিশেষ শোকাকুল হন। রাক্ষসের প্রতি তিনি বিস্তর অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। অস্ত্রের দ্বারা তাহার দেহের কোন অনিষ্ট হইবে না, সে এইরূপ বর লাভ করিয়াছিল। রামলক্ষ্মণের অস্ত্রাঘাতে ক্রোধান্বিত হইয়া রাক্ষস সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীরদ্বয়কে বাহুমধ্যে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল; সীতা বাহু উৎক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "রাক্ষসরাজ তোমায় নমস্কার; তুমি উঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া যাও।" রাম লক্ষ্মণ দুইজনে দুরাত্মার দুই বাহু ভাঙ্গিয়া দিলেন, সে যাতনায় মূর্চ্ছিত হইল, কিন্তু মরিল না। দুই ভ্রাতায় তাহাকে মুষ্টি-প্রহার পদাঘাত করিয়া নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন, তথাপি রাক্ষস মরিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। তখন সর্ব্বভূতশরণ্য রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, "শস্ত্রাঘাতে আমরা ইহার প্রাণ সংহার করিতে পারিব না; তুমি এক প্রশস্ত গর্ত্ত খনন কর, ইহাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া বধ করিব।" এই বলিয়া তিনি চরণ দ্বারা রাক্ষসের কণ্ঠাক্রমণ করিলেন। তখন বিরাধ বলিল, "পুরুষ-সিংহ, আমি মোহবশতঃ তোমায় জানিতে

পারি নাই, আমি তুম্বরু গন্ধর্ব্ব ; রম্ভাতে আসক্ত হইয়া অনুপস্থিত ছিলাম, তজ্জন্য প্রভু কুবের কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হই ; সেই অভিশাপে আমার এই মূর্ত্তি। তোমার হস্তে নিহত হইয়া আমার শাপমোচন হইল। তুমি আমাকে অন্তিমকালে গর্ত্তে নিক্ষেপ কর ; মৃত নিশাচরের সমাধিই ব্যবহার।" আ ৪

কবন্ধ—দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষস। মস্তকগ্রীবাহীন, ভগ্নজঙ্ঘ বীভৎসমূর্ত্তি। আ ৬৯
ইহার উদরে মুখ ও ললাটে একটিমাত্র চক্ষু, দংষ্ট্রা বিকট, জিহ্বা লোল, হস্ত এক যোজন। বনে রামলক্ষ্মণকে আক্রমণ করিলে তাঁহারা এই রাক্ষসের দুই বাহু ছেদন করিয়া দেন। তখন সে পরিচয় দিল—"সে শ্রী নামক দানবের পুত্র, তাহার নাম দনু।" সে ইন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় রূপবান্ ছিল, কিন্তু রাক্ষসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঋষিগণকে ভয় দেখাইত। স্থূলশিরা ঋষির শাপে প্রকৃত রাক্ষস হইয়া যায়। ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া তাঁহার শতধার বজ্রে কবন্ধমূর্ত্তি ঘটিয়াছে। কবন্ধের অনুরোধে রাম তাহাকে প্রোথিত করিয়া দাহ করেন। তখন সে দিব্যমূর্ত্তি লাভ করিয়া রামকে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইবার উপদেশ দিয়া দিব্যলোকে প্রস্থান করিল। আ ৭৩

যব—রাক্ষস (?); ইহার পুত্র বিরাধ। আ ৩

শ্রী—দানব। ইহার পুত্র দনু—পরে কবন্ধ রাক্ষস। আ ৭১

দনু—দানব। ("কবন্ধ" দেখ) আ ৭১

সুবাহু—উপসুন্দের পুত্র। মারীচের সহিত এ দুষ্ট সিদ্ধাশ্রমে উপদ্রব করিত। রাম আগ্নেয়াস্ত্রে ইহাকে নিহত করেন। বা ৩০

ব্রহ্মরাক্ষস—ইহারা বেদবেদাঙ্গবিৎ ; রাত্রিশেষে লঙ্কায় বেদধ্বনি করিত। সু ১৮
যজ্ঞ-তন্ত্রবিৎ—যজ্ঞের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া থাকে। বা ৮

ছায়াগ্রাহ—অসুর। ইক্ষুসমুদ্রবাসী জীবভুক্ জীব। ইহারা ব্রহ্মার আদেশে প্রতিনিয়ত ছায়া গ্রহণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া প্রাণিগণকে ভক্ষণ করে। কি ৪৫

মন্দেহ—বিকটদর্শন রাক্ষসগণ। লোহিত সাগরতটে শৈলশৃঙ্গ অবলম্বন পূর্ব্বক অধোমুখে লম্বমান থাকিত। কি ৪০

রাক্ষসীগণ।

মন্দোদরী—রাবণের প্রধানা মহিষী। ময়দানবের কন্যা। ইন্দ্রজিতের গর্ভধারিণী। উ ১২

ধান্যমালিনী—রাবণ-পত্নী। একদা রাবণ অশোককাননে সীতার উপর অত্যাচার করিতে আসিলে, এই রাক্ষসী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সীতা-পার্শ্ব হইতে অপসারিত করে। সু ২২
অতিকায়ের গর্ভধারিণী। ল ৭১

বজ্রজ্বালা—বৈরোচন বলির দৌহিত্রী। রাবণ ইহাকে আহরণ করিয়া কুম্ভকর্ণের পত্নী করিয়া দেন। উ ১২

সরমা—গন্ধর্ব্বরাজ শৈলুষের দুহিতা। ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্না গন্ধর্ব্বকন্যা। বিভীষণ-ভার্য্যা। উ ১২
এই কন্যা মানস-সরোবর-তীরে জন্মগ্রহণ করেন; ঐ সময়ে বর্ষাগমে মানস-সরোবর কন্যার সন্নিহিত স্থান পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়; কন্যার মাতা তদ্দর্শনে "সরঃ মা বর্দ্ধত" বলিয়াছিলেন; এই হেতু কন্যার নাম "সরমা"। উ ১২
ইনি অশোকবনে সীতার সখী ছিলেন। রাবণ রামের মায়ামুণ্ড দেখাইয়া দেবীকে শোকাকুলা রাখিয়া প্রস্থান করিলে, ইনি প্রকৃত তত্ত্ব জানাইয়া দেবীর ভয় দূর করেন। ল ৩৩

কলা—বিভীষণের জ্যেষ্ঠা কন্যা।* এই রক্ষোবালা মাতৃ-নিয়োগে সীতার নিকট আসিয়া আশ্বাসের কথা কহিত। সু ৩৭

সূর্পণখা—রাবণ-ভগিনী। কামরূপিণী রাক্ষসী। অঙ্গার লোহিতবর্ণা। আ ১৯, উ ৯
কালকেয়-দৈত্যবংশীয় বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত ইহার বিবাহ হয়। উ ১২
দিগ্বিজয়কালে রাবণ ভ্রমক্রমে ভগিনীপতিকে বিনাশ করিলে ইনি কাঁদিয়া পড়েন; ভ্রাতা রক্ষোরাজ খরের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দণ্ডককানন ইহার বিহারভূমি করিয়া দেন। উ ২৪
ইনি পঞ্চবটী-বনে রামলক্ষ্মণের সহিত রসিকতা করিতে আসিলে লক্ষ্মণ ইহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দেন। আ ১৭
প্রতিহিংসা প্রবৃত্তা এই মায়াবিনী খরের নিকট অভিযোগ করিলে, রামকে শাসন করিতে আসিয়া রক্ষোবীর সদলে নিহত হন। আ ১৮
তখন সূর্পণখা লঙ্কায় গিয়া রাজ্যশাসন সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া জ্যেষ্ঠকে বিস্তর ভৎর্সনা করিয়া সীতা-হরণার্থ জনস্থানে আনয়ন করে। আ ৩৩
অশোককাননে সীতাকে শাসাইয়া সূর্পণখা বলিয়াছিল:—"আজ আমরা তোকে খাইয়া মাতাল হইয়া দেবী নিকুম্ভিলার নিকট নৃত্য করিব।" (সে বোধ হয় এ রাক্ষসী নহে।) সু ২৪

কুম্ভীনসী—রাবণের মাসতুতো ভগিনী। মধুদৈত্য ইহাকে হরণ করে। উ ২৫
রাবণের মাতামহ সুমালীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবান্; তাঁহার কন্যা অনলা; অনলার গর্ভে বিশ্বাবসুর কন্যা ইনি। উ ২৫
রাবণ মধুদৈত্যকে শাসন করিতে গেলে ইনি নিবারণ করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করাইয়া দেন। উ ২৫
সুমালীরও চারি কন্যার একজনের নাম কুম্ভীনসী—ইনি রাবণের মাসী। উ ৫

---

* গৌড় সংস্করণ রামায়ণে নাম আছে নন্দা।

কৈকসী—রাবণাদির জননী।* সুমালীর কন্যা। উ ৫

পিতার পরামর্শে ইনি বিশ্রবা ঋষিকে ভজনা করিয়া তিন পুত্র ও এক কন্যা প্রাপ্ত হন ;—রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও সূর্পণখা। উ ৯

সালকটঙ্কটা—সন্ধ্যা-তনয়া রাক্ষসী। রাবণের মাতামহের পিতামহ বিদ্যুৎকেশের পত্নী। উ ৪

ভয়া—কাল-ভগিনী। বিদ্যুৎকেশের জননী। রাক্ষসদিগের আদিপুরুষ হেতির পত্নী। উ ৪

দেববতী—গ্রামণী গন্ধর্ব্বের কন্যা। সুমালী রাক্ষসের জননী। রাবণের মাতামহ-জননী।

সুন্দরী—মাল্যবানের পত্নী।
কেতুমতী—সুমালীর পত্নী।
বসুদা—মালীর পত্নী।
} ইঁহারা নর্ম্মদা গন্ধর্ব্বীর কন্যাগণ। রাবণের মাতামহী। উ ৫

অনলা—মাল্যবানের কন্যা। কুম্ভীনসীর জননী। রাবণের জাঠতুতো মাসী। উ ৫

পুষ্পোৎকটা, রাকা, কুম্ভীনসী—সুমালী রাক্ষসের অপর তিন কন্যা। রাবণের মাতৃস্বসা। উ ৫

ত্রিজটা—বৃদ্ধা রাক্ষসী। অশোকবনে রাক্ষসীদিগকে সীতার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে দেখিয়া কহিয়াছিল, "দেখ, তোমরা জানকীকে ভক্ষণ না করিয়া পরস্পর পরস্পরকে খাও।" ইনি এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাতে রাবণের মৃত্যু ও রামের সীতা-লাভ সূচিত হয়। সু ৭

রাবণ-আদেশে ইনি সীতাকে পুষ্পকরথে চড়াইয়া নাগপাশ-বদ্ধ রামলক্ষ্মণকে দেখাইয়া আনেন। ল ৪৭

বিনতা, বিকটা, চণ্ডোদরী, প্রঘসা, অজামুখী, সুর্পণখা—ইহারা ভয় দেখাইয়া সীতাকে রাবণের অনুগামিনী করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। সু ২৪

একজটা, হরিজটা, বিকটা, দুর্ম্মুখী—রাক্ষসীগণ। ইহারা ভাল কথায় বুঝাইয়া সীতাকে রাবণের প্রতি লওয়াইতে প্রয়াস পায়। সু ২৩

অয়োমুখী—রাক্ষসী। মতঙ্গ-আশ্রমের সন্নিকটে রামলক্ষ্মণ সীতান্বেষণে নিযুক্ত ছিলেন ; এই বিকটকায়া রাক্ষসী লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিল। লক্ষ্মণ ইহার নাসা, কর্ণ ও স্তন ছেদন করিয়া দেন। আ ৮৯

সিংহিকা—লবণসমুদ্রবাসিনী ছায়াগ্রাহী রাক্ষসী। রাহু গ্রহের জননী। সু ৯

সমুদ্র-লঙ্ঘন-সময়ে হনুমান্‌কে এই কামরূপিণী রাক্ষসী বদন বিস্তার পূর্ব্বক গ্রাস করে। উ ৩৫

কপিবর ইহার জঠরে প্রবেশ করিয়া নখর-প্রহারে মর্ম্মস্থান ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ইহার প্রাণ সংহার পূর্ব্বক বহির্গত হন। সু ১

---

* উত্তর ও দক্ষিণ সংস্করণে নিকষা নাম দেখি নাই ; গৌড় সংস্করণে এই নাম আছে।

অঙ্গারকা—সিংহিকার নামান্তর (?) (সিংহিকা দেখ); লবণ-সমুদ্রবাসিনী ছায়াগ্রাহী রাক্ষসী। কি ৪১

লঙ্কা—লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ("দেবীগণ" দেখ।)

নিকুম্ভিলা—রাক্ষস-দেবী। ("দেবীগণ" দেখ।)

শতহ্রদা—বিবাধ রাক্ষসের জননী। আ ৩

তাড়কা—সুকেতু যক্ষের কন্যা। জম্ভনন্দন সুন্দের ভার্য্যা। বা ২৫

কোন দোষ বশে সুন্দ মহর্ষি অগস্ত্য কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাড়কা সুন্দরী পুত্র মারীচের সহিত মহর্ষিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে; মহর্ষির শাপে যক্ষী রাক্ষসী হইয়া যায়। বা ২৪ রাক্ষসী হইয়া মলদ করূষ নামক জনপদদ্বয় বিধ্বস্ত করিয়া অগস্ত্য-আশ্রমকে নিজ বিহার-ক্ষেত্র করে। বিশ্বামিত্র ষোড়শবর্ষীয় বীর রামকে আনয়ন পূর্ব্বক ইহার বিনাশ সাধন করেন। বা ২৬

মন্থরা—বিরোচন দানবের কন্যা। ইনি পৃথিবী ধ্বংসের সংকল্প করিলে ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হন। বা ২৫

শর্ম্মিষ্ঠা—বৃষপর্ব্ব-দুহিতা। দিতির পৌত্রী। যযাতি রাজার মহিষী। পুরুর জননী। উ ৫৮

শুক্রাচার্য্যের পুত্রী দেবযানীকে উপেক্ষা করিয়া ইঁহাকে সমধিক ভালবাসিতেন বলিয়া রাজা আচার্য্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন। উ ৫৮

একাক্ষী, এককর্ণা, কর্ণপ্রাবরণা, গোকর্ণী, হস্তকর্ণী, লম্বকর্ণী, অকর্ণিকা, হস্তি-পদী, অশ্বপদী, গোপদী, পাদচূলিকা, একপাদী, পৃথুপাদী, অপাদিকা, দীর্ঘ-শিরোগ্রীবা, দীর্ঘকুচোদরী, দীর্ঘনেত্রা, দীর্ঘজিহ্বা, দীর্ঘনখা, অনাসিকা, সিংহমুখী, গোমুখী, শূকরীমুখী*—অশোককাননে সীতার রক্ষিকা রাক্ষসীগণ। সু ২২

বানরগণ।

বালী—ইন্দ্রের ঔরসজাত কিষ্কিন্ধ্যাপতি। ঋক্ষরজার সন্তান। উ প্র ১

বালী গিরিরাজ ও সমুদ্রের দর্পহারী দুন্দুভি অসুরকে নিহত করেন। কি ১১

তৎপুত্র মায়াবীর সহিত যুদ্ধে ইনি তাড়া করিলে অসুর এক বিবরমধ্যে অন্তর্দ্ধান করে; বালী কনিষ্ঠ সুগ্রীবকে গহ্বরদ্বারে অপেক্ষা করিতে বলিয়া অনুধাবন করেন। কি ৯ বৎসর অতীত হইয়া গেল; কপিরাজ প্রত্যাগমন করিলেন না; কিন্তু গহ্বরমুখ হইতে সফেন শোণিত নির্গত হইতে লাগিল, অপিচ গর্ত্তমধ্য হইতে অসুরদিগের সিংহনাদ শ্রুত

* আরও অনেক রাক্ষসীর নাম অন্যত্র আছে। সু ১৭

হইল; সুগ্রীব জ্যেষ্ঠকে মৃত স্থির করিয়া অসুরদিগের পথরোধ করিবার আশায় এক প্রকাণ্ড শিলায় গর্ত্তমুখ রুদ্ধ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। জ্যেষ্ঠের পত্নী তারাও তাঁহার হইল। কি ৪৬

অল্পকাল মধ্যেই বালী ফিরিয়া আসিলেন। সুগ্রীবকে গালি দিয়া তাহার ভার্য্যা হরণ পূর্ব্বক তাহাকে একবস্ত্রে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। কি ১০

রামের সাহায্য-সাহসে সুগ্রীব যখন ইঁহাকে যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিয়াছিল, রাম তখন প্রচ্ছন্ন থাকিয়া শরাঘাতে ইঁহাকে নিধন করেন। কি ১৬

বালী রামকে বলিয়াছিলেন, "যদি তুমি আমায় কহিতে, আমি তোমার ভার্য্যাপহারী দুরাত্মা রাবণকে কণ্ঠে বন্ধন পূর্ব্বক জীবন্ত অবস্থায় তোমার হস্তে দিতাম।" কি ১৭

মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে করিতে রাবণ কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন; কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালীর সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন; বালী তখন সমুদ্রোপকূলে সন্ধ্যা উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন। সংবাদ শুনিয়া দশানন দক্ষিণসমুদ্রতটে বানররাজের নিকট গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বালী বেদমন্ত্র জপ করিয়া উপাসনা করিতেছেন। রাবণ বালীকে ধরিবার নিমিত্ত পিছু হইতে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; নিকটবর্ত্তী হইলে কপিরাজ রক্ষোরাজকে ধরিয়া কক্ষমধ্যে পুরিয়া বেগে আকাশে উত্থিত হইলেন। পরে তিনি চারি মহাসাগরে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া রাবণকে কক্ষ হইতে বাহির করিলেন; গলদ্ঘর্ম্ম রাক্ষসরাজ বিনীতভাবে তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। তখন বালী তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। উ ৩৪

সুগ্রীব—বালীর কনিষ্ঠ। ঋক্ষরজার ক্ষেত্রে সূর্য্যের ঔরসজাত পুত্র। উ প্র ১

রামের প্রধান সহায়। মায়াবী অসুরের অনুধাবনে গত জ্যেষ্ঠের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে মৃত স্থির করিয়া তাঁহার রাজ্য ও ভার্য্যা অধিকার করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ফিরিয়া আসিয়া ইঁহার ভার্য্যাকে গ্রহণ পূর্ব্বক ইঁহাকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করেন; কি ১২

জ্যেষ্ঠের তাড়নায় ইনি কোথাও স্থির হইতে পারেন নাই; অবশেষে মতঙ্গ মুনির শাপ-বশে বালীর অগম্য ঋষ্যমূক গিরির এক গুহায় পঞ্চ বিশ্বস্ত অনুচর সহ আশ্রয় গ্রহণ করেন। কি ১১

সীতা-বিরহিত রামের সহিত সুগ্রীবের সখ্য স্থাপিত হইলে রাম বালীকে বিনষ্ট করিয়া ইঁহাকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃবধূ তারাও ইঁহার হন। কি ২৬

ইঁহার সৈন্য সাহায্যে রাম লঙ্কা জয় করেন।* কি ২৯

---

* লঙ্কাজয়ের পর রামাদি অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে ভরত সুগ্রীবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, "বীর, আমাদের ভ্রাতার মধ্যে তুমিই পঞ্চম।" ল ১২৮

বালী ইঁহাকে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে নিষ্কাশিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; এমন তাড়া লাগাইয়াছিলেন যে, ভয়ে সুগ্রীবকে সমস্ত পৃথিবী ছুটিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। ইহাতে এক উপকার হয় এই যে আদ্যোপান্ত ভূ-বৃত্তান্ত ইনি জানিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জ্ঞান-অনুসারে অনুচর বানরগণকে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে স্পষ্টরূপ বিবরণ জানাইয়া সীতান্বেষণার্থ পাঠাইতে পারিয়াছিলেন। কি ৪৬

মহাপ্রস্থানকালে ইনি রামের অনুগমন করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করেন। উ ১১০

অঙ্গদ—বালীর পুত্র। বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হইয়া রামের অনুরোধে ইঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। কি ২৬

ইনি হনুমানের সহিত দক্ষিণদিকে সীতান্বেষণে গিয়াছিলেন। সমুদ্র-লঙ্ঘনের কথা উঠিলে ইনি বলেন, "আমি শতযোজন লম্ফে পার হইতে পারি, কিন্তু ফিরিবার বেলা সন্দেহ।" কি ৬৬

কুম্ভকর্ণের ভয়ে বানরসৈন্য পলাইতেছে দেখিয়া বালিপুত্র সাহস দিয়া কহিলেন, "*পলাইও না; হয় আমরা অল্প আয়ুঃবশতঃ রণে ধরাশায়ী হইব এবং এরূপ মৃত্যুতে* কাপুরুষগণের দুর্লভ ব্রহ্মলোকে গমন করিব, বীরজনের সমস্ত ভোগ্য ভোগ করিব, নয় ত রণে নিহত হইয়া চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিব।" ল ৬৬

রামের মহাপ্রস্থানকালে সুগ্রীব ইঁহাকে রাজ্য দিয়া সথার অনুগমন করেন। উ ১০৮

হনুমান্—কেশরী বানরের ক্ষেত্রজ ও বায়ুর ঔরস পুত্র। ("পবন" দেখ) ল ৩০

কেশরীর পত্নী অঞ্জনা বানরী ফলাহরণার্থ গমন করিয়া গহন বনে হনুমান্‌কে প্রসব করিয়া প্রস্থান করে; সদ্যঃপ্রসূত শিশু ক্ষুধায় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল; ঐ সময়ে দিবাকর উদিত হইলেন; হনুমান্ তাঁহাকে ফল মনে করিয়া ভক্ষণার্থ লম্ফ প্রদান করিল; সূর্য্যের যখন সন্নিহিত, তখন রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিতে আসিয়াছিল; রাহুকে দেখিয়া হনুমান্ বৃহত্তর ফল বোধে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল; রাহু প্রাণভয়ে ইন্দ্রের শরণাগত হইলেন; ইন্দ্র ঐরাবতে চড়িয়া সাহায্যার্থ আসিতে লাগিলেন। হনুমান্ ঐরাবতকে আরও বৃহত্তর ফল মনে করিয়া উহার অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া হনুমানের প্রতি বজ্র প্রহার করিলেন; বজ্র-তাড়িত হইয়া কপি-শিশু এক পর্ব্বত-পৃষ্ঠে পতিত হইল, পড়িয়া শিশুর বাম হনুটি ভাঙ্গিয়া গেল। বায়ু কাতর শিশু পুত্র লইয়া এক গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল, ত্রিলোকে হাহাকার উঠিল। উ ৩৫

তখন দেবতারা আসিয়া সকলে হনুমান্‌কে এক এক বর দিয়া তাহাকে দেব-অস্ত্রেরও অবধ্য করিয়া অমর করিয়া দিলেন। বনে ঋষিদিগের উপর উৎপাত করিতেন বলিয়া ঋষিগণ শাপ দিয়াছিলেন, সেই জন্য হনুমান্ স্বয়ংও আপন শক্তির সীমা জানিতেন না, কেহ স্মরণ করাইয়া দিলে তবে বল বর্দ্ধিত হইত। উ ৩৬

বুদ্ধি ও কার্য্যসিদ্ধি ইঁহারই আয়ত্ত; বল উৎসাহ ও শাস্ত্রবোধ ইঁহারই ছিল। সু ১৪, ল ১১৪

ইনি সুগ্রীবের মন্ত্রী হইয়াছিলেন; প্রভুর একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর। কি ২

ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সীতাবিরহিত রামলক্ষ্মণকে দেখিয়া বালীর চর মনে করিয়া সুগ্রীব নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিলে, ইনি ভিক্ষুবেশ ধারণ করিয়া বীর-যুগলের সম্মুখে আসিয়া বিনয়পূর্ব্বক পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কি ২

পরিচয় পাইয়া সুগ্রীবের সহিত মিলন করিয়া দেন।* কি ৫

ইনি সীতান্বেষণে দক্ষিণদিক গমনার্থ ভার পাইলে রাম ইঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকুশল বিবেচনা করিয়া সীতার অভিজ্ঞান নিমিত্ত আপনার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী ইঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। কি ৪৪

ইনি শতযোজন সমুদ্র লম্ফ দ্বারা লঙ্ঘন করিয়া সীতান্বেষণে লঙ্কায় গিয়া লঙ্কাপুরীর (দুর্গের) সেতু ভগ্ন ও পরিখা আপূর্ণ করিয়া দেন। সু ২

বহুকষ্টে অশোককাননে সীতার দর্শন পাইয়া তাঁহাকে রামের অভিজ্ঞান প্রদর্শন এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যভিজ্ঞান গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কায় মহা উৎপাত আরম্ভ করেন। ল ৩

রাবণ বহু আয়াসে ইঁহাকে বন্ধন করিয়া ইঁহার লাঙ্গুলে অগ্নি লাগাইয়া দেন। ল ৫৮

হনুমান্ আপন শক্তি-বলে মুক্ত হইয়া সেই পুচ্ছাগ্নিতে লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া পুনরায় সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া রামকে সংবাদ দেন। সু ৬৫

যুদ্ধকালে এক সময়ে ইনি রাবণকে এক চপেটাঘাত করেন, চড় খাইয়া রক্ষোরাজ কপিবরকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলেন, "কপিবর, তোমার বলবীর্য্য বিচিত্র; তুমি আমার শ্লাঘনীয় শত্রু, তোমার বীরত্বে সাধুবাদ প্রদান করি।" ল ৫৯

যুদ্ধকালে ইনি ওষধিপর্ব্বত আনিয়া নাগপাশক্লিষ্ট রামলক্ষ্মণকে সঞ্জীবিত করেন ও শক্তি-শেলাহত লক্ষ্মণকে পুনর্জ্জীবিত করেন।† ল ৭৩

অযোধ্যায় রামের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণকালে হনুমান্ বর চাহিলেন, "পৃথিবীতে যতকাল রাম কথা প্রচলিত থাকিবে, ততকাল যেন আমার দেহে প্রাণ থাকে।" রাম "তথাস্তু" বলিয়া হনুমান্‌কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চন্দ্রপ্রভ রত্নহার নিজ কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া তাহার গলে পরাইয়া দিলেন।‡ ("হনুমানের পুরস্কার" দেখ) উ ৪০

---

* হনুমানের বাক্য শুনিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহেন, "ঋগ্বেদজ্ঞ, যজুর্ব্বেদজ্ঞ ও সামবেদজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত অপর কেহ ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না। ইনি অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু একটিও অপ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। বোধ হয় ইনি ব্যাকরণ প্রভৃতি বিবিধ ব্যুৎপাদক গ্রন্থ বহুবার অধ্যয়ন করিয়াছেন। বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠগত মধ্যম স্বর অবলম্বন পূর্ব্বক পদবিন্যাস ক্রম অতিক্রম না করিয়া শ্রুতিকটু-পদশূন্য বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কি ৩

† গৌড় সংস্করণে হনুমানের ওষধি আনয়ন বৃত্তান্ত নানা ব্যাপারে অনেক বেশী আছে। কালনেমি সংবাদ, পথে নন্দিগ্রামে ভরতের সহিত সাক্ষাৎ ইত্যাদি—অন্য রামায়ণে নাই। উ ৪১

‡ পরাক্রম উৎসাহ বুদ্ধি প্রতাপ সুশীলতা মাধুর্য্য নীতিজ্ঞান গাম্ভীর্য্য চাতুর্য্য বীর্য্য এবং ধৈর্য্য প্রভৃতি

জাম্ববান্—ঋক্ষরাজ। সুগ্রীবের বিশ্বস্ত অনুচর। (মন্ত্রী ?) ল ৩০
সত্যযুগে জৃম্ভাপরিত্যাগকালে ব্রহ্মার আস্য হইতে উৎপন্ন। বা ১৭
গদ্গদের (ক্ষেত্রজ ?) পুত্র। এই গোলাঙ্গুলেশ্বর ইন্দ্রের সাহায্যকারী। ল ২৭
দেবাসুর-যুদ্ধে ইনি দেবপক্ষে থাকিয়া শিলা বর্ষণ করিয়া অনেক বরলাভ করিয়াছিলেন। দেবশাসনে ওষধি সঞ্চয় করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করেন ; তজ্জন্য সমুদ্র হইতে অমৃত উত্থিত হয়। কি ৬৬
পূর্ব্বে দানবরাজ বলির যজ্ঞে সনাতন বিষ্ণু স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আক্রমণ করেন ; ঐ সময় ইনি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। কি ৬৬
সমুদ্র পার হইবার কথা উঠিলে ইনি বলেন, "আমি বৃদ্ধ, গতিশক্তি আর তেমন নাই, তবে এখন নবতি যোজন মাত্র লম্ফ দিয়া যাইতে পারি।" কি ৬৬
নর্ম্মদা-তীরে ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে ইনি অধিষ্ঠান করিতেন। ল ২৭
মহাপ্রস্থানকালে রাম জাম্ববান্‌কে বলেন, "যাবৎ কলিযুগ তাবৎ তুমি জীবিত থাক, কিন্তু বিভীষণ ও হনুমান্ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবেন।" উ ১০৮

ঋক্ষরজা—বালী ও সুগ্রীবের জনক (ও জননী) উ প্র ১
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার যোগাভ্যাসকালে নেত্রযুগ হইতে অশ্রুধারা বিনির্গত হয় ; ভগবান্ হস্ত দ্বারা তাহা গ্রহণ ও চর্চ্চিত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিবামাত্র সেই অশ্রুকণা হইতে এক বানর উৎপন্ন হইল ; তিনিই ইনি। উ প্র ১
ঋক্ষরজা একদিন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উত্তরমেরুপর্ব্বতস্থ সরোবরে গমন করেন ; তথায় জলমধ্যে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া অন্য বানর মনে করিয়া তাহাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় জলমধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন ; লম্ফ দিয়া তীরে উঠিবামাত্র অসামান্য সুন্দরী স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্র ও সূর্য্য ঐ সময়ে সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন ; সেই অপূর্ব্ব সুন্দরীকে দেখিয়া উভয়েই কামমোহিত হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রের কৃপায় ইনি বালীকে এবং সূর্য্যের কৃপায় সুগ্রীবকে জন্মদান করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে ইনি স্বীয় বানররূপ পুনঃ প্রাপ্ত হন। উ প্র ১
ব্রহ্মার আদেশে দেবদূত ইঁহাকে লইয়া গিয়া কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করিয়া দিল। ইনি সপ্তদ্বীপের সমুদয় বানরগণের অধিপতি হইলেন। উ প্র ১

নল—বিশ্বকর্ম্মার ঔরস পুত্র অম্বুবালীর ক্ষেত্রজ পুত্র। ল ৩০
সমুদ্রের নির্দ্দেশানুসারে রামের আদেশে ইনিই সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়াছিলেন। ল ২২

গুণে হনুমান্ অপেক্ষা ইহলোকে কেহই অধিক নাই। অপিচ, এই কপিবর ব্যাকরণ শিক্ষা করিবেন বলিয়া সূর্য্যাভিমুখ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে উদয়গিরি হইতে অস্ত-পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। অধিক কি, এই অপ্রমেয় বানরেন্দ্র সূত্র, বৃত্তি, মহাভাষ্য এবং সংগ্রহের সহিত মহার্থযুক্ত মহৎ গ্রন্থ অর্থতঃ গ্রহণ করিয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ; ইঁহার সদৃশ শাস্ত্রবিশারদ আর কেহই নাই। ইনি সমস্ত বিদ্যা—কি ছন্দঃ কি তপোবিধান সকল বিষয়েই সুরগুরুকে স্পর্দ্ধা করেন।

নীল—অনল-পুত্র। ল ৩০

ইনি রাবণ-সেনাপতি প্রহস্তকে নিধন করিয়াছিলেন। ল ৫৮

সুষেণ—বরুণ-পুত্র। সুগ্রীব ও বালীর শ্বশুর। (স্থলান্তরে "ধর্ম্মের পুত্র।") ল ৩০, বা ১৭

তার—বৃহস্পতি-পুত্র। সুগ্রীবের শ্বশুর।* বা ১৭

মৈন্দ ও দ্বিবিদ—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পুত্র। অঙ্গদের মাতুল।† ল ৩০

প্রজাপতি ব্রহ্মা মহাত্মা অশ্বীর সম্মান বর্দ্ধিত করিবার জন্য ইহাদিগকে সকলের অবধ্য করিয়াছিলেন। সু ৬০

একদা এই দুই মহাবীর সুরসৈন্য পরাজয় পূর্ব্বক অমৃত পান করেন। ল ২৮

শ্বেত, জ্যোতির্ম্মুখ—সূর্য্যের পুত্র। ল ৩০

গন্ধমাদন—কুবেরের পুত্র। বা ১৭

হেমকূট—বরুণের পুত্র। ল ৩০

শরভ—পর্জ্জন্যের পুত্র। বা ১৭

কেশরী—বৃহস্পতির পুত্র। হনুমানের পিতা। ল ৩০

ইনি মাল্যবান্ পর্ব্বতে বাস করিতেন, তথা হইতে গোকর্ণ পর্ব্বতে প্রস্থান করেন; সেইখানে সমুদ্রতীর্থে শাম্বসাদন নামক অসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। সু ৩৫

দধিমুখ—সুগ্রীবের মাতুল। কিষ্কিন্ধ্যারাজের মধুবন-রক্ষক। সোমের পুত্র। ল ৩০

সীতা-সংবাদ-আনয়নকারী বানরেরা ইঁহার বড় নির্য্যাতন করিয়াছিল। সু ৬২

যক্ষ ও প্রভাব—সুগ্রীবের মন্ত্রী। নবরাজ্য প্রাপ্ত ভোগসুখরত সুগ্রীবকে চেতাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কি ৩১

ধূম্র—জাম্ববানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। গদ্গদের পুত্র। ল ৩০

ইনি দেবাসুর-যুদ্ধে ইন্দ্রকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ল ২৭

সন্নাদন—বানরগণের পিতামহ। ল ২৭

ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধেও ইনি পরাজিত হন নাই। চতুষ্পদের মধ্যে ইঁহার তুল্য রূপবান্ কেহ ছিল না। ল ২৭

ক্রথন—পর্ব্বতকন্যার গর্ভে অগ্নির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ল ২৭

দেবাসুর-যুদ্ধে দেবপক্ষে ছিলেন। ল ২৭

দুর্দ্ধর—বসুর পুত্র। ল ৩০

সুমুখ, দুর্ম্মুখ, বেগদর্শী—বানররূপী স্বয়ম্ভুর পুত্র। ল ৩৯

---

* উত্তরকাণ্ডে তারার পিতা তার। উ ৩৪

† বালী ও সুগ্রীবের মাতা কই যে মাতুল! ঋক্ষরজা ত পিতা ও মাতা দুইই। উ প্র ৩

গজ, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গন্ধমাদন—যমের পুত্র। গবাক্ষ গোলাঙ্গুলেশ্বর। ল ৩০

গোলাঙ্গুলেরা লঙ্কা-যুদ্ধে রাক্ষস গিলিত। ল ৪৪

বিনত—বানর যূথপতি। ইনি সীতান্বেষণার্থ অনুচরগণ সহ পূর্ব্বদিকে গিয়াছিলেন। কি ৪০

সুহোত্র, শরারি, শরগুল্ম, বৃষভ, উল্কামুখ, অনঙ্গ, বৃহদ্বল—হনুমানের সহিত ইঁহারা দক্ষিণদিকে গিয়াছিলেন। কি ৪১

অর্চ্চিষ্মান্, অর্চ্চিমাল্য, মারীচ—সুষেণের সহিত ইঁহারা পশ্চিমদিকে গিয়াছিলেন। কি ৪২

শতবলী—বানরযূথপতি। অনুচরগণ সহ ইনি উত্তরদিকে সীতান্বেষণে গিয়াছিলেন। কি ৪০

সূর্য্যের উপাসক সাবর্ণিমেরু পর্ব্বতে বাস করেন। ল ২৭

রক্তমুখ, কেশরী, দরীমুখ, ধূম্র, পনস, রুমণ, গয়, ইন্দ্রজানু, রম্ভ, দুর্ম্মুখ, বহ্নি, বিদ্যুন্মালী, সম্পাতি, দম্ভ, সূর্য্যাক্ষ, বীরবাহু, সুবাহু, কুমুদ, দধিবক্ত্র, সুপাটল, সুনেত্র—সুগ্রীবের আত্মীয় অনুচর ও যূথপতিগণ। ইঁহারা অনেকে সীতান্বেষণে গিয়াছিলেন। কি ৩৯

অর্ক, প্রজঙ্ঘ, জম্ভ, রভস, বলীমুখ, তরস, প্রসভ, পাবকাক্ষ, বিদ্যুদ্দংষ্ট্র, সূর্য্যানন, বেগদর্শী—বানরবীরগণ। লঙ্কা-যুদ্ধে যুঝিয়াছিলেন। ল ৪

প্রজঙ্ঘ, তরস, সুবাহু, বীরবাহু, প্রসভ, অনল, পনস, শাস্ত্র—বানরযূথপতিগণ ল ৪১

সম্পাতি, অশ্বকর্ণ, ঋষভ, সানুপ্রস্থ, সানুগ্রাহ, ঋষভস্কন্ধ, স্কন্দ, পৃথু, শঙ্খচূড়, শুম্ভ, ইন্দ্রজানু—বানরবীরগণ। ল ৪২, ৪৩

সংযোজন, সরভ, সংরম্ভ, ক্রমণ, প্রমাথী, হর, পনস, রম্ভ, চণ্ড, কুমুদ—বানরযূথপতিগণ। ল ২৬

তারেয়, ইন্দ্রজানু, ঋষভ, সুপাটল, শুম্ভ, শরভ, শঙ্খচূড়—ইহাদের পুরস্কৃত করিয়া রাম অযোধ্যা হইতে বিদায় দেন। ইহারা তাঁহার লঙ্কাসমরে সাহায্যকারী। উ ৪০

তারা—সুষেণের দুহিতা। বালীর মহিষী। বালীর অবর্ত্তমানে দেবর সুগ্রীবের প্রণয়িনী।* কি ২২, ৪৬, ২৯

বালীর মৃত্যুতে শোককাতরা হইয়া ইনি সহমরণে যাইতেছিলেন, রাম নিবারণ করেন। কি ২৪

সুগ্রীব রাজা হইলে দিন রাত তাঁহাকে লইয়া মাতাল হইয়া থাকিতেন। কি ৩৩, ৩৫

রুমা—সুগ্রীব-ভার্য্যা। তার বানরের কন্যা। কি ২৫

বালী সুগ্রীবকে তাড়াইয়া এই ভ্রাতৃবধূকে অধিকার করিয়াছিলেন। কি ১৮

---

* সুগ্রীবের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, এমন উল্লেখ নাই। "রাম বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কাঞ্চনী মালা, তারা ও কপিরাজ্য অর্পণ করেন।" ল ২৮

অঞ্জনা—হনুমানের গর্ভধারিণী। কেশরীর ভার্য্যা। কুঞ্জরের দুহিতা। কি ৬৭

ইনি পুঞ্জিকাস্থলী নাম্নী অপ্সরা, শাপবশে বানরী হন। রূপযৌবনসম্পন্না কেশরিপত্নী অঞ্জনা একদা শৈলশিখরে বিচরণ করিতেছিলেন; বায়ু তাঁহার বসন অল্পে অল্পে অপহরণ করিলেন এবং রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া উহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পতিব্রতা অঞ্জনা তটস্থ হইয়া পড়িলে পবনদেব বলিলেন, "ভয় নাই, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিতেছি না, কেবল তোমায় আলিঙ্গন পূর্ব্বক সংকল্পমাত্রে তোমাতে সংক্রান্ত হইয়াছি; এক্ষণে তোমার গর্ভে একটি বুদ্ধিমান্ মহাবল পুত্র জন্মিবে।" (সে পুত্র হনুমান্।) কি ৬৭

বিশিষ্টজীবগণ।

গরুড়—*পক্ষিরাজ। বিষ্ণুর বাহন। কশ্যপ-সন্তান।* বিনতা-নন্দন।* আ ২৪

সগররাজ-পত্নী সুমতি ইঁহার সহোদরা ছিলেন। উ ৬, বা ১৭

ভূলোকে গঙ্গা আনয়ন করিয়া ভস্মীভূত পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করিতে ইনিই ভাগিনেয় পুত্র অংশুমান্‌কে পরামর্শ দেন। বা ৪১

রামলক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের নাগপাশে বদ্ধ ছিলেন; ইঁহার আগমনমাত্রে সেই পাশ ঘুচিয়া যায়। ইনি বীরদ্বয়ের গাত্রস্পর্শ পূর্ব্বক মার্জ্জন করিয়া দিলেন; তাহাতে ক্ষত শুষ্ক হইয়া গেল। রাম ইঁহার পরিচয় চাহিলে ইনি কহেন, "আমি তোমার সখা, এখন আর অধিক পরিচয় দিব না, তুমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিবার সময় আমাদের সম্বন্ধ বিশেষ জানিবে।"† এই বলিয়া রামকে প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন করিয়া পক্ষিরাজ প্রস্থান করিলেন।............সকলে দেখিয়াছিল ইনি সুরূপ। ল ৫০

ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে অনুলেপন, গলে উৎকৃষ্ট মাল্য, ইনি দিব্য আভরণ ও নির্ম্মল বস্ত্রে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছেন। (বায়ুপথের ষষ্ঠ কক্ষায় ইঁহার অবস্থান) উ প্র ৪, ল ৫০

(পরে "সুভদ্র" বটবৃক্ষ দেখ) আ ৫৫

সম্পাতি—অরুণের পুত্র। জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। চিরজীবী গৃধ্ররাজ। আ ১৪

বৃত্রাসুর বধের পর জটায়ু ও ইনি ইন্দ্রকে জয় করিবার নিমিত্ত ব্যোমমার্গে স্বর্গে যাত্রা করেন। কি ৫৯

আসিবার সময় সূর্য্যদেবের সন্নিহিত হন; তখন মধ্যাহ্নকাল; জটায়ু সূর্য্যের তেজে

---

* কোন কোন স্থলে গরুড়—অরিষ্টনেমির পুত্র। (অরিষ্টনেমি = কশ্যপ?) কিন্তু আ ১৪ দুই পৃথক্। কি ৬৬

† প্রক্ষিপ্তকার মহাশয়দের নিকট এই কথাটা এড়াইয়া গিয়াছে। কারণ রামের ফিরিবার সময় গরুড়ের সহিত সম্বন্ধ জানাইবার গন্ধ নাই।

বিহ্বল হন; সম্পাতি তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃ-বাৎসল্যে পক্ষপুট দ্বারা কনিষ্ঠকে আবৃত করেন। কি ৬২

জ্যেষ্ঠের পক্ষ দগ্ধ হইল, তিনি বিন্ধ্য পর্ব্বতে পড়িলেন; তদবধি সেই স্থানেই থাকিতেন, পুত্র সুপার্শ্ব আহার যোগাইত। জটায়ুর আর কোন সংবাদ পান নাই। সীতান্বেষণে আসিয়া বিন্ধ্যগিরিতে অঙ্গদপ্রমুখ বানরেরা পরস্পর জটায়ু-নিধন কথা বলাবলি করিতেছিল; ইনি শুনিতে পাইয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন। কি ৫৭

তাহাদের মুখে সকল সমাচার অবগত হইয়া আত্ম-পরিচয় কহেন এবং নিশাকর মহর্ষির বৃত্তান্ত বলিয়া রাবণের নিবাসস্থান জানাইয়া দেন। ইহার পর ঋষির বরানুসারে ইঁহার পুনরায় পক্ষোদ্ভেদ হয়; ইনি উড্ডীন হইলেন। কি ৬৪

জটায়ু ও সম্পাতি সূর্য্যের নিকট গিয়া দেখেন, সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ। কি ৬২

সুপার্শ্ব—সম্পাতি গৃধ্রের পুত্র। দগ্ধপক্ষ পিতাকে বিন্ধ্যাচলে ভক্ষ্য যোগাইতেন। কি ৬০

একদা ইনি পিতার আহার সংগ্রহের জন্য মাহেন্দ্র পর্ব্বত আগলাইয়াছিলেন; রাবণ সে সময়ে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল; এই দুইজনকেই পক্ষিবর ভক্ষ্যরূপে আয়ত্ত করার উদ্যোগ করাতে রাবণ ইঁহার শরণাপন্ন হন; তাহাতেই নিষ্কৃতি লাভ করেন। কি ৬০

জটায়ু—গৃধ্ররাজ। গরুড়ভ্রাতা অরুণের পুত্র, শ্যেনীগর্ব্ভজাত। দশরথের বয়স্য। আ ১৪

পঞ্চবটীবনে বাসকালে রামের ইনি সহায় হইয়াছিলেন—সীতা রক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। আ ৫০, ৫১

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, পথে ইনি দেখিতে পান। সীতা উদ্ধার কল্পে রক্ষোরাজের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরাস্ত হন। রাবণ ইঁহাকে মৃতকল্প অবস্থায় ফেলিয়া সীতাকে অঙ্কে গ্রহণ পূর্ব্বক পলায়ন করে। আ ৫৭

সীতা-বিরহে উন্মত্তপ্রায় রামের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে সকল তথ্য নিবেদন করিয়া (রাবণ বিশ্রবার পুত্র, কুবেরের ভ্রাতা—তাহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে না করিতে) বিহগরাজ প্রাণত্যাগ করেন। রাম লক্ষ্মণ ইঁহার অগ্নিসংস্কার করিয়াছিলেন। আ ৬৮

অরুণ—গরুড়ের কনিষ্ঠ। সম্পাতি ও জটায়ুর জনক। আ ১৪

উচ্চৈঃশ্রবা—সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট অশ্ব। ইন্দ্র ইহাকে বাহন করেন। বা ৪৫

রাবণ সূর্য্যলোকে গিয়া দেখিয়াছিলেন সূর্য্যের বাহন উচ্চৈঃশ্রবা। উ প্র ২

ঐরাবত, বামন, অঞ্জন, পদ্ম—দিঙ্‌নাগ চতুষ্টয়।* উ ৩২

গজরাজ ঐরাবত ইন্দ্রের বাহন। উ ৩৫

* ঐরাবত, মহাপদ্ম, সার্ব্বভৌম,—ইঁহারা দিগ্‌গজ। ঐরাবত—দন্তচতুষ্টয় শোভিত। ম ৬৯

বিরূপাক্ষ, মহাপদ্ম, সুমনা, ভদ্র—পাতালের দিক্‌হস্তিচতুষ্টয়। ইহার মধ্যে ভদ্র শুভ্রবর্ণ। বা ৪০

ইহারা পাতালদেশে চারিদিকে চারি জন থাকিয়া পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে। পর্ব্ব-কালে বিরূপাক্ষের শিরশ্চালনে ভূমিকম্প হইয়া থাকে। বা ৪০

ইহারা বাক্য-প্রয়োগ সমর্থ।

কুমুদ—দেবকুঞ্জর। সযূথ ইনি আকাশ হইতে বৃষ্টি হিমপাত করিয়া থাকেন। উ প্র ৪

সুরভি—স্বর্গের কামধেনু। পাতালে বরুণালয়ে থাকিতেন। ইঁহার স্তন হইতে সততই ক্ষীরধারা ঝরিতেছে; ঐ ক্ষীরধার হইতে ক্ষীরোদ সাগর উৎপন্ন। এই সমুদ্র হইতে চন্দ্র উদ্ভূত; অমৃতভোজীদিগের অমৃতও এই ক্ষীরোদসাগর হইতে উত্থিত। ইহা হই-তেই পিতৃগণের স্বধা উৎপন্ন হয়। উ ২৩

রাবণ এই গাভীকে প্রদক্ষিণ করিয়া পাতালে বরুণালয়ে আসিয়াছিলেন। উ ২৩

এক সময়ে সুরভি আকাশপথে যাইতে যাইতে দেখিতে পান,—তাঁহার দুই পুত্র বলীবর্দ্দ ক্ষেত্রে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া লাঙ্গল টানিতেছে; তদুপরি কৃষক তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে বিষম তাড়না করিতেছে। দেখিয়া সুরভির নেত্র হইতে জল ঝরিতে লাগিল; দৈবাৎ সেই অশ্রুর এক বিন্দু ইন্দ্রের দেহে পতিত হয়; ইন্দ্র সুরভিকে কাতর দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন,—পুত্রের কষ্টে ধেনুশ্রেষ্ঠা বিচলিতা। সকলে বুঝিতে পারিল, বহুপুত্রা সুরভি যখন পুত্রের কষ্টে এত আকুল, তখন পুত্রের তুল্য প্রিয় আর কিছুই নাই। অ ৭৪

শবলা—বশিষ্ঠের কামধেনু। পাপাপহারিণী বিচিত্রবর্ণা গাভী। বা ৫২

একদা নৃপতি বিশ্বামিত্র চতুরঙ্গিণী সেনা সহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন; বশিষ্ঠ শবলাকে বলিলেন, "শবলে, আমি এই সসৈন্য রাজার সম্যক্ আতিথ্য বিধান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি উপকরণ সংগ্রহ কর।" মহর্ষির আজ্ঞামাত্র শবলা ইক্ষু, লাজ, উৎকৃষ্ট গৌড়ী সুরা, মহামূল্য পানীয়, বিবিধ ভক্ষ্য, সূপ, পর্ব্বতাকার উষ্ণ অন্নরাশি, পায়স, দধিকুল্যা এবং সুস্বাদু খাণ্ডবে পূর্ণ বহুসংখ্য রজতময় ভোজনপাত্র ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি করিল। বা ৫৩

বিশ্বামিত্র আতিথ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া বশিষ্ঠের নিকট এই গাভীটি চাহিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, "ইহা দ্বারা আমার অগ্নিহোত্র হোম ও বলিকার্য্য সংসাধিত হয়, অধিক কি স্বাহাকার ও বষট্‌কার-সাধ্য বিবিধ যাগ যজ্ঞ এবং বিদ্যা ইহারই অধীন।.........আমি ইহার সাহায্যে প্রভূত দক্ষিণা দান পূর্ব্বক দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ এবং অন্যান্য দৈবী ক্রিয়া সাধন করিয়া থাকি; ইহাকে আমি কিছুতেই দিতে পারিব না।" রাজা বিশ্বা-মিত্র বহু লোভ দেখাইলেন; শেষে বলিলেন, "এটি রত্ন, রত্নে রাজার অধিকার, অতএব এটি আমারই প্রাপ্য।" বা ৫৩

কিন্তু কিছুতেই বশিষ্ঠকে সম্মত করিতে পারিলেন না। তখন রাজা গাভীটি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া চলিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া বশিষ্ঠ শবলাকে আদেশ দিলেন, "তুমি সৈন্য সৃষ্টি কর।" বা ৫৪

শবলা হুম্বা রব করিবামাত্র বহুসংখ্য পহ্লব নামক ম্লেচ্ছসৈন্য উৎপন্ন হইল। বা ৫৪

ক্রমে ভীষণমূর্ত্তি যবনদিগের সহিত শক জাতীয় সৈন্য উদ্ভূত হইল। ইহারা মহাবীর্য্য তীক্ষ্ণ অসি ও পট্টিশধারী, পীতবর্ণ ও পীতাম্বর সংবৃত। শবলা হুম্বার পরিত্যাগ করিবামাত্র দিবাকরের ন্যায় প্রখরমূর্ত্তি কাম্বোজ সৈন্য উৎপন্ন হইল। বা ৫৫

তাহার আপীনদেশ হইতে বর্ব্বর ও যোনিবিবর হইতে যবন, অপান হইতে শক ও রোমকূপ হইতে কিরাত ও হারীত সৈন্য জন্মিল। ইহারা বিশ্বামিত্রসৈন্য সহিত ঘোর যুদ্ধ করিয়া পদাতি হস্তী অশ্ব রথ সমুদয় বিনষ্ট করিল। বিশ্বামিত্রের শত পুত্র বিবিধ অস্ত্র লইয়া আসিয়াও নিহত হইলেন। পরিশেষে বিশ্বামিত্র পরাজিত হইয়া শবলাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলাইতে বাধ্য হইলেন। বা ৫৫

সুরসা—নাগজননী।* সু ১

হনুমান্ সমুদ্র ডিঙ্গাইতেছিলেন, দেবগণ তামাসা দেখিবার নিমিত্ত ইঁহাকে তাঁহার পথরোধ করিতে বলেন। ইনি আসিয়া হনুমান্‌কে গ্রাস করিবার নিমিত্ত বদন বিস্তার করিলেন। পরস্পর আকার বাড়াবাড়ির পর সুরসার আস্যবিবর যখন শতযোজন হইল, হনুমান্ সহসা অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ক্ষুদ্র হইয়া নাগমাতার মুখ গলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সু ১

কাক—বায়সরূপী ইন্দ্রের পুত্র। (জয়ন্ত?) সু ৩৮

চিত্রকূট পর্ব্বতে একদা রাম সীতার ক্রোড়ে নিদ্রিত ছিলেন; এই কাক আসিয়া সীতার স্তন ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়; রাম জাগরিত হইয়া দর্ভাস্তরণ হইতে একটি দর্ভ গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ ইহার প্রতি প্রয়োগ করেন। কাক ব্রহ্মাস্ত্রের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর না দেখিয়া রামেরই শরণাপন্ন হয়। রাম ইহার দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট করিয়া ইহাকে বিদায় দেন। সু ৩৮

(অশোককাননে সীতা হনুমান্‌কে রামের প্রত্যভিজ্ঞান স্বরূপ এই গল্প বলিয়াছিলেন।)

স্বর্ণমৃগ—সীতা হরণোদ্দেশে রাবণ-আদেশে মারীচ কর্ত্তৃক গৃহীত মূর্ত্তি। আ ৪২

উহার শৃঙ্গ উৎকৃষ্ট রত্নের ন্যায়, কর্ণ ইন্দ্রনীল ও উৎপলের ন্যায়, এবং মুখ রক্তপদ্ম ও নীলপদ্মের ন্যায়। উহার গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত, উদর নীলকান্ত তুল্য, পার্শ্বভাগ মধুক পুষ্প সদৃশ, বর্ণ পদ্মরাগের অনুরূপ স্নিগ্ধ ও সুন্দর; খুর বৈদূর্য্যাকার, জঙ্ঘা সূক্ষ্ম, সর্ব্বাঙ্গ রৌপ্যবিন্দুতে চিত্রিত ও নানা ধাতুতে রঞ্জিত; সন্ধিবন্ধ অত্যন্ত নিবিড় এবং পুচ্ছ ইন্দ্রায়ুধ তুল্য ও উর্দ্ধে শোভিত। আ ৪২

---

* হনুমান্ ইঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দাক্ষায়ণী।" সু ১। জটায়ুর বিবরণ অনুসারে ইনি দক্ষের দৌহিত্রী। আ ১১

সিংহ—চন্দ্রগিরি পর্ব্বতে একপ্রকার পক্ষী; উহারা তিমি মৎস্য ও হস্তী লইয়া নীড়ে আরোহণ করে। কি ৪২

মহাকালিকা, কালপুরুষ—(প্রেতমূর্ত্তি?) মাল্যবান্ রাবণকে কহিলেন, "স্বপ্নযোগে মহাকালিকাগণ সম্মুখে দণ্ডায়মান, উহারা গৃহের দ্রব্যজাত অপহরণ পূর্ব্বক প্রতিকূল করিতেছে এবং পাণ্ডুর দন্ত বিস্তার পূর্ব্বক বিকট হাস্য হাসিতেছে।.........প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণপিঙ্গল মুণ্ডিত বিকটাকার কালপুরুষ প্রত্যেকের গৃহ নিরীক্ষণ করিতেছে।" ল ৩৫

সার্ব্বভৌম—কুবেরের বাহন হস্তী। মৈনাক পর্ব্বতের পরবর্ত্তী সিদ্ধাশ্রমের সরোবরে পর্য্যটন করে। কি ৪৩

শত্রুঞ্জয়—রামের বাহন, মহাবল মহাকায় হস্তী। রাম মাতুলালয় হইতে এটি উপহার পান। বনগমনকালে সুযজ্ঞকে দান করিয়া যান। অ ৩২

লঙ্কাজয়ের পর অযোধ্যায় আসিবার কালে সুগ্রীব এই নামের এক হস্তীর পৃষ্ঠে চড়িয়া আসিয়াছিলেন। ল ১২৯

সুদর্শন—হস্তী। লঙ্কাযুদ্ধে মহোদর রাক্ষস ইহার উপরে চড়িয়া যুঝিয়াছিলেন। ল ৬৯

শ্যাম—বটবৃক্ষ। ভরদ্বাজ-আশ্রম হইতে চিত্রকূট যাইতে যমুনা-তটে বনস্পতি। বনগমনকালে সীতা ইহাকে নমস্কার করিয়া মানত রাখিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গমন করেন। অ ৫৫

সত্যোপযাচন—শরদণ্ডা নদীর পশ্চিম তীরে এক দিব্য বৃক্ষ। ইহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া কুলিঙ্গ নগরীতে লোকে প্রবেশ করে। (ইহার নিকট যাহা যাচ্ঞা করা যায়, তাহাই মিলে—তজ্জন্য এই নাম?) অ ৬৮

সুভদ্র—বটবৃক্ষ। লঙ্কার সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। শাখাসকল চতুর্দ্দিকে শতযোজন বিস্তৃত। আ ৩৫

মহাবল গরুড় মহাকায় হস্তী ও কচ্ছপকে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণার্থ ঐ বৃক্ষের অন্যতর শাখায় উপবেশন করিয়াছিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহার দেহভারে শাখা ভগ্ন হইয়া যায়। উহার নিম্নে নানাবিধ ঋষিগণ অবস্থান করিতেছিলেন। গরুড় উহাদের প্রতি একান্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া এক পদে ঐ শতযোজন দীর্ঘ ভগ্নশাখা ও গজকচ্ছপ গ্রহণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া ঐ দুইটী জন্তুকে ভক্ষণ এবং শাখা দ্বারা নিষাদদেশের উচ্ছেদ সাধন করিলেন। আ ৩৫

(ইহার পরেই পক্ষীন্দ্র ইন্দ্রাগার হইতে অমৃত হরণ করেন।)

পিশাচ—ছয়শত পিশাচ রাবণের সভাগৃহ রক্ষা করিত। ল ১১

ভূত, বিনায়ক—বায়ুমার্গের চতুর্থ কক্ষায় বিনায়কের সহিত ভূতগণ বাস করেন। উ প্র ৪

যেখানে রামায়ণ পাঠ হয়, সেখানে ভূতের উপদ্রব থাকে না। ল শেষ

বংশ-লতা।

ইক্ষ্বাকু বংশ। বা ৭০

* ইনি সপ্তম মনু।

জনক বংশ। বা ৭১

বিশ্বামিত্র বংশ। বা ৩২, ৩৪

---

* ইনি ইক্ষ্বাকুপুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ।

† ইঁহার নামানুসারে জনক-বংশ। বিখ্যাত রাজর্ষি (সীরধ্বজ) জনকের পূর্ব্বপুরুষ।

‡ ইনিই সীতার পিতা। প্রখ্যাত রাজর্ষি।

রাক্ষস বংশ *। উ ৪, ৫—৯

বিশাল বংশ-বৃক্ষ। বা ৪৭

---
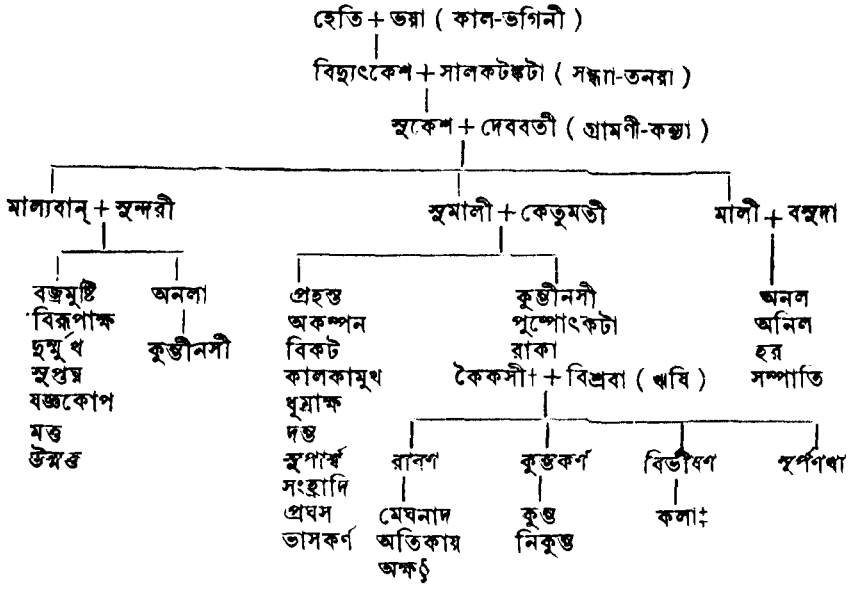
* রাক্ষসগণের মধ্যে তাহাদের অধিপতি রূপে হেতি ও প্রহেতি নামে মধুকৈটভাকৃতি ভ্রাতৃযুগল জন্মগ্রহণ করে। প্রহেতি ধার্ম্মিক হইয়া বনে গেল। হেতি সংসারী হইয়া কালের ভগিনী ভয়ার পাণিগ্রহণ করিল।

† বিশ্রবার পুত্র কুবেরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া সুমালী রাক্ষস আপন দুহিতা কৈকসীকে বিশ্রবা ঋষির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করে। ঋষির কৃপায় কৈকসী রাবণাদিকে প্রাপ্ত হয়। নিকষা নাম সকল সংস্করণে নাই।

‡ এটি কন্যা। বিভীষণের পুত্রের উল্লেখ নাই।—"তরণীসেন" কৃত্তিবাসের গল্প।

§ দেবান্তক নরান্তক, ত্রিশিরা—ইহারাও রাবণপুত্র।

‖ কোন কোন গ্রন্থে এ নামটা নাই।

জটায়ু বংশ। আ ১৪
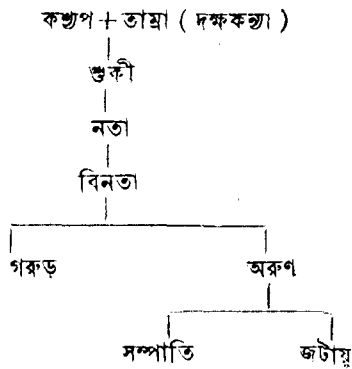
জীবকুল। আ ১৪

প্রজাপতি দক্ষের ষাটটি কন্যা ; তন্মধ্যে আটটিকে কশ্যপ পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। সেই আটটি ও তাঁহাদের বংশ :—

১। অদিতি—ইঁহার গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও অশ্বিনীকুমার যুগল, এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা।

২। দিতি—ইঁহার গর্ভে দৈত্যসকল জন্মগ্রহণ করে।*

৩। দনু—ইঁহার গর্ভে অশ্বগ্রীবের জন্ম।

৪। কালকা—ইঁহা হইতে নরক ও কালকের উৎপত্তি।

৫। মনু—ইঁহা হইতে মনুষ্যের উদ্ভব।† মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র জন্মে।

৬। অনলা—পবিত্র বৃক্ষ সকল ইঁহার সন্তান।

---

* পূর্ব্বে সকাননা সাগরবসনা বসুন্ধরা এই দৈত্যদিগের অধিকারে ছিল। অমৃত উদ্ধারের পর ইন্দ্র দৈত্য দলন করিয়া ধরা কাড়িয়া লন।

† রামায়ণ অনুসারে ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে চারি বর্ণ মানবের উৎপত্তি নহে। স্বায়ম্ভুব মনু হইতেও মানব নহে।
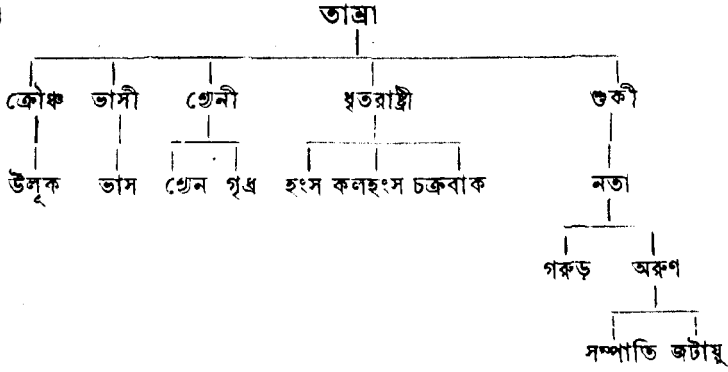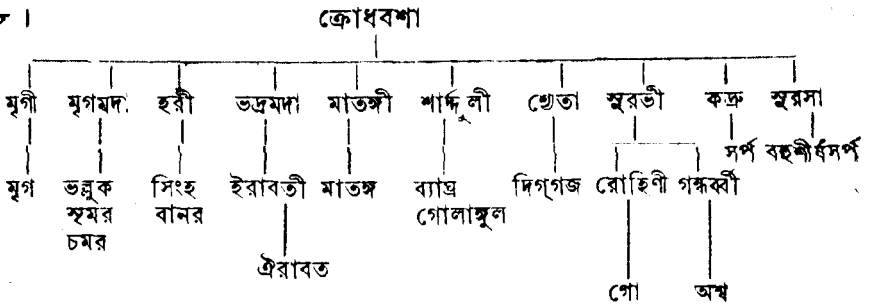
সমুদ্র।

ক্ষীরোদ—পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ; শরৎ মেঘের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। কি ৪৬

অপ্সরোগণের বিহারস্থান। কি ৫০

অমৃত উদ্ধার করিতে সুরাসুরগণ এই সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ এই সমুদ্রে শয়ান থাকেন। বা ৪৫

কামধেনু সুরভির স্তন হইতে যে ক্ষীরধারা ঝরিতেছে, ঐ ক্ষীরধারা হইতে এই সমুদ্র উৎপন্ন। উ ২৩

এই সমুদ্র হইতে চন্দ্র উদ্ভূত। উ ২৩

সুরগণের সুধা ও পিতৃগণের স্বধা ইহা হইতে উৎপন্ন। ঐ

ধন্বন্তরি, বারুণী, অপ্সরা, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভও উত্থিত হয়। বা ৪৫

লবণ—দক্ষিণসমুদ্র ; দক্ষিণদিকে অবস্থিত। কি ৪১

এই সমুদ্রের শতযোজন দূরে লঙ্কাদ্বীপ। কি ৫৯

হনুমান্ এই সমুদ্র লম্ফ দ্বারা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। সু ১

রামচন্দ্র এই সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়াছিলেন। ল ২২

মৈনাক পর্ব্বত এই সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত। সু ১

মহর্ষি অগস্ত্য পারাপারের জন্য মহেন্দ্র পর্ব্বতকে সমুদ্রের মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়াছিলেন। কি ৪১

জলোদ—পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। কি ৪০

এই সমুদ্রে বড়বানল বিরাজিত; সকল প্রকার জলজন্তু ঐ বড়বামুখ দর্শনে ভীত হইয়া নিরন্তর চীৎকার করিতেছে; ঐ রব অতি দূর হইতেও শ্রুত হয়। এই অগ্নি যুগান্তকালে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ আহার করিয়া থাকে। কি ৪০

উত্তর—উত্তরকুরুর পর উত্তরদিকে অবস্থিত। কি ৪৩

ইহার মধ্যে সোমগিরি। কি ৪৩

পশ্চিম—পশ্চিমদিকে অবস্থিত। কি ৪২

ইহার জলরাশি তিমি, নক্র, কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুগণে নিরন্তর আকুল। কি ৪২

দিগ্বিজয়কালে রাবণ এই সমুদ্রের এক দ্বীপে আসিয়া ভগবান্ কপিলদেবের নিকট পরাজিত হন। উ প্র স ৫

লোহিত—পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহার জল লোহিতবর্ণ। কি ৪০

ইহার তটে গরুড়ের রত্নখচিত বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত গৃহ বিরাজমান। কি ৪০

ইক্ষু—পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এই সমুদ্রে মহাকায় ছায়াগ্রহ অসুরগণের নিবাস। কি ৪০

সাগর—সগর রাজার ষষ্টি সহস্র পুত্র অপহৃত যজ্ঞ-অশ্বের অন্বেষণে প্রত্যেকে এক যোজন দীর্ঘ এক যোজন প্রস্থ অবনীতল খনন করেন; এই খাতস্থল জলে পূর্ণ হইলে সগরের নামে "সাগর" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বা ৪০

পর্ব্বত।

হিমালয়—(হিমাচল) মহারণ্যে মহাশৈল। কি ১১

সিদ্ধচারণসেবিত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ। ধাতুর আকর। বা ৩৫

স্বভাবতঃ হিমপূর্ণ; হেমন্তকালে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন, সুতরাং সূর্য্য অতি দূরে থাকায় স্পষ্টতঃ হিমালয় নাম সার্থক হয়। আ ১৬

মেনকার স্বামী। গঙ্গা ও উমার পিতা। বা ৩৫

হনুমান্ হিমালয়ের কোন্ স্থানে ব্রহ্মকোশ, কোথাও রজতনাভিস্থান, কোথাও রুদ্রের শরক্ষেপস্থান, কোথাও ইন্দ্রালয়, কোথাও হয়গ্রীবস্থান, কোথাও দীপ্ত ব্রহ্মশির, কোথাও যমকিঙ্কর, কোথাও কুবেরের আশ্রয়, কোনস্থানে প্রদীপ্ত সূর্য্যসমাবেশ, কোথাও ব্রহ্মালয়, কোথাও শিবকোদণ্ডস্থান, কোথাও বা পৃথিবীর নাভিদেশ দেখিয়াছিলেন। ল ৭৩

সুগ্রীব-দূতেরা হিমাচলে একটি সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ দেখিল। পূর্ব্বে ঐ পবিত্র পর্ব্বতে দেবগণের প্রীতিকর অপূর্ব্ব অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বানরেরা ঐ যজ্ঞবাটে গিয়া আহুতি প্রবাহ হইতে উৎপন্ন অমৃতবৎ সুস্বাদু ফল মূল দেখিতে পাইল, উহা ভক্ষণ করিলে একমাসকাল পরিতৃপ্ত থাকা যায়। কি ৩৭

সুমেরু—হিমালয়পত্নী মেনকার পিতা। এই পর্ব্বত পর্য্যন্ত সূর্য্য বিচরণ করেন। বা ৩৫

মেঘপর্ব্বত অতিক্রম করিলে ষষ্টিসহস্র শৈল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে সুমেরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে পদার্থ এই পর্ব্বত আশ্রয় করে, সূর্য্যকরে সেই স্বর্ণময় হইয়া যায়। কি ৪২

বিশ্বদেব বসু ও মরুদ্গণ এই পর্ব্বতে সন্ধ্যার সময় সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন; পরে সূর্য্য জীবলোকের অদৃশ্য হইয়া অস্তাচলে আরোহণ করেন। সুমেরুর শিখরদেশে বরুণের এক দিব্য বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত আলয় আছে। কি ৪২

কৈলাস—ধাতুরাগরঞ্জিত শিবস্থান। হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত। কি ৪৩

সরযূ নদী এই পর্ব্বতস্থিত মানস-সরোবর হইতে প্রবাহিত। বা ২৪

এখানে কুবেরের বাসভবন; রাবণ কুবের জয় করিতে আসিয়া এই পর্ব্বত উত্তোলন করিতে প্রয়াস পান। উ ১৪

এখানে মহাদেব কর্ত্তৃক নিগৃহীত ও নন্দী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন। উ ১৬

এইখানে তাঁহার রম্ভা সম্মিলন। উ ২৬

হনুমান ওষধি লইতে আসিয়া এই পর্ব্বতে রুদ্রদেবের সমাধিপীঠ ও মহাবৃষকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। ল ৭৩

বিন্ধ্য—সহস্রশৃঙ্গ পর্ব্বত, কিষ্কিন্ধ্যার দক্ষিণ। কি ৪৯

দক্ষিণ-সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত অর্থাৎ রামায়ণ অনুসারে সমুদ্রাবধি বিস্তৃত। কি ৫৪, ৫৯

এই পর্ব্বত সূর্য্যের পথরোধ করিবার নিমিত্ত ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতেছিল, মহর্ষি অগস্ত্যের আদেশে নিবৃত্ত হয়। আ ১১

হিমালয় তুল্য উচ্চ। বা ৩৯

উদয়গিরি—স্বর্ণময় পর্ব্বত; পৃথিবীর পূর্ব্বসীমা। কি ৪০

সূর্য্য সত্যযুগে উত্তরদিক্ দিয়া উহাতে আরোহণ করিলে জম্বুদ্বীপে দৃষ্ট হইতেন। কি ৪০

উদয়াচল ভুবনতল প্রকাশের এবং পৃথিবীতে গতায়াতের পূর্ব্ব প্রথম দ্বার, এই জন্য এই দিকের নাম "পূর্ব্বদিক।" কি ৪০

অস্তাচল—সুমেরু হইতে দশ সহস্র যোজন দূর। কি ৪২

সুমেরু হইতে সূর্য্য অর্দ্ধ মুহূর্ত্তে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া অদৃশ্য হন। অস্তাচলের পর পশ্চিম দিকে আর যাইবার নাই। কি ৪২

ঐ স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অসীম, আমরা উহার কিছুই জানি না। এই দুই পর্ব্বতের

অন্তরালে বৃহৎ এক তালবৃক্ষ আছে, উহা দশ মস্তকে শোভিত, বেদী মণ্ডিত ও স্বর্ণময়। কি ৪২

মহেন্দ্র—দক্ষিণ-সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। লঙ্কায় লম্ফ দিতে হনুমান্ এই পর্ব্বত হইতে যাত্রা করেন। কি ৬৮

মহর্ষি অগস্ত্য পারাপারের জন্য এই পর্ব্বতকে সমুদ্রের মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়াছিলেন। কি ৪০

প্রতি পর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র এখানে আসিয়া থাকেন। কি ৪০

পরশুরাম ইন্দ্রের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক অস্ত্র ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সমাধানে মন নিবিষ্ট ও ভগবান্ কশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়া এই পর্ব্বতে তপস্যা করিতেন। বা ৭৫

মন্দর—এই পর্ব্বত সমুদ্র-মন্থনে মন্থন-দণ্ড হইয়াছিল। বা ৪৫

পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। কি ৪০

মৈনাক—ইন্দ্রবজ্রভয়ে লবণসমুদ্র মধ্যে অবস্থিত গিরি। সু ১

পূর্ব্বে পর্ব্বতদিগের পক্ষ ছিল, তাহারা উড়িয়া বেড়াইত। মাথায় পড়িবার ভয়ে দেব-ঋষিগণ কাতর হন, তজ্জন্য ইন্দ্র বজ্রাস্ত্র উদ্যত করিয়া পর্ব্বতগণের পক্ষচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইলেন। বায়ু মৈনাককে উড়াইয়া সমুদ্রে ফেলেন, তাহাতে মৈনাক সপক্ষ রহিয়া যান। পরে দেবরাজ পাতালবাসী অসুরগণের সঞ্চার রোধ করিবার নিমিত্ত পাতালের নির্গমন-দ্বার অবরুদ্ধ করণে অর্গলস্বরূপে মৈনাককে নিযুক্ত করেন। হনুমান্ সীতান্বেষণে লঙ্কায় গমনার্থ সাগর ডিঙ্গাইতেছিলেন, তাঁহার বিশ্রামের জন্য মহাসমুদ্র মৈনাককে হনুমানের পথে উত্থিত হইতে আজ্ঞা করেন; ইনি উত্থিত হইয়া গমনশীল মহাবীরকে সাদর সম্ভাষণ করিলেও বৃথা বিলম্ব ভয়ে তিনি অপেক্ষা করেন নাই। সু ১

মৈনাক পর্ব্বতে ময়দানবের এক প্রাসাদ ছিল। পর্ব্বতে ইতস্ততঃ কুরঙ্গবদনা স্ত্রীদিগের আলয় দৃষ্ট হয়। কি ৪৩

সোমগিরি—উত্তরসমুদ্রে অবস্থিত পর্ব্বত। ইহা সুরগণেরও অগম্য পর্ব্বত। উত্তর-সমুদ্রে সূর্য্যোদয় না হইলেও সোমগিরি সমস্ত আলোকিত করিতেছে।* এই পর্ব্বত উত্তর-দিকের শেষ সীমা। কি ৪৩

এখানে বিশ্বব্যাপী দেবপ্রধান শম্ভু ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।† কি ৪৩

এখানে বিশ্বাত্মা (বিষ্ণু) একাদশাত্মক শম্ভু (রুদ্র) ও যিনি ব্রহ্মা—এই ত্রিমূর্ত্তি বাস করেন। কি ৪৩

সৌবর্ণ—মেঘ পর্ব্বত। কি ৪২

---

* Aurora Borealis ?

† শম্ভু এখানে। কৈলাসে নহেন? মতান্তরে যিনি বিষ্ণু, তিনি রুদ্র, তিনি ব্রহ্মা—*ত্রিমূর্ত্তি*। কি ৪৩

পূর্ব্বে সুরগণ এই পর্ব্বতে শ্রীমান্ ইন্দ্রকে অভিষেক করিয়াছিলেন, তিনিই ইহার রক্ষক। কি ৪২

মেঘ—ঐ। (সৌবর্ণ পর্ব্বতের নামান্তর) কি ৪২

সৌমনা—উদয় পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ। কি ৪০

পূর্ব্বে পুরুষোত্তম বিষ্ণু ত্রৈলোক্য আক্রমণকালে এই শৃঙ্গে এক পদ এবং সুমেরু-শিখরে দ্বিতীয় পদ অর্পণ করিয়াছিলেন। কি ৪০

সুদামন—কেকয় হইতে অযোধ্যা আসিবার পথে এই পর্ব্বত। ইহার উপরিভাগে শ্রীবিষ্ণুর এক পদচিহ্ন ছিল। অ ৬৮

কনকশিল—জলোদ সমুদ্রের উত্তরতীরে স্বর্ণপ্রভ এক পর্ব্বত। সর্ব্বদেবপূজিত ধরণীধর অনন্ত এই পর্ব্বতে বিরাজমান। কি ৪০

চক্রবান্—পশ্চিম-সমুদ্রের চতুর্থাংশ অতিক্রম করিলে এই পর্ব্বত দৃষ্ট হয়। এখানে বিশ্বকর্ম্মা সহস্রঅরযুক্ত এক চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পুরুষপ্রধান বিষ্ণু পঞ্চজন ও হয়গ্রীব নামক দুই দানবকে বধ করিয়া তথা হইতে এক শঙ্খ ও ঐ চক্র আহরণ করেন। কি ৪২

হিমবৎপ্রভব—হিমালয়ের অন্যতম শৃঙ্গ। উত্তরে স্থিত। এখানে ব্যোমকেশ দেবীর সহিত তপে রত। বা ৩৬

মানস—উত্তরে। এই পর্ব্বতে অনঙ্গদেব তপস্যা করিয়াছিলেন। কি ৪৩

শিশির—যবদ্বীপের পর, পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহার শৃঙ্গ নভঃস্পর্শী। এই পর্ব্বত দেব দানবগণের বাসভূমি। কি ৪০

পারিযাত্র—পশ্চিম সমুদ্রে অবস্থিত পর্ব্বত। এখানে জলন্ত অগ্নির তুল্য ঘোররূপ চব্বিশকোটি গন্ধর্ব্ব বাস করে। কি ৪২

বরাহ—পশ্চিম-সমুদ্রপারে পর্ব্বত। এইখানে প্রাগ্জ্যোতিষ নগর। কি ৪২

কুঞ্জর—দক্ষিণসমুদ্র-পারে পর্ব্বত। ইহার উপর ভোগবতী পুরী।* এখানে অগস্ত্য মুনির বাসস্থান ছিল। কি ৪১

ঋষভ—বৃষাকার গিরি। এই পর্ব্বতে গো-শীর্ষ পদ্ম ও হরিশ্যাম নামে উৎকৃষ্ট চন্দন জন্মে। ঋষভ পর্ব্বতের পরই পৃথিবীর দক্ষিণ শেষ-সীমা। কি ৪১

ইহার পর যমের রাজধানী, অন্ধকারাচ্ছন্ন পিতৃলোক, তথায় জীব যাইতে পারে না। কি ৪১

ঋষভ—পূর্ব্বদিকে ক্ষীরোদ সাগরে এক ধবল পর্ব্বত। কি ৪০

---

* রাবণ ত পাতালে গিয়া ভোগবতী পুরী জয় করেন; রসাতল তাহা হইলে দক্ষিণদিকে বটে?

ভৃগুতুঙ্গ—পর্ব্বত-শৃঙ্গ। ঋচীক-আশ্রম এই পর্ব্বতে ছিল। এই স্থানে অম্বরীষ রাজা শুনঃশেফকে ক্রয় করেন। বা ৬১

উত্তর—কৌশিকী-নদীতীরে এই পর্ব্বতে বিশ্বামিত্র তপস্যা করিতেন। বা ৬৩

শৈবল—দক্ষিণদিকে এই পর্ব্বতের পাদদেশে এক সরোবরতীরে শম্বুক শূদ্র তপস্যা করিতেছিলেন। উ ৭৫

গোকর্ণ—সমুদ্রতীর্থে অবস্থিত পর্ব্বত।* এই স্থানে কেশরী বানর দেবর্ষিগণের আদেশে শম্বসাদন অসুরকে নিপাত করেন। সু ৩৫

ওষধি—হিমালয় ও ঋষভ পর্ব্বতের মধ্যে সর্ব্বৌষধিপ্রদ এই পর্ব্বত; হনুমান্ ইহা উৎপাটন করিয়া আনিয়াছিলেন।† ("ঋষভ, গন্ধমাদন, মহোদয়" ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে নাম)। ল ৭৩

চন্দ্র ও দ্রোণ—যেখানে অমৃত মন্থন হইয়াছিল, তাহার সন্নিকটে ক্ষীরোদসাগরে অবস্থিত পর্ব্বত। বিশল্যকরণী ঔষধি এইখানে জন্মায়। ল ৫০

চন্দ্রগিরি—সিন্ধু-সাগরসঙ্গমে শতশৃঙ্গ পর্ব্বত। কি ৪২

পুষ্পিতক, সূর্য্যবান, বৈদ্যুত—দক্ষিণসমুদ্র-পারে পর্ব্বত। কি ৪১

বজ্রগিরি—পশ্চিমসমুদ্রে অবস্থিত। কি ৪২

ক্রৌঞ্চ—উত্তরে কৈলাসের পর এক পর্ব্বত। কি ৪১

কাল—সোমাশ্রমের নিকট স্বর্ণের আকর এই পর্ব্বত। উত্তরে। কি ৪৩

সুদর্শন, দেবসখা—হিমালয়ের নিকট দুই পর্ব্বত। কি ৪৩

মলয়—ঋষ্যমূক-গিরির নিকট এক পর্ব্বত (ঋষ্যমূকের শাখা)। রামলক্ষ্মণকে বালীর চর মনে করিয়া সুগ্রীব এ পর্ব্বতে পলাইয়া আসেন; হনুমান্ ভ্রাতৃদ্বয়কে এখানে আনিয়া কপিরাজের সহিত মিলন করান। কি ৫

মলয়—এ পর্ব্বতে চন্দন-বন আছে। কাবেরী নদী ইহা হইতে উদ্ভূত। এখানে মহর্ষি অগস্ত্য বাস করিতেন। কি ৪০

মলয়—সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া পারে পঁহুছিবার কালে হনুমান্ এক দ্বীপ (লঙ্কা) ও মলয় পর্ব্বতস্থ উপবন দেখেন।‡ সু ১

দর্দ্দুর—সমীরণ মলয় ও দর্দ্দুর পর্ব্বত হইতে সুরভি হইয়া থাকেন। অ ৯১

সহ্য—মলয়ের নিকট দক্ষিণে এক পর্ব্বত। ল ৪

---

* দক্ষিণের গোকর্ণতীর্থ বোধ হয় এই পর্ব্বতোপরি স্থিত।

† মতান্তরে এ পর্ব্বতের নাম "গন্ধমাদন"। নাগপাশক্লিষ্ট রামলক্ষ্মণকে চেতাইতে এবং শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হনুমান্ ইহা বহিয়াছিলেন।

‡ সমুদ্রের দক্ষিণতীরেও বোধ হয় "মলয়" নামে গিরি ছিল। লঙ্কাবতার-সূত্র গ্রন্থে আছে, বুদ্ধ লঙ্কায় মলয়-শিখরে রাবণকে উপদেশ দেন।

লম্ব—"ত্রিকূট" দেখ। (ত্রিকূটের নামান্তর) সু ২

ত্রিকূট—হনুমান্ সমুদ্র পার হইয়া লম্ব পর্ব্বতে পতিত হইলেন। সু ১

ইহার অপর নাম ত্রিকূট, ইহার উপর লঙ্কা প্রতিষ্ঠিত। সু ২

এই পর্ব্বতের মধ্যশিখর মেঘাকার, পক্ষিগণেরও দুষ্প্রাপ্য এবং টঙ্কাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন। তদুপরি লঙ্কা। উ ৫

অরিষ্ট—লঙ্কার উপান্তে অবস্থিত পর্ব্বত। হনুমান্ লঙ্কা হইতে ফিরিবার কালে এই পর্ব্বত হইতে লম্ফ দেন। হনুমানের ভারে নিপীড়িত হইয়া গিরি রসাতলে প্রবেশ করেন। সু ৫৬

সুবেল—লঙ্কায় অবস্থিত, যোজনদ্বয় বিস্তীর্ণ পর্ব্বত। এই গিরির নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিয়া শার্দ্দূল ও অপর দশ জন রাবণ-চর রামের ব্যবসায় পর্য্যবেক্ষণ করে। ল ২৯

রামও এই গিরির উপর উঠিয়া লঙ্কাপুরী দেখিয়া বিস্ময়-মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ল ৩৮

চিত্রকূট—গন্ধমাদন তুল্য পর্ব্বত। ভরদ্বাজ-আশ্রম (প্রয়াগ) হইতে দশক্রোশ দূর। অ ৫৪

পশ্চিমবাহিনী যমুনার তীর দিয়া যাইতে হয়। বনবাসকালে রাম ভরদ্বাজ ঋষির নিদেশ-অনুসারে এই পর্ব্বতে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া কিছুকাল সুখে অতিবাহিত করেন। এইখানে ভরত-সমাগম ঘটে। অ ১০০

রামের বনবাসকালে বাল্মীকি-আশ্রম এখানে ছিল। অ ৫৬

ঋষ্যমূক—দণ্ডকারণ্যে পম্পার উপকূলবর্ত্তী পর্ব্বত। ব্রহ্মার নির্ম্মিত শিশুসর্পসমাকীর্ণ ধাতুরঞ্জিত এই গিরি। আ ৭৩

ইহার শিখরে শয়ান থাকিয়া স্বপ্নযোগে যে যত ধন পায়, জাগরিতাবস্থায় তত ধন অধিকার করে। আ ৭৩

পাপকর্ম্মা পুরুষ এই পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিলে রাক্ষসেরা সুপ্তাবস্থায় তাহাকে প্রহার করে। আ ৭৩

কিষ্কিন্ধ্যার অনতিদূরে অবস্থিত। মতঙ্গ মুনির শাপ-ভয়ে এ পর্ব্বতে বালীর প্রবেশাধিকার ছিল না, সেই হেতু সুগ্রীব স্বীয় অন্তরঙ্গ চারি অনুচর সহ এখানে নির্ভয়ে বাস করিতেন। আ ৭৫

এইখানে রাম-সুগ্রীব মিলন ঘটিয়াছিল। কি ৫

ঋক্ষবান্—এই পর্ব্বত বানরদিগের অবস্থিতি-স্থান। নর্ম্মদার নিকট। গোলাঙ্গুলেশ্বর জাম্ববান্ এখানে অধিষ্ঠান করিতেন। ল ২৭

মাল্যবান্—এই পর্ব্বতের পক্ষ ছিল। কিষ্কিন্ধ্যার সমীপবর্ত্তী। আ ৫১

হনুমানের পিতা কেশরী এখানে বাস করিতেন। সু ৩৫

প্রস্রবণ—দণ্ডকারণ্যে গোদাবরীতটে। রামের কুটীর ইহার নিকট ছিল। আ ৬৪

প্রস্রবণ—সুগ্রীবকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়া রাম এখানে বর্ষাতিবাহিত করেন। কি ২৭

গন্ধমাদন—গন্ধপূর্ণ পর্ব্বত। বানর-বিহারভূমি।* অ ৫৪, সু ১৫

পদ্মাচল, অঞ্জনশৈল, মহাশৈল, ধূম্রাচল, মহারুণ শৈল, কলিন্দগিরি—অন্যান্য পর্ব্বতবাসী বানরগণের সহিত এ সকল পর্ব্বতের বানরগণও সুগ্রীব-আদেশে রামের সাহায্যার্থ আসিয়াছিল। কি ৩৭

চন্দন, কৃষ্ণ, সালেয়, পারিযাত্র, সুদর্শন, সাবর্ণিমেরু, সংরোচন (গোমতী-তীরে), **উশীরবীজ** (মন্দর-শাখা)—বানরবিহার-ভূমি পর্ব্বত সকল। ল ২৬, ২৭

যামুন—যমুনার উৎপত্তি গিরি। কলিন্দ গিরি।† কি ৪০

লোকালোক—বৃত্র বধ করিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা-ভয়ে ভীত হইয়া লোকালোক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সত্বর নিরবচ্ছিন্ন তমোময় প্রদেশে পলায়ন করেন। সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ও সপ্ত সমুদ্র বেষ্টনকারী শেষ সীমা—লোকালোক পর্ব্বত; ইহার পর আর সূর্য্যের কর পঁহুছায় না। উ ৯৮

নদী।

গঙ্গা—ভাগীরথী। জাহ্নবী। ত্রিপথগা। সুরতরঙ্গিণী। বা ৪৪

সুরগণ স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত গঙ্গাকে হিমালয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন; হিমালয়ও ত্রিলোকের উপকারার্থ ত্রিপথবিহারিণী লোকপাবনী গঙ্গাকে ধর্ম্মানুসারে সুরগণের নিকট সমর্পণ করেন। বা ৩৫

এই গঙ্গাজলে পিতৃগণের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলে তাঁহারা সুরলোক পাইয়া থাকেন। বা ৪১

এই গঙ্গাজলে অশুভকালেও স্নানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিবার কোন বাধা নাই। বা ৪৪

ভগীরথের তপোবলে বিষ্ণুপাদচ্যুত‡ ও হরজটাপরিভ্রষ্ট হইয়া সাগরে মিলিত হন। অ ৫০

ভগীরথের তপস্যায় সুরতরঙ্গিণী বিস্তীর্ণ আকারে আকাশ হইতে শোভন হর-শিরে বেগে পতিত হইলেন; লোক-পাবনী হর-জটা হইতে বিন্দুসরোবরাভিমুখে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন; গঙ্গা সপ্তধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিলেন; তিনধারা পশ্চিমে, তিনধারা পূর্ব্বে এবং এক ধারা ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; ভগীরথের অনুগমন করিতে করিতে

---

* শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হনুমান্ যে ওষধিপর্ব্বত আনয়ন করেন, গৌড় সংস্করণে তাহার নামই গন্ধমাদন। অন্য গ্রন্থে নাই।

† যমুনা এই হেতু "কালিন্দী।"

‡ গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণনাকালে বিষ্ণুপাদচ্যুত হইবার কথা নাই।

মহাসাগরে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক সগরসন্তানগণের উদ্ধার সাধন নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ করিলেন। ("গঙ্গা উৎপত্তি" দেখ) বা ৪৩

গঙ্গা সমুদ্রের ভার্য্যা। অ ৫২

মন্দাকিনী—আকাশ-গঙ্গা। আ ৫০, বা ৩৭

বায়ুপথের চতুর্থ কক্ষায় চত্বারিংশৎ সহস্র যোজন উর্দ্ধে অধিষ্ঠিত; অষ্টম কক্ষায় বায়ু ইঁহাকে আদিত্যপথে ধারণ করিয়া আছে—অশীতি সহস্র যোজন উর্দ্ধে। ("বায়ুপথ" দেখ।) উ প্র ৪

কার্ত্তিকেয় উৎপত্তিকালে অগ্নি ইঁহার গর্ব্ভে পাশুপত-তেজ নিক্ষেপ করেন, ইনি সহিতে না পারিয়া তাহা হিমালয়-পার্শ্বে পরিত্যাগ করেন। ("কার্ত্তিকেয় উৎপত্তি" দেখ)। বা ৩৭

সরযূ—কৈলাস পর্ব্বতস্থ মানস সরোবর হইতে উৎপন্ন। সরঃ হইতে নিঃসৃত বলিয়া নাম সরযূ। বা ২৪

ইহার তীরে অযোধ্যা নগরী।* বা ৫

কাল পূর্ণ হইলে মহাত্মা রাম ভ্রাতৃগণ সহ পুণ্যসলিলা এই নদীতে অবতরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন; সেই সময়ে রামের অনুগামী বহুসংখ্য প্রাণী সরযূতে অবগাহন পূর্ব্বক দেহ বিসর্জ্জন করে। উ ১১৫

তমসা—ভাগীরথীর অদূর স্থিতা। বা ২

বাল্মীকি-আশ্রম এই নদীতীরে ছিল। এই নদীতীরে বিচরণ করিতে করিতে মহর্ষির মুখকমল হইতে শ্লোকোৎপত্তি হয়। বা ২

তমসা—অযোধ্যা হইতে দণ্ডকারণ্যে যাইতে রামকে এ নদী পার হইতে হইয়াছিল। অ ৪৬

("তমসা তটিনী" দেখ।)

পম্পা—দণ্ডকারণ্যে স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী। ঋষ্যমূক গিরি ইহার তটে। আ ৭৫

ইহার তীরে সীতাবিরহিত রাম উন্মাদের ন্যায় কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এইখানে প্রথম হনুমানের সমাগম ঘটে। কি ১

গোদাবরী—দণ্ডকারণ্যে নদী। পঞ্চবটী বনে রামের পর্ণশালা ইহার অদূরে ছিল। আ ১৫

মন্দাকিনী—চিত্রকূট পর্ব্বতের তলবাহিনী। (গঙ্গার স্বর্গীয় ধারা নহে) আ ৯৫

ইহাকে প্রতিস্রোতে রাখিয়া গেলে সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রম।† আ ৬

মাল্যবতী—চিত্রকূট পর্ব্বতে রামের কুটীরের নিকট দিয়া প্রবাহিত। অ ৫৬

যমুনা—ইনি আসিয়া প্রয়াগে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন। সঙ্গম-স্থলে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম। অ ৫৪

---

* কোশল জনপদ সরযূতীরে, রাজধানী অযোধ্যা কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধযোজন দক্ষিণ। উ ১২৩

† বোধ হয় দণ্ডকারণ্যে এই নামে দ্বিতীয় নদী ছিল। উ ১২৩

কালিন্দী—যমুনার এক নাম। অ ৭১

সরস্বতী—কেকয়দেশ হইতে অযোধ্যা আসিতে পথে গঙ্গা*সরস্বতী সঙ্গম। অ ৭১

সরস্বতী—সীতান্বেষণার্থ পূর্ব্বদিক্‌গামী বানরেরা এই নদী পার হয়। কি ৪০

শোণ—এই নদী মগধদেশ হইতে নিঃসৃত ও পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া পাঁচটি শৈলের মধ্যে মালার ন্যায় শোভমানা। বা ৩২

মাগধী—সিদ্ধাশ্রমের দূর উত্তর। শোণ নদীর নামান্তর। বা ৩২

শোণ—পূর্ব্বদিকে সমুদ্রপারে সিদ্ধচারণসেবিত নদ। ইহার রক্তবর্ণ প্রবাহ খরবেগে বহিয়া থাকে। কি ৪০

মহী, কালমহী—পূর্ব্বদিকে দুই স্রোতস্বতী। কি ৪০

নর্ম্মদা, কৃষ্ণাবেণী,† মহানদী, গোদাবরী—কিষ্কিন্ধ্যা হইতে দক্ষিণ যাইতে পার হইতে হয়। কি ৪১

কাবেরী, তাম্রপর্ণী—দক্ষিণে। মলয় পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত। কি ৪১

শৈলোদা—উত্তরে। ইহার উভয়তীরে কীচকবংশবন; বংশ ধারণ পূর্ব্বক ঋষিগণ এই নদী পার হন। কি ৪৩

বেদশ্রুতি, গোমতী, স্যন্দিকা,—অযোধ্যা হইতে দণ্ডকারণ্যে যাইতে রামকে এ সকল নদী পার হইতে হইয়াছিল। অ ৪৯

কৌশিকী—বিশ্বামিত্র-ভগিনী, ঋচীকপত্নী সত্যবতী স্বর্গারোহণের পর লোকহিতার্থ এই নদীর আকার হিমালয় হইতে প্রবাহিত। ইহার সন্নিকটে বিশ্বামিত্রের আশ্রম। বা ৩৪

সুচক্ষু, সীতা, সিন্ধু—শিব-জটা হইতে পতিত হইয়া গঙ্গার কয় ধারার পূর্ব্ববাহিনী এই তিন ধারা। বা ৫৩

হ্লাদিনী, পাবনী, নলিনী—গঙ্গার সপ্তধারার পশ্চিমবাহিনী ত্রিধারা। বা ৪০

ইক্ষুমতী—ইক্ষ্বাকুদিগের পৈত্রিক নদী। অ ৬৮

সাঙ্কাশ্যা নগরীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বা ৭১

মালিনী, শরদণ্ডা, ইক্ষুমতী—অযোধ্যা হইতে কেকয়দেশ যাইতে পার হইতে হয়। অ ৬৮

বিপাশা, শাল্মলী—অযোধ্যা হইতে কেকয় যাইবার পথে দৃষ্ট হয়। অ ৬৮

সুদামা, হ্রাদিনী, শতদ্রু, শিলা, আকুর্ব্বতী,‡ শিলাবহা, কুলিঙ্গা,§ কুটিকোষ্টিকা,

---

* এ গঙ্গা ভাগীরথী নহে, "সীতা" নামে গঙ্গার শাখা।

† আধুনিক "কৃষ্ণা"?

‡ এই দুই নদী সত্বরণ-পার যোগ্য।

§ যমুনার নিকট।

উত্তরগা, কুটিকা, কপিবতী, স্থাণুমতী, গোমতী—কেকয়দেশ হইতে অযোধ্যা আসিতে এই সকল নদী পার হইতে হয়। অ ৭১

বালুকিনী, বরূথী*—শৃঙ্গবের পুর হইতে নন্দিগ্রাম আসিবার পথে। ল ১১৭

পর্ণসার, হৈমবতী, বেণা—বানর-বিহার জলাশয়। নদী। ল ২৬

কেশিনী—সীতাকে বনে বিসর্জ্জন দিয়া আসিবার সময় লক্ষ্মণ ইহার তটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। উ ৫২

আশ্রম তীর্থ।

অনঙ্গাশ্রম—গঙ্গা-সরযূ-সঙ্গম তীর্থে এই আশ্রম। এই স্থানে অঙ্গদেশ। মহাদেবের রোষাগ্নিতে কামদেব এই স্থানে অঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন—এই জন্য কামের নাম অনঙ্গ, দেশের নাম অঙ্গ। অনঙ্গ আশ্রমস্থ ধর্ম্মপরায়ণ মুনিগণ পুরুষ পরম্পরায় অনঙ্গেরই শিষ্য,† ইঁহারা নিষ্পাপ। বা ২৯

পুষ্কর—পশ্চিমদিকস্থ প্রসিদ্ধ তীর্থ। বা ৬১

নূতন স্বর্গ সৃষ্টির পর বিশ্বামিত্র ঋষি এইখানে আসিয়া বহুকাল তপস্যা করেন। শুনঃশেফ এই স্থানে তাঁহার শরণাগত হয়। এইখানে তাঁহার মেনকা সমাগম। বা ৬২, ৬৩

কুশপ্লব—তপোবন। এইখানে কশ্যপপত্নী দিতি সুর-নাশী পুত্র লাভার্থ তপস্যা করিয়াছিলেন। মারুৎগণ এখানে জন্মগ্রহণ করেন। বা ৪৬

বিশালা জনপদ মধ্যে এই আশ্রম। বা ৪৭

সিদ্ধাশ্রম—পুরাকালে ভগবান্ বামনদেব এই স্থানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। পরে ইহা অগস্ত্যের আশ্রম হয়। বা ২৯, ২৫

সপুত্র তাড়কা ও সুবাহু রাক্ষস এই আশ্রম বিধ্বস্ত করিতে থাকে; বিশ্বামিত্র ঋষি রামলক্ষ্মণের সাহায্যে ইহা উপদ্রবশূন্য করেন এবং এখানে স্বীয় যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। বা ৩০

সিদ্ধাশ্রম—মৈনাক পর্ব্বতের পর তাপসদিগের বাসভূমি। কুবেরের হস্তী এখানে পর্য্যটন করিত। কি ৪৩

সোমাশ্রম—হিমালয় সন্নিকটে এই আশ্রম; এখানে দেবতা গন্ধর্ব্ব বাস করেন। কি ৪৩

পরশুরাম-তীর্থ—শৃঙ্গবেরপুর হইতে নন্দিগ্রাম আসিতে হনুমান্ এই তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। ল ১১৬

---

* বারুণী?

† কেহ কেহ বলেন "হরের শিষ্য" একটা "তত্ত্ব" লইয়া গোল। শ্লা ২৩

গোকর্ণ-তীর্থ—এইখানে আশ্রমে দশানন কঠোর তপস্যা করিয়া দুর্লভ বরলাভ করিয়াছিলেন। উ ৯

এই প্রদেশে তীর্থে ভগীরথ ভূতলে গঙ্গা আনয়নার্থ তপশ্চরণ করেন। হিমালয়ে বা দক্ষিণে (মালাবার উপকূলে) বা ৪২

গো-প্রতার—মহাপ্রস্থানকালে সরযূর এই তীর্থে রামানুগামী জীবজন্তুগণ অবগাহন পূর্ব্বক আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া দেবলোকে গমন করেন। (অযোধ্যা রাজপুরী হইতে সার্দ্ধ-যোজন দূর)। উ ১১০

সেতুবন্ধ—লঙ্কা হইতে পুষ্পক বিমানারোহণে প্রত্যাগমনকালে রাম সীতাকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই অগাধ অপার সাগরের তীর্থস্থান; এক্ষণে উহা "সেতুবন্ধ" নামে পবিত্র ত্রিলোকপূজিত বিখ্যাত তীর্থ হইবে—ইহা মহাপাতক নাশন।" ল ১২৪

নিকুম্ভিলা—দেবালয় ও সহস্রযূপ-শোভিত লঙ্কার যজ্ঞক্ষেত্র। উ ২৫

ইন্দ্রজিৎ এখানে যজ্ঞ করিয়া যুদ্ধে যাইতেন। ল ৭২

গঙ্গা-সরযূ-সঙ্গম—এই স্থানে অনঙ্গাশ্রম। বা ২৩

গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম—এই স্থানে প্রয়াগ ভরদ্বাজাশ্রম। অ ৫৪

সরোবর।

মানস-সরঃ—ব্রহ্মার মানস হইতে সম্ভূত। কৈলাস পর্ব্বতে অবস্থিত পবিত্র সরোবর। ইহা হইতে সরযূ নদী উৎপন্ন। বা ২৪

বিন্দু সরোবর—গঙ্গা ভূতলে নামিবার সময় মহাদেবের জটাজূটমধ্যে তিরোহিত হইলে ভগীরথ ভগবানের স্তুতি করিলেন; শূলপাণি প্রসন্ন হইয়া গঙ্গাকে এই সরোবর অভিমুখে নিঃসৃত করিয়া দেন। বা ৪৩

সুদর্শন-সরঃ—ঋষভ পর্ব্বতেস্থিত সরোবর। এই সরোবরে স্বর্ণকেশররঞ্জিত উজ্জ্বল রজত-পদ্ম আছে। কি ৪০

ঋক্ষবিল—বিন্ধ্য পর্ব্বতে এক প্রকাণ্ড বিবর। হনুমানাদি বিন্ধ্য পর্ব্বতে সীতান্বেষণে ক্লান্ত এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া জল অন্বেষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এই গর্ত্তমধ্যে জল আছে এমন লক্ষণ প্রাপ্ত হন। সাহস করিয়া ভিতরে প্রবেশপূর্ব্বক ক্রমশঃ ময়-দানবের আশ্চর্য্যপুরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাহির হইবার পথ পান না। স্বয়ম্প্রভা তাপসী চক্ষু বাঁধিয়া বাহির করিয়া দেন। কি ৫০, ৫৩

অপ্সরঃ-সরঃ—যোজন প্রমাণ এক দীর্ঘিকা। এই সরোবর মধ্য হইতে গীতবাদ্যধ্বনি

শ্রুত হয়, কিন্তু নিকটে জনপ্রাণীকে দেখিতে* পাওয়া যায় না। মহর্ষি মাণ্ডকর্ণী তপোবলে ইহা নির্ম্মাণ করেন। সুরকার্য্যোদ্দেশে প্রধান পাঁচ অপ্সরা আসিয়া উগ্রতপোরত এই মুনিকে কামের বশীভূত করিয়া ফেলে। মুনি সেই পাঁচজনের নিমিত্ত সরোবরের অভ্যন্তরে এক গুপ্তগৃহ প্রস্তুত করেন; তথায় তাহারা মহর্ষির সহিত ক্রীড়া-কৌতুক করিয়া গীতবাদ্য করিয়া থাকে; তাহারই শব্দ সরঃ মধ্য হইতে শুনা যায়। আ ১১

পম্পা-সরোবর, মতঙ্গ সরঃ—পম্পা নদীর অংশ বিশেষ। আ ৫৭

কানন।

নন্দন—স্বর্গের উপবন। সুরোদ্যান। সু ৬১

চৈত্ররথ—উত্তরকুরুদেশে কুবেরোদ্যান। গঙ্গা*-সরস্বতী-সঙ্গমের নিকট। বা ২৬

রাবণ এই আশ্চর্য্য কানন বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। অ ৭১, আ ৩২

কেকয় হইতে অযোধ্যা আসিতে এই নামে এক কানন। ("উত্তরকুরু" দেশ দেখ) অ ৭১

শ্বেতারণ্য—এই স্থানে অন্ধকাসুর রুদ্রদেবের নেত্রজ্যোতিতে ভস্মীভূত হয়। আ ৩০

শ্লেষাত্মক-বন—রাবণাদি তিন ভ্রাতা লঙ্কা অধিকারের পূর্ব্বে এই পিতৃ-তপোবনে বাস করিতেন। উ ১০

আলিখিতাখ্য—পশ্চিম-সমুদ্রতীরে এক বন, অদূরে সিন্ধুসাগরসঙ্গম। কি ৪২

নৈমিষারণ্য—গোমতী-তীরে এই স্থানে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উ ৯১

নিকুম্ভিলা—লঙ্কার উপবন। যজ্ঞক্ষেত্র। ল ৭২

কুরুজাঙ্গল—অযোধ্যা হইতে কেকয় যাইতে ইহার মধ্য দিয়া পথ। অ ৬৮

ভারুণ্ডবন—কেকয় হইতে অযোধ্যা আসিতে পথে এক বন। অ ৭১

ক্রৌঞ্চারণ্য—জনস্থান ও মতঙ্গাশ্রমের মধ্যে দণ্ডকারণ্যে এক বন। জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ। আ ৬৯

মধুকবন—অগস্ত্য-আশ্রম ও পঞ্চবটীর মধ্যে এক বন। আ ১৩

অশোক—লঙ্কায় রাবণের প্রমোদবন। নন্দন ও চৈত্ররথ কাননের ন্যায় সুদৃশ্য। স্বর্ণ-প্রাকারে বেষ্টিত কল্পবৃক্ষসঙ্কুল উপবন। ইহার ভিতর স্বর্ণবর্ণ কদলীকুঞ্জ ছিল। এখানে দীর্ঘিকায় মণিসোপান, মুক্তা-রেণু ও প্রবালের বালুকা এবং স্ফটিকের কুট্টিম ছিল। ইহার অনতিদূরে স্তম্ভশোভী চৈত্যপ্রাসাদ। সু ১৪, ১৫

---

* এ গঙ্গা—জাহ্নবী নহে।

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া প্রথমে আপন অন্তঃপুরমধ্যে রক্ষা করেন ; তথায় দেবীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে আপন অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া মিষ্ট কথায় হস্তগত করিতে প্রয়াস পান ; তাহাতে নিষ্ফল হইলে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহেন, "আমি আর দ্বাদশমাস প্রতীক্ষা করিব, যদি তুমি এতদিনে আমার প্রতি অনুকূল না হও, তবে পাচকেরা তোমায় প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিবে।" পরে অনুচরী রক্তমাংসাশী রাক্ষসীগণকে কহিলেন, "এক্ষণে তোমরা সীতাকে লইয়া অশোক-বনে সতত বেষ্টন পূর্ব্বক গোপনে রক্ষা কর ; এবং কখন ঘোরতর গর্জ্জন ও কখন বা শান্তবাক্যে বন্যকরিণীর ন্যায় ইহাকে ক্রমশঃ বশে আনিবার চেষ্টা পাও।" আ ৫৬

এই কাননে এক সুবৃহৎ শিংশপা-বৃক্ষমূলে দীনমনে ধরাসনে মলিন-বসনে সীতাদেবী অবস্থান করিতেন। অন্বেষণে রত হনুমান্ এইখানে একবেণীধরা দেবীকে দেখিতে পাইয়া রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী অভিজ্ঞান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহার চূড়ামণি প্রত্যভিজ্ঞান গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কায় নানা উপদ্রব এবং এই কানন বিধ্বস্ত ও ইহার তোরণদ্বার চূর্ণ করিয়া রামের নিকট ফিরিয়া আইসেন। সু ১৫, ৩৬, ৪১

অশোকবন—পরে দেখ।

দণ্ডকারণ্য—ইক্ষ্বাকু-তনয় দণ্ড রাজার রাজ্য শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে এই ভীষণ অরণ্যে পরিণত হয়। উ ৮১

গঙ্গার দক্ষিণ হইতে সমুদ্রকূলাবধি বিস্তৃত বহু-ঋষি-সেবিত, বহু-রাক্ষস-আশ্রয় এক মহাবন। এই বনে চতুর্দ্দশ বৎসর রাম-বনবাস কৈকেয়ীর অন্যতর প্রার্থনা ছিল। অ ১১

এই বনে বাস করিয়া রামলক্ষ্মণ বহুসংখ্য রাক্ষসাদি বিনাশ করিয়া ঋষিগণকে নিশ্চিন্ত করেন। আ ৩০

জনস্থান—দণ্ডক কাননের মনোরম অংশ বিশেষ। আ ৪৯

পঞ্চবটী ইহার অন্তর্গত। উ ৮১

পঞ্চবটী*—রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া এই কাননাংশে পর্ণশালা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কিছুকাল সুখে অতিবাহিত করেন। আ ১৫

এইখানে সূর্পণখা-সমাগম, খরাদি রাক্ষস সহ যুদ্ধ ঘটে ; এইখান হইতে সীতা রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হন। অগস্ত্য-আশ্রম হইতে দুই যোজন অন্তর। আ ১৩

মধুবন—সুগ্রীবের এক সুরম্য কানন—মধুপূর্ণ। কিষ্কিন্ধ্যার নিকট। দক্ষিণগামী অঙ্গদপ্রমুখ বানরেরা সীতাসংবাদলাভে কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়া এই বনে নানা অত্যাচার করেন ; সুগ্রীব সহিয়াছিলেন। সু ৬১

দেবগণের প্রীতিদান স্বরূপ কপিরাজ এই বন প্রাপ্ত হন। সু ৬৩

---

* পঞ্চবটীর পঞ্চবট কি কি তাহা উল্লেখ নাই।

শালবন—শৃঙ্গবেরপুর হইতে শীঘ্রপথে অযোধ্যা আসিতে হনুমান্‌কে এই ভীষণ বন পার হইতে হইয়াছিল। ল ১১৬

মতঙ্গ-বন—পম্পার পশ্চিমদিক্ ধরিয়া গেলে মতঙ্গ মুনির তপোবন; যে বনে এই আশ্রম তাহার নাম মতঙ্গ-বন। এই স্থানে শবরী তাপসী বাস করিতেন। ইহার অনতিদূরে ঋষ্যমূক গিরি। আ ৭৪

মতঙ্গ-শিষ্যেরা গুরুর কার্য্যে শ্রম করিতেন, তাঁহাদের দেহ হইতে যে ঘর্ম্মবিন্দু ভূতলে পড়িত উঁহাদের তপোবলে তাহাই এই বনে পুষ্পরূপে উৎপন্ন হইত। ইঁহাদের স্মৃতি-মাত্রে এই বনে সপ্তসমুদ্র নিকটে আসিয়াছিল। আ ৭৪

কেতক-বন—পশ্চিমদিকে কুক্ষিদেশের নিকট। পশ্চিমগামী বানরেরা এখানে সীতান্বে-ষণার্থ আদিষ্ট হয়। কি ৪২

অশোকবন—অযোধ্যার রাজোদ্যান।* উ ৪২

দেবরাজ ইন্দ্রের যেমন নন্দন, কুবেরের যেমন ব্রহ্মানির্ম্মিত চৈত্ররথ কানন, রামের সেই-রূপ এই অশোকবন। এই বনে শিল্পী প্রস্তুত নানারূপ কৃত্রিম বৃক্ষ ছিল। উ ৪১

লঙ্কাজয়ের পর অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া রাম এই অশোকবনে প্রবেশ পূর্ব্বক কুসুম খচিত আস্তরণাচ্ছন্ন আসনে উপবেশন করিলেন এবং সীতাকে লইয়া স্বহস্তে মৈরেয় নামক বিশুদ্ধ মদ্য পান করাইতে লাগিলেন। উ ৪২

ঐ সময় ভৃত্যেরা শীঘ্র রামের ভোজনার্থ সুসংস্কৃত মাংস ও নানাপ্রকার ফলমূল আনয়ন করিল। উ ৪২

নৃত্যগীতবিশারদ সুরূপ সর্ব্বালঙ্কারশোভিত কিন্নরী অপ্সরা ও অন্যান্য নারী মধুপানে মত্ত হইয়া নৃত্য গীত দ্বারা রামকে আনন্দিত করিতে লাগিল। উ ৪২

দ্বীপ।

জম্বুদ্বীপ—সাগরাম্বরা বিশাল ধরার এক অংশ। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর এক দ্বীপ। উ প্র ১

সূর্য্য সত্যযুগে উত্তরদিক্ দিয়া উদয়গিরি আরোহণ করিলে জম্বুদ্বীপে দৃষ্ট হইতেন। কি ৪০

সগর রাজার পুত্রগণ বহুল-শৈল-সঙ্কুল জম্বুদ্বীপকে খনন করিয়া পাতালে গিয়া-ছিলেন। বা ৩৯

সপ্তদ্বীপা পৃথিবী—ঋক্ষরজা রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া হৃষ্টমনে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সমস্ত বানরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল। উ প্র ১

---

* বোধ হয় লঙ্কার অশোককাননের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রাম এই উপবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

লঙ্কাদ্বীপ*—শতযোজন দূরে লবণসমুদ্রমধ্যে† দ্বীপ। ত্রিকূট পর্ব্বতোপরি স্থিত; ইহার রাজধানী লঙ্কাপুরী। ("দেশ" মধ্যে "লঙ্কা" দেখ) কি ৫৮, ৪৯

শ্বেতদ্বীপ—ক্ষীরোদসমুদ্রমধ্যে এক দ্বীপ। নারায়ণ-ভক্তের বাসভূমি। (বিবিধ তত্ত্বে "শ্বেতদ্বীপ" দেখ) উ প্র ৫

যবদ্বীপ—সপ্ত রাজ্যে বিভক্ত।

স্বর্ণদ্বীপ—স্বর্ণকার-বহুল দ্বীপ।

রৌপ্যদ্বীপ—এই তিন দ্বীপ পূর্ব্বদিকে। কি ৪০

সুদর্শন—উদয়পর্ব্বতের অদূরে স্থিত দ্বীপ। কি ৪০

সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জ—সুগ্রীব পূর্ব্বদিক্‌গামী বানরগণকে সীতান্বেষণার্থ সামুদ্রিক দ্বীপ সকলে যাইতে বলিয়াছিলেন। কি ৪০

রাবণ পশ্চিমসমুদ্রে এক দ্বীপে আসিয়া কপিলদেব কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিলেন। উ প্র৫

দেশ নগর।

অযোধ্যা—কোশল রাজ্যের রাজধানী। এই পুরী মনু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিনযোজন বিস্তীর্ণ। অতি সুদৃশ্য। ইতস্ততঃ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃপথ সকল বিকশিত কুসুম সমলঙ্কৃত ও নিয়ত জলসিক্ত হইয়া উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ নগরীর চারিদিকে কপাট তোরণ ও শ্রেণিবদ্ধ বিপণী। কোন স্থানে নানাপ্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র; কোন স্থানে শিল্পিগণ নিরন্তর বাস করিতেছে। অত্যুচ্চ অট্টালিকায় ধ্বজপট সকল বায়ুবেগে উড্ডীন। প্রাকার সংরক্ষণার্থ লৌহনির্ম্মিত শতঘ্নী নামক যন্ত্রবিশেষ উচ্ছ্রিত রহিয়াছে। বা ৫

নানাদেশবাসী বণিকেরা আসিয়া বাণিজ্যার্থ আশ্রয় লইয়াছে। বা ৫

প্রাকার ও অতি গভীর জলদুর্গ ঐ নগরীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং উহা শত্রু মিত্র উভয়েরই একান্ত দুরতিগমা। বা ৫

কোথাও রত্ন নির্ম্মিত প্রাসাদ পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান……কোন স্থানে বিহারার্থ গুপ্তগৃহ ও সপ্ততল গৃহ নির্ম্মিত আছে। তথাকার সুবর্ণখচিত প্রাসাদ সকল অবিরল ও ভূমি সমতল।……তথাকার জল ইক্ষুরসের ন্যায় সুমিষ্ট। বা ৫

অযোধ্যার বৈজয়ন্ত দ্বার। অ ৭১

---

* সমুদ্রের পর পারে এক দ্বীপ শতযোজন বিস্তৃত রাবণের বাসস্থান। দ্বীপের নাম "লঙ্কা" নাই। পুরী লঙ্কা।

† প্রায় সকল স্থানেই আছে সমুদ্রের পর পারে।

রাজা দশরথের রাজত্বকালে অযোধ্যার নর নারী জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মশীল, স্বভাব-সন্তুষ্ট ও মহর্ষিগণের ন্যায় প্রসন্নচিত্ত ছিল। সকলেই কুণ্ডল কিরীট ও মালা ধারণ করিত...... সেখানে নাস্তিকতা ও মূর্খতার প্রভাব ছিল না.........সকলেই দেহে চন্দন লেপন করিত ও দানশীল ছিল। সকলে সাগ্নিক ও যাজ্ঞিক ছিল।......কাম্বোজ বাহ্লিক ও পারস্থ-দেশীয় এবং সিন্ধুদেশোৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবা সদৃশ অশ্ব সকল এবং বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বত-জাত দিগ্‌গজ ঐরাবত মহাপদ্ম অঞ্জন ও বামনের কুলে উৎপন্ন ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ ও মৃগভদ্র এই ত্রিবিধ জাতি-সঙ্করজ মদস্রাবী মহাবল শৈলের ন্যায় উচ্চ মাতঙ্গসমূহে অযোধ্যা সততই পরিপূর্ণ থাকিত। বা ৬

অযোধ্যায় সহস্র সহস্র ধ্বজপতাকাধারী তুরগসৈন্য ছিল। কেহ তথায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না, এই নিমিত্ত ঐ নগরীর নাম "অযোধ্যা" হইয়াছিল। বা ৬

সরযূর সার্দ্ধযোজন দক্ষিণ অযোধ্যা। বা ২২

লঙ্কা—লবণসমুদ্র পারে রাক্ষসরাজ রাবণের অতুল সৌষ্ঠবময়ী পুরী। কি ৫৯

সমুদ্রে পরিবেষ্টিত ত্রিকুট পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত। সু ২

দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বহু প্রযত্নে এই পুরী নির্ম্মাণ করেন। উ ৫

এই পুরী প্রথমে সালকটাংকট-বংশীয় (রাবণের মাতামহ)* রাক্ষসদিগের ছিল। বিষ্ণু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রাক্ষসগণ পাতালে পলায়ন করিলে পুরী শূন্য থাকে। উ ৮

কিছুকাল পরে ইহা বৈশ্রবণ কুবেরের রাজ্য হয়। উ ৩

মাতামহের পরামর্শে রাবণ ইহা সাপত্ন্য ভ্রাতার নিকট চাহিবামাত্র তিনি পুরী কনিষ্ঠকে ছাড়িয়া দেন। উ ১১

এই অবধি লঙ্কা আবার রাক্ষসদিগের অধিকার হয়। লঙ্কাপুরী বিস্তারে দশযোজন দৈর্ঘ্যে বিশযোজন। এই পুরী চতুর্দ্দিকে স্বর্ণপ্রাচীর দ্বারা সম্বেষ্টিত।† ইহার পর একটি নক্র-কুম্ভীরপূর্ণ পরিখা। চারিদিকে চারি দ্বার; প্রত্যেক দ্বারে এক একটি বিস্তীর্ণ যন্ত্র-লম্বিত সেতু বিরাজমান; বিপক্ষ পক্ষ উপস্থিত হইলে ঐ যন্ত্র দ্বারা সেতু রক্ষিত হইয়া থাকে; ঐ যন্ত্রের সাহায্যে পরসৈন্য পরিখায় প্রক্ষিপ্ত হয়। ল ৩

রাবণের সময়ে এই পুরীর সৌষ্ঠবের সীমা ছিল না। ইহার স্থানে স্থানে শতঘ্নী ও শূলাস্ত্র। সু ২

অত্যুচ্চ সুধাধবল গৃহ এবং পাণ্ডুবর্ণ সুপ্রশস্ত রাজপথ। উহার ইতস্ততঃ কিঙ্কিণীরব বিস্তারী পতাকা ও লতাকীর্ণ স্বর্ণময় তোরণ। পথ সকল প্রশস্ত, সর্ব্বত্র প্রাসাদ-

---

* রাবণের মাতামহগণের অনুরোধেই বিশ্বকর্ম্মা ইহা নির্ম্মাণ করেন। রাবণের মাতামহের পিতামহীর নাম "সালকটংকটা" বা "লঙ্কটঙ্কটা"; ইহা হইতেই বোধ হয় "লঙ্কা" নামের উৎপত্তি।

† নির্ম্মাণকালে বিশ্বকর্ম্মা বলেন, "উহা ত্রিশযোজন বিস্তীর্ণ, শতযোজন দীর্ঘ স্বর্ণপ্রাকারে বেষ্টিত ও স্বর্ণ-তোরণে শোভিত।"

স্বর্ণের স্তম্ভ ও স্বর্ণজাল। কোন স্থানে সাগুভৌমিক ভবন, কোথাও বা অষ্টতল গৃহ; কুট্টিম সকল স্বর্ণ ও স্ফটিকে ভূষিত। দ্বারবেদী মরকতময়, মণি মুক্তা স্ফটিকে খচিত এবং মণিসোপান শোভিত। স্থানে স্থানে গোষ্ঠ ও যন্ত্রাগার। রাত্রিকালে লঙ্কার সর্ব্বত্র দীপালোক। লঙ্কায় গৃহ সকল পদ্ম ও স্বস্তিকাদি প্রণালীক্রমে নির্ম্মিত, উহাতে বজ্র ও অঙ্কুশের প্রতিকৃতি চিত্রিত ছিল। হীরকের গবাক্ষ সকল জ্যোতি বিস্তার করিত। সর্ব্বত্র অত্যন্ত পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। সু ৩

পানগৃহ, পুষ্পাগার, চিত্রশালা, ক্রীড়াভূমি, বিমান, ভূমধ্যস্থ গৃহ, চৈত্যস্থান, উদ্যান চতুর্দ্দিকে বিরাজমান। উদ্যানে শিলাগৃহ, চিত্রগৃহ, লতাগৃহ, বৃক্ষবাটিকা। সু ৪

হনুমান্ দেখিয়াছিলেন লঙ্কার কোন স্থানে পানগোষ্ঠির কোলাহল, কোথাও বা সাধুরা একত্র উপবিষ্ট আছেন। তিনি দেখিলেন, নিশাচরগণ বিচক্ষণ, মধুরভাষী ও আস্তিক। ....উহাদের পরিণীতা পত্নী সকল শুদ্ধ স্বভাব, মহানুভব, পানাসক্ত ও প্রিয়ানুরক্ত.........তাহারা একান্ত লজ্জাশীল।.........লঙ্কায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী প্রমদা সকল মদনাবেশে উন্মত্ত হইয়া মন্দ্র মধ্য ও তার স্বরে সুমধুর সঙ্গীত করিতেছে। কোন স্থানে কাঞ্চীরব, কোথাও নূপুরধ্বনি, কোথাও বা সোপান-শব্দ। এক স্থানে কেহ করতালি দিতেছে, অন্যত্র সিংহনাদ করিতেছে। কোন গৃহে বেদমন্ত্র জপ কোথাও বা বেদপাঠ হইতেছে।.........তথায় রাক্ষসদিগের গলে উৎকৃষ্ট মাল্য এবং অঙ্গে বিচিত্র অনুলেপ। সু ৪

কিষ্কিন্ধ্যা*—ব্রহ্মা স্বপুত্র ঋক্ষরজাকে বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত, রত্নভূয়িষ্ঠ, ফলমূলবহুল, পণ্যদ্রব্যপূর্ণ এই পুরীর রাজা করিয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সমস্ত বানরগণের প্রভু করিয়া দেন। উ প্র ১

এখানকার রাজোদ্যানে ইন্দ্র কল্পবৃক্ষ দিয়াছিলেন। ঋক্ষরজার পর বানররাজ বালী; বালীর পর সুগ্রীব এই রাজ্য প্রাপ্ত হন। কি ২৬

মহাপ্রস্থানকালে সুগ্রীব রামের অনুগমন করিলে অঙ্গদ এখানকার রাজা হন। উ ১০৮

নলিনী†—ইন্দ্রপুরী।

বস্বৌকসারা‡—কুবেরনগরী। রাম সীতাকে বলেন, ইহাদের অপেক্ষাও চিত্রকূটের শোভা। অ ৯৪

উত্তরকুরু—উত্তরে এক দেশ। কৃতপুণ্যাদিগের বাসভূমি। কি ৪৩

এখানকার নদী ও সরোবরে স্বর্ণের রক্তোৎপল, এবং নীল বৈদূর্য্যের পত্র দৃষ্ট হয়। তীরে বিম্বাকার মুক্তাফল এবং মহামূল্য মণি ও স্বর্ণ। তথাকার দীর্ঘিকা সকল রক্তবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে। কি ৪৩

---

* এক স্থলে আছে কিষ্কিন্ধ্যা নামক "গুহা"। বা ১, কি ৩৩

† অমরাবতী?

‡ অলকা?

বৃক্ষ হইতে বিচিত্র বস্ত্র, মুক্তা খচিত বৈদূর্য্য জড়িত স্ত্রী পুরুষের যোগ্য সর্ব্বকাল সুখ-সেব্য অলঙ্কার, আস্তরণশোভী শয্যা, মনোহর মাল্য, তৃপ্তিকর অন্নপান এবং সুরূপ গুণবতী যুবতী সকল উৎপন্ন হয়। কি ৪৩

চৈত্ররথ কানন এই দেশে। অ ৯১

("সপ্তর্ষীণাং স্থিতির্যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।" কোন কোন গ্রন্থে এই দেশ সম্বন্ধে এই শ্লোক আছে।) কি ৪৩

ভোগবতী—নাগরাজ বাসুকির রাজধানী। পন্নগগণের পুরী। উ ২৩

দক্ষিণে কুঞ্জরাচলে অবস্থিত।* কি ৪১

পাতালে নাগরাজের এই রাজধানী হইতে রাবণ তক্ষকের পত্নীকে হরণ করিয়া আনেন। আ ৩২

রাবণ যমকে পরাজিত করিয়া বরুণ কর্তৃক রক্ষিত দৈত্য ও উরগগণের বাসস্থান রসাতলে গমন করিবার অভিলাষে সাগরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রথমে এই বাসুকি-রক্ষিতা পুরীতে উপস্থিত হইয়া নাগলোক স্ববশে আনয়ন করেন। উ ২৩

অশ্মনগর—পাতালে কালকেয় দৈত্যগণ অধিষ্ঠিত পুরী। উ ২৩

রাবণ এখানে আসিয়া বলদর্পিত কালকেয়গণকে নিধন করিয়া স্বীয় ভগিনীপতি বিদ্যুজ্জিহ্ব দানবকে অসি দ্বারা ছেদন করেন। উ ২৩

মাহীষ্মতী—হৈহয়াধিপ অর্জ্জুনের পুরী। উ ৩১

ভগবান্ অগ্নিদেব এই পুরীতে নিয়ত বাস করিতেন। উ ৩১

রাবণ এ পুরী আক্রমণ করিতে গিয়া পরাজিত হন। উ ৩২

প্রাগ্জ্যোতিষ—নগরী। পশ্চিমদিকে বরাহ-পর্ব্বতে স্থিত। (মহাভারত মতে এটা পূর্ব্বদিকে আসাম অঞ্চলে)। কি ৪২

গান্ধার—গন্ধর্ব্বদেশ। শৈলুষপুত্রগণের রাজ্য।† সিন্ধু নদীর অপর পার্শ্বে অবস্থিত। উ ১০০

ভরত সম্বর্ত্তাস্ত্র দ্বারা গন্ধর্ব্বগণকে বিনষ্ট করিয়া এই দেশ অধিকার করেন। (বিভীষণের পত্নী সরমা গন্ধর্ব্বরাজ শৈলুষের কন্যা)। উ ১০১

পারস্য‡ (বনায়ু)—পারস্যদেশীয় উৎকৃষ্ট অশ্ব দশরথ রাজধানীতে বহুসংখ্য ছিল। বা ৬

বাহ্লীক—ইল রাজা এই দেশের অধিপতি ছিলেন।§ জনপদ। এ দেশীয় উৎকৃষ্ট অশ্বও অযোধ্যায় বিস্তর ছিল। বা ৬

---

* সাগর পার দক্ষিণদিক্‌টাই পাতাল হইয়া দাঁড়াইতেছে। টীকাকার বলেন, মর্ত্ত্যে ও পাতালে দুই পুরী এক নাম—উভয়ই বাসুকির রাজধানী।

† গান্ধার যদি কান্দাহার, শৈলূষপুত্রগণ কি Seljuke আফগান? সকল রামায়ণে গান্ধার নাম নাই—"গন্ধর্ব্বদেশ" আছে।

‡ মূলে আছে "বনায়ু"—এইটা পারস্যের নামান্তর,—অনেকের মত।

অযোধ্যা হইতে কেকয় যাইতে দূতেরা বাহ্লিক দেশের মধ্য দিয়া যায়। (কোন কোন রামায়ণে নামটা "বাহিক" আছে। অ ৬৮

ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, কাম্বোজ, যবন, বরদ—এই সকল রাজ্য উত্তরদিকে ছিল। কি ২৩

কোশল—সরযূর তীরে ধনধান্যশালী আনন্দ-কোলাহল-পূর্ণ জনপদ। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদিগের রাজ্য। বা ৫

অযোধ্যা ইহার রাজধানী। বা ৫

নন্দিগ্রাম—অযোধ্যা হইতে একক্রোশ দূর। ল ১২৬

জ্যেষ্ঠকে বনবাস হইতে ফিরাইতে না পারিয়া ধর্ম্মশীল ভরত অযোধ্যায় না গিয়া এই স্থান হইতে জ্যেষ্ঠের হইয়া রাজ্যপালন করিয়া জ্যেষ্ঠের ন্যায় মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক এইখানে কালাতিপাত করেন। অ ১১৫

লঙ্কাজয়ের পর চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস শেষ হইলে রামচন্দ্র এই স্থানে ভ্রাতৃগণের সহিত জটা অবতরণ পূর্ব্বক সীতার অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া অযোধ্যায় আইসেন। ল ১২৯

কেকয়—দশরথ-মহিষী কৈকেয়ীর পিতৃরাজ্য। অযোধ্যা হইতে উত্তরপশ্চিম, ভরত সাত দিবসে কেকয় হইতে অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন। অ ৭১

(বিবিধ তত্ত্বে "কেকয়রাজের উপহার" দেখ।)

মিথিলা—বিদেহ—রাজর্ষি জনকের রাজ্য। ইঁহার রাজকন্যা বলিয়া সীতার নাম "মৈথিলী" ও "বৈদেহী।" বা ১৩

অঙ্গ*—গঙ্গা-সরযূর সঙ্গমস্থলে দেশ। বা ২৩

দশরথ-সখা লোমপাদ রাজার রাজ্য। বা ১৩

মগধ—মাগধী (শোন) নদী এই দেশ হইতে উৎপন্ন। বা ৩২

কাশী, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দাক্ষিণাত্য, কোসল†—প্রসিদ্ধ জনপদ সকল। এই সকল দেশের রাজগণ অন্যান্য নরপতিগণ সহ রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বা ১৩

বারাণসী—কাশী রাজ্যের রাজধানী। রাম-সখা প্রতর্দ্দনের পুরী। উ ৪৮

সাংকাশ্যা—দেশ। জনক-ভ্রাতা কুশধ্বজের রাজ্য। এই রাজ্য সুধন্বা নৃপতির ছিল; জনক রাজা তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া এই রাজ্যে আপন ভ্রাতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পরিসরে প্রাকারোপরি যন্ত্রফলকসমূহ সংগৃহীত ছিল। বা ৭১

---

* পশ্চিমদেশীয় সংস্করণ রামায়ণে অঙ্গদেশের কথা অনেক অধিক আছে; তাহাতে অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পা।

† কোসল—(অযোধ্যা) কোশল নহে। কোসলাধিপতি জনৈক তেজস্বী রাজা। (সম্ভবতঃ রাণী কৌশল্যা এই রাজার কন্যা)।